বাংলা প্রবাদ

বাংলা প্রবাদ

ছড়া ও চলতি কথা

*　　*　　*

শ্রী সু শী ল কু মা র দে
সম্পাদিত

*　　*　　*

এ. মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৫২
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৫৯

মূল্য কুড়ি টাকা মাত্র

মুদ্রাকর—পৃষ্ঠা ১-৪০০ বি. কে. সেন, মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা ; পৃষ্ঠা ৪০১-৮৫৬ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, প্রভু প্রেস, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; অবশিষ্টাংশ ত্রিদিবেশ বসু, কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ১১ মহেন্দ্র গোঁসাই লেন, কলিকাতা

শ্রীমান্ সঞ্জীবকুমার ও তৎকনিষ্ঠা শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু
পরমকল্যাণভাজনেষু

সূচী

A frequent review of Proverbs should enter into our reading.

—Isaac D'Israeli *Curiosities of Literature.*

নিবেদন

বর্ত্তমান সংগ্রহে নয় হাজারের অধিক প্রবাদ-বাক্য বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রকাশিত যতগুলি সংগ্রহের কথা আমাদের জানা আছে, তাহার কোনটিতে এতগুলি প্রবাদ পাওয়া যায় না; কিন্তু ইহাই যে চূড়ান্ত সংগ্রহ, তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

প্রবাদ বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহা আমাদের ভূমিকায় বিবৃত করিয়াছি। অধিকাংশ বাংলা প্রবাদ ছড়ার আকারে প্রচলিত, কিন্তু ছড়া বলিতে এখানে ছেলে-ভুলানো ছড়া অথবা পল্লীগীতির ছড়া বুঝায় না, তাহা বলা বাহুল্য। প্রবাদের ছড়া সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির; কিন্তু অতিঅল্প ক্ষেত্রে, যেখানে অন্য ধরণের ছড়ার কোন বাক্য বা বাক্যাংশ প্রবাদ-তুল্য হইয়া গিয়াছে, সেখানে সেই অংশটুকু আমাদের সংগ্রহে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে চল্‌তি কথার পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলনের প্রয়োজন নাই; কারণ যাহা সাধারণ বাংলা idiom বা রীতিগত বাক্যাংশ, তাহা আমাদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। কেবল প্রবাদমূলক চল্‌তি কথাই এখানে সঙ্কলিত হইয়াছে। অনেক সময় পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম, কিন্তু উদাহরণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে,—'মাথা কাটা যাওয়া', 'মাথা কেনা', 'মাথা খাওয়া', 'মাথা খোঁড়া' বা 'মাথা কোটা', 'মাথা মুণ্ডু', 'মাথা বাঁধা দেওয়া', 'মাথা হেঁট হওয়া', 'মাথা ঘামানো', 'মাথা চুল্‌কানো', 'মাথা কাড়া দেওয়া', 'মাথায় ওঠা বা চড়া', 'মাথায় ক'রে নাচা', 'মাথায় পড়া', 'মাথায় হাত', 'মাথায় হাত বুলানো', 'মাথায় পা দেওয়া', 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলা', 'মাথার ঝিকুট নড়া', 'মাথায় বুদ্ধি গজানো', প্রভৃতি অসংখ্য চল্‌তি কথা সাধারণ বাক্যগত idiom মাত্র; কিন্তু 'মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা', 'মাথায় ক'রে এনে পা দিয়ে ছানা', 'মাথার মণি, মাথার ঠাকুর, মাথার চূড়ো', 'মাথায় লাথি মেরে পায়ে গড় করা', 'কার ঘাড়ে দুটো মাথা', 'মাথায় শকুনি ওড়া', 'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া' প্রভৃতি প্রবাদমূলক চল্‌তি কথা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সাধারণ প্রবাদ-সংগ্রহের অন্তর্ভূত এই ধরণের বাক্যগুলিকে কোন বিচক্ষণ লেখক 'a heterogeneous conglomeration of sayings, colloquialisms,

idioms, slangs, bonmots, rhymes, riddles' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। হয়ত এরূপ অসহিষ্ণু সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; কিন্তু যখন বাংলা চল্‌তি কথার যথোচিত সংগ্রহ বা Dictionary of Phrases and Idioms আজ পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হয় নাই, তখন আশা করা যায়, এ বিষয়ে যদি বাহুল্যদোষ ঘটিয়া থাকে তবে তাহা মার্জ্জনীয় হইবে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, শুধু প্রবাদ-বাক্য বা বাক্যাংশের সংগ্রহে নয়, নির্ব্বাচনেও বিশেষ যত্নের আবশ্যক। পূর্ব্বের সংগ্রহগুলি যথাযোগ্য ব্যবহৃত হইলেও, আমাদের বর্ত্তমান সংগ্রহ যে পুরাতন সংগ্রহের পুনরুক্তি মাত্র নয়, তাহা মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। ইহাতে যেমন সাহিত্য বা লোকের মুখ হইতে সংগৃহীত অনেক নূতন প্রবাদ আছে, তেমনই অনেক পুরাতন তথাকথিত প্রবাদ বর্জ্জিত হইয়াছে। পূর্ব্বের সংগ্রহে ধৃত প্রবাদ যে স্থলে নিরর্থক, রসিকতাশূন্য, ভ্রান্তিমূলক, অথবা তুচ্ছ ইয়ারকি, গালগল্পের জের, প্রাদেশিক কৌতুকমাত্র বলিয়া মনে হইয়াছে, সে স্থলে তাহা গৃহীত হয় নাই। নিছক প্রাদেশিক প্রবাদগুলিও সব সময় ধরা হয় নাই, কারণ ইহাদের নিজস্ব ভাষা, ভঙ্গী অথবা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে তাহাদের আর কোন মূল্য থাকে না।

যে সমস্ত সংস্কৃত বাক্য বা বাক্যাংশ (যেমন, 'শুভস্য শীঘ্রম্') অথবা তথাকথিত হিন্দী প্রবাদ (যেমন, 'বাপকা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া') বাংলা প্রবাদের সামিল হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে যেগুলি সুপরিচিত বা নিত্য ব্যবহারে প্রচলিত, কেবল সেইগুলি চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এগুলির সংখ্যা যাহাতে বেশি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, দাশু রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকদের অনেকগুলি বাক্য বর্ত্তমান সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে; প্রকৃত পক্ষে এগুলির স্থান Dictionary of Quotations বা উদ্ধৃত বাক্যের অভিধানে হওয়া উচিত। কিন্তু কবিদের স্বরচিত হইলেও, যাহা জনশ্রুতি হইতে ধৃত বলিয়া মনে হয়, অথবা যাহা নিত্য উদ্ধৃত হইয়া প্রবাদ-বাক্যের মত হইয়া গিয়াছে, কেবল তাহাই এখানে গৃহীত হইয়াছে।

প্রবাদগুলি বহু বর্ষ ধরিয়া বহু লোকের মুখফেরতা হইয়া, অথবা প্রস্তাবানুযায়ী রূপান্তরিত হইয়া, অনেক সময় বহু বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে। সেইজন্য পাঠান্তর অবশ্যম্ভাবী, এবং সব সময়ে ইহাদের আদিম বা যথার্থ রূপ নির্ণয় করা সহজ নয়। যেখানে সম্ভব হইয়াছে, সেখানে পুরাতন সংগ্রহ বা সাহিত্যিক

প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া, যে রূপটি অধিকতর প্রামাণিক অথবা সুপরিচিত, তাহাই গৃহীত হইয়াছে। সব পাঠান্তর লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই ; কিন্তু বিশেষ পাঠান্তরগুলি সঙ্গে সঙ্গে চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একই ধরণের প্রবাদ যেখানে ভাষায় বা ভাবে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে, সেখানে অবশ্য সেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ; কিন্তু একই প্রবাদের কেবল পাঠান্তর-মূলক পুনরুক্তি যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া শুধু cross reference বা পুনর্নির্দ্দেশ দিয়া ধরা হইয়াছে। প্রবাদগুলি সাধারণতঃ চল্‌তি ভাষায় পাওয়া যায়, সেই জন্য সাধু ভাষায় অযথা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। প্রবাদগুলি প্রায়ই সহজবোধ্য, এবং প্রয়োগ অনুসারে তাৎপর্য্যেরও বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে ; সেই জন্য বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক বলিয়া মনে হয় নাই। এই উপলক্ষ্যে একটি বিদেশী প্রবাদ স্মরণযোগ্য—When a fool is told a proverb, the meaning of it has to be explained to him ! কিন্তু স্থানে স্থানে অপ্রচলিত বা দুরূহ শব্দাদির, কিংবদন্তীর অথবা মূলগত ধারণার সামান্য টিপ্পনী দেওয়া হইয়াছে।

রুচির খাতিরে কোন প্রবাদ বাদ দেওয়া যায় না। প্রবাদগুলির ভাষা, ভাব ও ভঙ্গী তাহাদের নিজস্ব ; বদলাইয়া দিলে, প্রবাদগুলি আস্ত থাকে না, তাহাদের রূপ ও রসের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়, ঐতিহাসিক মূল্যও নষ্ট হয়। কোন কোন লেখক বা সংগ্রাহক এরূপ করিয়াছেন ; তাহাতে সাময়িক রুচির মুখ রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু তথ্য ও তত্ত্বের অপলাপ করা হইয়াছে।

প্রবাদগুলি সাজাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের সংগ্রহে প্রবাদগুলি প্রথম শব্দের বর্ণের অনুক্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পদ্ধতি যে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক তাহা নয় ; কারণ, দেখা যায় অনেক প্রবাদ লোকমুখে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন শব্দের দ্বারা আরব্ধ হইয়াছে ; যেমন, 'মাথা নেই, তার মাথাব্যথা', 'যার নেই মাথা, তার কিসের ব্যথা', 'যেমন মাথাও নেই, তেমন ব্যথাও নেই' ইত্যাদি। সব রূপান্তরগুলিকে বর্ণের অনুক্রমে সাজাইলে পুনরুক্তি অনিবার্য্য। এ ক্ষেত্রে, ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন না হইলে, যেটি প্রবাদের প্রামাণিক বা সুপরিচিত রূপ, কেবল তাহাই একবার গ্রহণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাঠান্তরগুলিও ধরা হইয়াছে। কোন কোন প্রবাদের বাক্য-বিপর্য্যয়ও দেখা যায় ; যেমন, 'পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট, বাপের বাড়ী ঝি নষ্ট' এই প্রবাদটি 'বাপের বাড়ী ঝি নষ্ট, পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট' এইরূপ অনুক্রমেও কথিত হয়।

আমাদের সংগ্রহে দ্বিরুক্তি করা হয় নাই বলিয়া, এরূপ স্থলে প্রবাদের দুইটি বাক্যেরই প্রথম অক্ষর খুঁজিয়া লইতে হইবে। অনেক সময় সমগ্র প্রবাদ-বাক্যটি না বলিয়া, তাহার অংশমাত্র বলা হয়; যেমন, 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই' (নং ৬৬), 'নিরেনব্বুইয়ের ধাক্কা' (নং ৪৩০৬), 'ভবী ভোলবার নয়' (নং ৩৮৭৮), 'যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত' (নং ২৯৮) ইত্যাদি। এ স্থলে কেবল সমগ্র প্রবাদটি দেওয়া হইয়াছে; স্বতন্ত্র না হইলে, অংশের পুনরুক্তি করা হয় নাই। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে cross reference দেওয়া হইয়াছে। বর্ণানুক্রমে সাজাইবার পদ্ধতিতে এই সব অসুবিধা আছে সত্য, কিন্তু আশা করা যায়, আমাদের শব্দসূচীর সাহায্যে কোনও প্রবাদ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না। প্রবাদের বিষয়বস্তু বা প্রয়োজনীয় শব্দের অনুযায়ী সাজানোও সম্ভবপর, কিন্তু ইহাতেও পুনরুক্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রয়োগের সার্থকতা অনুসারে একটি প্রবাদের একাধিক বিষয়বস্তুর কল্পনা করা যাইতে পারে, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় শব্দ একাধিক হওয়া বিচিত্র নয়। যেমন বুদ্ধিমান ও মূর্খ একই প্রবাদ-বাক্যে পাশাপাশি থাকিলে প্রবাদটিকে একাধিকবার বিভিন্ন শব্দ বা বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে ধরিতে হয়। এই প্রণালী গৃহীত না হইলেও, গ্রন্থের শেষে যে প্রয়োজনীয় শব্দের সূচী দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এই ধরণের সাজানোর উদ্দেশ্য হয়ত অনেকটা সিদ্ধ হইবে।

W. G. Smith সম্পাদিত Oxford Dictionary of English Proverbs (Clarendon Press, 2nd Edition, Oxford, 1936) নামক সুবৃহৎ প্রবাদ-অভিধান হইতে আমাদের সম্পাদন-পদ্ধতির আদর্শ মোটামুটি গৃহীত হইয়াছে। এই অভিধানে প্রত্যেক ইংরেজী প্রবাদ-বাক্যের বিভিন্ন প্রয়োগের দৃষ্টান্ত, বিভিন্ন যুগের ইংরেজী সাহিত্য বা সাময়িক রচনা হইতে চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে প্রবাদগুলির প্রাচীন রূপ, রূপান্তর, লোকপ্রিয়তা ও প্রয়োগ পরম্পরার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের সংগ্রহে এই আধুনিক পদ্ধতির অনুসরণ করা হইলেও, আমাদের উদ্দেশ্য প্রবাদের বিস্তৃত অভিধান রচনা নয়, প্রধানতঃ সুপরীক্ষিত, নির্ভরযোগ্য ও যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ সংগ্রহ মাত্র সম্পাদন করা,—যাহা এপর্য্যন্ত কোনও মনীষীর মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। বিভিন্ন যুগের বাংলা সাহিত্য হইতে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এরূপ সঙ্কলন পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে শুধু

সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন নয়, বিবিধ সাময়িক রচনারও যে পরীক্ষার প্রয়োজন আছে তাহা অধিকতর সময়সাপেক্ষ বলিয়া সম্ভবপর হয় নাই। তথাপি প্রয়োগের যে উদাহরণগুলি আমরা দিয়াছি, তাহা অধুনাতন বা জীবিত লেখকদের রচনা হইতে গৃহীত হয় নাই, প্রাচীনত্বের নিদর্শনস্বরূপ যথাসম্ভব পুরাতন রচনা হইতেই অধিকাংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ডাকের বা খনার বচন বলিয়া যে সব বাক্য বা ছড়া প্রচলিত আছে, তাহা প্রবাদের অনুরূপ, কিন্তু সবগুলি প্রবাদ বলিয়া গণ্য হয় নাই। ইহাদের অধিকাংশেরই বিষয়বস্তু হইতেছে চাষবাস, জল-হাওয়া, শুভক্ষণ বা তিথি-গণনা, যাত্রার শুভাশুভ লক্ষণ প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রসঙ্গ। যথেষ্ট মূল্য থাকিলেও এ পর্য্যন্ত এগুলির সম্পূর্ণ বা প্রামাণিক সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নাই। ডাকের বচন হইতে চয়ন করিয়া অনেকগুলি বাক্য আমাদের প্রবাদ-সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। খনার বচনের মধ্যে তিথিক্ষণগণনা প্রভৃতি সংক্রান্ত পারিভাষিক বচনগুলি বাদ দিয়া, কৃষিসম্বন্ধীয় যেগুলি অধিকতর প্রচলিত ও প্রয়োজনীয়, পরিশিষ্টে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি (যেমন—'বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান') সাধারণ প্রবাদ-বাক্যরূপে চলিয়া গিয়াছে; এগুলি আমাদের প্রবাদ-সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। দাশরথি রায় বলিয়াছেন—'যে না মানে খনার বচন সেই বেটা বড় গাধা'; ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, এই বচনগুলির উপর এককালে কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

প্রবাদ-সংগ্রহের শব্দসূচী একটু বিস্তৃতভাবেই সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা কেবল বিশিষ্ট প্রবাদ খুঁজিয়া লইতে সাহায্য করিবে, তাহা নয়; এই শব্দগুলি যে সব বস্তু বা বিষয়ের বাচক, তাহার সম্বন্ধে বিবিধ প্রবাদ যিনি একত্র আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, এরূপ সূচী তাঁহার সাহায্য করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া, সাধারণ বাংলা শব্দগুলির পৌনঃপুনিক প্রয়োগ-প্রাচুর্য্যের (word-frequency-র) ইহা একটা মোটামুটি ধারণা দিবে। ভাষা-আলোচনার দিক হইতেও এরূপ বিস্তৃত শব্দসূচীর প্রয়োজন রহিয়াছে।

যাঁহারা এই বহুশ্রমসাধ্য ও দুরূহ কার্য্যে সম্পাদককে উৎসাহ দিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখেন না; কেহ কেহ বা এখন সকল ধন্যবাদের অতীত। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে,—যিনি ছিলেন বাংলা দেশ, বাংলা

ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের একান্ত অনুরাগী, এবং যিনি নিতান্ত স্নেহের পক্ষপাতে এই গ্রন্থের প্রকাশ আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই অকস্মাৎ স্বর্গত সুহৃৎ ও সাহিত্য-সতীর্থ মোহিতলাল মজুমদারের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হয়।—প্রথম সংস্করণে ডক্টর এনামুল হক ও অধুনা পরলোকগত বন্ধু নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বর্ত্তমান সংস্করণে আমার কল্যাণভাজন পূর্ব্বতন ছাত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, পূর্ব্ববঙ্গের প্রবাদগুলির আলোচনা ও সংগ্রহ সম্পর্কে সহায়তা করিয়াছেন। বীরভূমনিবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাঢ়ে প্রচলিত অনেকগুলি প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া দিয়া, এবং গল্পশিল্পী সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় কতকগুলি অতিরিক্ত প্রবাদের সন্ধান দিয়া সবিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়ের সৌজন্যে বঙ্গবাসী পত্রিকায় বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক সঙ্কিত প্রবাদ-সংগ্রহের অংশগুলি দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা ব্যবহারের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন পরিষদের সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। St. Xavier Mission-এর বঙ্গভাষাভিজ্ঞ Father Fallon ও Father Dontaine সমালোচনা ও পুস্তক-সংগ্রহাদির দ্বারা সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন। আমার স্নেহাস্পদ ছাত্রী ও লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যাপয়িত্রী শ্রীমতী শিবানী সেন (সম্প্রতি দাসগুপ্ত) দ্বিতীয় সংস্করণের খসড়া প্রস্তুত করিবার সময় নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের সহিত ইহাদের সকলের নাম সংযুক্ত করা, সম্পাদকের কেবল কর্ত্তব্য নয়, ঋণ-পরিশোধের ভদ্রতামাত্র নয়, আন্তরিক কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

সুপরিচিত প্রকাশক শ্রীযুক্ত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় সবিশেষ আগ্রহ ও যত্নের সহিত গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সম্পাদকের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থটি আমূল পরিশোধিত, এবং প্রায় আড়াই হাজার অধিক প্রবাদ ও উদাহরণ-টিপ্পনী প্রভৃতির দ্বারা দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই হিসাবে ইহা প্রায় নূতন করিয়া সঙ্কলিত বলিলেও চলে।

গবেষণা-বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ,
কলিকাতা, ১২ ভাদ্র ১৩৫৯

শ্রীসুশীলকুমার দে

ভূমিকা

এক

প্রায় সকল দেশে ও সকল কালে প্রবাদ-বাক্যের প্রচলন আছে, কিন্তু কবে বা কিরূপে প্রবাদের প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। নিরর্থক না হইলেও, এই যদৃচ্ছাকৃত খণ্ড তুচ্ছ বাক্যগুলি কবিতা নয়, তত্ত্বকথা নয়, নীতি-প্রচারও নয়, অথচ লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। প্রবাদের আদি-কথা যাহাই হউক না কেন, খুব সম্ভব এই প্রবাহের প্রথম উৎস তখনই মানুষের মনে স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছিল যখন তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতি আপন সরস বেগে ও সহজ ভাষায় নিঃসৃত হইয়াছিল। গ্রন্থাদি-রচনার বহু পূর্ব্বেও প্রবাদ বা প্রবাদমূলক চল্‌তি কথার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়; কারণ, এগুলি রচনা করিবার জন্য রচিত হয় নাই, মানুষের মনে আপনি জন্মিয়াছে, তাই মানুষের মুখে আপনি প্রচলিত হইয়াছে। প্রথম যিনি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের জ্বালা-পরম্পরার দুঃসহতা, রথ দেখা কলা বেচার পরম্পরানুষঙ্গিক সন্তোষ, দুধের সাধ ঘোলে মিটানোর অনুপযোগী দুঃসাধ্যতা, অথবা অতিভক্তি-রূপ চোরের লক্ষণের সহজ কৌতুক অনুভব করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষ ভাবটি দৈনন্দিন সাধারণ বুদ্ধির টুকরা হিসাবে বিবৃত করিয়া যে ক্ষিপ্র টিপ্পণী কাটিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে অভ্যস্ত বাক্যে, জনশ্রুতিতে বা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল। সাক্ষাৎ-অর্থে প্রযুক্ত এই সমস্ত কথিত বাক্য কালক্রমে কোন সাধারণ বিষয়, বস্তু বা ঘটনার উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত হইয়া প্রবাদের একটি বিশিষ্ট লক্ষণের সৃষ্টি করিল।

তাই মনে হয়, প্রবাদ-বাক্যের আদি-স্রষ্টা ছিল সাধারণ মানুষ, যাহার সাধারণ বুদ্ধির বহুদর্শিতা প্রথমে প্রবাদের উপকরণের, পরে প্রবাদের, সৃষ্টি ও প্রচলন করিয়াছিল। যাহা পিতার বচন ছিল, তাহা কালক্রমে পুত্রের সম্পত্তি হইল; গৃহিণীর সরস বুলি গৃহের বাহিরেও মেয়েলি ছড়ায় নিত্যতা লাভ করিল; গ্রামের মোড়লের রসিকতা গ্রামের আপ্তবাক্যে পরিণত

হইল; শিল্পী বা কারিগরের ধারাবাহিক শিল্প-রহস্য কোন প্রবচনের সংক্ষিপ্ত স্থায়িত্বে স্মরণীয় হইয়া রহিল। প্রবাদের রচয়িতার নাম লুপ্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার চটকদার বাক্য সাধারণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বাস্তব অনুভূতির নির্য্যাস হিসাবে লোক-প্রিয়তার কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ হইয়া লোকপরম্পরায় প্রচলিত হইল। ক্রমে সাহিত্যিক রচনায় উদ্ধৃত বা চল্‌তি কথায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহাদের রূপ ও রস পরিপুষ্টি ও স্থায়িত্ব লাভ করিল।

কিন্তু সাধারণ মানুষ ছাড়াও আর এক ব্যক্তি ছিলেন প্রবাদের উৎপত্তির মূলে, সমাজে যিনি ছিলেন বিদ্যা ও বুদ্ধির মর্য্যাদায় জ্ঞানী পুরুষ বা oracle বলিয়া পরিচিত। যাহাদের চিন্তা করিবার সময় বা শক্তি ছিল না, তাহারা জ্ঞানী ব্যক্তির সুবিবেচিত ও স্বল্পাক্ষরে সংক্ষিপ্ত বাক্যসূত্র-গুলিকে জীবনের বিধি বলিয়া মানিয়া লইত। বাইবেলের পূর্ব্ব খণ্ডে সলোমন-সংগৃহীত [১] Proverbs পুস্তকে যে 'words of the wise and their dark sayings' আছে, তাহার অধিকাংশই এই ধরণের অতি প্রাচীন প্রবাদ-বাক্য। কিন্তু এই প্রাজ্ঞ বচন, যাহাকে ল্যাটিন ভাষায় sententia বলে, তাহা সব সময়ে ঠিক প্রবাদ বা proverbium নয়। এগুলি জ্ঞানীর জ্ঞানের নিষ্কর্ষ,—সুচিন্তিত, সুব্যক্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপদেশমূলক নীতি-বাক্য; কিন্তু প্রবাদে পাণ্ডিত্য, চিন্তা বা উপদেশের প্রয়োজন নাই। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার উপলক্ষ্যে প্রবাদ-বাক্য বিশিষ্টভাবে অভিব্যক্ত—যেমন, 'দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখে, তেঁতুল রইল গাছে বেঁকে'; জ্ঞানীর বচনে এরূপ কোন উপলক্ষ্য না থাকায় তাহা বিচ্ছিন্ন ও সাধারণভাবে নির্ম্মিত—যেমন, 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'। একটি, বিচিত্র বহুদর্শিতার স্বতঃপ্রবৃত্ত ও সরস সংক্ষেপ; অন্যটি, জ্ঞান ও চিন্তার পরিপাকে প্রস্তুত নীতিকথার নির্য্যাস। কিন্তু লোকোক্তি ও প্রাজ্ঞোক্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্যসত্ত্বেও ব্যবহারিক জগতে উভয়ই কার্য্যকরী, এবং, জনসাধারণের দ্বারা প্রবাদ বলিয়া গৃহীত হইলে, উভয়ের সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য আর তেমনভাবে লক্ষিত হয় না।

---

১ সলোমনের নামে চলিলেও, এই সংগ্রহের মধ্যে দুইটি বিভিন্ন সময়ের স্তর বিশ্লেষিত হইয়াছে; প্রাচীনতম অংশ পারস্য আমলের, কিন্তু ইহার বর্ত্তমান আকার গ্রীক সময়ের। এখানে ইহার বিচার নিষ্প্রয়োজন।

উভয় ক্ষেত্রেই, উপর হইতে নীচে, নীচ হইতে উপরে, ক্রমিক ব্যাপ্তির প্রক্রিয়া দেখা যায়। এক দিকে যেমন লোকোক্তি প্রাজ্ঞের চিন্তায় ও কর্ম্মে প্রবেশ করে, অন্য দিকে তেমনই প্রাজ্ঞোক্তি লোকের দৈনন্দিন ভাষায় ও জীবনে বিস্তার লাভ করে। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিরাজ করে সাহিত্যের চিরন্তন ঘূর্ণ্যমান চক্র, যাহার দ্বারা তাহারা উভয়ই কালে-কালে গৃহীত, পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে। অবশেষে যখন পার্থক্যের রেখা মুছিয়া যায়, তখন পরস্পরের সীমা-নির্দ্দেশ আর সম্ভবপর হয় না। অনেক গ্রন্থকারের রচনায় প্রবাদ-বাক্য স্থান পাইয়াছে, কিন্তু সেগুলি তাঁহাদের স্বরচিত, না জনশ্রুতি হইতে ধৃত, তাহা সব সময় নির্ণয় করা কঠিন। তেমনই জন-প্রবাদেও এমন অনেক বাক্য দেখা যায়, যাহা শেষ পর্য্যন্ত গ্রন্থকারবিশেষের রচনায় চিহ্নিত করা যায়।

প্রবাদ-বাক্যের যেরূপেই উৎপত্তি হউক না কেন, ইহা জাতির জীবনের প্রায় সমুদয় স্তরই ব্যাপ্ত করে। কিন্তু প্রবাদের সমস্ত লক্ষণের মধ্যে একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহা প্রবাদ বলিয়া লোক-সমাজে গৃহীত হইবে। অর্থাৎ ইহার সাফল্য নির্ভর করে লোক-মনের সরল স্বাভাবিক সমর্থনের উপর ; নিজের সঙ্গে নিজের পরিচয়ের যে আকস্মিক বিস্ময় ও আমোদ, তাহাতেই ইহার রসের উপলব্ধি হয়। কোন কালে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা কথিত হইলেও ইহা সাধারণের নির্ব্বিশেষ সম্পত্তি ; সেইজন্য রচয়িতার নাম বা সাল-তারিখ মনে রাখিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইহার বা উহার, একালের বা সেকালের নয়, ইহা সর্ব্বকালের ও সর্ব্বজনের। ব্যক্তিগত কিছু নাই বলিয়া ইহা জাতিগত এবং অনেক সময়ে ইহা ব্যক্তির মুখে জাতির সমষ্টি-জ্ঞানের অভিব্যক্তি। বিশিষ্ট আকারে ও প্রকারে প্রকাশিত হইলেও, ইহা সাধারণভাবে প্রযুক্ত ; কাহাকেও লক্ষ্য করা নয়, অথচ সকলকেই লক্ষ্য করা ইহার উদ্দেশ্য। এক জনের সহজ বুদ্ধিতে সহসা প্রতিফলিত হইলেও, ইহা বহু জনের সুলভ বুদ্ধির উপায় ও ক্ষিপ্র প্রয়োগের অস্ত্র,—'the wit of one man and the wisdom of many'! ইহা সত্য সত্যই folklore।

সেইজন্য, জাতির মনস্তত্ত্ব বা আচার-ব্যবহার হিসাবে প্রবাদের যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে, কিন্তু নিছক নীতি বা তত্ত্বকথা হিসাবে এই মূল্য চিরন্তন বা সার্ব্বজনীন নয়। নীতি-বাক্যের সঙ্গে প্রবাদের পার্থক্য এইখানে যে,

উচ্চ আদর্শ, তত্ত্বজ্ঞান বা লোকশিক্ষা প্রবাদের মূল কথা নয়। প্রবাদের মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে, কিন্তু চিরন্তন সত্যের নির্দ্দেশক বলিয়া ইহার চিরন্তনত্ব নয়। 'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে'—নৈতিক জগতের সত্য হইলেও ব্যবহারিক জগতের তথ্য নয়; তেমনই 'জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা'—ব্যবহারিক জগতের তথ্য হইলেও, নৈতিক জগতের সত্য নয়। প্রবাদের প্রধান অনুপ্রেরক নৈতিক জ্ঞান নয়, সাংসারিক জ্ঞান; পরোক্ষ চিন্তা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতি। যাহা নিত্য দৃষ্ট ও নিতান্ত পরিচিত, তাহা ভূয়োদর্শন,—তাহাই যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে, এমন নয়; কিন্তু তাহাই অধিকাংশ প্রবাদের খোরাক যোগায়। প্রবাদের মধ্যে যে সত্য নিহিত থাকে, তাহা প্রায়ই আপেক্ষিক সত্য—তত্ত্বের সত্য নয়, তথ্যের সত্য। প্রবাদের অনেক দিক আছে, কিন্তু প্রবাদ মুখ্যতঃ বাস্তবঘেঁষা—ইহা পথঘাটের প্রাজ্ঞতা, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ—'a short sentence drawn from long experience'! সেইজন্য ইহা চট্ করিয়া মনে লাগিয়া যায়, এবং প্রয়োজন হইলে চট্ করিয়া বাহিরে লাগানো যায়। এমন খুব কম প্রবাদ-বাক্য আছে, যাহা বৰ্দ্ধমান রাজবাটীর মহাভারতের মত বুঝাইয়া না দিলে বুঝিতে পারা যায় না। সহজবোধ্যতা ও সহজপ্রয়োগ প্রবাদের লোকপ্রিয়তার ও লোকস্মৃতিতে লুপ্ত না হইবার একটি প্রধান কারণ।

কিন্তু প্রবাদের মধ্যে যে সত্য বা তথ্য নিহিত থাকে তাহা অনেক সময়ে শুধু নিরতিশয় সহজ নয়, নিতান্ত সাধারণ ও সামান্য, যাহাকে ইংরেজীতে platitude বলে। অনেকের ধারণা, এই বিষয়বস্তুর তুচ্ছতা বা দৈন্যের জন্যই প্রবাদে পটু ও কটু রসিকতা, ছড়ার ছন্দ, মিলের পারিপাট্য ও অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের ভঙ্গিমা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য তাঁহারা প্রবাদ-বাক্যকে মস্করা, ভাঁড়ামি বা চাষাড়ে ইয়ারকির চটকদার রূপান্তর বলিয়া মনে করেন। পরে আমরা এই মনোভাবের আলোচনা করিব; এখানে বাংলা প্রবাদ সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, এরূপ ধারণার মূলে রহিয়াছে বাঙালী জাতির ভাব, ভাষা ও রসিকতা সম্বন্ধে জ্ঞানদৈন্য, মর্ম্মগ্রাহিতার অভাব, অথবা উৎকট সূক্ষ্মাচার-বিলাসিতা। ইহা সত্য যে, প্রায় অনেক বাংলা প্রবাদেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত কৌতুক বা ঝাঁঝালো রসিকতার আমেজ আছে, কিন্তু সকল প্রবাদই যে রঙদার হইবে এমন নয়;

এবং অনুপ্রাস মিল প্রভৃতি ইহাকে লোকপ্রিয় করিলেও, এগুলি প্রবাদের অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। এ কথাও ঠিক নয় যে, প্রবাদ-বাক্য গ্রাম্য ইতরতার সামিল। গ্রামের জীবন হইতে আসিয়াছে বলিয়া, যাহাকে bucolic wit বলে, তাহা বাংলা প্রবাদে সুস্পষ্ট; কিন্তু প্রায় সকল দেশের প্রবাদেই ইহা অল্পবিস্তর দেখা যায়, এবং যাহা গ্রামের তাহাই গ্রাম্য নয়। অবশ্য, প্রবাদের ভাষা প্রায়ই জোরালো, এবং অনেক সময় অনেক কথা খুব খোলাখুলিভাবেই বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহার ভাষা দৈনন্দিন ব্যবহারের শক্তিশালী ভাষা, এবং জীবনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। এই ধরণের ইংরেজী প্রবাদ সম্বন্ধে কোনও লেখক বলিতেছেন—"many of the coarsest proverbs are typically English"; বাংলা প্রবাদ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যায়। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রবাদের সাফল্য ইহার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে ইহার সহজ প্রকাশ-ভঙ্গীর উপর, ইহার সাধারণ বুদ্ধির সরস চমৎকারিত্বের উপর, ইহার সংক্ষিপ্ত ও সাভিপ্রায় প্রয়োগের সার্থকতার উপর। শব্দের স্বল্পতা ও অর্থের আধিক্য প্রবাদের একটি সাধারণ লক্ষণ, কিন্তু epigram বা লঘু বাক্‌সূত্রের যে সংহত চাতুর্য্য তাহাই ইহার একমাত্র সম্বল নয়। প্রবাদের উপযোগিতার মূল কথা এই যে, যাহা বলা হয় তাহা এত সহজ ও সুজ্ঞাত যে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রয়োগের অভিপ্রায় বা সঙ্কেত মর্ম্মে আসিয়া প্রবেশ করে। যখন আমরা বলি—'একে কাটে ধারে, আরে কাটে ভারে', তখন ধারে-কাটা ও ভারে-কাটা দুইটি নিতান্ত পরিচিত বস্তুর তুলনায় আমরা ইহাই ইঙ্গিত করি যে, শুধু গুণীর গুণ নয়, নির্গুণের সহায়সম্পত্তিও সমান শক্তিশালী, তবে গুণই আসল জিনিস। যে বিষয়ের উপলক্ষ্যে প্রবাদের প্রয়োগ তাহা অব্যক্ত থাকিলেও অস্পষ্ট নয়, এবং চুম্বকে-প্রকাশিত ব্যঞ্জনা ও দৃষ্টান্তের সহজ সার্থকতার উপরই প্রবাদের মূল্য ও সমাদর নির্ভর করে। সংস্কৃত কোশ-কাব্যে যাহাকে অন্যাপদেশ (এক বস্তুর উপলক্ষ্যে অন্য বস্তুর বর্ণনা) বলে, অথবা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে যাহা উপমা-ধ্বনি, অপ্রস্তুত-প্রশংসা বা ব্যাজস্তুতি, প্রবাদের মধ্যেও সেই ধরণের সঙ্কেত অনুপ্রবিষ্ট থাকে।

সকল প্রবাদের ছাপ ও পোশাক ঠিক একরকম নয়; কিন্তু মনে হয়, প্রাচীনকালের প্রবাদগুলি ছিল সংক্ষিপ্ত, বাস্তবনিষ্ঠ ও উপদেশমূলক, এবং অতি সাধারণভাবে সাধারণ কথাই প্রকাশ করিত। পরে, দেশ কাল ও

পাত্রের উপযোগী সাভিপ্রায় রসভাষণ প্রবাদের একটি প্রয়োজনীয় লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে—

Wickedness proceedeth from the wicked

বাইবেলের এই যে বাক্যটি, সলোমনের প্রবাদ-সংগ্রহে নয়, সামুয়েলের প্রথম ভাগে (1 Sam. 24. 13) পাওয়া যায়, তাহাই নাকি সবচেয়ে প্রাচীন প্রবাদ-বাক্য।[২] কিন্তু যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা হয়ত বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যের খবর রাখেন না। বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যে কতটা প্রবাদের প্রয়োগ ছিল, তাহার কোন আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই ; কিন্তু অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় উক্ত প্রবাদ-বাক্যের চেয়ে প্রাচীনতর দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের সাহিত্যে পাওয়া যাইবে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ঋগ্‌বেদের একটি প্রসিদ্ধ সংবাদ-সূক্তে (১০।৯৫।১৫) উর্ব্বশীর যে-উক্তি—

ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি
সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা ॥[৩]

অথবা, অন্য একটি সাধারণ অশ্বিনা-সূক্তে (১০।৪০।২) ঘোষা কাক্ষীবতীর যে সরস উপমা—

কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং
মর্য্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ ॥[৪]

তাহা প্রবাদ-বাক্যের অতি প্রাচীন সাহিত্যিক প্রয়োগ বলিয়াই মনে হয়। পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের লৌকিক আভাণকের কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রাচীন ব্রাহ্মণে ও বৌদ্ধ গ্রন্থেও এই শ্রেণীর বাক্য বিরল নয়।

উল্লিখিত কারণগুলি ছাড়া, আর একটি কারণেও প্রবাদ-বাক্য সফল ও সমাদৃত হইয়াছে। বিভিন্ন যুগের লেখকদের রচনাতেও প্রবাদ-বাক্য বাক্যালঙ্কার হিসাবে আদর ও আভিজাত্য লাভ করিয়াছে। ব্যাখ্যা বা দৃষ্টান্ত হিসাবে, কোন বিষয়বস্তুকে স্থাপিত ও পল্লবিত করিবার জন্য, অথবা অল্প কথায়

---

২ কিন্তু মিশর দেশের Book of the Dead পুস্তকে যে সব নীতি-বাক্য আছে, তাহা অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৭০০ সালে প্রচলিত ছিল ; এবং Ke'gemni ও Ptah-Hotep-এর রচনায় যেসব প্রবাদতুল্য বাক্য রহিয়াছে, তাহার তারিখ অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৫৫০ !

৩ নারীর সঙ্গে সখ্য নাই, নারীর হৃদয় হইতেছে সালাবৃকের হৃদয়।

৪ বিধবা যেমন দেবরকে, নারী যেমন পুরুষকে শয্যায় আহ্বান করে।—ইহা উল্লেখযোগ্য যে উভয় বচনই 'মেয়েলি' কথা।

অনেক কথা বলিবার উদ্দেশ্যে যে প্রবাদের উপকারিতা আছে, তাহা একালের ও সেকালের লেখকেরা অল্পবিস্তর অনুভব করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে কতটা এবং কি ভাবে প্রবাদ বা প্রবাদমূলক চলতি কথা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সবিস্তর আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই; কিন্তু চর্য্যাপদ ও কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত সাহিত্যে যে অসংখ্য প্রবাদ-বাক্য প্রযুক্ত বা সৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। সাহিত্যিক রচনায় ধৃত প্রবাদের রূপের স্থিরতা নাই, প্রস্তাবানুযায়ী অথবা বিশিষ্ট লেখকের মনোমত পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক নয়। এমন কি, কোন্‌গুলি প্রবাদ এবং কোন্‌গুলি লেখকের স্বরচিত, তাহাও সব সময়ে ঠিক করিয়া বলা যায় না। কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলির অনুরূপ প্রবচন বর্ত্তমান কালেও প্রচলিত রহিয়াছে, এবং এগুলি যে মূলতঃ জনশ্রুতি হইতে গৃহীত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

চর্য্যাপদে অন্ততঃ ছয়টি প্রবাদ-বাক্য পাওয়া যাইতেছে, যাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী বা বর্ত্তমান কালেও পাওয়া যাইবে—

আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী ॥[৫] (ভুসুকু)
গুরু বোব সে সীসা কাল ॥ (ভুসুকু)
বর সুণ গোহালী কি সো দুঠ্‌ট বলন্দে ॥[৬] (সরহ)
হাথেরে কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ ॥[৭] (সরহ)
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাঅ ॥[৮] (ঢেণ্ঢণ)
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ (ঢেণ্ঢণ)

লোক-সাহিত্যের প্রভাবে বড় চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকতর প্রবাদ-বাক্যের প্রয়োগ রহিয়াছে—

ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ ॥ (প্রথম সং, ১৩২৩, পৃ. ৩৮)

---

৫ পরে কৃষ্ণকীর্ত্তনের দৃষ্টান্তে ইহার পুনরুক্তি রহিয়াছে। বিদ্যাপতি—'হরিণী জাগায় ভাল কুটম্ব বিবাদ'।

৬ 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল'—আধুনিক প্রবচন। সং—বরং শূন্যা শালা ন চ খলু বরং দুষ্টবৃষভঃ।

৭ 'হাতে শাঁখা দর্পণে দেখা'—আঃ প্রঃ। 'হত্থে কঙ্কণং কিং দপ্পণেণ'—কর্পূরমঞ্জরী। 'হাথক কাঁকণ আরসী কি কাজ'—বিদ্যাপতি। 'হাতে শঙ্খ, দেখিতে দর্পণ নাহি খুঁজি'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী।

৮ 'দোয়া দুধ বাঁটে সামায় না'—আঃ প্রঃ।

দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে॥ (পৃ. ৪৫)
জরুয়া দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল॥ (পৃ. ৪৯)
লাজে সে হারায়ি কাজে॥ (পৃ. ৫৩)
পরধন দেখিলেঁ কি পাএ ভিখারী॥ (পৃ. ৫৯)
মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল॥[৯] (পৃ. ৭২)
চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল
নিজ মাঁসে জগতের বৈরী॥[১০] (পৃ. ৭৮)
পোএর মুখে পরবত টলে॥ (পৃ. ৫০)
যে থানে সুঁচী ন জাএ তথা বাটিআ বহাএ॥[১১] (পৃ. ২৬)
আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥ (পৃ. ৮৮)
আপনা গাএর মাঁসে হরিণী বিকলী॥ (পৃ. ১০০)
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী॥ (পৃ. ৩৯২)
এভোঁহো নাহি ঘুচে তোর মুখে দুধবাস॥ (পৃ. ৯৫)
যাত খিধা বসে···কিবা তার কাঁচা পাকাএ॥ (পৃ. ৯৮)
তোহ্মে রাখোআল জনে কড়া চারি কড়ি ধনে
আপণাক জাণহ ঈশরে॥ (পৃ. ১০৬)
জুড়ায়িলেঁ সোআদ লাগে তপত দুধ॥ (পৃ. ১১৮)
ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ দুই হাথে না খাইএ॥[১২] (পৃ. ১১৮)
মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী॥ (পৃ. ১২২)
ভাতের ভোখ কাহ্নাঞিঁ ফলেঁ না পালাএ॥ (পৃ. ১২৮)
আপণা রাখিএ আপণে॥ (পৃ. ১৩৭)
মুদিত ভাণ্ডার তাতে না সাম্বাএ চুরী॥ (পৃ. ৯৮, ১৫০)
সাপের মুখেতে কেহ্নে আঙ্গুল দেসী। (পৃ. ১৭২)
হাথ বাড়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই॥ (পৃ.১৮০)

---

৯ পরে চণ্ডীদাসের পদ হইতে উদ্ধৃত অনুরূপ প্রবচন দ্রষ্টব্য।

১০ কবিকঙ্কণ—'জগৎ হৈল বৈরী আপনার মাংসে'।

১১ 'যেখানে ছুঁচ চলে না সেখানে বেটে চালায়'।

১২ সংস্কৃত সুভাষিত—'বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুংক্তে'। 'বড়েও ভুখল নহি দুহু করে খাএ'—বিদ্যাপতি। 'ক্ষিদে পেলে কি দুহাতে খায়'—আঃ প্রঃ।

গোপত কাজত কাহ্নাঞিঁ ছয় আঁখি বারী [১৩] ॥ (পৃ. ১৮৫)
আলপ কাম কৈলেঁ হৈব বড় কাজ ॥ (পৃ. ১৯৭)
দেখিআঁ সাধুর ধন চোর পড়ি মরে ॥ (পৃ. ১৯৮)
পাত পাতিআঁ কেহ্নে নাহিঁ দেহ ভাত ॥ (পৃ. ২১৩)
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী [১৪] ॥ (পৃ. ২৯৪)
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল ॥ (পৃ. ৩৪৪)
কাটিল ঘাঅত লেম্বু রস দেহ কত ॥ (পৃ. ৩৯৪)
মারন্তাক যে না মারে তার পানী লয়ে ন পীতরে ॥ (পৃ. ২৭৬)
যে ডাল করোঁ মো ভরে সে ডাল ভাঙিয়া পড়ে ॥ (পৃ. ৩৭২)
ভাত না খায়িলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাক রথহিতেঁ তোহ্মে আদরাহ কেহ্নে ॥[১৫] (পৃ. ৩৯৭)
সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ জুড়িএ আগুনতাপে।
পুরুষ-নেহা ভাঙ্গিলেঁ জুড়িএ কাহার বাপে ॥ (পৃ. ৩৬৭)
ভাঁগিল সোনার ঘট ঘুড়ীবাক পারি।
উত্তম মনের নেহা তেহেন মুরারী ॥
যে পুণি অধম জন আন্তরে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট ॥[১৬] (পৃ. ৩৯৭) ইত্যাদি।

এইরূপ মঙ্গলকাব্য-সমূহে, কৃত্তিবাস ও কাশীরামের রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে প্রবাদের টুকরার অভাব নাই। কাশীরাম দাসের

পরে নিন্দ, নাহি দেখ ছিদ্র আপনার ॥
চোরা নাহি শোনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী ॥
কুকুর যজ্ঞের হবি খাইতে ইচ্ছিল ॥

---

১৩ বারী=বৈরী।

১৪ পণী=পোয়ান, চুল্লী। যথা, 'কুমারের পনে যেন পোড়ে পোড়ে পোড়'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে না'—আঃ প্রঃ।

১৫ যখন তাহার জন্য অন্ন ত্যাগ করিলে, তখন সামান্য শাকে আদর কেন ?

১৬ আঃ প্রঃ—'ভালর পিরীত সোনার বাসন, ভাঙলে বানান্ যায়। খলের পিরীত মাটির হাঁড়ি, ফাট্‌লে ফেলায় ॥' বিদ্যাপতি—'সুজনক প্রেম হেম সমতুল। দহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল ॥'

কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ॥[১৭]

কৃত্তিবাসের

আপ্ত ছিদ্র না জানিস্ পরকে দিস্ খোঁটা ॥
আপনি কুঠার মারি আপনার পায় ॥
বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁদে ॥

কবিকঙ্কণের

জামাতা ভাগিনা জন আপনার নয় ॥
জানু, ভানু, কৃশানু, শীতের পরিত্রাণ ॥

ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘৃতের কলস নারী, পুরুষ অনল ॥
বিফল জীবন যার স্বতন্তরা নারী ॥

অথবা মাণিক গাঙ্গুলির

বাড়ায়েছি চাঁদে হাত হইয়া বামন ॥
না যায় খণ্ডন কভু কপালের লেখা ॥

প্রভৃতি বাক্য এখনও জনশ্রুতিতে লুপ্ত হয় নাই।

কতকগুলি প্রবাদ আবার লেখক-পরম্পরায় পুনরুক্ত হইয়া আসিয়াছে। যেমন, কৃত্তিবাসের (অঙ্গদ রায়বার)

শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথা বাঁধিবি তাগা ॥

বাক্যের অনুরূপ আমরা পাইতেছি কবিকঙ্কণে

লোচনে দংশিল অহি কোনখানে দিব তাগাবন্ধ ॥

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে

কোথা বান্ধিবেক তাগা শিরে সর্পাঘাত ॥

এবং গোপাল উড়ের গানে

শিরে এখন সর্পাঘাত তাগা দিব কোথা ॥

---

১৭ অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ-বর্ণনায়। ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে এই পংক্তি দুইটি এইরূপ পাওয়া যায় (কানাড়ার স্বয়ংবর)—‘কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে। কতক্ষণ রয় শিলা শূন্যেতে ফেলিলে ॥’—প্রাচীন সাহিত্যে উদাহৃত অন্যান্য প্রবচন বর্ত্তমান সংগ্রহের মধ্যেই যথাস্থানে উদাহরণ-স্বরূপ পাওয়া যাইবে।

আবার, কবিকঙ্কণের

কুপুত্র হইলে মা না হয় বিমুখ ॥

বাক্যটি মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলেও দেখিতে পাই

কুপুত্র হইলে তাকে মায়ে নাহি ফেলে ॥

তেমনি দাশু রায়ের পাঁচালীতে

কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখনো নয় ॥

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়

কুপুত্র অনেকে হয়, কুমাতা ত কেহ নয় ॥

এবং আণ্টুনি ফিরিঙ্গির কবি-গানে

অতি কুমতি কুপুত্র ব'লে, আপনিও কুমাতা হ'লে আমার কপালে ॥

দীনবন্ধু মিত্রের গদ্যপদ্যে—

কুপুত্র অনেক হয় কুমাতা কখনো নয় ॥

ধারাবাহিক উদাহরণ হিসাবে আমরা আরও পাইতেছি, কৃত্তিবাসের (কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে)

পিপিড়ার পাখা-উঠে মরিবার তরে ॥

এই প্রবচনটি প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে

কিবা মৃত্যুহেতু পাখ উঠে পিপিড়ার ॥

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে

পিপীলা পালক বাঁধে মরিবার তরে ॥

রামেশ্বরের শিবায়নে

পিপীলিকার পাখ-দণ্ড মরিবারে উঠে ॥

এবং ঈশ্বর গুপ্তের রচনায়

মরণের হেতু উঠে পিপীড়ার পাখা ॥

বৈষ্ণব পদাবলী গীতধর্ম্মী, কিন্তু পদাবলীর মধ্যেও যথেষ্ট প্রবাদের প্রয়োগ রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কান্দিতে নারে ॥

পদের অনুরূপ পদ বিদ্যাপতিতে রহিয়াছে

চোর-রমণী জনি মনে মনে রোয়ই অম্বরে বদন ছপাই ॥

এবং জ্ঞানদাসের একটি বাক্যও তাহার অনুরূপ

চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে ॥

এগুলি যে প্রবাদ-বাক্য, তাহা বিভিন্ন রচয়িতার পুনরুক্তি হইতে বুঝা যায়, এবং বর্ত্তমান কালেও এই তাৎপর্য্যের প্রবাদ সুপরিচিত। বড়ু চণ্ডীদাসের সম্পাদক দেখাইয়া দিয়াছেন যে, উপরে উদ্ধৃত

মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল ॥

এই বাক্যটি চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত একটি অপ্রকাশিত পদেও পাওয়া যায়

মাকড়ের হাতে নারিকল।
খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল ॥

এবং ইহার সহিত তুলনীয় দাশু রায়ের

নারিকেল কি খেতে পারে বানরে ॥

উদাহরণস্বরূপ আরও বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যাপতির

বানর-কণ্ঠে কি মোতিমমাল ॥
বড়েও ভুখল নহি দুহু করে খায়ে ॥
হাথক কাঁকণ, আরসী কি কাজ ॥

চণ্ডীদাসের

যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর ॥
ননদিনী দেখয়ে চোখের বালি ॥
শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে ॥
জিহ্বার সহিত দন্তের পিরীতি সময় পাইলে কাটে ॥

জ্ঞানদাসের

পানি তৈল নহ গাঢ় পিরীত ॥
বরাকের দানী সোনায় সাধ ॥
পদাঘাত কৈনু কোন ভুজঙ্গ-মাথায় ॥

গোবিন্দদাসের

কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচে ॥
হাতক লক্ষ্মী চরণপরে ডারহু ॥
না কহিলে মরি কহিলে খাঁকারি ॥

অথবা লোচনদাসের

সতাসতী সব বিড়ালনী ভাল আমি জানি ॥

প্রভৃতি নিছক প্রবাদ বা প্রবাদের সামিল বলিয়াই মনে হয়।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে ভারতচন্দ্রের রচনায় প্রযুক্ত বা স্বরচিত প্রবাদের ছড়াছড়ি রহিয়াছে—

হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায় ॥
কড়ি ফট্‌কা চিঁড়ে দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুধ মিলে ॥
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে মরে গিয়া ॥
যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে ॥
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন ॥
যদি দেখে আঁটাআঁটি কাঁদিয়া ভিজায় মাটি ॥
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ॥
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ,
...ভিক্ষা মাগা নৈব নৈব চ ॥
সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর ॥
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥
হায় বিধি, পাকা আম দাঁড়কাকে খায় ॥
বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা ॥
তিন কাল গেল মোর এক কাল আছে ॥
যত আনি তত নাই, না ঘুচিল খাই খাই ॥
মাতঙ্গ পড়িলে দ'রে পতঙ্গ প্রহার করে ॥
মুখে এক মনে আর ॥
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন ॥
এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ ক'ব কা'র ॥
অন্য লোকে ভুরা দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি ॥
মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয় ॥
লোকে বলে—পাপ কাপ ক'দিনে লুকায় ॥
হাটের দুয়ারে কি কপাট ॥
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন ॥
পরম্পরা-পরস্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীর ভাগ্যে ধন, পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥
সুয়া যদি দেয় নিম সেই হন চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ॥

খরধার ছুঁতে কাটে মাছি ॥
সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায় ॥
অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর ॥
নাই-ঘরে সদা খাই খাই ॥
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন ॥
আমার ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ ॥
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল, প্রমাদ আঁধারে ॥
বুঝি বা চোরের ধন বাটপাড়ে খায় ॥
চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয় ॥
কত কষ্টে মিলে এঁটে, নাহি মিলে থোড় ॥
ক্ষুঁয়ে তাঁতী হয়ে দেহ তসরেতে হাত ॥
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক ॥
সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার ॥
দানী ভাঁড়া যায়, সঙ্গী ভাঁড়া যায় কবে ॥
লক্ষ্মী হইল লক্ষ্মীছাড়া ॥
অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে ॥
মাটিমুঠা ধর যদি সোনামুঠা হবে ॥
ভবিষ্যৎ ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে ॥
উলটিয়া চোর গৃহী বান্ধে বুঝি শেষে ॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধ'রে দিতে পারি চাঁদ ॥
যাহার লাগিয়া চুরি করি গিয়া সেইজন কহে চোর ॥
ওঝার ঘাড়ে বোঝা ॥
স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে ॥
যার ঘরে সিঁদ সে কি যায় নিদ ॥
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর ॥
রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার ॥
ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায় ॥
আটে-পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে ॥
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা ॥

গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল ॥
দা'য়ে কাটে কুমড়া যেমন ॥
পুরুষের ভার যাহা, নারী নাকি পারে তাহা ॥
কতেক কহিব আর পুঁথি বেড়ে যায় ॥
কার ঘাড়ে দু'টা মাথা এ কর্ম্ম করিবে ॥
অন্তরে না সহে ব্যাজ বাহিরে বাড়ায় লাজ ॥
লাভ কে করিতে চায়, মূল রাখা হইল দায় ॥
অরণ্য-রোদনে কিবা ফল ॥
পূজা না হইতে মাগে আগে-ভাগে বর ॥
স্ত্রীলোক করিতে নারে শ্রুতির বিচার ॥
দুর্দ্দৈব যখন ধরে ভাল কর্ম্ম মন্দ করে ॥
দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা ॥
মঙ্গল কলস হায় চরণে ঠেলিলে ॥
হাত ছোট, আম বড়, এ বড় প্রমাদ ॥
পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনীজামাই ॥
যে জন আপন বুঝে, পর দুঃখ তারে সুঝে ॥
বুঝ নর যে জান সন্ধান ॥
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ॥
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার ॥
ত্রিভুবনে তুমি ভাল, আর সব কাল লো ॥
নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে ॥
দুঃখ বিনা নহে সুখ ॥
না মিলিল দড়ি, না মিলিল কড়ি, কলসী কিনিতে তোর ॥
একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর ॥
আদর কাজের বেলা তারপর অবহেলা ॥
যেমন আপন নীতি পরে দেখ সেই রীতি ॥
গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায় ॥
চুণকালি দিলি গালে ॥
পুরাণে কোরানে দেখ সকলি ঈশ্বর ॥
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা ॥

কাছে ভাল বল যারে, পাছে মন্দ বল তারে ॥

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥[১৮]

ইত্যাদি। রামপ্রসাদের গানেও

পাকা ধানে মই ॥

মাথা নাই মাথাব্যথা ॥

মার সোহাগে বাপের আদর ॥

ছেলের হাতে কলা নয় মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা ॥

বিধিলিপি কপালজোড়া ॥

বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা ॥

কলুর চোখঢাকা বলদের মত ॥

এ দেহ পাঁচ ফুলের সাজি, তুই হলিনে কাজের কাজী ॥

কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকালি ॥

নইক আমি আটাশে ছেলে, ভয় পাব না চোখ রাঙালে ॥

জাগা ঘরে চুরির কথা ॥

জাগরণে ভয়ং নাস্তি ॥

ভূতের বেগার মর খেটে ॥

কিল খেয়ে কিল চুরি ॥

এ সংসার ধোঁকার টাটি ॥

প্রভৃতি সুপরিচিত প্রবচনের অভাব নাই। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরেও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—

বিষম ধনুকভাঙা পণ ॥

এক গালে চূণ দিল, আর গালে কালি ॥

আজি ঘর কালি কি পান্দাড় ভাব, প্রভু ॥

হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘসে দিস্ লোন ॥

কে পারে ভুলাতে কার ঘাড়ে দু'টা মাথা ॥

উল্‌টা চোরা গৃহী বান্ধে ॥

ভাল বটে জীয়ন্ত মাছেতে পোকা পাড় ॥

অশ্বথামা হত বাক্যে হত্যা দ্রোণাচার্য্য ॥

---

১৮ ভারতচন্দ্র হইতে এই উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নহে। অন্যান্য উদাহরণ আমাদের সংগ্রহের মধ্যে যথাস্থানে পাওয়া যাইবে।

গলায় আঙুল দিয়া কেন তোল কাশ ॥
খুঁড়িতে কেঁচুয়া পাছে উঠে কালসাপ ॥
আপনার মান গো আপনি যত্নে রাখি।
লোকে বলে কাটা কান চুল দিয়া ঢাকি ॥
কুকুরে প্রশ্রয় দিলে কান্ধে চড়ে এক তিলে ॥
গন্ন ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত ॥
ছোঁড়ার হাপানে ছুঁড়ী হল তন্তুসারা ॥
আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে ॥
অতিবুদ্ধি পোঁদে দড়ি তার ভোগ করি ॥
আকাশের চাঁদ সে পায় নিজ হাতে ॥
খাও হে বাপের কলা দিয়া ছোলা গুড় ॥ ইত্যাদি।[১৯]

এইরূপ প্রাচীন সাহিত্যে প্রবাদের যে যথেষ্ট প্রয়োগ রহিয়াছে, তাহার সযত্ন ও সবিস্তর আলোচনা না হইলে, এগুলির লোকপ্রিয়তা, ব্যবহারের পারম্পর্য্য ও প্রাচীন রূপের নির্ণয় করা যাইবে না। Oxford Dictionary of English Proverbs[২০] নামক ইংরেজী প্রবাদের অভিধানে প্রায় দশ হাজার ইংরেজী প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে, এবং ইংরেজী সাহিত্যের আদি-কাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রবাদ-বাক্যের প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। সাহিত্যের দিক হইতে, বাংলা প্রবাদেরও এই ধরণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভিধান সঙ্কলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দুই

পূর্ব্বের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কোন যুগেই প্রবাদ-বাক্যের প্রয়োগ উপেক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এই সাহিত্য ছিল মোটামুটি গম্ভীর প্রকৃতির রচনা, যাহা দেবদেবীর উপাখ্যান,

---

১৯ রামেশ্বরের শিবায়ন প্রভৃতি গ্রন্থেও যথেষ্ট প্রবাদ ও চল্‌তি কথা রহিয়াছে, কিন্তু বাহুল্যের ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। উদাহরণ বর্ত্তমান সংগ্রহের মধ্যেই দ্রষ্টব্য।

২০ জগতের বিভিন্ন জাতি ও দেশের প্রবাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। ইংলণ্ড, জর্মানি, সুইডেন, রুশিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও এস্টোনিয়া, ইউরোপের কেবলমাত্র এই ছয়টি দেশের লিপিবদ্ধ প্রবাদের সংখ্যা নাকি প্রায় বিশ লক্ষ।

কিংবদন্তী ও শক্তিবর্ণনার বাহুল্যে, অথবা বাৎসল্য, ভক্তি ও প্রীতির সঙ্গীত-মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত ছিল। জনসাধারণের সাহিত্য বলিয়া প্রবাদের অবসর ছিল, এবং যেখানে সম্ভব সেখানে প্রবাদের টুকরাগুলি যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় নাই তাহা নয়; কিন্তু এই প্রাচীন সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি ঘরোয়া প্রবাদ-কৌতুকের ঠিক অনুকূল ছিল না। পরবর্ত্তী সময়ে ভারতচন্দ্র প্রভৃতির রচনাবলীতে প্রবাদের যে অধিকতর প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ, লৌকিক সাহিত্যের বাস্তব প্রেরণা, আমোদ ও রসিকতা এই ধরণের রচনায় অধিকতর আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বাক্য-রীতিকে সরস, সহজ ও সতেজ করিবার জন্য ইহাতে যে লৌকিক প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ আপনা-আপনি আসিয়া পড়িবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তাহা ছাড়া, ভারতচন্দ্র ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্বল্পাক্ষর গাঢ়রচনার রসজ্ঞ। সংস্কৃতের আদর্শে বাক্-সংহতি ও বাক্‌চাতুর্য্যের যে চমৎকারিত্ব ভারতচন্দ্রকে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে প্রবাদের সংক্ষিপ্ত ও সাভিপ্রায় রসিকতার অনৈক্য ছিল না। এমন কি, তাঁহার অনেকগুলি সরস প্রবচন সংস্কৃত বাক্যের ভাবানুবাদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও রামেশ্বরের রস-রচনায় যে প্রবাদ-প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার জের উনবিংশ শতাব্দীতেও চলিয়াছিল; কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ-প্রয়োগের সমধিক প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ পাদ পর্য্যন্ত। ভবানীচরণ, হুতোম ও টেকচাঁদ হইতে আরম্ভ করিয়া দাশু রায়, ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় যে বিচিত্র বেগবান রস-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা প্রবাদ ও চল্‌তি কথার সরস খণ্ডগুলিকে বাংলা বাক্য-রীতির ও রসিকতার খাঁটি নিদর্শন হিসাবে সাদরে ও স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল রচনায় প্রবাদ-বাক্যের যেরূপ অবাধ ও নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, ইহাই ছিল বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের যুগ। তাই কেবল রস-রচনাতে নয়, সে-যুগের অন্যবিধ রচনাতেও এরূপ প্রবৃত্তির অভাব নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' পুস্তিকার প্রথম ত্রিশ পৃষ্ঠায় প্রায় পঁয়ত্রিশটি প্রবাদ-বাক্যের প্রয়োগ রহিয়াছে। তখনকার দিনে নিতান্ত অচল চলিত-ভাষার স্বপক্ষে ও নিতান্ত অসাধু সাধু-ভাষার

বিপক্ষে যে আন্দোলন শুরু হইয়াছিল, তাহার দ্বারা প্রবাদ-বাক্যের প্রবেশের দ্বার অবারিত হইয়াছিল। পরে যখন বাংলা রস-সাহিত্যে বাংলার নিজস্ব ভাব ও ভঙ্গীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও উপযোগিতার প্রথম উপলব্ধি হইয়াছিল, তখনই প্রবাদের বহুল প্রচলন পুনরায় আরব্ধ হইয়াছিল।

ইহা সম্ভব ও সুসাধ্য হইয়াছিল কারণ, এই সকল রচনা হইতে দেখিতে পাই যে, একালের চেয়ে সেকালে প্রবাদের যথেষ্ট রেওয়াজ ছিল। প্রত্যেক দশটি বাক্যে একটি প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যের ব্যবহার বাংলা বাক্য-রীতির বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখনও এমন অনেক বয়স্ক লোক আছেন, যাঁহাদের ইহা চিরাগত অভ্যাস। সুতরাং এই অভ্যাস বা কথাবার্ত্তার ধারা যে রস-সাহিত্যে প্রতিফলিত হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। যাঁহারা লেখক তাঁহারা নিছক কল্পনা-ব্যবসায়ী বা তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন না; তাঁহারা ছিলেন সংসারাভিজ্ঞ বাস্তব-সচেতন রসজ্ঞ শিল্পী। বিদেশী ভাব ও ভঙ্গীর আমদানী সত্ত্বেও বাঙালীর রস-জীবন যে বাঙালীর ভাব ও ভাষা হইতে দূরে থাকিতে পারে না, তাহা তাঁহারা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়া-ছিলেন। তাঁহারা যে-চিত্র আঁকিতেন, তাহা নিখুঁত ও সম্পূর্ণ করিয়াই আঁকিতেন; সূক্ষ্মাচারনিষ্ঠার খাতিরে কোন কিছু বাদ দিয়া তাহাকে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক করিতে পারিতেন না। তাই তাঁহাদের চিত্রে সাধারণ মানুষ, তাহার দৈনন্দিন কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, সমস্ত লইয়াই সহজ ও সমগ্রভাবে আবির্ভূত হইয়াছে; এমন কি, তাহাদের যথেচ্ছ-প্রযুক্ত প্রবাদ-বাক্য ও চল্‌তি কথার মধ্য দিয়াই তাহারা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। অনেক প্রবচন এখন বহু ব্যবহারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনকার দিনে তাহাদের নূতনত্ব ও সার্থকতা ছিল। শুধু তাহাই নয়, 'আলালের ঘরের দুলাল', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ', 'সধবার একাদশী', 'চক্ষুদান', 'উভয় সঙ্কট', 'কৃপণের ধন', 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল', 'যেমন রোগ তেমনি রোঝা', 'হিতে বিপরীত', 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' প্রভৃতি তৎকালীন গ্রন্থের নামকরণ হইতেই গ্রন্থকারদের প্রবাদ-ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব কিরূপ ছিল, তাহা বুঝা যাইবে।

এইরূপে, শুধু প্রাত্যহিক জীবনে নয়, সাহিত্যিক নিবন্ধেও, প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বাঙালীর ভাব ও ভাষার ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রয়োগের সার্থকতা হইতেছে প্রবাদের লোক-

প্রিয়তার একটি কারণ, কিন্তু আর একটি সাধারণ ও বহুবিস্তৃত কারণ হইতেছে —গতানুগতিকতা। যাহা সহজে সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য কষ্ট স্বীকার করা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। একজন যাহা বলিয়া গিয়াছে ও পাঁচজনের মুখে যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহা আপ্তবাক্যের সামিল ; কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে তাহা নিরর্থক পুনরুক্তি নয়। মুখফেরতা হইলে চলতি কথার কদর বাড়িয়া যায়, রস ত নিশ্চয়ই বাড়ে ; এবং তাহাতে সুবিধাও অনেক। পুরাতন কথা আবার নূতন করিয়া চিন্তা করিবার ও নূতন ভঙ্গীতে প্রকাশ করিরার আয়াস হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা ভাল করিয়া বা জোরের সহিত বুঝানো কঠিন, অথবা বুঝাইতে হইলে অনেক বাক্যব্যয় করিতে হয়। সেখানে যদি হাতের কাছে তৈয়ারি দুই-চারিটি প্রবাদ-বাক্য থাকে ও তাহার সমর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনা কার্য্যকরী হয়, তবে এত মাথা ঘামাইবার বা মুখ নাড়িবার প্রয়োজন কি ? প্রবাদের বাঁধা রাস্তায় চিন্তার বা প্রকাশ-প্রয়াসের বালাই নাই ; বরং লোকমান্য বলিয়া প্রমাণ, রূপক, দৃষ্টান্ত বা নজির হিসাবে, প্রবাদের সদ্য ও শক্তিশালী গুরুত্ব এবং হৃদয়গ্রাহিতা লোকপ্রত্যয়ের ক্ষিপ্র অস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু প্রবাদের লোকপ্রিয়তা ও উপকারিতা সত্ত্বেও এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সাহিত্যে বা দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রবাদের অত্যধিক অথবা অবিচারিত প্রয়োগ সকল সময়ে বাঞ্ছনীয় নয়। নিত্যদৃষ্ট বস্তুর মত যাহা চিরাগত জনশ্রুতিতে অত্যন্ত পরিচিত, অথবা ভাড়াটিয়া গাড়ির মত যাহা সাধারণের কার্য্যে নিতান্ত জীর্ণ ও অবসন্ন, তাহার চমৎকারিত্ব কমিয়া আসে। সচরাচর ব্যবহৃত প্রবাদ-বাক্য কালক্রমে অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ ও নিষ্ফল হইয়া যায় এবং তাহার প্রয়োগ, বুদ্ধির নয়, বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেয়। Wise men make proverbs and fools repeat them—এ কথাও প্রবাদ-বাক্য হইয়া গিয়াছে। অভ্যস্ত প্রবাদের যথাতথা ব্যবহার মৌলিক চিন্তা বা ভাব-প্রকাশের পরিচয় দেয় না, অক্ষম ও অলস মনের সুলভ উপায় বা আবরণ হইয়া দাঁড়ায়। সাহিত্যের বা শিক্ষা-বিস্তারের যে-যুগে বিচার-বুদ্ধি, চিন্তা-শক্তি, ভাব-ভূয়িষ্ঠতা, অথবা সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য দেখা যায়, সে-যুগে বাক্যালঙ্কার হিসাবে প্রবাদের নিত্য-নৈমিত্তিক বা সাহিত্যিক মূল্য অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। গত শতাব্দীতে যখন নূতন যুগের নূতন শিক্ষা শুধু আত্মসাৎ নয় আত্মস্থ হইল এবং সাহিত্যিক আদর্শের ও শিক্ষিত জীবনের

মোড় ফিরাইয়া দিল, তখন বাংলা সাহিত্যের ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিল। ব্যক্তিগত ভাবুকতা ও কল্পনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকসাহিত্য ও লোকের বৃহত্তর দৈনন্দিন জীবনের প্রভাব আর তেমন শক্তিশালী হইয়া রহিল না। নিত্যনূতন প্রেরণায় অধিকতর প্রতিভাশালী লেখকদের নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তি নিত্যনূতন বাক্য-রীতির সৃষ্টি করিতে লাগিল; তখন আর প্রবাদের মামুলী ভাব ও ভাষার অবকাশ রহিল না। কল্পনার প্রাচুর্য্য, ভাবের সমৃদ্ধি, ভঙ্গীর নূতনত্ব ও ভাষার ঐশ্বর্য্য যতই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, ততই প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যের পুরাতন প্রয়োজন বাতিল হইয়া যায়। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-বোধের ফলে প্রাত্যহিক জীবনেও মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা নিজেই অর্জ্জন করিতে চায়, নিজের ভাব নিজের ভাষায় ব্যক্ত করা শ্রেয়স্কর মনে করে। কিন্তু প্রবাদগুলি অচল হইয়া আসিলেও, প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলি থাকিয়া যায় এবং ভাষার অস্থিমজ্জাগত হইয়া তাহার সরস বাক্য-রীতির অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, প্রত্যেক যুগের একটি বিশিষ্ট মনোধর্ম্ম থাকিলেও, যখন মানুষের মন বস্তুগত বিশেষ হইতে ভাবগত নির্ব্বিশেষে পৌঁছায়, তখনই তাহা প্রবাদের ব্যবহার হইতে অব্যবহারে চলিয়া যায়। অন্য সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। ইংরেজী সাহিত্যে মধ্যযুগের প্রবাদ-মনস্কতার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন চসার ও এলিজাবেথীয় সাহিত্যিকগণ; কিন্তু সেক্সপীয়র ও মিল্‌টনের আবির্ভাবের পর, প্রবাদ-প্রয়োগ এতই জীর্ণ ও বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল যে লর্ড চেষ্টারফিল্ড তাঁহার পুত্রকে শিষ্ট আদর্শের উপদেশ দিয়া লিখিয়াছিলেন: 'A man of fashion never has recourse to proverbs and vulgar aphorisms!' তেমনই আধুনিক কালের কোনও ঔপন্যাসিক লিখিতেছেন: 'What is all wisdom save a collection of platitudes? Take fifty of our current proverbial sayings—they are so trite, so threadbare, that we can hardly bring our lips to utter them!'

আমাদের দেশে, সাহিত্যের আদর্শ ও রুচির পরিবর্ত্তনের ফলে, আধুনিক কালের ভাব-বিলাসী সাহিত্যে, এমন কি রস-রচনাতেও, প্রবাদের ব্যবহার বিরল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গত শতাব্দীতে শুধু সাহিত্যে নয়, দৈনন্দিন জীবনেও, প্রবাদের প্রচুর প্রচলন ছিল। এমন দিন ছিল যখন আমাদের

দেশের মেয়েরা কথায় কথায় ছড়া কাটিত; এবং কথায় কথায় প্রবাদের অবতারণা পুরুষের রসিকতার অঙ্গ ছিল। এখনও হয়ত দুই-একজন প্রাচীন কালের রসিক পুরুষ আছেন, যাঁহারা প্রবাদের সংবাদ রাখেন; কিন্তু এক বর্ষীয়সী মহিলা ভিন্ন আজকালকার ছেলে বা মেয়েদের কাছে ইহা শুনিবার প্রত্যাশা নাই; তাহারা ইহা জানে না এবং জানিবার কৌতূহলও রাখে না।

উপরে জাতির চিন্তায় ও সাহিত্যে যে মৌলিকতা-বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা সাধারণ কারণ হইলেও, বাংলা প্রবাদের প্রতি বাঙালীর অশ্রদ্ধা বা উদাসীনতার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে। অসংখ্য বাংলা প্রবচনের মধ্যে বাঙালীর যে তীক্ষ্ণ রসবুদ্ধির পরিচয় আছে, তাহা আমরা এখন জানি না বা বুঝিতে পারি না, তাহার একটি কারণ হইতেছে যে, আমরা শিক্ষায়, ভাবে ও চিন্তায় বাঙালী হইয়াও অবাঙালী হইতে বসিয়াছি। আমরা নূতন আদব-কায়দায় অভ্যস্ত হইয়াছি, নূতন ধরণের ভদ্রতা শিখিয়াছি; চাপা হাসি ও মাপা কথার কৃত্রিম সৌজন্যে আমরা সুস্থ ভাব ও সবল ভাষার স্বাভাবিক স্বচ্ছতা স্বীকার করি না; নিছক মনোবিলাসের মোহে প্রাণের সহজ অনুভূতি ও আনন্দটুকু প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। তাই একদিন বিদেশী কেতায় স্বদেশী আন্দোলন শুরু করিয়া বিজাতীয় ভাবে স্বজাতিকে ভালবাসিবার ভান করিয়াছি। ইহার ফলে যে সূক্ষ্ম সৌখিন দেশ-কাল-নিরপেক্ষ কালচার-বিলাসী মনোভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা নবশিক্ষিত বাঙালীর রস ও রুচির অনুভবকে জনসাধারণের জীবন হইতে অনেক দূরে লইয়া গিয়াছে। সে জীবন যত সত্য, যত স্বাভাবিক, যত আন্তরিক হউক না কেন, আধুনিক সভ্যতার ভদ্রসমাজে তাহার গ্রাম্যতা ও অর্দ্ধনগ্নতার স্থান নাই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসকে জামা-কামিজ পরিয়া তবে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আধুনিক ড্রয়িংরুমের আবহাওয়াতে, যাহা কথাবার্ত্তায় বেশভূষায় কেতাদুরস্ত নয়, তাহার অসভ্য উপস্থিতিতে যে রুচিবিলাসী বাঙালী শিহরিয়া উঠিবেন, তাহা কিছুই বিচিত্র নয়।

কিন্তু গত যুগের বাঙালীর দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অটুট ছিল, তাই তাঁহাদের বলিষ্ঠ উপলব্ধিতে সহজ জীবনের স্বাভাবিক গ্রাম্যতার আবিষ্কার ভয় বা লজ্জার কারণ ছিল না। প্রাণ ছিল বলিয়াই তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিতেন, প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারিতেন; এবং তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণের আনন্দ সূক্ষ্ম বা কৃত্রিম রুচির অপেক্ষা রাখিত না।

ঠেঁটামি, নোংরামি বা ভাঁড়ামি রসিকতা নয়, কিন্তু যাহা বাঙালীর জীবনের স্বতঃসিদ্ধ ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, যাহা তাহার চিরন্তন ভাবভঙ্গী, চালচলন, রীতিবিধির স্বভাবতঃ অনুকূল ও উপযোগী, বাঙালীর সেই প্রাণখোলা কথাবার্ত্তা ও জীবনযাত্রার অনাড়ম্বর প্রণালী, আজকাল বিজাতীয় শিষ্টাচারের কৃত্রিম ও প্রাণশূন্য আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে। সনাতন জেঠামি দেহ ও মনের যোগ রাখিত, কিন্তু অধুনাতন নেকামি নির্জ্জীব ও অসার। পূর্ব্বকালের ভাবভঙ্গী হাস্যকৌতুক সবই যে ভাল ছিল তাহা নয়; কিন্তু সেকালের রঙ্গ-তামাসা, শ্লেষ, গালিগালাজ, এমন কি আদিরসাত্মক উক্তির মধ্যেও একটি স্বাভাবিক সবল ও খাঁটি বাংলা সুর ছিল, যাহা আধুনিক ভাবগদ্গদ বিলাতী-বাংলা গৎ-এর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না,—সেইটুকুই ছিল বাঙালীর প্রাণের জিনিস। বর্ত্তমান কালে এই সুস্থ প্রাণধর্ম্মের সহজ রসজ্ঞানের পরিবর্ত্তে আমরা মার্জ্জিত রুচির শুচিবাইগ্রস্ত হইয়াছি। পরের মুখে ঝাল খাইয়া পুঁথিপড়া কালচারের উত্তাপে আমরা অতীন্দ্রিয় রসের রসিক হইয়াছি, তাই রসিকতা জিনিসটি কি তাহাও বুঝাইয়া দিতে হয়! ভাব-সর্ব্বস্ব সাহিত্যের ভিতর দিয়া রবীন্দ্র-যুগ যে মার্জ্জিত রুচির প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তাহা উৎকট রুচিবাগীশতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া, অনেকে ইহাকে ব্রাহ্ম মনোভাবের যুগ বলিয়াছেন; কারণ এই যুগের আধিপত্যের সময় হইতেই যে আমাদের রুচিধ্বজিতা চরমে উঠিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এরূপ মনোভাবের আওতায় বাংলার নিজস্ব প্রবচনগুলি যে লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এগুলি একদিন সর্ব্বসমাজের ও সর্ব্বশ্রেণীর সম্পদ ছিল; পুরাতন হইলেও অপরিবর্ত্তনীয় পুরাতন। যাঁহারা এগুলি বাস্তব জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারা একালের নন, সেকালেরও নন, সর্ব্বকালের বাঙালী। যেমন গানে, উপাখ্যানে ও মঙ্গলকাব্যে, তেমনই প্রবাদের মধ্যেও বাঙালীর বাঙালীয়ানা নানারূপে নানাভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; ইহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে বাঙালী হইয়া বাঙালীকে বুঝিতে হইবে। ইহার রস-প্রেরণা আসিয়াছে দেশের আলো-বায়ু-জল হইতে, জাতির জীবিত চেতনা হইতে। উচ্চ ভাবুকতা ও কল্পনা ব্যতিরেকেও এগুলি রস-সংপৃক্ত হইয়া উঠে; কারণ যাহা অস্ফুট ও অতীন্দ্রিয় তাহা নহে, যাহা প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ, বাঙালীর সেই রস-জীবনই এগুলিতে রূপান্তরিত

হইয়াছে। কিন্তু বাঙালী জীবনের এই সনাতন সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক হারাইয়া বর্ত্তমান শিক্ষিতম্মন্য বাঙালী তাহার বাঙালীত্বটুকুও হারাইয়াছে, সস্তায় পরের ধনে বড়মানুষি করিতে গিয়া নিজের ঘরের পুঁজির কথা ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং বাঙালীর চিরন্তন প্রবচনগুলিও যে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, দুঃখিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এরূপ মনোভাবের আর একটি আনুষঙ্গিক কারণ আছে। প্রবাদ-বাক্যগুলি যে জীবন্ত ভাষায় রচিত, সে ভাষা আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, সে ভাষার রস ও রহস্য এখন আর তেমন করিয়া আস্বাদ করিতে পারি না। আধুনিক অভিজাত সাহিত্যের বা জীবনের যে ভাষা তাহা আর যাহাই হউক, বাঙালীর সনাতন বাংলা নয়। যাঁহারা এই অধুনাতন ভাষার অধিকারী, তাঁহারা স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, বিশ্ব-সাহিত্যের আওতায় সৃষ্ট তাঁহাদের অতীন্দ্রিয়-রস-গ্রাহী যে বিশ্বভাষা, তাহার নাকি কোন ভৌগোলিক পর্দ্দা নাই, জাতিগত সংস্কৃতির সংস্কার নাই, রীতি-বিশুদ্ধির বালাই নাই। সুতরাং বাংলা ভাষার নিজস্ব বাণীভঙ্গীর অথবা ইহার বহুসাধনালব্ধ চিরাগত রূপ ও রসের কোন খবর রাখিবার বা আয়ত্ত করিবার প্রয়োজন তাঁহারা স্বীকার করেন না! ইহা সত্য যে, লেখক-বিশেষের ব্যক্তিগত ভাষার রীতি তাহার বিশিষ্ট পরিকল্পনা বা অন্তর্গত ভাব-প্রবাহের উপর নির্ভর করে; কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, ভাষার সাধারণ ভাব-প্রকাশের যে পদ্ধতি, বাক্যরীতির যে চিরন্তন ভঙ্গী, তাহার গুপ্তমূল কেবল ব্যক্তির মনোভূমিতে নয়, জাতির রসচেতনার মধ্যেও বিস্তৃত। প্রত্যেক ভাষার একটি সনাতন ও সার্ব্বজনীন বৈশিষ্ট্য আছে, যাহাকে ইংরেজীতে ইহার genius বা ভাব-প্রকৃতি বলে। ভাষার এই স্বভাবধর্ম্মের নিখুঁত লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায় না, কারণ ইহা যুগে-যুগে বহু মনীষীর সাধনার বৈচিত্র্যে পরিপুষ্ট। ইহা কেবল ব্যাকরণ, অভিধান বা অলঙ্কার মান্য করিয়া শব্দবিন্যাসে পর্য্যবসিত নয়; ইহা জাতির আত্মচৈতন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার স্বকীয় চিন্তার ধারা, রীতি-নীতি, চাল-চলন, রাগ-বিরাগ, ভাব-কল্পনার স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ-পদ্ধতি। বাংলা ভাষারও এইরূপ একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে, যাহাতে শুধু ব্যক্তিগত ভাবনা নয়, সমষ্টিগত প্রাণের চেতনাও নিজস্ব রূপ ধারণ করে। সাধু বা কথ্য ভাষার প্রশ্ন নিরর্থক, কারণ যাহা বাংলার প্রকৃত ভাষা তাহা

সাধুও নয়, কথ্যও নয়, তাহাই ইহার একমাত্র সুস্থ সুন্দর প্রাণবান ভাষা, ইহার স্বাভাবিক প্রকাশধর্ম্মের ও ঐতিহাসিক পরিণতির সহজ বিকাশ।

জাতির যে রসচেতনার উপর বাংলা ভাষার এই অধুনা-বিরল প্রকাশ-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত, তাহার একটি বিশিষ্ট রূপ আমরা দেখিতে পাই বাংলা প্রবাদগুলির মধ্যে। ইহা এত সহজ ও স্বভাবানুগত যে অসংখ্য প্রবাদ বা প্রবাদের টুকরা বাংলা idiom বা বাক্য-রীতিতে অবাধে মিশিয়া গিয়া ভাষার ভিত্তিমূল গঠিত করিয়াছে। সেইজন্য ভাষার দিক দিয়াও এই প্রবাদগুলির যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে। গত যুগে যাঁহারা বাংলা সাধুভাষা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা সংস্কৃতের মোহে ইহার পাশ কাটাইয়া গিয়া একটি অশ্রদ্ধেয় ও অসাধু ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অধিকতর অজ্ঞতার বশে, অথবা নূতন শিক্ষার প্রবলতর মোহে, আধুনিক শিক্ষিত-নামধেয় নাগরিকেরা প্রবাদের সনাতন ভাষাকে গ্রাম্যতাদোষ-দুষ্ট মনে করেন, ইহার নাকি কোন আভিজাত্য নাই! তাঁহাদের ধারণায় বাংলা প্রবাদ-বাক্যগুলি সমাজের নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে, শিক্ষিত লোকের মুখে শোভা পায়না। কিন্তু তাঁহারা একথা জানেন না বা মানেন না যে, জাতির ভাষা ও জীবন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। আধুনিক তথাকথিত অভিজাত সাহিত্যের ভাষায় মনের সৌখিনতা আছে, কিন্তু জীবনের স্পন্দন নাই। বাংলা প্রবাদের ভাষা সেই স্পন্দনে স্পন্দিত, যাহা বাঙালীর বাস্তব জীবনের নিজস্ব। ইহার আভিজাত্য পরমুখাপেক্ষী ভদ্রতানুকরণ নয়, জাতির প্রাণের পরম্পরাগত সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজাতীয় ভাব ও ভঙ্গীর পাকে প্রস্তুত অথবা ইংরেজী-তর্জ্জমা-করা অতি আধুনিক ভাষায় যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহারা ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না, মর্য্যাদাও বুঝেন না।

প্রবচনগুলির ভাষা মার্জ্জিত ও ভদ্রসমাজের উপযোগী নয় বলিয়া যে উপেক্ষার প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহার মূলে রহিয়াছে এই বিকৃত বিজাতীয়ভাবাপন্ন ভদ্রতানুকারী মনোভাব। এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই রুচি সম্পর্কে করিয়াছি; কিন্তু এই ভাষার স্থান-কালোপযোগী সরসতা ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত সরলতাকে যে-সব কালচার-পন্থী রুচিবাগীশেরা গ্রাম্যতার নামান্তর বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বাস্তব-পরায়ণতা ইহার গুণ, দোষ নয়। ভাষার অসংযম ভাবের প্রাবল্যই সূচিত করে, কারণ এই জোরালো ও রসালো ভাষার জন্ম হইতেছে জাতির অতি-জাগ্রত বাস্তব-

অনুভূতির স্বাভাবিক রসপ্রেরণায়। হয়ত কথাগুলি আরও সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত করিয়া বলা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহা তত খাঁটি হইত না। 'খাঁটি' শব্দের অর্থে আমরা ইহাই বুঝি যে, এই ভাষা বাংলার অন্তঃপুর, হাট-বাজার, মাঠ-ঘাটের ভাষা; ইহার প্রকাশভঙ্গী বাংলার নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক পদ্ধতি। ভেজালের যুগে খাঁটির আদর নাই; কিন্তু ভাবে, ভঙ্গীতে, বর্ণনায়, সর্ব্বত্র কৃত্রিমতার একান্ত অভাব হইতেছে এই ভাষার একটি প্রধান গুণ। ইহার মধ্যে অযথা ন্যাকামি বা কৃত্রিম ভাব-কল্পনার সূক্ষ্ম শিষ্টাচার নাই। আধুনিক মাপকাঠিতে অশিষ্ট ও অমার্জ্জিত হইলেও, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফল এবং ভাষার প্রকৃতিগত সহজ সামর্থ্যে স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ।

আজকাল আমরা সভ্য হইয়াছি, সেইজন্য সহজ কথা সহজ করিয়া বলিতে পারি না। কৃত্রিম সভ্যতার একটি অঙ্গ হইতেছে—ইহার বাহিরের ফিট্‌ফাট্ চাকচিক্য। ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন হউক না কেন, বাহিরে কোঁচার পত্তন থাকিলেই হইল। ভাষাগত কুরুচিতে আমরা শিহরিয়া উঠি, কিন্তু ভাবগত কুরুচি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আকারে ও ইঙ্গিতে, গোপন বিষবিসর্পের মত ওতঃপ্রোত থাকিলে আমাদের রুচিধ্বজিতার ব্যাঘাত হয় না। রাস্তার নীচে প্রচ্ছন্ন পূতিগন্ধময় শৌচস্রাব থাকিলে কি হইবে, আধুনিক সভ্য নগরীর উপর ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, পার্ক-ময়দান, ইলেকট্রিক আলো ও ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড রহিয়াছে। সেকালে রাস্তার উপরেই একধারে পয়ঃপ্রণালী থাকিত, যাহারা পথ চলিত তাহারা ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াই পরিহার করিত। কিন্তু এখন আমরা সভ্যতার উৎকর্ষে উঠিয়া, সমস্ত বিষস্রাবকে মুক্ত জগতের আলো ও বাতাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, গুপ্তভঙ্গীর সুড়ঙ্গে চালাইয়া দিয়া, আরও ভয়াবহ রোগের আমদানি করিয়াছি। সেকালের রসিকতা, বাঙালীর বারওয়ারীতলায়, অন্য রসের মধ্যে বা পশ্চাতে, অনেক সময় উলঙ্গ হইয়া নামিত, অথবা আসরে নামিয়া নাচিতে নাচিতে উলঙ্গ হইত। কিন্তু আজকালকার রুচিসম্মত রসিকতা, বিনয়াভিমানী সূক্ষ্মাচার-নিষ্ঠতার আবরণে, ড্রয়িংরুমের আদব-কায়দার গূঢ়তায়, অর্দ্ধনগ্নতার ভঙ্গী ও ইঙ্গিতে, লোভয়িত্রী বিষকন্যার মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। প্রবাদের cynic বলিয়াছেন—'সবাই জানে সব তত্ত্ব, কাপড়খানা মধ্যস্থ'। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা, কাপড়খানি নহে, কাপড়ের ভগ্নাংশটুকু, কি ভাবে মধ্যস্থ রাখে তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

আধুনিক ভদ্রসমাজে ও ভদ্রসাহিত্যে বাংলা প্রবাদগুলি প্রত্যক্ষভাবে নিন্দিত না হইলেও পরোক্ষভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু প্রবাদের যাহা সার ও বৈচিত্র্য, তাহা রসবোধহীন কালধর্ম্মে বিস্বাদ বা বিতাড়িত হইলেও কোনদিন একেবারে ক্ষুণ্ণ হইবার নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রবাদগুলি বর্জ্জিত হইলেও, প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলি বাংলা ভাষার সনাতন idiom বা সরস বাক্য-রীতির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে; তাহার পরিত্যাগে ভাষার অঙ্গহানি হয়। এ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষার Dictionary of Phrases and Idioms বা বাক্য-পদ্ধতির অভিধান সঙ্কলিত হয় নাই। খাঁটি বাংলার idiomগুলি আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি; ইহার সংরক্ষণের জন্য প্রবাদ-বাক্য বা বাক্যাংশের সংগ্রহ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাহা ছাড়া, সাহিত্যেও প্রবাদের সুবিচারিত, সার্থক ও অনতিরিক্ত প্রয়োগ, ব্যঞ্জনে লবণের মত, চিরকালই বাক্যালঙ্কার হিসাবে স্থান পাইয়াছে ও পাইবে, যদিও ভাবালুতার মিষ্টতালোলুপ আধুনিক সৌখিন পাঠক তাহার আস্বাদ বরদাস্ত করিতে পারেন না। আর্ট-সর্ব্বস্ব ভদ্রসাহিত্য ও রুচি-সর্ব্বস্ব ভদ্রসমাজ যতই ভ্রূকুটি বা নাসিকা-কুঞ্চন করুক না কেন, বাংলা প্রবাদগুলি বাঙালী জনসাধারণের নিতান্ত নিজস্ব ও চিরন্তন সম্পদ, যাহা তাহাদের প্রাত্যহিক ভাষায়, সুলভ জ্ঞান ও সহজ রসিকতার উপায় হিসাবে, অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছে। সাধারণ প্রবাদগুলির অধিকাংশই বাংলা দেশের গ্রামের ছবির, গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে, কিন্তু আধুনিক কালে গ্রামের জীবনেও পরিবর্ত্তন আসিয়াছে; নূতন সভ্যতার দ্রব্যসামগ্রী, চালচলন, ভাবভাষা লইয়া কৃত্রিম নাগরিক মনোবৃত্তি গ্রামের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে গ্রামের ও জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করাইবার চেষ্টা দেখা যায়। ইহা উল্লেখযোগ্য, যে সকল আধুনিক শক্তিশালী লেখকের এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অনুভূতি আছে, তাঁহাদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে যথেষ্ট প্রবাদ-বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়, যাহা অপ্রাসঙ্গিক বা নিরর্থক হয় নাই।

তিন

যাঁহারা বাংলা প্রবাদগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, বাংলা প্রবাদগুলির একটি বিশিষ্ট রূপ এবং বাঙালীর কাছে একটি বিশিষ্ট

রস আছে, যাহা গভীর ও অক্ষয়। কিন্তু যেমন সঙ্গীতের রূপ ও রস তাহার স্বরের অভিব্যক্তিতে, না শুনিলে তাহার মাধুর্য্যের উপলব্ধি হয় না, তেমনই প্রবাদের রূপ ও রস তাহার বলিবার ভঙ্গীতে ; চাক্ষুষ না দেখিলে বা কানে না শুনিলে, তাহার সম্পূর্ণ আস্বাদ পাওয়া যায় না। যাঁহারা প্রাচীনাদের মুখে

অবাক করলে নাকের নথে, কাজ কি আমার কানবালাতে ॥
আয়েশ লুকুবি বয়েস লুকুবি, গালভাঙা তোর কোথায় থুবি ॥
কোথা থেকে এল শাঁখ, শাঁখের মেকমেকানি দেখ ॥
আহ্লাদী যায় মরতে, তিনকুল যায় ধরতে।
ও আহ্লাদী মরিস্ নি, লোক-হাসানো করিস্ নি ॥
কারে এলি শেখাতে, কাঁচকলা দিয়ে কান বেঁধাতে ॥
ওদের বউ নথ পরেছে, সাত সাঙ্গাতে বয়।
নাকে কেমন রয়, না, ওরাই শুধু কয়।

প্রভৃতি সরস মেয়েলী টিপ্পণীগুলি, অনুরূপ মুখ, স্বর ও অঙ্গভঙ্গীর সহিত শুনিয়াছেন, তাঁহারাই ইহাদের রস-ব্যঞ্জনা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন ; পুরুষ লেখক শুধু প্রবন্ধ লিখিয়া তাহা বুঝাইতে পারিবে না।

কারণ, বাংলা প্রবাদের একটি বৈশিষ্ট্য বা নিজস্ব রূপ এই যে, আমাদের অধিকাংশ প্রবাদ বা চল্‌তি কথার ভাষা মেয়েদের ভাষা, যাহা এখন পুরুষদের ভাষাতেও নির্ব্বিবাদে চলিয়া গিয়াছে। 'ফোড়ন দেওয়া', 'তেলে বেগুনে চ'টে ওঠা', 'মাছের তেলে মাছ ভাজা', 'মুখে খই ফোটা', 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো', 'কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়ানো', 'শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া', 'বুকে ব'সে ভাত রাঁধা', 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে' প্রভৃতি নিতান্ত ঘরোয়া কথার মধ্যে রহিয়াছে রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর অথবা ঢেঁকিশালের মেয়েলী অভিজ্ঞতার সরস প্রকাশ। প্রবাদগুলি প্রায়ই ছড়ার আকারে ব্যক্ত, কিন্তু এগুলি ঠিক কবিতার চরণ নয়। তবে পদের মিল, শব্দের অনুপ্রাস, নিত্যদৃষ্ট ও নিতান্ত পরিচিত সামগ্রীর তুলনা, সহজ প্রকাশের ভঙ্গী ও সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনার সরসতা ইহাদিগকে লোকপ্রিয় করিয়া, ইহাদের ভাষাকে অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি হইতে বৃহৎ জনসমাজে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। তাই প্রবাদের শব্দগুলি বেশ জোরালো, বিশেষণ-গুলিও ঝাঁঝালো। নিজেদের লজ্জাশীলা বা 'অবোলা' বলিলেও, এই

ভাষার সরস্বতীদের মুখে কোন বোলই আটকায় না, ভাষাতেও রাখা-ঢাকার বালাই নাই। কিন্তু মেয়েলী ভাষার একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে, ইহা রক্ষণশীল। ঘরের ভিতরের ভাষা বলিয়া বাহিরের সম্পর্কে বা নূতনত্বের আকর্ষণে ইহা খুব কমই রূপান্তরিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বাংলা মেয়েলী ভাষার আলোচনা করিয়াছেন, এবং সেই সম্পর্কে তিন শতের উপর প্রবাদের উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ইহার সনাতন বাক্য-রীতি বাংলা চল্‌তি ভাষার মেরুদণ্ড, এবং গতানুগতিকতার জন্য ইহাতে এমন অনেক শব্দ ও বাক্যপদ্ধতি পাওয়া যায়, যাহা প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষাকে রস-সমৃদ্ধ করিয়াছে।

এই সব মেয়েলী ছড়ায় বাংলার মেয়েদের চিরন্তন মনস্তত্ত্বের এমন একটি আভাস পাওয়া যায়, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। বাংলা ছেলে-ভুলানো ছড়ার আলোচনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলিকে টুকরা জগৎ বা আস্ত জগতের ভাঙা টুকরা বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। প্রবাদের ছড়াগুলিও সেইরূপ। কিন্তু ছেলে-ভুলানো ছড়াতে রবীন্দ্রনাথ বাংলার মায়েদের যে কল্পনাবহুল ও স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার উল্টা দিকের বাস্তব চিত্রই প্রবাদের অনতিরঞ্জিত ছড়ার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মূর্ত্তিমান হইয়াছে। ইহা ভাবের সৃষ্টি নয়, আদর্শের কথা নয়, একান্ত ঘরের কথা, সাংসারিক ঘটনা, প্রত্যক্ষ অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশ। প্রায় প্রত্যেক ছড়ার টুকরায়, প্রত্যেক তুচ্ছ কথায়, বাঙালী-ঘরের বহু বিচিত্র বিস্মৃত সুখ দুঃখ ও হাস্য-কৌতুকের কণা শতধা-বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে বাংলা দেশের প্রাত্যহিক গৃহস্থালীর দ্বন্দ্ব কলহ, দ্বেষ হিংসা, উত্তেজনা অবসাদ, দৈন্য সঙ্কীর্ণতা, অক্ষমা অসহিষ্ণুতা, পানাপুকুরের ঘাট হইতে পিছনের আঁস্তাকুড় পর্য্যন্ত, কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। এখানে মানুষ দেবতা নয়, ভাল ও মন্দ লইয়া রক্তমাংসে-গড়া নিতান্ত ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মানুষ ; তাই বাঙালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের এমন নিখুঁত ঘরোয়া চিত্র অন্যত্র পাওয়া যায় না।

এই বাস্তবপরায়ণতার জন্য বাংলা প্রবাদের পরিহাস ও ব্যঙ্গ নিরতিশয় কটু ও তিক্ত, এবং ভাষাও সেইরূপ স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ। মানুষের ভাল দিকের প্রতি যে দৃষ্টি নাই তাহা নয়, কিন্তু অধিকাংশ বাংলা প্রবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা ঘোরতর cynical। মনুষ্য-বিদ্বেষ নয়, মনুষ্য-বিদ্রূপ

হইতেছে ইহার মূল কথা। অতিজাগ্রত বাস্তব-চেতনা হইতে, প্রতিদিনের সঙ্কীর্ণ জীবনের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার সংস্পর্শ হইতে যে তীক্ষ্ণ সাংসারিক জ্ঞান, তাহাই ইহার তীব্র রসিকতায় উৎসারিত হইয়াছে। প্রায় সব দেশের জন-প্রবাদেই এইরূপ দেখা যায়, কিন্তু মনে হয় বাংলা মেয়েলী ছড়ায় ও প্রবাদে ইহা অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি, যে শিষ্টতা, সদ্ভাব ও কল্যাণ মানুষের জীবন ও চরিত্রের মূলগত বিধি, তাহার প্রতি বিশ্বাস অন্তর্হিত হয় নাই; এবং এই বিশ্বাসের প্রেরণা যতই গভীর, মানুষের ভড়ঙ ও ভণ্ডামি, ন্যাকামি ও নোংরামির উপর বিদ্রূপ ততই প্রবল হইয়াছে।

বাংলার মায়েদের স্নেহ-সুকোমল মর্ম্মগ্রাহী অন্তরের কথা যে এ প্রবাদগুলিতে নাই, তাহা নয়। অনেকগুলি ছড়ায় তাহা অতি সহজভাবে বলা হইয়াছে—

চিঁড়ে বল, মুড়ি বল, ভাতের বাড়া নেই।
পিসী বল, মাসী বল, মায়ের বাড়া নেই॥
কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে, মা বড় ধন॥
মা নেই যার, না' নেই তার॥
হাটে মাঠে ঘুরে এলাম, ঘাটে নেই না'।
রণে বনে ফিরে এলাম, ঘরে নেই মা॥
অশথের ছায়াই ছায়া, মায়ের মায়াই মায়া॥
গোরে বল কালো কালো, যার ছেলে তার মায়ের ভালো॥
মায়ের চেয়ে দরদ যার, তারে বলি ডা'ন॥

কিন্তু মায়ে পোয়ে সংঘর্ষ, অথবা বউয়ের সোহাগে মাকে অবহেলা বাস্তব সংসারের দুর্গ্রহ। তাই শুনিতে পাই—

মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি॥
মায়ের পেটে ভাত নেই, বউয়ের গলায় চন্দ্রহার॥
গিন্নীর হাতে রাঙা পলা, বউয়ের হাতে সোনার বালা॥
বাছার কি দিব তুলনা,
মায়ের হাতে তুলার দাঁড়ি, মাগের কানে সোনা॥

এরূপ নিতান্ত স্ত্রৈণ পুত্রের প্রতি অস্বাভাবিক নয় মায়ের সতর্ক দৃষ্টি, পাছে বত্রিশনাড়ী-ছেঁড়া ধন আপন সন্তান পর হইয়া যায়, কারণ সন্তান

বুকে খেয়ে মুখে মারে ॥
যতক্ষণ দুধ, ততক্ষণ পুত ॥
মায়ের পুত নয়, শ্বাশুড়ীর জামাই ॥
মাগ মাগ মাগ, মাগ আগে থাক।
মাগ মাগ মাগ, মাগ মাথার পাগ ॥
মা বাপ ঢেওঢেক্‌না, শালাশালাজ নে' ঘরকন্না।
ঘরে আছেন সিদ্ধেশ্বরী, তার কথা নে' কর্ম্ম করি।
বেটা বিয়লাম বউকে দিলাম, ঝি বিয়লাম জামাইকে দিলাম।
আপনি হলাম বাঁদী, পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদি ॥
কি করবে পুতে, নিত্যি সে ত কান-ভাঙানীর কাছে যায় শুতে ॥
আজকের মাগ তুমি, কেঁদো না, কেঁদো না।
চাল চিবিয়ে খাব আমি, রেঁধো না, রেঁধো না ॥

স্থতরাং, শ্বাশুড়ীর বাক্য-যন্ত্রণা গিয়া পড়ে পিতৃগৃহ হইতে সদ্যোবিচ্ছিন্না নববধূর উপর—

মাগের ইচ্ছা ভাতারটি ॥
শুন ভাই কলির অবতার।
কোণের বউড়ী বলে—ভাতার ভাতার ॥
মা চায় আঁত পানে, মাগ চায় ভাত পানে।

অতএব স্থন্দরী বধূ না আনাই ভাল—

ঘর বাঁধো খাটো, গরু কেনো ছোটো।
বিয়ে কর কালো, তাই গেরস্থের ভালো ॥

কিন্তু 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা', স্থতরাং উঠিতে বসিতে বউয়ের চালচলনের ব্যাখ্যার অবধি নাই; মাতৃহৃদয়ের স্নেহের ধারা যেন এই বচনগুলির মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—

বউয়ের চলন-ফেরন কেমন, তুর্কী ঘোড়া যেমন।
বউয়ের গলার স্বর কেমন, শালিখ কেঁকায় যেমন ॥
সেই কড়ি ক্ষয়, তবু বউ স্থন্দর নয় ॥
কোন্‌কালে বউ রূপসী।
জাড়কালে বউয়ের জাড়-কাঁটা, গরমকালে ঘামাচি ॥
বউ নয়—বোবা, বউ নয়—বাবা ॥

অকাজে বউড়ী দড়, লাউ কুটতে খরতর ॥
বউটি ভাল বটে, ঠোকনা খেয়ে বাটনা বাটে ॥
মিড়মিড়ে পিদ্দিম, নিড়বিড়ে বউ ॥
ছোট শরাটি ভেঙে গেছে, বড় শরাটি আছে।
নাচ-কোঁদ কেন বউ, আমার হাতের আটকাল আছে ॥
বউ নয় তো হীরে,
কাল দিয়েছি পাটের শাড়ি আজ দিয়েছে ছিঁড়ে ॥
কাল এল নেড়ী, আজ ভাঙল হাঁড়ি ॥
গিন্নীর ওপর গিন্নীপনা, ভাঙা পিঁড়েয় আল্পনা ॥
একে বউ নাচুনী, তায় খেম্টার বাজনি ॥
বউ উঠতে ঠাঁই পায় না, উঠানজোড়া দাসী ॥
আপনি থাকতে নেই ঠাঁই, বউয়ের সঙ্গে সাতটা ধাই
নরম বিবির খড়ম পা, হাঁটতে বিবির নড়ে না গা ॥
লাজে বউ হাঁ না করে, চালতা হেন গেরাস ধরে ॥
মেঘে মেঘে বেলা যায়, কনে-বউ সাত্বার খায় ॥
শুনলে কথার ছন্দ, হাঁড়ি ভেঙে মাছ পালাল ঝোল রইল বন্ধ ॥
শাকেই এত নাড়া, ডাল হ'লে ভাঙত হাঁড়ি, ভাসত পাড়া-পাড়া ॥
নোলা করে সক্সক্, ও নোলা তুই সামাল কর।
আগে যাবি, নোলা, বাপের ঘর, তবে খাবি, নোলা, দুধসর ॥

মেয়ে চিরকালই ভাল, বউ মন্দ, তাই মায়ের আক্ষেপ—

পদ্মমুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়।
খেঁদানাকী বউ এসে বাটায় পান খায় ॥

সুতরাং শ্বাশুড়ী-বউয়ের কুরুক্ষেত্রে ননদের খোঁটা ও পড়শীদের বচন বউয়ের গায়ে হুল বিঁধিতে ছাড়ে না—

যেমন দাদা গুণমণি, তেমনি বউ রাসমণি ॥
কাছের গোড়ায় শোয়, কানের গোড়ায় কয়।
তার কথা কি কখনো লঙ্ঘন হয় ॥
মায়ে বিয়লে, মাগে পেলে, কার ধন কার ॥
গরু আর হাল বেচে ভাতার, কিনলেন মাগের গলার হার ॥

আদর বিবির চাদর গায়, ভাত পায় না ভাতার চায় ॥
কাঁখে কলসী চড়কপাক, গিন্নী হবার বড় জাঁক ॥
বউ গিন্নী হ'লে তার বড় ফরফরানি।
মেঘভাঙা রোদ্দ্‌র হ'লে বড় চড়চড়ানি ॥
কলির কথা কই গো দিদি, কলির কথা কই।
গিন্নীর পাতে টক আমানি, বউয়ের পাতে দই ॥
শ্বশুরকে ভাত দিয়ে পড়ল মনে, আমানি নিয়ে বউ ছোঁচাল কোণে ॥
দেখে দেখে লাগল ধাঁধা, পেত্নীর পোঁদ পেতলবাঁধা ॥
ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ, তুমি কোট চাল্‌তা, আমি কুটি লাউ।
আর গতরকুড়ী বউকে বল ধান ভানতে যাউ ॥

সুতরাং এ কথা নিরর্থক নয় যে

লোহা জব্দ কামারবাড়ী, বউ জব্দ শ্বশুরবাড়ী ॥

তবে, অভিজ্ঞ পাড়াপড়শীরা জানে শ্বাশুড়ী না বউ দজ্জাল—

বউ ভাঙলে শরা, গেল পাড়া-পাড়া।
গিন্নী ভাঙলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা ॥
তেলের ভাঁড়ে তেল নেইক, পলায় মারে ঘা।
এতদ্দেশের বউকাট্‌কী ছিদাম তেলীর মা ॥

কিন্তু 'কাঠকুটা আনে চুলার মুখ, শ্বাশুড়ী আনে বউয়ের মুখ', সুতরাং 'কলির বউ ঘর ভাঙানী' সব সময় চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়—

জা-জাউলী আপনাউলী, ননদ মাগী পর।
শ্বাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর ॥
ভাতারের মা শ্বাশুড়ী তারেই বড় মানি।
কোথা থেকে এলেন আমার খুড়শাশ ঠাকুরাণী ॥
শুন গো শ্বশুর, শুন গো ভাসুর, বলি তোমাদের পায়।
আর রণে মাততে গেলে গামছা থাকে না গায় ॥
শ্বশুরবাড়ী গেলাম, কাঁকালে ঘড়া।
বাপের বাড়ী এলাম, ঢেঁকিতে বারা ॥
শ্বাশুড়ী ম'লো সকালে।
খেয়ে দেয়ে বেলা থাকে ত কাঁদব আমি বিকালে ॥
ননদেরও ননদ আছে ॥

দিও না ননদ-নাড়া, এর পর শুনবে বাড়া ॥
সব কাজ ত যত্ন করে শিখিয়েছিল মায়ে।
পিঁড়ে ভেঙে গেল তবু বাতাসের ঘায়ে ॥
ননদিনী রায়বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে কালসাপিনী ॥
ননদিনী রায়বাঘিনী পাড়ায় পাড়ায় কুচ্ছ গায়।
ননদিনী যদি মরে সুখের বাতাস বইবে গায় ॥
আউস ধানের চিঁড়ে আর ঠাকুরঝির গাল ॥
কাজকর্ম্মে আমি নেইক, ঠাকুরঝি।
চেপে চেপে ভাত বেড়ো, আমি বালশ পোয়াতী ॥

শেষোক্ত ছড়ার উপভোগ্য ন্যাকামিটুকু কখনো কখনো হৃদয়হীনতার চরমে উঠে। মেয়ের শ্বাশুড়ী মৃত্যুশয্যায়, মেয়ের মা বলিতেছেন—

একলা ঘরের গিন্নী হলি নাকি মা।

মেয়ে প্রত্যুত্তর দিতেছে—

নিশ্বাসকে বিশ্বাস নেই নড়ছে দুটো পা ॥

অর্থাৎ শ্বাশুড়ীর নিশ্চিত মৃত্যুর এখনও বিলম্ব রহিয়াছে বলিয়া খেদ! ননদকে ঘাট হইতে কুমীরে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তবুও যেন এমন কিছু দুর্ঘটনা হয় নাই, এইভাবে শ্বাশুড়ীর কাছে বউয়ের ব্যাজোক্তি শুনিতে পাই—

ভাল কথা মনে পড়ল আঁচাতে-আঁচাতে।
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে-নাচাতে।
ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ,
জলের ভেতর তোমাদের কি কুটুম আছে ॥

দেওরের সঙ্গে স্পষ্ট রসিকতার মধ্যেও ননদকে খোঁটা দেওয়া বাদ পড়ে না—

দেওরা রে দেওরা এর বেওরা কি।
নন্দাইএর কোলে কেন শোয় না ঠাকুরঝি ॥

সুতরাং শ্বাশুড়ী-ননদহীন নিরঙ্কুশ ঘরসংসারই সকল বধূর কাম্য—

একলা ঘরের গিন্নী হব, চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাব ॥

কিন্তু দাম্পত্য-জীবনের বিঘ্ন ও অন্তরায় শুধু ইহাই নয়, আরও রহিয়াছে—এক দিকে নির্ব্বোধ স্বামীর অপদার্থতা, অন্য দিকে সতীন ও সতীন-কাঁটার জ্বালা। নূতন প্রেমে নূতন মধু, কিন্তু পুরাতন হইলে—

নূতন নূতন তেঁতুলের বীচি, পুরানো হলে আতায়-বাতায় গুঁজি ॥

পিরীত যখন জোটে, ফুট্‌কড়াই ফোটে।
পিরীত যখন ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে ॥

অবশ্য সব দোষই স্বামীর, সুতরাং সতীলক্ষ্মীদের উক্তিগুলি খুবই স্পষ্ট—

পুরুষের ভালবাসা, মোল্লার মুরগী পোষা ॥
যার কাছে ব্যবস্থা, সেই করে তিন অবস্থা ॥
এত ক'রে করি ঘর, তবু মিন্‌সে বাসে পর ॥
যার জন্যে বুক ফাটে, সে আমারে এঁকে কাটে ॥
যার জন্যে করলাম জো, সেই বলে পৈথানে শো ॥
যার জন্য বনবাসী, সেই দেয় গলায় ফাঁসি ॥
মিন্‌মিনে পিদ্দিম,আর পিট্‌পিটে ভাতার ॥
ঠাকরুণের গর্ভ চমৎকার, বিইয়েছেন বাঁদর অবতার ॥
কাজে কুড়ে খেতে দেড়ে, বচনে মারে তেড়ে-ফুঁড়ে ॥
ঢেঁড়ো শাক সিজাব কত, হাবা ভাতারকে বোঝাব কত ॥
অবুঝে বুঝাব কত, বুঝ নাহি মানে।
ঢেঁকিরে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে ॥
ভাতারে কিবা সুখ, পোষ মাসে ভাতের দুখ ॥
ভাত দেয় না ভাতারে, ভাত দেয় গতরে ॥
ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই ॥
উপোসের কেউ নয়, পারণের গোঁসাই ॥
মাগের কাছে পাগের বড়াই ॥
যৌবনের টস্‌টসানি নেইক কোন রস।
কেবল পুরান টোলে কষ ॥
রঙ গেল, ঢঙ গেল, রস গেল দূর।
নির্ধনের হাতে পড়ে দর্প হল চূর ॥
গুণের কথা বল্‌ব কত, কুম্ভকর্ণ নিদ্রাগত।
শেজে-মুতো রাতকানা, দুর্ব্বাক্য বিষের পানা ॥
এক তোলো কচুশাক, এক তোলো পানি।
বাপে-পুতে সলা ক'রে পেয়েছ রাঁধুনী ॥
দরবারে মুখ না পায়, ঘরে এসে মাগ ঠেঙায় ॥
খোঁড়া ভাতার, বুড়ো বেহাই, কোন দিকে সুখ নাই ॥

পড়েছি দজ্জালের হাতে, জঞ্জাল জড়ায় দিন রাতে ॥
পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে বলে সাথে ॥
ভাতারে পোঁছে না, মোর নাম সোহাগী ॥
মাগ কাটে কাট্না, ভাতারের দেখ্ নাচনা ॥

কিন্তু 'যেমন হাঁড়ি তেমনি শরা', 'রাজার রাণী, কানার কানী', 'যেমন রাধা তেমনি কানু' ; সুতরাং স্বামীটিও দু-চার কথা শুনাইতে ছাড়েন না—

বুঝলাম তোমার গিন্নীপনা, তেল থাকে তো নুন থাকে না ॥
ভাল দেখে বউ আনলাম ঘরে, বাঁশ দেখে বউ বাজি করে ॥
পান থেকে চুন খসে না, এমনি হল গিন্নীপনা ॥
আপনি গিন্নী স্বয়ংবরা, কি বিলায় মোর খই কলা ॥
রান্নায় জুড়োয় প্রাণ, গা-ময় হলুদ ॥
ছিঁড়ে-কুটে কাটুনী, পুড়ে-ঝুড়ে রাঁধুনী ॥
ঘর-সর্ব্বস্ব তোমার, চাবিকাঠিটি আমার ॥
বেঁচে থাক মোর চূড়ো-বাঁশী, মিলবে রাধা হেন দাসী ॥
মা নয় যে তাড়িয়ে দেব, বাপ নয় যে ভাত দেব না,
পরের মেয়ে রাখি কোথা ?

প্রতিকার যে স্ত্রীর হাতে নাই, তাহা নয়, কারণ, 'যেমন দেবা তেমনি দেবী', 'যেমন নেড়া, তেমনি নেড়ী, বনপুঁই শাক ছড়া হাঁড়ি', সুতরাং—

নির্গুণ মিন্‌সের তিন গুণ মাগ ॥
কুড়ে ভাতারের পাটকেল শিথান ॥
ওরে আমার তুমি,
তোমার জন্যে চাল ভিজিয়ে চিবিয়ে মরি আমি ॥
পান্তাভাত ভক্ষণ, এই ত পুরুষের লক্ষণ ।
আমি অভাগী তপ্ত খাই, কোন্ দিন বা ম'রে যাই ॥
ঈশ্বর যদি করেন, কর্ত্তা যদি মরেন, তবে ঘরে ব'সেই কেত্তন শুনব ॥

তবু সব ঝগড়াঝাঁটির মধ্যেও

যারে যেমন গড়েছে বিধি, সেই ভাতারের পরম নিধি ॥

যেন বাহিরের দ্বন্দ্বকলহ না থাকিলে ভিতরের প্রীতি জমে না, তাই দাম্পত্য-প্রহসনেরও অভাব নাই—

বর-সোহাগী নাচন চায়, মাগ-সোহাগী ঝাঁটা খায় ॥

যে ঘাটেতে জল নেই, পাথর কেন ভাসে।
যার সঙ্গে ভাব নেই, সেই বা কেন হাসে ॥
ভাবের ঘটাঘটি, না দেখলে থাকতে নারি, দেখলে চটাচটি ॥
ওলো আমার কমলীলতা, জল শুকোলে রইবি কোথা ॥

এইরূপ স্বামীস্ত্রীর সুখে-দুঃখে দিন কাটিলেও, স্বামীর জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিরকালই শ্রদ্ধা বা স্নেহের পাত্র। 'দেবর লক্ষ্মণ' কথাটি ব্যঙ্গোক্তি হিসাবে প্রযুক্ত হইলেও, ইহা দেবরের প্রতি নিঃসঙ্গ ভ্রাতৃবধূর পক্ষপাতিত্বেরও নিদর্শন। তেমনি আবার অন্য দিকে—

ভাসুর মেগেছেন ভাত, সে তত্ত্বে আছি।
সকালবেলায় তুলি শাক, সন্ধ্যেবেলায় বাছি ॥
এত ডাল দিয়েছি ভাতে, তবু নেই বট্‌ঠাকুরের পাতে ॥
এত কলাই ভাতে, ছোট্‌ঠাকুরের পাতে ॥

ভাসুর-ভাদ্দরবউয়ের সাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা নিষেধ, কিন্তু মাঝখানে 'কাঁথখান' (দেওয়াল) আড়াল রাখিয়া বউ বলিতেছেন—

কাঁথখান, কাঁথখান, বট্‌ঠাকুর কি পাঁকাল মাছ খান ॥

বট্‌ঠাকুর জবাব দিতেছেন—

খান, খান, খান, খান পাঁচ ছয় খান।
এখন একটু তেল পেলে নাইতে যান ॥

তেমনই কৌতুককর হইতেছে একটি ছড়ায় বাড়ীর বড় বউ হইতে ছোট বউয়ের ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা—

বড় বউ বড়ালের ঝি, কোণে ব'সে কর কি ?
মেজ বউ মেঝের মাটি, সকল কথায় ঝাঁঝের আঁটি।
সেজ বউ সেজুনী, সব কাজেতে এগুনী।
ন' বউ নত্তা, সকল ঘরের কত্তা।
নূতন বউ নথনী, শেওড়াগাছের পেত্নী।
ছোট বউ আতরের শিশি, ছোট্‌ঠাকুরপোর গোঁফে ঘষি ॥

তেমনই বউয়ে বউয়ে কোঁদলের নমুনা খুবই বাস্তব—

কি বলব ভাসুর ঘরে, নইলে তোর ছেলে মোর ছেলে মারে ॥

কিন্তু সতীনের জ্বালা হইতেছে সবচেয়ে বড় জ্বালা। বৈদিক যুগ হইতেই সতীনের ঘর করা আমাদের দেশের মেয়েদের দুর্ভাগ্য ও অভিশাপ।

সপত্নীর প্রতি স্বামীর পক্ষপাত এবং আনুষঙ্গিক সপত্নীবিদ্বেষের মর্ম্মন্তুদ বেদনা ও গৃহের অশান্তি অসংখ্য প্রবাদ-বাক্যে চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে। বাংলা রূপ-কথার সুয়ো রাণী দুয়ো রাণীর বিবাদ প্রবাদে বাস্তব দুঃখের রূপ ধরিয়াছে—

একচির পান দুচির হল, সোনার পাটে ভাগ বসল ॥
সুয়োর সোনার দুধের বাটি, দুয়ো মাগের ওচ্‌লা মাটি ॥
সুয়ো হল রাজরাণী, দুয়ো হল ঘুঁটেকুড়ানী ॥
অভিমানী সুয়ো, নেটিপেটি দুয়ো ॥
সুয়ো যদি নিম দেয়, সেই হয় চিনি।
দুয়ো যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ॥[২১]
সুয়ো মাগের ষোল আনা, দুয়োর নাম নাই।
একচোখো ভাতারের মুখে বাসি আখার ছাই ॥
রেঁধে-বেড়ে ম'লো দুয়ো, হাত নেড়ে পরসাল সুয়ো ॥
ছোট মাগ পাটরাণী, বড় মাগ ধানভানানী ॥
একা ছিলাম ঘরের মাঝে মাথার ঠাকুর।
সতীন এলো, আঁস্তাকুড়ের হলাম কুকুর ॥
কাল ছিলাম ব'সে স্বর্ণপিঁড়ে আজ বসেছি আঁস্তাকুড়ে ॥
আন মাগীর আন চিন্তে, দুয়ো মাগীর ভাতার চিন্তে ॥
দুই সতীনের ঘরকন্না, ঘরে গিন্নী ভাত পান না ॥
দুই সতীনের ঘর, খোদায় রক্ষা কর ॥
দিন গেল হেলা-ফেলায়, রাত হল সতীনের জ্বালায় ॥
সাত সতীনে নড়িচড়ি, বেড়া আগুনে পুড়ে মরি ॥
যে নারী সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে ॥
খল্‌সে মাছ দিয়ে আজ রাঁধলাম ঝোল।
সতীন আমার রাগ করেছে, মাথা ধ'রে তোল ॥
একমেগোর পাতে ভাত, দুইমেগোর গালে হাত ॥

সতীনের চেয়ে সতীনের ছেলে—সতীন-কাঁটা—এমন কি, সতীনের আত্মীয়বর্গ আরও অসহ্য—

সতীনের পুত, সুন্দরও ভূত ॥

২১ উপরে ভারতচন্দ্র দ্রষ্টব্য।

সতীনের পুত হোক্, পড়শীর ভাত হোক্ ॥

সতীনের ঘা সওয়া যায়, সতীন-কাঁটা চিবিয়ে খায় ॥

জ্বালা দিতে নেই ঠাঁই, জ্বালা দেয় সতীনের ভাই ॥

ইহার উপর যদি বোন-সতীন হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই—

আন্-সতীনে নাড়ে-চাড়ে বোন-সতীনে পুড়িয়ে মারে ॥

নিম তেতো, নিসিন্দা তেতো, আর তেতো খ'র।

তার চেয়ে অধিক তেতো বোন সতীনের ঘর ॥

সুতরাং, সপত্নী-বিদ্বেষ যে চরমে উঠিবে তাহা বুঝা যায়—

যমকে ভাতার দিতে পারি, সতীনকে তবু দিতে নারি ॥

তাই 'সতীনের বাটিতে গু গুলিয়া খাওয়া' হইতেছে, 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের' মত, এই হিংসাপ্রবৃত্তির অপরূপ অভিব্যক্তি। হাজার ভাল হইলেও, সতীনকে কোনদিন বিশ্বাস নাই—

সতীনের হাত সাপের ছোঁ, চিনি দিলে তুলে থো।

সতীনের ডাক নিশির ডাক, তিন ডাকে চুপ ক'রে থাক ॥

এবং সপত্নী-বিনাশের উৎকট আনন্দের তুলনা নাই—

অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলতা পরি ॥

বাঙালী-ঘরের এই যে দুঃখের জীবন, তাহার চিত্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও বিরল নয়। সুতরাং ভারতচন্দ্র নারীদের কথায় যে বলিয়াছেন—'সতিনী বাঘিনী, শাশুড়ী রাগিণী, ননদী নাগিনী বিষের ভরা', তাহা একেবারেই অতিরঞ্জিত বা নিরর্থক নয়।

সৎমা ও সৎমায়ের ব্যবহার উপলক্ষ্য করিয়া যে সব প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাও ইহার সঙ্গে ধরিতে হইবে। 'বাপের উপরোধে সৎমার পায়ে গড়' করিতে হইলেও, 'বিমাতা বিষের ঘর'—

সৎমার ছেদ্দা পান্তা ঘি, মাথাটা মুড়িয়ে এস তেল-পলাটা দি' ॥

যাহারা দোজবরে, তাহাদের 'নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরা' নির্ব্বোধ আসক্তিও কৌতুকের বিষয়—

ছেঁড়া কচুর পাত, এক মাগকে ভাত দেয় না, আবার মাগের সাধ ॥

দোজবরে ভাতারের মাগ, চতুর্দ্দশীর চোদ্দ শাক ॥

একবরের মাগ হেলা-ফেলা, দোজবরের মাগ গলার মালা ॥

দোজবরের মাগ গজরা হাতী, ভাতারকে মারে তিন লাথি ॥

দোজবরের মাগ সোঁদরবনের বাঘ ॥

একবরের মাগ নাড়ে-চাড়ে দোজবরের মাগ পুড়িয়ে মারে ॥

এবং যাহারা তৃতীয় বা চতুর্থ বার বিবাহ করেন, তাহাদের ব্যাখ্যা শুনিতে পাই—

একবরে ভাতারের মাগ চিংড়িমাছের খোসা।
দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোসা।
তেজবরে ভাতারের মাগ সঙ্গে বসে খায়।
চারবরে ভাতারের মাগ কাঁধে চড়ে যায় ॥

সুতরাং 'বুড়ো বয়সে হুধতোলানি' যেমন বিসদৃশ, তেমনই হইতেছে বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা—

বুড়ো বয়সে নবীন নারী, জ্বর বিকারে বিলের বারি।
আধমরা হয় নয়নবাণে, দেখতে পায় না চোখে কানে ॥
বুড়ো বয়সে বিয়ে, পুরানো কাপড় সিয়ে ॥
সাঁজ গেলে দীয়া, বয়স গেলে বিয়া ॥
ঝড় গিয়ে ঝাঁপি, বয়স গিয়ে বিয়ে ॥

প্রবাদের আর একটি চিরন্তন কৌতুকের বিষয় হইতেছে 'পুষ্যি এঁড়ে' এবং পোষ্যপুত্রের সামিল মেরুদণ্ডহীন হতভাগ্য ঘর-জামাই—

পহেলা কুত্তা কুত্তা বোলে, দোসরা কুত্তা ঘর-ঘর বুলে।
তিসরা কুত্তা জরুকা ভাই, চৌথা কুত্তা ঘরজামাই ॥
ঘরজামাইয়ের নাম নাই, লোকে বলে ফলনীর জামাই ॥
বাইরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মোধো।
ভাত খাওসে মধুসূদন, ভাত খেসে রে মোধো ॥
যা ছিল আমানি পান্ত, মায়ে-ঝিয়ে খেনু।
ঘরজামাই রামের তরে ধান শুকোতে দিনু ॥
রাজার যুবরাজ, মোহান্তের চেলা, ফলনীর জামাই, এ নয় ভালা ॥
দূর জামাইয়ের কাঁধে ছাতি, ঘরজামাইয়ের মুখে লাথি ॥
শ্বশুরবাড়ী সুখ বড়, ঘরজামাই কিলে দড় ॥
রুইয়ের মুড়ো কেঠো-মুড়ো, দাও আমার পাতে।
আড়ের মুড়ো ঘিয়ের মুড়ো, দাও জামাইয়ের পাতে ॥

কারণ, নিজের মর্য্যাদা নিজে না রাখিলে অন্যে তাহা রাখে না—

শ্বশুরবাড়ী মধুর হাঁড়ি, তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি ॥
শ্বশুরবাড়ী জামাইয়ের বাসা, একজনেরে মারলে তিন জন গোসা ॥
জামাই এল কামাই করে, বসতে দাও গো পিঁড়ে।
জলপান করতে দাও গো সরু ধানের চিঁড়ে।
যাচলে জামাই খান না পিঠে, শেষে মরেন ঢেঁকশাল চেটে ॥
যাচলে জামাই খান না, শেষে আমানিও পান না ॥
যাচলে জামাই কাঁঠাল খান না, শেষে জামাই ভোঁতাও পান না ॥

সুতরাং ঘরজামাই পড়িয়াছে সংসারের অবাঞ্ছিতদের পর্য্যায়ে—

কালো বামুন, কটা শুদ্দুর, বেঁটে মোছলমান।
ঘরজামাই, পুষ্যিপুত্তুর—পাঁচ বেটাই সমান ॥
মামা, ভাগনে, জামাই, শালা, আর পোষ্যপুত।
ঘরে ঘরে বিরাজ করেন এই পাঁচটি ভূত ॥

সন্তান-স্নেহ জীবনের সৌভাগ্য; 'ঘরের গাছা পেটের বাছা'—দুই সমান প্রিয়, তাই 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' বা 'গোগা ছেলের নাম তর্কবাগীশ' হওয়া স্বাভাবিক। সুন্দরী বধূ যদি পুত্রবতীও হয় তবে গরবের সীমা নাই—

একে গোরা গা', তায় পোয়ের মা।

পুত্রবতী হওয়ার কামনা কিরূপ তাহা একটি সাধারণ প্রবচন হইতে বুঝিতে পারা যায়। সধবা স্ত্রীর পুনরায় পুত্রসম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া পুত্র বিগত হইলেও মৃত বলিতে নাই; বলিতে হয়—

এয়োতীর পুত খেল্‌তে যায়।

কিন্তু এক সন্তান দুর্ভাবনার বিষয়—

এক পুতের আশা, বালুর তীরে বাসা ॥
এক পুত পুত নয়, এক কড়ি কড়ি নয়, এক চোখ চোখ নয় ॥

কিন্তু এক সন্তান—'আলালের ঘরের দুলাল'—কিরূপ 'আদরে বাঁদর' হইতে পারে, তাহাও অজ্ঞাত নয়—

পুত, না ভূত ॥
হয় ত পুত, না হয় ত ভূত ॥

এক মায়ের এক পুত, খায় দায় যমের দূত ॥
যেমন কপাল, তেমনি গোপাল ॥
একলা মায়ের ঝি, গরব করব না ত কি ॥

অপদার্থ সন্তানের প্রতি মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপও বিরল নয়—

অনেক কালের ছিল পাপ, ছেলে হল সতীনের বাপ ॥
বাছা আমার ছিরিখণ্ডী, বসে আছেন বড়াই-চণ্ডী ॥
বাছার কিবা মুখের হাঁই, তবু হলুদ মাখেন নাই ॥
বাছার আমার কিবা রূপ, ঘুঁটে ছায়ের নৈবিদ্যি খেংরাকাঠির ধূপ ॥
বাছা আমার ভরমের টাটি, কাঁকালে পাঁচছয় চাবিকাটি ॥
বাছা আমার বাঁচলে বাঁচি, বাছার আমার দুধে অরুচি ॥
কিবা মেয়ের ছিরি, বাঁশবনের প্যারী ॥
বাছার আমার বাড়াবাড়ি, ছ' আনা কাপড়ে ন' আনা পাড়ি ॥

যাহার অনেকগুলি সন্তান তাহার জ্বালাও অনেক—

অভাগীর দুটা পুত, একটা দানা, একটা ভূত ॥
এক ছেলে তার ফুলের শয্যা, পাঁচ ছেলে তার কাঁটার শয্যা ॥
অনেক সন্তান যার, পাপের সাজা তার ॥
যে করে পাপ, সে হয় সাত বেটার বাপ ॥

কারণ, 'পাঁচ আঙ্গুল সমান নয়', তাই—

এক লাউয়ের বীচি, কেউ বা করে কচর-কচর, কেউ বা আছে কচি ॥

এক ঝাড়ের বাঁশ, কোনটিতে হয় দুর্গার কাঠামো, কোনটিতে হয় হাড়ীর ঝুড়ি ॥

কিন্তু আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে ছেলের আদর, মেয়ের অনাদর—

পুতের মুতে কড়ি, মেয়ের গলায় দড়ি ॥
গাইয়ের বেটী, বউয়ের বেটা, তবে জানবে কপাল গোটা ॥

পুত্র ও কন্যার মধ্যে তারতম্য থাকিলেও, উভয়কে মানুষ করার দায়িত্ব সমান—

ঝিয়ের জ্বালা বুকের খোঁচা, পুতের জ্বালা ভূতের বোঝা ॥
ছেলে নষ্ট হাটে, ঝি নষ্ট ঘাটে ॥
আবালে না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাঁশ-ট্যাঁশ ॥
পাখ, পায়রা, পাঁচালী, তিনে ছেলে মজালি ॥
পড়াবি ত পড়া পো', না পড়াবি ত সভায় থো ॥

কিন্তু পুত্রের চেয়ে কন্যা আমাদের গৃহে একটি মস্ত দায়—

মেয়ে মেয়ে মেয়ে, তুষ করলে খেয়ে।
হরিভক্তি উড়ে গেল মেয়ের পানে চেয়ে ॥

সুতরাং 'মেয়ের মায়ের পাঁচটা প্রাণ' এই প্রবাদ-বাক্য তাহার সহিষ্ণুতার নিদর্শক। মেয়েকে যত শীঘ্র পাত্রস্থ করা যায়, তত শীঘ্র এই দায়িত্ব হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, কারণ 'মেয়েমানুষের বাড়, কলাগাছের বাড়'। কিন্তু কন্যাকে অপাত্রে দানের মত আর পারিবারিক দুর্ঘটনা নাই। অতএব

অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি ॥

ভাল মেয়ে হইলেই যে ভাল ঘরে পড়িবে, এমন নয়—

অতিবড় ঘরণী না পায় ঘর, অতিবড় সুন্দরী না পায় বর ॥
অতিচতুরের ভাত নেই, অতিসুন্দরীর ভাতার নেই ॥
ভাত-ঘর দেখে দিলে কাঠ-ঘর হয়।
কাঠ-ঘর দেখে দিলে ভাত-ঘর হয় ॥
যেমন কন্যা রেবতী, তেমনি পাত্র গদাহাতী (=বলরাম) ॥
গৌরী লো ঝি, তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কি ॥

সকল মেয়ের সুখ-সমৃদ্ধি সমান নয়—

সকল মেয়েই মেয়ে, কেউ যায় পালকি চ'ড়ে, কেউ বা থাকে চেয়ে ॥

কিন্তু বিবাহের পর মেয়ের বাপের বাড়ী থাকাও বিপজ্জনক ও অযশস্কর—

বাপের বাড়ী ঝি নষ্ট, পান্তাভাতে ঘি নষ্ট ॥
সোনা নষ্ট বেনের বাড়ী, মেয়ে নষ্ট বাপের বাড়ী ॥
কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান।
বাপের বাড়ী থাকলে মেয়ের বাড়ে অপমান ॥
দেইজির উঠান ঝাঁট সেও ভাল হয়।
বাপের বাড়ী দাস-দাসী তবু ভাল নয় ॥

তথাপি মেয়ে নিজের নয়, পরের। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানো নিশ্চিন্ত হইবার উপায় হইলেও, আমাদের দেশের একটি চিরন্তন অন্তর্বেদনা—

মেয়েছেলে কাদার ঢেলা, ধপাস্ করে জলে ফেলা ॥
মেয়ের নাম ফেলী, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি ॥

শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় মাকে কাঁদিতে দেখিয়া মেয়ের সান্ত্বনা—

কেঁদে কেন মর, আপনি ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর ।

কিন্তু 'যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ'—মেয়ের সুখ্যাতি জীবদ্দশায় নাই, মৃত্যুর কঠিন নিকষে তাহার যাচাই হয়—

পুড়ল মেয়ে উড়ল ছাই, তবে তার গুণ গাই ॥

ঘরের মধ্যে, ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন ভাব—

মার পেটের ভাই, কোথা গেলে পাই ॥

ভাই ভাই, মেরে যাই ত ফিরে চাই ॥

ভাইয়ের ভাই, বাঁ হাত দিলে ডান হাত পাই ॥

রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই, রথে চ'ড়ে স্বর্গে যাই ॥

তেমনই আবার দ্বন্দ্ব—

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি ॥

ঘরের শত্রু বিভীষণ ॥

ভাইয়ের তুল্য মিত্র নেই, ভাইয়ের তুল্য শত্রু নেই ॥

ভাই-বোনের টান স্বাভাবিক, কিন্তু তাহাতেও পার্থক্য আছে—

শশা খেয়ে যেমন জলকে টান, তেমনি ভাইয়ের বোনকে টান।

গুড় খেয়ে যেমন জলকে টান, তেমনি বোনের ভাইকে টান ॥

ভাইয়ের প্রতি বোনের দরদ বেশি হইলেও, ভাইয়ের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা বাঞ্ছনীয় নয়—

ভাই রাজা ত বোনের কি ?

ভ্রাতৃজায়ার হাততোলা হইয়া থাকা আরও কষ্টকর—

ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত ॥

তবে অনেক সময়ে যেমন ভাই, তেমন বোনও হয়—

আমার ভাই রাবণ রাজা, আমি শূর্পণখা।

ধরামাঝে এমন জোড়া পারিস্ যদি দেখা ॥

বাংলা গার্হস্থ্য-জীবনের এই সুখদুঃখের চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, যদি পাড়ার যিনি প্রতিবেশী, বিশেষতঃ প্রতিবেশিনী, তাহার কথা এখানে না বলা হয়। বিপদে-আপদে প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয়তা আছে। 'পাড়া-পড়শীর গুণে বেঁড়ে গরুও বিকিয়ে যায়' ; কিন্তু

এক ঝিকরে মাছ বেঁধে না, সেই বা কেমন বঁড়শি।

এক ডাকেতে সাড়া দেয় না, সেই বা কেমন পড়শী ॥

তথাপি ইহাদের অপরিসীম কৌতূহল প্রবাদের কৌতুকদৃষ্টি এড়ায় নাই—

পড়শী নয়, বঁড়শি ॥

পড়শী নয়, আরসি ॥

পড়শীর সঙ্গে পিরীত রাখো, তার বেড়া কিন্তু নেড়ো না'ক ॥

খল পড়শী, নাতান ভাই, তার সাথে বসত নাই ॥

সব ঘরের সব কিছুর খবর রাখা, 'পরের ভাতে কাটি দেওয়া' ইহাদের জীবনযাপনের একমাত্র উপায়—

ঘাটে গেছল জায়ের মা, দেখে এল বাঘের পা।

সে দেখল, আমি শুনলাম, মরি বর্ত্তি বাঘ দেখলাম ॥

যার ঝি তার জামাই, পাড়াপড়শীর কাটনা কামাই ॥

যার ঝি তার পোড়া, পাড়াপড়শীর কান খাড়া ॥

মা বিয়ল, না, বিয়ল মাসী, ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়াপড়শী ॥

মায়ের পোড়ে, না, মাসীর পোড়ে, পাড়াপড়শীর ধবলা ওড়ে ॥

যার ভাতার তার ভাতার, কেঁদে মরে হরে ছুতার ॥

খাইয়ে পরিয়ে রাখলাম দাসী, কিন্তু সে হল পাড়াপড়শী ॥

আমি খাই ভাতারের ভাত, তোর কেন গালে হাত ॥

ইহাদের মধ্যে নাকি জ্ঞাতি-শত্রুই বড় শত্রু—

মিত্রের শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি ভাই, তার বাড়া শত্রু নাই ॥

জ্ঞাতি-শত্রু সবখান, কুকুরেরও হয় না গঙ্গাস্নান ॥

জ্ঞাতি-শত্রু পথে পথে, মক্কায় পারে নাক যেতে ॥

থাকলে জ্ঞাতি ভাতে খায়, মরলে জ্ঞাতি কাঁধে যায় ॥

তাই 'আপনি মরিয়া জ্ঞাতির হাঁড়ি ফেলান' স্বজন-প্রীতির উৎকট উদাহরণ!

এহেন শুভানুধ্যায়ী পাড়াপড়শীর সকল বিষয়ে মাথা গলানো সত্ত্বেও

আটে-কাটে দড় বড় শক্ত মেয়ে যেই।

পাড়াপড়শীর বুকে ব'সে ঘর করছি তেই ॥

Love thy neighbour—অতি উচ্চ আদর্শ, কিন্তু প্রাত্যহিক জগতে

হলুদ জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে।

পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে ॥

এই সব প্রতিবেশিনীদের মধ্যে যিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হইতেছেন পাড়াকুঁদুলী; তাঁহার চিত্র খুবই পরিস্ফুট—

মিনসের কোলে ছেলে দিয়ে মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে।

তিনি কোঁদল ভিন্ন থাকিতে পারেন না। যদিও 'কোঁদলে জাত নষ্ট, রোগেতে রূপ নষ্ট', তবুও

কুঁদুলে নাড়ী কোঁ-কোঁ করে, কোঁদল নইলে থাকতে নারে ॥
নিয়ে আয় ত বউ নোড়া, যাই কোঁদলের পাড়া।
আর চাই না বউ নোড়া, পেয়েছি কোঁদলের গোড়া ॥
পেয়েছি কোঁদলের গোড়া, আর যাব না উত্তর পাড়া ॥
কি দিব কি দিব খোঁটা, গয়াতে মরেছে বাপবেটা ॥
গেছলাম তোর বাপের দেশ, দেখে এলাম তোর মায়ের বেশ ॥

কিন্তু কোঁদলের অন্ত নাই, কারণ

ঝগড়াটে লোক যারা ঝগড়া নাহি পায়।
বেনাগাছে পোঁদ চুল্‌কে গড়াগড়ি যায় ॥

চার

শুধু পারিবারিক সম্বন্ধ নয়, বাঙালীর গৃহের ও সামাজিক জীবনের এমন দিক নাই, যাহা হইতে বাংলা প্রবাদ-বাক্যের উপকরণ আহৃত হয় নাই এবং গৃহস্থালীর এমন কোন বস্তু নাই যাহা উপেক্ষিত হইয়াছে। নেকড়া কানি, ছেঁড়া চেটাই, কাণা কড়ি, ভাঙ্গা কুলো, ছাইয়ের গাদা, ঘটি বাটি, হাঁড়ি শরা, ঘড়া কলসী, থালা কাঁসি, ঢেঁকি চরকা, ছুঁচ চালুনি, ধান চাল, ভাত কাপড়, নুন তেল, শাক মাছ, ঘি বড়ি, পিঠে আসকে, খই কলা, মুড়ি মিছরি, লাউ কুমড়ো, আম কাঁঠাল, ওল ঘোল, তেঁতুল আমড়া, আদা সুপারি, শালুক শামুক, তামা তুলসী, দা কাটারি, বঁটি ঝাঁটা, কুড়ুল কোদাল, ঢাক ঢোল, জাঁক জমক, কোঁচা কাসিজ, হাট বাজার, চাষ বাস, কাটনা কাটা, বাটনা বাটা, ঘরদোর, চাল-চুলো, পথ ঘাট,—এমন কি গৃহপালিত গরু মোষ, ভেড়া ছাগল, হাতী ঘোড়া, কুকুর বেড়াল হইতে কাক বক, ছুঁচো ইঁদুর, সাপ ব্যাং পর্য্যন্ত নিখুঁত-ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া বাস্তব ভাব ও ভাষায়, শ্লেষ ও কৌতুক, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ, জ্ঞান ও গর্হার নিরবচ্ছিন্ন খোরাক যোগাইয়াছে।

সবগুলির বিস্তৃত উদাহরণ এখানে দেওয়া সম্ভবপর নয়। আমরা শুধু আমাদের নিত্যপরিচিত ঢেঁকির কথা উল্লেখ করিব। পূর্ব্বের অনেকগুলি উদ্ধৃত প্রবাদে ঢেঁকির কথা আছে, কিন্তু তাহা ছাড়া অসংখ্য প্রবাদে আমাদের ঘরের ঢেঁকি লোকসমাজে মূর্ত্তিমান হইয়াছে। ঢেঁকি অনেক প্রকার—'বুদ্ধির

ঢেঁকি', 'আমড়া কাঠের ঢেঁকি', 'নারদের ঢেঁকি', 'ঢেঁকি অবতার,' 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর'; তেমনি আবার 'ঢেঁকির আঁকশলী', 'ঢেঁকির কচকচি ও ঢাকের বাদ্যি', 'ঢেঁকি ভজে স্বর্গে যাওয়া', 'উপরোধে ঢেঁকি গেলা', ঢেঁকশেল দিয়ে কটক যাওয়া', 'ফোঁপরা ঢেঁকির পাড়ে গুমর', 'বুকে ঢেঁকির পাড় পাড়া' ইত্যাদি প্রবাদ বা চল্‌তি কথা হইতে ঢেঁকির গুরুত্ব বুঝা যাইবে। তাহা ছাড়া—

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে ॥
অবুঝে বোঝাব কত বুঝ নাহি মানে।
ঢেঁকিরে বোঝাব কত নিত্য ধান ভানে ॥
ওঠ্ কলসী, জলকে চল্, ঢেঁকি কুটুক ধান ॥
ঢেঁকির নয় ছয়, কুলোর উনিশের বন্ধ ॥
উঠলে ঢেঁকি, বসলে পাট, সাত পাথর আমানি, যত পার ভাত ॥
ঢেঁকি কেন গাঁ বেড়াক না, গড়ে পড়লেই হ'ল ॥
ঢেঁক্‌শেলে যদি মাণিক পাই, তবে কেন পর্ব্বতে যাই ॥
ঢেঁক্‌শেলে না উঠতে পায়, হাবলে-হাবলে কুঁড়ো খায় ॥
আসল ঘরে মশাল নেই, ঢেঁক্‌শেলে চাঁদোয়া ॥
নামের ডাকে গগন ফাটে, ঢেঁকিশালে কুঁড়ো চাটে ॥
ঢেঁকি-ঘরের আবার পাছ দুয়ার ॥
ঢেঁকির সঙ্গে তুলোর জোঁকা (=ওজন) ॥
ঢেঁকি আড় কাটে, আপনার ক্ষয় করে ॥
ছিল ঢেঁকি, হ'ল শূল, কাটতে কাটতে নির্ম্মূল ॥
চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো, বিধাতা করেছে দোর বুলো-বুলো ॥
এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয়ে মাথাব্যথা ॥
পরের ফোড়া, ঢেঁকি দিয়ে গালে ॥
লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না ॥
লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়ে ॥
কতকের ঢেঁকি ? না, বাবলা কাঠ ॥
ঢেঁকিগড়া ছুতোর, তার আবার গ্রিশকাফ ॥
যার ঘরে নেই ঢেঁকি মুসল, সে বউঝির নেই কুশল ॥
বড় বাড়ী, তার ঢেঁকিশালা ॥
যেই ঢেঁকিশালা, তার আবার আধঘরা ॥

হেদী কয় পেঁদীরে— বোঝা লো, ঢেঁকি দিয়ে কান বেঁধা লো ॥
যেমন ক্ষেপা, তেমনি ক্ষেপী, তুলো পিঁজতে আনে ঢেঁকি ॥
বামুনে দক্ষিণা ধ'রে ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে ॥
কোন্ পুরুষকে কুমীরে খেলে, ঢেঁকি দেখলে ভয় ॥
মা ডাকলে, খেলাম না, বাপ ডাকলে, খেলাম না।
সাতপুরুষের ঢেঁকি বলে—পান্তা খা, পান্তা খা ॥
পিরীত যখন ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে ॥

ইত্যাদি সর্ব্বত্র ঢেঁকির মহিমা বিরাজমান। তেমনি 'ভাত' বা 'গরু' কেবল এই শব্দ দুইটি অবলম্বন করিয়া কত বাংলা প্রবাদ পাওয়া যায় তাহা আমাদের শব্দ-সূচী দেখিলেই বোঝা যাইবে।

যেমন গৃহস্থালীর নানা দিক ও দ্রব্যের, তেমনই সামাজিক জীবনের নানা শ্রেণী, সংস্থান ও সম্পদের টুকরা ছবি অসংখ্য প্রবাদ-বাক্যে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এমন নিত্যদৃষ্ট বিষয় নাই, যাহা ইহার কৌতুক ও বিদ্রূপের পরিধির মধ্যে আসে নাই। চাষা গয়লা, তাঁতী নাপিত, কলু কামার, বেণে সেকরা, হ্যাকা বোকা, বামুন বোষ্টম, কায়েত বৈদ্য, কাজী পেয়াদা, পীর বাঁদী, গুরু চেলা, হিঁদু মোছলমান, প্রজা জমিদার, চোর ছ্যাঁচড়, ছোট বড়, ধনী কৃপণ, গরীব কাঙাল, আপন পর, বেকার বেগার, নেয়ে মেয়ে, ভূত পেত্নী, বুড়ো বুড়ী, মরদ মাগী, কাণা খোঁড়া, হাগুন্তী নাচুন্তী, ভড়ঙ ভণ্ডামি, চুরি বাটপাড়ি, নষ্টামি দুষ্টামি, আয়েশ আমিরি, অনাচার অনাসৃষ্টি, স্বাস্থ্য সুখ, রোগ শোক, পরচর্চ্চা পরনিন্দা, ঘোঁট দলাদলি, গঙ্গাস্নান তীর্থযাত্রা, চড়ক গাজন, দুর্গোৎসব ঘেঁটু-পূজা, মনসা শীতলা, ষষ্ঠী সুবচনী, পানাপুকুর ভাঙ্গা বেড়া, খাল বিল, খানা নর্দ্দমা, গু গোবর, ভাগাড় আঁস্তাকুড়, ক্ষেত খামার, বাগান বাঁশবন,—কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। সমস্তগুলির আলোচনার স্থান আমাদের নাই; কেবল উদাহরণস্বরূপ দুই-চারিটি বিষয়ের কথা বলিব।

ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইলেও, জন্মফলারে যজমানী 'কলির ব্রাহ্মণে'র লোভ, মূর্খতা ও অনাচার কিরূপ কঠিন বিদ্রূপের বিষয় ছিল, তাহা প্রবাদের 'গলায়-দড়ে জাত' এই অভিধান হইতেই সুস্পষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পাইলে ঢেঁকির নামেও চণ্ডীপাঠ করে, তাহা কোন পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রবাদে দেখিয়াছি। আমরা আরও শুনিতে পাই—

উড়ে, নেড়ে, গলায়-দড়ে, কথা কইবে এ তিন ছেড়ে ॥

বামুন, বাদল, বান, দক্ষিণা পেলেই যান ॥
বামুন, বাসক, বাঁশ, তিনে বাস্তুনাশ ॥
বামুন, মুচ্ছুদ্দী, ধোপা, গোমস্তা, তার নেই কোন বুঝ-ব্যবস্থা ॥
বামুন, গরু, ছাগল, তিনই দড়ির পাগল ॥
বামুন, গণক, কাউয়া, তিন পরের খাউয়া ॥
লাখ টাকায় বামুন ভিখারি ॥
যারে না বামুন বলি, তার গায়ে নামাবলী ॥
কালির অক্ষর নেইক পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে ॥
ভট্‌চায্যের খুঁটের খুঁট, স্বস্ত্যয়নে সবংশে লুট ॥
ভেড়া ম'রে ভট্‌চায্যি ॥
ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে বেড়ার ঘর ॥
মরা বামুন গাঙ্গে ভাসে, চিঁড়ে দইয়ের নামে উঠে আসে ॥
বার নারবেল তের বামুনের ঘাড় ভাঙে ॥
মুখচোরা বামুন, আর কেশোরোগী চোর ॥
চোর মরে কাশে, বামুন মরে আশে ॥
জপের সঙ্গে খোঁজ নেই কপালজোড়া ফোঁটা।
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের পূজার বড় ঘটা ॥
কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, দর্শনী চোদ্দ টাকা ॥
বামুনে দক্ষিণা ধরে, ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে ॥
দেখাও পৈতে, মারো ভাত ॥
মাগ্‌নার ওপর টাকুনা, তার ওপর ভিখারি বামনা ॥
বামুন ঘরে খাবে ভাত, গোবর দেবে আড়াই হাত ॥
পোঁদে গু বড়বড় করে, আলোচালের হবিষ্যি মারে ॥
কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ, যে না মারে তার পাপ ॥
বামুনবাড়ীর ভাত, কপালে দিও হাত ॥
মরা মরে গঙ্গায় যাউক, যেমনে-তেমনে বাম্‌নে পাউক ॥
যেথা করেন চণ্ডীপাঠ, ভিটে বেচে বসান্ হাট ॥

'শতমারী ভবেদ্ বৈদ্যঃ', সুতরাং বৈদ্যের আনাড়ী চিকিৎসার বিদ্রূপও যথেষ্ট রহিয়াছে—

লাথি চড়ে নাহি লাজ, আমার নাম কবিরাজ ॥

চূর্ণ, চিন্তা, চালবাজি, তিন নিয়ে কবিরাজী ॥
কথা, কড়া, কারসাজি, তিন 'ক'তে কবিরাজী ॥
আমার এমনি হাতযশ,
এ-পাড়ায় যদি ওষুধ খাওয়াই ও-পাড়ায় মরে গণ্ডা দশ ॥
মরণ নেই মরবি কিসে, আমার কাছে ওষুধ নিসে ॥
ছিলাম ভাল শুয়ে ব'সে, কাল করল বৈদ্য এসে ॥
বৈদ্যের বড়ি, ছুঁলেই কড়ি ॥
ঘরামির ভাঙা ঘর, বদ্যির বউয়ের নিত্যি জ্বর ॥
হরি বাঁচান প্রাণ, বদ্যির বড় মান ॥
বেজ (= বৈদ্য), বানিয়া, বোড়া, তিন নষ্টের গোড়া ॥
নামে ধন্বন্তরি, কাজে যম।
মূর্খ বৈদ্য, বেইমান, দুই ঠিক যমের সমান ॥
নাপিত, বদ্যি, ধোপা, চোর, যুগী বৈরেগীর নেইক ওর ॥

আধুনিক ডাক্তারির কথাও একটি আধুনিক প্রবাদে স্থান পাইয়াছে—

জল, জোলাপ, জোচ্চোরি, এই তিন নিয়ে ডাক্তারি ॥

কায়স্থের মুন্সীয়ানার সঙ্গে তাহার ধূর্ত্ততা প্রবাদে প্রসিদ্ধ হইয়াছে—

কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফে রাজপুত।
বৈদ্য চিনি তারে, যার ওষুধ মজবুত ॥
কায়েতের ছেলের কলমের আগায় ভাত ॥
কায়েত, কালসাপ, বেদো নারী, তিন জনকে পরিহারি ॥
কায়েতের মূর্খ, কলুর বলদ ॥
কায়েতের ঘরের বেরালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে ॥
কাক ধূর্ত্ত, আর কায়েত ধূর্ত্ত।
কায়েত ম'রে জলে ভাসে, কাক বলে—ফিকির আসে ॥
কায়েতের বুড়া হীরার ধার, নাপিতের বুড়া ছারের ছার ॥
কায়েতের বুদ্ধি আঁতে, বাঁদরের বুদ্ধি দাঁতে ॥
কায়েতের মড়া কাকেও ঠোকরায় না ॥
কায়েতের হাড়া, বেগুনের খাড়া ॥
দাঁত থাকে না ব'লে কায়েত মায়ের পেটের মাংস খায় না ॥

ইহা উল্লেখযোগ্য, কেবল 'কালীর দোহাই দিয়ে পাঁঠা খাওয়া' ইত্যাদি

দু-একটি প্রবাদ ছাড়া, শাক্তের কথা বড় একটা শোনা যায় না ; কিন্তু বোষ্টম বৈরাগীর নষ্টামি প্রবাদের একটি উপাদেয় বিষয়—

পাঁঠা ম'রে বোষ্টম ॥
বোষ্টম হবার বড় সাধ, তৃণাদপি [২২] শুনে শুনে লেগে গেছে বাদ ॥
সাধ যায় বোষ্টম হ'তে, পোঁদ ফাটে মোচ্চোব [২৩] দিতে ॥
জাত খোয়ালেই বোষ্টম ॥
তেলক কাটলেই বোষ্টম হয় না ॥
দু'দিন হয়েছেন বৈরাগী, ভাতেরে বলেন—পরসাদ ॥
মালা ঘোরালেই বৈরাগী হয় না ॥
সাধে কি বৈরাগী নাচে, ভাতের থালা হাতের কাছে ॥
ভক্তিহীন ভজন, লবণহীন ব্যঞ্জন ॥
ভজনের সঙ্গে খোঁজ নেই, ভোজন ছত্রিশ জাতে ॥
বৈরাগীর রাগটুকুও আছে, ভাগটুকুও আছে ॥
হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয় ॥
কাজে এড়া, ভোজনে দেড়া, সে থাক গিয়ে বৈষ্ণবপাড়া ॥
গোঁসায়ের চেয়ে কসাই ভাল ॥
কীর্ত্তনীয়ার অভাব নেই ॥
কেত্তন ছাড়িয়ে দশা ॥
নিষ্কর্ম্মা কীর্ত্তনীয়ার ধামালি সার ॥
ব্রজের রজে গড়াগড়ি ॥
নিমাই মোড়ল না হইলে শান্তিপুর আঁধ ॥
রসের ঘরেই গৌর নাচে ॥
গৌর হতে বাকি ক'দিন ॥
শুধু গৌর নয়, গৌরহরি ॥
যুবতীর কোল, শিঙি মাছের ঝোল, মুখে হরিবোল ॥
বেদবিধি ছাড়া, যা' বৈরেগীপাড়া ॥

---

২২ চৈতন্যের বৈষ্ণব-লক্ষণের শ্লোক—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

২৩ বৈষ্ণবের মহোৎসব।

আগে বেশ্যে, পরে দাস্যে, মধ্যে মধ্যে কুট্‌নী।
সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যজ্য এখন বোষ্টমী ॥
মাছ খাই না মাংস খাই না, ধর্ম্মে দিয়েছি মন।
বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী যাচ্ছি বৃন্দাবন ॥
বোষ্টমী লো ঢঙঢঙ, পাঁঠা খেতে বড় রঙ ॥
কাঁদে পরাণ কাছিমের লাগি. নাম রটেছে বৈরাগী ॥
আগে ছিলাম হোঁচা বেরাল, ধর্ম্মে দিয়েছি মন।
তুলসীমালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন ॥
আমি কাঁদি পিরীতের ছন্দে, হরিদাস বাবাজী কাঁদে কি সম্বন্ধে ॥
শান্তিপুর রসের সাগর, এক এক ঘরে তিন তিন নাগর ॥
তুমি রাধা, আমি শ্যাম, এই কাঁধে বাড়ি বলরাম ॥[২৪]

শুধু চৈতন্যধর্ম্মী বৈষ্ণব নয়, রঘুনন্দনপন্থী গোঁড়া স্মার্ত্ত, এবং কৌলীন্যপ্রথা-প্রবর্ত্তক বল্লাল সেনের অনুগামী কুলীন-সম্প্রদায়, সকলকেই সমানভাবে উপলক্ষ্য করিয়া একটি সামাজিক ইতিহাসমূলক প্রবাদও প্রচলিত আছে যাহা এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

রঘু, চৈতা, বলা, এ তিন কলির চেলা ॥[২৫]

কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়কেও লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে—

নারী হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা ॥

হিন্দু সম্প্রদায়ের মত, মুসলমান সম্প্রদায়ও যুগে-যুগে বাংলা প্রবাদ-সাহিত্য পরিপুষ্ট করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের মত শেষোক্ত সম্প্রদায় এবং তাহার পীর-মোল্লাও ব্যঙ্গবিদ্রূপের উপলক্ষ্য হইয়া প্রবাদের মধ্যে আসিয়াছে—

নেড়ে নয় ইষ্টি, তেঁতুল নয় মিষ্টি ॥
ধানের মধ্যে আগুনবাণ[২৬], মানুষের মধ্যে মোছলমান ॥
গরুর মধ্যে এঁড়ে, জাতের মধ্যে নেড়ে।
খাওয়ালে-দাওয়ালেও মারে তেড়ে ॥
জল, জঙ্গল, আঁধার রাত, এঁড়ে গরু, নেড়ে জাত ॥
হাটের নেড়ে হুজুগ চায় ॥

---

২৪ হুতোম পেঁচার নক্‌শায় বারোয়ারী পূজা নিবন্ধে গুরুপ্রসাদীর বিবরণ দ্রষ্টব্য।
২৫ এইরূপ একটি অর্ব্বাচীন সংস্কৃত শ্লোকও প্রচলিত আছে—নং ৭৫০৫ দ্রষ্টব্য।
২৬ এক রকম নিকৃষ্ট ধান।

নেড়ে খোঁজে ঈদ্ পরব ॥
পীর-বরাবর নেড়ে, সোনার-ক্ষুরে এঁড়ে ॥
মোল্লার দাড়ি ওষুধে লাগে ॥
মোল্লার দৌড় মশজিদ তক ॥
এক হাটে পেঁয়াজ বেচলাম, চাচা, মোল্লা হলে কবে ॥
আগে কাজী, পরে হাজী, শেষে পাজী ॥
যত হাজী, তত পাজী ॥
দাড়ি না গজাতেই কাজী ॥
পীর, না, পয়গম্বর ॥
কলিকালের মুন্সী মোল্লা, নামে হবে দড় ।
না মানবে কোরান কেতাব, হুজ্জৎ করবে বড় ॥
পাঁচে পূজলে পাথরে, সেও পীর হয়ে পড়ে ॥
বাজারে আগুন লাগলে পীরের ঘরও বাঁচে না ॥
পীরের কাছে মামদোবাজি ॥
আগে থাকে আল্লা উল্লা, পরে হয় উদ্দীন ।
তলের মহম্মদ উপরে যায়, কপাল ফেরে যদ্দিন ॥
ডুব দিয়ে পানি খাই, সারাদিন রোজা থাই ॥
কেতাব নেই, কোরান নেই, মন্নু খোন্দকার ॥
মুরগীর পোঁদে তেল হলে মোল্লার দোর দিয়ে রাস্তা ॥
আরের সঙ্গে যেমন তেমন, পীরের সঙ্গে মস্করী-করণ ॥
আগের বিবি আগ-স্থরতী, মাঝের বিবি সুয়া ।
শেষের বিবি নাঙ-খাটানী ঠারে ভাঙে গুয়া ॥
মুছলমানের বালা, শাস্ত্র পড়লেও ছাড়ে না'ক ত্যাল খ্যাড় ক্যালা ॥

একটি প্রবাদে ধর্ম্মপরিবর্ত্তনেরও ইঙ্গিত রহিয়াছে—

এক একাদশী ছাড়াই, ত্রিশ রোজা বাড়াই ॥

মুসলমান ভায়ারাও যে ছাড়িয়া কথা কহিত, তাহা নহে, যেমন—

হিঁদুদের দুগ্গোপূজো, উপরে চিকণ-চাকণ, ভেতরে খড়ের বুজো ॥

সমাজের নানা শ্রেণীর কাজকর্ম্ম 'ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ' পর্য্যন্ত, অথবা বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক হইতে বিবিধ প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে ; কিন্তু সেগুলি সব এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনার স্থান

নাই। তাস, পাশা বা দাবা খেলা হইতে 'হাতের পাঁচ', 'টেক্কা দেওয়া', 'পোয়া বারো', 'উঠসার কিস্তিতে মাত' প্রভৃতি স্পষ্টই গৃহীত হইয়াছে। 'হালে পানি পায় না', 'হাল যদি ধরে ঠেসে, তুফানে নাও যায় কি ভেসে', 'দাঁড়িকে মাঝি করা, মাঝগাঙে ডুবে মরা',—নৌকার মাঝির অভিজ্ঞতা; 'এক হেঁসেলে তিন রাঁধুনী, পুড়ে মরে তার ফেনগালুনী', 'কি বা করে তেলে ঝালে, কি বা না হয় দম্‌কা জ্বালে', 'ধুঁয়া যার সয় না, সে রাঁধুনী হয় না'—পাকা রাঁধুনীর বিদ্রূপ; 'এলো শ্রাদ্ধের গুঁতো দক্ষিণা'—শ্রাদ্ধের পুরোহিতের আক্ষেপ; 'সেকরার ঠুক্‌ঠাক্‌, কামারের এক ঘা', 'শাঁখের করাত, আসতেও কাটে, যেতেও কাটে', 'কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না', 'কামার বুড়োলে লোহা শক্ত', 'কুঁয়া তাঁতীর তসরে হাত',—শ্রমজীবীর শিল্পরহস্য; 'কোন্‌ কালে বা চুরি করেছি, ঘরে ভাত নেই তাই এসেছি'—চোরের সাফাই; 'চাকুরি, না, গুখোরি'—চাকুরিজীবীর মন্দভাগ্য; 'গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন', 'আতি-চোর পাতি-চোর হ'তে হ'তে সিঁধেল চোর', 'ছিঁড়ে কুটে কাটুনী, পুড়ে ঝুড়ে রাঁধুনী'—অভ্যস্ত কার্য্যের বহুজ্ঞতার ফল; 'উঠন্ত মূলো পত্তনেই চেনা যায়', 'দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাঁশ', 'ক্ষেতের কোণা, বাণিজ্যের সোনা', 'নোটে খেটে আড়ায়ে, সজনে বারো মাস', 'আছে গরু বয় না হাল, তার দুঃখ সর্ব্বকাল'—প্রভৃতি চাষবাসের কথা; 'আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি'—সকল সুদখোরই জানে; 'হাকিম ফেরে ত হুকুম ফেরে না', 'জামিন দেয় মরতে, গাছে উঠে পড়তে', 'ঘুষ পেলে আমলা তুষ্ট'—প্রভৃতি আইন-আদালতের বিচিত্র পদ্ধতি; 'বাপ পোয় বরতী, মায় ঝিয়ে এয়োতী', 'বাপ পুরুত মা এয়ো, ঘরের জিনিস বাইরে না যেও'—যজমানী বামুনের পেশা সম্বন্ধে উক্তি; 'রেওর স্বর্গেও চিঁড়ে দই'—রেওভাটের দুর্ভাগ্যের কথা; 'গুড়ের ঘরে ডেঁয়ো কর্ত্তা'—ভাঁড়ারীর কথা; 'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে', 'সাপের কাছে বেঁজি নাচে, তবে জানি রোজা আছে'—প্রভৃতি সাপুড়ের কেরামতির বিবৃতি। নিজ নিজ জাত-ব্যবসাই যে সবচেয়ে ভাল, তাও বলা হইয়াছে—'জাত-ব্যবসা নরের ভূষা, আর সব ফাসাফুসা'।

কেবল সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া নয়, সাধারণভাবেও সমাজের নানা কৌতুককর বিষয় লইয়া অসংখ্য বাংলা প্রবাদ প্রচলিত আছে; তাহার দুই-চারিটি নমুনা দিয়া আমরা এই

প্রসঙ্গের শেষ করিব। সংসারে 'কাছাখোলা' নেকা ও বোকার অভাব নাই, কিন্তু

নেকা, বোকা, ঢলঢলে কাছা, তিনে প্রত্যয় ক'রো না, বাছা ॥

নেকা, আজুলে, চাল্‌শে কাণা, জল ব'লে খায় চিনির পানা ॥

কারণ, অনেক সময় নেকামি ও বোকামি ভান মাত্র, তাই—

কুলোয় শুয়ে তু'লোয় দুধ খান ॥

ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না ॥

নাচতে কি আমি জানি নে, মাজার ব্যথায় পারি নে ॥

ঘোমটার ভেতর খেমটার নাচ ॥

বড় ভাইয়ের মাগ নেই, সেই ভাবনায় ঘুম নেই ॥

খেতে পারি না সকে না (=রুচি হয় না), মুখে দিলে থাকে না ॥

অবিয়ন্তীর ঠুন্‌কোর ব্যথা ॥

নাচতে নেমে ঘোমটা ॥

নাচতে জানি নে, আমায় ধ'রে এনেছে।

যদি নাচি, তবে আমার ছেলে নেবে কে ॥

খাব না খাব না অনিচ্ছে, তিন রেক চাল এক উচ্ছে ॥

প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোকদের প্রতি প্রযুক্ত। কিন্তু সংসারে নিতান্ত হাস্যকর ও অযৌক্তিক ঘটনা বা আচরণ নিত্যই দেখা যায়—

দেখে ঘোর কলি, হাড়ে মাসে জ্বলি
অবাক্ করলি, রাধা, অম্বলে দিলি আদা ॥

অবাক্ সৃষ্টি করলেন চুপে, নাক নেই, তার আতর গোঁফে ॥

অবাক্ কলি অঘোরে, গুড়ছোলা খেলে গা ঘোরে ॥

অবাক্ কলি বাক্ সরে না, গুড় দিয়ে মুড়ি পেট ভরে না ॥

অবাক্ কিবা কলিকাল, মণ্ডায় লাগে বড় ঝাল ॥

অবাক্ কলির সৃষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি ॥

অবাক্ কলির অবতার, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার ॥

অবাক্ লোকের অবাক্ কথা, চুল থাকতে পোড়ে মাথা ॥

আ মরি, মিন্‌সে লোক হাসালে, গোঁফ রেখেছে তোবড়া গালে ॥

আ মরি, আ মরি বালাই যাই, গুড় দিয়ে তোর গাল চেটে খাই ॥

বিয়ের কনে বলে—হাগব ॥

আমার হাগা পেলে জাগিয়ে দিও ॥

খ্যাঁদা নাকে নথ, আর গোদা পায়ে মল ॥

চালুনিতে ঘোল বিলান ॥

কোন্ কালে হবে পো, নেকড়াকানি তুলে থো ॥

হাগুন্তির লাজ নেই, দেখুন্তির লাজ ॥

এ কি বিধির লীলাখেলা, কাকের গলায় তুলসীমালা ॥

ছুঁচো মাখে চন্দন গায়, এ দুঃখ কি সওয়া যায় ॥

দই খেয়ে ভাঁড়ের বিচার ॥

নেঙটা পোঁদে পরে কাপড়, পোঁদ বলে—বড় ফাঁপর ॥

নিজের মা ভাত পান্ না, পরের মায়ের তরে কান্না ॥

সোদর বাপ প'চে মল, বেয়াইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হল ॥

এঁড়ে গরু, না, টেনে দো ॥

আমানি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে, সিঁদুর পরবি কিসে ?

দই দেখলে মূর্চ্ছা যায়, পেঁয়াজ রসুন শুঁটকি খায় ॥

মা আইবুড়ো, বেটী শ্বশুরবাড়ী যায় ॥

রথ দেখতে ভাতার ম'লো, দোল দেখতে যাই ॥

বুনলাম ধান, তুললাম তিল, ফলল রুদ্রাক্ষ, খেলাম কিল ॥

ধান হলাম না, আগড়া হলাম, কুলোর ডগায় নেচে মলাম ॥

কিসে নেই কি, পান্তা ভাতে ঘি ॥

ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত ব'লে—আমি পেলাম কাছে ॥

হাতী ঘোড়া গেল তল, বেতো বলে হাঁটু-জল ॥

কত শত গেল রথী, শেওড়াতলার চক্কোত্তি ॥

মানুষের যোগ্যতার চেয়ে আশা বেশি, তাই সাধের অন্ত নেই—

মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাঁদ ॥

কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় চুটকি দিতে ॥

কত সাধ যায় রে চিতে, ফোগলা দাঁতে মিশি দিতে ॥

কত সাধ যায় রে চিতে, বেগুন গাছে আঁকৃশি দিতে ॥

কত সাধ যায় রে প্রাণে, ঝুলব গিয়ে আম-বাগানে ॥

সাধ করেছেন কাও, পাকলে খাবেন ডাঁও ॥

সাধ যায় বাদশা হতে, খোদা মেগে দেয় না খেতে ॥

সাধ করে বেঁধালাম কান; কাঠি দিতে যায় প্রাণ ॥
যার মোটে বিয়ে হয়নি, তার ঠাকুরঝি বল্‌বার সাধ ॥
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হল ফারসা পড়ে তাঁতা ॥ [২৭]
বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বাচি ॥
বারো হাত কাপড়ের তেরো হাত দশী ॥
বারো হাত গরুর তের হাত শিঙ ॥
বারো পয়সা আয়ে তের পয়সা পোষাণি ॥
দাওয়ের চেয়ে ডাঁট দীঘল ॥
ফকির থেকে দরগা উঁচু ॥
ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারি ॥

বাহিরে জলুস ভিতরে ফাঁকা, ব্যর্থ আত্মম্ভরিতা বা হাম্‌বড়াই—ইহাও এক শ্রেণীর নেকামি, বোকামি, ভণ্ডামি বা ভড়ঙ, যাহা বিবিধ প্রকারে দেখা যায়; তাই এ সম্বন্ধে বিবিধ প্রকারের প্রবাদের শেষ নাই, আমরা কেবল কয়েকটি এখানে চয়ন করিয়া দিলাম—

বাইরে কোঁচা লম্বা, ভেতরে অষ্টরম্ভা ॥
বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন ॥
ভেতরে ফাঁক যত যার, বাইরে ঢাকা তত তার ॥
ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত ॥
ঘরে নাই ঘটিবাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাঠি ॥
ঘরে নেই ভাজাভুজা, নিত্য করেন গোঁসাই-পূজা ॥
ঘরে নেই ভাত, দোরে চাঁদোয়া ॥
ইটে নেই, ভিটে নেই, চৌধুরীর পুত ॥
ইটে নেই, ভিটে নেই, বাইরে মর্দ্দানি ॥
পোঁদে নেই চাম, চৌধুরী নাম ॥
চৌধুরী চৌধুরী বড় নাম, ছাগলে চিবায় পোঁদের চাম ॥
পোঁদে নেই ইন্দি, ভজ রে গোবিন্দি ॥
উদ্‌ খেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে বাজায় শিঙে ॥

২৭ এই সুপরিচিত প্রবাদের বিবিধ রূপান্তরের জন্য নং ২৮৯৩-৯৭ দ্রষ্টব্য।

আলা এলে, ডালা এলে, মুই পুতের মা।
পাইক এলে, পেয়াদা এলে, মুই কিচ্ছু না॥
জপের সঙ্গে খোঁজ নেই ফটিকে রাঙা থোপ।
ফুটানির মামা, ভিতরে কপ্‌নি উপরে জামা॥
পেটে ভাত নেই, ঠোঁটে আল্‌তা॥
ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে॥
ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্পে মারে দই।
মেটে হুকোয় তামাক খায়, গড়গড়াটা কই॥
খড়ো ঘরে ঝাড় টাঙান॥
মেটে দেওয়ালে পাঁকীর কাজ॥
ঘরে শাকসজনা, বাইরে বাবুয়ানা॥
পরের ঘরে খায় দায়, আঠারো মাসে বছর যায়॥
পেট ভরে না ভাতে, সোনার আঙটি হাতে॥
পরবার নেঙ্‌টি নেই, দরগায় যেতে চায়॥
বার হাটের বাছ কড়ি॥
বাঁচতে পায় না ভাত কাপড়, মরতে হল দানসাগর॥
চাল নেই, তার ধুচ্‌নি নাড়া, নাক নেই, তার নথ নাড়া॥
খেতে পায় না শাকসজনা, ডাক দিয়ে বলে—ঘি আন না॥
তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি॥
ভাত পায় না কুঁড়োর নাগর, আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর॥
ভাত পায় না, মল প'রে নাচে॥
ক্ষুদের জাউ পায় না, ক্ষীরের জন্য কাঁদে॥
ক্ষুদ পায় না, মলুকারে কাঁদে॥
পোঁদ নেঙ্‌টা মাথায় ঘোমটা॥
ফোগলা দাঁতে মিশি, জিল দেখিয়ে হাসি॥
গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল॥
ছাতার বলে—গাঁ আমার॥
চাল নেই, চুলো নেই, হাটের মাঝে রাজত্ব॥
ঢাল না তলবার, নিধিরাম সর্দ্দার॥
নিম্বুর পিরানে আত্মারাম সরকার॥

কুকুর কি জানে তুলসী বন, ঠেঙ তুলে মুততে মন ॥
যত ছিল নাড়াবুনে, হ'ল সব কীর্ত্তুনে ॥
বাপ মেরেছে উকুন তাই ছেলে ধর্ম্মুদ্ধর ॥
মায়ের নাম পোঁটাচুন্নী, ছেলের নাম চন্দনবিলাস ॥
ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটা ভাঙাগাঁয়ের মোড়ল ॥
ঘুঁটেকুড়ানীর বেটার উড়ানি গায় ॥
কোন কালে নেইক গাই, চালুনি নিয়ে দুইতে যাই ॥
চুল নেই, তার পেটো পাড়া ॥
চুলের সঙ্গে খোঁজ নেই, তার বোঝা পাঁচ ছয় দড়ি ॥
ছাই পায় না, মুড়কি জলপান ॥
সবাই যদি হবে সে, এঁটোপাত কুড়োবে কে ॥
হাতী বলে—আমারও দুই দাঁত, শূয়র বলে—আমারও দুই দাঁত ॥
হায়রে হায় হাজার টাকায়, কাটা কান জোড়া না যায় ॥
মা পায় না ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করবার সুতো।
বেটার পায়ে দেখ গিয়ে চোদ্দ সিকের জুতো ॥
মা বেচে খায় কলমিশাক, বেটার মাথায় ফরমেসে পাগ ॥
বড় গাঁ তার মাঝের পাড়া, বড় নাক তার নথনাড়া ॥
বড় বাড়ী, তার ঢেঁকিশালা ॥
বাড়ীর মধ্যে একটি ঘর, তার আবার সদর অন্দর ॥
কালী নেই, কলম নেই, বলে—আমি মুন্সী ॥
আমি কি নেড়ী-ভেড়ী, আমার পাঁচখানা কাপড় ধোপার বাড়ী ॥
কানকাটা কই তালগাছ বায়, কালামুখ নিয়ে দরবারে যায় ॥
ছাঁচের জলে খাবি খায়, সমুদ্দর পার হতে চায় ॥
ভাত রোচে না, রোচে মোয়া, চিঁড়ে রোচে পোয়া-পোয়া ॥
বড় নাক, তার গোঁফের বাহার ॥
ভারি বিয়ে, তার দুপায়ে আলতা ॥
গাজনের নেই ঠিক ঠিকানা, ডাক দিয়ে বলে—ঢাক বাজা না ॥
শিবের সঙ্গে খোঁজ নেই, গাজনের ঘটা ॥
ছিল নাক ঘেঁটুপূজো একেবারে দশভুজো ॥
তিন দিনের যুগী, তার পা পর্য্যন্ত জটা ॥

খোসের তেল নেই, কলাবড়ার সাধ ॥
বাপের বয়সে কলমা নেই, পাঁজাভরা দাড়ি ॥
বাপ বলবার নাম নেই, হিদে জোলার নাতি ॥
বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কর ॥
বিষহারা ঢোঁড়া, তার গর্জ্জন দেশজোড়া ॥
আরশুলা আবার পাখী ॥
তেলাপোকা আবার পাখী, ভেরণ্ডা আবার গাছ ॥
হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে চায় ॥
মঙ্গলচণ্ডী পূজা পায় না, সুবচনী হাত বাড়ায় ॥
সকলে গেল মরে, কর্ত্তা হল হরে ॥
হায় রে আমড়া, আঁটি আর চামড়া ॥
বেগুন তোর পোঁদ কেন খাড়া, মোর বংশাবলীর ধারা ॥
হায় তরমুজ, করব কি, বোঁটা নেই ত ধরব কি ॥
আপনি গেলে ঘোল পায় না, বেঁশোকে পাঠায় দুধের তরে ॥
আপনি পায় না শঙ্করাকে ডাকে ॥
আমি বেহায়া পেড়েছি পাত, কোন্ বেহায়া না দেয় ভাত ॥
দুর্গাপূজায় শাঁক বাজে না, ষষ্ঠীপূজায় ঢোল ॥
ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব, ইতুপূজায় ঢাক ॥
যত ছিল শেজ-মুতনী, হল সব বড় রাঁধুনী ॥
নিত্য চাযার ঝি, বেগুন-ক্ষেত দেখে বলে—এ আবার কি ॥
ছিল ঘুঁটেকুড়োনী, পেয়েছে রাজপুত্তুর বর।
মুড়ি মুড়কি দেখে বলে—কি গাছের ফল ॥
কাঠকুড়োনীর মেয়ে, রাজা আনলে ঘরে।
খাট পালঙ্গ দেখে দেখে হেসে হেসে মরে ॥

সুতরাং মরদের মুরদের বলিহারি প্রায়ই শোনা যায়—

মরদ চলেছে পথে, হুব্বার কোস্তা হাতে ॥
মরদ বড় তেজী, তাড়া করেছে বেঁজি ॥
মরদ বড় ভারী, তার তেড়া পাগড়ি ॥
মরদ বড় হেঙ্গা, তার শণকাঠিখান ঠেঙ্গা ॥
মুরদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান ॥

তিনি আছেন রাজপথে, দুব্বো ঘাসের কোঁৎকা হাতে ॥
গজপৃষ্ঠে যে বা যায়, কেউ দেখে সে ডরায় ॥
মুরদের নেই সীমে, রথ দিয়েছে নিমে ॥
জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসের রথ ॥
বড় বড় বানরের বড় বড় পেট ।
লঙ্কা ডিঙোতে সব মাথা করে হেঁট ॥
মরদ বটি, চিঁড়ে কুটি, যখন যেমন তখন তেমন ॥
একশ কোঁড়া গুণে খান, ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যান ॥
কচুর বেটা ঘেঁচু, বড় বাড়েন ত মান ॥
টাঙ্গন ঘোড়া খায় যা', বেতো ঘোড়া চায় তা' ॥
টুনটুনির হয় না গরুড়ের পাখা ॥
ভিজে কম্বল নিজে ভারি ॥
মরা গাঙের ফোঁপানি সার ॥
আমার নাম রণরঘু, ভিটাতে চরাই ঘুঘু ॥
আমার নাম নিতাই, এক খাই এক থিতাই ॥
পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তেঁতুল হল বঙ্ক ।
গেঁড়ি গুগ্‌লি বলে এরা—আমরা শঙ্খ ।
ডেংরা কাক বলে—আমি করব একাদশী ।
লেজকাটা কুকুর বলে—যাব বারাণসী ॥

পরচ্ছিদ্রের অন্বেষণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা, কিন্তু আত্মচ্ছিদ্রের কথা মনে থাকে না—

চালুনী বলে—ছুঁচ, তোর পোঁদ কেন ছেঁদা ।
আপন দোষ দেখেন না যার সর্ব্বাঙ্গেই বেঁধা ॥
পরের দোষ আকাশ-জোড়া, আপন দোষ ছোটো ।
চালুনী বলে—ধুচুনী ভায়া, তুমি বড় ফুটো ॥
চালুনীর পোঁদ ঝর ঝর করে, চালুনী ছুঁচের বিচার করে ॥
ওল বলে—মানকচু ভায়া, তুমি নাকি লাগ ॥
গুয়ে বলে—গোবরদাদা, তোর গায়ে বড় গন্ধ ॥
রসুন বলে—পেঁয়াজ ভাই, তোর গন্ধে মরে যাই ॥
রসুন বলে—কাঁচকলা ভাই, তোর বড় খোসা ॥

আনারস বলে—কাঁঠাল ভাই, তোর গা বড় খস্‌খসে ॥
পেঁচা পিঁপড়েকে বলে—সর লো সর, থেবড়ামুখী ॥
আত্মচ্ছিদ্র ন জানাতি, পরচ্ছিদ্র পদে পদে ॥
পরের ছিদ্র বেল, নিজের ছিদ্র সরষে ॥
ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে, সবার একদিন আছে শেষে ॥
আজ খেয়ে নেড়া নাচে, কালকে গোবিন্দ আছে ॥
সকালে খেয়ে ফকির নাচে, বিকালের তরে খোদা আছে ॥

সুতরাং, আপন ও পর এই পার্থক্যের প্রতি মানুষের মন খুবই সজাগ। এ সম্বন্ধে বহুসংখ্যক প্রবাদ আছে, তাহার কতকগুলি এখানে চয়ন করা যাইতে পারে—

আপনি রাঁধি, আপনি খাই, আপনি তার বলিহারি যাই ॥
আপন বেলা আঁটাআঁটি, পরের বেলা দাঁত-কপাটি ॥
আপন বেলা চাপন-চোপন, পরের বেলা ঝুরঝুরে মাপন ॥
পরের ভিটায় জরীপ এলে—মাপ রে মাপ।
নিজের ভিটায় জরীপ এলে—বাপ রে বাপ ॥
আপনার বেলায় ছ' কড়ায় গণ্ডা, পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা ॥
আপনারটিতে খোদার দোহাই, পরেরটিতে আন্ খাই ॥
তোরে, না, মোরে, প্রতি ঘরে ঘরে ॥
আপন চোখে সোনা বর্ষে, পরের চোখে রূপা।
যত লোকে কথা কয় গাপা আর গুপা ॥
আপন ছাগল বেঁধে রাখি, পরের ছাগল ছেড়ে দিই ॥
আপন ঘোল কেউ টক বলে না ॥
আপন কোলে ঝোল সবাই টানে ॥
আপন কোটে পাই, চিঁড়ে কুটে খাই ॥
আপনি বড় ভালো, তাই পরকে বলে কালো ॥
আপন বগলে গন্ধ নেই, পরের বগলে গন্ধ ॥
আপনার পানে চায় না শালী, পরকে বলে টেবোগালি ॥
আপনার হাতে পড়লে হাঁড়ি, ভাত রেখে আমানি বাড়ি ॥
তোর ঢাকা থাক্, মোর বিকিয়ে যাক্ ॥
তোর চুপড়ি খসা, মোর চুপড়ি বসা ॥

কাঁঠালটি আমায় দাও, বীচি গুণে কড়ি নাও ॥

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা ॥

পরের মাথায় হাত বুলান ॥

পরের গোয়ালে গোদান ॥

আপনি সয় না তুলা এক পোয়া, পরের মাথায় দেয় দু'মন লোহা ॥

পাসরে পাসরে মরি, পরের হাঁড়ির ভাত নিয়ে নিজের হাঁড়ি ভরি ॥

আপনার কথা পাঁচ কাহন ॥

পরের মাথা কেটে নাপিত ॥

পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরা করে নির্ঘাত ॥

পরের জিনিস পায়, হেগো পোঁদে খায় ॥

পরের ধন, আপন ছালা, যত ইচ্ছা ভরে ফেলা ॥

পরের চাল, পরের কলা, ব্রত করেন চন্দ্রকলা ॥

পরের ঘরে সাদী, নাচে হারামজাদী ॥

পরের ভাত, আপন হাত ॥

আপনি নেঙাই, পরকে ভেঙাই ॥

আমার নাম যমুনাদাসী, পরের খেতে ভালবাসি।

পরকে দিতে জ্বরে গা', পরের নিতে সরে গা' ॥

আমার দইয়ের এমন গুণ, এক সের দইয়ে তিন সের নুন ॥

আপন ঘরের ধোঁয়ায় নিজের চোখ কানা ॥

পরের ধনে পোদ্দারগিরি, লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী ॥

পরের ধনে বরের বাপ ॥

পরের পিঠে বড় মিঠে ॥

পরের ভাতে কুকুর পোষা ॥

পরের কাপড়ে ধোপার নাট ॥

পরের ঘোল খাবার লোভে নিজে গোঁফ কামান ॥

পরের ঘি পেলে, প্রদীপ দেয় মেলে ॥

পরের ডাল, পরের চাল, নদে করেন বিয়ে ॥

পরের ছেলে ছেলেটা, খায় দেখ এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা।

আমার ছেলে ছেলেটি, খায় শুধু এতটি, বেড়ায় যেন গোপালটি ॥

পরের ফোড়া, ঢেঁকি দিয়ে গালা ॥

পরের ধন, আপন আয়ু, কেউ দেখে না অল্প ক'রে ॥

পরের লেজে পা পড়লে তুলোপানা ঠেকে।
নিজের লেজে পা পড়লে কেঁক করে ডাকে ॥

কিন্তু পর আপন হয় না, পরকে বিশ্বাস নাই, পর-প্রত্যাশী হওয়া বা পরহিংসা বিড়ম্বনামাত্র—

পর আর পরমেশ্বর ॥

পরচিত্ত অন্ধকার ॥

পরের মন, আঁধার কোণ ॥

আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পরবুদ্ধিতে বাদশা নই ॥

পর হয়েছে পরের কাল, ভাবে না আছে পরকাল ॥

পরের আশ, গাঙপারে বাস ॥

আপন বুদ্ধিতে তর, পরবুদ্ধিতে মর ॥

নিজের বুদ্ধিতে ভাত, পরের বুদ্ধিতে হাভাত ॥

পর-প্রত্যাশী নর, উপোস ক'রে মর ॥

পর-প্রত্যাশী ধন, পর নিয়ে গমন ॥

পর রেখে ঘর নষ্ট ॥

পরে দেবে চেয়ে, পেট ভরবে খেয়ে।

পরের কথায় লাথি চড়, নিজের কথায় ভাত-কাপড় ॥

পরের ঘর ঢুকতে ডর, নিজের ঘর হেগে ভর ॥

পরের ছেলে খায়, আর পথ পানে চায় ॥

পরের সোনা দিও না কানে, কেড়ে নেবে হেঁচকা টানে ॥

পরের দুধে দিয়ে ফুঁ, পুড়িয়ে এলেন আপন মু' ॥

পরের দেখে তোলে হাই, যা ছিল তাও নাই ॥

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ ॥

নিজে ম'রে জ্ঞাতির হাঁড়ি ফেলান ॥

পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ ॥

পরের মুখে ঝাল খাওয়া ॥

আপন চরকায় তেল দাও ॥

আপন ঘরে সবাই রাজা ॥

আপন কোটে কুকুরও বড় ॥

আপন মান আপনি রাখি, কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি ॥

আপন মুখ আপনি দেখ ॥

আপনার কামার, আপনার খাঁড়া, যেখানে পড়াবি, সেইখানে পড়া ॥

ছিঁড়ি কুটি নিজের সূত, মারি ধরি নিজের পুত ॥

আপন বোন ভাত পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা ॥

আপনার আপনি, ডোর আর কপনি ॥

আপন হাত জগন্নাথ, পরের হাত এঁটোপাত ॥

আপন ধন পরকে দিয়ে, দৈবকী বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে ॥

আপন পাঁজি দিয়ে পরকে দৈবজ্ঞ বেড়ায় পথে-পথে ॥

আপনি বাঁচলে বাপের নাম ॥

নিজে আগে সামাল কর, পরে গিয়ে পরকে ধর ॥

নিজের আছে ত খাও, নইলে ফেলফেলিয়ে চাও ॥

সময়-গুণে আপ্ত পর, খোঁড়া গাধার ঘোড়ার দর ॥

ফেল কড়, মাখ তেল ॥

দয়া আছে, মায়া আছে, গলা ধরে কাঁদি।

আধ পয়সার আটটি কলা পরাণ গেলেও না দি' ॥

চাচাই বল, কাকাই বল, কলাটি পাঁচ কড়া ॥

ফেল কড়ি, ত দেব বড়ি ॥

তোমায় বড় ভালবাসি, তাই তোমার আঙিনা চষি ॥

ভালবাসার বিচিত্র পদ্ধতি ও নারীজাতির ভালমন্দ সম্বন্ধে প্রবাদের অভাব নাই, কিন্তু অধিকাংশরই বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ ও তিক্ত। দাম্পত্য-প্রীতি ও দাম্পত্য-প্রহসনের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখন প্রেম সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটি প্রবাদ তুলিয়া দেওয়া হইল—

যার ইষ্টি তার মিষ্টি ॥

চোখে চোখে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ ॥

কাছে থাকে যতক্ষণ, আমার আমার ততক্ষণ।

পথে গেলে পোড়ে মন, বাড়ি গেলে ঢন্‌ঢন্‌ ॥

ভালবাসার এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমন চুণ।

বেশি হ'লে পোড়ে গাল, কম হলে লাগে ঝাল ॥

ছিল না কথা, হল গাল, আজ না হয় ত হবে কাল ॥

দেখা দেয় না, ছোঁয়া দেয়, বাটি ভ'রে ছালন দেয় ॥
পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, সে পিরীতে কিবা কাজ ॥
মনেরে পাথর করে যেই, পিরীত-পথের পথিক সেই ॥
যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম ॥
যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপন জন ॥
যারে যেমন গড়েছে বিধি, সেই ভাতারের পরম নিধি ॥
পিরীতের নৌকা পাহাড়েও চলে ॥
ভালবাস কেমন ? ভালবাস যেমন ॥
ভালবাসি যারে রূপের দেখি তারে ॥
পিরীতের ফের মেচকো ফের ॥
যাক্ জীয়তি, থাক্ পিরীতি ॥
নূতন পিরীতে বড় আঠা ॥
চোখ থাকতে হয় রে কানা, যে জন প্রেমের ভাব জানে না ॥
চেতনেতে অচেতন, পিরীতে যার টানে মন ॥
পিরীত যখন জোটে, ফুট্‌কড়াই ফোটে।
পিরীত যখন ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে ॥
পিরীত আর গীত, জোরের কাজ নয় ॥
পিরীত থাকলে তেঁতুলপাতায় দু'জন শোয়া যায়।
অপিরীতে মান-পাতায় জায়গা না কুলায় ॥
পিরীত, আগুন, কাশ, রয় না অপ্রকাশ ॥
পিরীতের কত খেলা বুঝে ওঠা ভার।
চুলের সাঁকোয় তুলে দিয়ে করায় সাগর পার ॥
লোক-দেখানে ভালবাসা, ভাদ্র মাসের কচি শশা।
দেখলে পরে হয় লোভ, খেলে পরে পিত্তের কোপ ॥
পিরীতের পেত্নীও ভাল ॥
মিষ্টির মধু, ইষ্টির বধূ ॥
যার সঙ্গে ভাব, তার মুখ দেখাও লাভ ॥
যার রূপে প্রাণ কাঁদে, সে কেন আর চূড়া বাঁধে ॥
অতিভাব যেখানে, নিত্যি যাবে সেখানে।
যদি যাবে নিত্যি, ঘটবে একটা কীর্তি ॥

ঠারার ঠারীর ঘর, কারো কখনো মাথাব্যথা, কারো কখনো জ্বর ॥
যেখানে কম জোর, সেখানে ছেঁড়ে ডোর ॥
যেখানে নেই আসল মায়া, সেখানেই বেশি আহা ॥
যারে নিয়ে লীলাখেলা, তারে আবার অবহেলা ॥
কপট প্রেমে লুকোচুরি, মুখে মধু প্রাণে ছুরি ॥
যতদিন রস, ততদিন বশ ॥
পুরুষ আর স্ত্রী, আগুন আর ঘি ॥
ভাবে ডগ্‌মগ্‌ তেলাকুচো, হেসে মরে যত কালো ছুঁচো ॥
যেখানে গুড়, সেখানে পিঁপড়ে ॥
মধুপান করতে পারি, মাছির কামড় সইতে নারি ॥

কিন্তু যাঁহারা পুরুষের ব্যাখ্যা করেন ও বলেন—'পুরুষের ভালবাসা, মোল্লার মুরগী পোষা'—সেই মেয়েদের স্বরূপ ও গুণ-কীর্ত্তন, অনেক সময় মেয়েদেরই মুখে, কিছু কম যায় না, বরং মাঝে মাঝে ভব্যতার বাহিরে চলিয়া যায়—

গড় করি মেয়েদের পায়, ধানভানা চাল ঠাকুরে খায় ॥
নারীর বল, চোখের জল ॥
তুফানে যে হাল ধরে না, সেই বা কেমন নেয়ে।
পড়লে কথা বুঝতে নারে, সেই বা কেমন মেয়ে ॥
টিপ বোঝে না, টাপ বোঝে না, সেই বা কেমন মেয়ে।
ধার বোঝে না, চর বোঝে না, সেই বা কেমন নেয়ে ॥
তিন মাইয়া যেখানে, কাজীর বিচার সেখানে ॥
নদী, নারী, শৃঙ্গধারী, এ তিনে না বিশ্বাস করি ॥
সিঁড়ি, তুমি কার? যে যায় তার ॥
ঝাল, টক আর কড়া ভাতার ॥
ছাঁদন-দড়ি গোদা-বাড়ি, যে আমার আমি তারি ॥
নাও, ঘোড়া, নারী, যে চড়ে তারি ॥
শতেক কথায় সতীও ভোলে ॥
মেয়ে চিনি হাসে, পুরুষ চিনি কাশে ॥
লেপলে-পুছলে বাড়ী, সাজলে-গুজলে নারী ॥
যার হাতে খাইনি, সে বড় রাঁধুনী।
যার সঙ্গে ঘর করিনি, সে বড় ঘরণী ॥

গরবের গরবিনী, এই পরেন নাকে নথ, এই পরেন কানে ॥
ভাতারে না ডাকে ক্যছে, মাগ বলে—মোর আদর আছে ॥
সতী হ'লি কবে ? না, সে মরেছে যবে ॥
জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলে ডা'ন ॥
সব জন্তু মোট বয়, ধরা পড়েছে গাধা।
সবাই সতী কবলায়, ধরা পড়েছে রাধা ॥
সবে মিলে খাবে ননী, বাঁধা পড়বে নীলমণি ॥
শনিবারেও হাট, রবিবারেও হাট।
সহজে রাধা কলঙ্কিনী, বুক চিতিয়ে হাঁট ॥
ঠাকুরজামাই, চাকরি কামাই, মাসে দু'দিন এস।
ঠাকুরঝিকে যেমন তেমন, আমায় ভালবেস ॥
মাগ ভাতারে দেখা নেই, ষষ্ঠীপূজোর ধূম ॥
যতই কর শিব-সাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না ॥
নষ্টনারীর পরিচয়, বুদ্ধিগুণে সতী হয় ॥
মাছ খায় না যতনী, পাতে তিনটে খল্‌সে।
কি করে না যতনী, কোণে তিনটে মিন্‌সে ॥
সকল ব্রত করলে যশী, বাকি আছে ভীম একাদশী ॥
সকল পাখীতে মাছ খায়, মাছরাঙার কলঙ্ক ॥
বিয়ের বাকি মাস পাঁচ ছয়, কাপড় তোলে হাত পাঁচ ছয় ॥
এই ফুরালে খাবে কি, ঘরে ত নেই আইবুড়ো ঝি ॥
ভাদ্রমাসে কচুর লতি, বুড়া হলে সবাই সতী ॥
ভাত খাই ভাতারের, গুণ গাই নাগরের ॥
ভাতারের খায়-পরে, ভাতারকে লাঠি ধরে ॥
অভাগীর বকৃত,
জোয়ান দেখে ধরলাম ভাতার সেও হাগে রক্ত ॥
বার করলাম, ব্রত করলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি।
যুবকালে রঙ্গ করে বৃদ্ধকালে সতী ॥
বেরিয়ে এলাম, বেশ্যা হলাম, কুল করলাম ক্ষয়।
এখন কিনা ভাতার শালা ধমকে কথা কয় ॥
সতী যায় সোঁতে, অসতী যায় রথে ॥

বারো কাঁদি নারকেল, তের কাঁদি কলা।
আজ আমাদের রাণীর উপবাসের পালা॥
ভবী হ'ল বনবাসী. বাসনকোসন একরাশি॥
ভাবুনী লো ভাবুনী, তোর ঘর পুড়ে যায়।
যাক্‌গে মোর ঘর পুড়ে, মোর ভাবুন বয়ে যায়॥
মিষ্টি লাগল ছাঁই (=পিঠের পুর), স্বামী-পুতকে নাই॥
লাজের বুড়ী আগে হাঁটে॥
রাঁড়ী বেটীর বিয়ের সখ, উনায় রসের কত ঠমক॥
লোকলজ্জায় রাঁধি-বাড়ি, পেটের জ্বালায় খাই।
লজ্জাসরম আছে ব'লে কাপড় প'রে যাই॥
ঈশ্বর যদি করেন, কর্ত্তা যদি মরেন, তবে ঘরে ব'সেই কেত্তন শুনব॥
সাত রাঁড়, এক এয়ো,
যার কাছে যাই সেই বলে—আমার মত হয়ো॥
সাতভাতারী সাবিত্রী, বারভাতারী এয়ো।
একভাতারী পোড়াকপালী দুয়ার দিয়ে না যেয়ো॥
ভাবনা কি তোর, হাবী।
তোর পেটের তলায় যে ধন আছে তাই ভাঙ্গিয়ে খাবি॥
ভাল ভাল ক'রে গেনু কালোর মার কাছে।
কেলের মা বলে—আমার বেটার সঙ্গে আছে॥
ভালমানুষের কাছে ব'সে খাই গুয়াপান।
অমানুষের কাছে গিয়ে কাটাই দুটি কান॥
কপালে ছিটে-ফোঁটা, তুম্ব ঝুলি হাতে।
মাইরি দিদি, তোর মাথা খাই, কিছু নেইক তাতে॥
দেখে গেছ সেই, নিয়ে বসেছি এই, তবু আবাগীরা বলে কতই খাই॥
কাঁকালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কে, কাল মঙ্গলবার করবে যে।
ও ত বরং দাঁড়িয়ে আছে, আমার শুনে কাঁকাল ভেঙে গেছে॥
দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি।
যে ঘরেতে রাঙা বউ, সেই ঘরেতে চুরি॥
নাক নেই বেটীর নথের সখ, ফেল্‌না বেটীর কত ঠমক॥
মরদের জিদে বাদশা, মাইয়ার জিদে বেশ্যা॥

এইরূপ সাংসারিক জীবনের বিবিধ বিষয়ের বিবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। উপরের উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, একই ধরণের বা মূলতঃ একই বিষয়বস্তু লইয়া, নানা অভ্যস্ত পদার্থের চিত্র অবলম্বন করিয়া, একাধিক প্রবাদ-বাক্য রচিত হইয়াছে। আগে আমরা ছুঁচ ও চালুনি সম্বন্ধে সুপরিচিত প্রবাদের বিভিন্ন রূপান্তর দেখিয়াছি, তেমনই—

উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ ॥

এই সুপ্রসিদ্ধ প্রবচনটি বিবিধ সরস রূপে দেখিতে পাই—

হাটে কলা, নৈবেদ্যায় নমঃ ॥
গাছে ফুল, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥
মগডালের ফুল দেবতাকে দান ॥
বিছুটি ঝাড়ের আম গোপীনাথের ॥
ফাটলে পড়ল নাড়্, গোপালায় নমঃ ॥
নিমন্ত্রণ বাড়ীর ভাতে কাঙালী-বিদায় ॥
সাঁকো থেকে পড়ে, অমনি জুম্মার গোসলও করে ॥
ঘরে নেই ভাত, ধর্ম্মের উপোস ॥

অল্প যে তুচ্ছ নয় বা অল্পেও বৈশিষ্ট্য আছে, এ সম্বন্ধে অনেকগুলি একই ধরণের প্রবাদ আছে—

অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী ॥
অল্প আগুনে শীত হরে, বেশি আগুনে পুড়িয়ে মারে ॥
অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়, অনেক বৃষ্টিতে সাদা হয় ॥
অল্প মারে কাঁদে বাঁদী, অল্প বোঝায় ফাটে চাঁদি ॥
বোঝার ওপর শাকের আঁটি ॥
অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর ॥
অল্প জলের মাছ, ফরফরানি বেশি ॥
আধ গাগরী জল, করে ছলছল ॥
অল্প আগুনে তামাক যেমন, ছোট লোককে খোসামোদ তেমন ॥
অনেক খাবে ত অল্প খাও, অল্প খাবে ত অনেক খাও ॥
খুঁট-আঁখুরে গাঁয়ের বালাই ॥
ধানি লঙ্কা ॥
সরষের দানা ছোট হলেও ঝাল কম নয় ॥

ছোট কলসীর বড় কানা ॥
সজনে-শাক বলে—আমি সকল শাকের হেলা।
আমার খোঁজ পড়ে কেবল টানাটানির বেলা ॥
ছোট কাঁটাটি ফোটে পায়, তুলে ফেল, নইলে দায় ॥ ইত্যাদি।

একধর্ম্মী লোকের পরস্পরসাঙ্গত্য প্রবাদ-প্রসিদ্ধ কৌতুকের বিষয়—
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই ॥
চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল ॥
আমে দুধে এক হয়, আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যায় ॥
উনোনমুখো দেবতা, তার ঘুঁটে ছাই নৈবেদ্য ॥
যেমন গুরু তেমনি চেলা, টক্ ঘোল তার ছেঁদা মালা ॥
যেমন রাধা, তেমনি কানু ॥
যেমন বিয়ে, তেমনি বাদ্যি ॥
যেমন ভোজন, তেমনি দক্ষিণা ॥
যেমন কলি, তেমন চলি ॥
যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল ॥
যেমন হাঁড়ি তেমনি শরা, যেমন নদী তেমনি চড়া ॥
যেমন জগন্নাথ, তেমনি সুভদ্রা ॥
এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কর কার ॥

সুতরাং বিপদের ঘরে ব্যথার ব্যথীর অভাব নাই—
কান কাঁদেন সোনা রে, সোনা কাঁদেন কান রে ॥
তুই খল্‌সে, মুই খল্‌সে, একই বিলের মাছ।
তোর মরণে মরব আমি, আমার কোমর ধ'রে নাচ ॥

কিন্তু পরস্পরের চালাকি পরস্পরের অবিদিত নয়—
কানের সোনা কান কাটে ॥
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।
তুমি ফের ডালে ডালে, আমি ফিরি পাতে ॥
আমায় না দিয়ে খাবে ননী, কত ধন বাঁধবে, ধনী ॥
এক হাটে পেঁয়াজ বেচলাম, চাচা, মোল্লা হলে কবে ॥

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কতকগুলি জনশ্রুতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাহার মধ্যে সহজ প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা স্বল্প কথায় ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে—

অনেক খাবে ত অল্প খাও, অল্প খাবে ত অনেক খাও ॥
আঁতে তেতো, দাঁতে নুন, পেট খালি এক কোণ।
এবেলা ওবেলা শৌচে যায়, তার কড়ি কি বৈদ্যে খায় ॥
খেয়ে হাগে, শুয়ে জাগে, তার গত্তি কভু না লাগে ॥
আলো হাওয়া বেঁধো না, রোগে-ভোগে সেধো না ॥
দিনে বালিশ, রাতে চালিশ ॥
যার দাঁত সাফ নয়, তার আঁত সাফ নয় ॥
খায় না খায় সকালে নায়, হয় না হয় তিনবার যায়।
তার কড়ি কি বৈদ্যে খায় ॥
সকাল বিকাল নিকাল দেয়, তার কড়ি কি বৈদ্যে খায় ॥
একবার যায় (=শৌচে যায়) যোগী, দুবার যায় ভোগী,
তিনবার যায় রোগী ॥
সকালে শুয়ে সকালে উঠে, তার কড়ি না বৈদ্যে লুঠে ॥
বেড়াও যদি ভোরের বেলা, থাকবে না আর রোগের জ্বালা ॥
কানে কচু, চোখে তেল, তার বাড়া না বৈদ্য গেল ॥
নির্মনিসিন্দা যেথা, মানুষ মরে না সেথা ॥
তাল, তেঁতুল, দই, বৈদ্য বলে ওষুধ কই ॥
পুঁই, কচু, ঘেসো, তিন আমাশার মেসো ॥
কখনো খেও না ওলে আর ঘোলে, কখনো ভুলো না চেম্‌নার বোলে ॥
মাংসে মাংস-বৃদ্ধি হয়, ঘৃতে বৃদ্ধি বল।
দুধে হয় বীর্য্য-বৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল ॥
মুড়ি আর ভুঁড়ি, সব রোগের গুঁড়ি ॥
তেল, গুগগুল, ভেলা, তিন বৈদ্যের জ্বালা ॥
শাক, অম্বল, পান্তা, তিন ওষুধের হন্তা ॥

তেমনই অভিজ্ঞতার নির্য্যাস-স্বরূপ অবাঞ্ছিত ব্যক্তির বা অযশস্কর কার্য্যের কতকগুলি উপাদেয় ফিরিস্তি পাওয়া যায়। ইহার দুই-চারিটি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে, আরও কয়েকটি যথেষ্ট কৌতুকজনক—

ছেঁদা ঘটি, চোরা গাই, পাপ পড়শী, ধূর্ত্ত ভাই।
মূর্খ ছেলে, মাগ নষ্ট, এ ছয়টি বড় কষ্ট ॥
নদীর ধারে চাষ, বালির ওপর বাস।

স্ব-অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস।
এর ওপর যার বিশ্বাস, তার সাতপুরুষে কাটে ঘাস ॥
তাস, তামাক, পাশা, এ তিন কর্ম্মনাশা ॥
খাতিরের বাপের নাম খেসারত ॥
বাচাল, বেতাল, বেকুব, বদমাইস, শুনবে না এদের কোন ফরমাইশ ॥
বাকি, বাক্য, বাটপাড়ি, এই তিন নিয়ে দোকানদারি ॥
আহার, নিদ্রা, ভয়, যত কর তত হয় ॥
চোর, ছিনার, চোপায় দড়, আগে যায় শীতলা মাড় (=মন্দির) ॥
টাক, প্রকৃতি, গোদ, ম'লে হয় শোধ ॥
বামুন, বাকস, বাঁশ, তিনে বাস্তুনাশ ॥
তাল, তেঁতুল, মাদার, তিনে দেখায় আঁধার ॥
তাল, তেঁতুল, কুল, তিনে বাস্তু নির্ম্মূল ॥
নিম, নিসিন্দা, তেঁতুল, তাল, ঘরে পুঁতো না কোনো কাল ॥
ঘোল, কুল, কলা, তিনে নষ্ট গলা ॥
তাতা, তিতা, চুকা, ঝাল, এই চার পুরুষের কাল ॥
টক, ঝাল, কড়া ভাতার, মাগ বলে—এই চাই আমার ॥
আগে হাঁটে, পাঁঠা কাটে, পিদ্দিম উস্‌কোয়, দই বাঁটে।
ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী, রাঁধুনী বামুন, যশ পায় না এই সাতজন ॥
আগে হাঁটুনী, পান-বাঁটুনী, বউয়ের ধাই, এ তিনের যশ নাই ॥
টেরা চোখ, মাথায় টেরি, পিঠে কুঁজ, গলায় গড়গড়ি।
দু' চোখ ডাঁসা, এক চোখ কাণা, বজ্জাতের এই নিশানা ॥
ধরণ, মরণ, পানি, তিন নাহিক জানি ॥
ওল, কচু, মান, এ তিন সমান ॥
গুরু, গরু, আগুন, পায় আর বাড়ে দ্বিগুণ ॥
জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা ॥
মাতালে দাঁতালে বিশ্বাস নেই ॥
উই, ইঁদুর, কুজন, ভাল ভাঙে তিনজন ॥
মন, মাতাল, দাঁতাল, বেঁধে কর সামাল ॥
সাপ, শালা, জমিদার, এ তিন নয় আপনার ॥
গরু, জরু, ধান, না দেখলেই যান ॥

কাণা, খোঁড়া, কুঁজো, তিন চলে না উজো ॥

কাণা, কুঁজো, খোঁড়া, তিন অসতের গোড়া ॥

কাণা, খোঁড়া, একগুণ বাড়া ॥

কাণা খোঁড়ার হাজার দোষ, কুঁজোর নাই অন্ত ।

একশো বিয়াল্লিশ দোষ উঁচু যার দন্ত ॥

ধোপা, নাপিত, কুমোর, কামার, যে বিশ্বাস করে সেও চামার ॥

নদী, নারী, শৃঙ্গধারী, এ তিনে না বিশ্বাস করি ॥

গাঁজা, গেরুয়া, গোঁফদাড়ি, এই তিনে সাধু ভারি ॥

ঘরের পাপ বুড়ী, পেটের পাপ মুড়ি ॥

ঘরের শত্রু কানা, পুকুরের শত্রু পানা ॥

জল, আগুন, মন, বশে যতক্ষণ ॥

পেঁয়াজ, ধূম, নষ্ট নারী, চক্ষে আনে অশ্রুবারি ॥

রোগের শেষ, আগুনের শেষ, শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ রাখতে নেই ॥

পুঁথি, কলম, ঘড়ি, নারী, নষ্ট করে যে আনাড়ি ॥

তেমনই হেমন্ত কালে প্রশস্ত হইতেছে—

তেল, তামাক, তপন, তুলা, তপ্ত ভাতে ঘি ।

পাছুড়ি (=উত্তরীয় বস্ত্র), খিচুড়ি, আর শ্বাশুড়ীর ঝি ॥

পান, পাণি, পিঠা, জাড়ে লাগে মিঠা ॥

যুও, যুবতী, ভাজা, তিন বাদলের মজা ॥

সব সময় ভাল যাহা, তাহারও তালিকা পাওয়া যায়—

উচ্ছের কচি, পটোলের বীচি, শাকের ছা, মাছের মা ॥

শাকের মধ্যে পুঁই, মাছের মধ্যে রুই ।

ধানের মধ্যে কট্‌কী, বউয়ের মধ্যে ছোট্‌কী ॥

মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই, মানুষের মধ্যে মুই ॥

কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা ।

সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা ॥

কচি পাঁটা, পাকা মেষ, দইয়ের আগা, ঘোলের শেষ ॥

কালি, কলম, মন, লেখে তিন জন ॥

ছুঁচ, সোহাগা, সুজন, ভাঙা গড়ে তিনজন ॥

জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে ॥

জন্ম, মৃত্যু, বাণী, তিন নাহিক জানি ॥
জল জল ইন্দ্রের জল, বল বল বাহুর বল ॥
ফলের মধ্যে আম্রফল, জলের মধ্যে গঙ্গাজল ॥
দুগ্ধ, শ্রম, গঙ্গাবারি, এ তিন বড় উপকারী ॥
ইষ্টকালয়, শ্যামা নারী, বটচ্ছায়া, কূপবারি ॥

অনেকগুলি ভাষায় ও ভাবে মনোগ্রাহী উপদেশমূলক প্রবচন আছে, তাহার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব—

এই যে দন্ত জোরমন্ত, পড়লে হবে বুড়ী।
এই যে কেশ দেখতে বেশ, পাকলে শণের নুড়ি ॥
কালের কোমল চরণপাত, লোহার মত শক্ত হাত ॥
কায়া ছেড়ে ছায়ার পিছে যে ছোটে তার জীবন মিছে ॥
কথার নাম মধুবাণী, যদি কথা কইতে জানি ॥
কথাতে হাতী পায়, কথাতে হাতীর পায় ॥
কৃষ্ণ কেমন ? যার মনে যেমন ॥
পাথরে তুলো না হাত, পরাজয় নির্ঘাত ॥
গতর খাটাও, গতর খাটাও, সোনার মত জ্বলে।
গতর পোষ, গতর পোষ, রাঙের মত গলে ॥
মন মানে না তীর্থ করে, মিছে কাজে ঘুরে মরে ॥
গেল যে, গঙ্গার হাটী। আছে যে, লোহার কাঠি ॥
শরীরের নাম মহাশয়, যা' সহাও তাই সয় ॥
যা' না দেখে রবি, তা' দেখে কবি ॥
এ কি বিধির বিবেচনা, লোহা দিয়ে পেটে সোনা ॥
সবাই জানে সব তত্ত্ব, কাপড়খানা মধ্যস্থ ॥
দশের মুখে জয়, দশের মুখে ক্ষয় ॥
ফুল ঝরে ত কাঁটা ঝরে না ॥
কানে শুনে কালা হও, চোখে দেখে কানা হও ॥
ছোট, বড়, খেঁকি, দাঁত পাতলে একই ॥
ভাব ফেলে ভাষায় তোষা, শাঁস ফেলে ছোবড়া চোষা ॥
মালা জপ মিছে, মন নেই পিছে ॥
ডাক, ডুব, মুঠো, আর সব ঝুটো ॥

দেবতা বাদী, উত্তর না দি' ॥
নিদানের সারথি বুড়মানুষের ভারতী ॥
মানুষের মন কুমোরের চাক, পলকে দেয় আঠারো পাক ॥
পর হয়েছে পরের কাল, ভাবে না আছে পরকাল ॥
বিধি যখন চাপায়, উপরি উপরি ছাপায় ॥
মনের অগোচর পাপ নেই, মায়ের অগোচর বাপ নেই ॥
পাপী যাবে গঙ্গাস্নানে, সাধু যাবে কোন্‌খানে ॥
বৃষ্টির জলও লুকায়, চোখের জলও শুকায় ॥
যমের বাড়ী নেই পাঁজিপুঁথি ॥
বিপদে শিবের গোঁড়া, সম্পদে শিব ত নোড়া ॥

পাঁচ

অনেকগুলি সংস্কৃত বাক্যাংশ এত প্রচলিত যে সেগুলি প্রায় বাংলা প্রবাদ হইয়া গিয়াছে; যেমন—'শুভস্য শীঘ্রম্', 'মধুরেণ সমাপয়েৎ', 'গতস্য শোচনা নাস্তি', 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ', 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ', 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী', 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলি বাক্য আবার সংস্কৃত হইতে বাংলায় আসিবার সময় কিঞ্চিৎ বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে; যেমন 'কা কস্য পরিদেবনা' বাক্যটি 'কা কস্য পরিবেদনা' হইয়া অধিকতর সুবোধ্য ও সচল হইয়াছে। আরও কৌতুককর উদাহরণ হইতেছে—'একেন পাপ, শতেন পাপ'; 'আপ্ত ছিদ্র ন জানাতি পরিচ্ছদ্র পদে পদে'; 'মুখেন মারিতং জগৎ'; 'ন চাযা সজ্জনায়তে'; 'যস্মিন্ দেশে যদাচার, গামলা চ'ড়ে গঙ্গাপার'; 'গয়ংগচ্ছরূপে চলা'; 'মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্' স্থলে 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্'; 'কতরং বা ভবিষ্যতি' স্থলে 'কত রস্তা ভবিষ্যতি, আরো কিবা আছে গতি' প্রভৃতি আধা-সংস্কৃতের টুকরা, অথবা সংস্কৃত ও বাংলার অপূর্ব্ব ও সরস খিচুড়ি। আবার কতকগুলি বাংলা প্রবাদ স্পষ্টই সংস্কৃতের অনুবাদ, যেমন—

মাথা নেই তার মাথাব্যথা,—শিরো নাস্তি শিরোব্যথা ॥
দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল,—
দুর্ভিক্ষমল্পং স্মরণ চিরায় ॥
আশা আশা পরম দুখ, নিরাশাই পরম সুখ,—
আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্ ॥

বৃহন্নলা সারথি যার, পরাজয় কোথা তার,—
বৃহন্নলা রথী যস্য কুতস্তস্য পরাভবঃ ॥
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা,—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ ॥
কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনো নয়,—
কুপুত্রাঃ কুত্রচিৎ সন্তি ন কদাপি কুমাতরঃ ॥
এক চাঁদে জগৎ আলো,—একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ॥
এক চাকায় রথ চলে না,—যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ॥
ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম ছাড়ে না আপন জাত,—
পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে ॥

নিম্নোক্ত ধরণের কতকগুলি প্রবাদ, ঠিক অনুবাদ না হইলেও, প্রাচীন ভাবের প্রতিধ্বনি করে। যেমন—

জামাইয়ের জন্যে মারে হাঁস, গুষ্টি শুদ্ধ খায় মাস ॥

এই প্রবাদ-বাক্যে 'জামাত্রর্থং শ্রপিতস্য সূপাদেরতিথ্যুপকারকত্বং' এই লৌকিক ন্যায়ের[২৮] প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তেমনি 'অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ' এই লৌকিক ন্যায়ের সহিত তুলনীয় বাংলা প্রবাদ 'আকন্দে যদি মধু পাই তবে কেন পর্ব্বতে যাই'। কিন্তু মনে হয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে পণ্ডিতেরা যেমন কতকগুলি সংস্কৃত বাক্যকে বাংলা করিয়াছেন, তেমনই আবার কতকগুলি বাংলা বাক্যকেও চল্‌তি সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছেন। যেমন—

চালে ফলে কুষ্মাণ্ড, হরির মায়ের গলগণ্ড ॥

এই প্রবাদ-বাক্যকে বেবাক্ পণ্ডিতী সংস্কৃতে অনুবাদ করা হইয়াছে—

চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং হরের্মাতুর্গলে ব্যথা ॥

এইরূপ কতকগুলি বিচিত্র অর্ব্বাচীন সংস্কৃত শ্লোকাংশও প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে—

বাঙ্গালা যদি মানুষা, হরি হরি প্রেতাস্তদা কীদৃশাঃ ॥
ইলিশো খলিশশ্চৈব ভেট্‌কি মদ্‌গুর এব চ।
রোহিতো মৎস্যরাজেন্দ্রঃ পঞ্চ মৎস্যা নিরামিষাঃ ॥

---

২৮ সংস্কৃত লৌকিক ন্যায় ঠিক প্রবাদ নয়। যেমন, আধুনিক Hobbesian রাজনীতি—war of every man against every man in a state of nature—প্রতিফলিত হইয়াছে 'মাৎস্য ন্যায়ে'—এক মাছ অন্য মাছকে খাইয়া ফেলে—কিন্তু ইহা প্রবাদ নয়।

এইরূপ হিন্দী, মৈথিলী, এমন কি ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা হইতেও অনেক প্রবাদ-বাক্য হয়ত বাংলায় গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কতদূর বা কিভাবে হইয়াছে, তাহার আলোচনা হয় নাই। তবুও মনে হয়, এমন অনেক বাংলা প্রবচন আছে, যাহা ভাষান্তর হইতে আপন বেশে বা ছদ্মবেশে আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বাংলা প্রবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যাইতে পারে। পরিচিত পৌরাণিক ঘটনা, বস্তু বা ব্যক্তি উপলক্ষ্য করিয়া বাংলায় বহুসংখ্যক প্রবাদ-বাক্য বা বাক্যাংশ প্রচলিত আছে, যাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রবাদের মধ্যে আমরা পাই, রামায়ণ-বিষয়ক—

একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর ॥
আজ মরে লক্ষণ ওষুধ দেব কখন ॥
রাম মারলেও মারবে, রাবণ মারলেও মারবে ॥
এগুলে রাম, পেছুলে রাবণ ॥
রাম না হতে রামায়ণ ॥
এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ ॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্য্যা ॥
কালনেমির লঙ্কাভাগ ॥
কোথা রাম রাজা হবে, কোথা রাম বনবাসে যাবে ॥
বড় বড় বানরের বড় বড় পেট।
লঙ্কা ডিঙোতে সব মাথা করে হেঁট ॥
সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই ॥
যাঁহা রাম, তাঁহা অযোধ্যা ॥
যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ ॥
একে হনুমান, তাতে আবার রামের বাণ ॥
লবের বাণ সইতে পারি, কুশের বাণে জ্বলে মরি ॥
মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী ॥
রাবণের দোষে সমুদ্র-বন্ধন ॥
রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই, রথে চ'ড়ে স্বর্গে যাই ॥
রামের বাণে মরি সেও ভাল, বাঁদরের দাঁতখিঁচুনি সয় না ॥
রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি ॥

দেবর লক্ষ্মণ ॥
ঘরের শত্রু বিভীষণ ॥
লঙ্কায় সোনা সস্তা, তঙ্কায় তিন বস্তা ॥
লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, নিয়ে এলেন হরিদ্রা ॥
আমার ভাই রাবণ রাজা, আমি শূর্পনখা।
ধরামাঝে এমন জোড়া পারিস্ যদি দেখা ॥
লঙ্কা বহুদূর ॥
লঙ্কায় রাবণ ম'লো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হলো ॥
লঙ্কায় বাণিজ্য ক্ষেতের কোনা ॥
কাঠবিড়ালের সাগর বাঁধা ॥
রাবণের পুরী ছারখার ॥
ঘরসন্ধানে রাবণ নষ্ট ॥
যাবৎ সীতা তাবৎ পরীক্ষা ॥
যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মরবে সীতা ঘুচবে দুঃখ ॥
সীতাহারা হয়ে রামের বাঁদরে আদর ॥
রাজ্য পেল রামচন্দর, কলা খেল যত বান্দর ॥
এই যদি তোর ছিল মনে, তবে সাগর বাঁধলি কেনে ॥

তেমনই মহাভারত ও পুরাণ অবলম্বনে—

যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে ॥
মহাভারত অশুদ্ধ হবে না ॥
সখা যার জনার্দ্দন, তার সঙ্গে কি সাজে রণ ?
বৃহন্নলা সারথি যার, পরাজয় কোথা তার ॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল, শল্য হ'ল রথী।
চন্দ্র-সূর্য্য অস্ত গেল জোনাকি ধরে বাতি ॥
যুদ্ধে দ্রোণ, কথায় বন ॥
এক পালি ধানে মহাভারত ॥
বেশভূষা কেন করিস্ রাই, আসবে না আর তোর কানাই ॥
তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে ॥
কানু ছাড়া গীত নেই ॥
না বিইয়ে কানাইয়ের মা ॥

গুণের আর সীমা নাই, ওরে মোর ভাগনে কানাই ॥
শুধু কানাই নয়, তার দাদা বলাই ॥
কত দুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি রোহিণী ॥
রাজার নন্দিনী প্যারী, যা' করে তা' শোভা পায় ॥
নিজের ধন পরকে দিয়ে, দৈবকী বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে ॥
যশোদা কি ভাগ্যবতী, পরের পুত্রে পুত্রবতী ॥
কুঁতিয়ে ম'ল দৈবকী, নাম পাড়াল যশোদারাণী ॥
সবে মিলে খাবে ননী, ধরা পড়বে নীলমণি ॥
যত দোষ নন্দ ঘোষ ॥
সবাই সতী কবলায়, ধরা পড়েছে রাধা ॥
দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা ॥
শিবের ষাঁড়কে কি বাঘে ধরে না ॥
শিব গড়তে বাঁদর ॥
সাপ মারলে শিবকে লাগে ॥
শনির দৃষ্টি নাহি নড়ে, গণেশের মাথা খসে পড়ে ॥
শবের দুঃখে শিব কাঁদে ॥
থাকে যদি চূড়ো বাঁশী, মিলবে রাধা হেন দাসী ॥
যার রূপে প্রাণ কাঁদে, সে কেন আর চূড়া বাঁধে ॥
কেষ্টবিষ্টুর মধ্যে একজন ॥
যেমন দেবা, তেমনি দেবী ॥
যেমন কন্যা রেবতী, তেমনি পাত্র গদাহাতী (=বলরাম) ॥
লক্ষ্মী হলেন লক্ষ্মীছাড়া, শঙ্কর ভিখারী ॥
কৃষ্ণ কেমন ? যার মনে যেমন ॥
লক্ষ্মীর ঘরে কালপেঁচা ॥
যেমন দেবী, তেমনি বাহন ॥
শালগ্রামের ওঠা-বসা ॥
তুলসীগাছে কুকুর মুতে, তবু পূজা হয় জগতে ।
রাখালসভাতে যা', রাজসভাতেও তা' ॥
লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা পায় না ॥
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী ॥ ইত্যাদি ॥

প্রবাদ-বাক্যাংশ হিসাবে কয়েকটি উদাহরণ—

অগস্ত্যযাত্রা। হরিহর-আত্মা। কংসমামার আদর। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। লঙ্কাকাণ্ড। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা। কুজার মন্ত্রণা। খাণ্ডবদাহন করা। গরবিণী রাই। সবেধন নীলমণি। গোকুলের ষাঁড়। চতুর্ভুজ হওয়া। জড়ভরত। জরাসন্ধ বধ। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ। দক্ষযজ্ঞ। ত্রিভঙ্গ মুরারি। দর্পহারী মধুসূদন। লক্ষ্মীর পেঁচা। গোবর-গণেশ। নব কার্ত্তিক বা ময়ূর-ছাড়া কার্ত্তিক। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। দাতা কর্ণ। শকুনি মামা। দেবর লক্ষ্মণ। দুর্য্যোধনের মত জলস্তম্ভ ক'রে থাকা। লক্ষ্মণের ফল ধরা। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। কলা বউ। বক-ধার্ম্মিক। ধনুক-ভাঙা পণ। পিতামহ ভীষ্ম। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। পুতনা রাক্ষসী। শিবরাত্রের সলতে। বিদুরের ক্ষুদ। বিন্দে দূতী। বিশ্বকর্ম্মার ছুঁচ গড়া। বিশকর্ম্মার বেটা বেয়াল্লিশ-কর্ম্মা। ব্যাস-কাশী। কাক-ভুশুণ্ডি। নারদের ঢেঁকি। শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ। মুসল পর্ব্ব। রামের হনুমান। উদ্যোগ পর্ব্ব। রাবণের চিতা। রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি। রাবণের গুষ্টি। রামরাবণের যুদ্ধ। দুর্য্যোধনের মরণ। সদাশিব। রাবণের বোন শূর্পনখা। ব্রজের দুলাল। নাড়ুগোপাল। ঠুঁটো জগন্নাথ। রামরাজ্য। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গ। ইন্দ্রের শচী। কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। পরশুরামের কুঠার। কীচক বধ। গন্ধমাদন আনা। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। কানায়ে ভাগনে। জটায়ু পক্ষীর রথগেলা। আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়ে রাখা। গজকচ্ছপের যুদ্ধ। ইত্যাদি॥

অনেকগুলি প্রবাদে জাতীয় ইতিহাসের টুকরা রহিয়া গিয়াছে, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। যেমন—

> হুসেন শাহের আমল॥
> ধান ভানতে মহীপালের গীত॥
> ঘুঁটে কাঠ কুড়তে গেনু, মহীপালের গীত পেনু॥
> কৃত্তিবেশে কাশীদেশে আর বামুন-ঘেঁষে, এই তিন সর্ব্বনেশে॥
> কানু ছাড়া গীত নেই॥
> পিঁড়েয় ব'সে পেঁড়োর (=পাণ্ডুয়ার) খবর॥
> বিরূপাক্ষের ফাটা, কালাপাহাড়ের কাটা॥
> রাঘব রায়ের কাল॥
> যারে দেয় না খোদাতালা, তারে দেয় আসফ্‌উদ্দৌলা॥

এক ঠগ দুই ঠগ তিন ঠগের খেলা।
ঠগের গুরু যজ্ঞেশ্বর, রামচন্দ্র তার চেলা ॥
মগের মুল্লুক ॥
হিল্লী দিয়ে দিল্লী যাওয়া ॥
মোষের শিং ভেড়ার শিং, তারে বলি কি শিং।
সিংএর মধ্যে সিং ছিল এক গঙ্গাগোবিন্দ সিং ॥
দিনে ডাকাতি ॥
রাজা নবকৃষ্ণ আর কি ॥
ঘোড়ার ক্ষুরে উড়ে গেল পলাশী পরগণা ॥
নবাব খাঞ্জা খাঁ ॥

তেমনই স্থানীয় ঘটনা, প্রথা বা ব্যক্তিবিশেষের কথা অনেক প্রবাদে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—

হরি ঘোষের গোয়াল ॥
গোপাল সিংহের বেগার ॥
লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন ॥
রমানাথের এঁড়ে, বইবে না বইতে দেবেও না ॥
রতন বাবুর নাতি, স্বর্গে দেবে বাতি ॥
দেড়বুড়ির ভাড়ানী, চাটগাঁয়ে বরাত ॥
একে রামানন্দ, তায় ধুনার গন্ধ ॥
কালে বাণুও পণ্ডিত হল ॥
ভূঁইশূন্য রাজা ক্ষেত্রমোহন ॥
কুকুরের বিয়ের লাখ টাকা খরচ ॥
উঠল বাই ত কটক যাই ॥
নুনের ভাঁড়, তেলের ভাঁড়, তাকে কি বলি ভাঁড়।
ভাঁড়ের মধ্যে ছিল এক নদের গোপাল ভাঁড় ॥
ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার।
বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার ॥
উদুখলে ক্ষুদ নেই, চাটগাঁয়ে বরাত ॥
কালীঘাটের কাঙালী ॥
কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ ॥

কুড়ের বাথান্ বৈদ্যনাথ ॥
শুনতেই শোনা যায় সোনারগাঁ বিক্রমপুর ॥
ধাপধাড়া গোবিন্দপুর ॥
বিক্রমপুরে পাঠানো ॥
কোথায় রাজা ভোজ, কোথায় গঙ্গারাম তেলী ॥
সাতগেঁয়ের কাছে মামদোবাজী ॥
জগন্নাথের আটকে বাঁধা ॥
কালো হাঁড়ি, কেয়াপাত, তবে যাবি জগন্নাথ ॥
হাতে কড়ি, পায়ে বল, তবে চলি নীলাচল ॥
গৌরচন্দ্রিকা ॥
নিমাই মোড়ল না হইলে শান্তিপুর আঁধ ॥

সামাজিক ইতিহাস, স্থানীয় গালগল্প বা রসিকতা—যাহাকে ফরাসী ভাষায় বলে blasons populaires,—অথবা প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের কৌতুককর বর্ণনা বা বিদ্রূপ অনেক প্রবাদে স্পষ্ট পাওয়া যায়—

সাজা, বাজা, বেশ, বাংলা দেশে বেশ ॥
কাঙালী বাঙালী মরে মাছে আর ভাতে ॥
তেরি-মেরি বাঙালী, কদুশাকের কাঙালী ॥
ভেতো বাঙালী ॥
রাঢ়, না, চোয়াড় ॥
হুন্নরে চীন, হুজ্জুতে বাঙ্গাল ॥
ঘরমুখো বাঙালী, রণমুখো সেপাই ॥
বাঙাল, পুঁটিমাছের কাঙাল ॥
বাঙাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু ॥
ভাঙা নৌকাই বাঙ্গালের গোঁসাই ॥
যস্মিন্ দেশে যদাচার, গামলা চ'ড়ে গঙ্গাপার ॥
উত্তুরের মেয়ে, পূবের নেয়ে ॥
পশ্চিমে সাধু, পূবে বাবু।
মাঝে মাঝে আছে কেবল কতকগুলি হাবু ॥
গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল ॥
হিঁদুর বাড়ী, মোছলমানের হাঁড়ি ॥

মুখুটি কুটিল বড়, বন্দ্যঘটি সাদা।
এদের মাঝে বসে আছেন চট্ট হারামজাদা ॥
ঘোষ, বোস, মিত্র, এরা কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যান গড়াগড়ি ॥
উলোর মেয়ে কুলুজী, অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥
আম, আমড়া, কুঁজড়া ধান, এই তিন নিয়ে বৰ্দ্ধমান ॥
লম্বা কোঁচা, কাছা টান, তবে জানবে বৰ্দ্ধমান ॥
কলাপাতা, কাঠের আঁটি, এই নিয়ে বৈদ্যবাটি।
বেটী, মাটি, মিথ্যাকথা, এই তিন নিয়ে কলকাতা ॥
কলকাতার ছিষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি,
তেঁতুলে নেই টক, কলকাতার ঢপ ॥
আঁকুড়া বাঁকুড়াবাসী, মুড়ি খায় রাশি রাশি ॥
পোস্ত, টক, কলাইয়ের ডাল, এই তিন বীরভূমের চাল ॥
চোর, চোট্টা, হারামজাদ, এই তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ ॥
চিঁড়ে, চেটাই, ঝেঁতলা, তিন নিয়ে চেতলা ॥
তাঁতী, গোঁসাই, পচা ভুর, এই তিন নিয়ে শান্তিপুর ॥
শান্তিপুর রসের সাগর, এক এক ঘরে তিন তিন নাগর ॥
হাতে শিকরে, সঙ্গে কুকুর, জানবে সাতজোড়ার ঠাকুর ॥
গাঁজা, গুলি, অন্নভাঙা, তিন নিয়ে ফরাসডাঙা ॥
মোগল, মিশি, মাথাঘসা, তিন দেখতে হুগলী আসা ॥
কাঙ্গাল, বাঙ্গাল, খচ্চে, তিন নিয়ে নচ্চে ॥
বাঁশ, বাকস, ডোবা, তিন নদের শোভা ॥
ধান, খুন, খাল, তিন নিয়ে বরিশাল ॥
বেহায়া, বেরসিক, বাঁকা, তিন নিয়ে ঢাকা ॥
চাল, চিঁড়ে, গুড়, তিন নিয়ে দিনাজপুর ॥
কুঁজড়া, কাওয়ারী, মুর, তিন নিয়ে মেদিনীপুর ॥
মুখে পান, হাতে চুণ, তবে জানবে মানভূম ॥
পোল, পাগল, পুলো, তিন নিয়ে উলো ॥
কাগজ, কলম, কালি, তিন নিয়ে বালি ॥

গাঁজা, তাড়ি, প্রবঞ্চনা, তিন নিয়ে শরগুনা ॥
গুলি, খিলি, মতিচুর, তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর ॥
বাঁদর, সভাকর, মদের ঘড়া, এই তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া ॥
গুপ্তিপাড়ার মাটি, বাঁদর গড়ে খাঁটি ॥
তাল, বাবলা, ছুঁচো, বোঁচা, এই চার নিয়ে মুড়োগাছা ॥
রাস, তাস, জোরের লাঠি, তিন নিয়ে পাণিহাটী ॥
তরকারিতে দেয় না নুন, বাড়ী কোথা না আমারুণ ॥
কালো কাপড়, মাথায় চুল, বাড়ী কোথা না ভাটাকুল ॥
দাঁতে মিশি, কাপড় বাসি, বাড়ী কোথা না কুড়মন পলাসী ॥
বাঁকা সিঁথে, লম্বা ছোট, তবে জানবে পঞ্চকোট ॥
তেল থাকতে রুক্ষু গা, খরসান খাবি ত সামন্তভূম যা ॥
রাঁড়, ষাঁড়, সন্ন্যাসী, তিন নিয়ে বারাণসী ॥
রাঁড়, ষাঁড়, সিঁড়ি, তিন কাশীর বৈরী ॥

কতকগুলি এমন প্রবাদ আছে যাহা সাময়িক আচার-ব্যবহার, লোকপ্রথা বা বিশ্বাস না জানিলে বোঝা যাইবে না। যেমন—'কুড়ে কৃষাণ অমাবস্যা খোঁজে'—এই বাক্যটি অমাবস্যায় হলচালনের নিষেধ হইতে প্রচলিত হইয়াছে।

আষাঢ়ে না হ'লে সুত, হা সুত জো সুত।
ষোলতে না হলে পুত, হা পুত জো পুত ॥

কারণ আষাঢ়ান্ত বেলা দীর্ঘকালস্থায়ী, তাই সুতা কাটিবার উপযুক্ত ও যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। অতিশয় অলস ব্যক্তিকে বুঝাইতে 'গোঁফ-খেজুরে', বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দশজনে ষড়যন্ত্র করিলে 'দশচক্রে ভগবান্ ভূত', নির্ব্বুদ্ধিতার উদাহরণস্বরূপ 'খইয়ে বন্ধনে পড়া' প্রভৃতি প্রবাদ কৌতুককর কাহিনী বা কিম্বদন্তী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পেটভাতায় বেগার দেওয়ার রেওয়াজ হইতে

বেকারের চেয়ে বেগার ভাল ॥
বেগার-ঠেলা কাজ ॥
অরাজ্যে বামুন বেগার ॥
বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান ॥
দিল্লী ওপার, ত নেই বেগার ॥

নিয়ে যায় বেগারে, হাসি ব'সে পগারে ॥

প্রভৃতি বহু প্রবাদ রচিত হইয়াছে। মুসলমান আমলের কাজী ও কাজীর বিচার সম্বন্ধে প্রবাদগুলি সুপরিচিত। 'চাষা না জানে মদের সোয়াদ'—এই প্রবচন হইতে মনে হয়, তখনও ধান্যেশ্বরীর খোলা ভাটির আস্বাদ গ্রামের মধ্যেও বিস্তৃত হয় নাই। সতীদাহ প্রথা উপলক্ষ্য করিয়াও দুই-একটি প্রবাদ আছে। যেমন,

মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে ॥

এই প্রবাদটির উৎপত্তি হইয়াছে, সহমরণোদ্যতা সতীর একটি আমের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপনের প্রথা হইতে (নং ৬৯১৭ দ্রষ্টব্য)। ভুল করিয়া কোন কলু বউকে অন্যের চিতায় দাহ করিবার উপলক্ষ্যে, বলপূর্ব্বক সতী-দাহের নিষ্ঠুর প্রথার নিদর্শন রহিয়াছে একটি প্রবাদে—

কার আগুনে কে বা মরে, আমি জাতে কলু।
মা আমার কি পুণ্যবতী, বলছে—দে' উলু ॥

চারিটি প্রধান একাদশী (শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও ভীম) এবং শিবচতুর্দ্দশী ও দুর্গাষ্টমী পালন সম্বন্ধে প্রবাদ রহিয়াছে—

শয়ন উত্থান পাশমোড়া, তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া।
ক্ষেপার চোদ্দ, ক্ষেপীর আট, এই ধ'রে বছর কাট ॥

এইরূপ বহু প্রবাদে পুরাতন স্মৃতির বা লোকাচারের চূর্ণ অংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

বাংলা প্রবাদের নিজস্ব রূপ ও রসের কিঞ্চিৎ আভাস উল্লিখিত আলোচনা ও দৃষ্টান্ত হইতে পাওয়া যাইবে, কিন্তু বাংলা প্রবাদের এত বিভিন্ন দিক আছে যে সামান্য বিবরণও এখানে সম্ভবপর নয়। জাতির আভ্যন্তরীণ বাস্তব বিবরণ, তাহার ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও রসিকতা, তাহার জীবন্ত ভাষা ও বিচিত্র ভূয়োদর্শন, তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম, বিদ্যাশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষবাস, জলহাওয়া, আচার-ব্যবহার, সংস্কার-সংস্কৃতি, শাসন-শিক্ষা, সমাজের সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের বৈশিষ্ট্যের যথেচ্ছ চিত্র প্রবাদগুলিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে—যাহা কল্পনার রঙে রঙিন বা ভাব-মাধুর্য্যে অতীন্দ্রিয় নয়, নিতান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাস্তব-বুদ্ধির ঈক্ষণে সরস ও সজীব।

ছয়

সর্ব্বপ্রথম বাংলা প্রবাদ-পুস্তক, বোধ হয়, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ও উইলিয়াম মর্টন (William Morton) সংগৃহীত 'দৃষ্টান্ত-বাক্য-সংগ্রহ'। ইহাতে ৮০৩টি বাংলা প্রবাদ আছে, কিন্তু এগুলি বর্ণ বা বিষয়ের অনুক্রমে সাজানো হয় নাই, যদৃচ্ছাক্রমে দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজি অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও আছে, কিন্তু ব্যাখ্যার অনেক স্থলে ভুল দেখা যায়। শেষের দিকে ৭০টি সংস্কৃত বাক্যও আছে। ১৮৩৫-৩৬ সালে Calcutta Christian Observer পত্রিকায় মর্টন আরও প্রবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্গদূত-সম্পাদক নীলরত্ন হালদার তাঁহার 'কবিতা-রত্নাকর' পুস্তকে ২০৩টি সংস্কৃত নীতি-বাক্য বা প্রবচনের সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৩০) জন মার্শম্যান সাহেব বাক্যগুলির ইংরেজি অনুবাদ সংযোজন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার সবগুলি বাংলায় প্রবাদ বলিয়া গৃহীত নয়। ইহার পর ১৮৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পাদরী জে. লঙ্ (J. Long) সাহেব দুই খণ্ডে যে 'প্রবাদমালা' প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে মর্টনের প্রায় সবগুলি প্রবাদ-বাক্যই ধৃত হইয়াছে, কিন্তু সংগ্রহ হিসাবে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রথম খণ্ডে লঙ্ সাহেবের নাম নাই, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আছে। প্রথম খণ্ডে ২৩৫৮টি বাংলা প্রবাদ বর্ণানুক্রমে দেওয়া আছে, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের উদ্দেশ্য অন্যবিধ। সংগ্রহকারের বিশ্বাস যে বিভিন্ন জাতির চিন্তার যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহা তাহাদের প্রবাদ-গুলিতেই প্রতিফলিত হয়, সেইজন্য দ্বিতীয় খণ্ডে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন প্রধান ভাষা হইতে সঞ্চয়িত প্রবাদগুলি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সরস বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। ইহার পরে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে লঙ্ সাহেব আর একটি অনুরূপ বাংলা 'প্রবাদমালা' প্রকাশিত করেন ; ইহার প্রবাদ-সংখ্যা ৩৪২৯।

পরবর্ত্তী বাংলা প্রবাদ-সংগ্রহগুলি অল্পবিস্তর লঙের বা নিজেদের পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রহগুলিকে অবলম্বন করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ বসু প্রণীত 'প্রবাদ-পুস্তক' এবং বর্ত্তমান সময়ে (সপ্তম সংস্করণ, ১৯৩৬) সুবলচন্দ্র মিত্রের বাঙ্গালা অভিধানের পরিশিষ্টে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহিত সঙ্কলিত "প্রবাদ ও প্রবচন"। উভয় সংগ্রহই বর্ণানুক্রমে সজ্জিত, কিন্তু কোনটিতে প্রবাদের ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া নাই। আমাদের গণনায় প্রথমটিতে ২২৭১ ও দ্বিতীয়টিতে ৩২০১ প্রবাদ

আছে। দ্বিতীয় সঙ্কলনটিতে প্রবাদগুলির তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু একই প্রবাদ বিভিন্ন বর্ণের অনুক্রমে অনেক স্থলে পুনরুক্ত হইয়াছে। তথাপি লঙ্‌ সাহেবের দুইটি 'প্রবাদমালা' ছাড়িয়া দিলে, এই সংগ্রহটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মূল্যবান। আশুতোষ দেবের অভিধানে যে প্রবাদ-সংগ্রহ রহিয়াছে, তাহা সংক্ষিপ্ততর এবং দু-দশটি ভিন্ন অধিকাংশ প্রবাদ উপরোক্ত গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়—প্রবাদ-সংখ্যা ১৮৩০। বামাবোধিনী (১২৯৩, ১২৯৮-১৩০০ সালে) ও বঙ্গবাসী পত্রিকায় বাংলা প্রবচনের বর্ণানুক্রমিক সংগ্রহ ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু উল্লিখিত সংগ্রহগুলিতে যাহা আছে, ইহাতে তাহার অধিক বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। বাকি সংগ্রহগুলির মধ্যে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কানাইলাল ঘোষাল সঙ্কলিত 'প্রবাদ-সংগ্রহ' ও পরে মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় রচিত 'প্রবাদ-পদ্মিনী' প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত সংগ্রহগুলির তুলনায় খুব কমই অতিরিক্ত প্রবাদ আছে। প্রথম পুস্তকে কতকগুলি নিষ্প্রয়োজন হিন্দী ও সংস্কৃত প্রবচন দেবনাগর অক্ষরে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; এগুলি বাদ দিয়া আমাদের গণনায় কেবল বাংলা প্রবাদের সংখ্যা মাত্র ১২১৮। সঙ্কলয়িতা ভূমিকায় লিখিয়াছেন: "স্ত্রীলোক ও গ্রামবাসীর নিকট শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছি এবং তাহারা কি ভাবে তাহার ব্যবহার করিয়াছে তাহা দেখিয়াই ভাবার্থও লিখিয়াছি"; কিন্তু প্রবাদগুলির উপর যে সংক্ষিপ্ত টিপ্পণী আছে, তাহা সর্ব্বত্র নির্ভুল নয়, এবং অনেকগুলি প্রসিদ্ধ প্রবাদের রূপও যথাযথভাবে দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় বিচিত্র রচনাটি ঠিক প্রবাদ-সঙ্কলন নয় কতকগুলি প্রবাদ লইয়া রসিকতা মাত্র। গ্রন্থটি ১৩০৫ হইতে ১৩০৯ সাল পর্য্যন্ত চার খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রবাদ-সংখ্যা মোট ১০৪, এবং একটিও অসাধারণ নয়। সংগ্রহের চেয়ে এক একটি প্রবাদের উপর গদ্যে ও পদ্যে উদ্ভট ব্যাখ্যার বহরই বেশি। গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এইরূপ বিবৃত হইয়াছে: "অশ্লীল অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকপোলকল্পিত এবং তন্ত্র-পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া নানা উদাহরণ ও গদ্য-পদ্যাদি ছন্দে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা দ্বারা পরিপুষ্ট করতঃ সাহিত্য-সরোবরে প্রবাদ-পদ্মিনীকে প্রস্ফুটিত করিয়াছি।" প্রত্যেক খণ্ডে রচয়িতার ছবি ও স্বাক্ষর আছে। মথুরামোহন বিশ্বাসের 'বাক্য-বিন্যাস'ও (১২৫৫ সাল) এই ধরণের বই; পাদপূরণ পদ্য-রচনার বাবদে কতকগুলি প্রবাদ ব্যবহার করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রয়স্ত্রিংশ ভাগে (১৩৩৩ সালে) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters অষ্টাদশ খণ্ডে (১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে), যথাক্রমে 'বাঙ্গালায় নারীর ভাষা' ও 'Women's Dialect in Bengali' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ের পরিশিষ্টে, ডক্টর সুকুমার সেন ভাষাতত্ত্বের উপলক্ষ্যে অনেকগুলি মেয়েলী ছড়া ও প্রবাদের দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে, তাঁহার বাংলা প্রবন্ধে মাত্র বিশটি প্রবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইংরেজী প্রবন্ধে প্রায় ৩১০টি প্রবাদ বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত ও ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে ; এবং শেষে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য হইতেও পঁচিশটি প্রবাদ অনুবাদ সহিত চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৩৩৭-৩৯ সালের 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায় 'ছড়া' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ইন্দুবিকাশ বসু মোট ৮০০ প্রবাদ-ছড়া, বিষয় বা বর্ণানুক্রমে নয়, যদৃচ্ছাক্রমে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। উপরোক্ত দুইটি রচনাতেই অনেকগুলি অতিরিক্ত প্রবাদের সংবাদ পাওয়া যায়।

স্থানীয় বা প্রাদেশিক বাংলা প্রবাদের দুই-একটি ইতস্ততঃ সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কাজ বেশি হয় নাই। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল Captain T. H. Lewin সাহেবের Hill Proverbs of the Inhabitants of the Chittagong Hill Tracts। এ পুস্তক আমরা দেখি নাই, কিন্তু ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জে. ডি. অ্যান্‌ডার্‌সন্‌ (J. D. Anderson) সাহেব 'Some Chittagong Proverbs' নাম দিয়া যে সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ৩৫২টি প্রবাদ ইংরেজী অনুবাদ ও টিপ্পণীর সহিত দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার অনুসরণ করিয়া ডক্টর এনামুল হক ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ' নামক পুস্তিকার পরিশিষ্টে দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রায় এক হাজার স্থানীয় প্রবচন সংগ্রহ করিয়া বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে সাজাইয়া দিয়াছেন। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টম ভাগে (১৩২০ সালে) শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর তর্করত্ন স্থানীয় প্রবাদগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই ; মাত্র ৬৫টি প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। ১৩২০ হইতে ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের 'প্রতিভা' পত্রিকার তৃতীয় হইতে পঞ্চম খণ্ডে 'পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলী শ্লোক' শীর্ষক নিবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত ও গোপীনাথ দত্ত ঢাকা

অঞ্চলের সহস্রাধিক প্রবাদ ও ছড়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন ; পরে এগুলি উক্ত পরিষদ কর্ত্তৃক পুস্তকাকারেও মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার পর ১৩৪৩ সালে ঢাকা হইতে মুহম্মদ হানীফ পাঠান 'পল্লী-সাহিত্যের কুড়ান মাণিক' এই নাম দিয়া ঢাকা অঞ্চলের ২৫৩টি প্রবচন সংগ্রহ করিয়া সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। কেদারনাথ মজুমদার প্রবর্ত্তিত ও ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকার পঞ্চদশ বর্ষে (১৩৩৩-৩৪ সাল) কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'প্রবাদের আবাদ' শীর্ষক সঙ্কলনে চারি শতের অধিক স্থানীয় প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংগ্রহগুলিতে লিপিবদ্ধ অনেক প্রবাদ সাধারণ প্রবাদের প্রাদেশিক রূপান্তর মাত্র ; কিন্তু অবশিষ্ট প্রবাদগুলির অধিকাংশ স্থানীয় ভাষায় ও ভাবে রচিত, যাহা সাধারণ্যে বাংলা প্রবাদ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। তথাপি, নানাদিক হইতে এরূপ সঙ্কলনের আবশ্যকতা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রবাদ-সংগ্রহ

ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক অক্ষরের নির্দ্দেশ

নং = একই ধরণের প্রবাদের শব্দগত বা ভাবগত তুলনার জন্য প্রবাদান্তরের ক্রমিক নম্বর বা সংখ্যা।

পা = পাঠান্তর।

সং = সংস্কৃত বাক্য বা বাক্যাংশ।

প্রা = প্রাদেশিক শব্দ।

আ = আরবি ; ফা = ফারসি ; ইং = ইংরেজি ; হি = হিন্দী।

প্রবাদ-সংগ্রহ

১ অকাজে বউড়ী দড়, লাউ কুট্‌তে খরতর।

[১ অন্য আনাজের চেয়ে লাউ কোটা বেশি সহজ। নং ৭৯,৬১০,৩৬০৩]

২ অকালকুষ্মাণ্ড।[১]

[১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের কুষ্মাণ্ডরূপে জন্মের কাহিনী হইতে। 'বাবা, তুমি বোকারাম অকালকুষ্মাণ্ড, তুমি বেশ্যার বজ্জাতির অন্ত পাবে?'—সধবার একাদশী। 'আমি কাল পত্র করেছি, সে পত্র ভেঙ্গে এই অকালকুষ্মাণ্ডকে মেয়ে দেব?'—গিরিশচন্দ্রের বলিদান। 'নাহি কি জ্ঞানকাণ্ড? অকালকুষ্মাণ্ড'—দ্বিজেন্দ্র রায়]

৩ অকালে খেয়েছ কচু, মনে রেখ কিছু কিছু।

৪ অকালে বাড়ে সকালে মরতে[১]।

[১ পা—যায়]

৫ অকালের বাদলা।[১]

[১ 'এই বুড়ো বেটা কি অকালের বাদলা হয়ে আমাদের প্লেজার নষ্ট কত্তে এল'—একেই কি বলে সভ্যতা]

৬ অকালের তাল বড় মিষ্টি।[১]

[১ লীলাবতীতে প্রযুক্ত]

৭ অকূল পাথারে ভাসা।[১]

[১ 'তিনি দয়ার সাগর, আমাদের অকূল পাথারে ভাসাবেন না'—লীলাবতী]

৮ অকূলে[১] কূল পাওয়া।

[১ পা—অকূল সমুদ্রে। ২ 'অকূলে না কূল পায়, দারুণ শৃঙ্খল পায়'—গিরিশচন্দ্র]

৯ অকেজো নাপিতের বোঝাভরা ক্ষুর।[১]

[১ নং ১৭১১]

১০ অকেজোর তিন কাজ বড়, ভোজন নিদ্রা ক্রোধ দড়।[১]

[১ পা — নিষ্কর্ম্মা পুরুষের তিনটি বড়, আহার নিদ্রা রাগটি দড়]

১১ অগস্ত্য যাত্রা।[১]

[১ মাসের প্রথম দিনে যাত্রা নিষিদ্ধ ; কারণ, ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে নাকি সূর্য্যাদির গতিরোধকারী বিন্ধ্য পর্ব্বত গুরু অগস্ত্যের নিকট মাথা অবনত করিলে, অগস্ত্য তাহাকে সেইরূপ থাকিতে বলিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই। অর্থাৎ, যে যাত্রার প্রত্যাবর্ত্তন নাই। 'যে যাবে সে যাবে, হবে অগস্ত্যগমন প্রায়'—রাম বসু কবিওয়ালা। 'একেবারে গিইচি, রামবাবু, ছেড়ে দাও আমি অগস্ত্যযাত্রা করি'—সধবার একাদশী]

১২ অগুণ মানুষ গুণ না চিনে, মূষা না চিনে বিড়ালী।
অপ্রেমী যে প্রেম না চিনে, কাঠ না চিনে কুড়ালী॥

১৩ অগুরু চন্দন ফেলে চায় শেওড়া কাঠ।
কোকিলের ধ্বনি ফেলে বানরের নাট॥

১৪ অগ্নি ব্যাধি ঋণ, তিনের রেখো না চিন্।[১]

[১ চিহ্ন। নং ৭৬৯২]

১৫ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ ঘোষ ঠাকুরের পাটে।
মাণিক পীর দেওয়ান আছেন নাগরীর হাটে॥

১৬ অঘটন ঘটায় বিধি।

১৭ অঘটন ঘটায় যত, বিস্থে আর বল্ব কত।

১৮ অঘটির[১] ঘটি হল, জল খেতে-খেতে প্রাণটা গেল।

[১ পা—আদেখ্‌লের]

অঘাট ঘাট হল, অপথ পথ হল, নং ৩৪২৫ দ্রষ্টব্য।

১৯ অচেনা পথ আর জঙ্গল সমান।
অজানা জল আর জানা শ্মশান।[১]

[১ ভয়ের কারণ]

২০ অজগরের দাতা রাম।[১]

[১ স্থাণুবৎ নিশ্চল অজগরের আহারের উপায় করেন ভগবান্ রামচন্দ্র।—প্রবোধচন্দ্রিকা, দ্বিতীয় স্তবক, পঞ্চম কুসুম দ্রষ্টব্য]

২১ অজাত পুত্রের নামকরণ।[১]

[১ সং 'অজাতপুত্রনামোৎকীর্ত্তন' লৌকিক ন্যায়।—নং ৮৫৪৫]

২২ অজাপুত্রং বলিং দদ্যাৎ।[১]

[১ সং 'অশ্বং নৈব গজং নৈব ব্যাঘ্রং নৈব চ নৈব চ। অজাপুত্রং বলিং দদ্যাদ্ দেবো দুর্ব্বলঘাতকঃ॥]

২৩ অজাযুদ্ধে আঁটুনি সার।[১]

[১ সং—অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে। দাম্পত্য-কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥—নং ৫৫২২। 'তবে শাস্ত্র ত মিথ্যা হইবার নহে—দম্পতির কলহ অবশেষে লঘু ক্রিয়াতেই পরিণত হইত বটে'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের প্রেম ও প্রহার।]

২৪ অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হলে মনস্তাপ।

২৫ অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হলে সরে[১]।
সজ্ঞানে করে পাপ, সঙ্গে সঙ্গে ফেরে[২]॥

[১ পা—সারে। ২ পা—খণ্ডাইতে নারে]

২৬ অজ্ঞানে বাপান্ত করে, জ্ঞানবানে কি তাই ধরে।[১]

[১ দাশু রায়; কিন্তু পাঠ আছে 'অজ্ঞানে' স্থলে 'বালকে', 'জ্ঞানবানে' স্থলে 'জ্ঞানবন্তে']

২৭ অজ্ঞানের কালে[১] জানে না, অমানুষের কালে[১] মানে না।

[১ পা—করলে]

২৮ অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে যায়, জ্ঞানের পাপ তীর্থে যায়।[১]

[১ 'ভেবেছিলাম জ্ঞানকৃত পাপ খণ্ডাইব তীর্থে'—দাশু রায়]

২৯ অতি-আদরের দুলাই[১] ঝি, তুরুকে[২] নিলে করবে কি।[৩]

[১ দুলালী বা দুলারী অর্থে। ২ তুরুক সওয়ার বা অশ্বারোহী সৈন্য। ৩ নং ৩৬৯]

৩০ অতিআশ সর্ব্বনাশ।

৩১ অতিক্ষুধা যার, হাড় কাঁটা তার।

৩২ অতি-চতুরের ভাত নেই, অতি-সুন্দরীর ভাতার নেই।

৩৩ অতি-চালাকের গলায় দড়ি, অতি-বোকার পায়ে বেড়ি।

অতিথ দেখলে কুপিত ইত্যাদি, নং ৭৭০ দ্রষ্টব্য।

৩৪ অতিদর্পে হতা লঙ্কা।[১]

[১ সং—অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ। অতিদানে বলি র্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্॥ নং ৩৫ দ্রষ্টব্য। 'ভাল নয় অতিশয়, বুদ্ধি হলেই পড়তে হয়, অতিশয় দর্পে রাবণ মলো'—দাশু রায়]

৩৫ অতিদানে বলির পাতালে হইল ঠাঁই।[১]

[১ নং ৩৪ দ্রষ্টব্য। 'অতিদানে বলি গেল পাতালে'—দাশু রায়। 'অতিদানে বলি বদ্ধ বামনের ঠাঁই'—রামেশ্বরের শিবায়ন]

৩৬ অতিদীঘলী হয় রাঁড়ী, নির্ধন হয় নাড়ামুড়ী।[১]

[১ ডাকের বচন]

৩৭ অতিদোসর হয়, গালে তুলে দেয়, না ঢিক্‌লে[১] ত নয়।

[১ পা—গিল্‌লে]

৩৮ অতিপিরীত যেখানে, অতিবিচ্ছেদ সেখানে।[১]

[১ পা—অতিপিরীতে অনেক বিচ্ছেদ]

৩৯ অতিপিরীত যেখানে, কীর্ত্তি ঘটে সেখানে।[১]

[১ নং ৪৫ দ্রষ্টব্য]

৪০ অতিবড় ঘরণী[১] না পায় ঘর, অতিবড় সুন্দরী[২] না পায় বর।

[১ পা—অতিঘরন্তী। ২ পা—অতিবরন্তী]

৪১ অতিবড় সোদর, তিন দিন করবে আদর।

৪২ অতিবাড় বেড়ো না, ঝড়েতে উড়াবে[১]।
অতিনিন্নু[২] হয়ো না, ছাগলে মুড়াবে[৩]॥

[১ পা—ঝড়ে ভেঙে যাবে ; ঝড়ে ভাঙে মাথা। ২ পা—অতিছোট। ৩ পা—ছাগলে মুড়িয়ে খাবে ; ছাগলে খায় পাতা।—নং ৭৭৩, ৫৪২৪, ৫৮৮৪]

৪৩ অতিবুদ্ধি পোঁদে[১] দড়ি।[২]

[১ পা—হাতে ; গলায়। ২ পা—অতিবুদ্ধির হাভাত। 'অতিবুদ্ধি পোঁদে দড়ি, তার ভোগ করি'—রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর]

৪৪ অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।[১]

[১ 'অন্তরে এত খলতা, মুখে তোর অতি শীলতা, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ'—দাশু রায়]

৪৫ অতিভাব যেখানে, নিত্যি যাবে সেখানে।
যদি যাবে নিত্যি ঘট্‌বে একটা কীর্ত্তি ॥[১]

[১ নং ৩৯ দ্রষ্টব্য]

৪৬ অতিমন্থনে বিষ ওঠে।

৪৭ অতিমেঘে অনাবৃষ্টি।

৪৮ অতিলোভে তাঁতী নষ্ট।[১]

[১ 'খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে' (নং ২১৬৪) ইত্যাদি ইহার জ্ঞাপক প্রবাদ। 'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট, মিছে কষ্ট কেন করি'—আজু গোঁসাই। 'অনেক পরিবারে ঘটে কষ্ট, অতি লোভে তাঁতী নষ্ট'—দাশু রায়। টেকচাঁদের মদ খাওয়া বড় দায় গ্রন্থেও উদ্ধৃত। পা—অতি লোভে তাঁতী ডোবে]

৪৯ অতিসাধ অতিবিষাদ।

৫০ অদন্তের দাঁত হল, কামড় খেতে প্রাণটা গেল।

৫১ অদন্তের হাসি বড় ভালবাসি।[১]

[১ জামাই বারিকে উদ্ধৃত]

অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই, নং ১৩৭৯ দ্রষ্টব্য।
অদৃষ্ট যদি মন্দ হয় ডুব্বো বনে ইত্যাদি, নং ৬৯৫৯ দ্রষ্টব্য।

৫২ অদৃষ্টে করলা ভাতে, বীচি কচ্‌কচ্‌ করে তাতে,
পড়ল বীচি বুড়োর পাতে ॥[১]

[১ পা—অদৃষ্টে করলা ভাতে, বীচি গজ্‌গজ্‌ বুড়োর পাতে। প্রবাদের রূপান্তর—অদৃষ্টে করলা ভাজা বীচি ঘস্‌ঘস্‌। কচু থেকে লতা ভাল খায় ফস্‌ফস্‌ ॥]

৫৩ অদৃষ্টের[১] কিল পুতেও[২] কিলোয়।

[১ পা—কপালের। ২ পা—বাপেও]

৫৪ অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল।[১]

[১ নং ৭৭৩৩]

৫৫ অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ।[১]

[১ 'মাসমেকং নরো যাতি দ্বৌ মাসৌ মৃগশূকরৌ। অহিরেকং দিনং যাতি অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ'—হিতোপদেশে শৃগালের উক্তি। 'তোমার হল অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ, যতক্ষণ গতর খাটিয়ে কিছু আন্‌বে, ততক্ষণ পাঁচটির পেট ভরবে'—অমৃত বসুর বৌমা]

৫৬ অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া।[১]

[১ সপ্ত সিংহা জিতাঃ পূর্ব্বং পঞ্চ ব্যাঘ্রাস্ত্রয়ো গজাঃ। পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া ॥]

৫৭ অধিক খেতে করে আশা, তার নাম বুদ্ধিনাশা।

৫৮ অধিকং তু ন দোষায়।[১]

[১ 'আমি অধিকন্তু ন দোষায় বিবেচনায় নাগা সৈন্য সংগ্রহের অনুমোদন করচি'—কমলে কামিনী]

৫৯ অধিবাসের গুঁতো সামলালে বিয়ে করা ত অল্প কথা।

৬০ অন্‌কি[১] কামড়ালে চুলকোয় গা',
একটু তেল দে অমর্ত্তর মা।
তেল আছে, নেই পলা, কাল এস দুপুরবেলা ॥

[১ পা—ওয়ান্‌কি। অতি ক্ষুদ্র মক্ষিকা, যাহা নোংরা স্থানে বা মাথার ওপর ঝাঁক বাঁধিয়া ওড়ে। 'চোখের আগে অন্‌কি ওড়ে'—কুহু ও কেকা]

৬১ অনটনের দুনো ব্যয়।

৬২ অনন্ত দেবের অনন্ত লীলা, ছকু দাদার আঠারো লীলা।

৬৩ অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়্‌চড়্‌ করে।

৬৪ অনাথের দৈব সখা।

[১ সং—অনাথো দেবরক্ষকঃ। 'সেরেস্তাদার যে আনুকূল্য করে তাহাও অসম্ভব, এক্ষণে অনাথার দৈবসখা'—আলালের ঘরের দুলাল। টেকচাঁদের যৎকিঞ্চিৎ গ্রন্থেও প্রযুক্ত]

৬৫ অনাবৃষ্টে রাজ্য মজে, পাপে মজে ধর্ম্ম।
কোটালেতে চোর মজে, আলস্যে মজে কর্ম্ম ॥

৬৬ অনাহ্বানের নিমন্ত্রণ[২], আঁচালে বিশ্বাস[৩]।

[১ পা—বেল্লিকের ; কল্লার। ২ পা—জোচ্চোরের বাড়ী

ফলার। ৩ পা—আঁচালেই সিদ্ধি; না আঁচালে বিশ্বাস নেই। 'এখন চুপ করো, না আঁচালে বিশ্বাস নাই'—গিরিশচন্দ্রের য্যায়সা কা ত্যায়সা]

৬৭ অনুরাগ বিনে গৌর আস্‌বে কেনে।

৬৮ অনেক কাঠখড় লাগবে।[১]

[অর্থাৎ পোড়াইবার জন্য! নং ৫২৬৫। অনেক জোগাড় যন্ত্র অর্থে প্রযুক্ত। 'আর একবার দেখলে হত, কিন্তু অনেক কাঠখড়'—জামাই বারিক]

৬৯ অনেক কালের ছিল পাপ, ছেলে হল সতীনের বাপ।

৭০ অনেক খাবে ত অল্প খাও, অল্প খাবে ত অনেক খাও।[১]

[১ যদি দীর্ঘকাল বাঁচিতে চাও ত অল্পাহারী হও; অমিতাহারী হইলে স্বল্পজীবী হইতে হয়। নং ৩৯৫৫]

৭১ অনেক গর্জ্জনে ফোঁটা বৃষ্টি।[১]

[১ পা—অনেক গর্জ্জন বিন্দু বর্ষণ]

৭২ অনেক[১] জলের মাছ।

[১ পা—অগাধ; গভীর।—নং ১৬৪]

৭৩ অনেক দুর্ভাগ্য যার ঘরে নেই মা।
অনেক দুর্ভাগ্য যার নেই অন্ন ছা॥

অনেক দেখেছি চুরি করতে ইত্যাদি, নং ৩৭৩৩ দ্রষ্টব্য।

৭৪ অনেক যদি মাছ পায়, বেরালে কাঁটা বেছে খায়।[১]

[১ পা—সস্তা মাছে বেরাল কাঁটা বাছে]

৭৫ অনেক[১] সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

[১ পা—বিস্তর; অধিক]

৭৬ অনেক সন্তান যার, পাপের সাজা তার।[১]

[১ নং ৭২৯১]

৭৭ অন্তরে না সহে ব্যাজ, বাহিরে বাড়ায় লাজ।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

অন্ধকার ঘুরঘুটি ইত্যাদি, নং ৩১৫৫ দ্রষ্টব্য।

৭৮ অন্ধকারে[১] ঢেলা মারা বা ঢিল ছোঁড়া।[২]

[১ পা—আঁধারে; আড়াল থেকে। ২ 'এ কি চাঁদ, অন্য

কর্ম্ম, অন্ধকারে মারবে ঢেলা'—গোপাল উড়ে। 'আমাকে অন্ধকারে ঢেলা মারিয়া বেড়াইতে হইবে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'বাবা, আঁধারে ঢিল মারো, উতোর শুনে যাও'—লীলাবতী]

৭৯ অন্ধকারে লাউ কোটা।[১]

[১ নং ১]

৮০ অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন।[১]

[১ পা—অন্ধ জাগো, না, কিবা রাত্রি কিবা দিন। এইরূপ পাঠ লঙ্‌এর প্রবাদমালায় ধৃত ও দ্বিজেন্দ্র রায়ের সাজাহানে প্রযুক্ত। 'অন্ধের দিন রাত্রি নাই, ও ত কিছুই বুঝিতে পারিবে না; সুতরাং ওকে অবিশ্বাস নাই'—দুর্গেশনন্দিনী]

৮১ অন্ধের নড়ি[১], কৃপণের[২] কড়ি।[৩]

[১ পা—যষ্টি। ২ পা—কাঙালের। ৩ 'অন্ধক জনের নড়ি, কৃপণ জনার কড়ি'—মাণিক গাঙ্গুলী। 'রাণী বলে তুমি মোর কৃপণের কড়ি। আন্ধার-মাণিক তুমি অন্ধকের নড়ি'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'বাছা, তোমার জননীর তুমি অন্ধের নড়ী'—নবীন তপস্বিনী। 'তুমি আমার অন্ধের নড়ি, আমার ভাঙা ঘরের চাঁদের আলো'—বিয়ে পাগলা বুড়ো। 'সেই সব গুণধর এই অন্ধ বাঙ্গালার নড়ি'—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

৮২ অন্ধকে[১] দর্পণ।[২]

[১ পা—অন্ধের হাতে। ২ সং লৌকিক 'অন্ধদর্পণ'-ন্যায়]

৮৩ অন্ন অধিক নাহি দান, তা ছাড়িয়া না দিহ আন।[১]

[১ ডাকের বচন]

৮৪ অন্ন-কাঙালী যায় নগরে নগরে,
বস্ত্র-কাঙালী যায় বনে বনে।

৮৫ অন্নচিন্তা চমৎকার, বস্ত্রচিন্তা নৈরাকার[১]।
তার থেকে অধিক চিন্তা তামাক নেই যার॥

[১ এই শব্দের প্রয়োগ, যথা—'নিরঞ্জন নৈরাকার'—শূন্যপুরাণ; 'বাড়ী মোর বল্লুকার, পূজি ধর্ম্ম নৈরাকার'—ধর্ম্মপূজাবিধান]

৮৬ অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।

৮৭ অন্নচিন্তা চমৎকারা[১], ঘরে ভাত নেই জীয়ন্তে মরা।

[১ সং—দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্ব্বে ভস্মাচ্ছাদিতবহ্নিবৎ। অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ ॥—'উপরি কিছু? সেটা বড় ছেলেবেলা থেকে নেই, অন্নচিন্তা চমৎকারা করেছে'—গিরিশ ঘোষের হারানিধি]

৮৮ অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি।

অন্ন নেই ঘরে, তার মানে কিবা করে, নং ৬১৯৭ দ্রষ্টব্য।

৮৯ অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। 'অন্নপূর্ণা মা থাকিতে আমার ভাগ্যে একাদশী'—রামপ্রসাদ]

৯০ অন্নবল নেই, অগ্নিবল[১] আছে।

[১ অর্থাৎ জঠরাগ্নির জোর]

৯১ অন্ন বিনা চর্ম্ম দড়ি, তৈল বিনা গায়ে খড়ি[১]।

[১ 'যৌবনে হইলাম বুড়ী, তৈল বিনা উড়ে খড়ি'—কবিকঙ্কণ। 'তৈল বিনা তনুতে কেবল খড়ি উড়ে'—মাণিক গাঙ্গুলী]

৯২ অন্ন বিনা ছন্নছাড়া।

৯৩ অন্নের জ্বালা বড় জ্বালা, এক দিনে কানে লাগে তালা।

৯৪ অন্য লোকে ভুরা[১] দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি।[২]

[১ নিকৃষ্ট গুড়। ২ ভারতচন্দ্র।—শরৎচন্দ্রের দেবদাসে প্রযুক্ত]

৯৫ অন্যে পরে কা কথা।[১]

[১ কুলীনকুলসর্ব্বস্বে প্রযুক্ত। সং—রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা।]

৯৬ অপমানের পরাণ, সম্মানকে ডরান্।

৯৭ অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।[১]

[১ আলালের ঘরের দুলালে উদ্ধৃত। সং—মর্কটস্য সুরাপানং পশ্চাদ্ বৃশ্চিকদংশনম্। তন্মধ্যে ভূতসংচারোঽ-পরং বা কিং ভবিষ্যতি। অথবা,—ভোজনং যত্র কুত্রাপি

শয়নং হট্টমন্দিরে। মরণং গোমতীতীরেঽপরং বা কিং ভবিষ্যতি ॥ নং ১৩১৮ দ্রষ্টব্য]

৯৮ অপার নদী কোথায় আছে ?

৯৯ অপ্রবাসী অঋণী, পুণ্যবান্ তারে চিনি।[১]

[১ 'অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে'—মহাভারত, যক্ষপ্রশ্ন। 'ঋণ প্রবাস রোগ বর্জ্জিত তাকেই বলি সুখী' —দাশু রায়। নং ৭১৬৮]

১০০ অবলার মুখে বল।

১০১ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।[১]

[১ পা—যার যেমন অবস্থা, তার তেমন ব্যবস্থা।—'তা দেখ কর্ত্তাবাবু, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা'—গিরিশচন্দ্রের আয়না]

১০২ অবাক্ করলি[১] রাধা[২], অম্বলে দিলি আদা।[৩]

[১ পা—কাল করলি। ২ পা—ভবী। ৩ পা—হদ্দ করলে পদ্ম পিসী অম্বলে দিয়ে আদা]

১০৩ অবাক্ করলে নাকের নথে,
কাজ কি আমার কানবালাতে।

১০৪ অবাক্ করলে বেগুনে,
ফুঁ দিতে মুখ পুড়ে গেল তুষের আগুনে[১]।

[১ অথচ বেগুন পুড়িল না !]

১০৫ অবাক্ কলি অঘোরে, গুড়ছোলা খেলে গা ঘোরে।

১০৬ অবাক্ কলি পাপে ভরা।

১০৭ অবাক্ কলি বাক্ সরে না, গুড় দিয়ে মুড়ি পেট ভরে না।

১০৮ অবাক্ কলি বোঝা ভার, গুপ্ত লীলা চমৎকার।

১০৯ অবাক্ কলির অবতার, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার[১]।

[১ নং ১৭৯১]

১১০ অবাক্ কলির সৃষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি[১]।

[১ নং ১৪৩৮]

১১১ অবাক্ কিবা কলিকাল, মণ্ডায় লাগে বড় ঝাল।

অবাক্ বুড়ো রসের গুঁড়ো, নং ৫৯১৫ দ্রষ্টব্য।

১১২ অবাক্ লোকের অবাক্ কথা, চুল থাকতে পোড়ে মাথা।

১১৩ অবাক্ স্থষ্টি করলেন চুপে, নাক নেই তার আতর গোঁপে।

১১৪ অবিয়ন্তীর ঠুন্‌কোর ব্যথা[১]।

[১ প্রস্থতির স্তনের রোগ]

১১৫ অবুঝে[১] বোঝাব কত, বুঝ নাহি মানে।
ঢেঁকিরে বোঝাব কত নিত্য ধান[২] ভানে॥

[১ পা—আবরে। ২ পা—বারা]

১১৬ অবোধারে মারে[১] বোধায়, বোধারে মারে[১] খোদায়।

[১ পা—ঠকায়]

১১৭ অবোধের[১] গোবধে আনন্দ।

[১ পা—পাগলের]

১১৮ অবোলা বলে বড়[১], অফলা ফলে দড়[২]।

[১ পা—বিস্তর। ২ পা—বিস্তর]

১১৯ অব্রাহ্মণের দীর্ঘ ফোঁটা।

১২০ অভদ্রা বরষা কাল, হরিণী[১] চাটে বাঘের গাল।
শোন্ রে হরিণী[১] তোরে কই, সময়গুণে সবই[২] সই॥

[১ পা—হরিণ। ২ পা—সকল]

১২১ অভাগা চোর যে বাড়ী যায়,
হয় কুকুর ডাকে নয় রাত পোহায়।

অভাগা যেদিকে চায় ইত্যাদি, নং ৮৭৬৬ দ্রষ্টব্য।
অভাগার কপালে স্থখ নেই ইত্যাদি, নং ৫২৬৪ দ্রষ্টব্য।
অভাগার ঘোড়া মরে ইত্যাদি, নং ৫৩৮৯ দ্রষ্টব্য।
অভাগার দশা, শ্বশুরবাড়ী বাসা, নং ৮০২৯ দ্রষ্টব্য।

১২২ অভাগার বাপ মরে ভাদ্র মাসে।
ভাগ্যবন্তের বাপ মরে পৌষ মাসে॥

১২৩ অভাগার যমও নেই।

১২৪ অভাগারে পায় ভূতে, ঘর ছেড়ে বাইরে শুতে।

১২৫ অভাগীর[১] দুই পুত, একটা দানা[২], একটা ভূত।

[১ পা—ভাগ্যবানের ; কাজী সাহেবের। ২ পা—বাঁদর ; কানা]

১২৬ অভাগীর বক্‌ত[১],

জেয়ান দেখে ধরলাম ভাতার, সেও হাগে রক্ত ॥

[১ ভাগ্য]

১২৭ অভাগীর বক্‌ত ফাটা, তিন ঠাঁই তার ইদুর কাটা।

১২৮ অভাগীর মুখ নড়ে চড়ে, লগির[১] গুঁতা গালে পড়ে।

[১ পা—চইরের (প্রা)]

১২৯ অভাগীর[১] লগ্নে, চাঁদ যায়[২] দখণে[৩]।

[১ পা—অভাগার। ২ পা—ওঠে। ৩ দক্ষিণে]

১৩০ অভাবে নাতজামাই ভাতার।[১]

[১ 'অভাবে পেয়েছ ভাল নাতিনীজামাই'—ভারতচন্দ্র। 'লোকে বলে—না পেতে নাতজামাই ভাতার'—কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব]

১৩১ অভাবে স্বভাব নষ্ট, মুখ নষ্ট বরণে[১]।

ঝরায় ক্ষেত নষ্ট,[২] স্ত্রী নষ্ট মারণে[৩] ॥

[১ ব্রণে। পা—দান অব্রাহ্মণে। ২ পা—যাচনে মান নষ্ট। ৩ মারধর করিলে। নং ৮৫১৪]

১৩২ অভিমানী দুয়ো[১], নেটিপেটি সুয়ো[২]।

[১ পা—সুয়ো। ২ পা—দুয়ো]

অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি।[১]

[১ কায়স্থ ঘোষ বসু ও মিত্রের মত কৌলীন্য-মর্য্যাদা না পাইয়া।—সধবার একাদশী দ্রষ্টব্য। নং ২৮৫৮]

১৩৩ অভুক্তা বড়ই,[১] ভুক্তা বেল, ডাক বলে—পরাণ গেল।[২]

[১ বড়ই বা বড়ুই=কুল। ২ অর্থাৎ খালি পেটে কুল ও ভরা পেটে বেল খাওয়া অনিষ্টকর। নং ৮৮৯৩ দ্রষ্টব্য।—ডাকের বচন]

১৩৪ অভেদাত্মা হরিহর।[১]

[১ নং ৮৫৭৬ 'হরিহরাত্মা' দ্রষ্টব্য]

১৩৫ অভ্যাসে সয়, অনভ্যাসে নয়।

১৩৬ অমানুষ মানুষ নিন্দে, বদ্না নিন্দে ঝারি[১]।
জোনাকি পোকায় সূর্য্য নিন্দে, করুয়া নিন্দে কারি[২]॥

[১ ঝারি=ছোট ঘট; যথা, 'এক ঝারি জলে রাজার প্রাণ রক্ষা কর'—মাণিকচন্দ্রের গান। ২ কারি=শিল্পকার্য্য। পাঠান্তর—এই দুঃখে মরি]

১৩৭ অমানুষের বোল, তিত পরোলের[১] ঝোল।

[১ তরুই ফলের]

১৩৮ অমাবস্যার চাঁদ।

১৩৯ অমাবস্যার পিদ্দিম টিপ-টিপ করে।

১৪০ অমৃতং বালভাষিতম্।[১]

[১ 'অমৃতং বালভাষিতং—আর একবার বলো'—লীলাবতী। 'বলুক গে ছেলেমানুষ, অমৃতং বালভাষিতং'—ইন্দিরা]

১৪১ অমৃতে অরুচি।[১]

[১ 'জিহ্বা তিক্ত, অমৃতে অরুচি'—দাশু রায়। 'অকস্মাৎ অমৃতে অরুচি যে দাদা'—শরৎচন্দ্রের ষোড়শী]

১৪২ অম্বল কম্বল ডম্বল[১], তিন শীতের সম্বল।

[১ ইং Dumb-bell, অর্থাৎ ব্যায়াম]

১৪৩ অযাচন্তীর মান বাড়া।

১৪৪ অযোধ্যার রঘু, বাঁশবনের[১] ঘুঘু।

[১ পা—বাঁশবাগানের; সুন্দরবনের]

১৪৫ অর্‌গুণ নেই, বর্‌গুণ আছে,[১] শিঙে নেই ডুগডুগি[২] আছে।

[১ 'আমাদের সহরে বড়মানুষদের অর্‌গুণ নেই, বর্‌গুণ আছে'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। অর্‌গুণ=অন্তর্গুণ, বর্‌গুণ=বহির্গুণ, এরূপ অর্থ করা হইয়াছে। অথবা, অরগুণ=হরগুণ; হর বা শিবসুলভ গুণ নাই, শিবায়নে বর্ণিত হর-গৌরী বিবাহে বরস্বরূপ হরের বিসদৃশ বা অদ্ভুত অশিব গুণ আছে; এইরূপ ব্যাখ্যা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে আছে। 'আর গুণ নেই, ছার গুণ আছে'—এরূপ পাঠও শোনা যায়। ২ পা—ডম্বরু]

১৪৬ অরণ্যে রোদন।[১]

['অরণ্য-রোদনে কিবা ফল'—ভারতচন্দ্র। 'হেন অরণ্য-

রোদনে ফল আছে কি'—হরু ঠাকুর। 'কি ফল আছে অরণ্যের মধ্যে রোদন করি'—দাশু রায়। 'আমাদিগের অরণ্যে রোদন করা'—আলালের ঘরের দুলাল (এই গ্রন্থে 'বাঁশবনে রোদন করা' এরূপ প্রয়োগও আছে)। 'তোর যা বল্‌তে হয় ওকে বল্, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন'—নীলদর্পণ। ইত্যাদি। কথাটি বহু প্রাচীন, যথা, 'অরণ্যে মএ রুদিঅং আসি'—শাকুন্তল। সংস্কৃত লৌকিক 'অরণ্যরোদন'-ন্যায়]

১৪৭ অরণ্যের ছরাত[১]।

[১ ছরাত বা ছরা=ক্ষুদ্র নদী ('স্রোত' বা 'সরিৎ' হইতে)]

১৪৮ অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্।[১]

[১ সং—ইতরপাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তানি সহে চতুরানন। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥]

১৪৯ অর্থই অনর্থ।[১]

[১ 'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্'—মোহমুদ্গর। 'অনর্থের মূল অর্থ মত্ততার ঘরে'—রামেশ্বরের শিবায়ন]

১৫০ অর্দ্ধচন্দ্র।[১]

[অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হস্তাগ্র দ্বারা প্রযুক্ত বলিয়া গলাধাক্কা অর্থে ব্যবহৃত। 'বক্রেশ্বরও অর্দ্ধচন্দ্রের দাপটে গলাফুলা পায়রা হন'—আলালের ঘরের দুলাল (নং ২৪১৫ দ্রষ্টব্য)। 'আদর সুরু লাঠি জুতায় শেষে অর্দ্ধচন্দ্র'—দ্বিজেন্দ্র রায়। কথাটি প্রাচীন; যথা, শৃগালাঃ সর্বেঽপ্যর্ধচন্দ্রং দত্ত্বা নিঃসারিতাঃ; পুনশ্চ, তদ্দীয়তাং দ্রাগেতস্যার্ধচন্দ্রঃ—পঞ্চতন্ত্র; তচ্ছীঘ্রমর্ধচন্দ্রোঽস্য গলেঽস্মিন্ দীয়তাম্—কথাসরিৎসাগর, ইত্যাদি]

১৫১ অর্দ্ধেক আচার, অর্দ্ধেক বিচার।

১৫২ অর্দ্ধেক সকল ঘরগোষ্ঠী, আর অর্দ্ধেক মা ষষ্ঠী।

১৫৩ অরাজ্যে বামুন বেগার[১]।

[১ বিনা বেতনে কর্ম্মচারী]

১৫৪ অরাঁধুনীর হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে।
না জানি রাঁধুনী মোরে কেমন ক'রে রাঁধে ॥[১]

[১ পাঠান্তরের জন্য নং ৫১৪৬ দ্রষ্টব্য]

১৫৫ অরুচির অম্বল, শীতের কম্বল।[১]
বর্ষার ছাতি, ভট্‌চায্যির পাঁতি[২]।

[১ নং ৩৫০৩,৭৬৮৮। ২ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাপত্র ('পংক্তি' হইতে)। 'পুঁথি' অপপাঠ]

১৫৬ অলকাতিলকা[১] সার।

[১ কেশবিন্যাস তিলকাদির দ্বারা অঙ্গরাগ; প্রাচীন বাংলায় এই অর্থে বহুল প্রয়োগ আছে, যথা, 'অলকাতিলকা ভালে সাজে'—কাশীরাম; 'অলকতিলকা বেশ নয়ানে কাজল'—কবিকঙ্কণ, ইত্যাদি]

১৫৭ অলক্ষ্মীর দ্বিগুণ ক্ষিধে[১]।[২]

[১ পা—অলক্ষ্মীর হাড়ে ক্ষুধা। ২ নং ৭৭০৭, ৮৭৬৮]

১৫৮ অলক্ষ্মীর নিদ্রা বেশি, কাঙালের ক্ষুধা বেশি।

১৫৯ অলক্ষ্মী হাটের বাজনা সার।

১৬০ অলাভের[১] বাণিজ্য কচকচিই সার।

[পা—লাভ নেই]

১৬১ অল্প আগুনে তামাক যেমন,
ছোট লোককে খোসামোদ তেমন।

১৬২ অল্প আগুনে শীত হরে, বেশি আগুনে পুড়িয়ে মারে।

১৬৩ অল্প জলের তিত পুঁটি, তার এত ছট্‌ফটি।[১]

[১ নং ৩০৩৬]

১৬৪ অল্প জলের মাছ।[১]

[১ নং ৭২]

১৬৫ অল্প ধনে মহাজনী করে, খাতক থাকতে মহাজন মরে।

১৬৬ অল্প বয়সে শোথে তরে[১], বেশি বয়সে শোথে মরে।

[১ বাঁচিয়া যায়। স্ফীততা বা ফোলা রোগকে শোথ বলে।
—নং ৫৯৩৪]

১৬৭ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী[১]।

[১ সং—বিদ্যা শুভকরী কিন্তু স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী]

১৬৮ অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়, অনেক বৃষ্টিতে সাদা হয়।

১৬৯ অল্প মারে কাঁদে বাঁদী, অল্প বোঝায় ফাটে[১] চাঁদি।

[১ পা—অল্প রোদে পোড়ে]

১৭০ অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর।

১৭১ অলি অলি অলি,

দম্‌কা জ্বালে চৈতে পিঠে, নিভা জ্বালে পুলি।

১৭২ অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আল্‌তা পরি।[১]

[১ নং ৬৪৪৪, ৫৪০৪। পল্লীগীতি হইতে]

১৭৩ অশথের[১] ছায়াই ছায়া, মায়ের মায়াই মায়া।

[১ পা—বটের]

১৭৪ অশ্বতরী[১] গর্ভ ধরে আপন মরণে।

[১ খচ্চরী ('কাঁকড়া' এইরূপ অপব্যাখ্যা করা হইয়াছে)। 'স মৃত্যুমেব গৃহ্লাতি গর্ভমশ্বতরী যথা।'—পঞ্চতন্ত্র (২।৩২; ৪।১৫)। ইহা সংস্কৃত লৌকিক 'অশ্বতরীগর্ভ'-ন্যায়ের প্রতিধ্বনি মাত্র। রঘুনাথ বর্মের লৌকিক-ন্যায়-সংগ্রহ (কাশী ১৯০২) অথবা G. A. Jacob সংগৃহীত লৌকিক-ন্যায়াঞ্জলি ২য় ভাগ, পৃঃ ৭ দ্রষ্টব্য। কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, mule ও hinny এই দুই শ্রেণীর অশ্বতরীই গর্ভধারণে অক্ষম ও বন্ধ্যা—আধুনিক Biologyর এইরূপ সিদ্ধান্ত!]

১৭৫ অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ।[১]

[১ দ্রোণপর্ব্বে ঠিক এই বাক্য যুধিষ্ঠির বলেন নাই; সেখানে আছে—তমতথ্যভয়ে মগ্নো জয়ে সক্তো যুধিষ্ঠিরঃ। অব্যক্তমব্রবীদ্রাজন্ হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত॥ কিন্তু কাশীরাম দাসের বাংলা মহাভারতে এই স্থানে আছে—'কহেন ধর্ম্মের সুত অশ্বত্থামা হইল হত, ইতি গজ এই সত্যভাষ॥' —'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বলে শেষে। ধর্ম্মপুত্র ঠেকিল তথাপি কর্ম্মদোষে॥'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী; 'অশ্বত্থামা হত বাক্যে হত্যা দ্রোণাচার্য্য'—রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর]

১৭৬ অষ্টম-খষ্টম আগে মিটিয়ে নষ্ট-কোষ্ঠী-উদ্ধার।[১]

[১ 'সকল কর্ম্মের অষ্টম খষ্টম আগে মিটাইয়া নষ্ট কোষ্ঠী

উদ্ধার করিতে হয়'—আলালের ঘরের দুলাল। ইং ১৮১৯ সনের অষ্টম আইন (Regulation VIII of 1819) অনুসারে নির্দ্দিষ্ট দিনে সরকারী খাজনা দাখিল না করিলে জমিদারি নিলাম হয় ; খষ্টম = নিরর্থক সহচর শব্দ ; নষ্টকোষ্ঠী শব্দও শ্লিষ্ট ;—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ ধরণের শ্লেষ থাকা সম্ভব, কিন্তু মনে হয়, 'অষ্টম' ও 'নষ্টকোষ্ঠী' শব্দের দ্বারা রাশিচক্রের অষ্টম স্থানে গ্রহ-সংস্থানেরও উল্লেখ করা হইয়াছে]

১৭৭ অসতী সতী নিন্দে, ঘৃত নিন্দে মাতওয়ালা।
বেশ্যা যে সে পুত্র নিন্দে, চোর নিন্দে কোতওয়ালা॥

অসতীর পতি যেন ইত্যাদি, নং ৮১১৮ দ্রষ্টব্য।
অসৎনারী বদ্ধ জল ইত্যাদি, নং ৮১১৭ দ্রষ্টব্য।

১৭৮ অসইরণ[১] সইতে নারি, পোঁদ দিয়ে শিকেয় ঝুলে মরি[২]।[৩]

[১ অসহ্য ব্যাপার। ২ পা—শিকেয় বসে ঝুলে মরি ; থালার জলে ডুবে মরি (নং ৩৯৪৭)। ৩ হুতোম প্যাঁচার নক্শা 'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা' নিবন্ধে ইহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]

১৭৯ অসংতুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ।[১]

[১ সং—অসংতুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সংতুষ্টা ইব পার্থিবাঃ। সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ॥]

১৮০ অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। সং—অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর-মন্দিরম্। হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ॥]

১৮১ অসারে জল সার[১]।

[১ বৃক্ষাদির উর্ব্বরতা সাধক বস্তু অর্থে]

১৮২ অস্থানে তুলসী, অপাত্রে[১] রূপসী।

[১ পা—অজাতে]

১৮৩ অস্থিত পঞ্চে পড়া।[১]

[১ অর্থাৎ বিষম সমস্যায় পড়া। অস্থিত বা অস্থির পঞ্চম পাটীগণিতের সমস্যামূলক অঙ্ক বিশেষ—indeterminate equation। 'অঙ্ক হলে অস্থির সুস্থির করে লয়',—১০৮৯

মল্লাব্দের গণিতের পুঁথি হইতে (শ্রীসুকুমার সেনের সৌজন্যে)।—'আমি অস্থিত পঞ্চে পড়েচি, কিছুই স্থির কত্তে পারচি না'—দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী]

১৮৪ অস্থির পঞ্চানন বা অস্থির-পঞ্চম লোক।[১]

[১ অস্থিরচিত্ত বা ব্যস্তবাগীশ অর্থে। খুব সম্ভব উপরি-লিখিত (নং ১৮৩) বাক্যের সহিত সংবদ্ধ]

১৮৫ আই-ঘর যাও, ভাই-ঘর যাও, কাটনা কেটে ভাত খাও।

১৮৬ আইবুড়ো নাম খণ্ডান বা ঘোচান।[১]

[১ 'দু'হাতে এক হয়ে যাবে, আইবুড়ো নাম খণ্ডাবে'—গোপাল উড়ে। 'বল্‌বো আর কি, আইবুড়ো নাম ঘুচে গেল'—গিরিশচন্দ্রের ভ্রান্তি। 'তোমার পছন্দ আর বিবেচনার ওপর নির্ভর করে থাকতে হলে, আমাকে আইবুড়ো নাম খণ্ডাতে আর এক জন্ম এগিয়ে যেতে হবে'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ২য় পর্ব্ব। 'কত শঙ্খ চিলে করিনু প্রণাম, ঘুচিল না তবু আইবুড়ো নাম' —দেবেন্দ্র সেনের দগ্ধ কচু]

১৮৭ আইবুড়ো পথ বদলান।[১]

[১ যে পথ দিয়া বিবাহ করিতে যায়, তাহার অন্য পথ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়]

১৮৮ আইবুড়ো বট্‌ঠাকুর।

১৮৯ আইল[১] অন্তর শশা, যার যেমন দশা।[২]

[১ ক্ষেত্রের আলি বা সীমা। ২ খনার বচন নং ৮৮ দ্রষ্টব্য]

১৯০ আইল কেটে খুনের দায়।

১৯১ আউলিয়া[১] গাড়ে[২] পড়ে, বসে থাকতে প্রাণে মরে।

[১ বিশৃঙ্খল, অস্থির। ২ গর্ত্তে, ডোবায়]

১৯২ আউলে বাঘ জালে[১] পড়ে।

[১ পা—ফালে = (ফা) বিপদে]

১৯৩ আউশ[১] ধানের চাল[১], আর ঠাকুরঝির গাল।

[১ পা—চিঁড়ে]

আউশ ধানের চাল দড় ইত্যাদি, নং ১২২১ দ্রষ্টব্য।
আউশ ফুরালে আমন ইত্যাদি, নং ৬৯৫০ দ্রষ্টব্য।

১৯৪ আউশেও যা পৌষেও তা।

১৯৫ আউশে পৌষে মাগ মরা নির্ব্বংশে।

আউশে বিঁধালাম কান, নং ৮৩২১ দ্রষ্টব্য।

১৯৬ আও যাও ঘর তোমরা, খানে মাঙ্গো ছুশমন্ হাম্‌রা।

১৯৭ আকন্দে যদি মধু পাই, তবে কেন পর্ব্বতে যাই।[১]

[১ মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকায় আভাণকের উদাহরণে উদ্ধৃত। সং—অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ। —নং ৫৩৬, ৩৭১৬]

১৯৮ আকরে[১] টান।

[১ আধার, সঞ্চিত দ্রব্য বা লভ্যাংশ (?)। পা—আকরে টানে (লঙ সাহেবের প্রবাদমালায়)]

১৯৯ আক(খ)কাটা মানুষ।[১]

[১ গোঁয়ার, নিরেট। সম্ভবতঃ ইহা হইতে 'আকাট' (মূর্খ)]

২০০ আকাটা[১] নায়ের সাজ বেশি[২]।

[১ ফোঁপরা কাঠের, বা যাহাতে কাঠের সার বেশি নাই। ২ পা—তিনটা গলুই (= নৌকার প্রান্তের সঙ্কীর্ণ স্থান)। —নং ৩২৯]

২০১ আকাঁড়া[১] চালের মাঝের[২] দোকান।

[১ অপরিষ্কৃত। ২ অর্থাৎ হাটের মাঝখানে স্থাপিত]

২০২ আকাল[১] গেল, সুকাল এল,
কত দোষ দিয়ে বোন্‌পো গেল।[২]

[১ দুর্ভিক্ষ। ২ পরবর্ত্তী সংখ্যা দ্রষ্টব্য]

২০৩ আকাল গেল, সুকাল এল, খেলে[১] কাঁঠালের কোষ।
এখন কি ব'লে পালাবে বোন্‌পো,[২] দিয়ে মাসীর[৩] দোষ॥

[১—পাকল। ২ পা—আজ বন্ধু ছেড়ে যাও। ৩ পা —আমার]

২০৪ আকালে কি না খায়, বিবাদে কি না যায়।

২০৫ আকালের ঝারি[১], মায়ে আর ঝিয়ে মরি জল পিয়ে।[২]

[১ পা—বারি। ২ প্রবাদের পাঠান্তর—কাঙালের হয়েছে ঝারি, মায়ে আর পোয়ে পানি খেয়ে মরি; ছিল না জল

হয়েছে ঝারি (অথবা, বাপের কালে নেইক ঝারি), মায়ে ঝিয়ে জল পিয়ে মরি]

২০৬ আকালের[১] ভাত যুগের খোঁটা।

[১ পা—অকালের]

২০৭ আকাশ-কুসুম।[১]

[১ 'যদি পরমেশ্বরের কিছুমাত্র বিষয়জ্ঞান থাকতো, তা হলে সাধ করে ঘোড়ার ডিম ও আকাশকুসুমের দলে গণ্য হতেন না'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'সে আমার আকাশকুসুম বোধ হয়'—লীলাবতী। 'আকাশকুসুম আকাশেই শুকাইয়া গেল'—শ্রীকান্ত ২য় পর্ব্ব। 'আকাশকুসুম করিনু চয়ন হতাশে'—রবীন্দ্রনাথ। যাহা অসম্ভব এই অর্থে চর্য্যাপদে 'আকাশফুলিআ' (৫০।৪) ও সংস্কৃতে 'খপুষ্প' শব্দের প্রয়োগ আছে (মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ। এব বন্ধ্যাসুতো যাতি খপুষ্পকৃতশেখরঃ॥ এই শ্লোকে অনেকগুলি অসম্ভব বস্তুর একসঙ্গে উল্লেখ আছে)]

২০৮ আকাশ থেকে পড়ল এটা ঘুণে-খেকো চান্দ।
নিমাই মোড়ল না হইলে শান্তিপুর আন্ধ॥

২০৯ আকাশ পাতাল[১] তফাৎ।

[পা—আশ্‌মান জমীন। 'তফাৎ আসমান্ জমী'—অমৃত বসুর ডিস্‌মিশ্]

২১০ আকাশ বা আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া।[১]

[১ 'আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ'—ভারতচন্দ্র। 'আকাশের চাঁদ সে পায় নিজ হাতে'—রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর। 'হাতে আনি দিতে হয় আকাশের চাঁদ'—রামেশ্বরের শিবায়ন। 'মিষ্ট কথা বলে কয়ে আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে'—গোপাল উড়ে]

২১১ আকাশে খুঁটি দেওয়া।

২১২ আকাশে গুড়গুড়ে পাখী, উড়লেই চিল হয় নাকি।

আকাশে গেরণ লাগলে সবাই দেখে, নং ২৫৯৫ দ্রষ্টব্য।

২১৩ আকাশে[১] থুতু ফেল্‌লে নিজের গায়ে[২] পড়ে।[৩]

[১ পা—চিৎ হয়ে। ২ পা—মুখে। ৩ 'আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে'—রামপ্রসাদ। 'ফেলে আকাশে

থুতু গায়ে লাগবে'—দাশু রায়। তুলনীয়—পঙ্কো হি নভসি ক্ষিপ্তঃ ক্ষেপ্তুঃ পততি মূর্ধনি। নং ২৯৪৫, ৩৯৫৩]

২১৪ আকাশে ধূলো ছোঁড়ে, আপন চোখে এসে পড়ে।

২১৫ আকাশে[১] ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরা।[২]

[১ পা—বাতাসে। নং ৫৬০৯। ২ 'আমি যদি মনে করি, ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে পারি'—গোপাল উড়ে। 'তিনি আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় করেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'সাহেব বড় ধর্ম্মনিষ্ঠ, তিনি অনেক মকদ্দমা আকাশে ফাঁদ পাতিয়া নিকাশ করিয়াছেন'—আলালের ঘরের দুলাল। 'আমরা যাই আকাশে ফাঁদ পাততে জানি, তাই তোমার আকাশের চাঁদ ধরে এনে দিয়েছি'—ইন্দিরা]

২১৬ আকাশে যত ঝড় ওঠে, গোয়ালে তত গরু ছোটে।

২১৭ আকাশের চাঁদে আর বানরের ভালে।
শ্বেত চামরে আর ঘোড়ার বালে ॥[১]

[১ নং ১৮৭৩, ৮০৩৯]

২১৮ আকাশের দীপ, করে টিপ্‌টিপ্‌।

২১৯ আঁকুড়া[১] বাঁকুড়াবাসী, মুড়ি খায় রাশি-রাশি।

[১ পা—আঁকড়াধারী]

২২০ আঁকে কেটে ব্রহ্মোত্তর।

২২১ আক্কেল গুড়ুম।[১] আক্কেল সেলামি।

[১ 'সেই কথা শুনেই ত আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের মূল্য]

২২২ আক্কেলে সকল বন্দী, জালে বন্দী মাছ।
স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী, ছালে বন্দী গাছ ॥

২২৩ আখ আর সরষে, না পিষলে রস কিসে।

২২৪ আখক্ষেত থাকতে সেলামালি[১] নেই।

[১ 'সেলাম আলেকুম' অভিবাদন]

২২৫ আখগাছটি দিয়ে মারলেও মিষ্টি লাগে না।

২২৬ আখগাছটির লোভে গুড়পেয়েটি গেল।[১]

[১ নং ২২৮]

২২৭ আখ ছেঁচতে কুক্‌সিমের[১] বাত[২]।

[১ কুক্‌শোঙা বা কুকুরশোঁকা গাছ, blumea lacera, ছেঁচিয়া দিলে কাটা স্থানে রক্ত বন্ধ হয়। ('কুকুরশোঁকার জঙ্গল'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বঙ্গনারী)। ২ অবান্তর 'কথা', অথবা হাত কাটিবার আগেই তার ঔষধের কথা]

২২৮ আখ দিতে পারে না, গুড়ের নাদা ধ'রে দেয়।[১]

[১ পা—আগে আখগাছটি দেবে না, শেষে গুড়পেয়েটা দেবে।—নং ২২৬]

২২৯ আখ হোক মিষ্টি, শেকড় নয় ইষ্টি।

২৩০ আখের চেয়ে সোঁদাল[১] মিঠে।

[১ বিদ্রূপে প্রযুক্ত। সোঁদালের (cursia fistula) বীজ কতক তিক্ত কতক মিষ্ট]

২৩১ আগ চুল ধ'রে টানা।

২৩২ আগডালের বাঁদর।

২৩৩ আগ নাঙলা[১] যে দিকে যায়, পাছ নাঙলা সেদিকে ধায়।[২]

[১ পা—নাঙ্গলে। কৃষির লাঙ্গল। ২ পা—আগওয়ালাও যেখানে, পাছওয়ালাও সেখানে]

২৩৪ আগ নায়ে দরখাস্ত, পাছ নায়ে বরখাস্ত।

২৩৫ আগাছার বড় বাড়।

আগুন আর ঘি, বা আগুনের কাছে ঘি ইত্যাদি, নং ৫১৮০ দ্রষ্টব্য।

২৩৬ আগুন খায়, আঙরা[১] হাগে।[২]

[১ অঙ্গার। ২ পা—আগুন (বা কাঠ) খাবে যে, আঙরা হাগবে সে ; যে আগুন (বা কাঠ) খাবে, সে আঙরা বর্ষাবে]

২৩৭ আগুন চাপা থাকবার নয়।[১]

[১ নং ১৭০৩, ৩১৭৯। সধবার একাদশীতে উদ্ধৃত। 'আগুন কি চাপা থাকে, আপনার কথায় ধরা পড়েছেন' —অমৃত বসুর একাকার। 'আগুন আর কত দিন চাপা থাকে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ভীষ্ম]

২৩৮ আগুন দেওয়া চরকিবাজি।[১]

[১ নং ২৯০০]

২৩৯ আগুন নিয়ে খেলা।

২৪০ আগুন পোহাতে গেলে ধোঁয়া সইতে হয়।

২৪১ আগুন বেটা কুড়ে, মানুষ দেয় না ছেড়ে।
রোদ বেটা রাজা, মানুষ করে তাজা ॥

২৪২ আগুন লাগলে কুয়ো খোঁড়া।

২৪৩ আগুনে আগুন নেভে না।[১]

[১ 'আগুনে আগুন দিয়া আগুন নিভাই'—ঈশ্বর গুপ্ত]

২৪৪ আগুনে ঘি ঢালা।[১]

[১ নং ৩৫০৪। 'কুসন্তান হইলে সেই শোকানলে যে ঘৃত পড়া'—আলালের ঘরের দুলাল]

২৪৫ আগুনের ফিন্‌কি, শেষ হয়নি।[১]

[১ আলালের ঘরের দুলাল]

২৪৬ আগুনের ফুল্‌কি[১],
যার চালে পড়বে তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে।

[১ নবীন তপস্বিনীতে প্রযুক্ত। 'মেয়ে ত নয়, আগুনের ফুল্‌কি'—অমৃত বসুর নবযৌবন]

২৪৭ আগুনে হাত দিলে,
ইচ্ছাতেও পোড়ে, অনিচ্ছাতেও পোড়ে।

২৪৮ আগু লাথ, পিছু বাত।

২৪৯ আগে আপন সামাল কর, শেষে পরকে গিয়ে ধর।

২৫০ আগে এক পণ, পরে দেড় দিস্তে।

২৫১ আগে কয় রাধাকৃষ্ণ, বেরাল ধরলে টেঁও-টেঁও।

২৫২ আগে কাজী, পরে হাজী, শেষে পাজী।[১]

[১ নং ১৫৮১]

২৫৩ আগে কাট্‌ পাঁঠা, তবে নাচবি বেটা।

২৫৪ আগে খায় না রাগে-বাগে, পরে খায় সবার আগে।

২৫৫ আগে খেশ[১], বাদে দরবেশ।

[১ গাত্রবস্ত্র]

২৫৬ আগে গরু ওষুধ খায় না, মরণকালে জিহ্বা মেলে।

২৫৭ আগে গেলেও[১] ভেড়ের ভেড়ে[২],
পাছে গেলেও[৩] ভেড়ের ভেড়ে[২]।

[১ পা—এগুলেও। ২ পা—নির্ব্বংশে, বা নির্ব্বংশের বেটা। ('এই তুই ভেড়ের ভেড়ে, সব লও কেড়ে'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী)। ৩ পা—পেছুলেও]

২৫৮ আগে গেলে[২] বাঘে খায়, পাছে গেলে সোনা পায়[১]।

[১ পা—খেলে। ২ পা—পরে খেলে সোনা হয়]

২৫৯ আগে ছিলাম ছোঁচা বেরাল, ধর্ম্মে দিয়েছি মন।
তুলসীমালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন॥[১]

[১ নং ৬৫৭৮]

২৬০ আগে[১] জামাই কাঁঠাল খান্ না।
শেষে[২] জামাই ভোঁতাও পান্ না[৩]॥[৪]

[১ পা—সাধলে বা যাচলে। ২ পা—পরে। ৩ পা—না সাধলে (বা না যাচলে) ভোঁতাটাও পান্ না, বা ভোঁতা লয়ে লড়ালড়ি। ৪ নং ৮৩২৫-২৮]

২৬১ আগে তিতা, পাছে মিঠা।[১]

[১ আহারের নিয়ম। পা—আগে তেতো, শেষে মিঠে। —'আগে তিতা পাছে মিঠা অব্রেথা পিরীতি'—গোপীচন্দ্রের পাঁচালী]

২৬২ আগে তুলা দিয়ে সহাই,[১] পরে লোহা দিয়ে বহাই।

[১ নং ৩৮৫৭]

২৬৩ আগে থাকে উল্লা তুল্লা[১], পরে[২] হয় উদ্দিন।
তলের মহম্মদ[৩] উপরে যায়, কপাল ফেরে যদ্দিন[৪]॥

[১ পা—আল্লা উল্লা। ২ পা—শেষে। ৩ পা—মামুদ। ৪ পা—যতদিন]

২৬৪ আগে[১] দর্শন ডারি[২], শেষে[৩] গুণ বিচারি[৪]।

[১ পা—এগুতে। ২ পা—দর্শন ডালি; দর্শনধারী। ৩ পা—পেছুতে। ৪ পা—গুণবিচারী]

২৬৫ আগে দাও কড়ি, পিছে দেব বড়ি।

২৬৬ আগে দাম, পরে কাম।

২৬৭ আগে দুঃখ, পরে সুখ।[১]

[১ পা—আগকালে দুখ, শেষকালে সুখ]

২৬৮ আগে দেখ, পরে লও, শেষে দাও কড়ি।

২৬৯ আগে দেয় জলের ছিটা, পরে খায় লগির[১] গুঁতা।[২]

[১ পা—চইরের (প্রা)। ২ পা—জলের ছিটে দিয়ে লগির গুঁতা খাওয়া]

২৭০ আগে দেয় না একটু দুধ, পরে দেয় গাই বাছুর।

২৭১ আগে না পারলে রাখতে, এখন এলে ঢাকতে[১]।

[১ পা—রাজ্য নিতে]

২৭২ আগে[১] না বুঝিলে[২] বাছা[৩], যৌবনের জোরে[৪]।
এখন[৫] কাঁদিতে হল[৬] নয়নের ঝোরে[৭] ॥[৮]

[১ পা—এখন। ২ পা—শুনিলে। ৩ পা—বঁধু। সমগ্র বাক্যের পা—এখন গরব কর। ৪ পা—ভরে। ৫ পা—শেষে; পশ্চাতে; তখন। ৬ পা—হবে। ৭ পা—অজ্‌ঝোর ঝোরে। ৮ অমৃত বসুর তরুবালায় উদ্ধৃত (পা—যৌবনের ভরে)।—নং ২৩৭০]

২৭৩ আগে ফাঁসি, পরে বিচার।[১]

[১ পা—ফাঁসির পর বিচার]

২৭৪ আগে পাছে লণ্ঠন, কাজের বেলায়[১] ঠন্‌ঠন্‌।

[১ পা—টাকার নামে]

আগে পিঁড়েয় জিতি ইত্যাদি, নং ৫১১৩ দ্রষ্টব্য।

২৭৫ আগে বেশ্যে, পরে দাস্যে, মধ্যে মধ্যে কুট্‌নী।
সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যজ্য এখন বোষ্টমী ॥[১]

[১ সং—আদৌ বেশ্যা পুনর্দাসী পশ্চাদ্ ভবতি কুট্টনী। সর্ব্বোপায়পরিক্ষীণা বৃদ্ধা নারী পতিব্রতা ॥—নববাবুবিলাসে ইহার পাঠ এইরূপ—'অগ্রে বেশ্যা, পরে দাসী, মধ্যে ভবতি কুট্টনী। সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাশে সারং ভবতি টুক্কনী ॥']

২৭৬ আগে ভাল ছিল জেলে জাল দড়া বুনে।
কি কাল করিল জেলে এঁড়ে বাছুর কিনে ॥[১]

[১ নং ২১৬৪, ২৯৮৯]

২৭৭ আগে যায়, পরে পায়।

আগে যাবে পচা ভাদুরী ইত্যাদি, নং ৭১০৭ দ্রষ্টব্য।

২৭৮ আগের ধাপে পা দাও, সিঁড়ির আগায় তবে যাও।[১]

[১ নং ৪৭১১]

২৭৯ আগের বিবি আগ-সুরতী[১], মাঝের বিবি সুয়া[২]।
শেষের বিবির নাঙ-খাটানী[৩] ঠারে ভাঙে গুয়া॥

[১ সুন্দরী। ২ সোহাগিনী। ৩ ব্যভিচারিণী]

২৮০ আগে রামনাম, পাছে সব কাম।

২৮১ আগে সঞ্চয়, পরে ব্যয়।

২৮২ আগে সাম্‌লা ধাক্কা, পরে যাবি মক্কা।

২৮৩ আগে-হাঁটুনী[১], পান-বাটুনী[২], বউয়ের ধাই।
এই তিনের কাজের যশ নাই[৩]॥

[১ পা—কানকুড়ানী। ২ ইহার পর 'প্রদীপ-বেড়ানী' অধিক পাঠ। ৩ পা—এ সব কাজের যশ নাই]

২৮৪ আগে হাঁটে, পাঁঠা কাটে, সল্‌তে[১] উস্‌কোয়, দই[২] বাঁটে।
ভাণ্ডারী[৩], কাণ্ডারী[৪], রাঁধুনী[৫] বামন,
যশ পায় না সাত জন॥

[১ পা—পিদ্দিম বা প্রদীপ। ২ পা—প্রসাদ। ৩ পা—ভাঁড়ারী। ৪ কাঁড়াড়ী (যে চাল কাঁড়ায় তাহাকে কাঁড়াড়ী বলে); খাঁড়াড়ী। ৫ পা—রসুয়ে]

২৮৫ আগে হাতে দিয়ে খোলা[১], এখন হলে মনভোলা[২]।

[১ খোলা = লাউয়ের খোলা, ভিক্ষাপাত্র হিসাবে; সুতরাং, হাতে খোলা দেওয়া = সর্ব্বস্বান্ত করা, পথে বসান। যথা, 'প্রথম পিরীত করি খোলা দিব হাতে'—রামেশ্বরের শিবায়ন; 'ভেকের মত থাক বসি হাতে খোলা দিয়ে'—গোপাল উড়ে; 'চাষার হাতে খোলা দিলে, নীলে সকল জমি নিলে', পুনশ্চ, 'পথে পথে মেগে খাবে, হাতে ক'রে খোলা'—ঈশ্বর গুপ্ত; 'পাছে ভোলা মেয়ের খোলা মন উহার প্রতি পড়ে, তবে ত আমার হাতে খোলা হইবেক'—নববিবিবিলাস। ২ 'এখন কি করে আর হলে মনভোলা। বিদায় করেছ আগে হাতে দিয়ে খোলা॥'—ঈশ্বর গুপ্ত]

২৮৬ আঙরারও দোষ, কামারেরও দোষ।

২৮৭ আঙুল ঘুরিয়ে পাঁচিল দেওয়া।

২৮৮ আঙুল ফুলে কলাগাছ।[১]

[১ তাঁহারা কি ছিলেন, এখন বা কি হইয়াছেন, এ আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে'—কেরীর কথোপকথন। 'আমার প্রাণটা বুঝি আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল'—ইন্দিরা। 'বৈকুণ্ঠ মুদীর স্ফীত অঙ্গুলির সহিত কদলীকাণ্ডের উপমা'—শরৎচন্দ্রের বৈকুণ্ঠের উইল]

২৮৯ আঙুল মট্‌কে গাল দেওয়া।[১]

[১ 'গ্রামস্থ সকল লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, আঙ্গুল মটকাইয়া সর্ব্বদা বলে, ত্বরায় নিপাত হ'—আলালের ঘরের দুলাল]

২৯০ আঁচড় কামড় সার।

আক্ক আক্ক ফলা, নং ৫২১৪ দ্রষ্টব্য।

২৯১ আঁচলে সোনা থাকলে বচনে দেখা যায়।

২৯২ আচাভুয়ার বোম্বাচাক।[১]

[১ আচাভুয়া=অসম্ভব ('আয়তি কেবল আচাভুয়া'—ভারতচন্দ্র)। বোম্বাচাক=ভম্ভচক্র ; ভম্ভ=ধুঁয়া। অসম্ভব বিষয়ের দুর্ব্বোধ্য অন্ধকার]

২৯৩ আচার ভ্রষ্ট, সদা কষ্ট।

২৯৪ আচারে কড়া, বিচারে এড়া।

২৯৫ আচারে গগন ফাটে, কুকুরে হাঁড়ি চাটে।

২৯৬ আচারে[১] রাঁধে, বিচারে[২] খায়,
শ্বাশুড়ী বউয়ের কাজ না ফুরায়।

[১ পা—সকালে। ২ পা—বিকালে]

২৯৭ আচারে লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত[১]।

[১ পা—সরস্বতী। নং ৫৭৮৪]

২৯৮ আছাড় খেয়ে[১] পড়ে গেল জন পাঁচ সাত।
যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত[২]॥

[১ পা—উপর থেকে ; আকাশ থেকে ; গাছ থেকে। ২ দ্বিতীয় পংক্তি নীলদর্পণে উদ্ধৃত]

২৯৯ আছি ঘরে, নেই দেশে।

৩০০ আছে কাজ[১], ত সকাল-সকাল সাজ।

[১ পা—থাকে যদি কাজ ; যদি আছে কাজ]

৩০১ আছে[১] গরু, না বয় হাল, তার দুঃখ সর্ব্বকাল।[২]

[১ পা—থাকৃতে। ২ খনার বচন নং ৪৪ দ্রষ্টব্য]

৩০২ আছে বস্তু নিয়ে বিচার।[১]

[১ 'He who has money may ask for judgment'—Morton]

৩০৩ আছে বেটী পড়ি, ছুঁলেই কড়ি।

৩০৪ আছে যথেষ্ট, নেই অদৃষ্ট।

৩০৫ আজ আমাদের রাঁধন-বাড়ন, কাল আমাদের খাওন।
আজও থাকন, কালও থাকন, পরশু আমার যাওন[১] ॥

[১ পা—আজ কাল পরশু আছি, তরশু আমার যাওন।—নং ৩১১]

৩০৬ আজ আমীর, কাল ফকির।

আজ করতে পার যা ইত্যাদি, নং ১৪১৭ দ্রষ্টব্য।

৩০৭ আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলে,
কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়েছিলে।

৩০৮ আজকের[১] মাগ তুমি, কেঁদো না কেঁদো না[২]।
চাল চিবিয়ে খাব আমি[৩], রেঁধো না রেঁধো না[৪] ॥

[১ পা—আহ্লাদের। ২ পা—রেঁধো না রেঁধো না। ৩ পা—চিঁড়ে খেয়ে থাকব শুয়ে। ৪ পা—ভেবো না ভেবো না]

৩০৯ আজ খেয়ে নেড়া নাচে, কালকে গোবিন্দ আছে।[১]

[১ নং ৮০৯৮]

৩১০ আজ ঘর, কাল পাঁদাড়[১]।[২]

[১ কানাচ, ছাই ফেলিবার পিছনের দরজা। ২ 'আজি ঘর, কালি কি পান্দাড় ভাব প্রভু'—রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর]

৩১১ আজ থাকব গল্পেসল্পে, কাল থাকব শুয়ে।
পরশু করব নাওয়া-ধোয়া, পরদিন যাব খেয়ে ॥[১]

[১ নং ৩০৫ দ্রষ্টব্য]

৩১২ আজ নগদ, কাল ধার।

৩১৩ আজ বুঝলি না, বুঝবি কাল,
পোঁদ চাপড়াবি, পাড়বি গাল।

৩১৪ আজ বেণে, কাল পোদ্দার।

৩১৫ আজ মরে লক্ষ্মণ, ওষুধ দেব কখন[১]।[২]

[১ পা—ছ' মাসের পথ ওষুধ। ২ নং ৭৬৮৬, ৭৬৮৯]

৩১৬ আজ মরলে কাল ছ'দিন হবে, মরলে কুল কি সঙ্গে যাবে॥

৩১৭ আজ মুচি, কাল শুচি।

৩১৮ আজ রাজা, কাল ভিখারি, ফুটানি[১] করে দিন দু'চারি।

[১ জাঁক]

৩১৯ আজ রেঁধেছে কে? এড়ানে[১]।
তবে যে ভাল হয়েছে? বড় বউয়ের নাড়ানে॥

[১ যে বউ কাজ এড়ায় বা পরিহার করে]

আজ রোগী, কাল রোজা, নং ১০০৪ দ্রষ্টব্য।

৩২০ আজ রোজে, কাল ঠিকে।[১]

[১ নং ১০১৪]

আজ হিল্লী, কাল দিল্লী, নং ৮৮০৮ দ্রষ্টব্য।

৩২১ আজু গোঁসাই আর কি![১]

[১ অর্থাৎ ক্ষেপা পাগল]

৩২২ আট আনার ফলার ক'রে দু'টাকার ঘটি হারানো।

৩২৩ আটকপালে।[১]

[১ দুর্ভাগ্য। 'আহ্মে দুখমতী নারী আঠকপালী'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। 'পেয়েছে পতি আটকপালে', পুনশ্চ 'না জানি কি দেন গোপাল, আটকপালের যেমন কপাল'—দাশু রায়]

৩২৪ আট-কাজলা[১], বিছে-লেজা, পালের আগে চলে ঘোঁজা।
ছয়[২] মোটা, দুই[৩] সরু, এই দেখে কিন্‌বে গরু॥

[১ দেহের আট জায়গায় কাজল বা কাল রঙ। ২ অর্থাৎ চারি পা ও দুই শিঙ। ৩ অর্থাৎ লেজ ও গলা]

৩২৫ আট্‌কাট্‌ নয় জোড়া, ডাক রে শিকদেরের ঘোড়া।

৩২৬ আঁটকুড়ে বেগুন, আর দরবেশে খদ্দের।

আট্‌কে বাধা, নং ৩৩৩৩ দ্রষ্টব্য।

৩২৭ আটখানার পাটখানাও[১] হয়নি।[২]

[১ পাট=প্রথম। অর্থাৎ আট ভাগের এক ভাগও। আলালের ঘরের দুলালে ব্যবহৃত]

৩২৮ আটঘাট বাঁধা।[১]

['আমি আটঘাট বন্ধ করবো, সে দিকে কারো যেতে দেব না'—নবীন তপস্বিনী]

৩২৯ আঁট নায়ের ঠাট বেশি।[১]

[১ নং ২০০]

আট হাটের কাণা কড়ি, নং ৮৩০৭ দ্রষ্টব্য।

৩৩০ আঁটাআঁটি হলেই লাঠালাঠি।[১]

[১ পা—যত আঁটাআঁটি, তত লাঠালাঠি। নং ৭২৯৯]

৩৩১ আটাপেষা করা।

৩৩২ আটার মধ্যে ঘুণ পেষা।

৩৩৩ আটাশে ছেলে।[১]

[১ গর্ভের অষ্টম মাসে প্রসূত, সুতরাং দুর্ব্বল অক্ষম সন্তান। 'নইক আমি আটাশে ছেলে, ভয় পাব না চোখ রাঙালে'—রামপ্রসাদ। 'আমি আটাশে খুকী নই, তোমার কোন বিষয়ে ভাবতে হবে না'—নবীনতপস্বিনী।—নং ৩২৯৭]

৩৩৪ আঁটি চোষাই সার।[১]

[নং ৫৪৪]

৩৩৫ আঁটুনি-কস্নি সার।

৩৩৬ আটে-কাটে দড় বড় শক্ত মেয়ে যেই।
পাড়াপড়শীর বুকে ব'সে ঘর করছি তেই॥

৩৩৭ আটে-পিটে[১] দড়, তবে ঘোড়ার ওপর চড়॥[২]

[১ পা—আটে-কাটে। ২ 'আটে-পিটে দড় যেই সেই দড় হবে'—ভারতচন্দ্র। প্রবচনটি নবনাটকে প্রবাদ হিসাবে উদ্ধৃত]

৩৩৮ আটে-পিটে নেয়ো[১], নিত্যি নিত্যি খেয়ো।
[১ কষ্টসহিষ্ণু হইয়া স্নান করিও]

৩৩৯ আঠার মাসে বছর।[১]
[১ অর্থাৎ অলস বা দীর্ঘসূত্রী স্বভাব। 'গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠার-মেসে যত'—রামপ্রসাদ। নং ৪৮৮৪]

৩৪০ আড় দিক যার ঠিক নেই, সুতো ধরে হাতে।

৩৪১ আড় নয়নে বাঁকা ভুরু, সে জন হয় নাটের গুরু।[১]
[১ নং ৩৪৭৭, ৩৬১৬, ৪৫৭২]

৩৪২ আড়াআড়ি পাড়া, মাঝের[১] ঢেঁকিতে বারা[২]।
[১ পা—মোল্লার। ২ ধান কোটা]

৩৪৩ আড়াই আঙুল দড়ি, সৃষ্টি জুড়ে বেড়ি।[১]
[১ নং ১০৩৭]

৩৪৪ আড়াই কড়ার কাসুন্দি, হাজার কাকের গোল।

৩৪৫ আড়াই টাকা গচ্ছা যাক্, নিজের কথা ওপরে থাক।

৩৪৬ আড়াই দিনের বাদশাহী।

আড়াই দিনের যোগী ইত্যাদি, নং ৪১৪৯ দ্রষ্টব্য।

৩৪৭ আড়া কাঁদে, পাড়া কাঁদে চালের বাতা ধ'রে[১]।
ভাইয়ের বউ অভাগী কাঁদে চোখে মরিচ ভ'রে[২]॥
[১ পা—বাপ কান্দে মা কান্দে আছাড়-বিছাড় খেয়ে। ২ পা—দিয়ে]

৩৪৮ আড়াল থেকে ঢিল মারা।

৩৪৯ আড়ালে ব'সে ভাত খায়, তবু বেটীর রোজা থায়।[১]
[১ নং ৩৬৬৭]

আড়ে আর দিকে চায় চোরের মন বোঁচকায়, নং ৬২৩ দ্রষ্টব্য।

৩৫০ আড়ে নেই ফাড়ে আছে।[১]
[১ 'তথাপি আড়ে নাই ফাড়ে আছে'—নববিবিবিলাস। আড় = লম্বাই; ফাড় = চওড়াই]

৩৫১ আড়ে হাতে[১] লাগা। আড়ে হাতে লওয়া[২]।
[১ অর্থাৎ প্রাণপণ শক্তিতে। ২ প্রতিশোধ লওয়া। আড়ে হাতে = আড় হাতে, সটান হাতে, সজোরে]

৩৫২ আঁত[১] পাওয়া ভার। আঁতের টান্[২]। আঁতে ঘা[৩] লাগা।

[১ অন্ত্র হইতে, নাড়ি বা গূঢ়াভিপ্রায়। ২ নাড়ী বা রক্তের টান; স্বাভাবিক স্নেহ। ৩ গুরুতর আঘাত]

৩৫৩ আতরওয়ালীর[১] বাঁদী ভাল, তবু মেছুনীর পদ্মিনী নয়।

[১ পা—ময়দাওয়ালীর]

৩৫৪ আতর নিতে বোক্‌না আনা।

৩৫৫ আতি চোর, পাতি চোর, হ'তে হ'তে সিঁদেল চোর।[১]

[১ নং ৫০১৯, ৭৭২৮]

৩৫৬ আঁতুড় আগলানো।[১]

[১ সদ্যোজাত শিশুকে অশরীরী অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার জন্য আঁতুড় আগলাইতে হয়। বিদ্রূপে প্রযুক্ত]

৩৫৭ আঁতুড়ে-খোকা।[১]

[১ বিদ্রূপে—নিতান্ত শিশু]

৩৫৮ আঁতুড়ে ছেলেকে নুন খাইয়ে মারা।[১]

[১ 'ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পারনি'—একেই কি বলে সভ্যতা। 'এমন গোপালকে নুন খাইয়ে মাত্তে হয়'—সধবার একাদশী। 'এমন পোড়া দশা আমার, আমায় কেন নুন খাইয়ে মারেনি' —নবীন তপস্বিনী। 'মেয়ে হলে আঁতুড়েতে নুন টিপে দে' কর পার'—গিরিশচন্দ্রের আয়না। 'অনুতাপ হয় যে ছেলেবেলায় তোকে নুন খাইয়ে মারিনি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ভীষ্ম]

৩৫৯ আতুরে নিয়মো নাস্তি।[১]

[১ আতুরে নিয়মো নাস্তি বালে বৃদ্ধে তথৈব চ। 'আতুরে নিয়মো নাস্তি নারায়ণ জানে'—রামেশ্বরের শিবায়ন। 'আতুরের নিয়ম নেই বাবা'—শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব্ব]

৩৬০ আঁতে তেতো, দাঁতে নুন;[১] পেট ভরে তিন কোণ।
এবেলা ওবেলা শৌচে যায়, তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়॥[২]

[১ পা—কানে কচু চোখে (বা নাইয়ে) তেল (নং ১৬৯৩)। ২ প্রবাদের পাঠান্তর—আঁখে হরিতকী, দাঁতে নুন, খালি রাখ এক চৌথা কোণ। খাও গরম, শোও বাঁও, কাহে গাঁওমে বৈদ বৈঠাও॥—নং ৩০৮৮, ২২১৮, ৮০৯৫]

৩৬১ আঁতে পড়ল ঘা, ড্যামডেমিয়ে চা'।

৩৬২ আঁতে[১] পুতে চায।[২]

[১ অর্থাৎ নিজে। ২ খনার বচন নং ৪৫ দ্রষ্টব্য]

৩৬৩ আত্মকোঁদলে পর সেয়ানা।

৩৬৪ আত্মবন্মন্যতে জগৎ।[১]

[১ সং—আশ্রমান্তর্গতা বেশ্যা ঋষ্যশৃঙ্গো ঋষেঃ সুতঃ। তপস্বিনস্তু তা মেনে আত্মবন্মন্যতে জগৎ ॥—নং ৫০৮]

৩৬৫ আত্মসুখ পরবৈরাগ্য। বা, আত্মসুখী পরবৈরাগী।

৩৬৬ আত্মানং সততং রক্ষেৎ।[১]

[১ সং—আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি]

৩৬৭ আদর কাজের বেলা, তারপর অবহেলা।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৩৬৮ আদর-বিবির চাদর গায়, ভাত পায় না, ভাতার চায়।

৩৬৯ আদরমণি সাধের ঝি, বাজনা হল না।
তিন কাহারে তুলে নে' গেল, দেখতে পেলাম না ॥[১]

[১ নং ২৯]

৩৭০ আদরে গায়ে দরদ।

৩৭১ আদরে গোবরে থাকা।

৩৭২ আদরে বাঁদর।

৩৭৩ আদরে ভোজন, কি করে ব্যঞ্জন।[১]

[১ নং ২১১২]

৩৭৪ আদরের কলা, তার খোসাটাও ভালা।

৩৭৫ আদরের কুটুম, থোড়ের ব্যঞ্জন,
নাই নাই করি' পাতে ঢালন।

৩৭৬ আদরের কুটুম ভেরাণ্ডার কাঠি।
ইঁদুরে নিয়ে গেল আধখান্ কাটি' ॥

৩৭৭ আদা আন্‌তে মুড়ি ফুরোয়।[১]

[১ নং ৪৭১৪]

৩৭৮ আদা আর কাঁচকলা[১], পাখী আর সাতনলা।
[১ নং ৩৮৫]

৩৭৯ আদা, ওষুধের আধা।

৩৮০ আদা খেলে গাঁটটা ফেলে।[১]
[১ বিদ্রূপে]

৩৮১ আদাচুরণীর মনে কামড়[১]।
[১ অর্থ অস্পষ্ট]

৩৮২ আদা জল খেয়ে লাগা।[১]
[১ 'পড়াশুনার দরুণ কিছু লাভভাব হয় না, কেবল আদা জল খাইয়া মহাশয়ের নিকট পড়িয়া আছি'—আলালের ঘরের দুলাল]

৩৮৩ আদা বেচে গাধা[১], মিঠে বেচে হারামজাদা[২]।
[১ কারণ আদা শীঘ্র শুকাইয়া ওজনে কমিয়া যায়। ২ কারণ গুড়ে ভেজাল দেওয়া যায়]

৩৮৪ আদাড়[১] গাঁয়ে[২] শিয়াল বাঘ[৩], কুকুর ব্রহ্মচারী।
কত পোয়াতীর কানা ছেলে নাম বংশীধারী॥
[১ জঞ্জাল ফেলিবার স্থান, তুচ্ছ। ২ পা—উজাড় বনে। ৩ পা—রাজা। নং ১২৭৬, ৮৪০৫]

৩৮৫ আদায় কাঁচকলায় সম্বন্ধ।[১]
[১ একসঙ্গে সিদ্ধ হয় না; স্বভাবশত্রুতা।—নং ৩৭৮]

৩৮৬ আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কাজ কি।[১]
[১ 'আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজে কি কাজ গো'—দাশু রায়। 'আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে কাজ কি' —সীতারাম। 'তাতে আমাদের কি যায় আসে? আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবরে কাজ কি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের নূরজাহান। বাক্যটি বহু পুরাতন, কারণ উদয়নের আত্ম-তত্ত্ববিবেকে ঠিক এইরূপ বচন দৃষ্ট হয়—'কিমার্দকবণিজো বহিত্রচিন্তয়া', ed. A. S. B. p. 504]

৩৮৭ আদা শুকালেও ঝাল যায় না।

৩৮৮ আদি অন্ত ভুজসি, ইষ্টদেবতা যেহ পূজসি।
মরণের যদি ডর বাসসি, অসম্ভব না খায়সি॥[১]
[১ ডাকের বচন]

৩৮৯ আদি অন্ত পাওয়া ভার।

৩৯০ আদুরে গোপাল।

৩৯১ আদুরে বউ নেঙটা হয়ে নাচে।[১]

[১ 'নেঙটা মেয়ের যত আদর জটে বেটাই ত বাড়ালে' —রামপ্রসাদ]

৩৯২ আদেখ্‌লায় দেখছে, পুঁটিমাছ লেখছে।[১]

[১ পা—আদেখ্‌লার দেখন, পুঁটিমাছের লেখন]

৩৯৩ আদেখা পাপ, আঁধারের সাপ।

৩৯৪ আদ্যি[১] কইলে[২] দেবতা তুষ্ট,
আদ্যি[১] কইলে[২] মানুষ রুষ্ট।[৩]

[১ আদি কথা, কুলের ব্যাখ্যা। ২ পা—বল্‌লে। ৩ নং ৭৬৮]

৩৯৫ আদিকাণ্ডের কথা, বললে পাবে ব্যথা।

৩৯৬ আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো।[১]

[১ 'তুমি তো আমাদের আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো, তোমার সঙ্গে কার তুলনা'—শেষরক্ষা]

৩৯৭ আধ গাগরী জল, করে ছল্‌ছল্।[১]

[১ নং ৫২৬, ২২২৭, ৭৯৮০]

৩৯৮ আধ শ্বাশুড়ী আধ বধূ, মনে বিষ মুখে মধু।

৩৯৯ আধসের চালও গেল[১], ছাগীও গাভীন হ'ল না।

[১ অর্থাৎ ছাগকে খাওয়াতে]

৪০০ আধসের চালের ফেনফেনি বেশি।
কেঁটি কুকুরের ঘেঁটঘেঁটি বেশি[১] ॥

[১ নং ২২৪৯]

৪০১ আধা কইলে গাধাও বোঝে, সব কইলে কে না বোঝে।

৪০২ আধা খায় নিরামিষ, তারে বলে হবিষ্য।

৪০৩ আঁধার ঘরের মাণিক।[১]

[১ 'বাবা এমন কর্ম্মও করে, আমার আঁধার ঘরের মাণিক'—সধবার একাদশী]

৪০৪ আঁধার ঘরে সাপ, সকল ঘরেই সাপ।[১]

[১ পা—আধার ঘরের সাপ সকল ঘরে]

৪০৫ আঁধারে আনে, জ্যোৎস্নায় যায়,
তার নরক হাতে-হাতে পায়।

৪০৬ আঁধারে ছাঁ খাওয়া।[১]

[১ অর্থাৎ বেরালের]

আঁধারে ঢিল ছোড়া, নং ৭৮ দ্রষ্টব্য।

৪০৭ আধেক বাঘ আধেক ফেউ, তারে চিনতে পারে না কেউ।

৪০৮ আন্ কথায় কান ভার, ভেজাল কথায় মন বেজার।

৪০৯ আন্ কাপাস, নে' তুলো।

আনতে বললাম বামুন ইত্যাদি, নং ২০৪৩ দ্রষ্টব্য।
আনতে বললে বিশল্যকরণী ইত্যাদি, নং ২৩৫২ দ্রষ্টব্য।

৪১০ আন্ মাগীর আন্ চিন্তে[১], হুয়ো মাগীর ভাতার-চিন্তে।

[১ চিন্তা]

৪১১ আন্‌লায় কাপড়, টেনাও[১] সাজে।

[১ ছিন্ন মলিন বস্ত্র]

৪১২ আন্ শুন্‌তে কান।[১]

[১ অর্থাৎ মন্দ শুনিবার জন্য প্রস্তুত]

৪১৩ আন্ সতীন তবু সয়, বোন্-সতীন কভু নয়।

৪১৪ আন্ সতীনে নাড়ে-চাড়ে, বোন-সতীনে পুড়িয়ে মারে।[১]

[১ সেঁজুতির ছড়া।—নং ৪৬৭৯]

৪১৫ আনহি বসত, আনহি চাষ[১], বলে ডাক—তার বিনাশ।[২]

[১ এক স্থানে বাড়ী, অপর স্থানে কৃষিক্ষেত্র। ২ ডাকের বচন]

৪১৬ আনাগোনা হাসি, ভাল নয় গো মাসী।

৪১৭ আনাড়ির ঘোড়া লয়ে[১] বুদ্ধিমানে চড়ে।
ধনবানে[২] কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে।[৩]

[১ পা—ধনবানে কেনে ঘোড়া। ২ পা—মুর্খ লোকে। ৩ পাদবিপর্য্যয়ও দেখা যায়।—সধবার একাদশীতে প্রযুক্ত

('বুদ্ধিমানে' স্থলে 'অপরেতে' পাঠ); কিন্তু অমৃত বসুর চোরের উপর বাটপাড়ি প্রহসনে এই প্রবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে—'দীনবন্ধু মিত্র ঠিক ব'লে গেছে']

৪১৮ আনারস বলে—কাঁঠাল ভাই, তোর গা বড় খস্‌খসে[১]।

[১ পা—তোর গায়ে কেন কাঁটা]

আনী মরে মানীর চিন্তায় ইত্যাদি, নং ৬৬৫৪ দ্রষ্টব্য।
আপড়া বামুন শূদ্দুরের ইত্যাদি, নং ৬৪৯১ দ্রষ্টব্য।

৪১৯ আপন আপন পর পর, যে না চেনে সে বর্ব্বর।

৪২০ আপন* কর্ম্মে বড় চাড়, পরের কর্ম্মে মন ভার।

৪২১ আপন কুচ্ছ আপনি গাওয়া।

৪২২ আপন কুকুর[১] পথ্যি পায় না।

[১ পা—বেরাল]

৪২৩ আপন কোটে[১] কুকুরও বড়।[২]

[১ 'কোট' শব্দের প্রাচীন অর্থ মৃত্তিকানির্ম্মিত গড়, যেমন 'ময়নামতীর কোট'।—নং ৪২৬]

৪২৪ আপন কোটে পাই, চিঁড়ে-কুটে খাই।[১]

[১ লীলাবতীতে উদ্ধৃত]

৪২৫ আপন কোলে ঝোল টানে।[১]

[১ নং ৮০৭৮]

৪২৬ আপন গাঁয়ে কুকুর রাজা।[১]

[১ নং ৪২৩, ৫৪৫০]

৪২৭ আপন ঘরের ধোঁয়ায় আপন চোখ কানা।

৪২৮ আপন চেয়ে পর ভাল, পরের চেয়ে জঙ্গল ভাল।

৪২৯ আপন চোখে সোনা বর্ষে, পরের চোখে রূপা।
যত লোকে কথা কয়[১] গাপা আর গুপা॥[২]

[১ পা—তারপর যত দেখ। ২ 'শাস্ত্র বলে পরামর্শে, আপন চক্ষে সোনা বর্ষে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

---

* নীচের প্রবাদগুলিতে অনেক স্থলে 'আপন' স্থলে 'আপনার', এবং 'আপন' 'আপনি' 'আপনার' পরিবর্ত্তে 'নিজের' ও 'নিজে' পাঠ পাওয়া যায়। শেষোক্ত শব্দও দ্রষ্টব্য।

৪৩০ আপন ছিদ্র জানে না,[১] পরের ছিদ্র খোঁজে[২] ।[৩]

[১ পা—না জানি। ২ পা—সন্ধানি। ৩ নং ৪৩২, ৫১৫]

৪৩১ আপন দোষে খেয়েছি মাটি,[১] বাপে পুতে কামলা[২] খাটি।

[১ পা—আক্কেলে খেয়ে মাটি। ২ মজুর, কারিগর। 'কামিলা বিশাই (বিশ্বকর্ম্মা)'—শূন্য পুরাণ। 'সে দেশে কামিলা নাই, পাঠালেন তব ঠাই আপ্তভাবে নৃপতি নন্দন'—কবিকঙ্কণ। 'কেমন করিয়া কৈলা কামিলার বেটা। শঙ্খের উপরে এত নির্ম্মাণের ঘটা॥'—রামেশ্বরের শিবায়ন]

৪৩২ আপন দোষ ঝুড়ি ঝুড়ি, পরের দোষে দিই তুড়ি।[১]

[১ নং ৪৩০, ৫১৫]

৪৩৩ আপন ধন পরকে দিয়ে,
দৈবকী[১] বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে।

[১ শ্রীকৃষ্ণের জননী। পা—দৈবজ্ঞ (অপপাঠ)—নং ৪৩৮ দ্রষ্টব্য]

৪৩৪ আপন ধন পরকে দিয়ে, মর এখন পাত কুড়িয়ে।

৪৩৫ আপন ধান পেকেছে, এখন মারুক খরা[১] ।

[১ রৌদ্র]

৪৩৬ আপন ধান বিশ পস্থুরি,[১] পরের ধান এক পস্থুরি।

[১ পাঁচ সের পরিমাণ]

৪৩৭ আপন পাঁঠা লেজে কাটি।[১]

[১ পা—যার পাঁঠা সে লেজের দিকে কাটে। 'তার পাঁঠা, সে যদি লেজের দিকে কাটে, তোর কি রে?'—গিরিশ ঘোষের নসীরাম। 'আমার কুকুর, আমি তার ল্যাজই কাটি, কানই কাটি, তোমার তাতে কি?'—অমৃত বসুর নবযৌবন]

৪৩৮ আপন পাঁজি দিয়ে পরকে[১],
দৈবজ্ঞ বেড়ায় পথে-পথে[২] ।[৩]

[১ পা—পরকে দিয়ে। ২ পা—বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে। ৩ প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সিন্দূরকৌটায় উদ্ধৃত]

৪৩৯ আপন পুত ধ'রে এনে ঝোলে ভাতে খায়।
পরের পুত ধ'রে এনে জুলু-জুলু চায়॥

৪৪০ আপন পুত লাঙলের গাদা, পরের পুত শাহজাদা।

৪৪১ আপন পোলা খায়, ঘরপানে চায়।
পরের পোলা খায়, বনপানে চায়॥[১]
[১ নং ২২১৪, ৪৮৯৩]

আপন ফাঁদে আপনি পড়ে, নং ৪৮৯৬ দ্রষ্টব্য।

৪৪২ আপন বুদ্ধি ছিল ভাল, পরবুদ্ধিতে পাগল।
বাঁচাতে গিয়ে হাঁসের ডিম, গলায় পড়ল ছাগল॥

৪৪৩ আপন বুদ্ধিতে তর, পরবুদ্ধিতে মর।

৪৪৪ আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পরবুদ্ধিতে বাদশা নই।

৪৪৫ আপন বুদ্ধিতে ভাত, পরবুদ্ধিতে হাভাত।

৪৪৬ আপন বোন ভাত পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা।[১]
[১ পা—আপন বোন ভাত না পায়, শালীর তরে মোণ্ডা যোগায়। 'বাপের বেটি মুড়কি পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা রোজ'—রূপচাঁদ পক্ষী]

৪৪৭ আপন ভাল[১] পাগলেও বোঝে[২]।
[১ পা—বুঝ। ২ পা—আপনারটা পাগলেও চায়]

৪৪৮ আপন মান আপন ঠাঁই[১]।
[১ পা—হাতে]

৪৪৯ আপন শ্বাশুড়ী সেলাম না পায়,
নানীর শ্বাশুড়ীর পিঁড়া বায়।

৪৫০ আপন হাত জগন্নাথ[১], পরের হাত এঁটোপাত।
[১ 'আপলা হাত জগন্নাথ'—মারাঠী প্রবাদ]

৪৫১ আপনা-আপনি বেড়াই বাছা, আপনার বলে কুঁদে[১]।
রাজা পাত্র সাধু মহাজন, সকলই আমার পোঁদে॥[২]
[১ ছিদ্র করিয়া। ২ ছুঁচের উক্তি; শ্লেষে, চতুরা নারীর চতুরালি]

৪৫২ আপনাকে আগে সামাল কর, পরে গিয়ে পরকে ধর।

৪৫৩ আপনাকে না বিবি আঁটে,[১] খাবলা-খাবলা শিন্নি বাঁটে।
[১ আপনার কুলায় না]

৪৫৪ আপনার আছে ত খাও, নইলে ফেল্‌ফেলিয়ে চাও।

৪৫৫ আপনার আছে ত সবই আছে,
আপনার নাই ত কিছুই নাই।

৪৫৬ আপনার আঁটে না, পরকে দেবে।[১]

[১ নং ৪৫৩, ৫০২-৩]

৪৫৭ আপনার আথাল[১] শুঁকে না চায়,
পরের আথালে গন্ধ পায়।

[১ গোয়াল (প্রা)]

৪৫৮ আপনার আপনার কিছু নয়, জগৎ কেবল মায়াময়

৪৫৯ আপনার আপনি, ডোর আর কপনি।

৪৬০ আপনার কথা পরকে কই, সাধাসাধি করতে পথে বই[১]।

[১ বসি]

৪৬১ আপনার কথা পাঁচ কাহন,[১] পরের কথা এক কাহন।

[১ 'সকলেই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, সকলেই স্বস্বপ্রধান, সকলেরই আপনার কথা পাঁচ কাহন'—আলালের ঘরের দুলাল। 'আপনার কথা সাত কাহন ক'রে আমার মুখে থাবা দিয়ে রাখবে'—অমৃত বসুর ডিস্‌মিশ]

৪৬২ আপনার কামার, আপনার খাঁড়া।
যেখানে পড়াবি, সেখানেই পড়া॥[১]

[১ 'সাহেবেরা কামার, আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে'—নীলদর্পণ]

আপনার কুকুর পরের ঠাকুর, নং ৪২৬৪ দ্রষ্টব্য।

৪৬৩ আপনার গরু বামুনেও চরায়।

৪৬৪ আপনার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলা।[১]

[১ 'যদি যথার্থ জাত জাত করিয়া বেড়াও তবে আপনাদের গায়ে হাত দিয়া কথা কহ'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৪৬৫ আপনার ঘরে সবাই রাজা।

৪৬৬ আপনার ঘোল কেউ[১] টক্ বলে না।

[১ পা—গয়লার দই গয়লা]

৪৬৭ আপনার চরকায় তেল দাও।[১]

[১ টেকচাঁদের মদ খাওয়া বড় দায় ও অমৃত বস্তুর একাকারে প্রযুক্ত। 'তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ' —নীলদর্পণ]

৪৬৮ আপনার ছাগল[১] বেঁধে রাখি[২],
পরের ছাগল[১] ছেড়ে দিই[৩]।

[১ পা—পাগল। ২ পা—বাঁধি-ছাঁদি। ৩ পা—হাততালি দিই]

আপনার ছেলে ছেলেটি ইত্যাদি, নং ৫৫৭ দ্রষ্টব্য।

৪৬৯ আপনারটা ষোল আনা, পরেরটা কিছু না।[১]
[১ নং ৪২৫১]

৪৭০ আপনারটিতে খোদার দোহাই, পরেরটিতে আন্‌না খাই।

৪৭১ আপনার ঢাক আপনি বাজানো।

৪৭২ আপনার ঢাকা থাক্, তোর বিকিয়ে যাক্।[১]

[১ নং ৩৯১০]

৪৭৩ আপনার ধনে আপনি চোর।[১]

[১ 'পথে পথে কেঁদে বেড়াই, আপনার ধনে আপনি চোর'—রাম বসু]

৪৭৪ আপনার নয় ঠাকুর, পরে করবে কি।

আপনার নাক কেটে ইত্যাদি, নং ৪৬৫২ দ্রষ্টব্য।

৪৭৫ আপনার পানে চায় না[১] শালী[২],
পরকে বলে টেবো[৩] গালি।

[১ পা—আপনার কথা কয় না। ২ পা—খালি। ৩ পা—চাল্‌দা]

৪৭৬ আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল[১] মারা।[২]

[১ পা—কুঠার। ২ 'আপনি কুঠার মারি আপনার পায়' —কৃত্তিবাস। 'আপনি কুঠার মাল্যি আপনার পায়'—কবিচন্দ্রের রামায়ণ। 'কচি কচি মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারি'—নীলদর্পণ। 'কুঠার মেরেছি আমি আপনার পায়'—গিরিশ ঘোষের

ভ্রান্তি। 'মারছিস্ আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল, মজিয়ে দিচ্ছিস্ দেশ'—অমৃত বসুর সাবাস্ বাঙ্গালী। 'তবু তাঁকে বলো না যে, আমি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে চলে গেলুম'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন]

৪৭৭ আপনার পোঁদে ন'মন গু, পরকে বলে—তোর পোঁদে থু।[১]

[পা—যার পোঁদে যত গু, সেই করে তত থু।—নং ৭১৩০]

৪৭৮ আপনার বগলে গন্ধ নেই, পরের বগলে গন্ধ।

৪৭৯ আপনার বেলা আঁটা-আঁটি[১], পরের বেলা দাঁতকপাটি[২]।

[১ পা—আঁটি-সাঁটি। ২ পা—চিমটি কাটি]

৪৮০ আপনার বেলা চাপনচোপন, পরের বেলা ঝুরঝুরে মাপন।

৪৮১ আপনার[১] বেলা ছ'কড়ায় গণ্ডা,
পরের[২] বেলা তিন কড়ায় গণ্ডা।[৩]

[১ পা—নেবার। ২ পা—দেবার। ৩ নং ৪১০৭]

৪৮২ আপনার বেলায় মালা-মালা, পরের বেলায় আধ মালা।

আপনার বেলা লীলাখেলা ইত্যাদি, নং ৪৯৪, ৪২৪৬ দ্রষ্টব্য।

৪৮৩ আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা।[১]

[১ 'বলুক আর না বলুক, আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা যায়'—নবীন তপস্বিনী]

৪৮৪ আপনার মন্দ, পরের ভালা, তারে কয় বোকার শালা।

৪৮৫ আপনার মাথা আপনি খায়।

৪৮৬ আপনার মান আপনি রাখি, কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি।[১]

[১ 'আপনার মান গো আপনি যত্নে রাখি। লোকে বলে কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি ॥'—রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর। 'অপ্পেয়ে যদি কান কাটতো, তবু বিধাতা মান রাখতো, কেবা দেখতো চুলে ঢাকতো, কাটলি কেন নাক রে'—দাশু রায়]

৪৮৭ আপনার মা রাঁধুনী, বারোমাস সুখ।

৪৮৮ আপনার মুখ আপনি দেখ।[১]

[১ হুতোম প্যাঁচার নক্শায় প্রযুক্ত]

৪৮৯ আপনার মুতে আপনি আছাড় খাওয়া।[১]

[১ নং ৫১৬৭]

৪৯০ আপনার রাখ, পরের চাখ।

৪৯১ আপনার রান্না ভাল লাগে তিন জনের।
আপনার, কুকুরের, ঠাকুরের ॥

৪৯২ আপনার হাতে পড়লে হাঁড়ি,
ভাত রেখে আমানি বাড়ি।[১]

[১ কখনও অধিক দেখা যায়—'পরের হাতে পড়লে হাঁড়ি, আমানি রেখে ভাত বাড়ি'। নং ৪৯৪১ দ্রষ্টব্য]

৪৯৩ আপনার হারা, আর স্ত্রীর মারা।[১]

[১ 'A defeat and a beating from wife alike people are always careful to conceal'—Morton]

৪৯৪ আপনি করলে[১] লীলাখেলা, পাপ লিখলে[২] পরের বেলা।[৩]

[১ পা—আপনার বেলা। ২ পা—দোষ লিখেছ; দোষ হল। ৩ নং ৪৬৫২]

৪৯৫ আপনি গিন্নী স্বয়ম্বরা, কি বিলায় মোর খই কলা।

৪৯৬ আপনি[১] গেলে ঘোল পায় না,
বেঁশোকে[২] পাঠায় দুধের তরে।[৩]

[১ পা—কর্ত্তা; মনিব নিজে। ২ পা—চাকরকে। ৩ নং ৪৬৪৬]

৪৯৭ আপনি চোর যেই, বাপকে বিশ্বাস নেই।

৪৯৮ আপনি থাকতে নেই ঠাঁই, বউয়ের সঙ্গে সাতটা[১] ধাই।[২]

[১ পা—আঠারো; সত্তর। ২ নং ৫৩৭৩]

৪৯৯ আপনি নেঙাই[১], পরকে ভেঙাই।

[১ ডান হস্তের পরিবর্ত্তে বাম হস্ত ব্যবহার করি; অথবা, নেঙচাই=খুঁড়াইয়া চলি]

৫০০ আপনি পাগল, ভাতার পাগল, পাগল তার চেলা।
এক পাগলে রক্ষা নেই, তিন পাগলের মেলা ॥[১]

[১ নং ৪৯৮৩। 'এক ভূতে রক্ষা নাই, পাঁচ ভূতের মেলা'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৫০১ আপনি পায় না[১] জা'গা, কুত্তা আনে বাঘা।

[১ পা—জিরোবার নেই]

৫০২ আপনি পায় না, পরকে বিলায়।[১]

[১ নং ৪৫৬]

৫০৩ আপনি পায় না[১], শঙ্করাকে[২] ডাকে।[৩]

[১ বিবিধ পাঠ—আপনি (বা আপনি ঠাকুর) ভাত পায় না ; আপনি খেতে ভাত পায় না ; আপনি পায় না খেতে ; আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, ইত্যাদি। ২ পা—সেধোর মাকে। ৩ 'আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করকে ডাকে'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের মূল্য]

আপনি পারে না অন্যকে বলে ইত্যাদি, নং ৪৬৪৮ দ্রষ্টব্য।

৫০৪ আপনি বড় ভালো, তাই পরকে বলে কালো।[১]

[১ 'ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো'—ভারতচন্দ্র]

৫০৫ আপনি বাঁচলে বাপের নাম।[১]

[১ নবীন তপস্বিনীতে ও গিরিশ ঘোষের মায়াবসানে প্রযুক্ত। 'কিন্তু প্রাণটা তো বাঁচলে বাপের নাম'—টেকচাঁদের মদ খাওয়া বড় দায়]

৫০৬ আপনি ভাল ত জগৎ ভাল, তারি মান থাকে।
আপনি মন্দ ত জগৎ মন্দ, কে তার মান রাখে ॥[১]

[১ তুলনীয়—অপ্ ভলা ত জগ্ ভলা]

৫০৭ আপনি ম'রে জ্ঞাতির হাঁড়ি ফেলানো।

৫০৮ আপনি যেমন জগৎ তেমন।[১]

[১ নং ৩৬৪]

৫০৯ আপনি যেমন ঢেমন, জগৎ দেখি তেমন।[১]

[১ পা—আপনি যেমন তেমন, জগৎ দেখি কেমন]

৫১০ আপনি রইলেন ড'রপানিতে[১], পোলাকে পাঠালেন চর।[২]

[১ পা—শালা কুমীর (বা বাঙাল) বড় সেয়ান, আপনি রইলেন ড'রপানিতে। ড'র = ডহর, গভীর। ২ লেঠা মাছকে ('পোলা') জলের উপর ভাসিতে দেখিয়া গভীর জলে অবস্থিত কুমীর সম্বন্ধে মন্তব্য]

৫১১ আপনি রাঁধি, আপনি কাঁদি,
আপনার খাটিপাটি আপনি বাঁধি।

৫১২ আপনি রাঁধি, আপনি খাই, আপনি তার বলিহারি যাই।

৫১৩ আপনি সয় না তুলা এক পোয়া,
পরের মাথায় দেয় দু'মন লোহা।

৫১৪ আপি আপি আপি, দু'পা দে' চাপি'।

৫১৫ আপ্তচ্ছিদ্র ন জানাতি, পরচ্ছিদ্র পদে পদে।[১]

[১ সং—আপ্তচ্ছিদ্রং ন জানাসি পরিচ্ছিদ্রানুসারিণী। জারস্বার্থে পতিং হত্বা জলে তিষ্ঠসি নগ্নিকা॥—'আপ্তচ্ছিদ্র না জানিস্ পরকে দিস্ খোঁটা'—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড। 'আপনার ছিদ্র ত্যাকা পরকে দিস্ খোঁটা'—কবিচন্দ্রের রামায়ণ।—'পরে নিন্দ নাহি দেখ ছিদ্র আপনার'—কাশীরাম।—নং ৪১৪,৪১৬]

৫১৬ আপ্ত রেখে ধর্ম্ম, তবে পিতৃলোকের কর্ম্ম।[১]

[১ পা—আগে ধর্ম্ম, পরে পিতৃলোকের কর্ম্ম]

৫১৭ আপ্-রুচি খানা, পর-রুচি পর্‌না।[১]

[১ 'পিন্না' পাঠ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায়]

৫১৮ আফিমে ভালা, গাঁজাই চোর।
গুড়ুকওয়ালার ঘরে সদাই সোর[১] ॥

[১ গোলমাল]

৫১৯ আবর তাঁতী গোবর খায়, মাগের বোলে[১] মরতে যায়।

[১ পা—কথায়]

৫২০ আবাগার[১] বেটা ভূত।[২]

[১ অভাগ্যের। ২ আলালের ঘরের দুলালে ও লীলাবতীতে ব্যবহৃত]

৫২১ আবাতি[১] কাঁঠালের ভোঁতা।

[১ কচি অর্থে। কচি কাঁঠালের ভোঁতা হয় না। পা—কচি]

৫২২ আবাতি কালে[১] অনন্তের ব্রত[২]।

[১ অল্পবয়সে। অনন্ত = বিষ্ণু। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে অনুষ্ঠেয় এই ব্রত চতুর্দ্দশ বৎসর পালন করিতে হয়]

৫২৩ আবাতি পাকলে মিঠা কম।

আবাদের ধানে ধন, নং ৪৩৯৪ দ্রষ্টব্য।

৫২৪ আবার ডোমকে ধারে মদ।

৫২৫ আবালে[১] না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাঁশ্-ট্যাঁশ্।

[১ পা—আগে ; কাঁচায়]

৫২৬ আভরা কলসীর ঢক্‌ঢকানি বেশি।[১]

[১ নং ৩৯৭, ২২২৭, ৭৯৮০]

৫২৭ আম, আমড়া, কুঁজড়া[১] ধান,[২] এই তিন নিয়ে বর্দ্ধমান।[৩]

[১ দেশজ। ২ পা—আমড়া, কুমড়া, ধান। ৩ নং ৭৭৩০]

৫২৮ আম, আমড়া, শিমুল[১], ফাগুনের জলে নির্ম্মূল[২]।

[১ পা—সজনে শিমুল। ২ পা—সব নির্ম্মূল]

৫২৯ আম-কাঁঠালের বাগান দিলাম, ছায়ায় ছায়ায় যেও।
উড়কি ধানের মুড়কি দিলাম, পথে জল খেও॥

৫৩০ আম খাওয়া নিয়ে কথা, আঁটি নিয়ে কি মাথাব্যথা।

৫৩১ আম খেয়ে খায় পানি, পোঁদ বলে—আমি না জানি।

৫৩২ আমড়া কাঠের[১] ঢেঁকি।

[১ মজবুত নয়, অপদার্থ। বিদ্রূপে প্রযুক্ত]

৫৩৩ আমড়াগাছি করা।[১] আম্‌তা-আম্‌তা করা।[২]

[১ আমড়া গাছকে আম বলিবার রকম ধোঁকা দেওয়া। 'প্রথম প্রথম আমড়াগেছে রকম এক এক বার বলে···ক্রমে বুঁদ হইয়া বসিয়া থাকে'—মদ খাওয়া বড় দায়। ২ ইতস্ততঃ করা। উদাহরণের জন্য নং ২৩৫৪ দ্রষ্টব্য]

৫৩৪ আমড়া গাছে আম হয় না।

৫৩৫ আমড়া, চাল্‌তা, তাল, আবালবৃদ্ধ[১] ভাল।

[১ অর্থাৎ কচি অবস্থা হইতে পাকা পর্য্যন্ত]

৫৩৬ আমড়াতলায়[১] যদি আম পাই, আমতলায় কেন যাই।[২]

[১ পা—শাঁড়াতলায় ; শেওড়াতলায় ; গাবতলায়। ২ নং ১৯৭, ৩৭১৬]

৫৩৭ আমড়ায় আর আমে, জামরুলে আর জামে।

৫৩৮ আমতলায় আম মাহাঙ্গা।

৫৩৯ আম না থাকলে আমড়া চোষে।

৫৪০ আম না হতে আমসত্ব।

৫৪১ আম পড়বে বাতাসে, কাউয়া রইল প্রত্যাশে।

৫৪২ আম ফলে থোলো-থোলো, তেঁতুল ফলে বাঁকা।
ভদ্দর লোকের ঘরে কেবল রাঁড়ের হাতে শাঁখা॥

৫৪৩ আম ফুরোলে আম্‌সী খাবে।

৫৪৪ আম ফেলে[১] আঁটি চোষা।[২]
[১ পা—না পেয়ে। ২ নং ৩৩৪]

আমরা কি ঘাস খাই, নং ২৭৯৫ দ্রষ্টব্য।

৫৪৫ আমরা বড় চুলের গোষ্ঠী, আঁট্‌লে-সাঁট্‌লে কুলের আঁট্‌টি।

৫৪৬ আমরা বেদের জাত, মাঠে ফেলি টোল[১]।
বৃষ্টি-বাদল হ'লে পরে ব'সে বাজাই ঢোল॥
[১ কুঁড়ে ঘর (নং ৫১৭৮ দ্রষ্টব্য)। 'নইলে দু'টি ভাতের জন্যে বেদের টোল বেঁধে আজ হিল্লী কাল ডিল্লী এই ক'রে বেড়ান ঝকমারি'—অমৃত বসুর একাকার]

৫৪৭ আ মরি, আ মরি, বালাই যাই,
গুড় দিয়ে তোর গাল চেটে খাই।

৫৪৮ আ মরি, মিন্‌সে লোক হাসালে,[১]
গোঁফ রেখেছে তোবড়া গালে।[২]
[বিবিধ পাঠান্তর—দেখব কত কালে-কালে; দেখলাম কত কলিকালে; দাড়ি নেইক কোনো কালে; মরণ নেই কোনো কালে, ইত্যাদি। ২ নং ২৬২৭]

৫৪৯ আম শুকোলে আম্‌সী, বয়স গেলে কাঁদতে বসি।[১]
[১ 'লোকে বলে—আম ফুরালে আম্‌সি, বয়স ফুরালে কাঁদতে বসি'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব]

৫৫০ আম শুকিয়ে আমসী, জল শুকিয়ে পাঁক।
বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী,[১] আগুন ম'রে খাক্[২]॥[৩]
[১ সং—অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ কুরূপা চেৎ পতিব্রতা। রোগী চ দেবতাভক্তো বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী॥ 'সেবাদাসী সীমন্তিনী, বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী'—দাশু রায়। ২ ভস্ম। ৩ কমলে কামিনী।—নং ৬৫৭৮, ৫৭৩২]

৫৫১ আম শুনতে জাম শুনেছে, চাঁদ লিখতে ফাঁদ লিখেছে।

৫৫২ আমানি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে, সিঁদূর পরবি কিসে।[১]

[১ প্রবোধচন্দ্রিকায় উদ্ধৃত]

৫৫৩ আমায় না দিয়ে ননী, কত ধন বাঁধবে, ধনী।

৫৫৪ আমার আমার যত কর, চিনির বলদ[১] ব'য়ে মর।

[১ নং ৩০২১]

৫৫৫ আমার এমনি গুণ, চূণকে বানাই নুন।

৫৫৬ আমার এমনি হাতযশ।

এপাড়ায় যদি ওষুধ খাওয়াই ওপাড়ায় মরে গণ্ডা দশ॥

৫৫৭ আমার[১] ছেলে ছেলেটি, খায় শুধু[২] এতটি,

বেড়ায় যেন গোপালটি[৩]।

ওদের[৪] ছেলে ছেলেটা, খায় দেখ[২] এতটা,

বেড়ায় যেন বাঁদরটা॥[৫]

[১ পা—আপনার; নিজের। ২ পা—ভাত খায়। ৩ পা—লাটিমটি; ঠাকুরটি। ৪ পা—পরের। ৫ পাদ-বিপর্য্যয়ও দেখা যায়]

৫৫৮ আমার ঠাকুর এড়া।

কিল খান্ চোদ্দবুড়ি, কড়ি দেন দেড়া॥

৫৫৯ আমার ঠাকুর খান কি? ঘি-ভাত।

না পেলে? শুধু ভাত॥

৫৬০ আমার দইয়ের এমনি গুণ,

এক সের দইয়ে তিন সের নুন।

৫৬১ আমার ধান পায়রায় খায়, আমার রাম বাণিজ্যে যায়।

৫৬২ আমার নাম আক্কেলরাজ, লাথি-চড়ে নাই লাজ।[১]

[১ নং ৭৭৫৫]

৫৬৩ আমার নাম নিতাই, এক খাই এক থিতাই।

৫৬৪ আমার নাম ময়না, তবুও ত হয় না।

৫৬৫ আমার নাম যমুনা দাসী, পরের খেতে ভালবাসি।
পরকে দিতে জ্বরে গা, পরের নিতে সরে গা ॥

৫৬৬ আমার নাম রণরঘু,[১] ভিটাতে চরাই ঘুঘু।

[১ 'আরে বলে কি, রণরঘু রাজপুরে উঠেছেন'—গিরিশ ঘোষের জনা]

৫৬৭ আমার নাম রাম দত্ত, আমি জানি সকল তত্ত্ব।

৫৬৮ আমার পেটের ছাও, আমারে খেতে চাও।

৫৬৯ আমার পেঁড়ো[১] ডুবলেও এক হেঁটো।[২]

[১ বেতের চুবড়ি। ২ পা—পেঁড়ো ডুবলে এক হাঁটু]

৫৭০ আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া।[১]

[১ বৈষ্ণব গীতি]

৫৭১ আমার কথা শোন্, ঘরদোর ভেঙে ফেলে নোটেশাক বোন্।

৫৭২ আমার ভাই রাবণ রাজা, আমি শূর্পনখা।
ধরা মাঝে এমন জোড়া পারিস্ যদি দেখা ॥

৫৭৩ আমার মন করছে খাজনা খাজনা,
রেখে দে' তোর হরি-ভজনা।

৫৭৪ আমার হ'ল বুকে ঘা, আমারে বলে রসুন খা'।

৫৭৫ আমার হাগা পেলে জাগিয়ে দিও।

৫৭৬ আমিই বা কই কি, সরকারে বা লেখে কি।

৫৭৭ আমি এমনি দম লাগাই, ভেল্‌কিতে ভেড়া বানাই,
দিনের বেলা তারা দেখাই।

৫৭৮ আমিও ফকির হলাম, দেশেও আকাল এল।[১]

[১ নং ৮৭৬৫]

৫৭৯ আমিও মাঝি হলেম, গাঙও বাঁকা হল।

৫৮০ আমি কই ফলের কথা, ও কয় জলের[১] কথা।

[১ পা—জলজন্তুর]

৫৮১ আমি করি আপন আপন, গোপালে ভাবে পর।

৫৮২ আমি করি ভাই ভাই, দাদার কিন্তু মনে নাই।

৫৮৩ আমি কাঁদি পিরীতের ছন্দে,
হরিদাস বাবাজী কাঁদে কি সম্বন্ধে।

৫৮৪ আমি কি তেমনি চাঁপা রাই।
যমের হাতে খূর্প দিয়ে তুব্বো ঘাস ছোলাই ॥

আমি কি নাচতে জানিনে ইত্যাদি, নং ৪৫৫৬ দ্রষ্টব্য।

৫৮৫ আমি কি নেড়ী-ভেড়ী,
আমার পাঁচখান্ কাপড় ধোপার বাড়ী[১]।

[১ পা—কাপড় কাচাই ধোপার বাড়ী]

৫৮৬ আমি কি বলি বেহাইকে মার।
খাজনা যাতে আদায় হয় তাই শুধু কর ॥

৫৮৭ আমি কি ভেসে এসেছি।
কাল সকালে কেলে সোনার কোলে বসেছি ॥[১]

[১ জামাই বারিক]

৫৮৮ আমি খাই[১] ভাতারের ভাত, তোর কেন গালে[২] হাত।

[১ পা—কেউ খায়। ২ পা—কেউ দেয় কপালে].

৫৮৯ আমি ঘরভাঙানী সই, পরের মন্দকারী নই।
কথা কই আপন রেখে, গুছি দিই[১] দু'দিক থেকে ॥

[১ নং ১৩৩৯]

৫৯০ আমি ছাড়ি ত কম্‌লী ছাড়ে না।[১]

[১ পা—হাম ছোড়া, কমলী নেই ছোড়তা।—ভাল্লুককে কম্বল বলিয়া জড়াইয়া ধরিবার গল্প হইতে]

৫৯১ আমি জানি না, দাদায় জানে, তবু শালারা[১] বেঁধে আনে।

[১ পা—বড় বড় জনকে]

৫৯২ আমি জানি না চুল বাঁধতে,
আমায় বলে আরেক বাড়ী রাঁধতে।

৫৯৩ আমি, ঠাকুর, হাবাগোবা, ফুল নাও থাবা-থাবা।[১]

[১ নং ৩৮৪২]

৫৯৪ আমি বেহায়া পেড়েছি পাত, কোন্ বেহায়া দেয় না ভাত।

৫৯৫ আমি ভানি পরের বারা[1], আমার বারা যায় দখিনপাড়া।
[১ ঢেঁকিতে ধান কোটা]

৫৯৬ আমি মরি আপন জ্বালায়, সবাই এসে আগুন উস্‌কায়।

৫৯৭ আমি যদি কই, ভেঙে পড়ে দই।

আমি যাই বঙ্গে ইত্যাদি, ৩৮৪৬ দ্রষ্টব্য।

৫৯৮ আমি যার করি আশ, সেই করে সর্ব্বনাশ।

৫৯৯ আমি যে ভেবে মরি, তুমি কার নায়ে যাবে চড়ি'।[1]
[১ পা—আমি ভাবি রে ভাই, তুমি যাবে কার না'য়]

৬০০ আমে[1] বান, তেঁতুলে[2] ধান।[3]
[১ পা—আমগুণে। ২ পা—তেঁতুলগুণে। ৩ খনার বচন নং ৬ দ্রষ্টব্য]

৬০১ আমে দুধে এক হয়, আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যায়।

৬০২ আয় বুঝে ব্যয়।[1]
[১ পা—বুঝে আয় কর ব্যয়; যেমন আয় তেমন ব্যয়। —'আয় দেখে ব্যয় করিতে হইলেই যমে ধরে'—আলালের ঘরের দুলাল]

৬০৩ আয় কিল ঘাড়ে।

৬০৪ আয় হরশে, মোরে ধরসে।

আয়না আয়না আয়না সতীন যেন ইত্যাদি, নং ৬৪৪৪ দ্রষ্টব্য।

৬০৫ আয়ে ছুতার, ব্যয়ে কামার।

৬০৬ আয়েশ লুকোবি বয়েস লুকোবি,
গালভাঙা তোর কোথায় থুবি।

৬০৭ আর আটটা গরু মেলে, হারানো গরুটি মেলে না।

৬০৮ আরও ক'দিন থাকো বাছা, বুঝবে ক'জন সিধা সাচা।

৬০৯ আর কাঠে আগুন নেই, মাদার-কাঠে আগুন।[1]
[১ পা—আর কাঠে জ্বলে না, শিমূল-কাঠে জ্বলে]

৬১০ আর কাজে নয়কো দড়, লাউ কুটতে ফালা দেন।[1]
[১ নং ১, ৭৯, ৩৬০৩]

৬১১ আর কি আছে সেদিন, এখন এক খিলি পান দু'দিন।

৬১২ আর কি ছকুর সেকাল আছে।[১]

[১ নং ১১৭৩]

আর কি নেড়া বেলতলায় যায়, নং ৪৭৫৭ দ্রষ্টব্য।

৬১৩ আর গাব খাব না, গাবতলা দিয়ে যাব না।
গাব খাব না খাব কি, গাবের মতন আছে কি ॥

৬১৪ আর মাগ যেমন তেমন, বয়সকালের মাগ মাথার রতন।

৬১৫ আর রাজ্যে বামুন নেই, কাশী ঠাকুর চিঁড়ে খাও।

৬১৬ আরশিতে মুখ দেখা।[১]

[১ অর্থাৎ কাজের বিনিময়ে কাজ]

আরশির মুখ ইত্যাদি, নং ৪৭৯৮ দ্রষ্টব্য।)

৬১৭ আরশুলা[১] আবার পাখী, খই আবার জলপান।[২]

[১ পা—চামচিকে। ২ 'আরশুলা আবার পাখী, ডেপুটি আবার হাকিম'—সধবার একাদশী।—নং ৩৮৮৪]

৬১৮ আর সওদা যেমন তেমন, চাই খোঁপাবাঁধা দড়ি।

৬১৯ আরা-কাটা[১] তোতা-কাটা[২] সমান।

[১ আরাকশ = করাত। ২ তোতাপাখীর শিকল কাটা]

আরে আমার রসের নাগর ইত্যাদি, নং ৬২০২ দ্রষ্টব্য।

৬২০ আরে ও গোপালের নাতি।
এনেছিলে দুর্গামূর্ত্তি, করবেই ত এই কীর্ত্তি![১]

[১ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর উক্তি]

৬২১ আরে মোর[১] তুমি,
তোমার জন্যে চাল ভিজিয়ে চিবিয়ে মরি আমি।

[১ পা—ওরে আমার]

৬২২ আরের[১] দাঁত আর ছিরে বুড়োর[২] মাড়ি।

[১ অন্যের। ২ পা—খুড়োর]

৬২৩ আরের মন আর দিকে[১], চোরের মন বোঁচকার দিকে।[২]

[১ পা—আড়ে চায় দিকে চায়। ২ নং ৩১৫৩]

৬২৪ আরের সঙ্গে যেমন তেমন, পীরের সঙ্গে মস্করীকরণ।[১]

[১ নং ৫১৩৮]

৬২৫ আল্‌গা[১] কাছায় পোঁদ বাড়ে।

[১ পা—ঢিলে]

৬২৬ আল্‌গা চুলে খোঁপা বাঁধা।

৬২৭ আল্‌গা পেলে সন্ন্যাসীও মাতে।

৬২৮ আল্‌গা বেতের বাঁধন, নড়ে-চড়ে খসে না।

৬২৯ আল্‌তার স্নুটি[১], আর তুলোর মাকাটি।

[১ গুণহীন বস্তু। নবনাটকে প্রযুক্ত]

৬৩০ আলস্য হেন ধন থাকতে, দুঃখের অভাব কি।

৬৩১ আলাই-বালাই মাথায় পড়া।

৬৩২ আলা এলে ডালা এলে[১] মুই পুতের মা।
পাইক এলে পেয়দা এলে মুই কিচ্ছু না॥

[১ পা—ভেট এলে বেগার এলে]

৬৩৩ আলালের ঘরের দুলাল।[১]

[১ 'আলা ঘরে দুলার মত চলিতে চলিতে'—প্রবোধচন্দ্রিকা, চতুর্থ স্তবক, প্রথম' কুসুম। আলা বা আলাল = বড়। টেকচাঁদের সুপরিচিত গ্রন্থের এইরূপ নাম। 'আপনি জগদম্বার সম্বল, জগদম্বার আলালের ঘরের দুলাল'—নবীন তপস্বিনী। 'আলালের ঘরের দুলাল মোনাকে সর্ব্বস্ব দিতে পারনি বলে হিংসেয় ফেটে মরছ'—গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী]

৬৩৪ আলি আলি আলি[১],
যেখানে যাই[২] সেখানেই শুধু ভাজা[৩] বালি।

[১ পা—এলি এলি এলি। ২ পা—গেলি। ৩ পা—সেখানেই তপ্ত বালি]

৬৩৫ আলি দিবি কি পালি দিবি[১], সকল ঘরে পোঁচড়া দিবি।

[১ 'আলি পালি' পংক্তি অর্থে]

৬৩৬ আলি লো বাঁশপাতা, বিয়ের রাতে কইলি কথা।

৬৩৭ আলুনা আলুনা খাও[১], ফোঁটা পানে চাও[২]।

[১ অর্থাৎ রান্না ভাল না হইলেও। পা—ভাত খাও।
২ ফোঁটা অর্থাৎ গৃহিণীর কপালে]

৬৩৮ আলো-আঁধারি লাগা।[১]

[১ কতক বোঝা কতক না-বোঝার ধাঁধা লাগা। 'পাদরী সাহেব এয়েচেন···আমাকে আলোয় নিয়ে চল্যেন—দেখ যেন আলো-আঁধারি লাগে না'—লীলাবতী]

৬৩৯ আলোচাল দেখলে ভেড়ার মুখ চুলকায়।[১]

[১ 'আলোচাল দেখায়ে ভেড়া গোয়ালে পোরা'—গোপাল উড়ে। 'ব্রাহ্মণের কাছে আতপ চাল দেখলে মুখ চুলকায়'—নবীন তপস্বিনী]

৬৪০ আলোচাল, বাসকের গুঁড়ি, আপন গরবে ফাঁপা টুরি।

৬৪১ আলোচাল, বেঁড়ে কলা, খাও না ঠাকুর, এই বেলা।

৬৪২ আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল, প্রমাদ আঁধারে।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৬৪৩ আলোর[১] নীচেই আঁধার।

[১ পা—চেরাগের ; প্রদীপের]

৬৪৪ আলো হাওয়া বেঁধো না, রোগভোগে সেধো না।

৬৪৫ আল্লা, ভাত-কাপড়ে একেবারেই মারলা।

৬৪৬ আল্লায় দিলে মোল্লায় নেয়।

৬৪৭ আল্লার দেওন অফুরানি, বান্দার দেওন কুয়ার[১] পানি।

[১ কুয়াসার]

আশমান জমীন তফাৎ, নং ২০৯ দ্রষ্টব্য।

৬৪৮ আশা আর ফুঁ আছে[১], দুধ আর বাটি নেই।

[১ অর্থাৎ গরম দুধে ফুঁ দিয়া খাইবার আশা]

৬৪৯ আশা আর বাসা, ছোট ক'রে মরে চাষা।

৬৫০ আশা আশা পরম দুখ, নিরাশাই পরম সুখ।[১]

[১ সং—আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।—নং ৬৬৩]

৬৫১ আশা[১] করেছেন কাও[২] পাকলে খাবেন ডাঁও[৩]।

[১ পা—আশ ; মনে ; সাধ। ২ কাক। ডেঁও বা ডাঁা ফল (bread fruit—Morton ; মাদার ফল)। পা—চেয়ে রয়েছেন কাও, পেকে রয়েছে ডাঁও]

৬৫২ আশা ক'রে ব'সে আছি, ধানচাল মিশায়ে বাছি।

৬৫৩ আশা বৈতরণী নদী।[১]

[১ অর্থাৎ জীবিতকালে মানুষ আশা অতিক্রম করিতে পারে না। সং—ক্রোধো বৈবস্বতো রাজা আশা বৈতরণী নদী। 'আর এক কথা হচ্ছে—আশা বৈতরণী নদী, আশার বলেই মনুষ্য বেঁচে থাকে'—অমৃত বসুর হীরকচূর্ণ]

৬৫৪ আশায় আমার পড়ল ছাই, এখন বল কোথায় যাই।

৬৫৫ আশায় আশায় জীবন গেল, সুদিন আর নাহি এল।

৬৫৬ আশায় খেলেছি পাশা।

৬৫৭ আশায় জল সিঁচে মরি, রুই কাতলা কি পুঁটি ধরি।

৬৫৮ আশায় দিলাম কুলমান, শেষে দেখি নাই স্থান।

৬৫৯ আশায় পুড়ালাম বাসা[১], আশায় মুড়ালাম[২] দাড়ি।
ভিক্ষা দাও গো কাঙাল আমি যাচ্ছি বাড়ী-বাড়ী[৩]॥

[১ পা—আশায় মরিল চাষা। ২ পা—প্রত্যাশায় মুড়ল। ৩ পা—আর হারামজাদীকে বলো হারামজাদা যায় বাড়ী। এইগুলি লঙ্-এর ধৃত পাঠ]

৬৬০ আশায় মরে চাষা[১]।

[১ ইহার পর অধিক পাঠ পাওয়া যায়—ধ্যানে মরে যোগী]

৬৬১ আশায় যে ভর করে, অনাহারে সেই মরে।

৬৬২ আশার অর্দ্ধেক ফল।[১]

[১ রূপান্তর—আশা করি যত, ফল হয় না তত]

৬৬৩ আশার চেয়ে নিরাশা ভাল, হয়ে গেল ত হয়ে গেল।[১]

[১ নং ৬৫০]

৬৬৪ আশার শেষ নেই।[১]

[১ সং—আশাবধিং কো গতঃ]

আশী বছরেও গয়লা ইত্যাদি, নং ২৩৫৫ দ্রষ্টব্য।

৬৬৫ আশী ব'লে একাশী হল।

৬৬৬ আশীর্ব্বাদ করি মাথার কাটে[১],
মেগে খাওগে চেতলার হাটে।
[কাট=তৈলমল বা 'তেলকিটে']

৬৬৭ আশে-পাশে কড়ি, তবে বেটার বিয়ে জুড়ি।[১]
[১ নং ৫৮৪১]

৬৬৮ আশ্বিন মাসে[১] কুঠে পাঁঠাতেও কড়ি।
[১ দুর্গাপূজার সময়, বলিদানের জন্য। 'পাঁঠা বিক্রীর আদর যেমন আশ্বিন মাসে হয়'—দাশু রায়]

৬৬৯ আষাঢ় মাস, চাষার আশ।

৬৭০ আষাঢ়ান্ত বেলা।[১]
[১ দীর্ঘকালস্থায়ী। 'পক্ষিরাজ আষাঢ়ীয় বেলার ন্যায় আশা প্রাপ্ত হইয়া'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৬৭১ আষাঢ়ে গল্প।[১]
[১ আষাঢ়ের বাদলায় ও দীর্ঘ বেলায় যে সব অদ্ভুত গল্প বাংলার ছেলেমেয়েরা পূর্ব্বকালে বৃদ্ধাদের নিকট শুনিত। 'ফুলমণি তখন এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিল'—দেবী চৌধুরাণী। 'আষাঢ়ে সে গল্প কই, আমাদের নিতান্তই ঘরের জিনিষ'—রবীন্দ্রনাথ]

৬৭২ আষাঢ়ে না হল সূত[১], হা সূত যো সূত।
যোলতে না হল পুত, হা পুত যো পুত॥
[১ আষাঢ়ের দীর্ঘ বেলা সূতা কাটার প্রশস্ত সময়]

৬৭৩ আষাঢ়ে পান চাষাড়ে খায়, গুয়াবনে পান গড়াগড়ি যায়।

৬৭৪ আষাঢ়ে মাটি, চাষাড়ে ঘরের বেটী[১]।
[১ পা—দরিদ্রের বেটী]

৬৭৫ আষাঢ়ে যে না খাটালে পর, মিছে তার ঘর দুয়ার।

৬৭৬ আসন্নকালে[১] বিপরীতবুদ্ধিঃ।
[১ পা—বিনাশকালে]

আসবেন জামাই ইত্যাদি, নং ৭৬৬৭ দ্রষ্টব্য।

৬৭৭ আসল ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া।[১]

[১ নং ২৭৩৩, ২৭৫৩]

আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়ে রাখা, নং ৬৩৮৩ দ্রষ্টব্য।

৬৭৮ আসলের খোঁজ[১] নেই, সুদের খবর[২]।

[১ পা—আসলের সঙ্গে দেখা। ২ পা—পরিপাটি]

৬৭৯ আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি।

৬৮০ আসা আর যাওয়া, কুচ নেহি পাওয়া।

৬৮১ আসি বল্‌লেই বাসি হয়।

৬৮২ আসুক না আসুক বর, তবু সিঁথি প'রে মর।

৬৮৩ আসুন মশায়, বসুন খাটে।[১]

পা ধোও গে গেড়ের[২] ঘাটে, জল খাও গে মাঠে বাটে।[৩]

[১ অতিথির প্রথম অভ্যর্থনা। ২ গাড়=গর্ত্ত, যাহার মধ্যে বৃষ্টির জল জমিয়া ছোট রকম পুকুর হয়। অর্থাৎ ডোবা। পা—শানের; গড়ের। ৩ অর্থাৎ যখন অতিথি আর বাঞ্ছনীয় নয়]

আসে যায় শিক্ষায় নীত ইত্যাদি, নং ১২০৮ দ্রষ্টব্য।
আসেন লক্ষ্মী ইত্যাদি, নং ৩৯৩৩ দ্রষ্টব্য।

৬৮৪ আস্‌কে[১] খায়, তার ফোঁড় গণে না[২]।

[১ পিটে। ২ আস্‌কে পিটের অসংখ্য ফোঁড়। 'আস্‌কে খেয়েছ যাদু, ফোঁড় ত গণনি'—গোপাল উড়ে। 'ক'সে ক'সে খাও আস্‌কে গুণে গুণে ফোঁড়'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৬৮৫ আস্‌তেও একা যেতেও একা[১], কার সঙ্গে কার দেখা।

[১ পা—এসেছি একা যাবও একা]

৬৮৬ আস্‌তে যেতে গলা কাটা।[১]

[১ শাঁখারীর করাতের মত। নং ৭৮৭৭]

৬৮৭ আস্‌তে যেতে হ'ল বেলা,

তোমার কাজে কি আমার হেলা।

৬৮৮ আসলেন বাবু বসলেন ঘরে, প্রাণ গেল তোয়াজ করে।

৬৮৯ আসেন লক্ষ্মী দোলায় চড়ে, কুলার বায়ে বালাই ওড়ে।

৬৯০ আঁস্তাকুড় ঘুরে এসে বিছানায় পা তোলা।[১]

[১ নং ৭৬৫৯]

৬৯১ আঁস্তাকুড়ে চাঁদের আলো।

৬৯২ আঁস্তাকুড়ে সোনার চাঙ্গড়[১]।[২]

[১ বড় ঝুড়ি। ২ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁতে প্রযুক্ত]

আঁস্তাকুড়ের পাত ইত্যাদি, নং ১১৩৪ দ্রষ্টব্য।

আস্তাবলের বাঁদর, নং ২৮৪৯ দ্রষ্টব্য।

৬৯৩ আহাম্মক যে হয়, পেছনে কথা কয়।

৬৯৪ আহাম্মক—

আহাম্মক এক, যে পরের মালে করে টেঁক।[১]
আহাম্মক দুই, যে পরের চালে তোলে পুঁই[২]।
আহাম্মক তিন, যে ঋণ ক'রে দেয় ঋণ[৩]।
আহাম্মক চার, যে মধ্যস্থ হয়ে খায় মার[৪]।
আহাম্মক পাঁচ, যে পরের পুকুরে দেয় মাছ[৫]।
আহাম্মক ছয়, যে একের কথা আরে কয়[৬]।
আহাম্মক সাত, যে শ্বশুরবাড়ী খায় ভাত।
আহাম্মক আট, যে মাগকে পাঠায় হাট[৭]।
আহাম্মক নয়, যে ঘর থাকতে পরের ঘরে রয়[৮]।
আহাম্মক দশ, যে মাগীর কথায় বশ॥

[১ বিভিন্ন পাঠান্তরও শোনা যায়। ২ পা—যে ঘর ছেয়ে না ধরে টুই। ৩ পা—যে ছোটলোকের রাখে ঋণ। ৪ পা—যে ঘরের কথা করে বার। ৫ পা—যে পরসীমানায় রোয় গাছ। ৬ পা—যে কথায় কথায় করে হয় হয়। ৭ পা—আহাম্মক অষ্ট, যে অল্পের জন্য করে নষ্ট। ৮ পা—যে আজ করে হয়, কাল করে নয়। ইত্যাদি]

৬৯৫ আহার করবে ঘি দুধ, তবে হবে মজবুদ।

৬৯৬ আহার করবে ধীরে ধীরে, কোনো দিক না চা'বে ফিরে।

৬৯৭ আহার নিদ্রা[১] ভয়, যত কর তত হয়[২]।

[১ পা—মৈথুন। ২ পা—আহার নিদ্রা মৈথুন ভয়, যত বাড়ায় ততই হয়]

৬৯৮ আহ্লাদী পুতুল।[১]

[১ এক রকম মোটা-সোটা থ্যাবড়া মাটির পুতুলকে আহ্লাদী পুতুল বলে। বিদ্রূপে—নেকা নিষ্কর্ম্মা আদুরে ব্যক্তি]

৬৯৯ আহ্লাদী যায় মরতে, তিন কুল যায় ধরতে।
ও আহ্লাদী মরিস্‌নি, লোক-হাসানো করিস্‌নি॥

৭০০ আহ্লাদী লো ঝি, তোকে ঝোড়া ঢাকা দি'।
তোকে উদ্‌বেরালে খাউ, মোর মনের দুঃখ যাউ॥

৭০১ আহ্লাদী লো ঢেপের[১] খই, এত আহ্লাদ পেলি কই।

[১ শালুক ফুলের বীচির খইকে পূর্ব্ববঙ্গে ঢেপের খই বলে]

৭০২ আহ্লাদে আটখানা, লেজা মুড়ো দশখানা।[১]

[১ অর্থাৎ আহ্লাদের মাত্রা সর্ব্বাঙ্গে উচ্ছলিত। 'আমি আহ্লাদে আটখানা হইলাম'—ইন্দিরা। 'চখোচখি হলে অমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাও'—গিরিশ ঘোষের য্যায়সা কা ত্যায়সা। 'আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা'—অমৃত বসুর বিজয়-বসন্ত]

৭০৩ আহ্লাদে গলে যায়, নেঙটা হয়ে পথে ধায়।

৭০৪ আহ্লাদে ফুট্‌কড়াই।

৭০৫ আহ্লাদের চাঁদ,
বুড়া কয়—বুড়ী লো, মোরে কোলে ক'রে রাঁধ॥

৭০৬ আহ্লাদের প্রহ্লাদ।

অ্যাং যায় ব্যাং যায় ইত্যাদি, নং ১১২৮ দ্রষ্টব্য।

৭০৭ ইঙ্গিতে বুঝলে মন কাজ হতে কতক্ষণ।

ইঁচড়ে পাকা, নং ১১২৯ দ্রষ্টব্য।

৭০৮ ইচা[১] মাছের মাথায় গু।

[১ চিংড়ি]

৭০৯ ইচ্ছা আছে যার, পথ আছে তার।[১]

[১ পা—ইচ্ছা থাকলে পথ আছে। ইংরেজির অনুবাদ বলিয়া মনে হয়]

৭১০ ইচ্ছা আছে লাজে বাধে, আড়ালে আড়ালে কাঁদে।

৭১১ ইচ্ছাপুত্রের মায়ের আদর।

৭১২ ইচ্ছার বোঝা ভার নয়।

ইজ্জতের উপর বাটা বসানো, নং ৩৪৬৮ দ্রষ্টব্য।

৭১৩ ইজ্জতের কুঁকড়ী, আণ্ডা পাড়ে ছ'কুড়ি।

৭১৪ ইজ্জতের দাম লাখ টাকা।

৭১৫ ইট্‌টি[১] পড়লে পাট্‌কেলটিও পড়ে।

[১ পা—ঢিলটি]

৭১৬ ইট্[১] মারলে পাটকেলটি[২] খেতে হয়।[৩]

[১ পা—ঢিল। ২ পা—ঢেলাটি। ৩ 'ইট মারলেই পাট-কেলটি খেতে হয়—তাতে রাগ করলে ত চলবে না' —শরৎচন্দ্রের বৈকুণ্ঠের উইল]

৭১৭ ইটা[১], ছুনিয়ার মিঠা।

[১ এক রকম বড় মাছ]

৭১৮ ইটে নেই, ভিটে নেই, চৌধুরীর পুত[১]।

[১ পা—চামচিকের সর্দ্দার। নং ৩১৬২, ৫২৮১]

৭১৯ ইটে নেই, ভিটে নেই, বাইরে মর্দ্দানি।

ইতর হয় না ইষ্টি তেতুল হয় না মিষ্টি, নং ৩৮৬৯ দ্রষ্টব্য।

৭২০ ইতরের মরণ কাতরে, ডাইনের মরণ চাতরে[১]।

[১ চাতুরী বা কুহকে]

৭২১ ইতি[১] করা।

[১ পত্রাদির শেষ শব্দ হইতে সমাপ্তি বা শেষ অর্থে। 'ইতি

কর না বাবা, যথেষ্ট প্রহার হয়েছে, পুঁথি বেড়ে যায়'—সধবার একাদশী। 'পড়ল ঘুমের দফায় ইতি'—দ্বিজেন্দ্র রায়]

৭২২ ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ ন পূর্ব্ব ন পর।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। সংস্কৃতের অনুসারে—ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টো ন চ পূর্ব্বং ন চাপরম্।—'ইতো নষ্ট ততো ভ্রষ্ট কর্ণেতে শুনি' —গোপাল উড়ে। 'তার পরেই এমন একটা অবস্থা এসে দাঁড়ায়, যাতে ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের সোরাব-রুস্তম]

৭২৩ ইত্তিপিত্তি পুড়িয়ে দেয় লাউ গাছের গোড়ে।[১]

[১ লাউয়ের গোড়ায় ছাই দেয়]

৭২৪ ইঁদারার জল নালায় যায়, ঘোলা হয়ে উজান ধায়।

৭২৫ ইঁদুর গর্ত্ত খুঁড়ে মরে, সাপ এসে দখল করে।

৭২৬ ইঁদুর জানে না বেরাল কানা[১]।

[১ পা—কাঠের বেরাল]

৭২৭ ইঁদুর বড় সাঁতারু, তার মাথা ভরা জট[১]।

[১ পা—তার পোঁদে ক্ষুদের পরু]

৭২৮ ইঁদুর বলে—চামচিকে সই, আয় দু'জনে একত্র শুই।

৭২৯ ইঁদুর বলে—বিড়াল মাসী, তোরে বড় ভালবাসি।

৭৩০ ইঁদুর মারতে ঘর পোড়ান।[১]

[১ পা—পোড়ে ঘর পুড়ুক, ইঁদুর তবু মরুক]

ইঁদুর মারতে জয়ঢাক, নং ৩৬৯২ দ্রষ্টব্য।

৭৩১ ইঁদুরের কলে পড়া বা ফেলা।[১]

[১ 'তোমাদের তা'লে রাজপুতেরা ঠিক ইঁদুরের কলে ফেলেছিল'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের দুর্গাদাস]

৭৩২ ইঁদুরের কাছে কোরান কি পুরাণ কি।

ইঁদুরের গোলাম চামচিকে ইত্যাদি, নং ৩২৫৩ দ্রষ্টব্য।

৭৩৩ ইনাম পেলাম রাজসভায়, কৈফিয়ত দিতে প্রাণ যায়।

৭৩৪ ইন্দ্রের শচী।[১]

[১ যখন স্বর্গের যে অধিপতি, অর্থাৎ যখন যাহার কাছে থাকেন, তখন তাহারি]

৭৩৫ ইয়ারের কথা বেদের বচন।

৭৩৬ ইয়ারের টেক্কা।[১]

[১ 'ছোট বাবু ইয়ারের টেক্কা'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। নং ৩৫৯২]

৭৩৭ ইলিশো খলিশশ্চৈব ভেট্‌কির্মদ্‌গূর এব চ[১]।
রোহিতো মৎস্যরাজেন্দ্রঃ পঞ্চ মৎস্যা নিরামিষাঃ॥

[১ পা—বাচা ভাংনা তথৈব চ]

ইল্লত্ যায় না ধুলে ইত্যাদি, নং ৮৫১২ দ্রষ্টব্য।

৭৩৮ ইল্লির ধুন্‌ধুমনি বিল্লীর ঘাড়ে।

৭৩৯ ইষ্ট কথায় তুষ্ট মন।

৭৪০ ইষ্টকালয়, শ্যামা নারী, বটচ্ছায়া, কূপ-বারি।[১]

[১ সর্ব্বদা ইপ্সিত। সং—কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী চেষ্টকালয়ম্। শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্॥]

৭৪১ ইষ্ট যেই কৃষ্ণ সেই, দুয়ে কিছু ভেদ নেই।

৭৪২ ইষ্ট রুষ্ট হলে হয় সবংশে নিধন।
ইষ্ট তুষ্ট হলে হয় বৈকুণ্ঠে গমন॥

৭৪৩ ইষ্টানিষ্ট বোধ নাই, যারে পাই তার সঙ্গে যাই।

৭৪৪ ইষ্টি কুটুম কাকা, সকল কুটুম টাকা।

৭৪৫ ইষ্টিসেন[১], কেশব সেন, উইল্‌সেন[২]।
তিন সেনেতে জাত মারলেন॥

[১ অর্থাৎ রেলগাড়ি। ২ ইংরেজ হোটেলওয়ালা ; যথা, 'সে দিবস উইল্‌সেনের হোটেলে যে মাংস খাইয়াছিলাম, সে বড় উপাদেয়'—মদ খাওয়া বড় দায় ; 'উইল্‌সেনের ভোগরাগ-চাকিনি'—সধবার একাদশী]

৭৪৬ ইসারায় দিশাহারা।

৭৪৭ ইস্কাবনের টেক্কা, দেখতে শুনতে বাঁকা।

৭৪৮ ইস্তক[১] কাবার।

[১ তাস (গ্রাবু) খেলায় রঙের সাহেব বিবি]

৭৪৯ ইস্তক জুতাসেলাই[১] নাগাদ চণ্ডীপাঠ[২]।

[১ পা—গরুচুরি ; ঘরঝাঁট। ২ পা—বৈষ্ণববন্দনা। 'এক স্ত্রীর দ্বারা জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব চলে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ভীষ্ম]

৭৫০ ঈদের চাঁদ।[১]

[১ বাঞ্ছিত হইলেও সহজে দেখা যায় না]

৭৫১ ঈশান কোণের মেঘে, ঝড় ওঠে বেগে।

৭৫২ ঈশ্বর ঈশ্বর করে যেই, তার ঘরে ভাত নেই।

৭৫৩ ঈশ্বর যদি করেন, কর্ত্তা যদি মরেন,
তবে ঘরে বসেই কেত্তন শুন্‌ব।

৭৫৪ ঈশ্বরে করে কাম, মানুষের বদনাম।

৭৫৫ ঈশ্বরের দাস, তার সর্ব্বনাশ।

৭৫৬ ঈশ্বরের বিধি, ফলবেই গো দিদি।

৭৫৭ উই আকাশে ওড়ে, পাখীতে খায় ধ'রে।

৭৫৮ উই, ইঁদুর, কুজন, ভাল ভাঙে তিন জন।[১]

[১ নং ৩২৪২]

৭৫৯ উইয়ের পোঁদে পালক হলে আকাশ ছুঁতে চায়।
যাছুরে ধেচুয়া[১] ধ'রে ত্রিভুবন দেখায়॥

[১ ফিঙে]

৭৬০ উকিল আর গাড়ির চাকা, তেল চর্ব্বি দিয়ে রাখা।

৭৬১ উকিলের দালাল, ঘাপটি মেরে ফেলে জাল।

৭৬২ উকুন হলে নখে মারি।

৭৬৩ উকুন মারি, শকুন মারি না।

৭৬৪ উকুনের তাপে মাথা মুড়ান।

৭৬৫ উচল মুড়ায়[১] চড়া।

[১ (প্রা) টিলা বা পাহাড় অর্থে। 'উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে'—জ্ঞানদাস]

৭৬৬ উচান বাড়ি[১] পড়লে ভয়, পড়লে বাড়ি[২] সব সয়।

[১ উদ্যত লাঠি। ২ পা—পিঠে পড়লে]

৭৬৭ উচিত কথা কইতে গেলে, তেলে-বেগুনে ওঠে জ্ব'লে।

৭৬৮ উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট।[১]

[১ নং ৩৯৪]

৭৬৯ উচিত কথায় বন্ধুও বিগড়ায়।[১]

[১ নং ৮৫৩৫]

৭৭০ উচিত বলিতে পাড়ে গালি, পোয়ে ঝিয়ে হয় বেয়ালি[১]।
কান্দনা শুনিয়া বাহির হয়, নাটে গীতে ধাইয়া যায়।
এ নারীতে যাহার বাস, তাহার কোন্ জীবনের আশ॥

ভাল খায়, আয় না বুঝে, বোল্ বলিতে উত্তর যুঝে।
ভাল বলিতে রোষ করে, তাহার স্বামী কেন থাকে ঘরে॥

রৌদ্রে রান্ধে কাঠে খড়ে, বর্ষাকালে চাল আঁচড়ে।
ওদা[২] হাতে কাড়ে লবণ, গুরু গেরাসে করে ভোজন।
এক বলিতে দু'বোল বলে, স্বামীর শয্যা পায়ে টালে।
কিছু বলিতে পাড়ে গালি, তার স্বামী কেন নহে ভিখারী॥

অতিথ দেখিলে কুপিত হয়, দাসদাসীরে প্রবল কয়।
না বুঝে প্রাণের হাসিকান্না, সে গৃহিণীর কেন ঘরকন্না॥

গৃহিণী হইয়া রূপে ভোলে[৩], স্বামীর পিঁড়ি পায়ে ঠেলে।
ঘর নাশে অল্পকালে, ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে॥

প্রভাতকালে নিদ্রা যায়, বাসি শয্যা সূর্য্য না পায়।
উদয় হৈলে ছড়া, সাঁজ হৈলে ভাড়া[৪],
তা গৃহিণীর ধরিয়া মুখ পোড়া॥

ঘরে স্বামী বাহিরে বইসে, চারিপানে চায় মুচকি হেসে।
হেন স্ত্রীয়ে যাহার বাস, তাহার কেন জীবনের আশ ॥

ওড়ন[৫] কাড়ে, বলে সানে[৬], তারে লয়ে ঘর কেনে ॥

পিঙ্গল আঁখি, চপল মতি, ওষ্ঠ ডাগর, অলক্ষণ অতি।
পেট পিঠ উচ্চ ললাট, দেখ যদি ছাড়িহ বাট।
দেওর বধে স্বামী মারে, ডাক বলে—কাজ কিবা তারে ॥

যে নারী দিনে নিদ্রা যায়, গালি দিলে রোষ করিয়া ধায়।
চেড়ী[৭] পো কাহাকে না পুছে,
ডাক বলে—বিভা কইলে মিছে ॥

যে গৃহিনী আউদড়মুণ্ডী[৮], খায়-দায় না পালে হাণ্ডী।
ফেলায় খায়, চায় প্রচুর, বলে ডাক—নিকালহ দূর ॥[৯]

[১ পুত্রকন্যার প্রতি বিরূপ। ২ আর্দ্র। ৩ পা—রোষে বোলে। ৪ বারা ? (ধান ভানা)। ৫ ওড়না, আবরণ। ৬ ছানি, ইঙ্গিত বা ইশারা করিয়া। ৭ দাসী। পা—চিড়ি পো (ছেলেপুলে ?)। ৮ আহুড় মাথা। ৯ কুগৃহিণী সম্বন্ধে ডাকের বচন। নং ৪৫৩৮, ৪৬৮৬, ৫০৪৭, ৭৪৯৩]

৭৭১ উঁচু নজর, তাজে[১] ভারি, লোকের কথা তুচ্ছ করি।

[১ তাজ=মস্তকাবরণ]

৭৭২ উঁচু হবে ত নীচু হও।[১]

[১ নং ৫৪৪৬]

৭৭৩ উঁচু হলে ঝড়ে ভাঙবে, নীচু হলে ছাগলে খাবে।[১]

[১ নং ৪২]

৭৭৪ উচোট[১] খেয়ে প্রণাম। বা, উচোটে পড়ে সঙ্কটে প্রণাম।[২]

[১ পা—উছট (=হোঁচট)। ২ নং ৮৮৪৫]

৭৭৫ উচ্ছে খাবে কচি, পটোলের খাবে বীচি।[১]

[১ নং ৭৭৬]

৭৭৬ উচ্ছের কচি, পটোলের বীচি, শাকের ছা, মাছের মা।
এই গুলি বেছে খা' ॥[১]
[১ নং ৭৭৫]

উজাড় বনে শেয়াল রাজা ইত্যাদি, নং ৩৮৪ দ্রষ্টব্য।

৭৭৭ উজানের কই[১]।
[১ বিনা আয়াসে ধরা যায়। 'জীয়ন্ত মানুষ তারা গিলে বাছে বাছ। কৃষাণ যেমন ধরে উজানের মাছ'—কবিকঙ্কণ]

৭৭৮ উজো[১] কথায় গুঁজো[২] বেজার,
গরম ভাতে ঠুঁটো বেজার।[৩]
[১ ঋজু, সরল। পা—সোজা। ২ যে গোঁজ হইয়া থাকে। পা—গোঁজা। ৩ নং ৮৫৩৮]

৭৭৯ উট্‌কপালী চিরুণদাঁতী, গোদা পায়ে মারবে লাথি[১]।
[১ নং ১২২১, ২৬১৯]

৭৮০ উট্‌কপালী, চিরুণদাঁতী, খড়মপায়া, অধিকবাতী[১]।
[১ স্ত্রীলোকের দুর্লক্ষণ]

৭৮১ উট্‌কপালী সিঁদূর চায়, খড়মঠেঙী ভাতার খায়।

৭৮২ উটের পিঠে কুঁজ, উট জানে না।

৭৮৩ উটের পেটে জলের জালা, তবু তেষ্টায় ঝালাপালা।

৭৮৪ উঠন্ত মূলো[১] পত্তনেই[২] চেনা যায়।
[১ পা—গাছ। ২ পা—পাতাতেই]

উঠবে ত ছেলে ধরবে ইত্যাদি, নং ৫৫১৩ দ্রষ্টব্য।

৭৮৫ উঠল বাই ত কটক যাই।

৭৮৬ উঠল বাই, দিনেকে ধাই, চল্ চাচা, মক্কা যাই।

৭৮৭ উঠলে ঢেঁকি, বসলে পাট,
সাত পাথর আমানি যত পার ভাত।

৭৮৮ উঠসার কিস্তিতে[১] মাত্।
[১ দাবাখেলায় বল বা বোড়ে উঠিবার দরুণ যে কিস্তি পড়ে। 'উকিলের বাড়ির বাবুর পাকা চালে নজর রেখে

সরে বস্‌তে হবে, নইলে ওঠ্‌সার কিস্তিতেই মাত্‌'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, উঠসার কিস্তিতেই মাত্‌'—আলালের ঘরের দুলাল]

৭৮৯ উঠানই পৃথিবীর শেষ।[১]

[১ অর্থাৎ কূপমণ্ডুক]

৭৯০ উঠান সমুদ্র পার হওয়া।

৭৯১ উঠানে ধানের সাড়া, ঘরেতে নবান্ন বাড়া।

৭৯২ উঠানে না আসতে বউ, শয্যায় বর এসে শোও।

৭৯৩ উঠি উঠি করে শুই, উঠতে লাগে দিন দুই।

৭৯৪ উঠে-ধান খুঁটে খায়।

৭৯৫ উঠে-ধানের পথ্যি হয় না।[১]

[১ 'উঠো ধানের পথ্যি'—দাশু রায়। 'উঠে-ধানে পথ্যি যেন না করিতে পারে'—ঈশ্বর গুপ্ত।

৭৯৬ উঠে পড়ে লাগলে পরে সিদ্ধি আসবে আপনি ঘরে।

৭৯৭ উড়কি ধানের[১] মুড়কি আর সরু ধানের চিঁড়ে।

[১ উড়ি ধানের]

৭৯৮ উড়তে[১] না পেরে পোষ মানে।

[১ পা—পালাতে]

৭৯৯ উড়তে পারে না ফরফর করে।

৮০০ উড়নচণ্ডে বা উড়নচড়ে[১]। উড়নপেকে[২]। উড়ো মার্কণ্ডে[৩]।

[১ অপব্যয়ী। নং ৮৪২। 'জলও, উড়নচণ্ডীর টাকার মত, জায়গা খালি হয়ে হটে যেতে লাগল'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'উড়নচণ্ডে কাজে সমাজের নাম নিতে নেই'—লীলাবতী। 'সোনা থাকলে কি আর দুদিন থাকবে, তুমি যে উড়নচড়ে'—নৃত্যগোপাল রায়ের হরিশ্চন্দ্র। 'হিন্দুধর্ম্ম করেছেন, ও তো উড়নচণ্ডীর ধর্ম্ম,—খালি খরচ'—অমৃত বসুর কৃপণের ধন। ২ 'রাগে শরীর যায় পেকে, ব্যঙ্গ করে উড়নপেকে'—দাশু রায়। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের অভিধানে এই শব্দ দ্রষ্টব্য। ৩ 'অমর ছেলেবেলায় শুনেছি অত্যন্ত বেমক্কা রকম সৌখীন আর উড়ো মার্কণ্ডে ছিল'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের মেবারপতন]

৮০১ উড়ু সম্পর্কে গুড়ুর নাতি[১], মাড় ভাত খেয়ে মরল তাঁতী।

[১ উড়ু=উড়ো ; গুড়ু=পাইক, এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে]

৮০২ উড়ে এল চিল, জুড়ে বস্‌ল বিল।

৮০৩ উড়ে এসে জুড়ে বসা।[১]

[১ 'উনি একেবারে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন, কাকেও গ্রাহ্যির মধ্যে করেন না'—নবনাটক। 'রেখেছিলাম তোমার তরে, উড়ে এসে বস্‌ল জুড়ে'—গোপাল উড়ে]

৮০৪ উড়ে, নেড়ে, গলায়-দড়ে[১], কথা কইবে এ তিন ছেড়ে।

[১ অর্থাৎ উপবীতধারী ব্রাহ্মণ। নং ২৪২০। নং ২৩৯৮, ৩৩৭৬, ৩৮৬৯, ৮০০৯]

৮০৫ উড়ে যায় পাখী, তার ডানা গুণে রাখি।[১]

[১ 'উড়ে যায় পাখী, তার পাখা গুণি'—আলালের ঘরের দুলাল]

৮০৬ উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।[১]

[১ 'ওরে উড়ো খই গোবিন্দায় নম এই অবস্থা ধরি সবে'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'ওড়া খই গোবিন্দায় নম, বেরয়ে গেলেই আমাদের কেউ নয়'—লীলাবতী। তথা গিরিশ ঘোষের হারানিধিতে উদ্ধৃত—নং ২৪৫৫, ৫৩৪৩, ৫৭৮৮, ৬৩৬৪, ৮৬০৯ ইত্যাদি]

৮০৭ উড়ো পাখীকে পোষ মানান।

৮০৮ উতর থেকে এল ময়না পাখা নাড়ি' নাড়ি'।
কুলগাছে ব'সে ময়না করে চতুরালি॥

৮০৯ উতরের মানুষ ভিতরে বুদ্ধি, দখিণের মানুষ সাদা[১]।
পূবের মানুষ চাঁদ সওদাগর, পশ্চিমের মানুষ গাধা[২]॥

[১ ঠেঁটা (প্রা)। ২ চট্টগ্রামের প্রবাদ]

৮১০ উতোর গাওয়া।[১]

[১ কবিগানে গানের উক্তি-প্রত্যুক্তি (বিশেষতঃ খেউড়) হইতে। 'উতোর হোক না হোক গলাবাজীতে মাত করি' —নবীন তপস্বিনী। নং ২২৪৭]

৮১১ উত্তম মধ্যম দেওয়া বা হওয়া।[১]

[১ প্রহার করা। 'এই হস্তীমূর্খ···ইহার মতের অন্যথা করিলে উত্তম মধ্যম হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা'—কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব]

৮১২ উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধমে উত্তমে ॥[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৮১৩ উত্তরে বাগ্, দক্ষিণে রাখ[১]।

[১ খোলা স্থান রাখা। গৃহনির্ম্মাণের নিয়ম]

৮১৪ উত্তুরে মেয়ে, পূবে নেয়ে।

৮১৫ উত্তুরে লোক পরিপাটি, দেখলে লাগে দাঁত-কপাটি।

৮১৬ উদ[১] খেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে বাজায় শিঙে।

[১ জল]

৮১৭ উদরী, বাদুড়ী[১], যক্ষ্মা, এ তিনে নেই রক্ষা।

[১ মুখ দিয়া মল-বমি করা রূপ রোগ। বাদুড় নাকি মুখ দিয় মলত্যাগ করে]

৮১৮ উদূখলে ক্ষুদ নেই, চাটগাঁয়ে বরাত।[১]

[১ নং ৪২৩৬]

৮১৯ উদে[১] মাছ ধরে, খটাশে ভাগ[২] করে।

[১ উদ্‌বেরাল। ২ পা—তিন ভাগ]

৮২০ উদোর পিণ্ডি[১] বুদোর ঘাড়ে।[২]

[১ পা—বোঝা। ২ যোগেশ চন্দ্র রায়ের শব্দকোশে ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে 'উদো' ও 'উধো' শব্দ দ্রষ্টব্য। 'আমার হল উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়েতে'—যজ্ঞেশ্বরী কবিওয়ালা। 'দিয়ে উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে বাঙ্গালীকে কাটতে বলে'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'উদার পিণ্ড বুধার ঘাড়ে'—রাধাকান্ত দেব। 'উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে'—নবীন তপস্বিনী। কিন্তু নাম-বিপর্য্যয়ও দেখা যায়, যথা—'দিবি উদোর ঘাড়ে বুদোর বোঝা, এ নয় রে তোর কলম ঠেলা'—গোপাল উড়ে। মনে হয় প্রবাদটি প্রাচীন ; ঘনরামের

ধর্ম্মমঙ্গলে অনুরূপ বচন রহিয়াছে—'আধার কান্ধে সবা মলো মাধার কান্ধে ঝুলি']

৮২১ উধারে[১] আঁধার।

[১ ঋণ]

৮২২ উননে উথলে ভাত, সর সর সর[১]।[২]

[১ পা—চল চল চল। ২ এই প্রসঙ্গে বীরভূমের রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের একটি পাদপূরণ পদ্য আছে (বীরভূম বিবরণ, ২য় খণ্ড)—'দ্বিপ্রহরে আলিঙ্গন চাহিলেন পতি। দিবাভাগে লজ্জা পেয়ে কহিলেন সতী। এত বয়সেও তব রস দেখি বড়। উনুনে উথলে ভাত সর সর সর ॥']

৮২৩ উননে চড়ে না হাঁড়ি, কথায় রাজা বাদশা মারি।

৮২৪ উননমুখো[১] দেবতা, তার[২] ঘুঁটের ছাই নৈবেদ্য।[৩]

[১ পা—চুলোমুখো। ২ পা—যেমন উননমুখো বা চুলোমুখো দেবতা, তেমনি। ৩ 'উননমুখো দেবতার ঘুঁটের পাঁশ নৈবেদ্য যেমন'—দাশু রায়। নং ৭৪১৩]

উনি আমার অক্রূর খুড়ো, নং ১২২৫ দ্রষ্টব্য।

৮২৫ উপবাসী প্রাণ, করে আন্‌চান।

৮২৬ উপরি মেরে[১] ফাঁপরে, ভাতার মেরে দেশান্তরে।

[১ ঘুষ লইয়া]

৮২৭ উপরে ঘেরা মধ্যে ফাঁক, দেখেছি কত লাখ লাখ।

৮২৮ উপরে[১] চিকণ-চাকণ, ভিতরে খ্যাড়[২]।[৩]

[১ পা—বাইরে। ২ অবজ্ঞাসূচক; 'খড়' অর্থে। পা—খড়ের নুড়ো। ৩ 'অন্য কতকগুলা ফতো বড়মানুষ আছে, তাহাদের উপরে চিকণ-চাকণ ভিতরে খ্যাড়'—আলালের ঘরের দুলাল। নং ৮৮০২]

৮২৯ উপরে বাবুয়ানা, ভেতরে খড়ের বেনা[১]।

[১ বিড়া (প্রা)। উল্লিখিত প্রবাদের রূপান্তর]

৮৩০ উপরোধে[১] ঢেঁকি গেলা।[২]

[১ পা—অনুরোধে। ২ 'কেহ বলে উপরোধে ঢেঁকি গেলে লোক। পার না কি খেতে তুমি দুধ এক ঢোঁক ॥'—

দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা। 'উপরোধে ঢেঁকি গেলে, উপরোধে না হয় হরি বল্‌লে'—গিরিশ ঘোষের নসীরাম। 'পারতে হবে বৈ কি, খাতিরে পড়ে লোকে ঢেঁকি গেলে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের প্রায়শ্চিত্ত]

৮৩১ উপস্থিত ত্যাগ করা নয়।[১]

[১ 'অনুপস্থিত কল্পনাতে উপস্থিত ত্যাগ করা নয়'—প্রবোধচন্দ্রিকা। 'উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ' —শেষরক্ষা]

৮৩২ উপুড় ক'রেই কাট, আর চিৎ ক'রেই কাট।

৮৩৩ উপুড় হস্ত করে না।[১]

[১ কৃপণ। 'তোমারে করতে উপুড় হাত কভু দেখিনি ভূতনাথ'; পুনশ্চ, 'তাঁর সোনার মন্দির, হীরের খুঁটি, ভিক্ষুক হলে পায় না মুঠি, উপুড় হস্ত করা নাই তাঁর মত'—দাশু রায়]

৮৩৪ উপোস করলে যাবে দিন, ধার করলে হবে ঋণ।

৮৩৫ উপোস ক'রে ধর্ম্ম, কোদাল পেড়ে কর্ম্ম।

৮৩৬ উপোসী ছারপোকা।

৮৩৭ উপোসের[১] কেউ নয়, পারণের গোঁসাই।

[১ পা—একাদশীর]

৮৩৮ উপোসের নাগর, পারণের ঠাকুর।

৮৩৯ উভয় সঙ্কট।[১]

[১ 'এ কূল রাখতে ও কূল হরে, পড়েছিলাম উভয় সঙ্কটে' —দাশু রায়। রামনারায়ণ তর্করত্নের একটি নাটকের নাম এইরূপ]

৮৪০ উভে[১] নেই ফেরে[২] আছে।

[১ উচ্চতায়। ২ বেড় বা বেষ্টনে]

৮৪১ উরত বেয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেল রে বাবা।[১]

[১ এই পংক্তির আগে একটি অধিক পংক্তি পাওয়া যায়—'এখান থেকে মারলাম তীর, লাগল কলাগাছে']

৮৪২ উলুই ওড়ান বা উলুইচণ্ডী হওয়া।[১]

[১ অপব্যয়ী হওয়া। নং ৮০০। 'লঙ্কার বাণিজ্য যদি

এনে দেয় ঘরে। মেয়ে হলে উলুই উড়ায় আঁখিঠারে ॥'—
রামেশ্বরের শিবায়ন]

উলু দেবার সময় গালে ঘা, নং ২২০৪ দ্রষ্টব্য।

৮৪৩ উলুবনে আগুন লাগলে ছড়ছড়িয়ে যায়।
যে ছেলেটি বাপ ডাকবে, আমার সাথে আয় ॥

৮৪৪ উলুবনে[১] মুক্তা ছড়ান।

[১ পা—বেনাবনে ; 'দুর্ব্বাবনে' পাঠ রাধাকান্ত দেবের বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে আছে। 'স্বর্ণভূমি ফেলে রেখে বেনাবনে মুক্তা বোনা'—দাশু রায়। শরৎচন্দ্রের মেজদিদিতেও 'বেনাবনে' পাঠ আছে]

৮৪৫ উলুবনে সাঁতার।[১]

[১ 'উলুবনে সন্তরণ কূল পাওন গো'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'তাঁতীর হাতে প'ড়ে আমার উলুবনে সাঁতার'—অমৃত বসুর বাবু]

৮৪৬ উলোর পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর, হালিশহরের ত্যাঁদড়।

৮৪৭ উলোর মেয়ের কুলুজি[১], অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥[২]

[১ কুলজী = বংশাবলী, কুলপরিচয়। ২ পাঠান্তর, যথা—
উলোর মেয়ের কুলোবাজান, শান্তিপুরের খোঁপা।
নদের মেয়ের হাতনাড়া, কালীঘাটের চোপা ॥

উলোর মেয়ের কলকলানি, শান্তিপুরের চোপা।
গুপ্তিপাড়ার হাতনাড়া, বাঘনাপাড়ার খোঁপা ॥]

৮৪৮ উল্‌কির কালি কি ধুলে যায়।

৮৪৯ উল্‌টা বুঝলি রাম।[১]

[১ অর্থাৎ 'রাম' এর উল্‌টা 'মরা'। এক কথা শুনিয়া তাহার বিপরীত অনিষ্টকর অর্থ বোঝা। " 'উল্‌টা সমঝলি রাম' হলো ; ওরা ইউরোপীয়েরা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেও আনলে না' "—স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু ভারতী, ১৩০৫, পৃঃ ৫৬১, অন্য অর্থ দেওয়া হইয়াছে। গল্পে আছে, পথশ্রান্ত পথিক একটি ঘোড়ার জন্য প্রার্থনা করিতে ভগবান তাহাকে ঘোটকশাবক বহন করাইয়া প্রার্থনা পূরণ করিলেন]

৮৫০ উল্‌টালেও যা পাল্‌টালেও তা।[১]

[১ নং ১১৭০, ২৫৬৮, ৬৯৭৬, ৭৯৪০]

৮৫১ উল্‌টে চোরা গেরস্থকে বাঁধে।[১]

[১ 'উল্‌টে চোরা গৃহী বান্ধে'—রামপ্রসাদ। 'উলটিয়া চোর বুঝি গৃহী বান্ধে শেষে'—ভারতচন্দ্র]

৮৫২ উল্‌টে চোরা মশান গায়।[১]

[মশান গাওয়া=প্রাচীন কালের প্রথা অনুসারে, শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় চোরের দোষকীর্ত্তন ও শাস্তির উল্লেখ। অথবা, মশান=শ্রীমন্তের মশানের পালা, অর্থাৎ ধর্ম্মের কাহিনী। অথবা, সুন্দরের শ্মশানে কালীর স্তুতি]

৮৫৩ উস্‌কো[১] মাটিতে বেরাল হাগে।[২]

[১ পা—নরম। ২ নং ৪৫০০। পা—শক্ত মাটিতে বেরাল হাগে না]

৮৫৪ উস্থুন[১] কুঁড়োয় জাল ফেলা (বা দেওয়া)।

[১ উসর্ন, বা বর্ষণ। ২ পেষণের ভাণ্ড যাহাতে ঘরের চালের বাতার বা ছাঁচের জল ধরা হয়]

৮৫৫ উস্থুলের আবার দণ্ড কি।

৮৫৬ উনকুটি[১] চৌষট্টি[২]।[৩]

[১ উনকোটি। ২ পা—চৌকুটি। ৩ অর্থাৎ প্রায় পূর্ণ সংখ্যা; যে আয়োজনে বা সংগ্রহে কোন কিছু বাদ যায় না]

৮৫৭ উনপঞ্চাশ হওয়া।[১]

[১ পাগল হওয়া (রাধাকান্ত দেবের বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ); অর্থাৎ উনপঞ্চাশ বায়ুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া]

৮৫৮ উনপাজুরে বরাখুরে।[১]

[১ অলক্ষণযুক্ত গরু, যাহার একটি পাঁজর কম ও বরাহের মত খুর; অতএব অলক্ষণে মানুষ। 'পাড়াগেঁয়ে হলেই এই রকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নেই'; 'বরাখুরেরা জোয়ারের বিষ্ঠার মত ভেসে ব্যাড়াচ্ছিলেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'ক্রমে ক্রমে পাড়ার যত হতভাগা

লক্ষ্মীছাড়া—উনপাঁজুরে বরাখুরে ছোঁড়ারা—জুটিতে আরম্ভ করিল'—আলালের ঘরের দুলাল। 'উনপাঁজুরে লক্ষ্মীছাড়া বরাখুরের দল'—কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ]

৮৫৯ উন পেলেই উনচল্লিশে ধরে।[১]

[১ 'Finding nine he puts down nine and thirty'—Morton]

৮৬০ উন বর্ষায় দুনো শীত।

৮৬১ উন ভাতে দুনো বল[১], ভরা ভাতে[২] রসাতল।

[১ পা—শোক। ২ পা—বিস্তর ভাতে ; নিত্য উন]

৮৬২ উনিশ বিশ।[১]

[১ অর্থাৎ সামান্য পার্থক্য। 'মুখে মধু অন্তরে বিষ, তুমি উনিশ আমি বিশ'—দাশু রায়। 'ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিক নয় ? দেখলেন কিসে ?—কিসে ? সব তাতেই, তফাৎ উনিশ বা বিশে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের কল্কি অবতার]

৮৬৩ ঊষা-যোগে যে জন যায়, ডাক বলে—সিদ্ধি সে পায়।[১]

[১ শুভযাত্রার লক্ষণ।—ডাকের বচন]

৮৬৪ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

৮৬৫ ঋণছেঁচড়ার পার্ব্বণ লাভ।

৮৬৬ ঋণ দিব বান্ধা লইয়া, সকল পাব ঘরে বসিয়া।
লাভে মূলে যত ধন, ঘরে বসিয়া তার মিলন॥[১]

[১ ডাকের বচন]

৮৬৭ ঋণদাতার ভয় বেশি[১]।[২]

[১ পা—জেয়াদা। ২ পা—ঋণ দেয় যে, ভয় করে সে]

৮৬৮ ঋষ্যা[১] চিনি মোছে[২], বামুন চিনি গোঁছে[৩]।[৪]

[১ তপ্‌সে মাছ। ২ গোঁফ। ৩ কাছা। ৪ চট্টগ্রামের প্রবাদ]

৮৬৯ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এলেন যেন কৃষ্ণের দূত।

৮৭০ এ আলে পানি, ও আলে পানি, কেমনে যাব নাহি জানি ।

৮৭১ এই ক'রে পাকালাম কেশ, জলে ভাসে জোড়া সন্দেশ ।[১]

[১ নং ১২১১]

৮৭২ এই[১] ডুমুর[২], গর্ব্ব[৩] কর, পাকলে ডুমুর খ'সে পড়[৪] ।

[১ পা—মিছে । ২ পা—ডুমুরের । ৩ পা—গুমর । ৪ পা—প'ড়ে মর]

এই ত কলির সন্ধ্যা, নং ৮১৮৭ দ্রষ্টব্য ।

৮৭৩ এই দিনও যায়,
খ্যাড়[১] দিয়ে যে চুল বাঁধে সেও ভাতার পায় ।

[১ ফিতার অভাবে খড়]

৮৭৪ এই পিণ্ডি জনম শোধ ।

৮৭৫ এই ফুরালে[১] খাবে কি, ঘরে ত নেই[২] আইবুড়ো ঝি ।

[১ পা—এর পরে । ২ পা—ঘরে আছে]

৮৭৬ এই বরতের[১] এই কথা, ঘটে দাও বেলপাতা ।

[১ ব্রতের]

৮৭৭ এই বেড়া ঘেরা কার লাগি ? ঝিয়ের লাগি ।
তারে গিয়ে দেখ হাটখোলা ॥

৮৭৮ এই[১] বেরাল বনে গেলে বাঘ[২] হয় ।

[১ পা—ঘরের । ২ পা—বনবেরাল । 'এই বেরাল বনে গেলেই বনবেরাল হয় লো'—নবনাটক]

৮৭৯ এই বেলা নাও ঘর ছেয়ে, আকাশে মেঘ দেখ চেয়ে ।

এই মানুষ বনে গেলে বনমানুষ হয়, নং ৮৭৮ সংখ্যক অনুকরণে ।

৮৮০ এই যদি গোরাচাঁদ তবে কালাচাঁদ কেমন ।

৮৮১ এই যে দন্ত জোরমন্ত, পড়লে হবে বুড়ী ।
এই যে কেশ দেখতে বেশ, পাকলে শণের নুড়ি ॥

৮৮২ এই হাতটি সব জানে, মাছ আন্‌তে কাঁটা আনে ।

৮৮৩ এও জানি সেও জানি, কিছু নেইক বাকি ।
সতীনে দিলে সোনার গয়না, মোরে দিলে ফাঁকি ॥

৮৮৪ এও বিশ্বাস পায়, হাটে চোখও বেচা যায়।

৮৮৫ এক আঁচড়ে চেনা[১] যায়।[২]

[১ পা—জানা ; বোঝা। পা—দাদা যত লিখবে তা এক আঁচড়েই জানা যায়।—নং ১৪৩৩। 'তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম যত বুঝেছ তা এক আঁচড়ে জানা গেছে'—সধবার একাদশী। 'আমি এক আঁচড়ে পেলাম পরিচয়'—রাম বসু। 'আমরা এক আঁচড়ে মানুষ চিনি'—গিরিশ ঘোষের বিল্বমঙ্গল]

৮৮৬ এক আঙুলে তুড়ি লাগে না।[১]

[১ নং ১০৭০]

৮৮৭ এক এক ক'রে দিন গেল, গোলার ধান গোলায় র'ল।

৮৮৮ এক এক গুলি দো দো চিড়িয়া।

৮৮৯ এক একাদশী ছাড়াই, ত্রিশ রোজা বাড়াই।

৮৯০ এক ওয়াকিবহাল[১], সাত নবিশিন্দা[২]।

[১ পারদর্শী। ২ শিক্ষানবীশ]

৮৯১ এক কড়ার মুরদ নাই, ভাত মারবার গোঁসাই।

৮৯২ এক কথায় এত কি, আহ্লাদের ঢেঁকি।

৮৯৩ এক কথায় পণ্ডিতী যায় না, এক ঝড়ে বর্ষা যায় না।

৮৯৪ এক করতে আর হয়।[১]

[১ 'একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর'—ভারতচন্দ্র]

৮৯৫ এক কাঠি বাজে না।[১]

[১ নং ৪১৪২ 'দুকাঠি বাজান' দ্রষ্টব্য]

৮৯৬ এক কাঠি সরেস[১]।

[১ সরস। 'কালী আবার ওর চেয়ে এক কাঠি সরেস'—একেই কি বলে সভ্যতা]

৮৯৭ এককানকাটা শহরের বার দিয়ে যায়।
দু'কানকাটা শহরের ভেতর দিয়ে যায়॥[১]

[১ 'দু'কানকাটার গল্প শোনে নি ? তারা পথের মাঝখান দিয়ে চলে'—শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন]

৮৯৮ এক কানে শোনে, অন্য কানে বেরোয়।

[১ 'এক কানে কথাগুলি প্রবেশ করিয়া। বাহির হইয়া গেল আর কান দিয়া ॥'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'তা হতাক্কেল ছোঁড়া, এ কান দিয়ে শোনে, ও কান দিয়ে কথা বেরিয়ে যায়'—গিরিশ ঘোষের মায়াবসান]

৮৯৯ এক কালে অনুরাগী, আর এক কালে বৈরাগী।

৯০০ এক কালে বিলাসিনী, শেষ কালে তপস্বিনী।

৯০১ এককালে ঠেকেছে তিন কাল গিয়ে,
তবু আবার করবে বিয়ে।

৯০২ এক কিল দিয়ে শ' কিল খায়,
ছুঁচ চুরি করতে কুড়ুল হারায়।

৯০৩ এক কুল ভাঙে ত আর এক কুল গড়ে।

৯০৪ এককে আর, দেখবে বেগার।[১]

[১ বেগারে অর্থাৎ বিনা পয়সায় খাটাইলে এক করিতে অন্য হয়]

৯০৫ এককে একুশ করা।[১]

[১ নং ৮৫৯]

৯০৬ এক কেঁড়ে[১] দুধে এক ছিটে[২] চোনা[৩]।[৪]

[১ পা—কলসী। ২ পা—ফোঁটা। ৩ পা—গোবর। ৪ 'এক কেঁড়ে দুধে গোবর দিলি কি ক'রে'—গোপাল উড়ে। 'কেহ বলে এই মুখ্য গুণটি না থাকাতে এক কলসী দুগ্ধে এক ফোঁটা গোবর পড়িয়াছে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'এক কলসী দুধে ঘোলের ছিটে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৯০৭ এক ক্ষুরে মাথা মুড়ান।

৯০৮ এক খায় আর চায়, চাইতে চাইতে পাতাল যায়।

৯০৯ একগঙ্গা জল।

৯১০ একগাছ তৃণ দু'গাছ হল, সোনার সংসার তলে গেল।[১]

[১ নং ৯৩২]

৯১১ এক গাছের ছাল আর গাছে জোড়া লাগে না।

৯১২ এক গাঁজার তিন ধর্ম্ম, তোতা পেঁচা কুম্ভকর্ণ।

৯১৩ এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয়ে মাথা ধরে[১]।

[১ পা—মাথাব্যথা। 'এখানে তোমার কথা কওয়া, এক গাঁয় ঢেঁকি পড়ে এক গাঁয় মাথাব্যথা'—লীলাবতী]

৯১৪ এক গাঁয়ে ঢোল বাজে, আর গাঁয়ে বিয়ে।

৯১৫ এক গাঁয়ের কুকুর, আর গাঁয়ের ঠাকুর।[১]

[১ নং ৪২৬৪, ৬২৯৭, ৮৫০৮]

৯১৬ এক গালে চূণ, এক গালে কালি।[১]

বা, গালে (বা মুখে) চূণ কালি দেওয়া।[২]

[১ 'এক গালে কালি তার আর গালে চূণ'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'এক গালে চুণ দিল আর গালে কালি'—রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর। ২ 'দুই গালে দেহ কালি চূণ'; পুনশ্চ, 'নগরিয়া আনি মুখে দেই চূণকালি'—কবিকঙ্কণ। 'গলায় বড়ের মালা, চূণ কালি গালে'; পুনশ্চ, 'যা হোক্ সম্প্রতি মুখে চূণ কালি দি'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'চূণ কালি দিলি গালে'—ভারতচন্দ্র। 'সাহেব, তুই মিথ্যে কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি। ও তোর পাদরী সাহেব শুনতে পেলে গালে দেবে চূণকালি॥'—এণ্টনি ফিরিঙ্গির প্রতি রাম বসু। 'গালে চূণ কালি'—গোপাল উড়ে। 'দশ জনে মুখে চূণ কালি দিবে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'দিলাম তারে গালাগালি, গালে দিয়ে চূণ কালি'—দাশু রায়। 'কি চূণ কালিই বাবার গালে দিলুম'—গিরিশ ঘোষের শাস্তি কি শান্তি]

৯১৭ একগুণ ছেলের তিনগুণ বিক্রম।

৯১৮ একগুণ দেবে, সাতগুণ পাবে।

৯১৯ একগুণ রামায়ণ, তার তিনগুণ ভ্যাবায়ন।

৯২০ এক গুলিতে দুই বাঘ।[১]

[১ নং ৯৬৫ প্রবাদে রূপান্তর মাত্র]

৯২১ এক গোয়ালের গরু।

৯২২ এক ঘর পাপে চল্লিশ ঘর তাপে[১]।

[১ পা—শাপে]

৯২৩ এক ঘরে তিন ঘরণী, কেঁদে মরে রাঁধুনী বামনী।

৯২৪ এক ঘরে তিন জন চতুর, এক জন মলে পাঁচ জন ফতুর[১] ।

[১ পা—আতুর]

৯২৫ এক ঘা'তে গাছ পড়ে না।

৯২৬ এক ঘা মেরে সাত ঘা জিরোয়।

৯২৭ একচক্ষু হরিণ।[১]

[১ অন্য চক্ষে দেখিতে পায় না বলিয়া সহজে বধ্য]

৯২৮ এক চাকায় রথ চলে না।[১]

[১ সং—যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ]

৯২৯ এক চাঁদে জগৎ আলো।[১]

[১ সং—একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি]

৯৩০ এক চায়, আর পায়, ভাঙা নৌকা দু'হাতে বায়।[১]

[১ নং ১০৯৭]

৯৩১ এক চালার আবার পরচালা।

৯৩২ একচির পান দু'চির হল, সোনার পাটে ভাগ বস্‌ল।[১]

[১ নং ৯১০]

৯৩৩ এক চুমুকে[১] সমুদ্র পান।

[১ পা—গণ্ডূষে। অগস্ত্য ঋষির কাহিনী হইতে]

৯৩৪ এক চেনে এক দিনে, আর এক চেনে একুশ দিনে।

৯৩৫ এক চোখে কাঁদা আর চোখে হাসা।

৯৩৬ একচোখো মাসী, কারে ভালবাসি।

৯৩৭ এক চোর যে পথে যায়, সাত চোর সে পথে ধায়।

৯৩৮ এক ছাড়া দুই নেই।

৯৩৯ এক ছাড়া নেই গতি, সেই মোর প্রাণপতি।

৯৪০ এক ছিলিম যেমন তেমন, দু'ছিলিমে মজা।
তিন ছিলিমে উজীর আমীর, চার ছিলিমে রাজা ॥[১]

[১ গাঁজাখোরের উক্তি]

৯৪১ এক ছেলে তার ফুলের শয্যে,
পাঁচ ছেলে তার কাঁটার শয্যে।

৯৪২ এক ছেলে তার সোনাদানা,
পাঁচ ছেলে তার পোঁদে টেনা।

৯৪৩ এক ছেলের মা, ভয়ে কাঁপে গা।[১]

[১ নিত্যই পুত্রের জন্য আশঙ্কা]

৯৪৪ এক জন চরকা-কাটুনী, তিন জন তার খি-ধরুণী।[১]

[১ খি=সূতার খি বা খেই, ছিন্ন মুখ]

৯৪৫ এক জন ধরলে গান, সবাই তার ধরে তান।

৯৪৬ এক জনা কীর্ত্তুনে, সব জনা বেতুনে, গান হবে কেমনে।

৯৪৭ এক জনে মন ওঠে না, পাঁচ জন করে আনাগোনা।

৯৪৮ এক জনে রাখলে মন, সুখ হয় বিলক্ষণ।

৯৪৯ এক জন্মে দিলে, আর জন্মে মিলে।

৯৫০ এক জায়গায় ওঁচলা মাটি, আর জায়গায় ষাঁড়।

৯৫১ এক জায়গায় খাল কেটে, আরেক জায়গায় খাল ভরায়।

৯৫২ এক জায়গায়[১] থাকলে,
হাঁড়িতে হাঁড়িতে ঠেকাঠেকি[২] হয়।[৩]

[১ পা—এক সঙ্গে। ২ পা—ঠোকাঠুকি। ৩ 'ঘর করিতে হাণ্ডিয় হাণ্ডিয় হয় ঠেকাঠেকি'—রামেশ্বরের শিবায়ন। প্রবাদের রূপান্তর—দুই হাঁড়ি একত্রে থাকলেই ঠোকাঠুকি; হাঁড়িশরা (বা দুই হাঁড়ি) এক ঠাঁই, হয় ঠোকাঠুকি তাই]

৯৫৩ এক জোয়[১], আর সাত পোয়।

[১ জো=শস্যবপনের উপযুক্ত ভূমি]

এক ঝড়ে বর্ষা যায় না, নং ৮৯৩ দ্রষ্টব্য।

৯৫৪ এক ঝাড়ের বাঁশ,
কোনটিতে দুর্গার কাঠামো, কোনটিতে হাড়ীর ঝুড়ি।[১]

[১ নীলদর্পণ]

৯৫৫ এক ঝিকরে[১] মাছ বেঁধে না[২], সেই বা কেমন বঁড়শি।
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না[৩], সেই বা কেমন পড়শী॥

[১ পা—ঠোকরে। ২ পা—টোপ্ ফেলতে মাছ খায় না।

৩ পা—পড়লে কথা বুঝতে নারে ; এক ডাকেতে রা করে না]

৯৫৬ এক টাকায় পুকুর কিনে তিন টাকায় কাটায়।

৯৫৭ এক টাকায় পোদ[১] চৌধুরী,
লাখ[২] টাকায় বামুন ভিখারী।[৩]

[১ জাতিবিশেষ (নং ১৮৩৭ দ্রষ্টব্য)। ২ পা—হাজার। ৩ নং ৭৭৩৮]

৯৫৮ একটা পেট তবু কুকুর মরে, খেতে না পেয়ে দুয়ার ধরে।

৯৫৯ একটি ইঁদুর যদি নড়ে, চোরের প্রাণ ধড়ফড়ে।

৯৬০ একটি ভাত টিপলে, হাঁড়ি শুদ্ধ ভাতের খবর মেলে।

৯৬১ একটি হাতী, একটি ঘোড়া, থৈ-থৈ করে গাছের গোড়া।

৯৬২ একটু হলুদ নিতে এসে, বলে বাড়ীর গিন্নী যে সে।

৯৬৩ এক ঠগ, দুই ঠগ, তিন ঠগের মেলা।
ঠগের গুরু যজ্ঞেশ্বর, রামচন্দ্র তার চেলা॥

৯৬৪ এক ডালে দুই পাখী, গায়ে গায়ে মাখামাখি।

৯৬৫ এক ঢিলে[১] দুই পাখী।

[১ পা—গুরলে ; গুল্‌তিতে ; গুলিতে। ইংরেজির অনুবাদ ? নীলদর্পণে উড সাহেবের মুখে—'এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল'।—'যখন পাপেচ্ছা মনে উদিত হইবে, তখন পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিবে, এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইবে'—রাজনারায়ণ বসু। 'তা হলে এক ঢিলে দুই পাখী, ফাঁকতালে কিছু টাকা পাওয়া, আর শরতা বেটাও জব্দ হয়'—গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী। 'যদি এক ঢিলে দু'টো পাখী মারতে পারেন মন্দ কি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বঙ্গনারী]

৯৬৬ এক তাড়ি[১] তেল, ঢেলে দিলেই গেল।

[১ একপ্রকার নলযুক্ত মৃণ্ময় তৈলপাত্র]

৯৬৭ একতোলো কচুশাক, একতোলো পানি।[১]
বাপে পুতে সলা ক'রে পেয়েছ রাঁধুনী॥

[১ পা—আধসের চালের মধ্যে দিয়ে হাঁটুপানি]

৯৬৮ এক দিন করে মজা, ছ'মাস খায় ঝিঞ্জে ভাজা।

৯৬৯ একদিনকার[১] জ্বরে, সব[২] দেখলে পরে।

[১ পা—দেড়দিনের ; দু'দিনের। ২ পা—গাও]

৯৭০ এক দিন[১] ঘি-রুটি, এক দিন[১] দাঁত-ছিরকুটি।

[১ পা—কারো ; ক'দিন ; কোন্ দিন]

৯৭১ এক দিন মদের জোরে, সাত দিন মাথা ঘোরে।

৯৭২ এক দুখের দুখী আমি, গাঙের কূলে বাড়ী।
এক দুখের দুখী আমি, ছেলেবয়সে রাঁড়ী॥
এক দুখের দুখী হই, আমি ধার করি।
এক দুখের বুড়া আমি, শেষে বিয়া করি॥

৯৭৩ এক দেয় বর দেখে, আর দেয় ঘর দেখে।

৯৭৪ এক দেশের বুলি, আর দেশের গালি।

৯৭৫ এক দোর মোদা[১], হাজার দোর খোলা।

[১ পা—বন্ধ। ভিখারী সম্বন্ধে উক্ত ; সুতরাং পাঠান্তর—ভিখারীর বা কাঙালের এক দোর ইত্যাদি]

৯৭৬ এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক মনপ্রাণ।

৯৭৭ এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ।

৯৭৮ এক নৌকায় চড়ি সবে, যেখানে যার যেতে হবে।

৯৭৯ এক পথ মেরে সাত পথ করা।

৯৮০ এক পয়সা[১] নেই থলিতে, লাফিয়ে বেড়ায় তবু[২] গলিতে।

[১ পা—কড়া। ২ পা—লাফ পাড়ে গিয়ে]

৯৮১ এক পয়সার মুরদ নেই, পাগড়ি বাঁধে তেড়া।

৯৮২ এক পশলা জল হল, নদী নালা ভেসে গেল।

এক পাগলে রক্ষা নেই ইত্যাদি, নং ৫০০ দ্রষ্টব্য।

৯৮৩ এক পা জলে, এক পা স্থলে।[১]

[১ নং ২৩৩১। 'বেটার এক পা গঙ্গার জলে, এক পা ডাঙ্গায়, এখন এসেছে বিয়ে করতে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বঙ্গনারী]

৯৮৪ এক পাঁঠা, তিন বার কাটা।[১]

[১ নং ১০৩০]

৯৮৫ এক পা দু' পা, বামুন বাড়ী কদ্দূর।

৯৮৬ এক পারে না, আরেক চায়।

হেলে[১] ধরতে পারে না কেউটে[২] ধরতে যায়॥[৩]

[১ পা—ঢোঁড়া। ২ পা—বোড়া। ৩ 'ক্ষমতা নেই ধরতে ঢোঁড়া, বোড়া ধরতে চাও হে'—দাশু রায়। 'ব্যাটা হেলে ধত্তে পারে না, কেউটে ধত্তে যায়'—সধবার একাদশী। 'হেলে ধত্তে পার না, কেউটে ধত্তে যাও'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের সাজাহান]

৯৮৭ এক পালি ধানে[১] মহাভারত।

[১ অর্থাৎ কথকতার পারিশ্রমিক স্বরূপ]

৯৮৮ এক পায়ে জুতো, খায় মুচির গুঁতো।

৯৮৯ এক পুত পুত নয়, এক চোখ চোখ নয়,

এক কড়ি কড়ি নয়।

৯৯০ এক পুত অন্ধের নড়ি[১]।

[১ নং ৮১]

৯৯১ এক পুত যার, বাপের ঠাকুর তার।

৯৯২ এক পুতের[১] আশ, নদীকূলে বাস[২], ভাবনা বারমাস।

[১ পা—বেটার। ২ পা—চাষ]

৯৯৩ এক পুতের আশা, বালুতীরে বাসা।

৯৯৪ এক পো চালের পরমান্ন, গাঁ শুদ্ধ নেমন্তন্ন।

৯৯৫ এক বনে দুই বাঘ।

৯৯৬ একবরে ভাতারের মাগ চিংড়ি মাছের[১] খোসা।

দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোসা।

তেজবরে ভাতারের মাগ সঙ্গে ব'সে খায়।

চারবরে ভাতারের মাগ কাঁধে চ'ড়ে যায়॥

[১ পা—কমলালেবুর]

৯৯৭ একবরের মাগ নাড়ে-চাড়ে,

দোজবরের মাগ পুড়িয়ে মারে।

৯৯৮ একবরের মাগ হেলাফেলা, দোজবরের মাগ গলার মালা।

এক বলিতে দু'বোল বলে, নং ১১০ দ্রষ্টব্য।

৯৯৯ এক বাড়ীতে সাত কর্ত্তা, করে কেবল বেগুন ভর্ত্তা[১]।

[১ (হি) পোড়াইয়া বা সেকিয়া প্রস্তুত ব্যঞ্জন]

১০০০ একবার থালায়, একবার মালায়। বা, থালায় মালায়।

১০০১ একবার যায়[১] যোগী, দু'বার যায় ভোগী,
তিনবার যায় রোগী।

[১ শৌচে যায়]

১০০২ একবার হল[১] নুনে ফেনে, তারপর হল ছেলের সনে।
দেখে গেছ সেই, আর নিয়ে বসেছি এই ॥[২]

[১ অর্থাৎ খাওয়া। ২ নং ৪২৩০]

১০০৩ একবার হাগি, তিনবার ফিরে চাই।

১০০৪ একবারের[১] রোগী, আর বারের[২] রোজা।[৩]

[১ পা—আজ ; এবারকার ; ছিলাম। ২ ক্রমান্বয়ে পা—কাল ; সেবারকার ; হলাম। ৩ 'একবারকার রুগী, আরবারকার রোজা'—অমৃত বসুর অবতার]

১০০৫ এক বিছানায় শোয়, গায়ে গা লাগে না।

১০০৬ এক বিয়ে দেবতার বরে, আরেক বিয়ে কি গাছে ধরে।

১০০৭ এক বিয়েন না দিলে লজ্জা যায় না।[১]

[১ দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী]

১০০৮ এক বীজে দু'ফল ফলে না।[১]

[১ গিরিশ ঘোষের বলিদানে প্রযুক্ত]

১০০৯ এক বুঝা যায় পড়লে[১], আর বুঝা যায় মরলে।

[১ অবস্থা খারাপ হইলে]

১০১০ এক বুড়ীর নানা দোষ, নাকের উপর হল খোস।[১]

[১ পা—এক খোয়ারীর তিন দোষ, নাকের আগায় বিষফোট]

১০১১ এক বুড়োর তিন মাগ,
যার দিকে না চায় সেই করে রাগ।

১০১২ এক বুদ্ধি ভাল, দুই বুদ্ধি আরো ভাল।

১০১৩ এক বেঁড়ে[১] যার, সকল গাঁ তার।

[১ বেঁড়ে গরু]

১০১৪ এক বেলা ভাগে, এক বেলা ঠিকে।[১]

[১ নং ৩২০]

১০১৫ এক বেল্লিক একাই হাজার, একেলা করে গাঁ উজাড়।
থাকতে কয় না মুখে কথা, বাইরে গেলেই ঠেঙা-গুঁতা॥

১০১৬ এক বোকা কেতো কামার, এক বোকা ভাসুর আমার,
আর এক বোকা তুই।
পথ না দেখে কাঁটা দেয় আর এক বোকা মুই॥

১০১৭ এক ব্যঞ্জন ভাত, তাও নুনে বিষ।

১০১৮ এক ভরি[১] সোনা, সেকরা ত্রিশ[২] জন।

[১ পা—রত্তি। ২ পা—সতেরো]

১০১৯ এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ ক'ব কার।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। নীলদর্পণে ও মেবারপতনে উদ্ধৃত]

১০২০ এক মন হলে সমুদ্র শুকায়।

১০২১ এক মনে ডাকলে পরে, ঠাকুর আপনি আসে ঘরে।

১০২২ এক মাগীর সাত কাম, ধান কাটে আর চোষে আম।

১০২৩ এক মাঘে[১] জাড়[২] পালায় না।[৩]

[১ পা—পৌষে। ২ পা—শীত। ৩ 'এক মাঘে জাড় পালায় না'—অমৃত বসুর গ্রাম্যবিভ্রাট।]

১০২৪ এক মাণিকে সাত সাগর আলো।[১]

[১ নং ৮২৫১]

১০২৫ এক মায়ের এক পুত, খায়-দায় যেন যমের দূত।

১০২৬ এক মাসে তিন গ্রহণ[১], মরে রাজা কি মরে দেওয়ান[২]।

[১ পা—গ্রহণা। ২ পা—দেওয়ানা]

১০২৭ এক মুখ সোনা দিয়ে ভরা যায়,
পাঁচ মুখ ছাই দিয়েও ভরে না।

১০২৮ এক মুখে তিন কথা, শুনে লাগে মাথাব্যথা।

১০২৯ এক মুখে দুই কথা, ছেপ্ ফেলে ছেপ্ গেলা।[১]

[১ দীনবন্ধু মিত্রের কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠে প্রযুক্ত]

১০৩০ এক মুরগী[১] ক'বার[২] জবাই।[৩]

[১ পা—কুঁকড়া। ২ পা—পাঁচ দরগায় ; সাত ঠাঁই। ৩ নং ৯৮৪]

১০৩১ একমেগোর পাতে ভাত, দুইমেগোর গালে হাত।

১০৩২ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

১০৩৩ এক যাত্রায় পৃথক ফল।[১]

[১ 'মালতি, তোর মনে এই ছিল, এক যাত্রায় পৃথক ফল'—নবীন তপস্বিনী]

১০৩৪ এক যুক্তির পাড়া, গাছে বিয়য় ঘোড়া।

১০৩৫ এক রত্তি ছুঁড়ী, তার রকম দেখে মরি।

১০৩৬ এক রত্তি ছেলের বার বুড়ি কথা।

১০৩৭ এক রত্তি দড়ি, সকল ঘর বেড়ি।[১]

[১ নং ৩৪৩]

এক রত্তি বিষ নেই ইত্যাদি, ৫৮৮১ দ্রষ্টব্য।

১০৩৮ এক রত্তি মানুষ নয় সাত রত্তি আলাপ।

এক রত্তি সোনা ইত্যাদি, নং ১০১৮ দ্রষ্টব্য।

১০৩৯ এক রসের রসিক।

১০৪০ এক রাত্রির দেখা, তুমি প্রাণসখা।

১০৪১ এক রাস্তায় হাঁটে, কেউ ভালয় যায় কেউ হোঁচট খায়।

১০৪২ এক রেক চালের ক্ষিধে কি এক কুন্‌কোয় যায়।

১০৪৩ এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি।
কেহ না রহিল আর[১] বংশে দিতে বাতি॥[২]

[১ পা—এক জন না রাখিব (কৃত্তিবাসের পাঠ)। ২ কৃত্তিবাসের লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ সম্বন্ধে উক্ত। নং ৫৩৭১ দ্রষ্টব্য]

১০৪৪ একলষেঁড়ে।[১]

[১ আপ্তসুখী। 'ও একলষেঁড়ে চাল প্রায়ই পিরীতের লক্ষণ'—গিরিশ ঘোষের ভ্রান্তি]

১০৪৫ এক লাউয়ের বীচি।

কেউ বা করে কচর-কচর, কেউ বা আছে কচি॥

১০৪৬ একলা গেলেও আগে যাই না,

নুন দিয়ে খেলেও শুধু ভাত খাই না।

১০৪৭ একলা ঘরের মেকলা[১], খেতে বড় সুখ।

মরতে[২] গেলে ধরতে নেই, এই[৩] বড় দুখ॥

[১ পা—একা ঘরের এক ভাই; একলা ঘরের বউ বা গিন্নী। ২ পা—মারতে। ৩ পা—তাই]

১০৪৮ একলা[১] ঘরের গিন্নী হব, চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাব।

[১ পা—একা]

১০৪৯ একলা মায়ের ঝি, গরব করব না ত কি।

১০৫০ একলা ঘরের গিন্নী হলি নাকি মা।

নিঃশ্বাসকে বিশ্বাস নেই, নড়ছে দুটো পা[১]॥

[১ অর্থাৎ শ্বাশুড়ীর। মেয়ের শ্বাশুড়ী মৃত্যুশয্যায়, মায়ের উক্তি ও মেয়ের প্রত্যুক্তি]

১০৫১ এক লাঠিতে[১] সাত সাপ।

[১ পা—নড়িতে]

১০৫২ এক লোউয়ের বাঁধন[১], তার নেই ঘিন্[২]।

আড়াপাড়ার লোকেদের মুখখানা চিন্॥

[১ রক্তের বন্ধন। ২ ঘৃণা]

১০৫৩ এক শয্যার সাথী, সঙ্গে কাটাই রাতি।

১০৫৪ এক শান্কির ইয়ার।[১]

[১ "শান্‌কির ইয়ারেরা 'বারে বারে মুরগী তুমি' দলে ছিলেন"—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। আধুনিক রূপান্তর—এক গেলাসের ইয়ার]

১০৫৫ এক সিউনি[১] জল সেঁচে কাঁকালে দিলে হাত।
এই মুখে খাবে তুমি বাগ্‌দিনীর ভাত ॥[২]

[১ সেচনীপাত্র। পা—কলসী। ২ শিবায়নের কাহিনী হইতে]

১০৫৬ এক সাথে এলাম পাঁচ ভাই, শেষে দেখি ঠাঁই ঠাঁই।

১০৫৭ এক সাজে এলাম ভাই।
কারো পরণে শাড়ি জরী, কারো পরণে ন্যাতাও নাই ॥

১০৫৮ এক সূর্য্যে ধান শুকিয়ে খাওয়া।

১০৫৯ এক সের চালে পাঁচখান পিটে,
যার কথা শুনি তার কথা মিঠে।

১০৬০ এক হইলে গৃহস্থালী, আর নইলে চুণকালি।

১০৬১ এক হাটে কি মায়ে ঝিয়ে চোর।[১]

[১ 'কি দোষে এক হাটে চোর মায়ে ঝিয়ে হই'—দাশু রায়]

১০৬২ এক হাটে তুই দর।[১]

[১ 'কারে তুচ্ছ কারে আদর, এক বাজারে তুই দর'—দাশু রায়]

১০৬৩ এক হাটে পেঁয়াজ বেচলাম চাচা, মোল্লা হলে কবে।

১০৬৪ এক হাটে বেচতে পারে,
আর এক হাটে কিন্‌তে পারে।[১]

[১ 'ডিপুটিটী সাহেবকে এক হাটে কিনিতে আর এক হাটে বেচিতে পারে'—লোকরহস্য। 'মল্লিকে আমাদের এক হাটে বেচতে পারে এক হাটে কিনতে পারে'—নবীন তপস্বিনী]

১০৬৫ এক হাত গাছে সাত হাত লাউ।

১০৬৬ এক হাত নড়ে না, দু'হাত নড়ে।

১০৬৭ এক হাত পায়, এক হাত মাথায়।

১০৬৮ এক হাত লওয়া।[১]

[১ অর্থাৎ প্রতিশোধ লওয়া]

১০৬৯ এক হাতে ঢাল, এক হাতে তরওয়াল, লড়ব কিসে।[১]

[১ অর্থাৎ দুই হাত জোড়া। নং ৩৭০৩]

১০৭০ এক হাতে তালি বাজে না।[১]

[১ নং ৮৮৬। 'তোমরা কিসে ম'লে লাজে, এক হাতে কি তালি বাজে'—দাশু রায়। 'এক হাতে কখনো কি বেজে থাকে তালি'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'কেনই বা মন উচাটন হয়, এক হাতে ত তালি বাজে না'—কমলে কামিনী। 'নেহাৎ এক হাতে তালি বাজে নাই'—গিরিশ ঘোষের য্যায়সা কা ত্যায়সা]

১০৭১ এক হারাই খুঁজে, এক মারাই বুঝে।

১০৭২ এক হেঁসেলে[১] তিন রাঁধুনী, পুড়ে মরে তার ফেন-গালুনী।

[১ পা—পাখলে (=প্রা উনানে)]

১০৭৩ একাই একশ।[১]

[১ 'মা বলেন আমি একা এক সহস্র'—লীলাবতী]

১০৭৪ একা কাঁদি একা হাসি, গরম রেঁধে খাই বাসি।

১০৭৫ একা গেল জল আনতে, সাথে নিয়ে এল প্রাণকান্তে।

১০৭৬ একা ছিলাম ঘরের মাঝে মাথার ঠাকুর।
সতীন এল, আঁস্তাকুড়ের হলাম কুকুর॥

১০৭৭ একাদশ বৃহস্পতি।[১]

[১ জন্মলগ্ন হইতে একাদশ স্থানে বৃহস্পতি সমৃদ্ধির সূচক। 'ইনস্পেক্টর মহলে একাদশ বৃহস্পতি'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'যা হোক মেনে ভাল হল, কাণ্ডারী তোর মিলে গেল, একাদশ বৃ'স্পতি হল এখন লো ধনী'; পুনশ্চ, 'একাদশ বৃ'স্পতি তোমার, আমার এখন শনির দশা'—গোপাল উড়ে। 'এখন হে কুবুজাপতি, একাদশ বৃহস্পতি' —দাশু রায়]

১০৭৮ একাদশীর ঠাকুরাণী, ডুব দিয়ে খান পানি।[১]

[১ নং ৩৬৬৫, ৩৬৭০]

১০৭৯ একা দুধে ক্ষীর ছানা ননী।[১]

[১ আলালের ঘরের দুলালে প্রযুক্ত]

১০৮০ একা নদী বিশ ক্রোশ।[১]

[১ পা—উবু নদী ষোল ক্রোশ]

১০৮১ একান্ন পাপও পাপ, বাহান্ন পাপও পাপ।[১]

[১ 'ও একান্নও পাপ, বাহান্নও পাপ'—গিরিশ ঘোষের শ্রীবৎসচিন্তা]

১০৮২ একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর[১]।

[১ পা—দোসর লক্ষ্মণ; সুগ্রীব তার মিতা। 'একে রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তার মিতে'; পুনশ্চ, 'একে রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তার হল সেনা'—ঈশ্বর গুপ্ত। উদ্ধৃত পাঠ অমৃত বসুর সাবাস্ বাঙ্গালীতে]

১০৮৩ একারে[১] কাজ দোকর[২] করা।

[১ একাকার করিয়া। ২ দ্বিগুণ]

১০৮৪ এ কি কাগী বগী ভস্ম।[১]

[১ পা—কাগী (কাকী) বগী (বকী) ভস্ম নয়]

১০৮৫ এ কি বিধির বিবেচনা[১], লোহা দিয়ে পেটে সোনা[২]।

[১ পা—কিবা বিধির বিড়ম্বনা। ২ পা—লৌহদণ্ডে তাড়ে সোনা]

১০৮৬ এ কি বিধির লীলাখেলা, কাকের গলায় তুলসীমালা।

১০৮৭ এ কি মোর জ্বালা, মেয়ে চামকাটা ডালা।
কানে দুটো ঘুরঘুরে, গলায় মতির মালা॥

১০৮৮ এ কি হল জ্বালা।
যমুনায় জল আনতে গেলে বাঁশী বাজায় কালা॥

১০৮৯ একুশ[১] কোঁড়া[২] গুণে খান্[৩], ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান্[৪]।

[১ পা—আশি; একশ'; পাঁচশ' ইত্যাদি। ২ বেত বা চাবুক। পা—জুতা। ৩ পা—একুশ দেশ বেড়িয়ে খান্। ৪ নং ২৮৮৫, ৫৩৫৭]

১০৯০ একুশ ভাতারের ঘর করে, গর্ব্বে ভূঁয়ে পা না পড়ে।

১০৯১ এ-কূল ও-কূল দু'কূল গেল।
বা, এ-কূলও গেল, ও-কূলও গেল।[১]

[১ পা—এ-কুল ও-কুল দু'কুল। 'একূল ওকূল গেল, কি করিতে কিনা হল'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'তার একূল ওকূল দুকূল গেল, পাথারে পড়িল সে'—চণ্ডীদাস। 'আমার

একূল ওকূল দুকূল গেল, পাথারমধ্যে সাঁতার বিষম হল'—কমলাকান্ত। 'আমার একূল ওকূল দুকূল গেল'—রামপ্রসাদ। 'পাছে এ-কূল ও-কূল দু'কূল যায় তোমার সঙ্গে থেকে থেকে' —দাশু রায়। 'একূল ওকূল আমি খেয়েছি দু'কূল। অকূল পাথারে পড়ে হয়েছি ব্যাকুল ॥'—নববিবিবিলাস। 'ওরা একূল ওকূল রাখবে দু'কূল মিলে ক'জনে'—অমৃত বসুর খাসদখল]

১০৯২ একেই ত ধড়ফড়ে বুড়ী, তার ওপর ঢোলের তুড়ি।[১]

[১ পা—ধড়ফড়ে বুড়ীর ঢোলে বাড়ি। নং ১১০২]

১০৯৩ একেই নাচুনী বুড়ী, তায় নাতনীর বিয়ে।

১০৯৪ একে[১] কাটে ধারে, আরে[১] কাটে ভারে।[২]

[১ পা—কেউ; কারো। ২ পা—যা না কাটে ধারে তা কাটে ভারে; ধারে কাটে, না, ভারে কাটে; ধারে না কাটে ত ভারে কাটে, ইত্যাদি]

১০৯৫ একে গুণ্ গুণ্[১], দুয়ে পাঠ।
তিনে গোলমাল[২], চারে হাট ॥

[১ পা—মিন্‌মিন্; উসুঝুসু; চুসুমুসু; নিদ্রা। ২ পা—গল্প]

১০৯৬ একে গোরা গা, তায় পোয়ের মা।[১]

[১ একে সুন্দরী তায় সন্তানবতী, সেইজন্য অহঙ্কার]

১০৯৭ একে চায় আরে পায়, এক খায় এক থিতায়[১]।

[১ পা—ভাঙ্গা নৌকা দু'হাতে বায়। নং ৯৩০। 'একে চায় আরে পায় যাইয়া হীরাবতী'—কবিকঙ্কণ। 'একে চায় আরে পায়, তাহারা দেখিল মতিলালও তাহাদেরই একজন'—আলালের ঘরের দুলাল]

১০৯৮ একে ছেঁড়া কাঁথা, তায় শত তালি।

১০৯৯ একে ছেঁড়া তায় কালো, বাঁচার চেয়ে মরণ ভালো।

১১০০ একে ত উমা[১], তায় তুষের ধুমা।

[১ উষ্ম, গরম। নং ১৬২৬]

১১০১ একে ত জেলের পো, তায় পোঁদে গু।

১১০২ একে ত নাচুনী কালী[১], তাতে মৃদঙ্গের তালি।[২]

[১ পা—বুড়ী। নং ১০৯২-৯৩। ২ পা—মৃদঙ্গের টুরি]

১১০৩ একে ত মধুপর্কের বাটি, তায় আবার কাত্।

১১০৪ একে ত হনূমান, তায় আবার রামের বাণ।

১১০৫ একে ধরে যারে, দশে বেড়ে তারে।

১১০৬ একেন পাপ, শতেন পাপ[১]।

[১ পা—শতেন কিম্বা]

১১০৭ একে বউ নাচনী, তায় খেমটার বাজনি।

১১০৮ এ কেবল তুষ কাঁড়ানো।[১]

[১ অর্থাৎ নিরর্থক কাজ]

১১০৯ একে বাধা, দুয়ে বিধি, তিনে হয় কার্য্যসিদ্ধি।

১১১০ একে বাপ[১], তায় বয়সে বড়।[২]

[১ পা—মাগ। ২ 'অমন করে বলবেন না, একে বাপ তায় বয়সে বড়'—নবনাটক]

১১১১ একে বাবা সত্যপীর, পরকে তরাবেন কোথা নিজেই অস্থির।

১১১২ একে বেরাল কালো, তায় গাঙ সাঁতরে এলো।

১১১৩ একে বেরাল কালো,
পাঁশ গড়াগড়ি দিয়ে আরো রূপ বেরিয়ে প'লো।

১১১৪ একে মনসা[১], তাই ধুনার গন্ধ।

[১ পা—মনসার কাছে ; একে রামানন্দ। 'একে মনসার ফোঁসফুস্থনি, ধুনোর গন্ধ তায়'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'আমার একি দশা, একে মনসা, তাতে ধুনার গন্ধ'—দাশু রায়। অমৃত বসুর নামে প্রকাশিত, কিন্তু নৃত্যগোপাল রায়ের রচিত হরিশ্চন্দ্র নাটকে 'একে মনসা' পাঠই আছে]

১১১৫ একে মরে জেদে, আরে মরে বাদে।

একে মাস যায় না ইত্যাদি, নং ১১৮৯ দ্রষ্টব্য।

১১১৬ একের ঘা, অপরের ব্যথা।

একের বোঝা দশের নড়ি, নং ৪০১৪ দ্রষ্টব্য।

১১১৭ একে রাঁড়ের ভাত, তায় মশুরের ডাল।

১১১৮ একে শনি, তায় রন্ধ্রগত।[১]

[১ অষ্টম স্থানে (রন্ধ্র) আশ্রিত শনি জাতকের প্রাণহানি করে। 'সে যে আমার বোন্‌পো নয় রে, রন্ধ্রগত শনি'—গোপাল উড়ে। 'একে শনি তায় গত রন্ধ্র, একে মনসা তায় ধুনার গন্ধ'—দাশু রায়। 'তোমরা চেলা বই ত নয়, গ্রহদেব স্বয়ং আমার রন্ধ্রগত'—গিরিশ ঘোষের শ্রীবৎস-চিন্তা]

১১১৯ একে শালুক, তায় তরঙ্গ।

১১২০ একে শোনাও দরদ, যে দরদ নেয়।
বেদরদীকে দরদ শোনালে দুনা দরদ দেয়॥

১১২১ এখন আবার ফুঁ[১] ফুটেছে।

[১ পা—বোল]

১১২২ এখন জানলে না জানবে পরে, গাঁতি জালে[১] মরবে ঘরে।

[১ জোতদারের ফিকিরে (?), যথা—'অনেক গাঁতিদারও জাল ও জুলুমে ভাজা ভাজা'—টেকচাঁদ]

এখান থেকে মারলাম তীর ইত্যাদি, নং ৮৪১ দ্রষ্টব্য।
এখানেও ঘাস জল ইত্যাদি, নং ২৩৮৭ দ্রষ্টব্য।

১১২৩ এখানেও থোড় দেখি তোরে, গাঙ পার হলি কেমন ক'রে?[১]

[১ নদীর পারে নিমন্ত্রণ-বাড়ীতেও চিরপরিচিত থোড়ের ব্যঞ্জন]

১১২৪ এখানে নয়, ওখানে ছয়। বা, নয় ছয় করা[১]।

[১ অপচয় করা। নং ৩১৭০]

১১২৫ এখানে[১] বাড়ি[২], ওখানে[৩] বাড়ি[২], বুড়োবুড়ীর ঠারাঠারি[৪]।

[১ পা—আড়ায়। ২ লাঠির আঘাত। ৩ পা—পাড়ায়। ৪ অর্থাৎ কেহ কাহারো সহিত সাক্ষাৎভাবে কথা বলিবে না]

১১২৬ এ গাঁয়ের মাতব্বর কে?—ছিলাম ত আমি।
এ গাঁয়ের বেকার কে?—পয়সা পেলেই ত নামি।

এগার হাত বাছুরের বার হাত শিঙ, নং ৫৭৫৪ দ্রষ্টব্য।

এগুলেও ভেড়ের ভেড়ে ইত্যাদি, নং ২৫৭ দ্রষ্টব্য।

১১২৭ এগুলে রাম, পেছুলে রাবণ।

১১২৮ এঙ (অ্যাং)[১] যায়[২], বেঙ (ব্যাঙ) যায়[২],
খল্‌সে বলে—আমিও যাই[৩]।[৪]

[১ পা—চেঙ (মৎস্যবিশেষ)। ২ পা—উজায়। ৩ পা—উজাই। অথবা খল্‌সে পুঁটি ধড়ফড়ায় বা ফরফরায়; চুনো পুঁটি ঠ্যাং বাড়ায়। ৪ নং ৮০১৪। 'অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খল্‌সে বলে আমিও যাই, বামুন কায়েতরা সভ্য হয়ে উঠলো দেখে নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ করিলেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'এং যায় বেং যায় খল্‌সে বলে আমিও যাই'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'এ্যাং যায় ব্যাং যায়, খল্‌সে বুড়ী বলে আমিও যাই'—অমৃত বসুর রাজা বাহাদুর]

১১২৯ এঁচড়ে পাকা।[১]

[১ অকালপক্ক। 'কোষেতে ধরেছে দোষ জল না পাইয়া। কাঁঠাল হইল জ্যেঠা এঁচড়ে পাকিয়া॥'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'দার্শনিকেরা ঈশ্বরের এঁচড়ে-পাকা ছেলে'—রাজনারায়ণ বসু]

এঁচড়ের আঠা, নং ১৬১৮ দ্রষ্টব্য।

১১৩০ এটা ধরি, না ওটা ধরি, হাতের পাঁচ[১] ছাড়তে নারি।

[১ নং ৮৭৫০ দ্রষ্টব্য]

১১৩১ এঁটে ধরলে চিঁচিঁ করে, ছেড়ে দিলে লম্ফ মারে।

এঁটে বাঁধন ফস্‌কা ইত্যাদি, নং ৫৪০০ দ্রষ্টব্য।

১১৩২ এঁটে[১] মেলে, থোড় মেলে না।

[১ কলাগাছের গোড়া বা গেঁড়]

১১৩৩ এঁটো কাঁটা খেয়ে পিত্তি রক্ষা।[১]

[১ 'কোনরূপে পিত্তিরক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

১১৩৪ এঁটোকুড়ের[১] পাত[২] স্বর্গে যায় না।

[১ পা—আঁস্তাকুড়ের। 'আঁস্তাকুড়ের পাত কখনো স্বর্গে যায়'—বিয়েপাগলা বুড়ো। ২ পা—এঁটো পাতার ধুয়া]

এঁটো পাতে বাজ ইত্যাদি, নং ৩২৭১ দ্রষ্টব্য।

১১৩৫ এঁড় (অ্যাড়)-বীচি[১] বলে[২]—রোদ পোহাব[৩]।[৪]

[১ অণ্ডকোষ। ২ পা—আবার। ৩ পা—পোহায়। ৪ অর্থাৎ ছোটলোকের স্পর্দ্ধা]

১১৩৬ এড়ায় পর্ব্বত, বেঁধে সরষে।[১]

[১ নং ৫২৯০ ; ১৪৪৫, ৩৩৭৪, ৮৪৫৮, ৮৬৪৯]

১১৩৭ এঁড়ে আনতে বেঁড়ে পালায়।

১১৩৮ এড়েও দেয় না, বেড়েও মারে।

১১৩৯ এঁড়ে গরু, না, টেনে দো'।

১১৪০ এঁড়ে ছেলের[১] কেঁড়ে ডাগর ।

[১ অর্থাৎ এঁড়েলাগা ছেলের (নং ১১৪৬)। ২ অর্থাৎ পেট মোটা]

১১৪১ এঁড়ে ডাক ডাকা।[১]

[১ 'মাধী বলে আলো সাধী চুপ করি থাক। আমি জানি এমন বিস্তর এঁড়ে ডাক ॥'—ভারতচন্দ্র]

১১৪২ এঁড়ে (অ্যাড়ে[১]) তেল দেওয়া।[২]

[১ অণ্ডকোষ। ২ অর্থাৎ খোসামোদ করা]

১১৪৩ এড়ে[১] দিয়ে তেড়ে ধরা।

[১ পা—ছেড়ে]

১১৪৪ এঁড়ে ম'লো, এঁড়ের পোকাও ম'লো।

১১৪৫ এঁড়ের পেটে বাছুর হল বলদের নাতি।

১১৪৬ এঁড়ে লাগা।[১]

[১ জননীর গর্ভাবস্থায় স্তন্যপান করিয়া শিশুর রোগ বিশেষ]

১১৪৭ এত এত মহারথী, তারা পায় না এক রতি।
তিনি এমন ভুঁইঞা, আসেন গামলা লইয়া॥

১১৪৮ এত ক'রে করি ঘর, তবু মিন্‌সে বাসে পর[১]।[২]

[১ পা—তবু মোরে ভাবে পর। ২ নং ৭২৬৫]

১১৪৯ এত কলাই ভাতে, ছোট্‌ঠাকুরের পাতে।

১১৫০ এত কাল ধরে পড়ালাম 'ক', শেষে বললি দন্ত্য 'স'।

১২০৯ এস্‌পার কি ওস্‌পার।[১]

[১ 'দেবেন্দ্র স্থির করিলেন, স্বয়ং হীরার বাড়ী গিয়া এস্‌পার কি ওস্‌পার যা হয় একটা করিয়া আসিবেন'—বিষবৃক্ষ। 'বার বার তিন বার! কাল এস্পার কি ওস্পার'—অমৃত বসুর চোরের উপর বাটপাড়ি। 'এস্‌পার কি ওস্‌পার, মেরে এমনেও গেছে অমনেও গেছে'—গিরিশ ঘোষের য্যায়সা কা ত্যায়সা]

১২১০ ওই ওই ওই, কার কথা কই।
বউ বলে—আন্‌, ঝি বলে—রান্‌[১]।
টানাটানি হয় লয়ে শ্বাশুড়ীর প্রাণ॥

[১ রাঁধ]

১২১১ ওই রঙ্গের রঙ্গী বউ, পাকল মাথার কেশ।
বউ বড় ভাগ্যবতী, তার গঙ্গা বয় সন্দেশ[১]॥

[১ নং ৮৭১]

১২১২ ওই রোগেই ত ঘোড়া মরে।[১]

[১ গচ্ছিত ঘোড়া আত্মসাৎ করিয়া, মরা গরুর মুণ্ড দেখাইয়া ঘোড়া মরিয়া গিয়াছে বলাতে, ঘোড়ার অধিকারী যখন অবিশ্বাস করিল যে, ঘোড়ার এরূপ দাঁত হয় না, তখন ঘোড়া এইরূপ দন্তবিকৃতির রোগেই মরে বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টার কাহিনী হইতে]

১২১৩ ও কথা কারে কও, বীজধান নে' ঘরে যাও।

১২১৪ ওক্ত[১] বুঝে হাত মারা।

[১ (আ) বখৎ = সময়]

১২১৫ ওগো জ্যেঠা!—কি কয় রে বেটা।[১]

[১ অর্থাৎ জ্যেঠা সম্পর্ক পাতাইয়া গায়ে-পড়া আত্মীয়তা প্রকাশের উত্তর]

১২১৬ ওঝা আনলাম মাকে ভাল করতে।
ওঝা চায় মাকে বিয়ে করতে॥

১২১৭ ওঝার ঘাড়ে ভূত[১]।[২]

[১ পা—বোঝা (অর্থাৎ ভূতের বোঝা)। নং ৭৬৯৪ দ্রষ্টব্য। ২ 'ওঝার ঘাড়ে বোঝা'—ভারতচন্দ্র]

১২১৮ ওঝার বেটা বনগরু।

১২১৯ ওঠ ছুঁড়ি, তোর বিয়ে, নেকড়ায় আগুন দিয়ে[১]।[২]

[১ পা—বাড়া ভাত খেয়ে ; হাতে তালি দিয়ে, ইত্যাদি। ২ 'এ কি ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে যাদু, চাঁদ ধরি হাত বাড়ায়ে'—গোপাল উড়ে। 'দিন ক্ষণ চাই নিরূপণ, ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে নয়'—দাশু রায়। 'লোকে বলে—ওঠ ছুঁড়ি তোর বে, আমার মেয়েদের কপালে তাই ঘটেছে'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। 'দিদিমা, আমার ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে'—কমলে কামিনী]

১২২০ ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা।[১]

[১ 'বিপদ্‌কালে কেউ কোথা নাই, ঘরবাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা'—কমলাকান্ত]

ওড়ন কাড়ে ইত্যাদি, নং ৭৭০ দ্রষ্টব্য।

১২২১ ওদা[১] ধানের চাল দড়, গোদা পায়ের[২] লাথি দড়[৩]।

[১ পা—আউশ। ওদা=আর্দ্র ; বর্ষাকালে উৎপন্ন আউশ ধানের চাল মোটা হয়। ২ পা—ঠ্যাঙের। ৩ নং ৭৭৯, ২৬১৯]

১২২২ ওদা ধানের বারা[১] বাঁধে, তারে কয় বাঁধুনী।
ওদা ধানের ভাত রাঁধে, তারে কয় রাঁধুনী॥

[১ ঢেঁকিতে চাল কোটা]

১২২৩ ওদের বউ নথ পরেছে, সাত সাঙ্গাতে[১] বয়।
নাকে কেমন রয়, না, ওরাই শুধু কয়॥

[১ সাঙ্গা=বাঁশের ভারা। পা—সাঙাতে (=সাঙ্গাতে)]

১২২৪ ও ভাই থম্‌থম্।
উলুবনে আছে যে সেই বা কিসে কম॥

১২২৫ ওরে[১] আমার অক্রূর খুড়ো।

[১ পা—উনি। পুরাণে কৃষ্ণের পিতৃব্য অক্রূর কৃষ্ণকে

বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গিয়া ব্রজবাসিদের প্রতি ক্রূরই হইয়াছিলেন]

ওরে আমার তুমি, নং ৬২১ দ্রষ্টব্য।

১২২৬ ওরে আমার কে রে, শেজে-মুতো[১] নে রে।

[১ যে শিশু রাত্রিতে শয্যায় প্রস্রাব করে তাহাকে তেমাথার রাস্তায় বসাইয়া রাখে ; তাহাকে কেহ সম্বোধন করিলে সে 'শেজে-মুতো নে রে' বলিয়া পলাইয়া যায়। ইহাতে নাকি বদ অভ্যাস ভাল হইয়া যায়। তুকের প্রবাদ]

১২২৭ ওরে আমার ননী।

সাধ গিয়েছে খেতে তোর উলুবেড়ের ফেণী[১]।

[১ ফেণী বাতাসা]

১২২৮ ওরে আমার ষোল কড়া, ঘরে ভাত নেই বেগুনপোড়া।

১২২৯ ওরে আমার শ্রীপঞ্চমী।[১]

[১ লেখাপড়ায় অনভিজ্ঞ ; সরস্বতীপূজার দিন অনধ্যায়। —'হুঁ শ্রীপঞ্চমীর সঙ্গে তো মুখ দেখাদেখি নাই দেখচি'— নবনাটক]

১২৩০ ওরে আমার হরে।

কে নেবে আমার সারের পেতে[১], কে নেবে আমায় ধ'রে॥

[১ ছোট পাত্র বা চুবড়ি। নং ২৪৭৮]

১২৩১ ওরে আমার হীরে।

কি সাধ গিয়েছে খেতে ছুতোর-কোটা চিঁড়ে[১] ॥

[১ 'ছুতার হাটের মাঝে চিঁড়া কোটে খই ভাজে'— কবিকঙ্কণ]

১২৩২ ওরে ওরে ভাই রে, কেউ কারো নই[১] রে।

[১ পা—নয়]

১২৩৩ ওরে নোলা, ভাজনা খোলা[১]।

এটা নোলা, পরের ঘর, ওরে নোলা সামাল কর।[২]

[১ খই ইত্যাদি ভাজিবার পাত্র ; যথা—'আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, বাগবাজারে রই। চিন্তামণির চরণ

চিন্তি' ভাজনা খোলায় ভাজি খই॥'—ভোলা ময়রা কবিওয়ালা। ২ নং ৪৭৭৫]

ওরে পাগলা ভাত খাবি ইত্যাদি, নং ৮৪৪৭ দ্রষ্টব্য।

১২৩৪ ওরে ভাই কালু।
কারো পাতে মাগুর মাছ, কারো পাতে আলু॥

১২৩৫ ওল কচু মান, তিনই সমান।

১২৩৬ ওল খেয়ে করেছি গোল, ঠাকুরঝি তুই তেঁতুল গোল্।

১২৩৭ ওল ধরেছে নিজের গুণ।

১২৩৮ ওল বলে—মানকচু ভায়া তুমি নাকি লাগ।

১২৩৯ ওলাউঠার নাড়ী, মৌলবীর দাড়ি।
জঙ্গলের গাই[১], তিনে বিশ্বাস নাই॥
[১ বাঘের মুখে পড়া স্বাভাবিক। নং ৮৮০৫]

১২৪০ ওলা[১] বান্তে মলের দায়।
[১ ওলাউঠায় দাস্ত ও বমি হয়]

১২৪১ ওলে আর ঘোলে, প্রত্যয় যেও না রমণীর বোলে।[১]
[১ নং ১২৬৪]

১২৪২ ওলো আমার কম্‌লি-লতা[১], জল শুকোলে রইবি কোথা।
[১ পা—ওগো লো কল্‌মি-লতা]

১২৪৩ ওলো গোদী, গোদের পানে চেয়ে কথা ক'।[১]
[১ নং ২৬২০]

১২৪৪ ওলো রঙ্গী, তোর ঘর পুড়ছে, পুড়ুক গিয়ে ঘর।
আমার রঙ্গ পুড়বে না ত, তা'তে কিবা ডর॥[১]
[১ নং ৬২৪২]

১২৪৫ ওষুধ ধরেছে।[১]
[১ 'বিন্দি পোড়াকপালীর আচ্ছা ওষুধ, বেশ ধরেছে'—জামাই বারিক]

১২৪৬ ওষুধ ফেলে খলে কামড়।

১২৪৭ ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।

১২৪৮ ঔষধ না খায় যার নিকটে মরণ।[১]

[১ কৃত্তিবাস।—নং ৬৪৫৬]

১২৪৯ ঔষধার্থে সুরাপান, মাত্রা থাকলেই মাত্রাজ্ঞান[১]।

[১ পা—পান না বাড়ালেই থাকে মান]

১২৫০ কংস গেল রসাতল, ধর্ম্মের রহিল বল।

১২৫১ কংস মামার[১] আদর।

[১ কংস ছিলেন কৃষ্ণ-জননী দেবকীর পিতৃব্য উগ্রসেনের পুত্র, সুতরাং সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুল]

১২৫২ কংস রাজার বদ্ ফরমাস।

১২৫৩ 'ক' অক্ষর গোমাংস।[১]

[১ 'ইহার উদরে ক অক্ষর গোমাংস, শুদ্ধ অশুদ্ধ কথাই অনর্গল কহিতেছে'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। 'পরিচয় দিস্ রাজার বংশ, বেটাদের ক অক্ষর গোমাংস'; পুনশ্চ, 'পেটে নাই বিদ্যার অংশ, ক অক্ষর গোমাংস'—দাশু রায়। 'ক অক্ষর গোমাংস, ও আবার শোনাতে এসেছে'—ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের নিয়তি।—নং ১৩৬৬, ৫২২৫]

১২৫৪ 'ক' অক্ষর জ্ঞান নাই, ব্রহ্মবিচার।

১২৫৫ কই গো তোমার চূড়োবাঁশী, আমরা সবাই উপবাসী।

১২৫৬ কইতে কইতে মুখ বাড়ে, খাইতে খাইতে পেট বাড়ে[১]।

[১ পা—দিতে দিতে হাত বাড়ে।—নং ১৩৩৬]

১২৫৭ কইতে[১] জান্‌লে ঘাটি[২] না, বস্‌তে জান্‌লে উঠি[৩] না।

[১ পা—বল্‌তে। ২ ঘাট মানা বা পরাজয় স্বীকার করা। ৩ পা—ঠকি]

১২৫৮ কই বা ফকির কই বা দরগা, কই বা ছাত, কই বা বরগা।

১২৫৯ কইবার কথা নয়, তবু কথা কইতে হয়[১]।

[১ পা—না কইলেও তবু নয়। সমগ্র প্রবাদের রূপান্তর —কইবার নয়, কইতেও হয়]

১২৬০ কইমাছের প্রাণ, অল্পেতে না যান্।[১]

[১ নং ৪৯৬৭, ৫১৫৫। 'আমাদের কৈমাছের প্রাণ, ম'রেও আমাদের মরণ নেই' —দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ]

১২৬১ কইলে কথা নাড়াচাড়া, না কইলে পেটভরা।

১২৬২ কইলে জাত যায়, নইলে না।[১]

[১ নং ৫৪৯০]

১২৬৩ কখনো কুলায় তেঁতুল-পাতায়,
কখনো কুলায় না মান-পাতায়।[১]

[১ নং ৭০৫৯]

১২৬৪ কখনো খেও না ওলে[১] আর ঘোলে।
কখনো ভুলো না ঢেমনার বোলে॥

[১ পা—তালে। নং ১২৪১]

১২৬৫ কখনো দিন বড়, কখনো রাত বড়।

১২৬৬ কখনো দিলে না এককড়া ফুল,
হেগে ভরালে গাঙের[১] কূল।

[১ পা—গঙ্গার]

১২৬৭ কখনো বা মানুষেতে ঝোলে-ভাতে খায়।
কখনো বা চাল চিবোতে ফেকো উড়ে যায়॥

১২৬৮ কখনো বা লাল গামছা, লোকে দেখে ফিরে।
কখনো বা ছেঁড়া গামছা, গণ্ডা দশ গিরে॥

১২৬৯ ক-খ'র সঙ্গে কোমরাকোমরি[১]।

[১ কুস্তি। অর্থাৎ বিদ্যার পরিচয়]

১২৭০ কচি খুকী[১], কুলোয় শুয়ে[২] তুলোয় দুধ খান।[৩]

[১ পা—খোকা। ২ পা—এই দুই শব্দ বাদ। ৩ 'আ মরি, তুলোয় ক'রে দুধ খান'—গিরিশ ঘোষের বিষাদ]

১২৭১ কচি পাঁঠা[১], পাকা মেষ, দইয়ের আগা, ঘোলের শেষ।
শাকের ছা, মাছের মা, ডাক বলে,—বেছে খা'॥[২]

[১ পা—অজা জালি। ২ উপাদেয় আহার্য্য।—ডাকের বচন। অমৃত বসুর নবযৌবনে 'বৃদ্ধ মেষ' এইরূপ পাঠ আছে]

১২৭২ কচু কাটতে কাটতেই ডাকাত।

১২৭৩ কচুকাটা করা।[১]

[১ 'অমর মোগল সৈন্যকে মেবার যুদ্ধে কচুকাটা করেছে' —দ্বিজেন্দ্র রায়ের মেবারপতন]

১২৭৪ কচুপাতে বজ্রাঘাত।[১]

[১ নং ৩২৭১, ৩৯৪৬]

১২৭৫ কচুপোড়া খাওয়া।[১]

[১ 'কচুপোড়া খাও, উঠছি অমনি পেছু ডাকছ'—আলালের ঘরের দুলাল। 'আরে খেলে কচুপোড়া, ভাল সময় ভাল পোড়া'—দাশু রায়। 'সব রকম কচু কেবল কচুপোড়া বাকি'—দেবেন্দ্র সেনের দগ্ধ কচু]

১২৭৬ কচুবনে খটাশ বাঘ।[১]

[১ নং ৩৮৫, ৮৪০৫]

১২৭৭ কচুবনের কালাচাঁদ।[১]

[১ লীলাবতীতে প্রযুক্ত। 'আমি কচুবনের কালাচাঁদ, ক্যায়সে আমার প্রেমের ফাঁদ'—অমৃত বসুর যাদুকরী]

১২৭৮ কচুর নামেই গলা চুলকোয়।

১২৭৯ কচুর বেটা ঘেঁচু, বড় বাড়েন ত মান[১]।

[১ মানকচু। শ্লেষ রহিয়াছে]

১২৮০ কচ্ছপ যখন জলে থাকে, ডেঙায় ডিমে নজর রাখে।[১]

[১ 'কচ্ছপ জলে থেকেও ডাঙ্গাস্থ ডিমের প্রতি যেমন মন রাখে, সেইরূপ অনেকে দালানে বসে বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তার মধ্যে আপনার জুতোর ওপোরও নজর রেখেছিলেন'— হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

১২৮১ কচ্ছপের কামড়[১]।

[১ সহজে ছাড়ে না]

১২৮২ কঞ্চি খবরদার।[১]

[১ অর্থাৎ বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত বলিয়া সাবধান হওয়া প্রয়োজন]

১২৮৩ কঞ্চিতে বংশলোচন[১] জন্মান।

[১ বংশরোচনা, বংশক্ষীর, ঔষধে লাগে। 'বড় বড় বাঁশ

ঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো, কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগ্‌লো; নবো মুন্সী, ছিরে বেণে, পুঁটে তেলি রাজা হলো' —হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। নং ৮১৭১]

১২৮৪ ক'টি ছেলে, না, পুড়িয়ে খাব।[১]

[১ অসংবদ্ধ কথা, কালা লোকের মত]

১২৮৫ কড়িও ছয় বুড়ি, দইও চাপ্‌ চাপ্‌।

১২৮৬ কড়ি-কপালে মানুষ।

১২৮৭ কড়িকাঠ বা বরগা গোনা।[১]

[১ 'চালের বাতা গোনা' এইরূপও শোনা যায়। 'আমি আজ দশ দিন জামাই বারিকের বরগা গুণছি'—জামাই বারিক। 'কাজকর্ম্মে মন নাই, কেবল ঘরে বসিয়া কড়ি গণিতেন'—বিষবৃক্ষ। 'এদ্দিন কোন আবাগী আমার বরগা-গোনার বন্দোবস্ত করে দিত'—অমৃত বসুর ডিস্‌মিশ]

১২৮৮ কড়ি কৃষ্ণ দুই ভাই, কড়ি হলে কৃষ্ণ পাই।[১]

[১ নং ১২৯৮]

১২৮৯ কড়িতে বুড়ার বিয়া, কড়ি-লোভে মরে গিয়া।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। লৌকিক রূপান্তর এইরূপও শোনা যায়—কড়ির মাথার বুড়োর বিয়ে, কড়ি লেগে মরে গিয়ে।—'কড়ি থাকলে বুড়োর বিয়ে'—রূপচাঁদ পক্ষী। 'কড়িতে বুড়ার বিয়ে হয়'—আলালের ঘরের দুলাল]

১২৯০ কড়ি* তোমার, ভোগ আমার।

১২৯১ কড়ি থাকলে বেয়াইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয়।
না থাকলে নিজের বাপের শ্রাদ্ধও নয়॥

১২৯২ কড়ি দিয়ে কানা গরু কেনা।

কড়ি দিয়ে কানা পেয়াদা, নং ৮৫৩৫ দ্রষ্টব্য।

১২৯৩ কড়ি[১] দিয়ে কিনব[২] দই, গয়লানী মোর কিসের সই[৩]।

[১ পা—পয়সা। ২ পা—খাব। ৩ পা—কি করবে মোর গয়লা, সই]

* এই প্রবাদগুলিতে 'কড়ি' স্থলে 'টাকা' বা 'পয়সা' এইরূপ পাঠান্তরও শোনা যায়।

১২৯৪ কড়ি দিয়ে চিনি নারী, নারী দিয়ে নর।

কুড়ি দিয়ে দড়ি কলসী কেনা, নং ৩৯৭১ দ্রষ্টব্য।

১২৯৫ কড়ি দিয়ে বিয়ে করলাম, জুড়ে রইল ঘর।
আমার পুত, আমার ক্ষেত, আমিই হলাম পর॥

১২৯৬ কড়ি দিয়ে হেঁটে নদী পার।[১]
[১ নং ৪৬২৫]

১২৯৭ কড়ি ধুয়ে কড়ির জলও দেয়[১] না।
[১ পা—দেব]

কড়ি নেই বিয়ে ফাঁদে ইত্যাদি, নং ৫৮৪১ দ্রষ্টব্য।

১২৯৮ কড়ি পেলে হরি মেলে।[১]
[১ নং ১২৮৮]

১২৯৯ কড়ি ফট্‌কা চিঁড়া দই, বন্ধু নাই কড়ি বই[১],
কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।[২]
[১ পা—কড়ি বিনা বন্ধু কই। ২ ভারতচন্দ্র]

১৩০০ কড়ির কেনা হাঁস, ঠেঙ অবধি মাঁস।

১৩০১ কড়ির জিনিস পড়িস্ না।

১৩০২ কড়ির লোভে কুড়েরও[১] আঙ্গুল চোষে।
[১ কুঠে বা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকেরও]

১৩০৩ কড়ি লবে গুণে, পথ চলবে জেনে।

১৩০৪ কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।[১]
[১ দ্বিজেন্দ্র রায়ের চন্দ্রগুপ্তে উদ্ধৃত।—নং ১৬০৪]

১৩০৫ কণ্ঠায় তেঁতুল দিলে দই হয়।

কতই না দেখব আর ইত্যাদি, নং ১৭৯১ দ্রষ্টব্য।

১৩০৬ কতই বা কবুতর[১], কতই বা মন্তর।
[১ অর্থাৎ পীরের দরগায় উৎসর্গীকৃত]

১৩০৭ কতকের ঢেঁকি, না, বাবলা কাঠ।

১৩০৮ কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥[১]

[১ কাশীরাম দাস, মহাভারত, অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ। ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে, কানাড়ার স্বয়ংবরে, আছে—'কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে। কতক্ষণ রয় শিলা শূন্যেতে ফেলিলে॥"

১৩০৯ কত গণ্ডা এল গেল, বাকি রয়েছে ধনা।

১৩১০ কত জলে কত মশুরি ভেজে।

১৩১১ কত দুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি রোহিণী।

১৩১২ কত দুধে কত জল।

১৩১৩ কত ধানে কত চাল[১], গিন্নী বিনা আল্-থাল্[২]।

[১ পা—সেই ধানে সেই চাল। ২ এলোমেলো। কারণ, সব ধানে চাল হয় না; অতএব সংসারে ধান-চালের আয়-ব্যয়ের খবরের দায়িত্ববোধ]

১৩১৪ কত ভাত কে দুধ দিয়ে খায়।

১৩১৫ কত মণি প'ড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে[১]।

[১ নাছ বা সদর দরজায়]

১৩১৬ কত রঙ্গ দেখালি, মাসী।

১৩১৭ কত রবি জ্বলে রে, কেবা আঁখি মেলে রে।[১]

[১ গৃহদাহে শায়িত অলস ব্যক্তির উক্তি।—নং ১৯৩৮]

১৩১৮ কত রম্ভা ভবিষ্যতি[১], আরো কিবা আছে গতি।

[১ সং—কতরং বা ভবিষ্যতি!— নং ৯৭]

১৩১৯ কত শত গেল রথী, শেওড়াতলার[১] চক্কোত্তী[২]।

[১ পা—ভৈরবতলার। ২ চক্রবর্ত্তী]

১৩২০ কত সন্ধে ভাতার পায়, শোবার বেলা গয়না চায়।[১]

[১ নং ৬২০৬, ৬২১৬]

১৩২১ কত সাধ[১] যায়[২] রে চিতে, ফোগ্লা দাঁতে মিশি দিতে।

[১ পা—কত বুড়োর (বা বুড়ীর)। ২ পা—হয়]

১৩২২ কত সাধ যায় রে চিতে, বেগুন গাছে আঁকশি দিতে[১]।

[১ নং ৫৯৭২]

১৩২৩ কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগে চুট্‌কি দিতে।

১৩২৪ কত সাধ যায় রে প্রাণে, ঝুমকো ঢেঁড়ি[১] পরব কানে।

[১ (হি) এক প্রকার কর্ণভূষণ]

১৩২৫ কত সাধ যায় রে প্রাণে, ঝুল্‌ব গিয়ে আম-বাগানে।

কত হাতী গেল তল ইত্যাদি, নং ৮৬৮১ দ্রষ্টব্য।

১৩২৬ কথা, কড়া, কারসাজি, তিন 'ক'তে কবিরাজি।[১]

[১ নং ৩০৫৯]

১৩২৭ কথা কয় যেন মা গোঁসাই, পদ পুরাণ কিছু নাই।

কথা ছিল না দিলে গাল ইত্যাদি, নং ৩২৩২ দ্রষ্টব্য।

১৩২৮ কথাটা কইলে ব্যথাটা মরে, বিনয়েতে কি না করে।

১৩২৯ কথাতে সাউ[১] শুঁড়ি, কথাতে ছুঁড়ী বুড়ী[২]।

[১ সাহু=বণিক। । ২ পা—কথাতে বাটপাড়ি]

১৩৩০ কথাতে[১] হাতী পায়, কথাতে[১] হাতীর পায়।[২]

[১ পা—বাতে ; বাক্যে ; কথায় লোকে। ২ মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকা, প্রথম স্তবক, চতুর্থ কুসুম, দ্রষ্টব্য]

১৩৩১ কথা দিয়ে কথা নেওয়া।[১]

[১ অর্থাৎ বিশ্বাস জন্মাইয়া মনের কথা বাহির করা]

১৩৩২ কথা পাঁকে পোঁতা বা পুঁতে রাখা।[১]

[১ 'পাঁকে পোঁত যত কিছু চাতুরী-বচন' ; পুনশ্চ, 'নটী বলে শুন কথা সব পুঁতে পাঁকে'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'আমি সে সকল পাঁকে পুঁতেছি, সে কথায় আর কাজ নাই'—কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব। নং ৭৮৯৩]

১৩৩৩ কথা বল্‌ব কি জিব নেড়ে, জিব নিল কাকে কেড়ে।

১৩৩৪ কথা বেচে খাওয়া।[১]

[১ 'বেশ্যার বেহদ্দ পেসা কথা বেচে খায়'—হেমচন্দ্রের বাজিমাৎ (উকিলের স্ত্রীর উক্তি)]

১৩৩৫ কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান।

বাপের বাড়ী থাকলে মেয়ের বাড়ে অপমান[১] ॥

[১ নং ৫০৫১, ৫৬৮৮, ৮৪৬৭]

১৩৩৬ কথায় কথা বাড়ে, ভোজনে পেট বাড়ে।[১]

[১ নং ১২৫৬]

১৩৩৭ কথায় কথা বাড়ে, মথনে বাড়ে ঘি।
বাপে পুত বাড়ায়[১], মায়ে বাড়ায় ঝি॥

[১ প্রশ্রয় দেয়]

১৩৩৮ কথায় কারো ঘটে না অভাব।

১৩৩৯ কথায় গুছি দেওয়া।[১]

[১ নং ৫৮৯। একের কথার সহিত অন্যের কথা যোগাইয়া দেওয়া]

১৩৪০ কথায় টলার চেয়ে পায়ে টলা ভাল।

১৩৪১ কথায় ধন্য, কাজে শূন্য।

১৩৪২ কথায় বার্ত্তায় সুপারিশ, মাঠা নিস্ ত ছালা আনিস্।[১]

[১ নং ৮৮৭৭]

১৩৪৩ কথায় মন ভেজে, চিঁড়ে ভেজে না।[১]

[১ নং ৬৮০৩, ৭৯৪৯ দ্রষ্টব্য]

১৩৪৪ কথায় মোড়ল চিনি, দাতা চিনি দানে।
গোঁয়ার চিনিতে পারি কর্কশ বচনে॥

কথায় রাজা উজীর মারা, নং ২৭৪৮ দ্রষ্টব্য।

১৩৪৫ কথায় শুধু চাঁদে হাত।[১]

[১ নং ২১০]

১৩৪৬ কথার কথা কাজের নয়।[১]

[১ 'থাকিবে না তোমার কথা, সে তো কেবল কথার কথা' —দাশু রায়। 'ভোলা সে কি কথার কথা, প্রাণ যে প্রাণে গাঁথা'—গোপাল উড়ে]

১৩৪৭ কথার গুণে তরি, কথার দোষে মরি।

১৩৪৮ কথার গুণে বার্ত্তা নষ্ট।

১৩৪৯ কথার ঘা সয় না, হাতের ঘা সয়।

১৩৫০ কথার চোটে খাদের কেঁচো মোচড় দিয়ে ওঠে।

১৩৫১ কথার তুবড়ি। কথার শ্রাদ্ধ।

১৩৫২ কথার দই কথার চিঁড়ে, না খাও ত আমার কিরে।[১]

[১ নং ৩৫৭৭]

১৩৫৩ কথার দোষে কার্য্য নষ্ট, ভিক্ষায় নষ্ট মান।
গিন্নীর দোষে গৃহ নষ্ট, লক্ষ্মী ছেড়ে যান[১] ॥

[১ নং ২৫২৭, ৭৫৭৫, ৭৫৭৭]

১৩৫৪ কথার ধুকড়ি বা ধোকড়[১]।

[১ ছিন্ন বস্ত্র বা থলি। 'মিথ্যা কথার ধুকড়ি ওটা, সত্য কয় না একটি ফোঁটা'—দাশু রায়। নং ২০৫৭]

১৩৫৫ কথার নাম মধুবাণী, যদি কথা কইতে জানি।

১৩৫৬ কথার নেই মাথা, বেঙে খায় চিঁড়ে দই।

১৩৫৭ কথার পিঠে কথা।

১৩৫৮ কথার পেঁচাপেঁচি, কাজের আঁচাআঁচি।

১৩৫৯ কথার মারপেঁচ।

১৩৬০ কথার মার বড় মার।[১]

[১ নং ৮৭৯২]

১৩৬১ কথার হাত পা বাহির করা।[১]

[১ অর্থাৎ আসল কথা বিস্তৃত করা বা আজগুবি কথা জুড়িয়া দেওয়া]

১৩৬২ কথা শুনে (বা দেখে শুনে) হরিভক্তি উড়ে যায়।[১]

[১ শুধু 'হরিভক্তি উড়ে যাওয়া' (=অশ্রদ্ধা হওয়া) এই বাক্যটিও প্রবাদ স্বরূপ হইয়া গিয়াছে। 'লোকে বলে হরিভক্ত, হরিভক্তি উড়ে যায় ওরে দেখে'—দাশু রায়। 'তারপর তার রঙ্গ দেখে হরিভক্তি উড়ে গেল'—কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব। নং ৬৯১৫ দ্রষ্টব্য]

১৩৬৩ কদমগাছের কানাই।[১]

[১ লম্পট]

১৩৬৪ কদমগাছের কানু,
দিন নাই রাত নাই কেবল বাজায় বেণু।

১৩৬৫ ক'দিন পিরীত থাকে ঢাকা, ক'দিন হাতে থাকে টাকা।

১৩৬৬ 'ক' দেখে কেঁদে আকুল।[১]

[১ পড়িবার সময় বালক প্রহ্লাদ নাকি 'ক' অক্ষর দেখিয়া কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে, তাহার আর বর্ণমালা শেখা হয় না।, বিদ্রূপে প্রযুক্ত। নং ১২৫৩, ৫২২৫]

১৩৬৭ কদ্দিন বা বইব হাল, আবার লাঙল আর জোয়াল।

১৩৬৮ কনের আশা হবে বিয়ে, তিথির লাগি থাক্ গে শুয়ে।

কনের ঘরের মাসী ইত্যাদি, নং ৫৪৮৬ দ্রষ্টব্য।

১৩৬৯ কনের বাপ ব'সে ব'সে চোখের জলে ভাসে।
বরের বাপ ব'সে আছে পাঁচ শ' টাকার আশে ॥

১৩৭০ কনের মা কনে বাখনায়[১]—আমার মেয়েটি ভালো।
ধান সিজানো হাঁড়ির চেয়ে একটু কিছু কালো ॥

[১ ব্যাখ্যা করে]

১৩৭১ কনের[১] মা কাঁদে, আর টাকার পুঁটলি বাঁধে।

[১ পা—বরের ; চোরের]

১৩৭২ কন্যে মাছি, যেখানে থাক সেইখানে আছি।

১৩৭৩ কপট প্রেমে লুকোচুরি, মুখে মধু বুকে ছুরি।

১৩৭৪ কপ্‌নি-পোঁদার কুবুদ্ধি সার।

১৩৭৫ কপালও খুজ্‌লান্[১], সেলামও করেন।

[১ চুল্‌কান্]

১৩৭৬ কপালগুণে গোপাল ঠাকুর।

১৩৭৭ কপালগুণে গোপাল তাঁতী,
যত নায়ক সব ফোগলা-দাঁতী।

১৩৭৮ কপালগুণে গোপাল মেলে।[১]

[১ নং ৭৩৯৬]

১৩৭৯ কপাল[১] ছাড়া পথ নেই।

[১ পা—অদৃষ্ট]

১৩৮০ কপাল থুয়ে পাছায় চন্দন।

১৪০৫ কমলে কণ্টক।[১]

[১ নং ১৬০৬। 'কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে'—মৃণালিনী]

১৪০৬ কম্বলে আল্‌কাতরা।

১৪০৭ কম্বলের লোমবাছা।[১]

[১ নং ৩৫৯৯]

১৪০৮ কয় কথা আপনি, নেই করে তখনি।

১৪০৯ কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না।

বা, কয়লা ছাড়ে না ময়লা।[১]

[১ সং—স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন। অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥ 'মশায়, কয়লা ধুলে কি তার ময়লা যায়?'—গিরিশ ঘোষের বলিদান। নং ১৪১১]

১৪১০ কয়লার ব্যাপারীর মুখ কালা।

১৪১১ কয়লার ময়লা ছোটে যখন আগুন ছোঁয়।[১]

[১ 'কয়লাকে ধুলে তার রং বদলানো যায় না মা, তাকে আগুনে পোড়াতে হয়'—শরৎচন্দ্রের রমা। হি—'কোয়লকা ময়লা ছুটে যব আগ করে পরবেশ'।—নং ১৪০৯]

১৪১২ কয় শুভঙ্কর[১] মজুদ গোণ[২]।

[১ শুভঙ্করী নামক পাটীগণিত রচয়িতা অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ বাঙ্গালী পণ্ডিত-বিশেষ। ২ অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিও]

১৪১৩ কয়েদীর আবার বালাখানা[১]।

[১ অট্টালিকা অর্থে]

১৪১৪ কর গে যা' তুই কর্তাগিরি, ক্ষুদে ব'সে আছে।

১৪১৫ কর গোবিন্দ, বাপের শ্রাদ্ধ, আরো বামুন আছে।

১৪১৬ করতে এসেছেন কোলাকুলি, কাজ নেই আর খোলাখুলি।

১৪১৭ করতে পার আজ যা[১], কালের জন্য রেখো না তা।

[১ পা—আজ করতে পার যা]

১৪১৮ করব কি গুরুর পদসেবা, পদ দেখে বলি—আর না বাবা।

১৪১৯ করবে ক্ষেতি[১] দেখবে নিতি।

[১ জমির চাষ]

১৪২০ কর যদি[১] তাড়াতাড়ি, ভুল হবে বাড়াবাড়ি।

[১ পা—যত কর ; যদি কর]

১৪২১ করলে কত তেঁতে[১] ঠার, বললে এক হল আর।

[১ তেঁএতে বা তেঁএটে = দুষ্ট]

করলে যতন মেলে রতন, নং ৭০০৮ দ্রষ্টব্য।

১৪২২ ক'রে হাট, ঘরে গিয়ে নাট।

১৪২৩ করিনি ত ডরি কেন।

১৪২৪ কর্জ্জ ক'রে খাওয়া, আর ভাটায় নাও বাওয়া।[১]

[১ নিম্নের প্রবাদের সংক্ষিপ্ত রূপ]

১৪২৫ কর্জ্জ ক'রে ভাত খায়, ভেটেল নৌকায় আসে যায়,
তার স্থবিধা পায় পায়॥

১৪২৬ কর্জ্জ করে যে, কষ্ট পায় সে।[১]

[১ পা—কর্জ্জ ক'রে ঘি খায়, চিরকাল কষ্ট পায়]

১৪২৭ কর্জ্জ যদি ঊনিশ টাকা, ছেলে মিঠা খাবে না এক টাকা।[১]

[১ নং ১১৫৩]

১৪২৮ কর্ত্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ।[১]

[১ সং—কর্ত্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যং কর্ত্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ—হিতোপদেশ]

১৪২৯ কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।[১]

[১ সং—হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ]

১৪৩০ কর্ত্তা কইছেন পুঙ্গির ভাই[১] আনন্দের আর সীমা নাই।[২]

[১ অর্থাৎ কর্ত্তা গালাগালি দিলে। ২ পূর্ব্ববঙ্গের প্রবাদ]

কর্ত্তা গেলে ঘোল পান্ না ইত্যাদি, নং ৪৯৬ দ্রষ্টব্য।

১৪৩১ কর্ত্তা[১] পান্ না, তাই খান্ না।[২]

[১ পা—দাদা। ২ পা—কর্ত্তা মুগের ডাল খান্ না ; কেন খান্ না ? না, পান্ না]

১৪৩২ কর্ত্তা বড় ভাগ্যবান জানায় সকলেরে।
একতোলা গুড়ুক তরে মাথা খুঁড়ে মরে॥

১৪৩৩ কর্ত্তা যা ঘি খান্ তা এক আঁচড়েই মালুম[১]।[২]

[১ পা—বোঝা যায়। নং ৮৮৫। ২ নং ৬০২৪]

কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, উলুবনে নাট ইত্যাদি, নং ১৮২৮ দ্রষ্টব্য।

১৪৩৪ কর্ত্তার পাতে মাছের মুড়ো।

১৪৩৫ কর্ত্তার পাদে[১] গন্ধ নেই।[২]

[১ পা—নিজের বগলে। নং ৪৭৮। ২ নং ২৫২৬]

১৪৩৬ কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।[১]

[১ সং—কর্মণা বাধ্যতে বুদ্ধির্ন বুদ্ধ্যা কর্ম বাধ্যতে। সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো হৈমং হরিণমন্বগাৎ॥—মহানাটক]

১৪৩৭ কর্ম্মের গতিকে ঝোল বৃদ্ধি।

১৪৩৮ কলকাতার ছিষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি[১]।
তেঁতুলে নেই টক, কলকাতার ঢপ॥

[১ নং ১১০]

১৪৩৯ কল্‌কে না পাওয়া।[১]

[১ সভায় বা সমাজে তামাক খাইবার খাতির না পাওয়া। অর্থাৎ অগ্রাহ্য বা উপেক্ষিত হওয়া। 'কৈ আইন তার কাছে কল্‌কে পায় না কেন?'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'বাপ্! (কাশীতে) কেবল শিবমূর্ত্তি, অন্য দেবতার এখানে কলকে পাবার যো নেই'—দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন]

১৪৪০ কল্‌কেপোড়া দিয়ে দাগ, সতী করে নিজের মাগ।

১৪৪১ কল্‌কে বেচে লাখ টাকা।

১৪৪২ কল্‌মির ঝাড়।[১]

[১ কল্‌মি গাছের বহুল বৃদ্ধি হইতে বহুবিস্তৃত বংশাবলী]

১৪৪৩ কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফে রাজপুত।
বৈদ্য চিনি তারে যার ওষুধ মজবুত॥

১৪৪৪ কলসীর জল গড়াতে গড়াতেই শেষ।[১]

[১ 'কলসী হইল শূন্য দেখে পাই ভয়। গড়াতে গড়াতে জল কতদিন রয়'—ঈশ্বর গুপ্ত]

১৪৪৫ কলা কাটে, খোসায় বাধে।[১]

[১ নং ১১৩৬ ইত্যাদি]

১৪৪৬ কলাক্ষেতে গলা পানি, ছাগলের হাঁটু পানি।

১৪৪৭ কলা খেল যত বান্দর, রাজ্য পেল রামচন্দর।[১]

[১ অমৃত বসুর রাজা বাহাদুরে উদ্ধৃত]

১৪৪৮ কলা গাছের সঙ্গে বিয়ে।[১]

[১ (ক) আইবুড়ো নাম খণ্ডাইবার জন্য কুলীন কন্যাদের কলাগাছের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হইত। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব দ্রষ্টব্য। (খ) পর পর বিবাহিত দুই স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, তৃতীয়বার দারপরিগ্রহের সময় যাহাতে অমঙ্গলে ছেদ পড়ে সেজন্য কলাগাছের সঙ্গে কাল্পনিক বিবাহের অনুষ্ঠান করিতে হয়]

১৪৪৯ কলা দিয়ে পোলা ভোলানো।

১৪৫০ কলা দেখানো বা খাওয়ানো।[১]

[১ 'বিবাহ-বিষয়ে দেখাইলে কলা'—দাশু রায়]

১৪৫১ কলাপাত, কাঠের আঁটি, এই নিয়ে বৈদ্যবাটি।

১৪৫২ কলাপোড়া খাও।[১]

[১ অর্থাৎ মর। শ্রাদ্ধে মাছের বদলে কলা পোড়াইয়া দিবার বিধি আছে। শ্রাদ্ধের ইঙ্গিত করিয়া গালি]

১৪৫৩ কলাবউ।[১]

[১ দুর্গাপূজার নবপত্রিকা বধূর মত বস্ত্রাচ্ছাদিত ও অবগুণ্ঠনবতী করিয়া গণেশের মূর্ত্তির পাশে রাখা হয়। বিদ্রূপে—অত্যন্ত লজ্জাশীলা বউ। 'নেহাৎ কলাবউয়ের মত যে বসে থাকবে, তাতে আমি নারাজ'—গিরিশ ঘোষের বলিদান]

১৪৫৪ কলাবতী বউ আমার কত কলা জানে।
কলার মোচাকে দেখে ভাতার ব'লে টানে॥

কলা বেচাও হয় রথ দেখাও হয়, নং ৭৫১৫ দ্রষ্টব্য।

১৪৫৫ কলায় দলা, হলুদে ছাই[১], বউরে সেবিলে পুতেরে পাই[২]।

[১ কলাগাছের গোড়ায় মাটির দলা ও হলুদ গাছের তলায় ছাই দিলে সতেজ থাকে। ২ বউয়ের মন রাখিলে ছেলেও বশে থাকে]

১৪৫৬ কলার ভেলায় সাগর পার।

কলিকালে নেই বিচার, ঘোড়া-ভেড়ার একই দর, নং ২৮৩৯ দ্রষ্টব্য।

১৪৫৭ কলিকালের পোলাপান[১], বাপেরে কয় তামুক আন্।

[১ ছেলেপুলে]

১৪৫৮ কলিকালের ব্রাহ্মণ যেচে লয় দান।
আপনি ত মজে আর মজায় যজমান ॥

১৪৫৯ কলিকালের মুন্সী মোল্লা নামে হবে দড়।
না মানবে কোরান-কেতাব, হুজ্জৎ করবে বড় ॥

১৪৬০ কলির অবতার।

১৪৬১ কলির কথা কই গো দিদি, কলির কথা কই।
গিন্নীর পাতে টক আমানি, বউয়ের পাতে দই ॥

১৪৬২ কলির জাগ্রত তিন দেবতা, আগুন বিছুটি কিল-গুঁতা।

১৪৬৩ কলির বউ ঘরভাঙানী।

১৪৬৪ কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ, যে না মারে তার পাপ।

১৪৬৫ কলি হল ঘোর।
যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর ॥[১]

[১ 'যাহার লাগিয়া চুরি করি গিয়া, সেই জন বলে চোর'—ভারতচন্দ্র। 'মুখ দিয়ে শুধু আমার বার হল, হায় রে! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর'—শরৎচন্দ্রের স্বামী]

১৪৬৬ কলুর ঘুম ঘানিগাছে, যদি ঘুম চোখে আছে।

১৪৬৭ কলুর ছেলে, গয়লার গাই, গেরস্থের পুষতে নাই।

১৪৬৮ কলুর ছেলে গায় ভাল ঘানিগাছে শুয়ে।
কলুর বলদ ঘানি টানে চোখে ঠুলি দিয়ে[১] ॥

[১ 'তোমাদের বৌঠাকরুণরা নাকি কলুর মত ঘানিগাছের

উপর বসিয়া থাকেন, আর তোমাদের চোখে ঠুলি দিয়া ঘোরান'—রমেশ দত্তের সমাজ]

১৪৬৯ কলুর[১] বলদ।[২] বা, কলুর চোখঢাকা বা চোখে-ঠুলি বলদ।[৩]

[১ পা—ঘানির। ২ অন্য কাজে অনুপযুক্ত। 'গুলিখোরের এমন বুদ্ধি সরু, ঠিক যেন কলুর গরু, থাকে চক্ষু মুদে দৃষ্টি যায় না ধরা'—দাশু রায়। ৩ 'মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখঢাকা বলদের মত'—রামপ্রসাদ। 'চোখবাঁধা গরুর মত ঘোরাচ্ছে'—গিরিশ ঘোষের শ্রীবৎসচিন্তা। 'অন্য গ্রহেরাও··· কলুর চোখঢাকা বলদের মত অপার গাম্ভীর্য্যের সহিত চক্রপথে একই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে একই মুখে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে'—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]

১৪৭০ কলের পুতুল।

১৪৭১ কল্লার[১] ঘাড় বল্লায় ভাঙে।

[১ কল্লা=ঝগড়াটে বা দুষ্ট স্ত্রীলোক (যথা, 'ওর মত কল্লা মেয়ে বাপের কালে দেখিনি'—জামাই বারিক); বল্লা= বোল্‌তা (প্রা), এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। কিন্তু মনে হয়, 'ইল্লি-বিল্লী', 'উদো-বুধোর' মত কল্লা-বল্লা কাল্পনিক ব্যক্তি বুঝাইতেছে]

১৪৭২ কষ্ট[১] দিয়ে দান, পিত্তি মেরে খাওয়ান।
করা না করা দুই সমান॥

[১ পা—দুঃখ]

১৪৭৩ কষ্ট বই ইষ্ট নেই।

১৪৭৪ কষ্ট বিনা কেষ্ট মেলে না।

১৪৭৫ কষতে কষতে বাঁধন ছেঁড়ে।

১৪৭৬ কসবী কেস্‌কি জরু, ভেড়ুয়া[১] কিস্‌কা শালা।[২]

[১ বেশ্যার পোষ্য। ২ 'প্রাচীন সংগ্রহকারের সংগৃহীত বচনে আছে' বলিয়া নববিবিবিলাসে উদ্ধৃত]

১৪৭৭ কসাইয়ের কুকুর নাড়ীভুঁড়িতেই তুষ্ট।[১]

[১ 'আমরা হুজুর, কসায়ের কুকুর, নাড়িভূঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি'—নীলদর্পণ। নং ১৬৫৩]

১৪৭৮ কাউয়া কি চিনে? না, ঘাউয়া কাঁঠাল।

১৪৭৯ কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ।[১]

[১ 'কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কো ভেদঃ পিককাকয়োঃ। বসন্তসময়ে প্রাপ্তে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ' ॥]

১৪৮০ কাক কাল, কোকিল কাল, কাল ফিঙের বেশ।
তা' হতে অধিক কাল তোমার মাথার কেশ ॥

১৪৮১ কাক কাঁকুড় জ্ঞান।[১]

[১ অর্থাৎ দুই বস্তুর মধ্যে ভেদজ্ঞান]

১৪৮২ কাক কোকিল একই বর্ণ, কিন্তু স্বরে ভিন্ন ভিন্ন।

১৪৮৩ কাক ধূর্ত্ত আর কায়েত ধূর্ত্ত।[১]

[১ নীলদর্পণে উদ্ধৃত]

১৪৮৪ কাক-নিদ্রা।[১] কাক-স্নান[২]। কাক-জ্যোৎস্না[৩]।

[১ অর্থাৎ কাকের মত সতর্ক বা কপট নিদ্রা। 'মায়ারূপ কাকনিদ্রা সদা দাশরথির নয়নযুগলে'—দাশু রায়। ২ 'সভ্যতাটা কাক-স্নান ও কাঁচাপচা খানা'—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ৩ ম্লান চন্দ্রালোক]

১৪৮৫ কাক-বন্ধ্যা।[১]

[১ কাকের মত এক-প্রসবিনী নারী]

১৪৮৬ কাক-ভুশুণ্ডী বা ভুশুণ্ডী কাক।[১]

[১ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে প্রসিদ্ধ ত্রিকালজ্ঞ অমর কাক]

১৪৮৭ কাক মনে করে—আমি বড় সেয়ানা।

১৪৮৮ কাক মরল ঝড়ে,
পেঁচা বলে—আমার শাপ লাগল হাড়ে-হাড়ে।[১]

[১ নং ৩৫১৩]

১৪৮৯ কাক সকলের মাংস খায়, কাকের মাংস কেউ খায় না।[১]

[১ নং ১৫০৭]

১৪৯০ কা কস্য পরিবেদনা[১]

[১ সং—পরিদেবনা। কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ। কায়ে প্রাণে ন সংবন্ধঃ কা কস্য পরিদেবনা ॥ 'না, কেউ কোথাও নেই—কা কস্য পরিবেদনা—থাকলে কি

এই সূর্য্যিমামার দেশে আসতে পারতাম'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, ২য় পর্ব্ব]

১৪৯১ কাক হয়ে কোকিলের মত ডাকতে করে আশা।
বামন হয়ে চাঁদে হাত, ছার কপালের দশা॥

১৪৯২ কাক হলেন কোকিল পাখী, শেয়াল হলেন চন্দ্রমুখী,
স্বর্গের বলি রাজা হলেন বেঙ।
(অবশেষে) বামনের হাত হতে পুচ করলেন চেঙ॥

১৪৯৩ কাঁকালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কে?
কাল মঙ্গলবার করবে যে।
ও ত তবু দাঁড়িয়ে আছে, আমার শুনে কাঁকাল ভেঙে গেছে॥

কাকী বকী ভস্ম নয়, নং ১০৮৪ দ্রষ্টব্য।

১৪৯৪ কাকে[১] এলে শেখাতে, কাঁচকলা দিয়ে কান বেঁধাতে।
[১ পা—কারে]

১৪৯৫ কাঁকে কলসী চড়ক পাক[১], গিন্নী হবার বড় জাঁক।[২]
[১ চড়কে চক্রভ্রমণের মত ঘুরিয়া বেড়ানো। ২ নং ২৫২৯]

কাকে করে বাসা, কোকিলে করে বাস, নং ২০৩১ দ্রষ্টব্য।

১৪৯৬ কাকে[১] খায় কাঁঠাল[২], বকের মুখে আঠা।
[১ পা—শেয়ালে। ২ পা—সব শেয়ালে কাঁঠাল খেলে]

১৪৯৭ কাকে[১] নিয়ে গেল কান, কাকের[২] পিছে ধাবমান।[৩]
[১ পা—চিলে। ২ পা—চিলের। ৩ নং ১৭০১। 'ইংরেজরা যদি বলে যে, কাকে তাঁদের কাণ উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তা হলে কাণে হাত না দিয়ে তাঁরা কাকের পশ্চাতে পশ্চাতে ছোটেন'—রবীন্দ্রনাথ]

১৪৯৮ কাকে নূতন গু খেতে শিখেছে।

১৪৯৯ কাকেরও ডিম সাদা হয়, বিদ্বানেরও ছেলে গাধা হয়।

১৫০০ কাকের উপর কামানের চোট।[১]
[১ পা—কাক মারতে কামান পাতা।—নং ৬৫১১, ৬৫৯২]

১৫০১ কাকের ছা বকের ছা।[১]

[১ কালোয় সাদায় কদক্ষর লেখা। 'মতিলাল আপন পাততাড়ির নিকট বসিয়া কাগের ছা বগের ছা লিখিত'—আলালের ঘরের দুলাল]

১৫০২ কাকের ডাকে মূর্চ্ছা যায়, রাত্রে নদী পার হয়।[১]

[১ নং ১০৮৯, ৮৫৮৩]

১৫০৩ কাকের পিছে ফিঙে লাগা।[১]

[১ 'কাকে যেমন লাগে ফিঙে, বাঘে লাগে ফেউ'—দাশু রায়। 'কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙে'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিঙে লাগে'—নীলদর্পণ। 'যেন কাকের পিছে ফিঙে'—অমৃত বসুর সাবাস্ আটাশ]

১৫০৪ কাকের বাসায় কোকিল হল, দিন পেয়ে সে উড়ে গেল।

১৫০৫ কাকের বাসায় কোকিলের ছা[১],
জাত-স্বভাবে কাড়ে রা[২]।[৩]

[১ 'কাকের বাসায় যথা কোকিলের ছানা'—ঈশ্বর গুপ্ত। ২ পা—যার ছা তার রা। ৩ নং ৩৪১০]

১৫০৬ কাকের ভাত রাখা।

১৫০৭ কাকের মাংস কাকে খায় না।[১]

[১ 'ঠকচাচাও তো অনেকের মাথা খেয়েছেন, তবে ওঁর মাথা খেতে দোষ কি? কিন্তু কাকের মাংস খাইতে গেলে বড় কৌশল চাই'—আলালের ঘরের দুলাল। অমৃত বসুর খাসদখলে উদ্ধৃত। নং ১৪৯৮, ৩৪৭৫]

১৫০৮ কাকের মুখে কি কোকিলের রা।

১৫০৯ কাকের মুখে কৃষ্ণ কথা।

১৫১০ কাকের মুখে সিঁদুরে আম।

১৫১১ কাকের লুকানো।

১৫১২ কাকের সঙ্গে গিয়ে হাতীও পাঁকে পড়ে।

১৫১৩ কাগজ, কলম, কালি, এই তিন নিয়ে বালী।[১]

[১ অর্থাৎ বালী গ্রামে (এখন সহরে) লেখক ভাল]

১৫১৪ কাগা-বগা ক'রে[১] খাওয়া, বলা[২] বা কাজ করা।[৩]

[১ কাক-বকের মত এখানে এক খাবলা, ওখানে এক খাবলা, উচ্ছৃঙ্খলভাবে। ২ 'গণক বলে করি গণনা, নাই মিথ্যা প্রবঞ্চনা, কাগা-বগা বলিব কি হেতু'—দাশু রায়]

১৫১৫ কাগার শত্রু বগা, বগার শত্রু বাঘা।
বাঘার শত্রু সিঙ্গি, সিঙ্গির শত্রু শেয়াল।
শেয়ালের শত্রু মহাকাল॥

১৫১৬ কাঙাল কুঠে বেণে, বেচে শুঁঠ আর ধনে।

১৫১৭ কাঙালকে দেখায় শাকের ক্ষেত।[১]

[১ নং ৩১০৫। 'শাকের ক্ষেত দেখাইলে সে সহজে কখনও সরিয়া যায় না'—ইন্দিরা দেবী]

১৫১৮ কাঙাল গরীব গায়ে লাগে না,
ভাঙা খড়ম পায়ে লাগে না।

১৫১৯ *কাঙাল[১] দেখলে পেরতও[২] ছেপ ফেলে।

[১ পা—গরীব। ২ প্রেত অর্থাৎ কদর্য্য লোকেও]

১৫২০ কাঙাল দেখে করো হীন, কাঙাল হতে হবে একদিন।

১৫২১ কাঙাল বলে—ধন পাই, ধন বলে—আশমানে ধাই।

১৫২২ কাঙাল বাঙাল খদ্যে[১], তিন নিয়ে নদ্যে[২]।

[১ খদিয়া, খদিকা বা খদি = খই ? ২ নদীয়া। নং ৫৭৬৮]

১৫২৩ কাঙালী মেরে কাছারি গরম।

কাঙালে ক'রো না দয়া ইত্যাদি, নং ৩২৬২ দ্রষ্টব্য।

১৫২৪ কাঙালের[১] কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়।[২]

[১ পা—গরীবের। ২ 'কাঙালের কথা বাসি হলে খাটে' —নীলদর্পণ। নং ৪১০০]

১৫২৫ কাঙালের[১] কথা, ভাল হলেও তিতা।

১৫২৬ কাঙালের[১] ঘোড়া-রোগ।[২]

[১ পা—গরীবের। ২ অবস্থার অতিরিক্ত উৎকট সাধ]

* এই প্রবাদগুলিতে 'কাঙাল' স্থলে 'গরীব' পাঠও শোনা যায়। 'কেঙলা' শব্দও পরে দ্রষ্টব্য।

১৫২৭ কাঙালের ছেলের জাঙালে মরণ।[১]

[১ নং ৩৬৬১]

১৫২৮ কাঙালের ছেলের রাঙাই নাম।

১৫২৯ কাঙালের ঠাকুর ব্যাধি[১]।

[১ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ও পূজার দুরাশা]

১৫৩০ কাঙালের দুনো ব্যয়, পান্তা ভাতে লবণ-ক্ষয়।

১৫৩১ কাঙালের বড় ঝাল, সাধুর নেই জঞ্জাল।

১৫৩২ কাঙালের[১] বাড়ী[২] হাতীর পাড়া[৩]।

[১ পা—গরীবের। ২ পা—দুয়ারে। ৩ পূর্ব্ববঙ্গে পদ বা পদচিহ্নকে পাড়া বলে]

১৫৩৩ কাঙালের মরণ বিটকেল[১], ম'রে করে দাঁত সিটকেল।

[১ অস্বাভাবিক অর্থে]

১৫৩৪ কাঙালের মুড়কিই সন্দেশ ।

১৫৩৫ কাঙালের[১] রাঙই সোনা[২],
মাচা বেঁধে শোয় বালাখানা[৩]।

[১ পা—গরীবের। ২ 'গরীবের রাঙই সোনা'—শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন। ৩ বাড়ীর দোতলা]

১৫৩৬ কাঙালের শশাও ধন।

কাঙালের হয়েছে ঝারি ইত্যাদি, নং ২০৫ দ্রষ্টব্য।

১৫৩৭ কাঙ্কুড়ী বাঙ্কুড়ী পরমেশ্বরী, বেরিয়ে এস মা, গড় করি[১]।
মাথায় ব্যথা গায়ে জ্বর, বাইরে থেকে কর গড়॥[১]

[১ পা—গাড় থেকে বিউলেশ্বরী, বেরিয়ে এস (বা বিউলেশ্বরী গাড় থেকে বেরিয়ে এস) দণ্ডবৎ করি। ২ গর্ত্তের ভিতরে কাঁকড়া ও বাইরে শেয়ালের চতুর উক্তি-প্রত্যুক্তি]

১৫৩৮ কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ।[১]

[১ সং—মণিং বহন্তি পাদাগ্রে কাচঃ শিরসি ধার্যতে। ক্রয়-বিক্রয়বেলায়াং কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ॥]

১৫৩৯ কাঁচপোকার তেলাপোকা[১] ধরা।[২]

[১ পা—আরশুলা। ২ কাঁচপোকা আকারে ছোট হইলেও

আরশুলার ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়। অর্থাৎ এমন অবস্থায় পড়া যাহা হইতে নিষ্কৃতি-লাভ নাই। 'কাঁচ-পোকা যেমন করিয়া তেলাপোকাকে টানিয়া আনে'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন। 'কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকা ধ'রে নিয়ে যায় তেমনি নিয়ে যেত'—শ্রীকান্ত, ৪র্থ পর্ব্ব। কেবল বিদ্রূপেও প্রয়োগ হয়; যেমন যাত্রার অল্পবয়স্ক কৃষ্ণকে যখন অধিকবয়স্কা রাধা কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিত, তখন গান হইত—'চম্পকবরণী রাধা শ্যাম কচিখোকা। রাধাশ্যামে শোভে যেন আরশুলা কাঁচপোকা॥' কিন্তু অন্য অর্থে প্রয়োগ, যথা—'কাঁচপোকার আরশুলা ধরবার রূপান্তরের মত তাদের মধ্যে অনেকেই চেহারা বদলেছেন' —হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

১৫৪০ কাচ, মন, মাটির বাসন, ভাঙলে জোড়া যায় না তেমন।[১]

[১ তুলনীয়—'কাচ আর মন এই দুই সম প্রায়। একবার ভাঙে যদি জোড়া লাগা দায়॥]

১৫৪১ কাঁচা আলে পা দেওয়া।

১৫৪২ কাঁচা কড়ি, বা কাঁচা পয়সা।[১]

[১ 'বাজার সরকারি কর্ম্মে নিত্য কাঁচা কড়ি'—আলালের ঘরের দুলাল]

১৫৪৩ কাঁচা খাই, ডাঁসা খাই, আর খাই পাকা।

১৫৪৪ কাঁচাখেকো দেবতা।[১]

[১ 'না মেনে কি করি বাবা, কর্ত্তা যে কাঁচাখেকো দেবতা'—অমৃত বসুর কৃপণের ধন]

১৫৪৫ কাঁচা গাঁথুনি, দুনো খাটুনি[১]।

[১ পা—নেই আঁটুনি]

১৫৪৬ কাঁচা গুয়ে ঢিল মারা।[১]

[১ শুধু 'গুয়ে ঢিল ছোঁড়া', নং ২৫৬৩]

১৫৪৭ কাঁচা তেঁতুল যেমন তেমন, পুরান তেঁতুল বিকারে।

১৫৪৮ কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা।[১]

[১ পা—কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরলে, রক্ষা নাই তার কোনো কালে। 'কাঁচা বাঁশে ঘুণ লাগিলে কত ভার সয়'—গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস। 'কাঁচা বাঁশে ঘুণ সই, কোরকে

কীটক'—সুরধুনী কাব্য। 'কেহ করছে চারটে পাস, গেরস্থের হয় সর্ব্বনাশ, কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরায়'—রূপচাঁদ পক্ষী]

১৫৪৯ কাঁচা মাটিতে পা দেওয়া।

কাঁচায় না নোয়ায় বাঁশ ইত্যাদি, নং ৫২৫ দ্রষ্টব্য।

১৫৫০ কাঁচা শরায় পা দিয়ে বেড়ানো বা নৃত্য করা।[১]

[১ 'কারো কাঁচা শরায় দিই না পা'—দাশু রায়]

১৫৫১ কাচে কাঞ্চনে সমান দর।[১] বা, কাচের মূল্যে কাঞ্চন।[২]

['কেন কাঁচা কাঞ্চন মিশাতে চাও কাচে'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। ২ 'কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকালি'—রামপ্রসাদ]

১৫৫২ কাছা-আল্‌গা, কাছা-খোলা, বা কাছা-ঢিলে।[১]

[১ শিথিল, বিশৃঙ্খল বা বোকা]

১৫৫৩ কাছা খুলতে দেরি হয়, কপাল খুলতে দেরি নয়।

১৫৫৪ কাছা দিতে কোঁচা আঁটে না,
কোঁচা দিতে কাছা আঁটে না।[১]

[১ 'এ কি বাঙ্গালীর কাচ কাচা, পরণে তিন পণের কাচা (= বস্ত্রখণ্ড), কোঁচা করতে কাছা হয় না তাতে'; পুনশ্চ, 'কোঁচা করতে কুলায় নাক কাছা'—দাশু রায়]

১৫৫৫ কাছা-ধরা।[১] কাছায় হাগা।[২]

[১ পরমুখাপেক্ষী, খোশামুদে। ২ ভীরু]

১৫৫৬ কাছারিই বা কই, কান মলেই বা কই।

১৫৫৭ কাছারি গেলেই খালাস।

১৫৫৮ কাছিমে ডিম পাড়ে, গোসাপে খায়।

১৫৫৯ কাছে থাকে যতক্ষণ, আমার আমার ততক্ষণ।[১]
পথে গেলে পোড়ে মন, বাড়ী গেলে ঢন্‌ঢন্॥

[১ নং ৩০৯০]

১৫৬০ কাছে ভাল বল যারে, পাছে মন্দ বল তারে।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

১৫৬১ কাছের গোড়ায় শোয়, কানের গোড়ায় কয়।
তার[১] কথা কি কখনো লঙ্ঘন হয়॥
[১ অর্থাৎ স্ত্রীর]

১৫৬২ কাজ আটকালে বুদ্ধি যোগায়।

১৫৬৩ কাজও নেই, কামাইও নেই।

১৫৬৪ কাজ কর যত পার, ভাত খাও ত আমারে মার।

১৫৬৫ কাজকর্ম্মে আমি নেই, ঠাকুরঝি।
চেপে চেপে ভাত বেড়ো, আমি বাল্‌সে পোয়াতী[১]॥
[১ অর্থাৎ যার শিশু বাল্‌সায় বা নিজে রুগ্ন। পা—বালশ]

১৫৬৬ কাজকর্ম্মে যেমন তেমন, ফলারে আঁট বড়।

১৫৬৭ কাজ করবে গোপনে, অন্যে যেন না শোনে।
যদি না পার একা, দুয়ে মিলে কর তা।
দুয়ের বেশি যদি হয় সে কাজ আর গোপন নয়॥

১৫৬৮ * কাজ নেই করবার, বাল নেই ছেঁড়বার।

১৫৬৯ কাজ নেই ত করি কি, গলায় একগাছ দড়ি দি'।

১৫৭০ কাজ নেই কাজ করে,[১] ধানে চালে এক করে।
[১ পা—কাজ নেই বউয়ের কাজ করে; নিকামা বউ কি কাম করে]

১৫৭১ কাজ নেই প্রসাদ পেয়ে, গতর গেল পাথর[১] ধুয়ে।
[১ পাথরের বাসন]

১৫৭২ কাজ নেই যার, লাগে না কপাল তার।

১৫৭৩ কাজ পড়লে নেড়েও বাপের ঠাকুর।

১৫৭৪ কাজ সারলে বাড়ু[১] শালা।
[১ ছুতোর। পা—বাড়ই]

১৫৭৫ কাজ সেরে বসি, শত্রু মেরে হাসি।

কাঁজি ভক্ষণ নামে গয়লা, নং ৩৪১২ দ্রষ্টব্য।

---

* এই ধরণের অন্য প্রবাদের জন্য 'নেই কাজ' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১৫৭৬ কাজীর কাছে হিঁদুর পরব।[১]

[১ 'যেমন কাজীরে সুধালে পরে হিঁদুর পরব নাই'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'যেমন মোল্লা বলে—হেঁদুর পরব নেই'—কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব। 'উহার কাছে প্রজার বিচার, কাজির কাছে হিঁদুর পরোব'—নীলদর্পণ]

১৫৭৭ কাজীর গরু খোদা রাখাল।

১৫৭৮ কাজীর গাই, কোরানে আছে, কেতাবে নাই[১]।

[১ পা—কেতাবে আছে, গোয়ালে নাই। নং ৬৭৭৭]

১৫৭৯ কাজীর বাড়ী খানা, পাত কাটতে মানা।
মাংস বুটি-বুটি, ডালের ভিরকুটি ॥

১৫৮০ কাজীর বিচার।

কাজী সাহেবের দুই পুত ইত্যাদি, নং ১২৫ দ্রষ্টব্য।

১৫৮১ কাজী হয় পাজী, পাজী হয় কাজী।[১]

[১ নং ২৫২, ১৫৯১]

১৫৮২ কাজে এড়া, ভোজনে দেড়া,
সে থাক গিয়ে বৈষ্ণব পাড়া।[১]

[১ নং ১৫৮৪]

১৫৮৩ কাজে কম, খেতে যম।

১৫৮৪ কাজে কম ভোজনে ভারি, বাস তার ঠাকুরবাড়ী[১]।

[১ পা—নাম তার অধিকারী।—নং ১৫৮২]

১৫৮৫ কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে[১], বচনে মারে তেড়ে ফুঁড়ে[২]।

[১ দেড়গুণ। ২ পা—পাত পাতে মেঝে জুড়ে]

১৫৮৬ কাজের কাজী নয়, ভোজের বাজি।[১]

[১ 'নও কাজের কাজী ভোজের বাজি সকল ফক্কিকার'—গোপাল উড়ে। 'মন কাজের কাজী ঠাটের বাজি'—রাম বসু কবিওয়ালা]

১৫৮৭ কাজের গুরু কামাই।

১৫৮৮ কাজের নাম নেই, বউ-কিলানোর যম।

১৫৮৯ কাজের নামে নেই কাজী, অকাজ পেলেই রাজি।

১৫৯০ কাজের বউয়ের ঘোমটা খাট।

১৫৯১ কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজী।[১]

[১ নং ২৫২, ১৫৮১]

১৫৯২ কাজের বেলা গলার মালা,
কাজ ফুরোলেই ঢেম্না শালা।

১৫৯৩ কাজের বেলা ভাগে[১], খাবার বেলা আগে।

[১ পলাইয়া যায়। পা—পায় না খুঁজে]

১৫৯৪ কাজের মধ্যে চাষ, রোগের মধ্যে কাশ।[১]

[১ দুই দুঃসাধ্য]

১৫৯৫ কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।

১৫৯৬ কাজের সময় কুড়ে হবে[১], নেবার সময় নিতে যাবে[২]।

[১ পা—হব। ২ পা—যাব]

১৫৯৭ কাটখোট্টার কথা কড়া।

কাটতে কাটতে নির্ম্মূল, নং ৩২৩০ দ্রষ্টব্য।

১৫৯৮ কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই।[১]

[১ 'মতিলাল বলিচ—তোমরা বকাবকি কেন কর, আমাকে কাটিলেও রক্ত নাই, কুটিলেও মাংস নাই'—আলালের ঘরের দুলাল। 'আমায় আর কাটলেও রক্ত নাই, কুটলেও মাংস নাই'—গিরিশ ঘোষের বলিদান]

১৫৯৯ কাটা কইয়ের ছট্‌ফটানি।

কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি, নং ৪৮৬ দ্রষ্টব্য।

১৬০০ কাটা[১] ঘায়ে নুনের ছিটে।[২]

[১ পা—পোড়া। ২ 'কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত' —শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। 'হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘসে দিস্ লোণ' —রামপ্রসাদ। 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে আর দিও না'—গোপাল উড়ে। 'কাটা ঘায়ে লুণের ছিটে পোড়ার উপর পোড়া'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'পোড়া ঘায় আর লুণের ছিটে কেন দাও'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'তুই আর কাটা ঘায় নুনের ছিটে দিস্ না'—সধবার একাদশী। 'তুমি

আর জ্বালান জ্বালিও না, তোমার আর কাটা ঘায়ে হ্নুনের ছিটে দিতে হবে না'—নবীন তপস্বিনী। 'আর কাটা ঘায়ে হ্নুনের ছিটে দাও কেন'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহ। প্রাচীন সংস্কৃত আভাণকে—'ক্ষতে ক্ষারমিব', যথা মৃচ্ছকটিক ৫।১৪, উত্তরচরিত ৪।৭]

১৬০১ কাঁটাগাছে জল দিলে কাঁটা বেড়ে যায়।
সর্পকে খাওয়ালে দুগ্ধ বিষ উগরায়॥

১৬০২ কাঁটাগাছের তলায় বাস।

১৬০৩ কাটা চাল দোয়ানে মরে না।[১]

[১ অর্থাৎ ঘরের চাল বা উপরের আচ্ছাদন কাটা হলে জোড়া লাগে না। 'You may join a divided thatch, but they unite not closely'—Morton]

১৬০৪ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।[১]

[১ সং—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। নং ১৩০৪]

১৬০৫ কাঁটাবন দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া।[১]

[১ নং ৫৫৪৩, ৬৫০১]

১৬০৬ কাঁটা বিনা কমল নাই[১], কলঙ্ক বিনা চাঁদ নাই[২]।

[১ নং ১৪০৫। ২ নং ২৯৪২]

১৬০৭ কাটামুণ্ডুর দাঁতখামটি।[১]

[১ নং ৬৪৯২, ৬৮৬০]

কাঁটা যদি ঠেকে গলায় ইত্যাদি, নং ২৪১৭ দ্রষ্টব্য।

কাঁটার মুখ আর ছুঁচল হয় না ইত্যাদি, নং ৩২৪৬ দ্রষ্টব্য।

১৬০৮ কাটি পাঁশ পেড়ে[১], ভুঁয়ে রক্ত না পড়ে।

[১ পা—পাঁশ পেড়ে কাটি ; ছাই পেতে কাটি]

১৬০৯ কাঠ কাটতে গেল সেধো হাতে ক'রে দা'।
কোঁচে ক'রে নিয়ে এল কাঠবিড়ালীর ছা॥

১৬১০ কাঠ-কাটুনে, লোহা-পিটুনে, বেণে বিষম জাত।
তাদের সঙ্গে পিরীতে ঘর পোড়ে রাতারাত॥

১৬১১ কাঠ কাটে কুড়ুলিয়া, হালিয়ার[১] রীষ[২]।

[১ চাষার। ২ ঈর্ষা]

১৬১২ কাঠকুটো[১] আনে চুলোর মুখ, শ্বাশুড়ী আনে বউয়ের মুখ।

[১পা—লাকড়ি]

১৬১৩ কাঠকুড়ানীর মেয়ে রাজা আনলে ঘরে।
খাটপালঙ্ক দেখে-দেখে হেসে-হেসে মরে ॥[১]

[১ নং ২৮০৬]

কাঠ খায়, আঙরা হাগে, নং ২৩৬ দ্রষ্টব্য।

১৬১৪ কাঠবিড়ালীর বাগানভাগ।

১৬১৫ কাঠবিড়ালীর সাগরবাঁধা।[১]

[১ রামচন্দ্রের সেতুবন্ধে নাকি কাঠবিড়ালী সাহায্য করিয়াছিল। 'কাষ্ঠবিড়ালীর যেমন সাগর-বন্ধন'—দাশু রায়]

১৬১৬ কাঁঠাল খেয়ে লাগল আঠা, তেল দিয়ে ঘুচাও লেঠা।

১৬১৭ কাঁঠালটি আমায় দাও, বীচি গুণে কড়ি নাও।

১৬১৮ কাঁঠালের[১] আঠা।

[১ অর্থাৎ এঁচোড়ের। অল্পে ছাড়ে না]

১৬১৯ কাঁঠালের আমসত্ব।[১]।

[১ 'জানে না পরম তত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ব'—আজু গোসাই। 'মুরুব্বিহীন কাঁঠালের আমসত্ব'—রূপচাদ পক্ষী। 'সাধারণতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী একপ্রকার কাঁঠালের আমসত্ব' —ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নং ৮৪৮৫]

১৬২০ কাঠের ঘোড়া জল খায় না।

১৬২১ কাঠের ঘোড়া সোনার লাগামেও চলে না।

১৬২২ কাঠের পোকা কাঠেই চরে।

১৬২৩ কাঠের বেরাল হোক, ইঁদুর ধরলেই হল।[১]

[১ 'কাঠের বেরাল হলে কি হয়, ইঁদুর ধত্তে পারলেই হল' —জামাই বারিক। নং ৮৪৯৫]

১৬২৪ কাঠের ভেতর পিঁপড়ে বলে—চিনি নইলে খাবুনি।
চিন্তামণি চিন্তা ক'রে যোগান তারে আপুনি॥
[১ নং ৭৩২৮]

১৬২৫ কাঁড়া[১] চালে তিন ঘা পাড়[২]।
[১ পা—কাঁড়ান। ২ ঢেঁকির পাড় বা আঘাত। অর্থাৎ সম্পাদিত কার্য্যে পুনরুদ্যোগের বিড়ম্বনা]

১৬২৬ কাতরা চোখের ঘুম, লেছড়া কাঁথার উম[১]।
[১ উষ্ম, গরম। নং ১১০০]

১৬২৭ কাতলা-ফেলার দেশ।
[১ সঙ্কেত প্রবাদ। কাতলা মৎস্যবিশেষ; কিন্তু কাতলা ফেলা = মানুষ মারা; বর্দ্ধমান জেলায় পূর্ব্বকালে ডাকাতদের সঙ্কেত-বাক্য। সুতরাং, "কাতলা পড়েছে = ডাকাতে মানুষ মেরেছে" (রাধাকান্ত দেব, বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ)]

১৬২৮ কাত হয়, তবু লাথ সয়।

১৬২৯ কাঁথখান্ কাঁথখান্, বট্‌ঠাকুর কি পাঁকাল মাছ খান।
খান খান খান, খান পাঁচ ছয় খান,
এখন একটু তেল পেলে নাইতে যান॥[১]
[১ কাঁথ = মৃন্ময় ভিত্তি, প্রাচীর। দেওয়াল মাঝে রাখিয়া ভাশুর ভাদ্দর-বউয়ের আলাপ]

১৬৩০ কাঁথা মুড়ি' দিয়ে ঘি-ভাত খাওয়া।[১]
[১ নং ১৬৯০]

১৬৩১ কাঁদলে চোখই যায়, শোক যায় না।[১]
[১ 'করে শোকেতে আচ্ছন্ন যায়, যায় না দুঃখ চক্ষু যায়'—দাশু রায়]

কাঁদলে মুক্তা ঝরে ইত্যাদি, নং ৮৭৮৮ দ্রষ্টব্য।

১৬৩২ কাদা-উড়োর কাছে কি ধূলো-উড়ো।[১]
[১ পা—ধুলো-উড়্‌নের ওপর কাদা-উড়্‌নে আছে]

১৬৩৩ কাদা মাখা সার হল, মাছ ধরা হল না।

১৬৩৪ কাদা মেখে ধোয় কাদা, তারে কে না বলে গাধা।

১৬৩৫ কাদায় জলে (বা কাদায়) গুণ ফেলা।[১]

[১ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ধৈর্য্য ধরা। 'সবুরেতে মেওয়া ফলে উতলায় কি ফল ফলে। থাকতে হয় লো কাদায় জলে গুণ ফেলে॥'—গোপাল উড়ে। 'অতো ব্যস্তর কাজ নয়, কাদায় গুণ পেতে থাকি, তারপর কি হয় দেখা যাবে'—গিরিশ ঘোষের হারানিধি]

১৬৩৬ কাদার খুঁটি।[১]

[১ নং ৪৯৬৪]

১৬৩৭ কাঁদি কাঁদি মন করছে, কেঁদে না আত্তি মিটছে।
রাজাদের হাতী মরেছে, তার গলা ধ'রে কেঁদে আসি॥[১]

[১ ব্রতকথা হইতে]

১৬৩৮ কাঁদে পরাণ কাছিমের লাগি, নাম রটেছে বৈরাগী।

১৬৩৯ কাঁধে কুড়ুল বনময় খোঁজা।[১]

[১ পা—বগলে কাস্তে খোঁজে বনময়। নং ১৬৯৪, ৮৭২৭]

১৬৪০ কানকাটা কই তালগাছ বায়,
কালামুখ নিয়ে দরবারে যায়।

১৬৪১ কান কাঁদেন[১] সোনারে, সোনা কাঁদেন[১] কানেরে।[২]

[১ পা—চায়। ২ নবীন তপস্বিনীতে উদ্ধৃত]

১৬৪২ কানকামড়ানি, মাথাব্যথা, ছেপ তলায় না।
আধকোটা চালের ভাত একটি এড়ায় না।

১৬৪৩ কান ঘুরিয়ে নাক দেখানো।[১]

[১ সংস্কৃত 'শিরোবেষ্টনেন নাসিকাস্পর্শন্যায়'। 'তাই কেন ভেঙ্গে বল না, এত ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছ কেন?'—অমৃত বসুর কালাপানি]

১৬৪৪ কান টানলে মাথা[১] আসে।[২]

[১ পা—নাক টানলে মুখ। ২ পা—চুল ধরলেই মাথা আসে।—'কান টানলে মাথা আসে, অবশ্য তার পেছনে যদি একটা মাথা থাকে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের সাজাহান]

১৬৪৫ কানপাতলা মানুষ।[১]

[১ 'মল্লিকে আমায় যথার্থ খেপায়···আমিও তেমনি কানপাতলা'—নবীন তপস্বিনী]

১৬৪৬ কান যায় কথায়, মন যায় তথায়।

১৬৪৭ কান-সল্লা[১], ভিতর-বুঁদে[২], দীঘল-ঘোম্‌টা[৩] নারী।
পানাপুকুরের[৪] শীতল জল[৫], বড় মন্দকারী॥

[১ কানে যে মন্ত্রণা দেয়। ২ অন্তরে শঠ। পা—মুখ-হলষে (হলীষ বা লাঙ্গলের মত যার মুখ) কান-তুল্‌সে (অর্থাৎ কানে যে তুলসী দেয়); কান-তুলসী লেকো মুন্‌শী (যে মুন্‌শী সরলতার ভান করে)। ৩ পা—নাকে-ঘোমটা। ৪ পা—দামের তলের; পানার নীচের। ৫ পা—দুষ্ট জনের মিষ্ট কথা]

১৬৪৮ কানা কড়ির কেনা গোলাম।

১৬৪৯ কানা ক'বার নড়ি হারায়[১]।

[১ পা—কানার নড়ি হারায় ক'বার]

১৬৫০ কানা কলসীর জল।

১৬৫১ কানাকানির পর জানাজানি।

১৬৫২ কানা কালা কুঁজো খোঁড়া, গোদের অন্ত নাই।[১]
তিনশো বিরাশী বুদ্ধি, যার এক চোখ নাই॥[২]

[১ পা—কুড়ের কুড়ি বুদ্ধি, হুলোর অন্ত নাই, বা হুলোর বুদ্ধি ফানা (ফা নষ্ট)। ২ পা—তিনশো ষাট বুদ্ধি, যার এক চোখ কানা। নং ১৬৫৯]

১৬৫৩ কানা কুকুর[১] মাড়েই তুষ্ট।[২]

[১ পা—কালো বা কটা কুকুর; জোলার কুকুর। ২ 'কালো কুকুর মাড় ভক্ষণ করে'—দাশু রায়। নং ১৪৭৭]

১৬৫৪ কানা কুঁজো খোঁড়া, তিন অসতের গোড়া।

১৬৫৫ কানা কুঁজো ডেঙরা[১], হারামজাদা লেঙড়া[২]।

[১ দুষ্ট, শঠ। ২ খোঁড়া]

১৬৫৬ কানা খোঁড়া কুঁজো, তিন চলে না উজো[১]।

[১ ঋজু, সোজা]

১৬৫৭ কানা খোঁড়া, ভাগের ঠাকুর[১]।

[১ অর্থাৎ বিভিন্ন সেবাইতের উপর নির্ভর]

১৬৫৮ কানা খোঁড়া[১], একগুণ বাড়া[২]।

[১ অমৃত বসুর কৃপণের ধনে ও গিরিশ ঘোষের বলিদানে 'কানা খোঁড়ার' পাঠ আছে। ২ বলিদানে ধৃত পাঠ—'বেশি'। লঙ-এর প্রাচীনতর সংগ্রহে আমাদের পাঠ রহিয়াছে]

১৬৫৯ কানা খোঁড়ার হাজার দোষ[১], কুঁজোর নেই অন্ত।
একশো বিয়াল্লিশ দোষ উঁচু যার দন্ত[২] ॥

[১ পা—কানার অশেষ দোষ। ২ পা—তার অধিক দোষ যার দন্তের উপর দন্ত।—নং ১৬৫২]

১৬৬০ কানা গণক বললেন গুণ্যে, হয় পুত্র নয় কন্যে।

১৬৬১ কানা গরু বামুনকে দান, বামুন বলে—আন্ আন্।

১৬৬২ কানা[১] গরুর ভিন্ন গোঠ[২]।

[১ পা—কুড়ে (এই পাঠ দীনবন্ধু মিত্রের সুপরিচিত হাস্যাত্মক রচনার নামকরণে আছে)। ২ পা—ডহর (=খাল বা গর্ত্ত); ডোল]

১৬৬৩ কানা ঘোড়া এসে বলে—আমার কত বল।

১৬৬৪ কানা ঘোড়া ব'লে কিছু কম খায় না।

১৬৬৫ কানা চোখে কুটো পড়ে, খোঁড়া[১] পা খানায়[২] পড়ে।

[১ পা—খোঁড়ার; ভাঙা। ২ পা—খাদে; খালে]

১৬৬৬ কানা চোখে ঘুমও যা চেতনও তা।

১৬৬৭ কানা চোখে চশমা[১]।

[১ পা—সাত নম্বর সলিমানের চশমা]

১৬৬৮ কানা চোখে দিয়ে কাজল, আপন রূপে আপনি পাগল।

১৬৬৯ কানাতে কানা, বুড়ীতে বুড়ী, বড় সেয়ানা।

১৬৭০ কানা দেখতে পায় না, কাঙাল দেখতে চায় না।

১৬৭১ কানা-পুত পোষে, রাজা-বেটী[১] শোষে।

[১ পা—রাজা-ঝিয়ে; রাজা-বউয়ে]

১৬৭২ কানা[১] পুতের নানা রোগ।

[১ পা—কুড়ে]

১৬৭৩ কানা পুতের[১] নাম পদ্মলোচন[২]।

[১ পা—ছেলের। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় 'খ্যাঁদা পুতের' পাঠ আছে। ২ নং ২৬০৯]

১৬৭৪ কানা বক শুকনো গেড়ে[১], খায় না খায় আছে প'ড়ে।

[১ ডোবায়]

১৬৭৫ কানা বিড়ালের দই রেখে কাপাস খাওয়া।

১৬৭৬ কানা ব্রাহ্মণ শূদ্রের তুনা।

১৬৭৭ কানা, মনে মনেই জানা।

১৬৭৮ কানা মাছি।[১]

[১ ছেলেদের সুপরিচিত খেলা হইতে; অন্ধভাবে যে ঘোরে এই অর্থে]

১৬৭৯ কানা মুরগী, গোবদা ছুরি।

১৬৮০ কানা মেঘের বৃষ্টি, সর্ব্বত্র নয় দৃষ্টি।

১৬৮১ কানায় কি চোখ রাঙায়।

১৬৮২ কানায়ে ভাগ্‌নে।[১]

[১ মামী রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেম হইতে লম্পট অর্থে প্রয়োগ। 'চুপে থাক থাক রে ব্যাটা কানায়ে ভাগ্নে'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'কানায়ে ভাগ্‌নে ক্ষান্ত হও'—লীলাবতী।—নং ২৫৫৪]

১৬৮৩ কানার দেশে একচোখোই রাজা।

১৬৮৪ কানার বেটা পদ্মলোচন।[১]

[১ নং ১৬৭৩]

১৬৮৫ কানার মধ্যে (বা, কানার দেশের) রূপসী।

১৬৮৬ কানার মা।[১]

[১ গর্ভস্থ সন্তান অন্ধ বলিয়া, নবগর্ভিণীর জননীত্ব খ্যাপনের জন্য তাহাকে এই নামে ডাকা হয়]

১৬৮৭ কানার[১] স্বপ্ন দেখা।

[১ পা—বোবার]

কানার হাতে দর্পণ, নং ৮২ দ্রষ্টব্য।

১৬৮৮ কানার হাতে লাঠি।

১৬৮৯ কানা শুক্কুর।[১]

[১ বলি রাজার দানে বিঘ্ন করাতে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের এক চক্ষু নষ্ট হয়। একচোখো বা পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি অর্থে প্রয়োগ]

১৬৯০ কানি[১] মুড়ি দিয়ে চিনি খাওয়া।[২]

[১ নেকড়া। ২ নং ১৬৩০]

১৬৯১ কানী, কত করবি কর, তবু না কাতর হবে চাঁদ সদাগর।

১৬৯২ কানু[১] ছাড়া গীত নাই।

[১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ পা—কীর্ত্তন]

১৬৯৩ কানে কচু, চোখে তেল, তার বাড়ী না বৈদ্য গেল।[১]

[১ নং ৩৬০, ৩০৮৮]

১৬৯৪ কানে কলম গুঁজে, দুনিয়ায় খোঁজে।[১]

[১ পা—কানে কলম থুইয়া, দেশ মরি ঢুঁড়িয়া; কানে কলম, খোঁজে দেশময়। নং ১৬৩৯, ৮৭২৭]

১৬৯৫ কানে কলম গুঁজে হলেন মুন্‌শী।[১]

[১ নং ১৭৮৩]

১৬৯৬ কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো।[১]

[১ নং ৬৭৪৪]

১৬৯৭ কানের গুরু, নাকের কে।

১৬৯৮ কানের জল জল দিলেই বেরোয়।[১]

[১ পা—কানে জল দিয়ে কানের জল বের করা। নং ৩৩৭৯]

১৬৯৯ কানের সোনা কান কাটে।[১]

[১ 'কান কাটে হে যেই সোনা, সেই সোনা বাসনা আর করি না'; পুনশ্চ, 'ও ছার বাসনা কানকাটা সোনা'— দাশু রায়।—নং ৫২৩২]

১৭০০ কানে শুনে কালা হও, চোখে দেখে কানা হও।[১]

[১ নং ৬০৮১]

১৭০১ কানে হাত না দিয়েই বলে, কান নিয়ে গেল চিলে।[১]

[১ পা—কানের সঙ্গে খোঁজ নেই, চিলের পিছে দৌড়। —নং ১৪৯৭]

১৭০২ কাপড় কিনবে কাদাপায়, গরু কিনবে কাপড় গায়।

১৭০৩ কাপড় দিয়ে আগুন ঢাকা।[১]

[১ 'কাপড় ঢাকাতে কোথা থাকে গো অনল'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। নং ২৩৭]

১৭০৪ কাপড় নেই, তার কাছা।

১৭০৫ কাপড় হলে পচা, আঙ্গুল হয় খোঁচা।

১৭০৬ কাপড়ের তলা থেকে চিমটি কাটা।

১৭০৭ কাপড়ের দাগ যায় ধুলে, মনের দাগ যায় ম'লে।

১৭০৮ কামরূপেতে[১] কাক মরেছে, কাশীধামে[২] হাহাকার।[৩]

[১ পা—কাশীধামে। ২ পা—কুমিল্লাতে। ৩ 'কাল কামরূপেতে কাক মরেছে, কাশীধামে হাহাকার'—ঈশ্বর গুপ্ত]

১৭০৯ কামলা[১] আপনি সামলা।

[১ পিত্তাধিক্যের জন্য কামল বা কাঁওল রোগ, jaundice]

১৭১০ কামাখ্যার ডাকিনী।[১]

[১ পুরুষ-ভোলানো যাদুকরী বলিয়া প্রসিদ্ধি। 'ও দেশে রমণী যত কামাখ্যা ডাকিনীর মত'—গোপাল উড়ে। 'বোধ হয় এরা কামিখ্যার মেয়ে, ভেল্‌কিতে ভুলিয়েছে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'বড়মানুষের বাড়ীর ভিতর যাওয়াও যে, কামরূপ কামিখ্যে যাওয়াও সে'—সধবার একাদশী। 'কামরূপ কামিক্ষেয় গেলে সেখানে ডাকিনীরা পুরুষকে ভেড়া করে রাখতো'—অমৃত বসুর বাহবা বাতিক; 'ওদের মা আবাগীরা কামিখ্যের ডাকিনী'—অমৃত বসুর গ্রাম্যবিভ্রাট। নং ২৫৪৩, ৬৩৩৩]

১৭১১ কামাতে পারে না নাপিত, ধামাভরা ক্ষুর।
কামাতে কামাতে যায় রঘুনাথপুর॥[১]

[১ নং ৯]

১৭১২ কামানো মাথায় ক্ষুর বুলানো।[১]

[১ নং ৩৫৯১]

১৭১৩ কামায় সাধু, ওড়ায় মাধু।

১৭১৪ কামায়ে টুপিওয়ালা, খায়ে ধুতিওয়ালা।

১৭১৫ কামারকে ইস্পাত ফাঁকি।[১]

[১ নং ৬০১৯]

১৭১৬ কামারকে[১] ছুঁচ বেচা।[১]

[১ পা—কামারের কাছে। 'সূচ বেচা কামারের কাছে, সে যে মিছে সে যে মিছে'—গোপাল উড়ে। 'কামার বাড়ী কি ছুঁচ বেচতে আসতে হয়'—অমৃত বসুর একাকার।—নং ৬০১৮, ৮৪৩৫]

১৭১৭ কামার[১] গড়বে যা', মনে-মনে জানে তা'।

[১ পা—কুমোর]

১৭১৮ কামার বুড়োলে লোহা শক্ত।

১৭১৯ কামারের আগুন, চামারের টান[১]।

[১ অর্থাৎ চামড়া ছিঁড়িবার বল]

১৭২০ কামারের কাছে লোহা চুরি।[১]

[১ নং ৬০১৮]

১৭২১ কামারের কাছে লোহা জব্দ।[১]

[১ নং ৭৮০৫]

১৭২২ কামারের কুমোর বৃত্তি।[১]

[১ পা—কামার মানুষের কুমার কাম]

১৭২৩ কামারের দা', কামার খারাপ বলে না।

১৭২৪ কামারের[১] বেরাল ঠক্‌ঠকিতে ভয় পায় না।

[১ পা—সেকরার দোকানের]

১৭২৫ কামালে[১] জমালে[২] বর,[৩] নিকুলে-চুকুলে ঘর।

[১ দাড়ি কামাইলে বা রোজগার করিলে। ২ পা—জামালে (=জামা পরিলে বা সাজিলে; অথবা ইহা নিরর্থক সহচর শব্দ)। ৩ পা—সাজালে-গোজালে বর]

১৭২৬ কায়া ছেড়ে ছায়ার পিছে, ছুটে যে তার জীবন মিছে।

১৭২৭ কায়েত, কালসাপ, বেদো[১] নারী, তিন জনকে পরিহরি।

[১ বেহুয়া=জারজ, কুলটা। 'বেহুয়া ঢেমনে কভু না শুনাই পুরাণ'—কবিকঙ্কণ]

১৭২৮ কায়েত ম'রে জলে ভাসে,[১]
কাক বলে—ফিকিরে আসে[২]।[৩]

[১ পা—ভাসছে। ২ পা—আসছে। ৩ নং ১৭৩৭]

১৭২৯ কায়েত মরে সেয়ানে,[১] বেনে মরে দেয়ানে[২],
জোলা মরে তাঁতে।
কাঙালী বাঙালী মরে মাছে আর ভাতে॥[৩]

[১ পা—খেয়ালে। ২ দরবারে, আদালতে। পা—দেয়ালে (?)। ৩ রূপচাঁদ পক্ষী]

১৭৩০ কায়েতের ঘরের ঢেঁকি[১]।

[১ অর্থাৎ মূর্খ। সধবার একাদশীতে প্রযুক্ত। কায়স্থের লেখাপড়া ও ভব্যতার কথা কবিকঙ্কণেও আছে—'দোষহীন কায়স্থের সভা। প্রসন্না সবারে বাণী, লিখাপড়া সবে জানি, ভব্য জন নগরের শোভা॥]

১৭৩১ কায়েতের[১] ঘরের বেরালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে।

[১ পা—হিন্দুর]

১৭৩২ কায়েতের ছেলের কলমের আগায় ভাত।

১৭৩৩ কায়েতের ছোট, বেদের[১] বড়।

[১ পা—বিদ্যির]

১৭৩৪ কায়েতের বুড়া হীরার ধার, নাপিতের বুড়া ছারের ছার।
বাদিয়ার বুড়া না বহে ভার, ভাটের বুড়া কথায় সার॥

১৭৩৫ কায়েতের বুদ্ধি আঁতে[১], বাঁদরের[২] বুদ্ধি দাঁতে।

[১ 'সাত কাইতের বুদ্ধি আমার ধড়ের ভিতর'—গোপীচন্দ্রের পাঁচালী। ২ পা—বামুনের (এই পাঠে বুদ্ধি=ভোজনে)]

১৭৩৬ কায়েতের বুদ্ধি, ঘণ্টার বাড়ি।

১৭৩৭ কায়েতের মড়া কাকেও ঠোকরায় না।[১]

[১ নং ১৭২৮]

১৭৩৮ কায়েতের মূর্খ, কলুর বলদ[১]।

[১ নং ১৪৬৯]

১৭৩৯ কায়েতের হাড়া[১], বেগুনের খাড়া[২]।

[১ হাড়। ২ বোঁটা, অর্থহীন বস্তু]

১৭৪০ কার আগুনে কেবা মরে, আমি জাতে কলু।
মা আমার কি পুণ্যবতী, বলছে—দে উলু॥[১]

[১ বলপূর্ব্বক সতীদাহে কলুবউকে ভুল করিয়া অন্যের চিতায় পোড়ান। প্রথম পংক্তি কলুবউয়ের উক্তি; দ্বিতীয় পংক্তি উল্লসিত জনতার, যাহারা চীৎকার করিয়া বা উলু দিয়া কলুবউয়ের অনিচ্ছা ডুবাইয়া দিতে উদ্যত!]

১৭৪১ কার আঙিনায় কে বা নাচে।[১]

['কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচে'—গোবিন্দ দাস]

১৭৪২ কার কপালে[১] কে বা খায়।

[১ পা—কড়ি]

১৭৪৩ কার খাই কার না খাই, দুপুর রাতে ঘর না পাই।

১৭৪৪ কার খাই কার না খাই,[১] পরের[২] দায়ে বাঁধা যাই।

[১ পা—খাই বা না খাই। ২ পা—বিনা]

১৭৪৫ কার ঘরের সোনা কার ঘরে গড়ায়।[১]

[১ নং ১৭৫৪, ২৭৭৬]

১৭৪৬ কার ঘাড়ে দুটো মাথা।[১]

[১ 'মাথার উপরে কেবা ধরে দুটা মাথা। এ দেশে অপরে আসি ধরাইবে ছাতা॥'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'কার ঘাড়ে দুটা মাথা এ কর্ম্ম করিবে'—ভারতচন্দ্র। 'কে পারে ভুলাতে কার ঘাড়ে দুটা মাথা'—রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর। 'কার বা মাথার উপর মাথা, তোমার কাজে করবে হেলা'—গোপাল উড়ে। 'হরধ্যান ভাঙ্গিবারে শরাসন করে। দুটা মাথা ঘাড়ে বুঝি রতিনাথ ধরে॥'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'কার ঘাড়ের ওপর দুটো মাথা আছে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ। 'কার ঘাড়ের উপর দশটা মাথা আছে বাবা, যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে

ডাকাতি করে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের চন্দ্রগুপ্ত। 'বলি, তোদের ঘাড়ে কি আর একটা ক'রে মাথা গজিয়েছে রে'—শরৎচন্দ্রের রমা]

১৭৪৭ কারণ বই কার্য্য নেই।

১৭৪৮ কার দুঃখ কে বা বোঝে, যার যার সে পেটে গোঁজে।

১৭৪৯ কার বা গোয়াল, কে বা দেয় ধোঁয়া।[১]

[১ পা—কার গোয়ালে কে দেয় ধোঁয়া]

১৭৫০ কার ভাগ্যে কার ভোগ, বিধি করে উদ্যোগ।

১৭৫১ কার মনে কি আছে কে জানে।

১৭৫২ কার শ্রাদ্ধ কে বা করে, খোলা কেটে[১] বামুন মরে।[২]

[১ শ্রাদ্ধের জন্য কলাগাছের খোলা কাটা। ২ বিশৃঙ্খলার দরুণ আয়োজনকারীর পণ্ডশ্রম। আলালের ঘরের দুলালে উদ্ধৃত]

১৭৫৩ কার সাধ্য কে বা মারে, খোদা থাকে রাজি যারে।

১৭৫৪ কার সোনা কে বা পরে।[১]

[১ নং ১৭৪৫, ২৭৭৬]

কারে এলে শেখাতে ইত্যাদি, নং ১৪৯৪ দ্রষ্টব্য।

১৭৫৫ কারে[১] পড়লে আল্লার নাম।

[১ কর্ম্মের বিপাকে, বিপদে]

কারো কড়ি ধারি না, নং ৫৯৭৫ দ্রষ্টব্য।

১৭৫৬ কারো ঘর পোড়ে কেউ আগুন পোহায়[১]।

[১ পা—কেউ ধোঁয়া খায়। নং ২৭০২]

কারো ঘি-রুটি ইত্যাদি, নং ৯৭০ দ্রষ্টব্য।

১৭৫৭ কারো দুধে চিনি, কারো শাকে বালি।[১]

[১ সমগ্র প্রবাদটি নবনাটকে এইরূপ—'এমনি হয়েছে ঘোর কলি, কারো দুধে চিনি কারো শাকে বালি'।—'তোমার এখন দুধে চিনি, আমার এখন শাকে বালি'—গোপাল উড়ে। 'শুনিয়াছি যে আমাদের শাকে বালি ঘুচিয়া দুগ্ধে চিনি হইবেক'—দীনবন্ধু মিত্রের গদ্যপদ্য]

১৭৫৮ কারো ধেয়ে-ধেপে বারো, কারো রয়ে ব'সে তেরো।[১]

[১ পা—ধেয়ে-ধেপে বারো, ব'সে মারে তেরো।—নং ২৮২২]

১৭৫৯ কারো পাতাচাপা কপাল, কারো পাথরচাপা কপাল।

[১ 'ওদের পাতাচাপা কপাল'—আলালের ঘরের দুলাল। 'লোকের পাতাচাপা কপাল, আমার পাথরচাপা কপাল'—নবীন তপস্বিনী। 'আমার বরাত পাথরে চাপা'—গিরিশ ঘোষের রূপ-সনাতন]

১৭৬০ কারো পোঁদে বাঁশ যায়, কেউ পাবে-পাবে[১] গোণে।[২]

[১ বাঁশের পর্ব্বে পর্ব্বে। ২ নং ১১৩৯]

১৭৬১ কারো পৌষ মাস[১], কারো সর্ব্বনাশ।[২]

[১ অর্থাৎ নূতন ধানের সময় পৌষপার্ব্বণ। ২ হুতোম প্যাঁচার নক্শায় এইরূপ পাদ-বিন্যাস ('কারো' স্থলে 'কারু' পাঠ); কিন্তু—'কারুর সর্ব্বনাশ, কারুর পৌষ মাস'—গিরিশ ঘোষের য্যায়সা কা ত্যায়সা। 'কারো সর্ব্বনাশ, কারো পৌষ মাস'—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ]

১৭৬২ কারো ভাত যায় সোঁতে[১], কেউ পাত নিয়ে কোঁথে[২]।

[১ স্রোতে, অর্থাৎ ফেলা যায়। ২ কাতরতা প্রকাশ করিয়া যাচ্ঞা করে]

১৭৬৩ কারো মন্দ কেউ করে না, যার মন্দ সেই করে।

১৭৬৪ কার্ত্তিকে ওল, মার্গে বেল, পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল।
ফাগুনে আদা, চৈত্রে তিতা, বৈশাখেতে নিম নালিতা।
জ্যৈষ্ঠে ঘোল, আষাঢ়ে দই, শ্রাবণে চূড়ান্ত খই।
ভাদ্রে তাল, আশ্বিনে শশা,
ডাক বলে—এই বারোমাসা।[১]

[১ ডাকের বচন।—নং ৩০৭২]

১৭৬৫ কার্য্যের সাক্ষী করণ, পুণ্যের সাক্ষী মরণ।

১৭৬৬ কাল এল নেড়ী, আজ ভাঙল হাঁড়ি।

কালকের যোগী শিরে জট, নং ৩৭৯৭ দ্রষ্টব্য।

১৭৬৭ কাল ছিলাম ব'সে স্বর্ণ পিঁড়ে, আজ বসেছি আঁস্তাকুড়ে[১]।

[১ নবনাটকে উদ্ধৃত]

১৭৬৮ কালনেমির লঙ্কাভাগ।[১]

[১ হনুমানকে নিহত করিতে পারিলে পুরস্কার স্বরূপ লঙ্কার ভাগ পাইবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে রাবণের মাতুল কালনেমি লঙ্কাভাগের কল্পনা করিয়া হনুমানের হাতেই নিহত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধির পূর্ব্বেই ফলাকাঙ্ক্ষা। 'টাকা সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এক্ষণে যে ভাগ করা সে কেবল কালনেমির লঙ্কার বাঁটের মত'—প্রবোধচন্দ্রিকা। 'দেখ বড় আশা করি, কালনিমে পাকায় দড়ি, ভাগ ক'রে লব ব'লে লঙ্কাখান্'—দাশু রায়। 'মনকলা খাও মনে মনে কালনেমির মতন'—গোপাল উড়ে। সধবার একাদশীতে নিমচাঁদের শ্লেষোক্তি—'হাঁ বাবা, আমি তোমার কালনিমে মামা'।]

১৭৬৯ কাল[১] বললে ধরে কাল[২]।

[১ আগামী কাল। ২ যম]

১৭৭০ কাল যায়, না, জল যায়।

১৭৭১ কাল রাম রাজা হবে, আজ বনবাস।[১]

[১ নং ২০৫২]

১৭৭২ কালস্য কুটিলা গতিঃ।[১]

[১ প্রবোধচন্দ্রিকায় উদ্ধৃত। অপ্সু প্লবন্তি পাষাণা মানুষা ঘ্নন্তি রাক্ষসান্। কপয়ঃ কর্ম কুর্বন্তি কালস্য কুটিলা গতিঃ॥—রামায়ণ। 'বিদেশীর দেখে শিখে চাল, চাল বাড়ালে ইয়ং বেঙ্গাল, পানীয় দোষে চক্ষু লাল, কালস্য কুটিলা গতি'—রূপচাঁদ পক্ষী। 'কালের কুটিল গতি কে বুঝিতে পারে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

১৭৭৩ কাল হয়েছে হত[১], কালের মুখে মোত।

[১ পা—গত]

১৭৭৪ কালা আমার গলার মালা।

১৭৭৫ কালা পুরুত, তোতলা যজমান।[১]

[১ পা—তোতলা যজমান, কালা পুরুত; তোতলা পুরুত কালা যজমান। নং ২৫৭৭]

১৭৭৬ কালা বলে—গায় ভাল, কানা বলে—নাচে ভাল।[১]

[১ সং—অন্ধস্য নৃত্যং বধিরস্য গীতং মূর্খস্য কিং শাস্ত্র-কথা-প্রসঙ্গঃ। 'খোঁড়ার নৃত্য দেখে কাণা···কালায় ব'সে বোবার গান শুনছে'—দাশু রায়]

১৭৭৭ কালা বলে—হাত-পা নাড়ে, ঢাকী ত বাজায় না।

১৭৭৮ কালার কানে শোলার বুজো,
কালা বলে—মোর লক্ষ্মীপূজো।

১৭৭৯ কালা শুনে কাড়ার[১] বাদ্যি,
বলে—আমার বিয়ের আদ্যি[২]।

[১ পা—ঢাকের। ২ পা—বাদ্যি]

১৭৮০ কালি কলম কশি[১], তিন নিয়ে দপ্তরে বসি।

[১ যাহা টানিয়া লেখা যায়; রেখাপাত। পা—আঁক আঁখর কশি]

১৭৮১ কালি কলম পাত যেমন তেমন হাত[১]।

[১ পা—তবে লেখার জাত]

১৭৮২ কালি কলম মন, লেখে তিন জন।

১৭৮৩ কালি[১] নেই[১], কলম নেই, বলে—আমি মুন্‌শী[২]।[৩]

[১ পা—দোয়াত। ২ পা—ফুইম বিশ্বাস মুন্‌শী। ৩ নং ১৬৯৫]

কালি যায় ধুলে ইত্যাদি, নং ৮৫১২ দ্রষ্টব্য।

১৭৮৪ কালির অক্ষর[১] নেইক পেটে[২], চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে[৩]।

[১ পা—আঁচড়। 'যদি কালির অক্ষর পেটে থাকত, তবে কি গালে কালি মাখত'—দাশু রায়। নং ৫২১৬ দ্রষ্টব্য। ৩ নং ১৭৮৭]

১৭৮৫ কালী কালী বনমালী, শেখ পরাণে জয়ধর আলি।

১৭৮৬ কালীঘাটের কাঙালী।[১]

[১ 'সবাই আমাকে এসে ধরে···যেন সব কালীঘাটের কাঙ্গাল, হাড় জ্বালিয়ে তুলেছে'—রমেশচন্দ্র দত্ত। 'কালীঘাটের কাঙালীর মত, সাধ্য কি তোমার এক জনকে চুপি-চুপি কিছু দিয়ে পরিত্রাণ পাও'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন]

১৭৮৭ কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ।[১]

[১ মূর্খের দ্বারা (নং ১৭৮৪); অথবা, পয়সা অনুযায়ী; অথবা, 'এক কর্ম্ম অনেকের বলিয়া প্রতারণা করা' (রাধাকান্ত দেব, বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ)]

১৭৮৮ কালীর দোহাই দিয়ে পাঁঠা খাওয়া।

১৭৮৯ কালীর শোভা করে অসি, শিবের শোভা শিরে শশী।

১৭৯০ কালে আবজায়, তুলে বেচে, তার বাড়া কি ফসল আছে।

১৭৯১ কালে কত[১] দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার[২]।
বেরালের কপালে টীকে, বাঁদর বেড়ায় হলুদ মেখে॥

[১ পা—কতই না; দেখেছি কত; বাঁচলে কত (অমৃত বসুর নবযৌবনে ধৃত পাঠ), ইত্যাদি। ২ নং ১০৯]

১৭৯২ কালে-কালে কতই হবে, কিছুই এমন নাহি রবে।

১৭৯৩ কালে-কালে কতই হল, পুলিপিটের[১] লেজ গজাল[২]।

[১ পা—বেগুনের হাড় (নং ১১৫১)। ২ পা—বেরুল]

১৭৯৪ কালে-কালে কলিকালে আর কত হবে।
ছুঁচোর মনে সাধ হয়েছে গঙ্গাসাগর যাবে॥

১৭৯৫ কালে-কালে কোলা বেঙ সাপ ধ'রে খায়।
কালে-কালে বাঁদী বেটী মাথায় চ'ড়ে যায়॥

১৭৯৬ কালে-কালে গুড়েরও তার[১] গেল।

[১ আস্বাদ]

১৭৯৭ কালে বাণুও পণ্ডিত হল।[১]

[১ গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালংকার, যাঁর সম্বন্ধে 'হেরি মেধা বলেছিল পিতা শিশুকালে। বাণুও পণ্ডিত হইবেন কালে কালে॥'—সুরধুনী কাব্য]

১৭৯৮ কালের[১] নেই[২] কালাকাল।

[১ মরণের। ২ পা—আবার]

১৭৯৯ কালের কোমল চরণপাত, লোহার মত শক্ত হাত।

১৮০০ কালো কাজলের মাটি[১], তার লাগি ছ'মাস খাটি[২]।
রাঙা ধুতুরার ফুল, তার নাই এক কড়া মূল[৩]॥

[১ পা—মূল। ২ পা—তার নেই গুণের তুল। ৩ মূল্য]

১৮০১ কালো কাপড় মাথায় চুল, বাড়ী কোথায়, না, ভাটাকুল।

১৮০২ কালো[১] কাপড়, রুক্ষ মাথা,
লক্ষ্মী বলেন—থাকব কোথা।[২]

[১ পা—ছেঁড়া। ২ নং ৩২৬৭]

১৮০৩ কালো ছোঁড়া, ঠকের গোড়া।

১৮০৪ কালো, জগৎ আলো।

১৮০৫ কালো জল খা'ব না, কালো রূপ চা'ব না।

১৮০৬ কালো নয় রে কেলে সোনা, ইচ্ছা করে কত জনা।[১]

[১ দীনবন্ধু মিত্র]

১৮০৭ কালো বামুন, কটা শূদ্দ্‌র, বেঁটে মোছলমান।
ঘরজামাই[১], পুষ্যিপুত্র, পাঁচ বেটাই সমান॥

[১ পা—খানকীর পুত]

১৮০৮ কালো বামুন, কটা শূদ্দ্‌র, বারেন্দ্র আর পুষ্যিপুত্তুর॥

১৮০৯ কালোয় কালোয় ধলো হয় না।

১৮১০ কালোর উপর রঙ নেই।

১৮১১ কালোর গুণ বুঝলি না, সুন্দর নিয়ে ধুয়ে খা'।

১৮১২ কালো রে কুঁচলে[১], তুমি কেন আমায় ছেঁচলে।

[১ কুঁচলা বা কুঁচে মাছ? কুঁচলা বা কুঁচিলা ফল (nux vomica) কালো নয়, লাল্ ও হরিদ্রা বর্ণ]

১৮১৩ কালো রে কেদেরার[১] মাটি, তার জন্য ছ'মাস খাটি।

[১ কেদার বা কৃষিক্ষেত্র ?]

১৮১৪ কালো শীষে ধানের কিসে[১]।

[১ অর্থাৎ কিছুই হয় না]

১৮১৫ কালো হাঁড়ি কেয়াপাত, তবে দেখবি জগন্নাথ।[১]

[১ পূর্ব্বকালে হাঁটিয়া শ্রীক্ষেত্র দর্শনের কষ্ট—কালো হাঁড়িতে পথে রাঁধা ও কেয়াবন দিয়া যাওয়া]

১৮১৬ কালো হি বলবত্তরঃ।

১৮১৭ কাশীতেই ভূতের বাসা।

১৮১৮ কাশীতে ভূমিকম্প।[১]

[১ শিবের ত্রিশূলের উপর নাকি কাশীর অবস্থিতি, তাই অসম্ভাব্য। 'কাশীতে আবার ভূমিকম্প হলো…ত্রিশূলের উপর ছিল কাশী, কলি বেটা ক্রমে নড়িয়ে দিলে'—দাশু রায়]

কাশীধামে কাক মরেছে ইত্যাদি, নং ১৭০৮ দ্রষ্টব্য।

১৮১৯ কাশীর কেশেল।[১]

[১ তীর্থবাসের অছিলায় আগত কাশীর পূর্ব্বতন দুষ্কৃতকারী অধিবাসী। অতএব দুর্জ্জন, যার বংশের বা চরিত্রের পরিচয় নাই। 'কাশীর কেশেল তব বেয়াই কি goose'—দেবেন্দ্রনাথ সেনের বিংশ শতাব্দীর বর]

১৮২০ কাষ্ঠহাসি।[১]

[১ 'নষ্টের স্বভাব কাষ্ঠ হাসি'—দাশু রায়। 'হৃদে বিষ, মুখে মধু, কাষ্ঠহাসি হাস'—গোপাল উড়ে]

১৮২১ কাস্তে ভেঙে করতাল গড়ায়।[১]

[১ চাষা কীর্ত্তনীয়া হয়।—নং ৩২৩৩]

১৮২২ কাহার বড় বাড় বাড়েন ত মেথর।

১৮২৩ কিংখাপ[১] কেটে ছুরির ধার পরখ।

[১ মূল্যবান্ ফুলদার রেশমী বস্ত্রবিশেষ]

১৮২৪ কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি, মা[১] তেতো ছাঁ[২] মিষ্টি[৩]।

[১ পা—না। ২ পা—না। ৩ অর্থাৎ যেমন পলতা গাছে পটোল]

১৮২৫ কি কথা বললে, হায়, শুনে হাসি পায়।
লেজকাটা কুকুর হ'য়ে বাঘ হতে চায়॥

১৮২৬ কি করতে কি হ'লো, কারে মারতে কে ম'লো।

১৮২৭ কি করবে কাত্তিকের চাষে, ভাত পাই না ভাদ্র মাসে।

১৮২৮ কি করবে কীর্ত্তনীয়া লয়েছে বেতন।
কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম তাই উলুবনে কেত্তন[১]॥

[১ কেবল দ্বিতীয় পংক্তিটি প্রবাদ হিসাবে প্রয়োগ হয়; পাঠান্তর—'কর্ত্তার' স্থলে 'নায়কের', 'উলুবনে' স্থলে

'খেড়বাড়ী', 'কেত্তন' স্থলে 'গোড়' বা 'নাট'। সংক্ষিপ্ত রূপান্তর—কর্ত্তার ইচ্ছা কীর্ত্তন উলুবনে নর্ত্তন]

১৮২৯ কি করবে তেলে ঝালে, কি হয় না দম্‌কা জ্বালে।

১৮৩০ কি করবে পুতে।

নিত্যি সে ত কানভাঙানীর[১] কাছে যায় শুতে॥

[১ অর্থাৎ বউয়ের]

১৮৩১ কি করবে ভাল গরু, কি করবে সারে।

দেবতা না দিলে চাষা কি করতে পারে॥

১৮৩২ কি করলাম ভাই রে, রামায়ণ গেয়ে।

বার আনা কামালাম তিন টাকা খেয়ে॥

১৮৩৩ কি খাওয়ালি মুড়কি মুড়ি, পাগল মোরে করলি ছুঁড়ী।

১৮৩৪ কি খেতে কি নেই, বেন্নন[১] খেতে ঝাল নেই।

[১ ব্যঞ্জন বা তরকারি]

১৮৩৫ কি ছাঁই[১] বেরালে মেরেছে[২]।[৩]

[১ ছানা, বাচ্চা। ২ পা—খেয়েছে। ৩ 'তুই বুঝি লুকয়ে লুকয়ে দেখিস্, আর ভাবিস্, কি ছাঁই বেরালে মেরেছে'—সধবার একাদশী। 'আহা কি ছাঁই বেরালে খেয়েছে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ]

১৮৩৬ কিছু আপন কিছু পর, তার সঙ্গে বসত কর।

১৮৩৭ কি[১] জানি কি লেখাজোখা,

এক এক পোদ[২] এক এক টাকা[৩]।

[১ পা—কে। ২ হিসাবপত্র-বোধহীন পোদ জাতি। ৩ পা—তিন চাঁড়ালের তিন টাকা]

১৮৩৮ কি দিব কি দিব খোঁটা, গয়াতে মরেছে বাপ বেটা[১]।[২]

[১ পা—তার বাপ গিছিল গয়া কোটা। ২ অন্যত্র মরিলে গয়ায় উদ্ধার, কিন্তু গয়ায় মরিলে উদ্ধার কোথা ?]

১৮৩৯ কি দিব কি দিব ছুতা[১], ভাশুরে মেরেছে গালে গুঁতা।

[১ স্বামীর নির্য্যাতন গোপন করিবার জন্য স্ত্রীর ছুতা। নং ৫২৫৭,৮০৩৭]

কিনতে গেলাম গোঁসাইয়ের কলা, ইত্যাদি নং ৩৯০৫ দ্রষ্টব্য।

১৮৪০ কিনতে ছাগল বেচতে পাগল।[১]

[১ নং ৭৩৪৮]

১৮৪১ কিনে খায়, হাগতে ডরায়।

১৮৪২ কি বলব তোমারে, লাজ লাগে আমারে।

১৮৪৩ কি বলব ভাশুর ঘরে,
নইলে তোর ছেলে মোর ছেলে মারে।

১৮৪৪ কিবা আল্লার কুদ্‌রতি[১], পথে যেতে[২] পেলাম রুটি[৩]।

[কুদরৎ = মহিমা, শক্তি। ২ পা—শুকনো ডাঙ্গায়। ৩ বিষ্ঠায় রুটি ভ্রম!]

১৮৪৫ কিবা ছেলের মুখের হাঁই[১], তবু হলুদ মাখেন নাই[২]।

[১ পা—কিবা মুখের ছাঁই (=ছাঁদ?)। ২ পা—তবু পানখেকোটা নাই]

১৮৪৬ কিবা জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, যেই বুঝে সেই শ্রেষ্ঠ।

১৮৪৭ কিবা দেশের গুণ,
একই গাছে পান সুপারি, একই গাছে চূণ।[১]

[১ বিক্রমপুর ও শ্রীহট্ট এই দুই স্থান সম্বন্ধেই প্রযুক্ত প্রবচন]

১৮৪৮ কি বা বাছার মূর্ত্তি, বর্দ্ধমানের কুত্তী।

১৮৪৯ কিবা বাবুর আশা, শিয়রে ঘুঘুর বাসা।

কিবা বিধির বিড়ম্বনা লোহা দিয়ে ইত্যাদি, নং ১০৮৫ দ্রষ্টব্য।

১৮৫০ কিবা বিয়ার বিয়া, সাতটা জ্বেলেছে দীয়া[১]।

[১ দীপ]

১৮৫১ কিবা মুখের ঠাট।
মুখ দেখতে তবু আছে আয়না সাত আট॥

১৮৫২ কিবা মেয়ের ছিরি, বাঁশ বনের প্যারী।

১৮৫৩ কিবা মেয়ের মেয়ে, রূপ পড়ে বেয়ে।

১৮৫৪ কিবা রঙ্গের একাদশী, তাতে আবার মুগের রাশি।

১৮৫৫ কিবা রঙ্গের গান, ঠমকে যায় প্রাণ।

১৮৫৬ কি বা রোগ, তায় ধনে-পল্‌তা।

১৮৫৭ কি মজার শ্বশুরবাড়ী, যার আছে পয়সা-কড়ি।

১৮৫৮ কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্।[১]

[১ সং—অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্। শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥ (মহাভারত, যক্ষপ্রশ্নে)। —'কোথা গেলে ভট্টাচার্য্য? কি সঙ্কট কিমাশ্চর্য্য'—দাশু রায়। 'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং বাপের সাধন জোরে'—রবীন্দ্র নাথের পলাতকা]

১৮৫৯ কিম্ভূতকিমাকার।

১৮৬০ কিল আর তেল, পড়লেই গেল।

১৮৬১ কিল খায়, গুঁতা খায়, গালে খায় ঠোনা।
ঘরের কোণে ব'সে খায় তবুও বামনা॥

১৮৬২ কিল খেয়ে কিল চুরি।

[১ 'কিল খেয়ে কিল চুরি'—রামপ্রসাদ। 'ঠক চাচা একেবারে অবাক, আস্তে আস্তে মাদুরির উপর গিয়া সুড় সুড় করিয়া শুইয়া পড়িলেন, যেন কিল খেয়ে কিল চুরি'—আলালের ঘরের দুলাল। নং ৬২৭১]

১৮৬৩ কিল খেয়ে গেলাম আমি দাদার ঘর।
দাদায় কিলায় বেলা আড়াই প্রহর॥[১]

[১ চট্টগ্রামের পা—হাইয়ের (=স্বামীর) কিল খেয়ে গেলাম ভাইয়ের ঘর। ভাইয়ে কিলাইল আড়াই প'র॥]

১৮৬৪ কিলদগড়ী[১] ওঠ্ ওঠ্, জামাই এল, কিলে কোট্[২]।

[১ যার কিল খেয়ে গায়ে দড়ার মত দাগ পড়ে গেছে; মারঘেঁচড়া। ২ জামাইকে?]

১৮৬৫ কি লব গোঁসাইয়ের নাম, কেবল আসে ভাতারের নাম।

১৮৬৬ কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো।[১]

[১ 'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকালে মিষ্টি লাগে না'—বিয়ে-পাগলা বুড়ো]

১৮৬৭ কিলের চোটে বিলের মাছ ওঠে।

১৮৬৮ কিলের চোটে ভূত পালায়, তুষ ওড়ে কুলোর ঘায়।

১৮৬৯ কিলের ডরে বাঁদর নাচে।

১৮৭০ কিলের ডরে সবাই রাজি, কিলের নাম বাবাজী[১]।

[১ নং ৩৬৩৭]

১৮৭১ কি শাক রেঁধেছিস্ খেঁদী, পাটশাকের ঝোল।
খেঁদা নাকের ঘড়ঘড়ানি পাড়ায় গণ্ডগোল ॥

১৮৭২ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।[১]

[১ 'ছেলের জেঠামিতে ও দুর্বৃত্তিতে একখানি নূতন কিষ্কিন্ধাকাণ্ড রচিত হইতে পারিত'—নবীনচন্দ্র সেন। 'নবমী পূজো নাগাদ দেখছি কিষ্কিন্ধাকাণ্ড হবে'—অমৃত বসুর গ্রাম্যবিভ্রাট]

১৮৭৩ কিসে আর কিসে, তামায় আর সীসে।
চাঁদে আর মেনি-বাঁদরের পোঁদে ॥[১]

[১ নং ২১৭]

১৮৭৪ কিসে নেই কি, ধনুকে তিন চড়া[১]।

[১ ধনুকের গুণ সংলগ্ন করিবার সময় টান বা আকর্ষণ। এই অর্থে চড়া, যথা—'চড়া দিতে হবেক এখনি চারিখান' —মাণিক গাঙ্গুলি]

১৮৭৫ কিসে নেই কি[১], পান্তাভাতে[২] ঘি।[৩]

[১ পা—কার নাম কি; কিসের মধ্যে কি। ২ পা—বেগুনপোড়ায়; নালতা শাকে। ৩ নং ১১৭৮, ৩৭৪৬, ৪৭১৩, ৫০৫১]

১৮৭৬ কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিল ছাড়া কি ভাতে বসি।

১৮৭৭ কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে[১], মা বড় ধন ॥

[১ পা—পথপানে চেয়ে দেখ]

১৮৭৮ কিস্তি মাত্।[১]

[১ দাবা খেলায় বিপক্ষের রাজাকে আক্রমণ করিয়া তাহার পলাইবার পথ বন্ধ করা। অর্থাৎ একেবারে কাবু করা]

১৮৭৯ কি হ'তে[১] কি হ'ল, ছাতু মাখতে গু হ'ল।

[১ পা—কি করতে]

১৮৮০ কি হবে আর লোকের শাপে, পুড়ে মরবে নিজের পাপে।

১৮৮১ কীচকবধ করা।[১]

[১ 'লাগে যুদ্ধ যেন কীচক ভীমে'—দাশু রায়। 'আমি যদি ব্যাটাকে দৌড়ে ধত্তে পাত্তেম তবে এত দিন কীচক বধ কত্তেম'—বিয়েপাগলা বুড়ো। 'তুমি দোর খোল, তোমাদের সকলকে কীচক বধ করচি'—নবীন তপস্বিনী। 'আজ পেলেই আমায় কীচকবধ করবে'—অমৃত বসুর চোরের উপর বাটপাড়ি]

১৮৮২ কীর্ত্তনীয়ার অভাব নেই।

১৮৮৩ কীর্ত্তনীয়ার গুঁড়া[১], কবিরাজের বুড়া।

[১ ছোকরা]

১৮৮৪ কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।[১]

[১ সং—চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্। চলাচল-মিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ॥]

১৮৮৫ কুকাটনী খড়ি[১] খাবার যম।

[১ খড়ি আখ, এক জাতীয় ইক্ষু ('গোঁফ উভ কৈল তারা যেন খড়িবন'—কবিকঙ্কণ)। খড়ি শব্দ জ্বালানী কাঠ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়, যথা—'খড়িবেচা হৈয়ে যে খড়ি ভার যোগায়'—মাণিক চন্দ্রের গান (গ্রীয়ার্সন)]

১৮৮৬ কুকাষ্ঠ যদিও থাকে চন্দনের বনে।
কখনো সুগন্ধি নয় চন্দনের গুণে ॥

১৮৮৭ কুকুর কাঁধে ক'রে শিকার করা।

১৮৮৮ কুকুর[১] কি জানে তুলসী বন, ঠেঙ তুলে মুত্‌তে মন।[২]

[১ পা—হেঙল (=কুকুর প্রা)। নং ৩৮৫২]

১৮৮৯ কুকুরকে চায় তেল চাটাতে, কুকুর ধায় কাঁটাকুটাতে।

১৮৯০ কুকুরকে দিলেও পিটে পায়েস,
ছাড়ে না তবু গুয়ের আয়েস।[১]

[১ নং ১৮৯২]

১৮৯১ কুকুরকে নাই[১] দিলে মাথায় চড়ে[২]।[৩]

[১ নাই=নেহা=স্নেহ, আদর। পা—প্রশ্রয়। ২ পা—ঘাড়ে ওঠে; পাতে ব'সে খায়, ইত্যাদি। নং ৪৫২৫,

৫০২৫ দ্রষ্টব্য। ৩ 'কুকুরে প্রশ্রয় দিলে কান্ধে চড়ে এক তিলে'—রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর। 'শাস্ত্রে আছে কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে'—শরৎচন্দ্রের পণ্ডিত মশাই। 'কুকুরকে' স্থলে 'বানরকে' পাঠ, যথা—'কথায় বলে মাথায় চড়ে বানরকে দিলে নাই'—দাশু রায়]

১৮৯২ কুকুরকে পিঁড়েয় বসালেও গু খায়।[১]

[১ নং ১৮৯০]

১৮৯৩ কুকুর[১] মারে ত হাঁড়ি ফেলে না।[২]

[১ পা—শেয়াল। ২ 'আপনারা বামুন জাত, কুকুর মারেন ত হাঁড়ি ফেলেন না'—নবীন তপস্বিনী]

১৮৯৪ কুকুর যখন ডাকে তখন কামড়ায় না।[১]

[১ নং ৭২৯৫]

১৮৯৫ কুকুর রাজা হলেও জুতা খায়।[১]

[১ নং ১৮৯২]

১৮৯৬ কুকুর হল শেয়ালের শত্রু, বাঘের শত্রু ফেউ[১]।

[১ নং ৪৭৭৮, ৫৫৫২]

১৮৯৭ কুকুরে ঘি-ভাত দিলে বমি ক'রে মরে।
গাবুরে[১] পিঁড়া দিলে চিৎ হয়ে পড়ে॥

[১ বা 'গাবর', মাঝি ; 'নায়ের গাবর'—কবিকঙ্কণ, 'সারি গায় দুই সারি গাবরে'—রামেশ্বর। অর্থাৎ নির্ব্বোধ বা অসভ্য]

১৮৯৮ কুকুরে মানুষ কামড়ায়, মানুষে আর কোন্ কুকুর কামড়ায়।

১৮৯৯ কুকুরের ওজর আছে ত চাকুরের ওজর নেই।

১৯০০ কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে।

১৯০১ কুকুরের ঘুম।[১]

[১ অর্থাৎ সজাগ]

১৯০২ কুকুরের পেটে ঘি জরে না[১]।[২]

[১ পা—সয় না ; হজম হয় না, ইত্যাদি। 'ঠাকুরের জিনিস ঠাকুরকে না দিয়ে কুকুরকে দিয়েছি ঘৃত'—দাশু রায়। নং ১৯০৫]

১৯০৩ কুকুরের[১] বিয়েয় লাখ টাকা খরচ।[২]

[১ পা—বেরালের ; বাঁদরের। ২ কলিকাতার কোন বড়লোকের শখের গল্প হইতে। 'কুকুরের বিয়েয় লাখ টাকা খরচ…সহরে অতি কম হয়ে পড়েছে'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

১৯০৪ কুকুরের মার আড়াই প্রহর।[১]

[১ শীঘ্রই ভুলিয়া যায়।—নং ৬০৩৭]

১৯০৫ কুকুরের মুগের[১] পথ্যি, কুকুর বলে—কি বিপত্তি।

[১ পা—ঘিয়ের। নং ১৯০২]

১৯০৬ কুকুরের লেজ ঘি দিয়ে ডল্‌লেও[১] সোজা হয় না।[২]

[১ পা—মললেও। ২ নং ৫৭৪১ দ্রষ্টব্য। 'কুকুরকে লাঙ্গুল না হয় সমান'—বিদ্যাপতি। সংস্কৃত লৌকিক 'শ্বপুচ্ছোন্নমন' ন্যায়ের সহিত তুলনীয়]

কুকুরের লেজ ধ'রে নদী পারে, নং ৬০০৬ দ্রষ্টব্য।

১৯০৭ কুঁচের সঙ্গে সোনার ওজন।

১৯০৮ কুছ কুছ নিন্দে ঘুষকী বাদল, পেচক নিন্দে কাকের বোল।
মাদার নিন্দে কাঁঠালের কোষ,
অমানুষের আলাপে বড় দোষ ॥

১৯০৯ কুঁজড়া[১], কাওয়ারী[২], নুর[৩], এ তিন নিয়ে মেদিনীপুর।

[১ ফলমূল বিক্রেতা, যাহারা কলহপ্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ; অর্থাৎ ঝগড়াটে লোক। ২ কাওরা বা ক্যাওরা জাতি বিশেষ ? ৩ অর্থ স্পষ্ট নয় ; মুসলমান ?]

১৯১০ কুজনের কথা, শুনলে পাবে ব্যথা।

১৯১১ কুজনের নাহি লাজ নাহি অপমান।
সুজনকে এক কথা মরণ সমান ॥

১৯১২ কুঁজী, না, ওই ত পুঁজি।[১]

[১ প্রেমের পাত্রাপাত্রের বিচার নাই। অথবা, কুঁজি = চাবি, অর্থাৎ ঘরের চাবিকাঠিই একমাত্র সম্বল, এরূপ পাঠ ও অর্থ করা হইয়াছে]

১৯১৩ কুঁজোরও ইচ্ছা করে চিৎ হয়ে শুতে।[১]
গামছারও ইচ্ছা করে ধোপার বাড়ী যেতে ॥

[১ 'কুঁজোর ইচ্ছা চিৎ হয়ে শোয়' কেবল এইটুকু প্রবচন-রূপে ব্যবহৃত হয়। নং ৫৯৭৭]

কুটুমের জন্যে মারে হাঁস ইত্যাদি, নং ৩৪৩৯ দ্রষ্টব্য।

১৯১৪ কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা।
সাজের[১] মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা ॥

[১ পা—ফুলের]

১৯১৫ কুটোটি নাড়ে না[১]। বা, কুটো কেটে দু'টো করে না।

[১ অত্যন্ত অলস। 'আমি ঘরকন্নার সব জানি, আর বৌকে আমি কুটোটি নাড়তে দেব না'—অমৃত বসুর খাসদখল]

১৯১৬ কুটোতে কুটো টানে (বা, আটকায়)।

১৯১৭ কুঠে[১] পাঁঠায় কড়ি।[২]

[১ পা—কুড়ে (সমার্থক)। ২ নং ৬৬৮]

১৯১৮ কুঠে[১] মুরগীর ঠোঁটে বল[২]।

[১ পা—কুড়ে। ২ পা—বজ্রের ঠোকর]

১৯১৯ কুঠের[১] পাতে খেও না[২], বেওর[৩] কাছে যেও না।

[১ কুঠে=কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। ২ পা—কুড়ের পাতে ব'সে খেও না। ৩ বাও (bubo) বা উপদংশ ঘটিত বাগীগ্রস্ত]

১৯২০ কুড়িয়ে নিতে রত্নচয়, সকলেই নত হয়।

১৯২১ কুড়ি পেরোলেই বুড়ী।[১]

[১ 'গেলে কুড়ি থুবড় বুড়ী কেউ না ফিরে চায়'—কমলে কামিনী]

১৯২২ কুড়ুলটা একটু দেবে কি? ঘরে নেই তার দেব কি।
না কর কেন, ওই ত দেখি। তোর গরজে দেব নাকি ॥

১৯২৩ কুড়ুলের পরখ বন কেটে।

১৯২৪ কুড়ে কৃষাণ[১] অমাবস্যা খোঁজে[২]।

[১ পা—কুড়ে গরু। ২ অমাবস্যায় হলচালন নিষিদ্ধ]

১৯২৫ কুড়ে গরু বিচালি খাবার যম।

১৯২৬ কুড়ে গরুর এঁটুলি[১] সার।

[১ লোমকীট]

কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, নং ১৬৬২ দ্রষ্টব্য।

১৯২৭ কুড়ে গরুর রাঙা[১] পালান[২]।

[১ পা—আঁকাড়ে (=লম্বাচওড়া)। ২ পিঠের গদি]

১৯২৮ কুঁড়ে ঘরে চাঁদের হাট।[১]

[১ নং ৬১৫২]

১৯২৯ কুঁড়ে[১] ঘরে বাস, খাট পালঙ্গের আশ।

[১ পা—ভাঙা]

১৯৩০ কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢোকান।

১৯৩১ কুড়ে পাঁঠা কামে[১] দড়।

[১ অর্থাৎ মৈথুনে]

১৯৩২ কুড়ে পাটুনীর[১] মুখে আঁটুনি।

[১ খেয়াঘাটের মাঝি]

১৯৩৩ কুড়ে ভাতারের পাট্‌কেল শিথান[১]।

[১ মাথার বালিশ]

১৯৩৪ কুড়ে যোগী[১] ধ্যানে দড়।

[১ পা—কুঠে রোগী!]

১৯৩৫ কুড়ের বাক্যে পুড়ে মরি।

১৯৩৬ কুড়ের বাথান[১] বৈদ্যনাথ[২]।

[১ বাসস্থান বা আস্থানা। পা—আটন (=আড্ডা)। ২ বৈদ্যনাথের শিবালয়। পা—শিবের দুয়ারে কুড়ের বাথান। নং ৪৩৩৬]

১৯৩৭ কুড়ের শিয়রে গঙ্গা।

১৯৩৮ কুড়ে রে, বায় বয়, দোরটা দিলে ভাল হয়।[১]

[১ একজন কুড়ের অন্য কুড়ের প্রতি উক্তি।—নং ১৩১৭]

১৯৩৯ কুঁড়ো খেয়ে ভুঁড়ো।

১৯৪০ কুঁতিয়ে ম'ল দৈবকী, নাম পাড়াল যশোদা রাণী।[১]

[১ পা—নাম কিনলেন যশোদা রাণী, কুঁথিয়ে ম'ল দৈবকী]

১৯৪১ কুত্তার লোম যায় মিঠা খেয়ে, কুত্তা তবু যায় হাটে ধেয়ে।

১৯৪২ কুঁদুলে কড়াইশুঁটি, চুলে নেইক দড়ির ঝুঁটি।

১৯৪৩ কুঁদুলে[১] নাড়ী কোঁ-কোঁ করে,
কোঁদল নইলে থাকতে নারে।

[১ পা—কোঁদলের]

১৯৪৪ কুঁদুলে বউয়ের লম্বা গলা, কথা যেন তার কুচির[১] শলা।

[১ মুড়া খেঙরার]

১৯৪৫ কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না।[১]

[১ 'কুঁদের মুখে থাকে না বাঁক দেখবে সকল লোকে'—দাশু রায়। 'পড়িলে কুঁদের মুখে বাঁক নাহি রবে'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা। 'কুঁদের মুখে বাঁক থাকবে না, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা'—নীলদর্পণ]

১৯৪৬ কুন্‌কী হাতী।[১]

[১ যে পোষা হস্তিনী বন্য হস্তীদের ভুলাইয়া খেদায় আনে। 'মামী মামার কুন্‌কী হাতী ছিলেন তা জানিস্‌ তো'—লীলাবতী]

১৯৪৭ কুনো ব্যাঙ।[১]

[১ ঘরের কোণে থাকে, বাহিরে যায় না। কূপমণ্ডূক দ্রষ্টব্য]

১৯৪৮ কুপুত্র যদিও[১] হয়, কুমাতা কখনো নয়।[২]

[১ পা—অনেক। ২ সং—কুপুত্রাঃ কুত্রচিৎ সন্তি ন কদাপি কুমাতরঃ। অথবা,—কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি (দেব্যপরাধক্ষমাপন স্তোত্র)।—'কুপুত্র হইলে মা না হয় বিমুখ'—কবিকঙ্কণ। 'কুপুত্র হইলে তাকে মায়ে নাহি ফেলে'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখনো নয়'—দাশু রায়। 'কুপুত্র অনেকে হয়, কুমাতা ত কেহ নয়'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'অতি কুমতি কুপুত্র ব'লে আপনিও কুমাতা হ'লে আমার কপালে'—আণ্টুনি ফিরিঙ্গি। 'কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখনো নয়'—দীনবন্ধু মিত্রের গদ্য-পদ্য]

১৯৪৯ কুপো কাত্।[১]

[১ কুপো বা তৈলাদির পাত্র কাত্ হইয়া পড়া, ধরাশায়ী অর্থাৎ বিপর্য্যস্ত বা বিনষ্ট। 'আতঙ্কেতে গড়িয়ে পড়ি অমনি কুপোকাত্'—দাশু রায়। নং ৫২০৩]

১৯৫০ কুবেরের ভাণ্ডার।[১]

[১ ধনাধিপতির ভাণ্ডারের শেষ কোথা ? কিন্তু নং ৫৫১৭ দ্রষ্টব্য]

১৯৫১ কুব্জার মন্ত্রণা।

১৯৫২ কুমড়োকাটা বট্ঠাকুর।

১৯৫৩ কুমড়োর জালি বা জাওয়ালি।[১]

[১ কুমড়ার অঙ্কুর অবস্থা, যাহা আঙ্গুল দিয়া দেখাইলে নাকি শুকাইয়া যায়। ব্যঙ্গে প্রযুক্ত]

১৯৫৪ কুমীরের পিঠে চড়ে বাঁদরের নদী পার।[১]

[১ সুপরিচিত গল্প হইতে। নং ২২২৬]

কুমীরের সঙ্গে বাদ ক'রে, জলের মধ্যে বাস, নং ৩৩৯২ দ্রষ্টব্য।

১৯৫৫ কুমীরের সন্নিপাত[১]।

[১ অর্থাৎ জলচর জীবের জ্বরবিকার! নং ৫৯৮০]

১৯৫৬ কুমোর নষ্ট হাঁড়ি ফাটা, তেলী নষ্ট মাথায় ছাতা[১]।

[১ ময়লা, অর্থাৎ তৈলের অভাবে]

১৯৫৭ কুমোরের হাপরে কত কি পোড়ায়।
কোনোটা বা থাকে ভাল, কোনোটা বা ফেটে যায়॥

১৯৫৮ কুম্ভকর্ণের নিদ্রা বা নিদ্রাভঙ্গ।[১]

[১ 'কিন্তু ঠকচাচা কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছেন'—আলালের ঘরের দুলাল। 'কুম্ভকর্ণ বর্ব্বর মেগেছিল নিদ্রার বর, সেটা কেবল মৃত্যুর কারণ'—দাশু রায়। 'কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল মরিবার জন্য'—বিষবৃক্ষ। 'এক একটা মা কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমাইলে, তাহার কচি ছেলেটা···যে প্রকার রহিয়া রহিয়া কাঁদে'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ; পুনশ্চ, 'ভাগ্যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা অল্পে ভাঙ্গে না'—ঐ ৪র্থ পর্ব্ব]

১৯৫৯ কুয়ো খুঁড়ে বেঙ ভর্ত্তি করা।

১৯৬০ কুয়ো খুঁড়ে স্নান করা।[১]

[১ নং ৫১৪১ দ্রষ্টব্য]

১৯৬১ কুয়োর বেঙ সাঁতারে পড়েছে।

১৯৬২ কুয়োর সঙ্গে লড়াই করলে কলসীর মাথা ফাটে।

১৯৬৩ কুরুক্ষেত্র, বা কুরুক্ষেত্র হওয়া, বা কুরুক্ষেত্র বাঁধান।[১]

[১ 'বৈঠকখানা কুরুক্ষেত্র হইয়া পড়ে'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'নইলে কেঁদে কেটে কুরুক্ষেত্র'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহ। 'লক্ষণ ত ভাল দেখছি না, কুরুক্ষেত্র হবে একটা বোধ হয়'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রমাসুন্দরী]

১৯৬৪ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ।

১৯৬৫ কুল আর জল, নীচে করে স্থল।

১৯৬৬ কুল কলাই পথের বালাই[১]।

[১ অর্থাৎ অযাত্রা]

১৯৬৭ কুলকাঠের আগুন।[১]

[১ খুব তেজাল, কিন্তু ধিকি-ধিকি বহুক্ষণ জ্বলে]

১৯৬৮ কুলগাছ থাকলে অনেকে নাড়া দেয়।

১৯৬৯ কুল ত নয় কুলের আঁটি[১], নরম নয় দাঁতে কাটি।

[১ বিদ্রূপে, কুল=কুলমর্য্যাদা, এই শ্লেষোক্তিতেও প্রযুক্ত; যথা কুলীনকুলসর্ব্বস্বে—'কুল ত নয় কুলের আঁটি—বড় কঠিন']

১৯৭০ কুল পাড়ে, পরে খায়, কাঁদতে-কাঁদতে ঘরে যায়।

১৯৭১ কুল নিয়ে কি ধুয়ে খাব, চুল নিয়ে কি পেতে শোব।[১]

[১ নং ৭৬৬৮]

১৯৭২ কুলীন যেথা হয় জাতি, কোঁদল সেথা দিবারাতি।

১৯৭৩ কুলুই চণ্ডীর পূজায় নৈবেদ্যের চূড়া।

১৯৭৪ কুলে কালি বা কাঁটা দেওয়া।[১]

[১ 'কুলবতী হয়ে যায় কুলে কাঁটা দিয়া'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'অকলঙ্ক কুলে লোক দেয় কত কালি'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'বিখ্যাত রাক্ষস কুল···হেন কুলে কালি, দিব কি রাঘবে দিতে আমি মা, রাবণি ইন্দ্রজিৎ'—মধুসূদনের মেঘনাদবধ।

'গায়ে কালি দিতে পারে কিন্তু কুলে কালি দিতে পারে না'
—সধবার একাদশী। 'বেটা কুলে দেবে কালি'—দ্বিজেন্দ্র
রায়ের কল্কি অবতার]

১৯৭৫ কুলের ধ্বজা[১]।

[১ শ্রেষ্ঠ অর্থে ; বিদ্রূপে]

১৯৭৬ কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করা।[১]

[১ অলক্ষ্মীকে কুলোর বাতাস দিয়া বিদায় করিতে হয়।—
'লক্ষ্মীছাড়া বছরের হয়ে গেল সায়। কুলোর বাতাস দিয়ে
কর রে বিদায়॥'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'তোর যেমন পোড়া
কপাল, তাই হতভাগাকে রেখেছিস, আমি হলে এতদিনে
কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্ত্তুম'—একেই কি বলে
সভ্যতা]

১৯৭৭ কুশো কেশে বেনা, অভাবে সন্না[১]।
টাকা পয়সা কড়ি, অভাবে গড়াগড়ি[২]॥

[১ শ্রাদ্ধের উপকরণের (কুশ, কাশ, বেনা, চিমটা) পুরোহিত
কর্ত্তৃক ব্যবস্থা। পা—কুশ কাশ বেনা, অভাবে সোনা।
২ দক্ষিণার অভাবে যজমান কর্ত্তৃক ব্যবস্থা—পুরোহিতকে
ধরিয়া আছাড়!]

১৯৭৮ কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্।

১৯৭৯ কূপমণ্ডূক।[১]

[১ অল্পজ্ঞ ও সঙ্কীর্ণচিত্ত]

১৯৮০ কূলে কূলে তরী যায়, সবাই মাঝি হতে চায়।

১৯৮১ কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুনঘেঁষে,
এই তিন সর্ব্বনেশে।[১]

[১ কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস ব্রাহ্মণদের স্তবস্তুতি
করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণসমাজ এক কালে তাঁহাদের রামায়ণ
ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না]

১৯৮২ কৃপণের ধনক্ষয়, চুরি না হয় ত ডাকাতি হয়।[১]

[১ 'কৃপণের ধন তস্করের অধিকার'—গিরিশ ঘোষের
পাঁচ কনে]

১৯৮৩ কৃপণের ধনক্ষয়, রাজা বহ্নি তস্করে হয়।[১]

[১ এই প্রবচনটি অমৃত বসুর কৃপণের ধনে—'কৃপণস্য ধনং হরে বহ্নি পৃথ্বী তস্করে' এইরূপ পাওয়া যায়]

১৯৮৪ কৃপণের ধন।[১]

[১ অমৃত বসুর একটি প্রহসনের এইরূপ নামকরণ]

১৯৮৫ কৃপণের ধন তেড়তের ফল[১]।

[১ 'like the fruit of the tal tree, that in falling off falls far from the tree it grew on'—Morton ; 'তেড়ত তালগাছের মত গাছ, যাহার পাতায় পুঁথি লেখা হইত। ইহার ফল সুপারির মত ছোট, কেহ খায় না, কোন কাজে লাগে না'—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]

১৯৮৬ কৃপণের ধন দ্বিগুণ ব্যয়, তবু কৃপণ সুজন নয়।

১৯৮৭ কৃপণের ধন বর্ব্বরে[১] খায়, কৃপণ করে হায় হায়।

[১ পা—সেয়ানে]

১৯৮৮ কৃষ্ণ কথা মধুর বাণী, তুমি বল আমি শুনি।

১৯৮৯ কৃষ্ণ কেমন ? যার মনে যেমন।

১৯৯০ কে আছ গো পুতন্তী, স্নান কর গে রটন্তী।[১]

[১ রটন্তী চতুর্দ্দশীতে (মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে) পুত্রের কল্যাণে পুত্রবতীর স্নানের রটনা]

১৯৯১ কে আছ এমন হিতু[১], অদিনে খাওয়াবে ছাতু।

[১ হিতকারী]

১৯৯২ কেউ করে দান ধ্যান, কেউ করে হাঁতা[১]।
হাড়ীর কোদালে তার কাটা যায় মাথা[২]॥

[১ হন্তা, প্রতিবন্ধক ('বসাতে পাতিনু হাট কে হল রে হাঁতা'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী)। 'এক জন করে দান, আর জন হয় হাঁতা'—গোবিন্দ চন্দ্রের গীত। ২ নং ৮৬৪২]

কেউ কাটে ধারে ইত্যাদি, নং ১০৯৪ দ্রষ্টব্য।

কেউ খায় ভাতারের ভাত ইত্যাদি, নং ৫৮৮ দ্রষ্টব্য।

১৯৯৩ কেউ গাড়ি চড়ে, কেউ হেঁটে মরে।

১৯৯৪ কেউ চুরি ক'রে তরে যায়,
কেউ দেখতে গিয়ে সাজা পায়।

১৯৯৫ কেউটে সাপের লেজ মাড়ানো।[১]

[১ নং ৮৩৬৫]

১৯৯৬ কেউ ঠেকে[১] শেখে, কেউ দেখে শেখে।[২]

[১ পা—ঠ'কে। ২ পা—কেউ বা শেখে দেখে, কেউ বা শেখে ঠেকে; ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে; শিখেছ কোথা, না, ঠেকেছি যেথা; শিখলি কোথা, না, দেখলাম যথা ইত্যাদি।—নং ৩৬২৫, ৩৬২৮]

১৯৯৭ কেউ নাচে ধনে জনে, কেউ নাচে বোঁচা-কানে।

১৯৯৮ কেউ বড় কেউ ছোট, যে যেমন পায়।
আড়ার উপর খাড়া দিয়ে বেঁড়ে কি না খায়॥

১৯৯৯ কেউ ভেনে-কুটে মরে, কেউ ফুঁ দিয়ে গাল ভরে।

২০০০ কেউ মরে, কেউ হরি-হরি বলে।

২০০১ কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই।[১]

[১ কমলাকান্তের দপ্তরে উদ্ধৃত। পা—কেউ বা মারল বিলের মাছ, কেউ বা খেল কই। কিন্তু সমগ্র প্রবচনটি এরূপ আকারেও পাওয়া যায়—কে বা মারল বিলের মাছ, কে বা খেল কই। হু' হু' বেটা পেয়াদা ম'লো খেয়ে চিঁড়ে দই॥]

২০০২ কেউ যায় পাল্‌কি চ'ড়ে, কেউ যায় কাঁধে ক'রে[১]।

[১ অর্থাৎ শবরূপে]

২০০৩ কেউ যায় বিয়ে করতে, কেউ যায় সঙ্গে।

২০০৪ কেউ[১] খায় শশা, কেউ[১] মারে মশা।

[১ পা—কেবা]

২০০৫ কেও কেটা নয়।[১]

[১ অবজ্ঞার বিষয় নয়। পা—বড় কেউ নয়, বড় কেটাও নয়। 'আমি বড় কেও কেটা নই; আমার নাম ত চিনিবাস, কিন্তু ব্যাটা আমার দ্বিজেন্দ্রনাথ'—অমৃত বসুর সাবাস্ বাঙ্গালী]

২০০৬ কে করলে ব্রহ্মহত্যা, কার প্রাণ যায়।

২০০৭ কে কারে ধরে, আপনা-আপনি মরে।

কেঁকাপেটী খায় দায়, নেদাপেটীর নামে যায়, নং ১১৬৮ দ্রষ্টব্য।

২০০৮ কেঙলা, আপন সামলা।[১]

[১ নং ১৭০৯]

২০০৯ কেঙলা, ভাত খাবি, না, পায়ে ব্যথা হাঁ করব কি ক'রে।

২০১০ কেঁচে গণ্ডূষ[১] বা কেঁচে পত্তন করা।

[১ আহারের আগে গণ্ডূষ করা বিধি, অর্থাৎ পুনরায় আরম্ভ]

২০১১ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়[১]।[২]

[১ পা—ওঠে; তোলা। ২ 'খুঁড়িতে কেঁচুয়া পাছে উঠে কাল সাপ'—রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর। 'কমিসনে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লো; সেই সাপের বিষে নীলদর্পণ জন্মালো'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'অধিক খোঁচাখুঁচি করিতে গেলে কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বেরোয়'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'খুঁড়িতে খুঁড়িতে কেঁচো যদি উঠে সাপ। তবেই প্রাণের দফা একেবারে সাফ॥'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'শ্রীনাথ বাবু, কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ তোলেন কেন?'—লীলাবতী। 'কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোবে কিন্তু'—অমৃত বসুর গ্রাম্য বিভ্রাট। নং ২০১১]

২০১২ কেঁচো দিয়ে কাতলা ধরা।

কেঁটি কুকুরের ঘেঁট্‌ঘেঁটি ইত্যাদি, নং ৪০০ দ্রষ্টব্য।

২০১৩ কেটে জোড়া দেওয়া।[১]

[১ 'কেটে জোড়া দেন, বুদ্ধির দৌড় ঘটিরামে প্রকাশ হয়েছে'—সধবার একাদশী। 'লেখাপড়ায় কেটে জোড়া দেন'—জামাই বারিক। 'ভাষার কি ব্যাকরণ, কি অভিধান, অন্য লোকে কেটে জোড়া দেয়, তুই যে একেবারে কাঠি-কলম কচ্ছিস'—অমৃত বসুর বৌমা]

২০১৪ কেতাব নেই, কোরান নেই, মনু খোন্দকার[১]।

[১ নাম বিশেষ। খোন্দকার = ধর্ম্মোপদেশক]

২০১৫ কে তোমারে গড়েছে।
অষ্ট অঙ্গ হনুর মত লেজ দিতে ভুলেছে ॥

২০১৬ কেত্তন ছাড়িয়ে দশা।

২০১৭ কেঁদে কেটে এক করা। কেঁদে মাটি ভেজানো।[১]
কেঁদে হাট বসানো।

[১ কাঁদিয়া ভিজায় মাটি নয়নের জলে'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'এ সব কর্ম্মে কেবল কেঁদে কি মাটি ভিজান যায়'—আলালের ঘরের দুলাল]

২০১৮ কেঁদে কেটে মরবি, না, কাটনা কেটে পরবি।

কেঁদে কেটে পিরীত ইত্যাদি, নং ৪৩৫৭ দ্রষ্টব্য।

২০১৯ কেঁদে কেন মর, আপনি বুঝিয়া দেখ কার ঘর কর।[১]

[১ শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় মাকে কাঁদিতে দেখিয়া মেয়ের উক্তি]

২০২০ কেঁদে জেতা।[১]

[১ 'আমার হয়েছে হায় হিতে বিপরীত। কোঁদল করিয়া শেষে কেঁদে কর জিত ॥—ঈশ্বর গুপ্ত]

২০২১ কেবা কারে মারে, আপনি আপনি মরে।

২০২২ কেবা জানে গাঁইগুঁই, উদ্‌নারাণের ভাই মুই।
কোদাল পাড়ি ভাত খাই, পাছাড় লাগিস্ ত[১] লেগে যাই ॥

[১ পা—লেগে যাস্ ত]

কেবা মারল বিলের মাছ ইত্যাদি, নং ২০০১ দ্রষ্টব্য।
কেবা মারে মশা ইত্যাদি, নং ২০০৪ দ্রষ্টব্য।

২০২৩ কেমন ক'রে থাকি ঘরে, কালার বাঁশী আকুল করে।

২০২৪ কেমন কেমন করছে গা, চাল খোলাটা ভেজে খা'।
ভাল বলেছিস্ ঘরদেবী মা, ভাত খোরাটা বেড়ে খা' ॥

২০২৫ কে মরে কোন্ রঙ্গে[১], কানী মরে দু'চোখের রঙ্গে।

[১ পা—সকলে মরে সব রঙ্গে]

২০২৬ কেল্লা ফতে।

২০২৭ কেশেড়াকে[১] আবার ধনুক কাঁড়[২]।

[১ বাঁকুড়া জেলার কোন গ্রামের অধিবাসী। ২ কাণ্ড, বাণ]

২০২৮ কেষ্টবিষ্টুর মধ্যে এক জন।[১]

[১ 'লোকে জানুন যে আমরাও ঐ দলের এক জন ছোটখাট কেষ্টবিষ্টুর মধ্যে'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'তখন পক্ষীরা বলিল, হাঁ বাবা, এতদিনের পর তুমি একজন কৃষ্ণ বিষ্ণু হইলে'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'কেষ্টবিষ্টুর মধ্যে একটা হতাম নিঃসন্দেহ'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ]

২০২৯ কৈবর্ত্ত করুণাময়, যা করেন তাই হয়।

২০৩০ কোকিল পুড়িয়ে খাওয়া।[১]

[১ গান গাহিবার শক্তি নাই, তবুও গলার স্বরের উন্নতির ব্যর্থ চেষ্টা]

২০৩১ কোকিলে করয়ে বাস, কাকে করে বাসা।

২০৩২ কোকিলের বউ, ছেলে ধরতে জানে না।

২০৩৩ কোকিলের রব শুনে পেঁচার হল হাসি।
ঘুরঘুরে[১] বলে আমি উল্‌টে দেব ফাঁসি॥

[১ পোকা বিশেষ]

২০৩৪ কোঁচড়ের আগুন ফেলবি কোথা।[১]

[১ 'কোঁচড়ের আগুন ফেলবি তারে কোথা'—দাশু রায়]

২০৩৫ কোণ পেলে দোন[১] চায়।

[১ দোন = দ্রোণ, শস্যপরিমাপক পাত্র]

২০৩৬ কোণে ছুঁচো ত্রিরাত্র করে[১], তার উঠানে দোয়া গাই।

[১ অর্থাৎ তিন দিবারাত্র উপবাস]

২০৩৭ কোথাও কিছু নেই, নমাজের ধুদ্ধুড়ি।

২০৩৮ কোথাও যাইনি, ঘরেই আছি।[১]

[১ অর্থাৎ লাভ হয় নাই, লোকসানও হয় নাই]

২০৩৯ কোথাকার কে, আমড়া ভাতে দে'।

২০৪০ কোথাকার জল কোথায় মরে।

২০৪১ কোথাকার শ্রাদ্ধ কোথায় গড়ায়।[১]

[১ নং ৮০২২]

২০৪২ কোথা থেকে এল গজা কৃষ্ণপুর বাড়ী।
ছত্রিশ বছর বয়স তবু উঠল না গোঁফদাড়ি॥

২০৪৩ কোথা থেকে এল শাঁখ, শাঁখের মেক্‌মেকানি দেখ।[১]

[১ পূর্ব্ববঙ্গে ইহার রূপান্তর—আনতে বললাম বামুন, এনে বসেছে শেখ, শেখের মেক্‌মেকানি দেখ্‌!]

২০৪৪ কোথায় কপ্‌চায় রাম রাজা, কোথায় কপ্‌চায় ফিঙে।
সোনাবাঁধা নৌকা ফেলে কেবল তালের ডিঙে॥

২০৪৫ কোথায় গাঁ, তার আবার ভাগ।[১]

[১ নং ২৪৮৬, ২৪৮৯, ২৫১০]

২০৪৬ কোথায় ধানহাটা, কোথায় মাঁসকাটা।[১]

[১ অর্থব্যঞ্জক গ্রামের নাম]

২০৪৭ কোথায় বিষয় তার আবার বিচার।

২০৪৮ কোথায় রাজা ভোজ, কোথায় গঙ্গারাম তেলী।[১]

[১ লঙ সাহেবের দ্বিতীয় প্রবাদমালা (১৮৭২) পৃঃ ৪০, নং ৭২৫। এই প্রবাদটি মারাঠী ভাষায় 'কহাঁ ভোজ কহাঁ গঙ্গা তেলী' এইরূপ প্রচলিত আছে। ইহার ঐতিহাসিক অর্থের জন্য Poona Orientalist, x, pp. 61-68 দ্রষ্টব্য]

২০৪৯ কোথায় রাজা রামকৃষ্ণ, কোথায় ভজা জেলে।

২০৫০ কোথায় হরিদ্বার, কোথায় গঙ্গাসাগর।

২০৫১ কোথা রাণী ভবানী, কোথা পাড়ার শেজ-মুতনী[১]।

[১ পা—কোথা ঘুঁটে কুড়ানী ; কোথা ফুলী জেলেনী। নং ৭৬০৯]

২০৫২ কোথা রাম রাজা হবে, না, কোথা রাম বনে যাবে।[১]

['কোথা রাম রাজা হবেন, কোথা যান্‌ বন'—দাশু রায়। নং ১৭৭১]

২০৫৩ কোথা রামুর[১] কাঠকাটা, বড়ি ভিজল আট কাঠা।

[১ পা—কি বা রামুর ; রামুর কি বা]

২০৫৪ কোঁদল আর ফেন, ক্রমে ঘন হয়।

২০৫৫ কোঁদলে জাত নষ্ট, রোগে রূপ নষ্ট।

২০৫৬ কোঁদলে মান নষ্ট, আর শুধু মনের কষ্ট।

২০৫৭ কোঁদলের ধুকড়ি।[১]

[১ মাণিক গাঙ্গুলি। '(নারদ) কুন্দলের ধুকড়ি ঢেঁকির পিঠে জিন'—রামেশ্বরের শিবায়ন। নং ১৩৫৪]

কোদাল পেড়ে কর্ম্ম ইত্যাদি, নং ৮৩৫ দ্রষ্টব্য।

২০৫৮ কোদালে বুক টানে, না, পিঠ টানে।

২০৫৯ কোনও কাজে মুরদ নেই, বাজারের পরামাণিক।

২০৬০ কোনও কালে[১] নেইক গাই[২], চালুনী[৩] নিয়ে দুইতে যাই।

[১ পা—বাপের কালে। ২ পা—গাই ছিল না হল গাই। ৩ পা—ধুচনী]

কোনও দিন ঘি রুটি ইত্যাদি, নং ৯৭০ দ্রষ্টব্য।

২০৬১ কোন্ কালে খেয়েছি ঘি, হাত শুঁকে দেখ কি।

কোনও কালে চড়েনি ডুলি ইত্যাদি, নং ৫৬৫৬ দ্রষ্টব্য।

২০৬২ কোন্ কালে বউ[১] রূপসী।
জাড়কালে বউয়ের[২] জাড় কাঁটা, গরম কালে ঘামাচি॥

[১ পা—তুমি। ২ এই শব্দ বাদ]

২০৬৩ কোন্ কালে বা চুরি করেছি,
ঘরে ভাত নেই তাই এসেছি।

২০৬৪ কোন্ কালে হবে পো, নেকড়াকানি[১] তুলে থো'।

[১ পা—নূপুর গ'ড়ে]

২০৬৫ কোন্ পুরুষকে কুমীরে খেলে, ঢেঁকি দেখলে ভয়।

২০৬৬ কোন্ বউকে বল্‌ব ভাল, ভাত চাপিয়ে হাগতে গেল।

কোন্ বা আগুন তাতে আবার ইত্যাদি, নং ৭২৭৩ দ্রষ্টব্য।

কোন্ বিয়ে তার দু'পায়ে আলতা, নং ৫৪২৭ দ্রষ্টব্য।

২০৬৭ কোন্ বা রঙ্গের কালজিরা,
তার লেগে আবার মাথার কিরা।

২০৬৮ কোন্ বা ষাঁড়, তা আবার ধানক্ষেতে শোয়।

২০৬৯ কোন্ বা সুখের[১] রাঁড়ী[২], তায় নাল্‌তা শাকে বড়ি[৩]।

[১ পা—কোন্ স্বয়াদের। ২ পা—কোন্ বা সাধের বাড়ী। ৩ পা—নাল্‌তা শাকে আদা ; তায় শাক আবার আদা।—নং ৫৪৪৪]

২০৭০ কোমর-আহুড়ের[১] মাথায় পাগড়ি।[২]

[১ আহুড় = অনাবৃত। ২ নং ৫২৭২]

২০৭১ কোম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ডাল।

২০৭২ কোল-আঁধার।[১]

[১ সম্মুখে আঁধার, সন্ধ্যার পরেই যে অন্ধকার]

২০৭৩ কোলটানা 'ছ'।[১]

[১ 'ছ' অক্ষরের সামনের দিকে টান্। অর্থাৎ নিজের দিকে টানা]

২০৭৪ কোল না পেলে বোল ফোটে না।

২০৭৫ কোল পাতলা, ডাগর গুছি[১],
লক্ষ্মী বলেন—ওইখানে আছি।[২]

[১ ধান্যরোপণ বিধি। ২ খনার বচন নং ৫৪]

২০৭৬ কোল পায় না, পিঠ চায়।

২০৭৭ কোলপোঁছা[১] ছেলে। কোলের মাণিক। কোল-সোহাগী।

[১ সর্ব্ব-কনিষ্ঠ]

২০৭৮ কোলে ছেলে, শহরে ঢেঁডরা[১]।

[১ হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া]

২০৭৯ কোলে ব'সে কাপড় কাটা।

২০৮০ কোলে মরে, তবু পোষানি[১] দেয় না।

[১ অপরকে প্রতিপালনের ভার]

২০৮১ কোলের ছেলে গলে, মাটির ছেলে[১] বলে।

[১ অর্থাৎ যাহাকে কোলে লওয়া হয় নাই, মাটিতে আছে]

২০৮২ কোলের ছেলে ফেলে পেটের[১] ভরসায় থাকা।
[১ গর্ভের]

২০৮৩ কোলের মাগকে কিলিয়ে কি।

২০৮৪ কৌরব মরে গৌরব ক'রে।

২০৮৫ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ব্যভিচারী[১], ছাগীর মুখে যথা দাড়ি।
[১ ন্যায়ের পারিভাষিক শব্দ। অর্থাৎ সাধারণ নিয়মের লঙ্ঘন বা ব্যতিক্রম]

২০৮৬ ক্বচিৎ কাণী পতিব্রতা।

২০৮৭ ক্রোধ হিংসা যেবা করে, আপনি আপনি কেঁদে মরে।

২০৮৮ ক্ষমার বড় গুণ নাই, দানের বড় পুণ্য নাই।

২০৮৯ ক্ষিদে থাকলে নুন দিয়ে খাওয়া যায়।

২০৯০ ক্ষিদে পেলে কি দু'হাতে খায়।[১]

[১ সং—বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুংক্তে। 'বড়েও ভুখল নহি দুঁহু করে খাএ'—বিদ্যাপতি। 'ভুখিল হয়িলে কাহ্নাঞি, দুই হাতে না খাইএ'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। 'বড় ক্ষিদে পেলে কি দু'হাতে ক্ষেতে হয়'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। 'এ কি ভাই ঠাকুরজামাই, ক্ষিদে পেলে কি দু'হাতে খেতে হয়'—বিয়ে পাগলা বুড়ো]

২০৯১ ক্ষিদেয় না খেলে খাওয়াবে কে।

২০৯২ ক্ষিদের চেয়ে টাক্না নেই।[১]
[১ ইংরেজির অনুবাদ (hunger is the best sauce)?]

২০৯৩ ক্ষিদের চোটে পাট্‌কেলে কামড়।[১]

[১ 'লোকে ক্ষিদে পেলে পাট্‌কেলে কামড় দেয়, এ তাই' —গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী]

২০৯৪ ক্ষিদের নেই চাট্‌নি, ঘুমের নেই শয্যা।

ক্ষিদে রুচি লবণ ইত্যাদি, নং ২১১৩ দ্রষ্টব্য।

২০৯৫ ক্ষিদে লেগেছে নিধের বাড়ী যা'।

২০৯৬ ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্।[১]
[১ সং—বনানি দহতো বহ্নেঃ সখা ভবতি মারুতঃ। স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্॥ ইতি চাণক্যধৃতম্]

২০৯৭ ক্ষীরের ভেতর হীরের ছুরি।[১]

[১ 'আমি কি ভাব বুঝতে পারি, তাই ভেবে যাই বলিহারি, ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি জানব কেমনে'—গোপাল উড়ে]

২০৯৮ ক্ষীরের হাঁড়ির মাছি।[১]

১ 'হাঁ, ও বিষ্ঠাকীট হবে, আর তুমি ক্ষীরের হাঁড়ির মাছি হবে'—অমৃত বসুর কালাপানি]

২০৯৯ ক্ষুদ কুঁড়া যে না বাছে, তার অন্ন আছেই[১] আছে।

[১ পা—সর্ব্বত্র]

২১০০ ক্ষুদ কুঁড়া দিয়ে ভাত খেত, মুখটি ক'রে সোনা।
এখন ঘি মাখিয়ে মুড়ি খাচ্ছে,
তার কোলে-কোলে চোনা[১] ॥

[১ চোনা = বোঁদে মিঠাই (প্রা)]

২১০১ ক্ষুদ খেতে পয়সা নেই, মদ খেতে চায়।

২১০২ ক্ষুদ খেতে মুখ নেই, টুপিতে জরির কাজ[১]।

[১ পা—ফটিকে রাঙা থোপ। নং ৩৩৬২]

২১০৩ ক্ষুদ খেয়ে পুঁজি করে, দু'পুরুষে খরচ করে।

২১০৪ ক্ষুদ গলে না বউয়ের ডরে, বেবাক্ ক্ষুদই উথলে পড়ে।

২১০৫ ক্ষুদ পায় না, মলুকারে[১] কাঁদে।

[১ মলুকা = কাঁড়ান চাল]

২১০৬ ক্ষুদ[১] মাগতে পেছনে ভাঁড়।

[১ পা—ঘোল]

২১০৭ ক্ষুদে ননদ।

২১০৮ ক্ষুদে পিঁপড়ের কামড়।[১]

[১ 'সর্ব্বদা ক্ষুদে পীঁপড়ার কামড়ের মত ঠাট্টা করিত'—আলালের ঘরের দুলাল]

২১০৯ ক্ষুদের জাউ পায় না, ক্ষীরের জন্যে কাঁদে।[১]

[১ নং ২১০৫]

২১১০ ক্ষুদে রাক্ষস।

২১১১ ক্ষুধায় চায় না সুধা, পিরীতে চায় না জাতি।
ঘুমে চায় না খাটপালঙ্গ, বাহ্যে চায় না বাতি ॥

২১১২ ক্ষুধার অন্নে কি করে ব্যঞ্জনে।[১]

[১ নং ৩৭৩]

২১১৩ ক্ষুধা, রুচি, লবণ, সঙ্গে তিন ব্যঞ্জন।

২১১৪ ক্ষুঁয়া-তাঁতীর[১] তসরে হাত।

[১ ক্ষুঁয়া=ক্ষুমা; মোটা ক্ষৌম বস্ত্র; 'শিরে দিতে নাহি আঁটে ক্ষুঁয়ার বসন'—কবিকঙ্কণ। যোগেশচন্দ্র রায়ের বাংলা শব্দকোষ দ্রষ্টব্য। ক্ষুঁয়া-তাতী=যে তাঁতী মোটা তিসির সূতার কাপড় বোনে। পা—খুঁয়ে তাতী। 'অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত। খুঁয়ে তাতী হয়ে দেহ তসরেতে হাত ॥'—ভারতচন্দ্র]

২১১৫ ক্ষুঁয়া-তাঁত, বেয়াল্লিশ হাত।[১]

[১ পা—ক্ষুঁয়েবোনা তাঁত আট চৌকা হাত]

২১১৬ ক্ষুরে দণ্ডবৎ।[১]

[১ 'ওরে ভাইরে কি উৎপাত, বেটার ক্ষুরে দণ্ডবৎ'—দাশু রায়। 'তোমাদের দেশের ক্ষুরে দণ্ডবৎ'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। 'তোমার ক্ষুরে দণ্ডবৎ, তোমার সংক্রান্ত সকল কথা স্মরণ করিলে রাগ উপস্থিত হয়'—আলালের ঘরের দুলাল]

২১১৭ ক্ষুরের ধার, ছুঁতে মাছি কাটে।[১]

[১ 'ক্ষুরধার ছুঁতে কাটে মাছি'—ভারতচন্দ্র। 'হরির চক্র সুদর্শন, ছুঁতে মাছি কাটে যেমন'—মনোমোহন বসু। 'পল্লীগ্রাম হইলে হইত, সহরে ছুঁতে মাছি কাটে, বাপ্‌রে'—মদ খাওয়া বড় দায়]

২১১৮ ক্ষেত তুষ্ট মইয়ে[১], ভোজন তুষ্ট দইয়ে।

[১ জমাট মাটি 'মই' দিয়া ঝুরা করা; নং ৪৯৫৯ দ্রষ্টব্য]

২১১৯ ক্ষেতে আরজে[১], কপালে ফলে।

[১ অর্থাৎ আরজ বা আরজি করে]

২১২০ ক্ষেতে ক্ষেতে ধান্য, পথে পথে নবান্ন।

২১২১ ক্ষেতে ছাড়ায় পেরতী[১], পুতে ছাড়ায় দুর্গতি[২]।

[১ প্রেতবৃত্তি। ২ অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদির দ্বারা পরলোকের]

২১২২ ক্ষেতের[১] কোণা, বাণিজ্যের সোনা।[২]

[১ পা—চাষের। ২ নং ৭৭১৯]

ক্ষেতে দিলাম বেড়া, বেড়া খেল ক্ষেত, নং ৬০০৩ দ্রষ্টব্য।

২১২৩ ক্ষেতের চাষে দুঃখ নাশে।

২১২৪ ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।

২১২৫ ক্ষেপই হারে, জনম হারে না।[১]

[১ পা—ক্ষেপ হারালাম, জনম হারাব না]

২১২৬ খই খেতে ভেমো নড়ে, চাল খেতে আলগ্ করে।

২১২৭ খইয়ে বন্ধনে পড়া।[১]

[১ তাঁতের শকালা দুই হাতে বেড়িয়া তাঁতীর ছেলের অঞ্জলি করিয়া হাতে খই লওয়ার, অতএব হাত খুলিতে অক্ষম হওয়ার, নির্ব্বুদ্ধিতার গল্প হইতে। অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় হাত মুখেও তোলা যায় না, পৃথক করাও যায় না। সংস্কৃত লৌকিক 'লাজাবন্ধন' ন্যায়; মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকা, ১ম স্তবক, ৫ম কুসুম দ্রষ্টব্য। ভারতী ১৩০৪, পৃঃ ১৪৪।—'খ'য়ে বন্ধন ঘোর বন্ধন, কর কাটন গো'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'পুরুষ মানুষগুলো-বুদ্ধিশুদ্ধি আছে মন্দ নয়, কিন্তু তবু বিয়ে ক'রে খয়ে বন্ধনে পড়ে, না পারে খৈ খেতে, না পারে হাত খুলতে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের নূরজাহান। 'তুমি হয় ত ভবিষ্যৎটা গুছিয়ে নিতে পার্ত্তে, এই খইয়ে বন্ধনে পড়তে হত না'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বঙ্গনারী]

২১২৮ খইয়ে রাঁড়, বা, খ'য়ে-রাঁড়ের দেশ।[১]

[১ যে দেশে বিধবারা খই খাইয়া একাদশী করে, নিরম্বু উপবাস করে না। নিন্দার্থে।—নবীন তপস্বিনী ১।৪]

২১২৯ খচ্চরের জাঁক হল, পূর্ব্বপুরুষ ঘোড়া ছিল।

২১৩০ খঞ্জনের নাচ দেখে চড়ুইয়ের নাচ।[১]

[১ নং ৬৪৪৮]

২১৩১ খট্‌মটিয়ে হাঁটে নারী, কট্‌মটিয়ে চায়।
মাসেক খানের ভিতর তার সিঁথির সিঁদূর যায়॥[১]

[১ ডাকের বচন]

২১৩২ খটরমটর জুতা পায়, দেখ লো দিদি, কেবা যায়।
ভাবরঙ্গীর ভাতার যায়॥

২১৩৩ খড়কে কেটে বন উজাড়।

২১৩৪ খড়দার মা-গোঁসাই।[১]

[১ খড়দার শ্রীপাঠে নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবীর এককালে গোঁসাই সমাজে প্রবল প্রতাপ ছিল। 'তা জুতো পায়ে দিয়ে ওড়না উড়িয়ে এখানে যে খড়দার মাগোঁসাই এসেছেন, তা বুড়ো মানুষ কেমন ক'রে জানবে?'—অমৃত বসুর বিবাহ-বিভ্রাট। 'তুমি বেশ্যা নও, তবে কি তুমি খড়দার মাগোঁসাই'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের পরপারে। 'ফুলী বাড়ীতে আসতে পারে, সে বুঝি খড়দার মাঠাকরুণ'—গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী। কিন্তু—'তুমি ভাটপাড়ার মাগোঁসাই'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রত্নদ্বীপ]

২১৩৫ খড় পচে, খড়কে পচে, কথা পচে না।

২১৩৬ খড় বলে—না থাকলে[১] চালে,
ভাসত সবাই কোন্ কালে[২]।

[১ পা—যদি না থাকি। ২ পা—তবে সকল হইতে রস গলে]

২১৩৭ খড়ম পায়ে দিয়ে গঙ্গা পার।

২১৩৮ খড়ে-নাড়ায়[১] আগুন দিয়ে, পেত্নী বসে[২] আল্‌গোছ হয়ে।

[১ পা—খড়কুটায়। ২ পা—বস্‌ল]

২১৩৯ খড়ের আগুন, যেমন জ্বলে তেমনি নেভে।[১]

[১ 'অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণ খড়ের আগুন, যেমন জ্বলে তেমনি নেভে'—নবীন তপস্বিনী। 'কথায় বলে, ব্রাহ্মণের রাগ খড়ের আগুন, দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, দেখিতে দেখিতে নিভিয়া যায়'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের মূল্য। 'এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুন। দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও পারে,

আবার খপ্‌ করিয়া নিভিয়া যাইতেও পারে'—শরৎচন্দ্রের বড়দিদি]

২১৪০ খড়ো ঘরে ঝাড় টাঙানো।[১]

[১ নং ৬৯০১]

২১৪১ খয়ের খাঁ।[১]

[১ সম্ভবতঃ ফারসী 'খয়ের খাহ্‌' (শুভ ইচ্ছা করা) এই বাক্যের বিকৃত আকার। প্রভুর শুভার্থী মোসাহেব। —'আমি নিতান্ত কোম্পানীর খয়ের খাঁ ভক্ত'—অমৃত বসুর একাকার]

২১৪২ খর নদীতে চড়া পড়ে।

২১৪৩ খরিদের মুখে ব্যাপারী।

২১৪৪ খল পড়শী, দুশমন ভাই, চোরা বান্দী, দুঁদিয়া[১] গাই।

[১ দুঁদে, দুষ্ট]

২১৪৫ খল পড়শী, নাতান[১] ভাই, তার সাথে বসতি নাই।

[১ নাতোয়ান, অক্ষম]

২১৪৬ খল যায় রসাতল।

২১৪৭ খল্‌সে মাছ দিয়ে আজ রাঁধলাম ঝোল।
সতীন আমার রাগ করেছে, মাথা ধ'রে তোল॥

খলের পিরীত জলের লিখন, নং ৩৪০০ দ্রষ্টব্য।

২১৪৮ খাই আর ভেল্‌কাই[১], চড়ি আর চাবকাই।

[১ ভেল্‌কি দেখাই]

২১৪৯ খাই কি না খাই? না খাই ভাল।
যাই কি না যাই? না যাই ভাল॥[১]

[১ নং ২১৯৫]

২১৫০ খাই-দাই কাঁসি বাজাই, রগড়ের[১] ধার ধারি না।[২]

[১ রঙ্গ বা কলহের। পা—বায়নার। ২ 'খাই দাই কাঁসি বাজাই, রগড়ের কিছু জানা নাই'—দাশু রায়। 'খাও দাও কাঁসি বাজাও, পরের কথায় থাকতে আছে'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রত্নদ্বীপ]

২১৫১ খাই-দাই ভুলিনি[১], তত্ত্বকথা ছাড়িনি[২]।[৩]

[১ পা—খায়-দায় ভোলে না। ২ পা—ছাড়ে না। ৩ 'কিন্তু আপন বিষয় ভোলে না, তত্ত্ব কথা ছাড়ে না'—নববিবি-বিলাস]

২১৫২ খাই না খাই আছি ভালো, ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো।[১]

[১ নং ৬১৫২]

২১৫৩ খাই না খাই, দেখে মরি।

খাই না খাই, পরের দায়ে বাঁধা যাই, নং ১৭৪৪ দ্রষ্টব্য।

২১৫৪ খাই না, ছুঁই না, মুখ বলে—আঁচা।

২১৫৫ খাই না খাই সকালে নাই[১],
হোক না হোক দু'বার যাই[২]।

[১ স্নান করি। ২ শৌচে যাই]

২১৫৬ খাইয়ে পরিয়ে রাখলাম দাসী, তবু সে হল পাড়াপড়শী।

২১৫৭ খাউনী নয় বউ রে, বড় খোরাটা[১] কই রে।

[১ অর্থাৎ ভাতের খোরা]

২১৫৮ খাওনে চিনি কাঙ্গাল, খড়মে চিনি বাঙ্গাল[১]।

[১ অনভ্যস্ত বলিয়া খড়মের সামনের দিক ক্ষয় প্রাপ্ত হয়!]

২১৫৯ খাওয়া-দাওয়ার[১] গন্ধে, জামাই আসে আনন্দে।

[১ পা—চাঁপা ফুলের]

২১৬০ খাওয়াবে হাতীর ভোগে, দেখবে বাঘের চোখে[১]।

[১ অর্থাৎ যত্নের সঙ্গে শাসন]

২১৬১ খাওয়া লওয়া চিমড়ীর, নাম পড়ে ঢিপসীর।[১]

[১ নং ১১৬৮।]

২১৬২ খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা।

২১৬৩ খাঁচার ইচ্ছা খাঁচা আছে, বাছা আমার উড়ে গেছে।

২১৬৪ খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে।
কাল করল তাঁতী এঁড়ে বাছুর কিনে॥[১]

[১ নং ৪৮, ২৭৬, ২৯৮৯]

২১৬৫ খাজনাও নেবে, খেসারতও নেবে।

২১৬৬ খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি[১]।[২]

[১ পা—বাড়ে। ২ আয়ের চেয়ে ব্যয় বা জাঁক অধিক]

২১৬৭ খাট ভাঙলে খুরো আছে, তার ভাল আরো আছে।

২১৬৮ খাট ভাঙলে ভূমিশয্যা।[১]

[১ 'জান না ভাঙ্গিলে খাট সার হবে ভূমি'—ঈশ্বর গুপ্ত]

২১৬৯ খাঁটি সোনা হলে আগুন উস্‌কোতে হয় না।

২১৭০ খাটে খাটায় দুনো পায়, ব'সে খাটায় আধা পায়।[১]

[১ খনার বচন নং ৪৮]

২১৭১ খাটে খাটায় লাভের গাঁতি[১],

তার অর্দ্ধেক মাথায়[২] ছাতি।

ঘরে ব'সে পুছে বাত, তার কপালে হা ভাত।[৩]

[১ গাঁতি=জমিজমা। পা—সোনার ক্ষিতি। ২ পা—কাঁধে। ৩ পা—এ বছর যেমন তেমন, আস্‌ছে বছর হা ভাত।—খনার বচন নং ৪৭]

২১৭২ খাটে মজুর কাটে নাড়া, তার মেগের নথনাড়া।[১]

[১ 'খাটতো মজুর, কাটতো নাড়া, তার মেগের যে নথনাড়া সইতে হল ওই দুঃখ বড়'—দাশু রায়]

২১৭৩ খাটো কাপড় বেড়ে আঁটে না।

২১৭৪ খাটো[১] পেটে আই-ঢাই, মোটা[২] পেটে দিলেই নাই।

[১ পা—ভরা। ২ পা—খালি]

২১৭৫ খাটো ভাতার দেওর হেন সাজে।

২১৭৬ খাড়া কুমড়ায় বিবাদ।

২১৭৭ খাণ্ডবদাহন করা।[১]

[১ 'তোদের কাছারি-বাড়িতে আগুন দিয়া খাণ্ডবদাহন করিয়া যাইব'—যমালয়ে জীবন্ত মানুষ। 'তা হলে দুদিনের মধ্যে খাণ্ডবদাহন করি'—নবীন তপস্বিনী]

২১৭৮ খাতায় নাম লেখানো।

[১ পণ্যজীবিনীদের পুলিস রেজেষ্ট্রি করানো। 'সদরে গিয়ে লিখিয়ে নাম, দ'য়ে মজায়ে পরিণাম, করেন কিনা

ব্যভিচারিণী কর্ম্ম'—দাশু রায়। 'যদি নাম লেখাইয়া নাম প্রকাশ না হয় তবে তাহার জীবনে ধিক'—নববিবিবিলাস। 'বেটীর আর বাকি আছে কি, নাম লেখালেই হয়'—নীল-দর্পণ। নবীন তপস্বিনী ও সধবার একাদশীতেও উল্লেখ আছে]

২১৭৯ খাতির নদারৎ।[১]

[১ (ফা) যথার্থবাদী; বেপরোয়া অর্থে ব্যবহৃত। 'বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেছেন খাতির নদারৎ' —হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

২১৮০ খাতিরে পাতিল ভাঙা।

২১৮১ খাতিরের বাপের নাম খেসারত।[১]

[১ অর্থাৎ খাতিরে দ্রব্য বিক্রয় করিলে লোকসান নিশ্চিত]

২১৮২ খাদ[১] দিতে পারে না, পুকুরের নিন্দা।

[১ পা—খাড়ি (=দোয়াড়, প্রা)]

২১৮৩ খাদের জল খাদেই যায়, হু'দিন কেবল চোখ পাকায়।

২১৮৪ খাঁদা নাকে নোলক ঝোলান বা তেলক পরা।

২১৮৫ খাঁদা নাকে নথ, গোদা পায়ে মল।

২১৮৬ খানকী, তার মান কি।

২১৮৭ খানকীর আবার জাতের বিচার।[১]

[১ নং ৫৫৮২]

২১৮৮ খানকীর পিরীত।

২১৮৯ খান্‌ত ডাল খিচুড়ী, গল্পে মারেন দই।[১]

[১ নং ৫৩৬৩]

২১৯০ খানা কেটে নোনা জল ঘরে আনা।[১]

[১ 'এরা নোনা জল ঢোকালে ঘরে, আপন হাতে খানা কেটে'; পুনশ্চ, 'খানা কেটে নোনা জল ঢুকাইল ঘরে'—ঈশ্বর গুপ্ত। নং ৪৬৩৪]

২১৯১ খানা থেকে খালে পড়া।

২১৯২ খানার[১] মধ্যে পানি, আপনার মধ্যে নানী।

[১ পানভোজনের]

২১৯৩ খাপছাড়া তলোয়ার, জল ছাড়া পলোয়ার[১]।
ঢালছাড়া খেলোয়াড় ॥[২]

[১ পলো (প্রা) = মাছ ধরিবার বাঁশের যন্ত্র। ২ দাশু রায়]

২১৯৪ খাব ত খাব, পেট ভ'রে খাব,
যাব ত যাব, রাজ্য ছেড়ে যাব।

২১৯৫ খাব না, কি খাব—খাব না ;
না'ব না, কি না'ব—না'ব না।
হাগি না, কি হাগি—হাগব ॥[১]

[১ নং ২১৪৯]

২১৯৬ খাব না খাব না অনিচ্ছে, তিন রেক[১] চাল এক উচ্ছে।

[১ চার কুন্‌কে পরিমাণ মাপক পাত্র]

২১৯৭ খাব না খাব না, পেটে বিষ, খেতে বসলে না পায় দিশ।

২১৯৮ খাবার আছে চা'বার নেই, দেবার আছে নেবার নেই।

২১৯৯ খাবার কুটুম।

২২০০ খাবার বেগুন[১], আর বেচবার বেগুন[২]।

[১ ছোট। ২ বড়, বেশি লাভের দরুন]

২২০১ খাবার বেলা দড়, কাজের বেলা জড়সড়।

২২০২ খাবার বেলায় আগে বসে, কাজের বেলায় সবার শেষে।

খাবার বেলা আগে কাজের বেলা ইত্যাদি, নং ১৫৯৩ দ্রষ্টব্য।

২২০৩ খাবার বেলায় নবার[১] মা, ছেলে ধরতে কেউ না[২]।

[১ পা—নেবার। ২ নং ২২০৬]

২২০৪ খাবার বেলায় মস্ত হাঁ, উলু দেবার বেলায় মুখে ঘা।[১]

[১ পা—উলুর বেলা মুখে ঘা, খাবার বেলায় শঙ্করের মা]

২২০৫ খাবার সময় কুড়ে পাথর[১]।

[১ অর্থাৎ নড়ে না !]

২২০৬ খাবার সময় বারো ভাই, ছেলে নেবার সময় কেহ নাই[১]।

[১ নং ২২০৩]

২২০৭ খাবার সময় শোবার চিন্তা।

২২০৮ খাবি জেনে, বসবি টেনে, বাপে টাকা দিলেও নিবি গুণে।

খাবি, না, হাত ধুয়ে ব'সে আছি, নং ৮৪৪৭ দ্রষ্টব্য।

২২০৯ খায় আর জুলজুলুতে চায়।

২২১০ খায় আর তের দিনে মাস গণে।[১]

[১ নং ৪৮৮৪]

২২১১ খায় ছুতানতা, বড়মানুষী কথা।

২২১২ খায়-দায় আইলের মধ্যে, শুয়ে থাকে আইলের বাহিরে।

২২১৩ খায়-দায় করে বড়াই, সে কুটুমে কাজ নাই।

২২১৪ খায়-দায় পাখীটি, বনের পানে আঁখিটি।[১]

[১ পা—খায়-দায় বনপানে চায়। নং ৪৪১, ৪৮৯৩]

২২১৫ খায় ধান, উছড়ায়[১] পিঠে।[২]

[১ উদ্‌গিরণ বা বমন করে। ২ পা—ধান খায় পিঠে উছড়ায় ; খায় ধান, উদরে চণ্ডীমণ্ডপ ; খেলে ধান উগরুল চরকা, ইত্যাদি। নং ২২২১]

২২১৬ খায় না করে পুঁজিপাটা, তার কপালে মারি ঝাঁটা।

২২১৭ খায় না কেবল নাকের তলে গোঁজে।[১]

[১ নং ২২২০]

২২১৮ খায় না খায় সকালে নায়, হয় না হয় হু'বার যায়[১]।
তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়।[২]

[১ শৌচে যায়। ২. নং ৩৬০, ৩০৮৮, ৮০৯৫]

খায় না ছোঁয় মাঝখানে শোয়, নং ৪৬২৩ দ্রষ্টব্য।

২২১৯ খায় না, দেয় না, সঞ্চয় করে,
তার ধন খায় চোরে আর পরে[১]।[২]

[১ পা—তার মুখে ছাই দিয়ে খায় লয়ে পরে। ২ নং ১৯৮২-৮৩]

২২২০ খায় না, শোঁকে।[১]

[১ নং ২২১৭]

২২২১ খায় ভাত, উগরে নাটমন্দির।[১]

[১ নং ২২১৫]

২২২২ খায়, মাগীর গলা বেশি ; না খায়, মাগীর ফোঁপানি বেশি।

২২২৩ খায় মালসাট মেরে[১], ওঠে হাঁটু ধ'রে।

[১ মালকোচা দিয়া, আস্ফালন করিয়া ; 'মালসাট মারি দোঁহে হাতাহাতি যুঝে'—ঘনরাম ; 'মালসাট মারি ধায় বানর-কটক'—কৃত্তিবাস ; 'কথায় মারেন মালসাট'—দাশু রায়]

২২২৪ খায় লয় চাঁদ রায়ের, নাম লয় কেদার রায়ের।[১]

[১ পূর্ব্ববঙ্গের প্রবাদ]

২২২৫ খাল[১] কেটে কুমীর আনা।[২]

[১ পা—খানা কেটে ; নালা কেটে। ২ 'কেন ভায়ারা, খাল কেটে গাঙ্গের কুমীর ঘরে আনছ'—অমৃত বসুর গ্রাম্য-বিভ্রাট। 'খাল খুঁড়ে কুমীর এনো না, উপীন দা'—শরৎ-চন্দ্রের চরিত্রহীন]

২২২৬ খাল[১] পার হয়ে কুমীরকে কলা দেখানো।[২]

[১ পা—গাঙ ; নদী। ২ 'নদী পার হয়ে এখন কুমীরকে কলা দেখাতে চাও'—অমৃত বসুর বিজয়-বসন্ত। 'মিষ্ট কথা ব'লে ক'য়ে, আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে, কুমীরকে কলা দেখায়ে ফাঁকি দিও না'—গোপাল উড়ে]

খাল শুকোলেও রেক[১] মরে না, নং ২৪৩৭ দ্রষ্টব্য।

২২২৭ খালি কলসীর বাজনা বড়।[১]

[১ নং ৩৯৭, ৫২৬, ৭৯৮০]

২২২৮ খালি থুয়ে সারা বাড়ী, সীমার গোড়ে পাড়াপাড়ি।

খালি হাঁড়িতে পাত বাঁধা, নং ৭৯৬০ দ্রষ্টব্য।

২২২৯ খালি পেটে খাবে কুল, ভরা পেটে খাবে মূল।[১]

[১ উভয় অনিষ্টকর। নং ১৩৩, ৮৮৯৩]

২২৩০ খালে জল ত নালায় জল।

২২৩১ খাস্ তালুকের প্রজা।

২২৩২ খাস্ বাগানে আলকুশী[১]।

[১ শুঁয়াযুক্ত নিকৃষ্ট ফলবিশেষ]

২২৩৩ খাসীর তেল বাড়ে, খোন্দকারের আয় বাড়ে।

২২৩৪ খিচুড়ি পাকানো।[১]

[১ 'কিন্তু ব্যাপারটা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেল'—শরৎ-চন্দ্রের ষোড়শী। 'বেশ খিচুড়ি পাকিয়েছ'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ভীষ্ম]

২২৩৫ খিড়কি দিয়ে হাতী গলে, সদরে বাঁধে ছুঁচ।[১]

[১ পা—সদরে ছুঁচ চলে না, অন্দরে হাতী চলে; ছুঁচ চলে না সদরে, হাতী চলে অন্দরে। নং ৮২০৪]

২২৩৬ খিড়কির দোর দিয়ে হাতী চড়া।

২২৩৭ খিড়কি সদরে লাগিয়ে কাঠি, তবে দিই সিঁধকাঠি।

২২৩৮ খুচরা কাজের মুজরা[১] নাই।

১ মাফ, ছাড়]

২২৩৯ খুঁচিয়ে ঘা করা।[১]

[১ 'তুমি আর খুঁচিয়ে ঘা ক'রো না'—শরৎচন্দ্রের নব-বিধান। নং ৩০৪১]

২২৪০ খুঁজি খুঁজি নারি[১], যে পায় তারি।

[১ পা—নারী]

২২৪১ খুঁট-আঁখুরে[১] গাঁয়ের বালাই।

[১ যে খুঁটিয়া অক্ষর পড়ে, অল্পশিক্ষিত। সুতরাং, যে দিবারাত্র খুঁটিনাটি লইয়া থাকে। অথবা, সং কূট আক্ষরিক, যাহার হাতের অক্ষর কুটিল, অর্থাৎ যাহার অল্প বিদ্যা। 'খুঁট মিলাতে পারে না, এমনি খুঁট-আঁখুরে'—দাশু রায়]

২২৪২ খুঁটি না থাকলে ঘর পড়ে।

২২৪৩ খুঁটি হয়ে বসে থাকা।[১]

[১ 'আমার পালায় পিটে খেলেন, তাঁর পালার দিন খুঁটি হয়ে ব'সে রইলেন'—জামাই বারিক]

২২৪৪ খুঁড়িয়ে বড় হওয়া।[১]

[১ 'জ্ঞান নাস্তি পাবি শাস্তি, মস্ত হচ্ছিস খুঁড়িয়ে'—দাশু রায়]

২২৪৫ খুন করলে খুনে, পরের কথা শুনে।

২২৪৬ খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কপাট।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

খুড়োর জয়েই জয়, নং ৬৭১২ দ্রষ্টব্য।

খেঙরে বিষ ঝাড়া, নং ৩৫২৫ দ্রষ্টব্য।

২২৪৭ খেউড় গাওয়া। খেউড়ে জেতা।[১] খেউড়ের উতোর।[২]

[১ 'কেউ বা খেউড় জিতে গায়ের জ্বালা নিবারণ কল্লেন'—হুতোম প্যাঁচার নকৃশা। ২ 'বাবা···উতোর শুনে যাও'—লীলাবতী।—নং ৮১০]

২২৪৮ খেঁকশেয়ালি[১], যুদ্ধের সময় বাঘ।

[১ পা—দেখতে খেঁকশিয়ালি]

২২৪৯ খেঁকি কুকুরের ঘেউ-ঘেউ সার[১]।[২]

[১ পা—চড়া ডাক। ২ নং ৪০০]

২২৫০ খেজুরগাছ তেলপানা হয়েছে।[১]

[১ অর্থাৎ কাঁটার যন্ত্রণা নেই, যখন পাপীকে যমদূত তার উপর দিয়া টানে! নং ৬৫০১]

খেটে খেটে মরল ছুয়ো ইত্যাদি, নং ৭৬৭৮ দ্রষ্টব্য।

২২৫১ খেতাবী খুড়ো।[১]

[১ 'আশাসোটাওয়ালা খেতাবী খুড়ো'—হুতোম প্যাঁচার নকৃশা। পা—কেতাবী (অর্থাৎ পুস্তকে পাওয়া যায়, বাস্তব জগতে বিরল)]

২২৫২ খেতে আনলাম মূলো, পোঁদে হল শূলো।[১]

[১ প্রবোধচন্দ্রিকায়, আভাণকের উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত]

২২৫৩ খেতে আহ্লাদ, পরতে আহ্লাদ,
বাঁদরামিতে কিসের আহ্লাদ।

২২৫৪ খেতে-খেতে গলা বাড়ে, হাঁটতে-হাঁটতে নলা[১] বাড়ে।

[১ নলী, হাতপায়ের নলাকার অস্থি। পা—নড়া]

২২৫৫ খেতে-খেতে লোভ বাড়ে, কাঁদতে-কাঁদতে শোক বাড়ে।

২২৫৬ খেতে গেলে ছাড়িস নে, বাঁচতে গেলে নাড়িস নে।

২২৫৭ খেতে গেলে হাঁসফাঁস, দিতে গেলে সর্ব্বনাশ।

২২৫৮ খেতে-দেতে ছল বল, দিন-দিন যায় পোঁদের তল।

২২৫৯ খেতে দেয় না পেটে ভাত, ঠেলা দেয় চোদ্দ হাত।

২২৬০ খেতে না জানলে মরে, বসতে না জানলে নড়ে।[১]

[১ পা—খেতে জানলে মরে না, বসতে জানলে পড়ে না]

২২৬১ খেতে না পারলেও হাঁকাই আছে।

২২৬২ খেতে[১] পায় না পচা পুঁটি, পেতে চায় ঘি-রুটি[২]।

[১ পা—'খেতে' বাদ। ২ পা—খেতে চায় রুই ভেট্‌কি; বলে—খাব দুধ-রুটি; হাতে পরে হীরার আঙটি, ইত্যাদি। নং ৫০৪০, ৬২০৩]

২২৬৩ খেতে পায় না মূলে, বীজ রেখেছে তুলে।

২২৬৪ খেতে[১] পায় না শাক-সজনা,
ডাক দিয়ে বলে—ঘি আন্ না।

[১ পা—বাড়ীতে]

২২৬৫ খেতে পারি না[১], শকে না[২], মুখে দিলে থাকে না।

[১ পা—খেতে গেলে। ২ শখ বা অভিরুচি হয় না]

খেতে পারি নিতে পারি ইত্যাদি, নং ৫৪৯১ দ্রষ্টব্য।

খেতে পেলে শুতে চায়, নং ৫৫১২ দ্রষ্টব্য।

২২৬৬ খেতে পেলে ফকির ভালা, খেতে না পেলে ফকির শালা।

২২৬৭ খেতে বড় দরদ, আনবার নয় মরদ।

২২৬৮ খেতে বললে মারতে ধায়, রাগী লাভ[১] এইরূপে যায়।

[১ পা—ধন]

২২৬৯ খেতে বসলে কিসের দায়, পাকা ধান কি জলে যায়।

২২৭০ খেতে ভাল ভাজা চাল, দেখতে ভাল মুড়ি।
রসকে[১] ভাল এক ছেলের মা, টস্‌কে[২] ভাল ছুঁড়ী॥

[১ রস=সম্ভোগ। ২ পা—দেখতে। টস্=আদর]

২২৭১ খেতে যদি হয় সাধ, সকলই পরসাদ।

২২৭২ খেতে সাধ, দিতে বাদ।

২২৭৩ খেদাই নে[১], তোর উঠান চষি।[২]

[১ পা—তাড়াই না। ২ 'খেদাই নে তোর উঠান চষি, বাস্তবৃক্ষ রাখে নাক'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'তাড়াব না, উঠান চষা কেন'—অমৃত বসুর বৌমা]

২২৭৪ খেয়া পার হ'লে[১] পাটনী শালা।

[১ পা— পার হয়ে গেলে]

২২৭৫ খেয়ার কড়ি।

খেয়ার কড়িতে ডুবে পার, নং ৪৬২৫ দ্রষ্টব্য।

২২৭৬ খেয়ে-খেয়ে কুমীর (বা হাতী) হওয়া।

২২৭৭ খেয়ে-খেয়ে যেন শ্যামের খুঁটি।

২২৭৮ খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ঝেঁতলায় গোবর[১]।

[১ অর্থাৎ ঝেঁতলায় বোনা মাদুরে গোবর ছড়া]

২২৭৯ খেয়ে-দেয়ে পড়ল মনে, হুঁকোটা রয়েছে বাঁশবনে।

২২৮০ খেয়ে-দেয়ে বাঁচলে তার নাম ধন।
মেরে[১] ধ'রে বাঁচলে তার নাম জন॥

[১ পা—ম'রে]

২২৮১ খেয়ে-দেয়ে যায় শুতে, বিধি নে' যায় মূলো চুরি করতে।

২২৮২ খেয়ে বাঁচলে কামাই[১], মেয়ে বাঁচলে জামাই।

[১ রোজগার]

২২৮৩ খেয়ে মাগীর গলা বাড়ে, ব'সে ব'সে ডা'ন ঝাড়ে।

২২৮৪ খেয়ে মুতে, মুতে খায়, তার কড়ি বৈদ্য না পায়।[১]

[১ নং ৮৮২২]

২২৮৫ খেয়ে হাগে, শুয়ে জাগে, তার গত্তি[১] কভু না লাগে[২]।

[১ গাত্র শব্দ হইতে, 'গতর' অর্থে। ২ পা—সে পুত (বা মানুষ) কোন কাজে না লাগে]

২২৮৬ খেলতে জানলে কানা কড়ি দিয়েও খেলা যায়।[১]

[১ পা—যে খেলতে জানে (বা খেলে), সে কানা কড়ি দিয়েও (বা কড়িতেও) খেলে। 'তাই লোকে বলে যে, যে খেলে সে কানা কড়িতেও খেলে'—বিষবৃক্ষ]

২২৮৭ খেলাম ত চার বার, না খেলাম ত দিন চার।

২২৮৮ খেলাম ভাত, ফেললাম পাত।

২২৮৯ খেলাম বা না খেলাম, মালসা ত একটা ভাঙলাম।

২২৯০ খেলেও জাত যায়, না খেলেও পয়সা যায়।[১]

[১ বৈষ্ণবের মাংস কিনিয়া বিপদ]

২২৯১ খেলে জাত যায় না, ফুকরালে জাত যায়।

২২৯২ খেলে ডোম্‌নী ত ডাক্ বাম্‌নী।

২২৯৩ খেলে-দেলে বাঁধলে পুড়া[১], কলা দেখালে বদলা[২] বুড়া।

[১ আঁটি, বোঝা। ২ প্রতিদান বা প্রতিশোধ অভিলাষী]

২২৯৪ খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের বেলা গোবর্দ্ধন।[১]

[১ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় উদ্ধৃত]

২২৯৫ খেলে পরে কুঁচকি-কণ্ঠা[১], লড়তে নারে আড়াই ঘণ্টা।

[১ অর্থাৎ কুঁচকি কণ্ঠা সমান হইয়া যায়!]

২২৯৬ খেলে বিষ, না খেলে নির্ব্বিষ।

২২৯৭ খেলে শালা, না খেলে বোনাই।

২২৯৮ খোঁজার চেয়ে সোজা ভাল।

২২৯৯ খোঁজে খোঁজে চৌকিদারি।[১]

[১ নং ৬৭৫২]

২৩০০ খোঁটার জোরে মেড়া[১] লড়ে।[২]

[১ পা—গাড়ল। ২ 'খুঁটোর জোরে ম্যাড়া নড়ে'—জামাই বারিক]

২৩০১ খোঁড়া এসেছে নাচতে, কানা এসেছে দেখতে।
ধনে-বেচা বেণে এসেছে আফিঙের ভাও জানতে[১]॥

[১ নং ৪৩১৩]

২৩০২ খোঁড়া কি জগন্নাথের সেথো[১]।

[১ সাথী ; কারণ জগন্নাথ বিগ্রহের হাত-পা ঠুঁটো]

২৩০৩ খোঁড়াকে খড়ম।

২৩০৪ খোঁড়া, না, পা মোড়া।

২৩০৫ খোঁড়া ভাতার বুড়ো বেয়াই, কোনো দিকে সুখ নাই।[১]

[১ বিয়েপাগলা বুড়োতে প্রযুক্ত]

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে, নং ১৬৬৫ দ্রষ্টব্য।

২৩০৬ খোদাকে না দেখা যায়, আক্কেলে তার চেনা যায়।

২৩০৭ খোদা যব দেগা, ছপ্পর ফোঁড়কে দেগা।[১]

[১ অমৃত বসুর চোরের উপর বাটপাড়িতে উদ্ধৃত]

২৩০৮ খোদার এমন কল, নারকলের ভেতর জল।

২৩০৯ খোদার ওপর খোদকারী।

২৩১০ খোদার খাসী।[১]

[১ হৃষ্টপুষ্ট স্বচ্ছন্দ-বিচরণকারী ব্যক্তি]

২৩১১ খোদার নাও দোয়ায়[১] চলে।

[১ আশীর্ব্বাদে বা অনুগ্রহে। পা—ডাঙায়]

২৩১২ খোঁয়াড়ি ভাঙা।[১]

[১ নেশা ছুটিলে অবসাদ দূর করিবার জন্য পুনরায় মাদক-সেবন। 'বেহ্ম সমাজের দিন সকাল বেলায় খোঁয়াড়ি ভেঙে রাখব'—অমৃত বসুর গ্রাম্যবিভ্রাট]

২৩১৩ খোঁয়াড়ে[১] পড়লে হাতী, চামচিকেতেও মারে লাথি।[২]

[১ পা—হাঁড়লে। ২ পা—হাতী যখন দঁকে পড়ে, চামচিকেতেও লাথি মারে।—প্রবাদের অন্য রূপান্তরের জন্য নং ৩৯৬৩, ৮৬৮৫, ৮৬৯৩ দ্রষ্টব্য]

খোলসা ঘরে না রয় সাপ ইত্যাদি, নং ৪৩৩৮ দ্রষ্টব্য।

খোলা কামাই নেই, নং ২৮৮০ দ্রষ্টব্য।

২৩১৪ খোলা ভাঁটি।[১]

[১ দেশী মদের কারখানা আইনকানুনে বদ্ধ নয়]

২৩১৫ খোশ খবরের ঝুটাও ভাল।

২৩১৬ খোশমেজাজী বাবু হলে চিড়িয়াখানায় শখ।

২৩১৭ খোসের[১] তেল নেই, কলাবড়ার[২] সাধ।

[১ পা—খুসকিতে। ২ পা—তালের বড়ায়]

২৩১৮ খ্যান্‌খেনে জ্বরে আর ঘ্যান্‌ঘেনে ভাতারে।
আর কিছু না করুক, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে॥

২৩১৯ গঙ্গা গঙ্গা, না জানি কত রঙ্গা-চঙ্গা।[১]

[১ ইহার পর আরও দুই পংক্তি পাওয়া যায়—'কাছে গিয়ে দেখি ভংভঙ্গা, বয়ে যাচ্ছে জলতরঙ্গা']

২৩২০ গঙ্গা গঙ্গা ভাগীরথী, পাপ নেই এক রতি।

২৩২১ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।[১]

[১ 'আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে'—নিধু বাবু]

২৩২২ গঙ্গাজলে গোবর গোলা।[১]

[১ অত্যন্ত শুচিবাই। 'ঘরে আছেন গুণবতী গঙ্গাজলে গোবর গুলে'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

২৩২৩ গঙ্গাজলে বব্বলে।[১]

[১ গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যাহার ব্যবসা, অর্থাৎ ভীষণ মিথ্যাবাদী। 'আ—রে গঙ্গাজলে বব্বলে! আমি যে এই উঠানে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া সব শুনেছি'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন সন্ন্যাসী]

২৩২৪ গঙ্গা দু'কূল ভাঙে না।

২৩২৫ গঙ্গা মড়া আলেন[১] না।

[১ আলানো = এলানো, এলিয়ে দেওয়া ; অর্থাৎ পরিত্যাগ করা, যথা : 'থুরথুরে বুড় কিন্তু টাকা পেলে বে করতে আলেন না'—আলালের ঘরের দুলাল]

২৩২৬ গঙ্গায় বা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া।

২৩২৭ গঙ্গায় ময়লা ফেললে গঙ্গার মাহাত্ম্য যায় না।

২৩২৮ গঙ্গায় সারি[১] গাইলে গঙ্গা হয় না তুষ্ট।
তুষ্টের গুণ গাইলে তুষ্ট হয় না শিষ্ট ॥
[১ নৌকায় বাচ খেলিবার সময় গীত অশ্লীল গান; 'obscene song'—Morton]

২৩২৯ গঙ্গাযাত্রা করা।[১]
[১ নং ৪৭৩২ দ্রষ্টব্য]

২৩৩০ গঙ্গার জল গঙ্গায় র'ল, পিতৃপুরুষ উদ্ধার হ'ল[১]।
[১ অর্থাৎ তর্পণের দ্বারা। পা—পুকুরের জল পুকুরে র'ল, পিতৃলোক সন্তুষ্ট হল]

২৩৩১ গঙ্গার দিকে পা।[১]
[১ আসন্ন মরণ। 'গঙ্গার পানে পা করেছে, তার আবার বিয়ে করা কেন'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের মূল্য।—নং ৯৮৩ দ্রষ্টব্য]

২৩৩২ গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল।

২৩৩৩ গজকচ্ছপের যুদ্ধ।[১] বা, গজকচ্ছপী।
[১ পুরাণে বর্ণিত ঘোরতর যুদ্ধ। বিভাবসু ও সুপ্রতীক নামে দুই ভাই বিষয় সম্পত্তি লইয়া কলহে অবশেষে পরস্পরের শাপে হস্তী ও কচ্ছপের রূপ পাইয়া নিত্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিত]

২৩৩৪ গজপৃষ্ঠে যে বা যায়,[১] কেউ দেখে সে ডরায়।
[১ পা—গজে আসে গজে যায়। নং ৮৫৮৩ দ্রষ্টব্য]

২৩৩৫ গজভুক্তকপিত্থবৎ।[১]
[১ সং—আজগাম যদা লক্ষ্মীর্নারিকেলফলাম্বুবৎ। নির্জগাম যদা লক্ষ্মীর্গজভুক্তকপিত্থবৎ ॥—হাতী কথবেল খাইলে নাকি তাহা বাহিরে যেমন তেমনি থাকে, কিন্তু অন্তঃসারশূন্য হয়। ইহা লৌকিক ব্যাখ্যা (নং ৮৬৯৬ দ্রষ্টব্য); কিন্তু এখানে গজশব্দের অর্থ কীটবিশেষ]

গজরায় কিন্তু বর্ষায় না, নং ২৪০২ দ্রষ্টব্য।

২৩৩৬ গড় করি পিটে, দাঁত ছেড়ে দে'।[১]
[১ পা—দাঁত ছাড় পিটে, গড় করি তোরে]

২৩৩৭ গড় করি মেয়েদের পায়, ধানভানা চাল ঠাকুরে খায়[১]।

[১ পা—যে পায়েতে চিঁড়ে-কুটে মহাপ্রভুর ভোগ লাগায়]

২৩৩৮ গড়তে চায় ঠাকুর, গ'ড়ে বসে কুকুর।[১]

[১ নং ৭৯১৫, ২৬৬৯]

২৩৩৯ গড়তে পারে না একখান, ভেঙে করে[১] সাতখান।

[১ পা—ভাঙতে পারেন ; ভেঙে বসেন]

২৩৪০ গড্ডালিকা-প্রবাহ।[১]

[১ গতানুগতিকতা, মেষপাল যেমন মেষীর অনুসরণ করে। Woolner Memorial Volume, Lahore 1940, pp. 65-67]

২৩৪১ গণক[১] যদি গণে[২] ঠিক, তবে কেন মাগে ভিক।

[১ পা—দৈবজ্ঞ। ২ পা—বলে]

২৩৪২ গণ্ডায় এণ্ডা দেওয়া।[১]

[১ পাঠশালায় গণ্ডাকিয়া আবৃত্তির সময়, শেষোচ্চারিত 'গণ্ডা' শব্দের সঙ্গে মিলাইয়া ফাঁকিবাজ পড়ুয়ার 'এণ্ডা' বলা। অর্থাৎ কৌশলে কাজে ফাঁকি দেওয়া। 'কেউ কেউ আমাদের মত গুরু মশায়ের পাঠশালের ছেলেদের মত গণ্ডায় এণ্ডা সায় দিয়ে গোলে হরিবোল সাল্লেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'মতিলাল গোলে হরিবোল দিত, কেবল গণ্ডার এণ্ডা ও বুড়িকা ও পণিকার শেষ অক্ষর বলিয়া ফাঁকি সিদ্ধান্ত করিত'—আলালের ঘরের দুলাল]

২৩৪৩ গণ্ডারের চামড়া।[১]

[১ গণ্ডারের মত স্থূলচর্ম্মী। অর্থাৎ মারধোর বা অপমান যাহার গায়ে লাগে না]

২৩৪৪ গতরখাকী বা গতরকুড়ী। গতর পোষা। গতরে ছ'মাস। গতরে মাওড়া পোকা ধরা। গতরের মাথা খাওয়া। গতর নড়ে না।

২৩৪৫ গতর খাটাও গতর খাটাও, সোনার মত জ্বলে।
গতর পোষ গতর পোষ, রাঙের মত গলে॥

২৩৪৬ গতর থাকলে ভাত কাপড়।

২৩৪৭ গতরের নাম আদরমণি, গতর থাকলে খাই ননী।

২৩৪৮ গতরের নাম পরশমণি।

২৩৪৯ গতর নেই চোপায় দড়, মেঙ্গে খায় তার পালি[১] বড়।

[১ শস্যের পরিমাণ]

২৩৫০ গতস্য শোচনা নাস্তি।[১]

[১ বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁতে উদ্ধৃত। 'কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং যথা। গতস্য শোচনা নাস্তি ইতি বেদবিদাং মতম্॥' নবীন তপস্বিনীতে 'গতানুশোচনা নাস্তি' পাঠ আছে। 'গতস্য শোচনা নাস্তি, যা হবার হয়ে গিয়েছে'—গিরিশ ঘোষের হারানিধি]

২৩৫১ গদাইলস্করী চাল।[১]

[১ গদা বা ভারবাহী নৌকার ('গাধা' বোটের) মন্থর ও দীর্ঘসূত্রী লস্করের মত। মতান্তরে, গদাধর লস্কর নামক কোনো বিপুলকায় ধনী ব্যক্তির মন্থর গতি ও ক্ষিপ্রকারিতার অভাব হইতে এই প্রবাদের উৎপত্তি ; কিন্তু এই ব্যাখ্যা কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়।—'গদাই লস্করি চালটুকু দেখছি অভ্যাস করা আছে'—অমৃত বসুর বাহবা বাতিক]

২৩৫২ গন্ধমাদন আনা।[১]

[১ এই বাক্যাংশ প্রবাদাকারেও দেখা যায় ঃ আনতে বললে বিশল্যকরণী, এনে বসল গন্ধমাদন]

২৩৫৩ গব্য থাকলে[১] আগে পাছে[২], কি করে তার শাকে মাছে।[৩]

[১ পা—যদি গব্য। ২ অর্থাৎ ঘৃত আহারের আগে ও দুগ্ধ আহারের শেষে। ৩ পা—থাকে গব্য আগা পাছা, কি করে তার শাগা মাছা]

গভীর জলের মাছ, নং ৭২ দ্রষ্টব্য।

২৩৫৪ গয়ংগচ্ছ রূপে চলা।

[১ 'নায়েব ফাঁপরে পড়িয়া গয়ংগচ্ছরূপে আম্‌তা আম্‌তা রকমে চলিতে লাগিল'—আলালের ঘরের দুলাল]

২৩৫৫ গয়লা আশী বছরেও সাবালক হয় না।[১]

[১ পা—গয়লার আশী বছরেও বুদ্ধি পাকে না ; গয়লা আশী বছরে সাবালক]

২৩৫৬ গয়লাতে গাড়া খোঁড়ে পাড়ার মারতে গাই।
সেই গাড়াতে প'ড়ে মরে গয়লার সাত ভাই ॥[১]

[১ নং ৪৮৯৬]

২৩৫৭ গয়লার গুণে ঘি, মায়ের গুণে ঝি।[১]

[১ নং ৫৬৭৪]

২৩৫৮ গয়লার চোঙা, উপুড় করলেই নেই।

২৩৫৯ গয়লার দই গয়লায় বাখনায়।[১]

[১ পা—গয়লার দই গয়লা টক বলে না]

গয়লার দুধ ইত্যাদি, নং ৪১৬৬ দ্রষ্টব্য।

২৩৬০ গয়লার ধর্ম্ম কেঁড়ের বাইরে।

২৩৬১ গয়ার পাপ বিদায় করা।[১]

[১ গয়ার প্রেত সহজে উদ্ধার লাভ করে না (নং ১৮৩৮ দ্রষ্টব্য), স্থতরাং তাড়ানো কঠিন। 'নূতন নূতন ভাল লাগিবে, শেষকালে সকলে রাগিবে, বলিবে—বেটা বড় গয়ার পাপ'—দাশু রায়]

২৩৬২ গরজ পড়লে খোঁড়াও লাফায়।

২৩৬৩ গরজ বড় বালাই।[১]

[১ নং ৪১২২]

২৩৬৪ গরজ ভারি, খরচ কম।

২৩৬৫ গরজী যেমন, আহাম্মক তেমন।

২৩৬৬ গরজে গয়লা ঢেলা বয়।[১]

[১ অর্থাৎ দুধের বাঁকে, দুই দিকের পাল্লা ভারসাম্যে সমান করিবার জন্য একদিকে ভারি ইট ইত্যাদি বহন করে]

২৩৬৭ গরজে ধান ভানে মরদে।

২৩৬৮ গরজে[১] লোহা বয়, অগরজে[২] সোনাও[৩] নয়।

[১ পা—লাভে। ২ পা—অলাভে। ৩ পা—তুলোও; শোলাও]

২৩৬৯ গরজের পা মাথার ওপর দিয়ে।

২৩৭০ গরব কর যৌবনভরে, কাঁদতে হবে অঝোর ঝরে।[১]

[১ নং ২৭২ প্রবাদের সংক্ষিপ্ত আকার]

২৩৭১ গরবিণী রাই।

২৩৭২ গরবের গরবিণী, এই পরেন নাকে নথ, এই পরেন কানে।

২৩৭৩ গরম ভাতে বেরাল ভোতা[১]।

[১ পা—বেজার। নং ৮৫৩৮]

২৩৭৪ গরীবকে* দিলে তোলা থাকে[১]।

[১ অর্থাৎ পুণ্যের হিসাবে জমা থাকে]

২৩৭৫ গরীব মানুষ ফড়িঙ খায়, পাল্‌কি চ'ড়ে বাহ্যে যায়।

গরীবের কথা বাসি হলে ইত্যাদি, নং ১৫২৪ দ্রষ্টব্য।

গরীবের বাড়ী হাতীর পাড়া, নং ১৫৩২ দ্রষ্টব্য।

২৩৭৬ গরু কালো ব'লে কি দুধও কালো হবে।

২৩৭৭ গরু কিন্‌বে আগে পাছে[১], পুকুর কাটবে বাড়ীর নাছে[২]।

[১ অগ্রপশ্চাৎ দেখিয়া বা ভাবিয়া। কিন্তু লঙ সাহেবের ব্যাখ্যা এইরূপ—'পালের অগ্রে বা পশ্চাতে যে গরু যায় তাহা ক্রয় করা কর্ত্তব্য, কারণ অগ্রের গরু বলিষ্ঠ, পশ্চাতের গো স্থূল হয়'। ২ নাছ=সং রথ্যা>লচ্ছা>লাছ বা নাছ। সদর বা খিড়কি দুই অর্থেই প্রয়োগ পাওয়া যায়; তবে প্রাচীন সাহিত্যে সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত]

২৩৭৮ গরু-খোঁজা করা।

২৩৭৯ গরু জরু ঘোড়া, এক এক ঘাড়মোচড়া।[১]

[১ নং ২৮৩২]

২৩৮০ গরু জরু ধান, রাখ বিদ্যমান[১]।

[১ পা—তিনে রাখে মান]

২৩৮১ গরু জরু ধান, না দেখলেই যান্‌।

২৩৮২ গরু জরু পাটুনী, মাঝে মাঝে পিটুনী[১]।

[১ পা—তিন সন্ধ্যা আঁটুনি]

---

* কাঙাল শব্দে ধৃত প্রবাদগুলিও দ্রষ্টব্য।

২৩৮৩ গরুড় মূর্ত্তি। বা গরুড় পক্ষীর মত থাকা।[১]

[১ বিষ্ণুর নিকট ভীত ও যুক্তকরে অবস্থিত গরুড়ের মত]

২৩৮৪ গরুড়-শয়ন।[১]

[১ জন্মের পূর্ব্বে গরুড় দীর্ঘকাল অণ্ডের মধ্যে সুপ্ত ছিলেন। 'ঠারেঠোরে কথা কই দিনে পতির সনে। রাত্রি হইলে নিদ্রা যাই গরুড়-শয়নে ॥'—কবিকঙ্কণ]

২৩৮৫ গরুতে খেলে বাড়ে, ছাগলে খেলে মুড়িয়ে যায়।

২৩৮৬ গরুতে না চিনে হাল, মানুষে না চিনে কাল।

২৩৮৭ গরু তোরে বেচব না,

এখানেও ঘাস-জল সেখানেও ঘাস-জল।

২৩৮৮ গরু[১] না বিয়তে ঘিয়ের দর।

[১ পা—গাই]

২৩৮৯ গরু বিকায় ঠাটে, কাপড় বিকায় পাটে।

২৩৯০ গরু মরবে ধরবে তুলে, মানুষ মরবে ধরবে চেপে।

২৩৯১ গরু মেরে গোলকে বাস, গঙ্গাস্নানে সর্ব্বনাশ।

২৩৯২ গরু মেরে[১] জুতো দান[২]।[৩]

[১ পা—কেটে। ২ পা—বামুনকে জুতো দান। ৩ 'ভদ্র চালচুল নাই, কেবল গরু কেটে জুতা দান ধার্ম্মিকতা আছে' —আলালের ঘরের দুলাল। টেকচাঁদের মদ খাওয়া বড় দায় গ্রন্থেও 'কেটে' পাঠ আছে। নং ৩৪৬৪]

২৩৯৩ গরু যার, গোবর তার।

২৩৯৪ গরুর ইচ্ছায় হাল চয় না।

গরুর কুটুম চাটলে-চুটলে ইত্যাদি, নং ৬৬৭৬ দ্রষ্টব্য।

২৩৯৫ গরুর দোষে গয়লা নষ্ট।

২৩৯৬ গরুর পিরীত চেটে, মানুষের পিরীত সেঁটে[১]।[২]

[১ ঠাসিয়া ধরিয়া। ২ নং ৬৬৭৬]

২৩৯৭ গরুর বাঁটে গোবর দেওয়া।[১]

[১ 'তোমার জন্যে কুলাঙ্গনারা গরুর বাঁটে গোবর দেওয়ার ন্যায় গায় কালি দিতে পারে, কিন্তু কুলে কালি দিতে পারে না'—সধবার একাদশী]

২৩৯৮ গরুর মধ্যে এঁড়ে, জাতের মধ্যে নেড়ে।[১]
খাওয়ালে-দাওয়ালেও মারে তেড়ে॥
[১ নং ৩৩৭৬, ৫১৩৫, ৮০০৯]

গরুর লেজ ধ'রে বৈতরণী পার, নং ৬০০৭ দ্রষ্টব্য।
গরুর শত্রু কা' ইত্যাদি, নং ২৪৬৩ দ্রষ্টব্য।

২৩৯৯ গরুর হাঁচি।[১]
[১ "জীব' বলাও দোষ, না বলাও দোষ। অর্থাৎ ছোট-লোকের খোসামোদ"—লঙ সাহেবের মন্তব্য]

গরু হাবড়ে পড়ে যার ইত্যাদি, নং ৭১২৭ দ্রষ্টব্য।

২৪০০ গরু হারালে পাওয়া যায়।[১]
[১ অর্থাৎ এমন স্থল যেখানে সব কিছু খুঁজিলে পাওয়া যায়। 'Symptomatic treatment আশ্চর্য্য! এতে তা হলে গরু হারালে পাওয়া যায়'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ]

২৪০১ গরু হাল বেচে ভাতার, গড়ায় মাগের গলার হার।

২৪০২ গর্জ্জন আছে, বর্ষণ নেই।[১]
[১ পা—বর্ষণ নেই গর্জ্জন সার ; গজরায় কিন্তু বর্ষায় না। 'যেমন গর্জ্জন হইয়াছিল, তেমনি বর্ষণ হয় নাই'—আলালের ঘরের দুলাল। নং ৬৯৮৮]

২৪০৩ গর্জ্জন নেই, বর্ষণ সার।[১]
[১ নং ২৪০২]

২৪০৪ গর্ত্তের সাপ খুঁচিয়ে বের করা।

২৪০৫ গর্ভযন্ত্রণা।[১] গর্ভস্রাব।[২]
[১ উৎকট ও দীর্ঘ যাতনা অর্থে। ২ গালাগালি। কিন্তু 'গর্ভস্রাবে যাওয়া' বাক্যের প্রয়োগ, যথা—'তাহার জন্য এত টাকা গর্ভস্রাবে গেল, তবু ছিড়েন নেই, আবার কোন মুখে টাকা চায়'—আলালের ঘরের দুলাল]

২৪০৬ গর্ভে ঋণে বিষয়ে কুক্কুর-রতি-রসে।
প্রবেশে পরম সুখ, প্রাণ যায় শেষে॥[১]
[১ রামেশ্বরের শিবায়ন। বোধ হয়, এই পদ্যটির মূলে কোন চল্‌তি প্রবাদ আছে। নং ৭৪০৪]

২৪০৭ গলগ্রহ। বা, পরের গলগ্রহ হওয়া।[১]

[১ 'শিখিব পড়িব বড়লোক হব, পরের গলগ্রহ হয়ে কেন র'ব'—চিরঞ্জীব শর্ম্মা। 'পরের গলগ্রহ হয়ে বেড়াচ্ছি, তবু বিলাসে সজ্জিত হয়েছি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের দুর্গাদাস। 'সে যে দাদার গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই তাহাকে উঠিতে বসিতে বিঁধে'—শরৎচন্দ্রের পণ্ডিত মশাই]

২৪০৮ গল্প করা অল্প নয়, তালগাছটা খড়কে হয়।

২৪০৯ গল্পহাজারীর বাড়ী, টাকায় ষোলখান শাড়ি।

২৪১০ গল্পের গরু গাছে ওঠে।

২৪১১ গলা (বা গাল) টিপলে দুধ বেরোয়।[১]

[১ 'বেটার গলা টিপলে বেরয় দুগ্ধ, পোঁদে গিয়েছিস বুড়িয়ে' —দাশু রায়। 'নিতান্ত ছেলেমানুষ!...এখনো গাল টিপলে মায়ের দুধ বেরোয়'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহ]

২৪১২ গলা ধ'রে বলতে যাওয়া।

২৪১৩ গলা নেই গান গায়, বিনা সম্বলে পথ বায়[১]।

[১ পা—মাগ নেই শ্বশুরবাড়ী যায়। নং ২৪১৪ দ্রষ্টব্য]

২৪১৪ গলা নেই গান গায় মনের আনন্দে।
মাগ নেই শ্বশুরবাড়ী যায় পূর্ব্বের সম্বন্ধে॥

২৪১৫ গলাফুলো পায়রা।[১]

[১ 'বক্রেশ্বরও অর্দ্ধচন্দ্রের দাপটে গলাফুলো পায়রা হন'— আলালের ঘরের দুলাল]

২৪১৬ গলায় আঙুল দিয়ে কাশ তোলা[১]।

[১ পা—বমি করা। 'গলায় আঙ্গুল দিয়া কেন তোল কাশ'—রামপ্রসাদ]

২৪১৭ গলায় কাঁটা বাঁধলে দড়[১], বেরালের পায়[২] গড় কর।[৩]

[১ পা—মাছের কাঁটা গলায় দড়। ২ পা—বেরালে গিয়ে। ৩ পা—কাঁটা যদি ঠেকে গলায়, বিড়ালেরও ধরে পায়।—নং ৬০৩২]

২৪১৮ গলায় গলায় পিরীত (বা ভাব)।[১]

[১ নং ৮৫৭৮]

২৪১৯ গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনা।[১]

[১ 'আজ যেমন আসবে গলায় গামছা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব'—জামাই বারিক]

২৪২০ গলায়-দড়ে জাত[১], অন্ত পাওয়া ভার।[২]

[১ ব্রাহ্মণ। নং ৮০৪। ২ 'গলায়-দড়ে জাত প্রায় বড় ধূর্ত্ত, অন্ত পাওয়া ভার'—আলালের ঘরের দুলাল। 'গলায়-দড়ে জাতই অন্তজ'—প্যারীচাঁদ মিত্রের আধ্যাত্মিকা]

২৪২১ গলায়[১] পড়েছে ঢোল, বাজালে সিদ্ধি।

[১ পা—ঘাড়ে]

২৪২২ গলায়[১] প'ড়ে বজায় সিদ্ধি, বিপদে যায় বুদ্ধি শুদ্ধি।

[১ পা—গায়ে]

২৪২৩ গলার নীচে গেলে আর মনে থাকে না।

২৪২৪ গলার মাদুলি ক'রে রাখা।

২৪২৫ গলার ফাঁসি[১]।

[১ 'আমি পরের ঘরে কিনব না তোর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি'—রবীন্দ্রনাথ]

২৪২৬ গলার হারও ভার হয়।

২৪২৭ * গাইও বুড়ো, বিয়ানও শেষ।

২৪২৮ গাই কিনবে ঝাঁপড়ী[১], বউ আনবে ফেঁতড়ী[২]।[৩]

[১ পা—খেঁকরা। ২—পা নেকরা। ৩ খনার বচন নং ৫১।—নং ২৬৮০]

২৪২৯ গাই কিনবে[১] দুয়ে, বলদ কিনবে[১] বেয়ে।[২]

[১ পা—নেবে। ২ খনার বচন নং ৫০]

২৪৩০ গাই গয়লায় ভাব থাকলে,
এক হাঁটু জলেও আধসের দুধ।[১]

[১ নং ২৪৩৩]

২৪৩১ গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।

২৪৩২ গাই নেই ত বলদ দো'।

---

* 'গরু' শব্দে ধৃত প্রবাদগুলিও দ্রষ্টব্য।

২৪৩৩ গাই বাছুরে ভাব[১] থাকলে, বনে[২] গিয়ে দুধ দেয়[৩]।[৪]

[১ পা—পিরীত। ২ পা—মাঠে। ৩ পা—দুধের ভাবনা কি। ৪ 'কথায় বলে, গাই-বাছুরের ভাব থাকলে বনে গিয়ে দুধ খাওয়ায়'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ষোড়শী। নং ২৪৩০]

২৪৩৪ গাইয়ের বেটী, বউয়ের বেটা, তবে জানবে কপাল গোটা।

২৪৩৫ গাঁ গড়ানে ঘন পা[১], যেমন মা তেমন ছা।[২]

[১ জমি গড়ানে হইলে ঘন রোপণ। ২ খনার বচন নং ৪৩]

গাঙ পার হয়ে কুমীরকে কলা দেখানো, নং ২২২৬ দ্রষ্টব্য।

২৪৩৬ গাঙ পার হয়ে ভেলায় লাথি।

২৪৩৭ গাঙ[১] মরলেও[২] রেক[৩] মরে না[৪]।

[১ পা—খাল। ২ পা—শুকোলেও। ৩ চিহ্ন, রেখা। ৪ পা—নদী শুকোলেও রেখা থাকে]

২৪৩৮ গাঙে গাঙে[১] দেখা হয়, বোনে বোনে দেখা নয়।

[১ পা—রাজায় রাজায়]

২৪৩৯ গাঙের মধ্যে ঢেউ দেখে নৌকা ডুবায় কূলে।[১]

[১ নং ৩৭১২]

২৪৪০ গাছ কেটে কোঁদল করা।

২৪৪১ গাছগাছালি ঘন[১] সবে না, গাছ হবে তায় ফল হবে না।[২]

[১ অর্থাৎ ঘন করিয়া রোপণ। ২ খনার বচন নং ১০০]

২৪৪২ গাছ পড়বার আগে, গাছের বাঁদর ভাগে।

গাছ থেকে প'ড়ে গেল ইত্যাদি, নং ২৯৮ দ্রষ্টব্য।

২৪৪৩ গাছ রুইলে বড় কর্ম্ম, মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম্ম।[১]

[১ ডাকের বচন]

২৪৪৪ গাঁ ছাড়ে না কুকুর, মাছ ছাড়ে না পুকুর।

২৪৪৫ গাছে উঠতে পারে না, বড় ছানাটি আমার।

২৪৪৬ গাছে ওঠে পড়তে, জামিন দেয় মরতে।

২৪৪৭ গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল[১]।[২]

[১ ইহার পর 'কেমনে কাঁঠাল গালে গেল' এই অধিক বাক্য পাওয়া যায়। ২ 'গাছে কাঁঠাল গোঁপেতে তেল, তাতে কি আর আশা আছে'—গোপাল উড়ে। 'তুই মুখ্যু কি না, গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল দিয়ে বসেছিস'—গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল]

২৪৪৮ গাছে গরু চরান্, মুখে ধান শুকান্।[১]

[১ অর্থাৎ বাক্যবাগীশ]

২৪৪৯ গাছে চড়লে সাত দেবতা দেখায়।[১]

[১ গল্পে আছে, কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে গাছে চড়াইয়া, মিথ্যা করিয়া নীচে নানা বিষয় আছে বলিয়া ফাঁকি দেওয়া]

২৪৫০ গাছে চড়িয়ে আছাড় দেওয়া।

২৪৫১ গাছে তুলতে সবাই আছে।[১]

[১ পা—গাছে তুলতে পারে সবাই, নামাতে আমার কেহ নাই। 'তোমরা আমাকে গাছের উপর উঠাইয়া এ কর্ম্ম কেন করাইলে'—মদ খাওয়া বড় দায়]

২৪৫২ গাছে তুলে দিয়ে বঁধু, কেড়ে নিলে মই।[১]

[১ নবীন তপস্বিনী। 'গাছে তুলে মই কেড়ে লও, আচকা ফেল অথান্তরে'—গোপাল উড়ে। 'আপনি তুলিয়া গাছে কেড়ে লও মই গো'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'আশার গাছে তুলে পিছে কেড়ে নিলে সুখের মই'—মনোমোহন বসু। 'পালাবে বই কি, আমায় গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিতে চাও'—অমৃত বসুর নবযৌবন। 'একে বলে—গাছে উঠিয়ে মই কেড়ে নেওয়া'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ভীষ্ম]

২৪৫৩ গাছে না উঠতেই[১] এক কাঁদি।[২]

[১ পা—চড়তেই। ২ কুলীনকুলসর্ব্বস্বে ও অমৃত বসুর রাজা বাহাদুরে প্রযুক্ত]

২৪৫৪ গাছে ফলের ভর ধরে, না, ফলে গাছের ভর ধরে।

২৪৫৫ গাছে ফুল, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।[১]

[১ অনুরূপ বচনের জন্য নং ৮০৬ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য]

২৪৫৬ গাছে ব'সে কাক হাগে, বলে—দেখেনি।

গাছের আম গাছে রইল, বোঁটা গেল খ'সে, নং ৬০৯৫ দ্রষ্টব্য।

২৪৫৭ গাছেরও খায়[১] তলারও কুড়ায়[২]।

[১ পা—পাড়া। ২ পা—কুড়ানো। 'তোমরা গাছের পাড়, তলার কুড়াও'—দাশু রায়]

২৪৫৮ গাছে চেয়ে ফল ভারি।[১]

[১ নং ৩২৯৯]

২৪৫৯ গাছের চেয়ে ফলের আদর।

২৪৬০ গাছের পরিচয় ফলে।[১]

[১ পা—গাছ, তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়।—নং ৫৩৩৩]

২৪৬১ গাছের ফল গাছকে ভারি নয়।

২৪৬২ গাছের মিঠা কেবা খায়, মুখের মিঠা কে না পায়।

২৪৬৩ গাছের[১] শত্রু কা'[২], খুঁচিয়ে করে ঘা।

[১ পা—গরুর। ২ কাক]

২৪৬৪ গাছের শত্রু লতা, মানুষের শত্রু কথা।

২৪৬৫ গাজনে[১] উঠলে, বাপকে শালা বলে[২]।

[১ পা—ঝাঁপানে (=গাজনের মঞ্চে)। ২ পা—জ্ঞান থাকে না। নং ২৯৫৫]

২৪৬৬ গাজনের নেই ঠিক ঠিকানা,
ডাক দিয়ে বলে—ঢাক বাজা না।

২৪৬৭ গাঁজা খেলে পাঁজা বাড়ে, গর্দ্দানে বাড়ে জোর।
বাপ-দাদার নাম ডুবিয়ে ডাকে গাঁজাখোর॥

২৪৬৮ গাঁজা, গুলি, অন্নভাঙ্গা[১], তিন নিয়ে ফরাসডাঙ্গা।

[১ ধেনো মদ?]

২৪৬৯ গাঁজা গেরুয়া গোঁফদাড়ি, এই তিনে সাধু ভারি।

২৪৭০ গাঁজা তাড়ি প্রবঞ্চনা, তিন নিয়ে শরশুনা।

২৪৭১ গাঁজার নাম রাজভোগ, তেড়ে মারে অন্তরের রোগ।

২৪৭২ গাঁটে গিরায় কড়ি নেই, বাকি শহরে সায়র।

২৪৭৩ গাঁটের কড়ি দিয়ে মদ খাই, লোকে বলে মাতাল।

গাড় থেকে বিউলেশ্বরী বেরিয়ে এস ইত্যাদি, নং ১৫৩৭ দ্রষ্টব্য।

২৪৭৪ গাড়ি, চলেন ত রথ, না চলেন ত আগুলেন পথ।

২৪৭৫ গাড়ির ওপর নাও, নাওর ওপর গাড়ি।

২৪৭৬ গাঁ ঢুকতে ভেটে রায়[১], এক গুণ ব্যাপারে[২] দু'গুণ পায়।

[১ যদি রাজা বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়। ২ বাণিজ্যে বা কাজকর্ম্মে]

২৪৭৭ গাঁতে[১] আঁটে না গুইসাপ, তার লেজে বাঁধা কুলো[২]।

[১ পা—গর্ত্তে। ২ পা—কুলো লেজে বাঁধে]

২৪৭৮ গা থম্‌থম্ গা থম্‌থম্ গা থম্‌থম্ করে।
কে নেবে মোর শাকের পেতে[১], কে নেবে গো ঘরে।[২]

[১ ছোট চুবড়ি। ২ পা—কে নেবে মোয় ধ'রে। নং ১২৩০]

২৪৭৯ গাধাকে পরালে বাঘের ছাল, বাঘ থাকে না চিরকাল।

২৪৮০ গাধাকে সাজ পরালে ঘোড়া হয় না।

২৪৮১ গাধা পিটিয়ে ঘোড়া।

২৪৮২ গাধা সকল বইতে পারে, ভাতের কাঠি বইতে নারে[১]।

[১ 'as they absurdly say this animal will not do'—Morton।—নং ৪৪৩৮]

২৪৮৩ গান জানি না, মান জানি না, খাই একপাত দোক্তা।
প'ড়ে আছি শিমুল গাছের তক্তা॥

২৪৮৪ গান শুনব[১] অক্রূর-সংবাদ, পয়সা দেব[২] একটি।

[১ পা—শুনবেন। ২ পা—দেবেন]

২৪৮৫ গাঁ নষ্ট কাণায়,[১] পুকুর নষ্ট পানায়[২]।[৩]

[১ পা—গাঁয়ের (বা, ঘরের) শত্রু কাণা। ২ পা—পুকুরের (বা, জলের) শত্রু পানা। ৩ পা—গ্রাম নষ্ট কানায়, বিল নষ্ট কানায়]

২৪৮৬ গাঁ নেই তার সীমানা।[১]

[১ সং—নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা নাস্তি বিদ্যা কুতো যশঃ। —নং ২০৪৫, ২৪৮৯, ২৫১০]

২৪৮৭ গানের আগে গুন্‌গুনি, ঝড়ের আগে সুন্‌সুনি।

২৪৮৮ গা ফাটা, কান কাটা,[১] দাদ গায়ে যার।
সদাই বিরস মন, সুখ নেই তার॥

[১ পা—মাগমরা গরুহারা। নং ৬৫৫১]

২৪৮৯ গাঁ বড়[১] তার মাঝের পাড়া, নাক বড় তার নথ নাড়া[২]।[৩]

[১ পা—গাঁ নেই (দ্বিতীয় বাক্যে 'নাক নেই') ; বড় গাঁ ; ভারি গাঁ। ২ নং ২৯৭৫, ৪৫৩৪। পা—চাল নেই তার ধুচনী নাড়া। ৩ নং ২০৪৫, ২৪৮৬, ২৫১০]

গাবতলায় যদি আম পাই ইত্যাদি, নং ৫৩৬ দ্রষ্টব্য।

২৪৯০ গাঁ বেড়ায়, ধোপানী-তোলা জলে নায়।

২৪৯১ গামছা-মোড়ার দল।[১]

[১ দুর্ব্বৃত্ত ; পূর্ব্বকালে দস্যুর দল গলায় গামছা দিয়া পথিকদের মারিত]

২৪৯২ গাঁয় আধা, খাঁয়[১] আধা, মোড়লের মা একলাই আধা।

[১ অর্থাৎ খাঁ সাহেব বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি]

২৪৯৩ গায়ক বড় তার দু'হাতে মন্দিরা।

২৪৯৪ গায়ে ওড়ে খড়ি, কলপ-দেওয়া দাড়ি।

২৪৯৫ গায়ে গায়ে শোধ।[১]

[১ নগদ মূল্য না দিয়া অন্য দ্রব্যে বা স্বয়ং খাটিয়া শোধ]

২৪৯৬ গায়ে গু মাখলেও[১] যমে ছাড়ে না।[২]

[১ পা—কাঁথা ভ'রে হাগলেও। ২ 'গায়ে কাদা মেখে থাকলে যম ছাড়ে না'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বঙ্গনারী]

২৪৯৭ গায়ে নেই চাম, রামকৃষ্ণ নাম।

২৪৯৮ গায়ে নেই ছাল-বাক্‌লা, মদ খায় আক্‌লা-আক্‌লা।

২৪৯৯ গায়ে নেই রস, রাঁধে গণ্ডা দশ।

২৫০০ গায়ে জ্বর আসা।[১]

[১ শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ পাওয়া। 'টাকা দিতে হইলে গায়ে জ্বর আইসে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'শান্তিপুরের ব্রহ্মচারীর কথা মনে হলে আমার গায়ে জ্বর আসে'—লীলাবতী]

২৫০১ গায়ে প'ড়ে ভাব বা ঝগড়া করা।[১]

[১ 'আবার গায়ে প'ড়ে ঝগড়া কত্তে আসচে'—লীলাবতী। 'দায়ে প'ড়ে গায়ে প'ড়ে করিস কোঁদল'—ঈশ্বর গুপ্ত]

২৫০২ গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান।[১]

[১ 'পরিশ্রম না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন আরাম! 'গায়ে ফুঁ দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চড়ে ব্যাড়াচ্চেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

২৫০৩ গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।[১]

[১ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় প্রযুক্ত। 'সকলেই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'—আলালের ঘরের দুলাল। 'সময় কাটানও চাই, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লগিরি করাও চাই'—মদ খাওয়া বড় দায়]

২৫০৪ গায়ে যদি থাকে বল, মুড়ি[১]-কোদাল যায় রসাতল।

[১ অতীক্ষ্ণ, ভোঁতা]

২৫০৫ গায়ের কালি ধুলে যায়, মনের কালি ম'লে যায়।

২৫০৬ গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, মাথায় ফুলেল তেল।

২৫০৭ গাঁয়ের গুণে[১] গ'ড়ে[২] গরুও বিকায়[৩]।

[১ পা—পাড়াপড়শীর গুণে। ২ সং 'গলি' শব্দ হইতে ('অবিজ্ঞাতকিণস্কন্ধঃ সুখং স্বপিতি গৌর্গলিঃ); দুষ্ট বা অলস গরু। পা—বেঁড়ে। ৩ পা—বিকিয়ে যায়]

২৫০৮ গায়ের জ্বালা মেটান।

২৫০৯ গায়ের জোরে হার যথা, মনের জোরে জয় তথা।

২৫১০ গাঁয়ের নামে তেঘরে, তার উত্তর পাড়া দক্ষিণ পাড়া।[১]

[১ নং ২০৪৫, ২৪৮৬, ২৪৮৯]

২৫১১ গায়ের মলা ঝিনুকে চাঁছে, মাথার উকুন বাঁদরে বাছে। মা'কে ব'লো—ভাল আছে।

২৫১২ গাঁয়ের মেধো, ভিন্ গাঁয়ের মধুসূদন।

২৫১৩ গাঁয়ের মেয়ে সিক্‌নি-নাকী।

গাঁয়ের শত্রু ইত্যাদি, নং ২৪৮৫ দ্রষ্টব্য।

২৫১৪ গায়ে বা আপনার গায়ে হাত দিয়ে[১] কথা বলা।

[১ অর্থাৎ নিজের ত্রুটির দিকে নজর রাখিয়া। 'যদি যথার্থ জাত জাত করিয়া বেড়াও তবে আপনাদিগের গায়ে হাত দিয়া কথা কহ'—মদ খাওয়া বড় দায়]

২৫১৫ গালকে[১] মাল[২] হারে[৩], বোঁচা কানে ছুরি হারে।

[১ পা—গালুয়ার কাছে (গালুয়া=গল্পবাজ)। পা—দোহারে (=দুই জনকে)। ২ মাল=মল্ল (যথা, 'বৃহৎ শরীর তুমি দিগ্বিজয়ী মাল'—ঘনরাম; 'রায়বেঁশে মাল'—ভারতচন্দ্র)। কবিকঙ্কণ 'মাল-বিদ্যা' বা মল্লবিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। ৩ 'The hero is worsted by the swaggering talker'—Morton]

২৫১৬ গালগল্প কোঠাবাড়ী, বাজার খরচ চোদ্দ বুড়ি।

গাল পুড়ল আপ্তদোষে ইত্যাদি, নং ৩৪৫৪ দ্রষ্টব্য।

২৫১৭ গালফুলো গোবিন্দের মা[১], চাল্‌তা-তলায় যেও না।

[১ 'রূপের ধ্বজা! যেন গালফুলো গোবিন্দের মা'—দেবীচৌধুরাণী]

২৫১৮ গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

২৫১৯ গালে কেন কালি? না, রেঁধেছি এক পালি।

[১ শস্যের পরিমাপক পাত্র]

গালে চূণকালি দেওয়া, নং ৯১৬ দ্রষ্টব্য।

২৫২০ গাঁ সম্পর্কে পাড়া উজাড়।[১]

[১ দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শে 'ওজড়' পাঠ]

২৫২১ গাঁ সুদ্ধ মারে, দোহাই দেব কারে।

[১ 'গাঁ শুদ্ধ মানুষ মারে, দোহাই দেব কারে'—দাশু রায়। নং ৫৭৩৫, ৭৫৬৫]

২৫২২ গাঁ সুবাদে মুচি মিন্‌সে মামা।

২৫২৩ গিন্নী পায় না ভাত, কুকুরে নাড়ে ঘাড়।

২৫২৪ গিন্নী ভাঙলে জা'ড়[১], ফেল গে বাড়ীর বা'র।
মেয়ে ভাঙলে কাঁসি, পড়ল একটা হাসি।
বউ ভাঙলে শরা, গেল পাড়া-পাড়া ॥[২]

[১ জা'ড়, জাড়ি বা জাইড়=বড় ঘড়া, জালা। ২ পূর্ব্ব-

বঙ্গের পাঠান্তর—(ক) গিন্নী ভাঙল জাইড়, হল খান চাইর। বউ ভাঙল মুচি, হল কুচি-কুচি ॥ (খ) বউ ভাঙ্গে মুচি, তারে কয় ছুঁচী। মাইয়া ভাঙে মাইট, তারে কয় ষাইট ॥ মুচি=আস্‌কে পিটে বানাবার ছোট শরা। 'ছ্যাক্ ছ্যাক্ শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি'—ঈশ্বর গুপ্তের পৌষপার্ব্বণ।—নং ৫৩৮১, ৮০৩৫]

২৫২৫ গিন্নীর ওপর গিন্নীপনা, ভাঙা পিঁড়েয় আল্‌পনা।

২৫২৬ গিন্নীর গায়ে গন্ধ নেই।[১]

[১ নং ১৪৩৫]

২৫২৭ গিন্নীর পাপে গেরস্থ নষ্ট।[১]

[১ নং ১৩৫৩, ৭৫৭৫। 'গৃহিণীর পাপপুণ্যে ঘর থাকে ম'জে'—ভারতচন্দ্র]

২৫২৮ গিন্নীর হাতে রাঙা পলা, বউয়ের হাতে সোনার বালা।

২৫২৯ গিন্নী হবার সাধ, কাঁখে কলসী বড়ই বাধ[১]।[২]

[১ পা—ক্ষুদ থাকতে মলুকাতে হাত। ২ নং ১৪৯৫]

২৫৩০ গিয়া তিন কাল শেষে এই হাল।[১]

[১ ভারতচন্দ্র।—নং ৩৭৯১]

২৫৩১ গিল্‌টি কাজে পালিশ করা।[১]

[১ 'গিল্‌টি কাজে পালিশ করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা' —হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

গিল্‌তেও পারে না, ওগ্‌রাতেও পারে না, নং ৮৩৫৭ দ্রষ্টব্য।

২৫৩২ গীত গায় কে লো রাই, আমার দেওরের ভাই[১]।

গায় কেমন ?

আপনা' রস, পরের বেরস, ভেড়া থেকে কিঞ্চিৎ সরস ॥

[১ অর্থাৎ স্বামী]

২৫৩৩ গু খাই নে গন্ধ ব'লে, লোহা খাই নে শক্ত ব'লে।

২৫৩৪ গুটিপোকা গুটি ধরে, নিজের ফাঁদে নিজে মরে।[১]

[১ 'গুটিপোকায় গুটি করে, আপনার বুদ্ধে আপনি মরে' —দাশু রায়]

২৫৩৫ গুড় অন্ধকারেও মিষ্টি লাগে।[১]

[১ পা—সাচ্চা গুড় আঁধার রাতেও মিঠা]

২৫৩৬ গুড় খায় ত পাটালি হাগে।[১]

[১ নং ২৩৬]

২৫৩৭ গুড় ঢাললেই মিষ্টি।[১]

[১ নং ৬৯৬৮, ৭০১৫]

২৫৩৮ গুড় দিয়ে খেলে গুণচটও মিষ্টি লাগে।

২৫৩৯ গুড় ব্যাঘ্র।[১]

[১ 'গুরুচণ্ডালী' ভাষার উদাহরণ?—কিন্তু লঙ সাহেবের ব্যাখ্যা অন্যরূপ: কোন ব্যক্তি বালী গ্রামের নিবাসী মধু সিংহ নামক কোনও লোকের নাম ভুলিয়া গিয়া, নামের দুইটি শব্দে মিষ্টত্ব ও ভয়ানকত্ব আছে কেবল এইটুকু মনে রাখিয়া, মধু সিংহের স্থলে গুড় ব্যাঘ্র এই নামকরণ করিল!]

২৫৪০ গুঁড়া লোহা পাঁজা করলেই অনেক দেখায়।

গুড়ে বালি, নং ৮৪৪৫ দ্রষ্টব্য।

২৫৪১ গুড়ের গন্ধে পিঁপড়ে আসে।[১]

[১ পা—গুড় থাকলেই পিঁপড়ে; যেখানে গুড় সেখানে পিঁপড়ে।—'গুড়ের গন্ধেই পীপড়ার পাল পিল্ পিল্ করিয়া আইসে'—আলালের ঘরের দুলাল। নং ৬৮০৫]

২৫৪২ গুড়ের ঘরে ডেঁয়ে[১] কর্তা।

[১ ডেঁয়ে বা বড় পিঁপড়ে]

২৫৪৩ গুণ ক'রে ভেড়া বানান।

[১ 'ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে'—আলালের ঘরের দুলাল। নং ১৭১০, ৬৩৩৩]

২৫৪৪ গুণ জ্ঞান[১] ছ'মাস, কপালের ভোগ[২] বার মাস।

[১ পা—তুক্ তাক্। ২ পা—কপালের যা তা]

২৫৪৫ গুণ থাকে ত কাঁদি[১], নুন থাকে ত রাঁধি।

[১ পা—ধন থাকলে কাঁদি। নং ৩০৪৩]

২৫৪৬ গুণ নেই, পালান[১] আছে।

[১ পর্য্যাণ, ভারবাহী পশুর পিঠে গদি]

২৫৪৭ গুণ যার আছে পেটে, সে কখনো চ'টে ওঠে।

২৫৪৮ গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।[১]

[১ ভারতচন্দ্র।—মদ খাওয়া বড় দায়ে প্রযুক্ত]

২৫৪৯ গুণে কড়ি জলে ফেলা।

২৫৫০ গুণে গেঁথে বরা পাগলা।

২৫৫১ গুণে ঘাট[১] নেই।[২]

[১ ঘাট্‌তি বা ন্যূনতা। ২ 'ছোট বাবুর গুণে ঘাট নেই' —গিরিশ ঘোষের মায়াবসান]

২৫৫২ গুণে নুন দিতে নেই।[১]

[১ অর্থাৎ নুন না দিয়াই স্বাদু! বিদ্রূপে—নির্গুণ]

২৫৫৩ গুণের আদর গুণীতে, ফুলের আদর ভোমরাতে।

২৫৫৪ গুণের আর সীমা নাই, আরে মোর ভাগ্‌নে কানাই[১]।

[১ নং ১৬৮২]

২৫৫৫ গুণের কথা বলব কত, কুম্ভকর্ণ নিদ্রাগত।
শেজে-মুতো, রাতকানা, দুর্ব্বাক্য বিষের পানা ॥[১]

[১ স্বামীর গুণবর্ণনা!]

২৫৫৬ গুণের বালাই নিয়ে মরা।[১]

[১ অপগুণ দেখিয়া বিদ্রূপ বা আক্ষেপোক্তি। 'বুদ্ধির বালাই লয়ে মরে যাই আমি'—রামেশ্বরের শিবায়ন। 'আহা মরি, চোরের বালাই লয়ে মরি'—ভারতচন্দ্র। 'একটু পায়ের ধুলো দাও, তুমি শাস্ত্রের কল্পতরু, তোমার বালাই লইয়া মরি'—মদ খাওয়া বড় দায়।—নং ৫৭৫৯ দ্রষ্টব্য]

২৫৫৭ গুণের মধ্যে চোখঠারা, না, চোখ টেরা।

২৫৫৮ গুঁতোয় পড়লে আমন ধানের খই ফোটে।

২৫৫৯ গুপ্ত বৃন্দাবন।[১]

[১ বৈষ্ণব শাস্ত্রে অপ্রকট লীলার বৃন্দাবন। বিদ্রূপে প্রযুক্ত]

২৫৬০ গুপ্তিপাড়ার মাটি, বাঁদর গড়ে খাঁটি।

২৫৬১ গু মাড়িয়ে গেলেও দরবার মাড়িয়ে যেতে নেই।

২৫৬২ গুয়াপানের[১] জন্য দুর্গোৎসব বাকি থাকে না।

[১ অর্থাৎ দাঁড়া গুয়াপান দিয়া মঙ্গলাচরণ না হইলেও। নং ৪০২৫]

২৫৬৩ গুয়ে ঢেলা মারা।[১]

[১ অর্থাৎ নিজের গায়ে ছিট্‌কে পড়ে। নং ১৫৪৬]

২৫৬৪ গুয়ে বলে—গোবর দাদা, তোর গায়ে কেন গন্ধ।

২৫৬৫ গুয়ে বলে—গোবর দাদা, মানুষের নাম কি বনমালী।

২৫৬৬ গুয়ে বলে—গোবরা ছেলের বনমালী নাম করবে।
চুপ্ কর চুপ্ কর, হাগী দিদি শুনলে হেসে মরবে॥[১]

[১ নং ৮৮২৪]

২৫৬৭ গুয়ে বসিয়ে দেওয়া।[১] গুয়ে হাত।[২]

[১ অত্যন্ত হীন করা। ২ অবাঞ্ছনীয় মন্দ বা হীন ভাগ্য]

২৫৬৮ গুয়ের এ পিঠ আর ও পিঠ।[১]

[১ অথবা শুধু, এ পিঠ ও পিঠ। 'রঘুয়ার চেহারা আর নদেরচাঁদের চেহারা এ পিট ও পিট'—লীলাবতী। 'এ পিট আর ও পিট, গঙ্গার পশ্চিম তীরেই রাঢ়ের আরম্ভ'—নবীন তপস্বিনী। 'এরা আপনার লোক, জ্ঞাতগোষ্ঠী, এমন কি মণিমাণিক্যের এ পিঠ ও পিঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না'—শরৎচন্দ্রের ষোড়শী। নং ৮৫০, ১১৭০, ৬৯৭৬, ৭৯৪০]

২৫৬৯ গুরু করবে জেনে, জল খাবে ছেনে।

২৫৭০ গুরু গরু আগুন, পায় আর বাড়ে দ্বিগুণ।

২৫৭১ গুরু ঘাঁটায়ে বিদ্যা পায়, মূর্খ ঘাঁটায়ে মার খায়।

২৫৭২ গুরুচণ্ডালী।[১]

[১ সাধুভাষার সহিত অপভাষার মিশ্রণরূপ দোষ]

২৫৭৩ গুরু ছেড়ে[১] গোবিন্দ ভজে, সে জন নরকে মজে।

[১ পা—নাই]

২৫৭৪ গুরু ধরে শিষ্যের পায়, গুরু শিষ্য স্বর্গে যায়।

২৫৭৫ গুরু নাম সত্য, যে জানে মাহাত্ম্য।

২৫৭৬ গুরু পুরুতে হল দ্বন্দ্ব, কারে বলি ভাল মন্দ।[১]

[১ 'গুরু পুরোহিতে দ্বন্দ্ব, কে বা ভাল, কে বা মন্দ'—দাশু রায়]

২৫৭৭ গুরু বোবা, শিষ্য কালা।[১]

[১ নং ১৭৭৫]

২৫৭৮ গুরুমারা বিদ্যা।[১]

[১ অর্থাৎ গুরুর নিকট হইতে শিক্ষিত বিদ্যার দ্বারাই গুরুকে মারা। 'অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা। যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।'—সোনার তরী]

২৫৭৯ গুরু মিলে লাখে লাখ, শিষ্য নাহি মিলে এক।

২৫৮০ গুরু মুতে দাঁড়িয়ে, শিষ্য মুতে পাক দিয়ে।

২৫৮১ গুরুর কথা না শোনে কানে,
প্রাণটা যাবে[১] হেঁচ্‌কা টানে।[২]

[১ পা—প্রাণ যাবে তোর। ২ বিবাহবিভ্রাটে উদ্ধৃত]

২৫৮২ গুরু লঘু বা লঘু গুরু জ্ঞান।[১]

[১ 'না মানিলোঁ লঘুগুরু জনে'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। 'লঘু গুরু না মেনে না হয় পুণ্যশ্লোক'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'কেউ ভাবে না লঘু গুরু, আপনি বলেন আমি গুরু'—দাশু রায়। 'কলকাতার লোকেদের কেতাই বুঝি এই রকম, গুরু লঘু জ্ঞান তাদের লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রত্নদীপ। নং ৭৭১৩, ৮০৪৪, ৮৮৪৭]

২৫৮৩ গুরু শিষ্য, চৌতার[১], যার ভজন সেই পার।

[১ চার তারের তান্‌পুরাজাতীয় যন্ত্রবিশেষ]

২৫৮৪ গুলি, খিলি, মতিচুর, এই তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর।

২৫৮৫ গুলিখোরের কিবা ঢঙ, দেখতে যেন চুঁচড়োর সঙ[১]।

[১ চুঁচুড়ার সঙ সম্বন্ধে নং ৩০৩৪ দ্রষ্টব্য। 'গুলি হাড়কালি

মা কালীর মত রঙ। টানলে ছিটে, বেচায় ভিটে, বানায় যেন চুঁচড়োর সঙ'—রূপচাঁদ পক্ষী]

২৫৮৬ গুষ্টির পিণ্ডি[১], বা গুষ্টির মাথা[২]।

[১ নির্ব্বংশ হইবার গালাগালি। 'আর বুঝবে কি আমার গুষ্টির পিণ্ডি'—গিরিশ ঘোষের সভ্যতার পাণ্ডা। ২ 'তোমার গুষ্টির মাথা পড়ে'—লীলাবতী]

২৫৮৭ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।[১]

[১ সং—ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥ ইতি দায়-ভাগ-ধৃতম্]

২৫৮৮ গৃহিণী লক্ষ্মীরূপিণী, বাম হলে কালভুজঙ্গিনী।

গৃহিণী হইয়া ইত্যাদি, নং ১৭০ দ্রষ্টব্য।

২৫৮৯ গেছলাম তোর বাপের দেশ,
দেখে এলাম তোর মায়ের বেশ।[১]

[১ অর্থাৎ বিধবার বেশ। গালাগালিতে প্রযুক্ত]

২৫৯০ গেছে গেছে টাকাটা, শিখলাম ত টোকাটা[১]।

[১ আঘাত, খোঁচা]

২৫৯১ গেছো ইঁদুর পোঁদে চেনা যায়।

২৫৯২ গেঁড়িভাঙা কেউটে।[১]

[১ 'হঠাৎ যদি একটা গেঁড়িভাঙা কেউটে রাস্তায় শুয়ে আছে দেখতে পান্'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

২৫৯৩ গেড়ের[১] চেঙ[২] কি স্বর্গ দেখে।[৩]

[১ ডোবার। ২ মৎস্যবিশেষ। পা—বেঙ। ৩ কুলীন-কুলসর্ব্বস্বে উদ্ধৃত]

২৫৯৪ গেঁয়ো যুগীর ভিক্ মেলে না।[১]

[১ 'ঐ যে কথায় বলে, গাঁয়ের যুগী ভিক্ষা পায় না, এখানকার কোন ব্যাটা কি তাকে চিনতে পারলে,—শরৎচন্দ্রের বৈকুণ্ঠের উইল]

২৫৯৫ গেরণের[১] চাঁদ সবাই দেখে।

[১ গ্রহণের। অর্থাৎ মানুষ বিপদগ্রস্ত হইলেই সকলের কৌতূহলের বিষয় হয়।—নং ২৯৪১]

২৫৯৬ গেরস্থ কাওরার[১] শূয়রে কড়ি।

[১ জাতিবিশেষের]

২৫৯৭ গেরস্থ বলে—প্রাণে ম'লাম, ছাগল বলে—আলুনি খেলাম।

২৫৯৮ গেরস্থে অলক্ষ্মী[১] পায়, চাল কুটে পিটে খায়।

[১ পা—ভূতে]

২৫৯৯ গেরস্থে গেরস্থে মেলা, খাসী কেটে ফেলা।
গরীবে গরীবে মেলা, শাক সিজিয়ে গেলা ॥

২৬০০ গেরস্থের ওজন বুঝে, তিন বোঁচকা বাঁধে চোরা।

২৬০১ গেরস্থের গরু দেখে চোরে পাকায় দড়ি।

২৬০২ গেরস্থের ভিটার দোষে, মুততে ব'সে হাগা আসে[১]।

[১ নং ৬১৪২,৬৯৫৫]

২৬০৩ গেরোর ওপর গেরো, আগের গেরো আল্‌গা।[১]

[১ 'একটি গেরোর উপর আর একটি গেরো দিলে পূর্ব্বের গেরোটি যেমন আল্‌গা হয়ে যায়'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

২৬০৪ গেল গেল দাঁতটা, তবুও আছে জাতটা[১]।

[১ পা—ঠোঁটটা]

২৬০৫ গেল যে[১], গঙ্গার হাটী ; আছে যে[২], লোহার কাঠি।

[১ মৃত ব্যক্তি। ২ যে বর্ত্তমান]

২৬০৬ গো কন্যা বসুমতী, তিন্ ঘাটে কর্ম্মগতি।

২৬০৭ গোকুলে নেই সুবল সখা কেঁদে ম'ল শূর্পনখা।

২৬০৮ গোকুলের ষাঁড়।[১]

[১ স্বেচ্ছাবিহারী অসংযত। নং ৪৩৪৪,৬০৬১। 'মতিলাল গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায়—যাহা মনে যায় তাই করে, কাহারো কথা শোনে না, কাহাকেও মানে না'—আলালের ঘরের দুলাল]

২৬০৯ গোঁগা ছেলের নাম তর্কবাগীশ।[১]

[১ নং ১৬৭৩]

২৬১০ গোছ[১] কাটলে জমি খালাস।

[১ ধানের গুচ্ছ]

২৬১১ গো-জন্ম ঘুচে গন্ধর্ব্ব-জন্ম।[১]

[১ পা—ঘাস পেলে জল পেলে, গোজন্ম ঘুচে গন্ধর্ব্বজন্ম পেলে।—গরু মরিলে ভাগাড়ে তাহার মুখে ধান-দূর্ব্বা বা ঘাস-জল দিয়া এই কথা বলিতে হয়। 'গোজন্ম ছেড়ে গন্ধর্ব্বজন্ম হল'—গিরিশ ঘোষের করমেতি বাই]

২৬১২ গোঁজামিল দেওয়া।

[১ হিসাব না মিলিলে কোন সংখ্যা গোঁজা দিয়া মিল দেখানো। 'মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে কল্পনা আবশ্যক করে, তাহাই কবির কল্পনা; আর গোঁজামিল দিবার কল্পনা···না অনুভব করিয়া কবি হইবার একপ্রকার গিলুটিকরা কল্পনা আছে, তাহা জালিয়াতের কল্পনা'—রবীন্দ্রনাথ]

২৬১৩ গোড়া কেটে আগায় জল।[১]

[১ 'হেঁটে গাছ কাটিয়া উপরে ঢালে পানি'—গোপীচন্দ্রের পাঁচালী। 'গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল'—ভারতচন্দ্র। 'গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা'—দাশু রায়। 'দিতেছ আগায় জল গোড়া কেটে আগে'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'তোমার আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না'—লীলাবতী (ও জামাই বারিক)। 'গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিলে কি বাঁচে'—দীনবন্ধু মিত্রের গদ্যপদ্য। 'তোমার এখন আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না'—অমৃত বসুর বিজয়-বসন্ত। নং ২৬১৪,৩৩৩৮,৮১১৩]

২৬১৪ গোড়া কেটে জলের ঝারা, মাথায় পা দিয়ে পায়ে ধরা।[১]

[১ পা—লাথি মেরে পায়ে পড়া, গোড়া কেটে আগায় ঝারা। নং ২৬১৩]

২৬১৫ গোড়ায়[১] কোপ্ মারা।

[১ পা—গোড়া ঘেঁষে]

২৬১৬ গোড়ায় গলদ।[১]

[১ 'আমার গোড়ায়ই গলদ, প্রাণনাথ একটি আস্ত বলদ'—অমৃত বসুর বৌমা। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রসিদ্ধ রচনার নাম এইরূপ। নং ৫৮৮৩]

২৬১৭ গোডিম এখনো ভাঙেনি।[১]

[১ ডিম হইতে বাহির হইবার পর প্রথম অবস্থা;

'callow state'—Morton। 'গোড়িম ভাঙ্গেনি যবে উঠে নাই গোঁপ'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'এক পাশে কতকগুলো গোড়িমওয়ালা ছেলে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে আছে'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'গোড়িম ফুটেই খোঁজেন মদ'—রূপচাঁদ পক্ষী]

২৬১৮ গোদা পায়ে মল, আল্‌তা বা পাশুলি[১]।

[১ পাশলা, পদাঙ্গুলির ভূষণবিশেষ]

২৬১৯ গোদা পায়ের লাথি।[১]

[১ 'ঘর হতে বেরিয়ে যেত, গোদা পায়ের লাথি খেত'—দাশু রায়। নং ৭৭৯,১২২১]

গোদা বাড়ি ছাঁদন-দড়ি ইত্যাদি, নং ৩২০৮ দ্রষ্টব্য।

২৬২০ গোদার গোদ-নিন্দ

[১ নং ১২৪৩]

২৬২১ গোদের[১] ওপর বিষফোড়া।[২]

[১ পা—ফোড়ার; কুঠের; গাঁড়ের। ২ 'পোড়ার উপর পোড়া, যেন গোদের উপর বিষফোড়া'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'যেমন গোদের উপর বিষফোড়া, তেমনি পোড়া জানি'—দাশু রায়। 'গোদের উপর বিষফোড়া'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বঙ্গনারী; কিন্তু 'গণ্ডস্য উপরি পিণ্ডকঃ' এইরূপ তাঁহার বিরহ নাটকে আছে। কথাটি বহু প্রাচীন; যথা—'গণ্ডস্‌স উবরি পিণ্ডিআ সংবুত্তা' —শাকুন্তল; 'অয়মপরো গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকঃ'—মুদ্রারাক্ষস; 'গণ্ডস্‌স উবরি পিণ্ডিও সংবুত্তো'—বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা, ইত্যাদি। ভামতী ২।২।৩৭]

২৬২২ গোদেরে ক'য়ো না গোদ, পিরীতে ক'য়ো পানিফোট[১]।

[১ জল-বসন্ত।—পূর্ব্ববঙ্গের প্রবাদ]

গোণা গরু বাঘে ধরে না, নং ৭৭৮৫ দ্রষ্টব্য।

২৬২৩ গোনের[১] নেয়ে, বেগোনে মরে ধেয়ে।

[১ গোন=নদীর অনুকূল স্রোত]

গোপনে চলে না কেউ, বাঘের পিছে ইত্যাদি নং ৫৫৫২ দ্রষ্টব্য।

২৬২৪ গোপাল সিংহের বেগার।[১]

[১ বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ নাকি প্রজাদের

হরিনাম করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাই পাঠান্তর—হরিনাম করা, না, গোপাল সিংহের বেগার। পূর্ব্ববঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নামেও এইরূপ প্রবাদ আছে, যথা—কি কর রে ভাই নাতি, এই যে দাদা, কেষ্টার বেগার খাটি]

২৬২৫ গোঁফ-খেজুরে।[১]

[১ অত্যন্ত অলস ব্যক্তি, যে পাকা খেজুর গোঁফের উপর পড়িলেও হাত দিয়া মুখে তুলিতে পারে না। 'কিন্তু গোঁপখেজুরে হয়ে কি থাকা যায়। খেজুরটি গোঁপে আছে ত আছেই, কেহ না মুখের ভিতর দিলে খাওয়া হইবে না' —টেকচাঁদের অভেদী]

২৬২৬ গোঁফ দেখলেই শিকারী বেরাল চেনা যায়।[১]

[১ পা—বেরাল কত শিকারী গোঁফ দেখলেই বোঝা যায়]

২৬২৭ গোঁফ[১] নেইক কোনো কালে,[২]
দাড়ি রেখেছেন তোবড়া গালে।[৩]

[১ পা—মরণ। ২ পা—দেখব কত কালে কালে। ৩ নং ৫৪৮]

২৬২৮ গোঁফ রাখতেও ইচ্ছা, ঝোল খেতেও ইচ্ছা।

২৬২৯ গোঁফে তা দিয়ে বুদ্ধি পাকান।[১]

[১ 'অনবরত তামাক খাচ্ছেন ও গোঁফে তা দিয়ে যেন বুদ্ধি পাকাচ্ছেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

২৬৩০ গোঁফের বাহার বলিহারি, চেপ্‌টা নাকে চটক ভারি।

২৬৩১ গোবধের সময় খুড়ো কর্ত্তা।

২৬৩২ গোবর-কুড়ে[১] পদ্মফুল।[২]

[১ কুড় = গাদা। পা—গোবরে; গোবরগাদায়; পাঁশ-কুড়ে; সাড়কুড়ে। ২ 'তার ছোট ছেলেটি ভাল হইতেছে এর কারণ কি? সে যে গোবরকুড়ে পদ্মফুল'—আলালের ঘরের দুলাল। 'সারকুড়ে শতদল'—দাশু রায়। 'এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে'—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ]

২৬৩৩ গোবর-গণেশ।[১]

[১ 'রাজ্য কৈলি ছারখার, তল্লাস কে করে কার, পাত্রমিত্র গোবর-গণেশ'—ভারতচন্দ্র। 'অনেক ব্যাটা গৌরবপ্রিয়

গোবর-গণেশ আছে, সই করে কিছু টাকা দেয় না'—সধবার একাদশী। 'যখন মিত্রজা এত বড় গোবর-গণেশ, তাকে নিয়া একটু রঙ্গ করিলে হয় না'—ইন্দিরা]

২৬৩৪ গোবরগাদা উঁচু হলেই কি, রাজবাড়ী নীচু হলেই কি।

২৬৩৫ গোবর দিয়ে ঘাস এলান।[১]

[১ গোবরমাখা ঘাস গরুতে খায় না]

২৬৩৬ গোবরে ধুতুরা ফুল, হাটে নে' গেলে তিন কড়া মূল[১]।

[১ মূল্য]

২৬৩৭ গোবরে-পোকা গোবর খোঁজে, বেঙ খোঁজে ডোবা।
সিংহাসনে বসালেও রাজা হয় না ধোবা॥

২৬৩৮ গোবরে-পোকা পদ্মমধু খেতে সাধ।[১]

[১ 'পদ্মের মধু গোবরা খেলে'—গোপাল উড়ে]

২৬৩৯ গোবরে-পোকা পিদ্দিম নেভাবার আঁধি[১]।

[১ অন্ধ বায়ু, ধূলার ঝড়]

২৬৪০ গোভাগাড়েই শকুনি পড়ে।[১]

[১ নং ৬১৩১, ৭৮১০]

২৬৪১ গো-ভাগ্য নেই, এঁটুলি-ভাগ্য আছে[১]।

[১ নং ১৯২৬]

২৬৪২ গোমড়কে মুচির পার্ব্বণ।[১]

[১ 'দিনরাত্রি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকদের আগমন, যেন গোমড়কে মুচির পার্ব্বণ'—আলালের ঘরের দুলাল। 'কত্তাটি এমনি ক্ষেপে উঠলেই তো বাঁচি, গোমড়কে মুচির পার্ব্বণ'—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ]

২৬৪৩ গোয়ালপাড়ার নৌকা[১] হাটখোলার নীচে ডোবে।

[১ পা—সরষের নৌকা। বিয়েপাগলা বুড়োতে প্রযুক্ত]

২৬৪৪ গোয়ালে দুধাল গাই, গোলায় যার ধান।
পুকুরেতে মাছ ভরা, টাকায় নেই টান।
পুত যার লেখে-পড়ে, খায় দুধভাত।
কলিকালে মানুষ নয়, সেই জগন্নাথ॥

২৬৪৫ গোঁয়ার গোবিন্দ।

২৬৪৬ গোঁয়ারের মরণ খোঁয়াড়ে[১]।

[১ পা—গাছের আগায়। নং ৩৬৬১]

২৬৪৭ গোর দিয়ে এলেও[১] তিন রুটি, ব'সে খেলেও তিন রুটি।

[১ অর্থাৎ সৎকার্য্যে সাহায্য ও পরিশ্রম করিলেও]

২৬৪৮ গোলা খা' ডালা।[১]

[১ কামানের ফাঁকা আওয়াজের সম্মুখীন হইয়া, লর্ড বেণ্টিকের সময়ের ওয়াহাবী দস্যু তিতুমীর নাকি বোকা শিষ্যদের এরূপ বুঝাইয়াছিলেন।—লীলাবতীতে 'গুলি খা ডালা' পাঠ আছে, কিন্তু তাহা বোধ হয় প্রসঙ্গানুযায়ী গুলি-খোরের উপযুক্ত শ্লেষোক্তি। 'আমরা অন্তরে বাঁশের কেল্লা বাঁধিয়া তীতুমীরের মত বহিঃপ্রকৃতির সমস্ত গোলা খা ডালা' —রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত। 'ওর ডৌলটি ডায়োগ্‌নিসিস্ ক'রে নেওয়া গেছে, গোলা ত খা ডালা'—গিরিশ ঘোষের বেল্লিক বাজার]

২৬৪৯ গোলা নেই তার লক্ষীবার।

২৬৫০ গোলাপ জল দিয়ে ছোঁচান।[১]

[১ 'গোলাপ জল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্ত ভস্মের চূর্ণ দিয়ে পান খাওয়া, আর শোনা যায় না'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। নং ৫৩৬১]

২৬৫১ গোলাপ-বাগে কুকুর শোঁকা[১]।

[১ কুকৃশোঙা বা কুকুরশোঁকা গাছ (নং ২২৭) জঙ্গল হয়]

২৬৫২ গোলাপ-বাগে কুকুর হাগে।

২৬৫৩ গোলাপে কাঁটা।

২৬৫৪ গোলাম যদি বাদশা হয়, রাত্রিকালেও ছাতা বয়।

২৬৫৫ গোলার ধান ইঁদুরে খায়,
পোঁদে কুঁড়ো মেখে চালকি[১] কবলায়[২]।

[১ চাউল-ব্যবসায়ী। ২ নং ৮৫৭৯]

২৬৫৬ গোলে-মালে চণ্ডীপাঠ।

২৬৫৭ গোলে হরিবোল।[১]

[১ অর্থাৎ গোলমালের মধ্যে কাজের ভান করিয়া ফাঁকি দেওয়া। 'সন্ধ্যাকালে ছাত্রদের ঘোষাইতে আরম্ভ করিলে মতিলাল গোলে হরিবোল দিত'—আলালের ঘরের দুলাল। 'কেউ কেউ আমাদের মত গুরু মশায়ের পাঠশালের ছেলে-দের মত গণ্ডার এণ্ডায় সায় দিয়ে গোলে হরিবোল সাল্লেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'গোলেমালে আমি কেন দিব হরিবোল', পুনশ্চ 'গোলেমালে হরিবোল গণ্ডগোল সার'—ঈশ্বর গুপ্ত]

২৬৫৮ গোল্লায় যাওয়া।[১]

[১ গোল্লা=শূন্য হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ অধঃপাতে বা যমের বাড়ী যাওয়া। 'আমি যদি হারামজাদী বলে থাকি, তবে যেন গোল্লায় যাই'—ইন্দিরা]

২৬৫৯ গোঁসাই ঠাকুর মরে, মান[১] রক্ষার তরে।

[১ পা—মন]

২৬৬০ গোঁসাই দণ্ডবৎ, গরুচুরি করলে পরে দক্ষিণমুখী[১] পথ।

[১ অর্থাৎ দক্ষিণাধিপতি যমের বাড়ী]

২৬৬১ গোঁসাইয়ের চেয়ে কসাই ভাল।[১]

[১ 'তোমরা পয়সা পেলে হেসে খেলে সাদায় কর কাল। তোমাদের গোঁসাইয়ের চেয়ে আমি বলি কসাই তবু ভাল ॥' —ভোলা ময়রা। 'বৃথায় তিলক ধরে ছাই ভস্ম খেয়ে। কসাই অনেক ভাল গোঁসায়ের চেয়ে ॥'—ঈশ্বর গুপ্ত]

২৬৬২ গৌরচন্দ্রিকা।[১]

[১ মূলগানের পূর্ব্বে মঙ্গলাচরণ স্বরূপ গৌরচন্দ্র বা চৈতন্য দেবের বন্দনা। অর্থাৎ আসল কথার আগে দীর্ঘ ভূমিকা। 'কেবল গৌরচন্দ্রিকা ভেঁজেছে'—সধবার একাদশী। 'চলুক না, গৌরচন্দ্রিকাটা তুমিই শেষ কর না'—অমৃত বসুর নবযৌবন। 'অনেকক্ষণ গৌরচন্দ্রিকা তো করছো, এখন পালাটা কি, সুরু কর'—গিরিশ ঘোষের মায়াবসান]

২৬৬৩ গৌর হ'তে বাকি কি[১]।[২]

[১ পা—ক'দিন; অনেকদিন। ২ যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের একটি গান হইতে]

২৬৬৪ গৌরী লো ঝি, তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কি।

[১ পল্লী সাহিত্যের ছড়া হইতে]

২৬৬৫ গ্রহণের শ্রাদ্ধ যতদূর হয়।

গ্রাম নষ্ট কানায় ইত্যাদি, নং ২৪৮৫ দ্রষ্টব্য।

২৬৬৬ ঘটকালি করতে গিয়ে বিয়ে ক'রে আসা।[১]

[১ 'আমি কি ঘটকালি করতে গিয়ে বিয়ে কল্যেম নাকি' —কমলে কামিনী]

২৬৬৭ ঘট গড়তে পারে না, মেটের[১] বায়না চায়।[২]

[১ মেটে কলসীর। ২ নং ৩২৩৯]

২৬৬৮ ঘটি কেনা গঙ্গাস্নান।[১]

[১ অনুরূপ বচন, নং ৫৯৭০, ৭৫১৫, ৮২৪৪]

২৬৬৯ ঘটি গড়তে ভাঁড় হল।[১]

[১ নং ২৩৩৮, ৭৯১৫]

২৬৭০ ঘটি ভাঙলে কাঁসারী পায়,
ঝি রাঁড় হলে বাপের বাড়ী যায়।

২৬৭১ ঘটির তলায় দিয়ে আঠা, যোগে-যাগে কাল কাটা।

২৬৭২ ঘটে পটে[১] পূজা।

[১ অর্থাৎ প্রতিমা ব্যতিরেকে]

২৬৭৩ ঘড়িকে ঘোড়া ছোটা।[১]

[১ অর্থাৎ দেরি সয় না ; অথবা, ক্ষণে ক্ষণে মত বদলান]

২৬৭৪ ঘণ্টাগরুড়[১] খাড়া থাকেন, কাচেন[২] কাপের[৩] কাচ।[৪]

[১ ঘণ্টায় আঁকা গরুড়, অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য খোসামুদে ব্যক্তি। ২ কাচ কাচা=রঙ্গ বা ছল করা। ৩ কাপ=ছলনা। ৪ ঈশ্বর গুপ্ত। 'ক্রমে অষ্ট প্রহর ঘণ্টার গরুড়ের মত উমেদারিতে অনবরত হাঁটাহাঁটি ও হাজিরের পর দু'চারখানা সই সুপারিসও হস্তগত হল'—হুতোম প্যাঁচার নকশা। 'কর্ত্তা বাবু অমন ঘণ্টার গরুড়ের মত রয়েছেন'—নবনাটক। ঘণ্টায় অঙ্কিত গরুড়ের উল্লেখ পদ্মপুরাণে যথা—'শঙ্খো যস্য গৃহে নাস্তি ঘণ্টা বা গরুড়ান্বিতা']

ঘণ্টাগরুড়ের মত কণ্ঠাগত প্রাণ, নং ২৬৭৪ দ্রষ্টব্য।

২৬৭৫ ঘণ্টা নেড়ে দুর্গোৎসব, ইতুপূজায় ঢাক।[১]

[১ দাশু রায়।—নং ৪১১৯]

২৬৭৬ ঘন দুধের ফোঁটা, বড় মাছের কাঁটা।[১]

[১ নং ৫৪৩২]

২৬৭৭ ঘর* আর বর, মাঘ ফাগুনে কর।

২৬৭৮ ঘরকন্না করতে গেলে ঘটিবাটির সঙ্গে ঝগড়া হয়।

২৬৭৯ ঘর করবে গুটি গুটি, পুকুর দেবে একটি।

২৬৮০ ঘর করবে ঝুপড়ি, বউ করবে থুপড়ি।[১]

[১ নং ২৪২৮]

২৬৮১ ঘর করেছে, দুয়ার নাই।

২৬৮২ ঘরকী মুরগী দাল বরাবর।[১]

[১ (হি)। ঘরের মুরগী দালের সমান]

২৬৮৩ ঘরগিন্নী কেউ নয়, পরে মারেন দই[১]।

[১ নং ৭১৫৫, ৭২০৩]

২৬৮৪ ঘরচোরে পার নেই[১]। বা, ঘরচোরকে এঁটে ওঠা দায়।[২]

[১ ইহার পর অধিক বাক্য দেখা যায়ঃ পরচোরে পার আছে। ২ নং ২৭৫৯]

২৬৮৫ ঘরজামাই আধা চাকর সর্ব্বলোকে চলে।
বাপ-দাদার নাম নাই, ফল্‌নীর জামাই বলে॥[১]

[১ নং ২৬৮৭]

২৬৮৬ ঘরজামাই আনলাম কামাই খাবার আশে।
থক্ দে' রে, ঘরজামাই গেঁটের কড়ি নাশে॥

২৬৮৭ ঘরজামাইয়ের নাম নাই, লোকে বলে ফলনীর জামাই।[১]

[১ নং ২৬৮৫]

২৬৮৮ ঘরজামায়ে পোড়ার মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ।[১]

[১ জামাই বারিক]

---

* 'বাড়ী' শব্দও দ্রষ্টব্য।

২৬৮৯ ঘরজামায়ে ভাতার যার, কানের সোনা নিন্দে তার।[১]

[১ জামাই বারিক]

২৬৯০ ঘরজ্বালানে পরভুলানে।[১]

[১ 'ঘরজ্বালানে পরমজানে কুমন্ত্র কুতন্ত্র জানে'—দাশু রায়]

ঘরঝাঁট থেকে চণ্ডীপাঠ, নং ৭৪৯ দ্রষ্টব্য।

২৬৯১ ঘর থাকতে বাবুই ভেজে।[১]

[১ বৃষ্টির সময় বাবুই পাখী তার বাসার বাহিরে থাকে। পা—বাবুই তোর মিছে আশা, ঘর থাকতে বাইরে বাসা॥ —'ভেবে দেখ দুকুল মজে, ঘর থাকতে বাবুই ভেজে'—গোপাল উড়ে। 'যেমন বাবুই ভেজে থাকতে বাসা'—দাশু রায়]

২৬৯২ ঘরদোর নেই যার, আগুনে কি ভয় তার।

২৬৯৩ ঘর নেই তার উত্তর শিয়র।[১]

[১ 'ঐ যে কথায় বলে, ঘর নাই তার উত্তরশিউরী'—নবনাটক। 'ঘর নাই তার উত্তরদ্বারী, ভূমি নাই তার জমিদারী'—দাশু রায়। নং ৬৫৪৪, ৬৬৪৭]

২৬৯৪ ঘর নেই দুয়ার বাঁধে, মাগ নেই ছেলের জন্য কাঁদে।

২৬৯৫ ঘর পড়লে ছাগলে মাড়ায়।

রাঁড় হলে সবাই এসে সাঙ্গা করতে চায়॥

২৬৯৬ ঘর পুড়িয়ে খেলে কাঠের আকাল কি।

কর্জ্জ ক'রে খেলে টাকার আকাল কি॥

২৬৯৭ ঘর পোড়া, আলো দান।

২৬৯৮ ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘে ডরায়।

২৬৯৯ ঘরপোড়ার কাঠ, যা পাই[১] তাই লাভ[২]।[৩]

[১ পা—যা পাও; যা বেরোয়। ২ পা—ভাল। ৩ 'তা যখন হল না, এই হলেই বাঁচি, ঘরপোড়া বাঁশ যা লাভ'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রত্নদীপ]

২৭০০ ঘরপোড়ার কাঠে টিকের আগুন।

বা, ঘরপোড়ার আগুনে টিকে ধরান।

২৭০১ ঘরপোড়ার কাঁসা আদায়।[১]

[১ 'হতেম তো এমনি বিদায়, ঘরপোড়ার কাঁসা আদায়' —দাশু রায়]

ঘর পোড়ে আগুন পোহায়, নং ১৭৫৬ দ্রষ্টব্য।
ঘর পোড়ে পুড়ুক ইঁদুর তবু মরুক, নং ৭৩০ দ্রষ্টব্য।

২৭০২ ঘর পোড়ে, ফিঙে ধোঁয়া খায়।

২৭০৩ ঘর ফাঁদবে ছাইবে না, ধার দেবে ত চাইবে না।

২৭০৪ ঘর বলে—নাম হোক্, টোকা মাথায় দিয়ে থাকতে হোক্।

২৭০৫ ঘর বলে—ভেঙে দে', বিয়ে বলে—জুড়ে দে'।

ঘর বাঁধতে দড়ি ইত্যাদি, নং ৫৮৪১ দ্রষ্টব্য।

২৭০৬ ঘর বাঁধো খাটো, গরু কেনো ছোট।
বউ করো কালো, তাই গেরস্থের ভালো॥

২৭০৭ ঘর বাসি দোর বাসি, গিন্নী করেন পঞ্চগ্রাসী[১]।

[১ পা—একাদশী। পঞ্চগ্রাসী ভোজনের উল্লেখ কৃত্তিবাসের আদিকাণ্ডে আছে—'চার ভাই পঞ্চগ্রাসী করিল ভোজন']

২৭০৮ ঘর ভাল তাই কথা রয়, নিত্যি বউয়ের ছেলে হয়।

২৭০৯ ঘরভেদী লঙ্কা ধায়,[১] নায়ে আঁটে না শুয়ে যায়।

[১ নং ২৭১০]

২৭১০ ঘরভেদে[১] রাবণ নষ্ট।

[১ পা—ঘরসন্ধানে। 'ঘরভেদে সবংশে মজেছে লঙ্কেশ্বর' —ঘনরাম চক্রবর্ত্তী]

২৭১১ ঘরমুখো বাঙালী, রণমুখো সেপাই।

২৭১২ ঘর-যাওনী স'রে পড়ে, দুয়ার-ধরণী প'ড়ে মরে।

২৭১৩ ঘর যে সে হয় পর, পর যে সে হয় ঘর।

২৭১৪ ঘর সর্ব্বস্ব ঘরে, নেকা আজুলী[১] ভারে[২]।

[১ পা—আদুলী; আদুরী। ২ লোকবহনের বাঁকে]

২৭১৫ ঘর সর্ব্বস্ব তোমার, চাবিকাঠিটি আমার।

২৭১৬ ঘর স্থির আগে করে, ঘরণী স্থির তার পরে।

২৭১৭ ঘরামির ঘর আল্‌গা[১]।

[১ পা—ছেঁদা।—নং ৩৯৮৮]

২৭১৮ ঘরামির ভাঙা ঘর, বদ্যির বউয়ের নিত্যি জ্বর।

২৭১৯ ঘরামির মটকা[১] আদুল[২]।[৩]

[১ ঘরের চূড়া। ২ আদুড়, উন্মুক্ত। ৩ পূর্ব্ববঙ্গে রূপান্তর —ছাপরবন্দের টুলি উদাম]

ঘরে আছে কিবা সুখ, পোষ মাসে ভাতের দুখ, নং ৬২২১ দ্রষ্টব্য।

২৭২০ ঘরে[১] আড়া[২], ঘাটে পাতরা।

[১ পা—গড়ে। ২ ঢেঁকিকোটা ধান]

২৭২১ ঘরেও ঢোকে পাও কাঁপে।

২৭২২ ঘরে কেন আলো।

গিন্নী গেছেন বনভোজনে, সবাই আছে ভালো॥

২৭২৩ ঘরে ঘরে চুরি, তাই ত প্রাণ ধরি।

২৭২৪ ঘরে চাল যার, দোয়াড়ে[১] মাছ তার।[২]

[১ পা—দোয়াড়=মাছ ধরা বৃতি, যার মধ্যে চাপা দুই পাশ উঁচু। ২ পা—যার ঘরে ভাত, তার দোয়াড়ে (বা, ডোবায়) মাছ।—নং ৭১৫০]

ঘরে চেরাগ নেই মশজিদে ইত্যাদি, নং ২৭৩৭ দ্রষ্টব্য।

ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন, নং ৫৭৮১ দ্রষ্টব্য।

২৭২৫ ঘরেতে নাহিক অন্ন, তার নাম দাতা কর্ণ।

২৭২৬ ঘরে থাকতে[১] নানা নিধি[২], খেতে দেয় না দারুণ বিধি।

[১ পা—আছে। ২ পা—ঘরে নিধি বাইরে নিধি]

২৭২৭ ঘরে নাই, তাই খাই খাই[১]।

[১ পা—নাই ঘরে তাই খাই খাই করে। 'নাই-ঘরে খাই খাই'—ভারতচন্দ্র]

২৭২৮ ঘরে নাই, তাই বড় খাঁই[১]।

[১ আকাঙ্ক্ষা, লোভ। পা—নাই-ঘরে খাঁই বড়। নং ৭০১১]

২৭২৯ ঘরে নাই সম্ভাবনা, বাহিরে তাই বাবুয়ানা।

২৭৩০ ঘরে নেই অষ্টরম্ভা, বাহিরেতে কোঁচা লম্বা।[১]

[১ পা—বাহিরে কোঁচা লম্বা, ভিতরে অষ্টরম্ভা। 'বাহিরেতে কোঁচা লম্বা, অষ্টরম্ভা ঘরে'—ঈশ্বর গুপ্ত।—নং ২৭৪২, ৫৭৮১, ৪৬৮৪, ৭৭৩১]

২৭৩১ ঘরে নেই আখ[১], দুয়ারে বাজে ঢাক।

[১ পা—ভাত]

২৭৩২ ঘরে নেই এক কড়া, তবু নাচে গায়ে-পড়া।

২৭৩৩ ঘরে নেই খড়, ঢেঁকশালে পরচালা।[১]

[১ নং ৬৭৭, ২৭৫৩]

২৭৩৪ ঘরে নেই খরচি[১], জোলাপ খেয়ে মরছি[২]।

[১ জাল বুনিবার কাঠি (প্রা)। ২ ক্ষুধা বাড়াইবার জন্য!]

২৭৩৫ ঘরে নেই ঘটিবাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাঠি।

২৭৩৬ ঘরে নেই চাউল পাত, চড়িয়ে দে' ঘি-ভাত।

২৭৩৭ ঘরে নেই চেরাগ, মশজিদে দেয় চেরাগ।

২৭৩৮ ঘরে নেই দশটি, পথে পথে ফষ্টি[১]।

[১ ফষ্টিনষ্টি, হাসিতামাসা]

২৭৩৯ ঘরে নেই দু'কড়া, উঠোনময় কুঁকড়া।

২৭৪০ ঘরে নেই ধান এক সলি[১], আড়াই হাত মরাই[২] তুলি।

[১ পাঁচ আড়ি পরিমাণ, প্রায় ১।০ সের। ২ ধানের গোলা]

২৭৪১ ঘরে নেই ভাজাভুজা[১], নিত্য করেন গোঁসাইপূজা[২]।

[১ পা—ভাঙভুজা। ২ পা—শিবপূজা]

২৭৪২ ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত।[১]

[১ পা—না আছে নেই পেটে ভাত, কোঁচাটা চাই তিন হাত।—নং ২৭৩০ দ্রষ্টব্য]

২৭৪৩ ঘরে নেই ভাত[১], ধর্ম্মের উপোস।

[১ পা—পেটে ভাত নেই]

২৭৪৪ ঘরে নেই ভুজা ভাঙ[১], ছোঁড়ার নাম ছুগ্‌গোরাম।

[১ পা—ফুটো ভাঁড়]

২৭৪৫ ঘরে[১] নেই যা, বাছা মাগে[২] তা।[৩]

[১ পা—দেশে ; রাজ্যে। ২ পা—ছেলে চায় ; ছেলে বলে বা ছেলের মুখে। ৩ পা—দেশে নেই যা, বউয়ের সাধ তা। নং ৭০৯৪ দ্রষ্টব্য]

২৭৪৬ ঘরে পান পরশ তুল্য[১], বাহিরে এলাচ চায়।

[১ পরশপাথরের মত দুর্লভ]

ঘরে ফফড় দালালি ভাঙা গাঁয়ে মোড়লী, নং ৬১৫১ দ্রষ্টব্য।

২৭৪৭ ঘরে বসিয়ে মাইনে দেয়, এমন মনিব কোথা পায়।

২৭৪৮ ঘরে ব'সে[১] রাজা উজীর মারা।[২]

[১ পা—কথায় ; মুখে। ২ 'বাবু ফররা দিল ও লাল চোখে রাজা উজীর মারুন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'মুখের কথায় মোরা রাজা উজির মারি'—নবনাটক। 'তবু মারেন রাজা উজীর, দন্তে ফাটে মাটি'—মনোমোহন বসু]

২৭৪৯ ঘরে ব'সে রাজার মাকে ডাইনী বলা।[১]

[১ 'অমন রাজার মাকে ডা'ন বলে ঘরে বসে অনেকে'—দাশু রায়]

২৭৫০ ঘরে বাইরে এক মন, তবে হয় কৃষ্ণভজন।

২৭৫১ ঘরে ভাত না থাকলে শালগ্রামের সোনা বেচে খায়।[১]

[১ নং ৪০৮৯]

২৭৫২ ঘরে ভাত নেই চোপায় দড়।

ঘরে ভাত নেই জীয়ন্তে মরা ইত্যাদি, নং ৮৭ দ্রষ্টব্য।

২৭৫৩ ঘরে ভাত নেই দোরে চাঁদোয়া।[১]

[১ নং ৬৭৭, ২৭৩৩]

২৭৫৪ ঘরে ভাত নেই, নাঙে[১] ঢেলায়।

[১ নাঙ=উপপতি। 'হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী'—ঢেণ্টণ (চর্য্যাপদ)]

২৭৫৫ ঘরে ভাত নেই, যত্নে ঘাট নেই।

২৭৫৬ ঘরে যে ভাত সেজে না, তা ত আর লোকে বোঝে না।

ঘরের আছে কিবা সুখ ইত্যাদি, নং ৬২২১ দ্রষ্টব্য।

২৭৫৭ ঘরের আপদ বিয়ের ঘরকে যা[১]।

[১ অর্থাৎ বরযাত্রী হইয়া। নং ৭২৭৫]

২৭৫৮ ঘরের ইঁদুর কাটে বেড়, কেউ কখনো পায় না টের।

২৭৫৯ ঘরের ইঁদুর বাস[১] কাট্‌লে, ধরে তারে কে।[২]

[১ কাপড়। পা—বাঁধ। ২ পা—ঘরের ইঁদুর কাটলে বান্ (=বাঁধ), কি ক'রে আর যায় কুলান।—নং ২৬৮৪]

২৭৬০ ঘরের[১] কড়ি দিয়ে নায়ে ডুবে মরা।

[১ পা—ঘাটের ; খেয়ার।—নং ৪৬২৫]

২৭৬১ ঘরের কথা পরকে কয়, তারে কয় পর।
চৈত্র মাসে কাঁথা গায়, তারে কয় জ্বর॥

২৭৬২ ঘরের কাঠ উইয়ে খায়, কাঠ কুড়াতে বনে যায়।

২৭৬৩ ঘরের[১] খেয়ে বনের[২] মোষ তাড়ান।[৩]

[১ পা—ঘরের ভাত। ২ পা—পরের। ৩ 'ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াইতে পারি না'—আলালের ঘরের দুলাল। 'তিন মাস হইতে শিক্ষকেরা মাহিনা পায় নাই, সুতরাং ঘরে খাইয়া বন্যমহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে আর কেহ পারিতেছে না'—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ। 'একেই বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ভীষ্ম]

২৭৬৪ ঘরের গরু ঘরের ঘাস খায় না।[১]

[১ নং ৫৬০১]

২৭৬৫ ঘরের গাছা[১], পেটের বাছা[২]।[৩]

[১ পা—বাড়ীর গাছা। ২ ইহার পর 'পুকুরের মাছা' এই অধিক বাক্যও পাওয়া যায়। ৩ পা—পেটের বাছা, বাড়ীর গাছা ; যেমন পেটের বাছা, তেমন ঘরের গাছা]

২৭৬৬ ঘরের গুণে মেঝের মাটি[১], কথায় কথায় ঝিকরে উঠি[২]।

[১ পা—সিজায় মাটি। ২ নং ৫৪২১]

২৭৬৭ ঘরের গুণে সিজায় মাটি, যে আসে সে বিয়ায় বেটী।

২৭৬৮ ঘরের ঢেঁকি কুমীর।[১]

[১ অর্থাৎ ঘরের লোক শত্রু। 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে ঘটায় যত অঘটন'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'পক্ষিরাজ তাঁহার ঘরের-ঢেঁকি-কুমীরে হাসিতে ত্যক্ত হইয়া…বলিলেন'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'এখন কতকগুলি ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে লাট সাহেবকে সলিয়ে কলিয়ে সেই কাজ করাচ্ছে'—অমৃত বসুর সম্মতি-সঙ্কট। 'আর আপনাদের ঘরের ঢেঁকি কুমীর, মিষ্টার গুঁই আর ডি, দুজনে তার যোগাড় করেছে'—গিরিশ ঘোষের মায়াবসান]

২৭৬৯ ঘরের ধন ফেলে পরের ধন আগলান।[১]

[১ 'ঘরের ধন ফেলে প্রাণ, পরের ধন আগলে বেড়াও'—যজ্ঞেশ্বরী কবিওয়ালা]

২৭৭০ ঘরের[১] পাপ[২] বুড়ী, পেটের পাপ[২] মুড়ি।

[১ পা—বাড়ীর। ২ পা—শত্রু; আপদ; বালাই]

ঘরের বেরাল বনে গেলে ইত্যাদি, নং ৮৭৮ দ্রষ্টব্য।

২৭৭১ ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে, গোয়ালের গরু টেঁকে বসে।

২৭৭২ ঘরের ভাতে পরের ছেলে।

২৭৭৩ ঘরের মধ্যে আধঘরা।[১]

[১ নং ৭২৭৮]

২৭৭৪ ঘরের মধ্যে তিন জন, হেগে গেল কোন্ জন।

২৭৭৫ ঘরের মা ভাত পান না, পরের মায়ের তরে কান্না।

২৭৭৬ ঘরের লোহা[১] কামারের[২] দোকানে।[৩]

[১ পা—সোনা। ২ পা—সেকরার। ৩ নং ১৭৪৫, ১৭৫৪]

ঘরের শত্রু কানা ইত্যাদি, নং ২৪৮৫ দ্রষ্টব্য।

ঘরের শত্রু বরযাত্রী, নং ৭২৭৫ দ্রষ্টব্য।

২৭৭৭ ঘরের শত্রু[১] বিভীষণ।[২]

[১ পা—ঘরসন্ধানী। ২ 'সহোদরের গুণ শুন, ঘরের শত্রু বিভীষণ'—দাশু রায়। 'বিদেশী বিধর্ম্মীর হাতে আমাদের মত বিভীষণ আর কেউ নেই'—শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ]

২৭৭৮ ঘরের ষাঁড়ে পেট ফাঁড়ে।

২৭৭৯ ঘরে শুধু শাক-সজনা, বাইরে তবু বাবুয়ানা।

ঘরে স্বামী বাইরে বইসে ইত্যাদি, নং ৭৭০ দ্রষ্টব্য।

ঘষতে ঘষতে ক্ষয় ইত্যাদি, নং ৭৭৭৩ দ্রষ্টব্য।

২৭৮০ ঘষলে পাথর[১] ক্ষয়ে যায়।

[১ পা—ঘষতে ঘষতে পাথরও]

ঘষে মেজে রূপ, ধ'রে বেঁধে সোহাগ, নং ৪৩৫৭ দ্রষ্টব্য।

২৭৮১ ঘা গেল, ঘায়ের পোকাও গেল।

২৭৮২ ঘাটে এসে নাও ডোবান।

২৭৮৩ ঘাটে[১] গেছল জায়ের[২] মা, দেখে এল[৩] বাঘের পা।
সে দেখলে[৪], আমি শুনলাম, মরি বর্ত্তি বাঘ দেখলাম॥

[১ পা—হাটে। ২ পা—সতীনের। ৩ পা—সে দেখেছে। ৪ পা—সে বললে]

ঘাটের কড়ি দিয়ে ইত্যাদি, নং ২৭৬০ দ্রষ্টব্য।

২৭৮৪ ঘাটের না' ঘাটে, মাঝি বেটা হাটে।[১]

[১ পা—ঘাটের না ঘাটে আছে, মাগী মিন্‌সে কোথায় গেছে ; ঘাটের না' ঘাটে র'ল, কাণ্ডারী কোথায় উধাও হ'ল]

২৭৮৫ ঘাটের লাথি, হাটের কিল, যার কপালে যেমন মিল।

২৭৮৬ ঘাড়[১] কেন কাত, ওই এক জাত।

[১ পা—তোর ঘাড়]

ঘাড়ে পড়েছে ঢোল, ইত্যাদি, নং ২৪২১ দ্রষ্টব্য।

২৭৮৭ ঘাড়ে ভূত চাপা।[১]

[১ দুষ্ট বুদ্ধি বা কুমতলব মাথায় চাপা]

২৭৮৮ ঘাড়ে হাগা।[১]

[১ অর্থাৎ দুষ্ট বুদ্ধিতে অন্যকে ছাড়াইয়া যাওয়া বা জব্দ করা]

২৭৮৯ ঘানি টানতে গাঁ সুদ্ধ ডাকা।

২৭৯০ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া।[১]

[১ 'সর্ব্বরক্ষে! আমার ঘাম দিয়ে জর ছাড়ল'—লীলাবতী। 'বাপ! যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহ]

২৭৯১ ঘায়েই মাছি বসে।

২৭৯২ ঘায়ে লঙ্কার গুঁড়ো।

২৭৯৩ ঘা শুকায়, কথা শুকায় না।

২৭৯৪ ঘা শুকোলেও চিহ্ন থাকে।

ঘাস পেলে জল পেলে গোজন্ম ঘুচে ইত্যাদি, নং ২৬১১ দ্রষ্টব্য।

২৭৯৫ ঘাসের বীচি খাই না।[১] বা, আমরা কি ঘাস খাই।[২]

[১ 'তোমার ঠাট্টা বুঝতে পারি, সত্যি সত্যি ঘাসের বীচি খাইনে'—লীলাবতী। ২ 'নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা কি ঘাস খায়, এমনি ব্যবস্থা দিতে গিয়েছে'—বিয়েপাগলা বুড়ো। 'মেজ বৌ অধিকতর কঠোর স্বরে বলিলেন, আমরাও ঘাস খাইনে দিদি, আমরাও সব বুঝি'—শরৎচন্দ্রের নিষ্কৃতি]

২৭৯৬ ঘি আগুনের কাছে রাখলে উনায়[১]।

[১ গলিয়া যায়। ('বেহুলা রন্ধন করি উনাইল ভাত'—ক্ষেমানন্দ)। 'অগ্নির পর্শনে গিহ উনাই পড়ে পুনি'—গোপীচন্দ্রের পাঁচালী]

২৭৯৭ ঘি আহুড়, ঘোল ঢাকা।

ঘি আর আগুন, নং ৫১৮০ দ্রষ্টব্য।

২৭৯৮ ঘি কোথায় পড়ল? ডালেই পড়ল।[১]

[১ পা—ঘি পড়ল কোথায়? না, যজ্ঞিতে। নং ২৮০২]

২৭৯৯ ঘি খাচ্ছেন, দুধে আঁচাচ্ছেন।

২৮০০ ঘি খেয়ে ছেলে উনায়[১], কুঁড়ো[২] খেয়ে ছেলে দুনায়[৩]।

[১ উন বা রোগা হয়। ২ ক্ষুদ কুঁড়া। ৩ দুনো বা মোটা হয়]

২৮০১ ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত[১],
নিম ছাড়ে না আপন জাত[২]।[৩]

[১ পা—পাতা। ২ পা—তবু যায় না জাতের যা তা। ৩ সং—পয়সা সিঞ্চিতং নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে]

২৮০২ ঘি পড়ল যজ্ঞে।[১]

[১ নং ২৭৮৮]

২৮০৩ ঘি-ভাত খেতে ঠোঁট পুড়ল।

২৮০৪ ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।[১]

[১ 'ঘুঘু দেখেছ চাঁদ, ফাঁদ ত দেখনি'—গোপাল উড়ে। 'আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফাঁদ'—ঈশ্বর গুপ্ত]

২৮০৫ ঘুঁটে কাঠ কুড়াতে গেনু, মহীপালের গীত পেনু।[১]

[১ নং ৪৩৮২]

২৮০৬ ঘুঁটেকুড়নী ছিল[১], পেল রাজপুত্তুর বর।
মুড়ি মুড়কি দেখে বলে—কি গাছের ফল॥[১]

[১ পা—ছিল ঘুঁটেকুড়নী ; ঘুঁটেকুড়নীর বেটি। নং ১৬১৩]

২৮০৭ ঘুঁটেকুড়নীর বেটা ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল।[১]

[১ অথবা, ঘুঁটেকুড়নীর বেটা আমার মোড়ল হয়েছে। হাঁটতে না পেরে তাই পাল্‌কি চেয়েছে॥]

২৮০৮ ঘুঁটেকুড়ানীর বেটার উড়ানি গায়।[১]

[১ 'পরাণে কি সহ্য হয়, কুড়ুনীর বেটার উড়ুনী গায়'—দাশু রায়।—নং ৪৩১৩]

২৮০৯ ঘুঁটেকুড়নীর বেটার নাম চন্দনবিলাস।[১]

[১ নং ৬৭৩৬]

২৮১০ ঘুঁটেকুড়নীর বেটা সদর নায়েব।[১]

[নীলদর্পণে 'বেটা' স্থলে 'ছেলে' পাঠ। গিরিশ ঘোষের আবু হোসেনে প্রযুক্ত]

২৮১১ ঘুঁটেকুড়নীর বেটা স্বর্গে যায়।

২৮১২ ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে[১], সবার একদিন আছে শেষে।

[১ 'হেথা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায়]

২৮১৩ ঘুড়ির প্যাঁচ।

২৮১৪ ঘুণাক্ষরে[১] না বলা।

[১ ঘুণ পোকার কাটায় দৈবাৎ অক্ষরের আকৃতি ; অর্থাৎ আভাসে বা ইঙ্গিত মাত্রে। 'অনেক লোকের নানা উপকার করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ কথা ঘুণাক্ষরে কাহাকেও বলেন না' —আলালের ঘরের দুলাল]

২৮১৫ ঘুন্‌সিতে[১] কি করে, মুদোয়[২] প্রাণ হরে।

[১ কটিবেষ্টনী। পা—তাবিজে। ২ আঙটি (মুদ্রা হইতে প্রা মুদড়ি, মুদো)]

২৮১৬ ঘুম নেই চোরের, ঘুম নেই ঢেমনের।
ঘুম নেই ধনীর, ঘুম নেই নির্ধনীর॥

২৮১৭ ঘুম নেই যোগীর, ঘুম নেই ভোগীর।
ঘুম নেই রোগীর, ঘুম নেই শোকীর॥

২৮১৮ ঘুমন্ত বাঘ চিইও না।[১]

[১ 'বাঁধালে বিচ্ছেদ-যাগ, চিইয়ে দিলে ঘুমান বাঘ'— দাশু রায়]

২৮১৯ ঘুমন্ত বাঘে[১] শিকার ধরে না।

[১ পা—শেয়ালে]

২৮২০ ঘুম মানে না ঢেলা বাড়ি, ক্ষিধে বাছে না চিঁড়ে মুড়ি।

২৮২১ ঘুরিয়ে নে' পণের টাকা,
এমন বিয়েতে কাজ নেই, কাকা।

২৮২২ ঘুরে ফিরে[১] বারো, ঘরে ব'সে তেরো।[২]

[১ পা—ঘুরে ঘুরে ; বুলে বুলে ; নড়ি চড়ি। ২ পা—ঘুরে বারো, ব'সে তেরো। নং ১৭৫৮]

২৮২৩ ঘুলিয়ে খায় গাধা, নাম হারামজাদা।[১]

[১ নং ৮৪২৬]

২৮২৪ ঘুষ পেলে আমলা তুষ্ট।

২৮২৫ ঘুষকি[১] বাত, হারামজাদ।

[১ গোপনে প্রস্তুত]

২৮২৬ ঘুষের টাকা ফুস্‌।

২৮২৭ ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়।

২৮২৮ ঘৃত ত্যাজ্য করে মাছি, ঘা দেখলেই ঘটে রুচি।[১]

[১ দাশু রায়]

২৮২৯ ঘেঁটুপূজোতে চিনির নৈবেদ্য।[১]

[১ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় প্রযুক্ত]

২৮৩০ ঘেঁটুপূজোতে ঢোল সানাই।

২৮৩১ ঘোড়া চিনি কানে, দাতা চিনি দানে।
মানুষ চিনি হাসে[১], মণি চিনি ভাসে[২] ॥[৩]

[১ পা—হালে। নং ৬৬৬০। ২ পা—জলে। ৩ নং ৬৯০৫-৬]

২৮৩২ ঘোড়া, জোড়া[১], পান, না ফিরালেই যান্।[২]

[১ দুই পাল্লা থাকে বলিয়া শালের জোড়া? যথা—'বীর দেয় খাসা জোড়া, চড়িতে উত্তম ঘোড়া'—কবিকঙ্কণ।—নং ২৩৭৯]

২৮৩৩ ঘোড়া জোড়া রোড়া[১], তিন নয়ক থোড়া।

[১ নুড়ি, কাঁকর। পা—বোড়া]

২৮৩৪ ঘোড়াটাও 'টা', শরাটাও 'টা',
টায়ে টায়ে মিলিয়ে দেওয়া।[১]

[১ অর্থাৎ গোঁজামিল দেওয়া]

২৮৩৫ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া।[১]

[১ 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া বড় শক্ত কথা'—অমৃত বসুর বিজয়-বসন্ত। 'ওরে বাপু, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেলে কি চলে'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন]

২৮৩৬ ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া।[১]

['মার সঙ্গে বাঙ্গালা বল না?…আমরা একটু ইংরেজী জানি ব'লে বুঝি ঘোড়া দেখে খোঁড়া হও, যখন তখন ইংরেজী ছাড়'—শিবনাথ শাস্ত্রী]

২৮৩৭ ঘোড়া না হতেই চাবুক।[১]

[১ পা—ঘোড়া নেই, চাবুক আছে]

২৮৩৮ ঘোড়া পাগল হয়, ঘোড়সওয়ার পাগল নয়।

ঘোড়া বেচে লাগাম নিয়ে ঝগড়া, নং ৮৬৯০ দ্রষ্টব্য।

২৮৩৯ ঘোড়া-ভেড়ার এক দর।[১]

[১ পা—তার কাছে (অথবা, কলিকালে) নেই বিচার; ঘোড়া-ভেড়ার একই দর। নং ৬৮৫৭]

২৮৪০ ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসা।[১]

[১ ব্যস্তবাগীশ হওয়া। 'পারবো না তিন মিনিটে··· ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলেন কিনা একেবারে'—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী]

২৮৪১ ঘোড়ায় নাদে, ঘাসীকে কিলোয়।

২৮৪২ ঘোড়ার কামড় ছাড়ে না।

২৮৪৩ ঘোড়ার খুরে উড়ে গেল পলাসী পরগণা।

ঘোড়ার গোয়ালে গোদান, নং ৪৮৮১, ৬৩৩৭ দ্রষ্টব্য।

২৮৪৪ ঘোড়ার গোয়ালে ভেড়া ঢোকা।

২৮৪৫ ঘোড়ার[১] ঘাস কাটা।[২]

[১ পা—গরুর। 'গরুর ঘাস কাটতে হল ভাগ্যে এই ছিল'—দাশু রায়। ২ 'তার জন্যে এত ভাবনা কেন? আমরা কি ঘাস কাটছি'—আলালের ঘরের দুলাল]

২৮৪৬ ঘোড়ার চাল চালা।[১]

[১ দাবা খেলা হইতে। 'এখন ও বেটী ঘোড়ার চাল চাললে, না বাঁধতে বাঁধতে রাজা মন্ত্রী দুই মারা যাবে'—অমৃত বসুর বিজয়বসন্ত]

২৮৪৭ ঘোড়ার ডিম।[১]

[১ অলীক বস্তু। 'যদি পরমেশ্বরের কিছুমাত্র বিষয়জ্ঞান থাকতো, তা হলে সাধ করে ঘোড়ার ডিম ও আকাশকুসুমের দলে গণ্য হতেন না'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'কথায় বলে চিরকাল, ঘোড়ার ডিম আর কাচের ছাল'—দাশু রায়। 'ডালরুটির যম কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম'—বিষবৃক্ষ]

২৮৪৮ ঘোড়ার পেট, গাধার পিঠ, খালি থাকে কদাচিৎ।[১]

[১ নং ৮৭০৯]

২৮৪৯ ঘোড়াশালার[১] বাঁদর।[২]

[১ পা—আস্তাবলের। ২ ঘোড়ার গায়ের পোকা নষ্ট করিবার জন্য পূর্ব্বকালে আস্তাবলে বাঁদর রাখিবার প্রথা ছিল। 'কপি বেচে ঠুঁঠারারে (= কাঠুরিয়াকে) ঘোড়াশালে রাখিবারে'—কবিকঙ্কণ। 'অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর' —সধবার একাদশী। এই প্রাচীন প্রথার উল্লেখ সংস্কৃত রত্নাবলী নাটকে (দ্বিতীয় অঙ্কে) আছে।—কিন্তু পঞ্চতন্ত্রে এই প্রথার ব্যাখ্যা অন্যরূপ: শালিহোত্রে পুনরেতদুক্তং যদ্ বানরবসয়াশ্বানাং বহ্নিদোষঃ প্রশাম্যতি। প্রোক্তমত্র বিষয়ে ভগবতা শালিহোত্রেণ—কপীনাং বসয়াশ্বানাং বহ্নিদাহ-সমুদ্ভবা। ব্যথা বিনাশমভ্যেতি তমঃ স্থর্যোদয়ে যথা॥]

২৮৫০ ঘোড়া হলে[১] চাবুক আটকায় না[২]।

[১ পা—থাকলে। ২ পা—চাবুকের ভাবনা]

২৮৫১ ঘোমটার ভিতর খেম্‌টা নাচ।[১]

[১ 'ঘোমটার ভিতর খ্যামটা নেচে ঝমঝমাবো মল'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'ঘোমটার ভিতর খেমটাখানি, সাবাস্ ধনি'—গোপাল উড়ে। 'তাঁহারা ঘোমটার ভিতরে খেমটা বাজান'—নববিবিবিলাস। 'খেমটাও নাচে ঘোমটাও বাঁচে, এইটি ইচ্ছে গোপনে'—অমৃত বসুর খাসদখল]

২৮৫২ ঘোর কলিকাল।

২৮৫৩ ঘোরে ফেরে আওয়ালিয়া[১], তার নাম দাওয়ালিয়া[২]।

[১ এলোমেলো ভাবে। ২ শস্যচ্ছেদক ('দাও' হইতে)]

২৮৫৪ ঘোল কুল কলা, তিনে নষ্ট গলা।

২৮৫৫ ঘোল খাওয়ানো।[১]

[১ 'যেমন জেতে জন্ম, এমন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ তাঁকেও তোমরা ঘোল খাইয়েছিলে'—নবনাটক। 'দেখ না তোমার সামনেই তাকে ঘোল খাওয়াব আর ভেড়া বানাব'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহ]

ঘোল খাবেন রামকৃষ্ণ ইত্যাদি, নং ১১৮৮ দ্রষ্টব্য।

ঘোল মাগতে পিছনে ভাঁড়, নং ২১০৬ দ্রষ্টব্য।

২৮৫৬ ঘোল মূত্র সমান জ্ঞান।

ঘোলে অম্বলে এক করা, নং ৩৫৪৫ দ্রষ্টব্য।

২৮৫৭ ঘোলের হাঁড়িতে পোঁদ ডুবিয়ে বসা।

২৮৫৮ ঘোষ বোস মিত্র, এরা কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যান গড়াগড়ি ॥[১]

[১ কায়স্থ-কৌস্তুভের বচন বলিয়া উদ্ধৃত]

২৮৫৯ ঘোষকে[১] নেড়ে ভাল।

[১ পা—ঘোষের কাছে]

২৮৬০ ঘোষাল রসাল বড়, বন্দ্যঘটি সাদা।[১]

[১ নং ৬৮২৩ দ্রষ্টব্য]

২৮৬১ ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনম্।[১]

['ঘরে ঢুকলে জাত যাবে না ? ঘ্রাণেও যে অর্দ্ধ ভোজনের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে'—শরৎচন্দ্রের নববিধান। পুনশ্চ, 'শিরোমণি মশায় ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজনের কাজটা সেরে নিলেন নাকি'—ষোড়শী]

২৮৬২ চক্কুরে বোড়া।[১]

[১ অর্থাৎ চক্রবিশিষ্ট গাত্র, দেদো]

২৮৬৩ চক্রের চক্রী চক্রপাণি।

২৮৬৪ চক্ষুকর্ণে[১] ছ'মাসের পথ।

[১ পা—চোখে কানে। 'হল চক্ষু কর্ণেতে যেন ছ'মাসের পথ'—রাম বসু]

২৮৬৫ চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘোচান।[১]

[১ 'যে পর্য্যন্ত চক্ষুকর্ণের বিবাদ না ঘুচিয়া যায় সে পর্য্যন্ত সাতিশয় অস্থির হইতেছি'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'মন্দিরে চল, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘুচিয়ে দিচ্ছি'—গিরিশ ঘোষের মলিনা-বিকাশ]

২৮৬৬ চক্ষু চড়কগাছ[১]। চক্ষু ছানাবড়া হওয়া[২]।

[১ অর্থাৎ ভয়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হওয়া। ২ অত্যধিক বিস্ময় বা বিপদ বোধ]

২৮৬৭ চক্ষুদান।[১]

[১ মৃন্ময়ী প্রতিমার চক্ষুদান হইতে। সতর্কীকরণ অর্থে। রামনারায়ণ তর্করত্নের একটি নাটকের নাম এইরূপ। কিন্তু চক্ষুদান করা=সুযোগ পাইয়া চুরি করা]

২৮৬৮ চক্ষু বিনা যেমন অঙ্গ, ভক্তি বিনা সাধুসঙ্গ।

২৮৬৯ চটক পাখীতে কিবা পর্ব্বত নেয় তুলি।
ঢোলের মত ডিম পাড়ে খোড়লের[১] বাদুড়ী ॥

[১ গর্ত্ত, কোটর]

২৮৭০ চটকস্য মাংসং ভাগশতম্।[১]

[১ অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর বস্তুরও বহু ভাগ। প্রবোধচন্দ্রিকায় উদ্ধৃত]

২৮৭১ চটি জুতার আবার ফিতে।

২৮৭২ চড়কা[১] পিঁড়ি, চড়ক[২] ধুতি,
রান্ধে বাড়ে না লাগে কাতি[৩]।
স্বামীর সেবা, সাঁঝে বাতি, ডাক বলে—লক্ষ্মীর স্থিতি ॥
রৌদ্রে কাঁটাকুটায় রান্ধে, খড় কাঠ বর্ষাকে বান্ধে।
আয়ে ব্যয় করে, শাশুড়ী পুছে, সর্ব্বকালে স্বামীকে পূজে।
অতিথ দেখিয়া লাজে মরে, তবু তার পূজা করে।
ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে—এ গৃহিণীতে ঘর না টালে ॥
কাঁখে কলসী পানিকে যায়, হেঁটমুণ্ড কা'কেও না চায়।
যেন যায় তেন আইসে, ডাকে বলে—গৃহিণী সে ॥[৪]

[১ উঁচু। ২ চটক বা শুভ্র বস্ত্র। ৩ কাদা। ৪ সুগৃহিণীর লক্ষণ। ডাকের বচন]

২৮৭৩ চড়কে রামনাম।

২৮৭৪ চড়কের ঢাকে কাঠি পড়লে,
পিঠফোঁড়া সন্ন্যাসীর পিঠ চুলকোয়।

২৮৭৫ চড় চাপড়, গায়ের কাপড়।

২৮৭৬ চড়-চাপড়ের মানুষ।

২৮৭৭ চড়টা মারলে চাপড়টা খায়।

২৮৭৮ চড় মেরে গড় করা।

২৮৭৯ চড় মেরে চড় খাওয়া।[১]

[১ নং ৩০২৭]

২৮৮০ চড়ান খোলার[১] কামাই নাই।

[১ খই ভাজিবার বা পাক করিবার পাত্র। কেবল 'খোলা কামাই নেই' = নানা রকম কাজের ফিকিরে ব্যস্ত]

২৮৮১ চড়ার শোভা বালি।

২৮৮২ চড়ুকে বা চড়কীর হাসি।[১]

[১ চড়কগাছে উঠিয়া বাণফোঁড়ার যন্ত্রণাসত্ত্বেও লোক-দেখানো হাসি। হুতোম প্যাঁচার নকশায় চড়কের বিবরণ দ্রষ্টব্য। 'এ দিকে দুঃখের দায় মনে ঝোলে ফাঁসি। বাহিরে প্রকাশ করে চড়কীর হাসি॥'—ঈশ্বর গুপ্ত। '[কুড়রাম] একটু চড়ুকে হাসি হাসিয়া বলিলেন'—দীনবন্ধু মিত্রের যমালয়ে জীয়ন্তে মানুষ

২৮৮৩ চড়ুকে পিঠ চুলকায়।[১]

[১ নং ২৮৭৪]

২৮৮৪ চড়ুয়ের পেটে জন্মাবে নর, দেবতা হবে বনের বানর।

২৮৮৫ চড়ের ঘায়ে তুচ্ছ, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছ।[১]

[১ নং ১০৮৯, ৫৩৫৭]

চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায়, রামা চড়ে ঘোড়া, নং ৭৭৮৪ দ্রষ্টব্য।

২৮৮৬ চণ্ডী[১], সপিণ্ডী[২], কুশণ্ডী[৩], তিন নিয়ে বামুন ডি[৪]।

[১ চণ্ডীপাঠ। ২ সপিণ্ডীকরণ। ৩ কুশণ্ডিকা। ৪ ডি = ডিহি, গ্রামসমষ্টি ; এক তৌজিভুক্ত কয়েকটি মৌজায় একটি ডিহি]

২৮৮৭ চতুরালি ক'রে কয় জামায়ের ভূতে[১]।
চল সোয়ামী, ঘরে যাই কাঁথার ভিতর শুতে॥

[১ অর্থাৎ জামাই-ভূত ইঙ্গিত বুঝে না, তাই চতুরালি করিয়া বলে]

২৮৮৮ চতুরে ফতুর।

২৮৮৯ চতুরের সঙ্গে চতুরালি।

২৮৯০ চতুর্ভুজ হওয়া।[১]

[১ 'চতুর্ভুজ হই বুঝি সে মুখ হেরিলে'—নিধু বাবু। 'চতুর্ভুজ না ক'রে ছাড়ছেন না, তা বুঝেছি'—গিরিশ ঘোষের জনা। 'তাকে দেখে কি আমি চতুর্ভুজ হব'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সিন্দূরকৌটা]

২৮৯১ চ'তে গুরু, ম'তে শিষ্য।[১]

[১ অর্থ অজ্ঞাত]

২৮৯২ চন্দনং ন বনে বনে।[১]

[১ সং—শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে। সাধবো ন হি সর্ব্বত্র চন্দনং ন বনে বনে॥]

২৮৯৩ চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।
বাঘ পালাল, বেরাল এল ধরতে এবার[১] হাতী॥

[১ পা—শিকার করতে]

২৮৯৪ চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।
বিস্তর করলে পেটের পুত, কি করবে মোর নাতি[১]॥

[১ পা—সব (বা বড়) করলে পেটের পো, বাল ছিঁড়বে নাতি]

২৮৯৫ চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকি ধরে বাতি।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল, শল্য হল রথী॥

২৮৯৬ চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।
ময়ূর গেল, ছাতারে এল, ফুলিয়ে বুকের ছাতি॥

২৮৯৭ চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফারসী পড়ে তাঁতী॥

২৮৯৮ চ বৈ তু হি।[১]

[১ পাদপূরণে]

২৮৯৯ চরকা আমার ভাতার পুত, চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা হাতী॥[১]

[১ পল্লীগীতি হইতে]

২৯০০ চরকি ঘোরান।[১] বা, চরকি-বাজি করা।[২]

[১ 'বাপ্ যেন চরকি ঘুরিয়ে দিলে'—জামাই বারিক। ২ 'এ যাত্রা চরকিবাজি খেলুম'—গিরিশ ঘোষের শ্রীবৎস-চিন্তা। নং ২৩৭]

২৯০১ চরণামৃত চরণামৃত, না জানি কি অমৃত[১],
খেয়ে দেখি, না, জল।

[১ পা—না মিষ্টি না তিত]

২৯০২ চরে-বরে খাওন, আথালে[১] এসে নাদন।

[১ (প্রা) গোয়ালে]

২৯০৩ চর্ব্বিত-চর্ব্বণ।[১]

[১ সংস্কৃত 'পিষ্টপেষণ' লৌকিক ন্যায়ের সহিত তুলনীয়। নং ৩৪৩২]

চলতে চলতে জোটে ইত্যাদি, নং ৭৭৭৩ দ্রষ্টব্য।

২৯০৪ চলতে[১] জানে না লাফডিঙরা[২],
পথকে[৩] বলে হেটাটিঙরা[৪]।

[১ পা—হাঁটতে ; নাচতে। ২ যে লাফ দিয়া বা ডিঙাইয়া চলে ; অতএব দুরন্ত। পা—বামুন ডেকরা ; বামুন ডিগরা। ৩ পা—উঠানকে। ৪ এবড়ো-খেবড়ো ; অসমান। পা—হেটাটেঙরা ; হেঁটে-টেঙরা। 'প্রথমে পিন্ধে খোঁপা হাটেং-ট্যাঙরা'—গোপীচন্দ্রের গীত]

চলতে না জানলে উঠান বাঁকা, নং ৪৫৫৯ দ্রষ্টব্য।

২৯০৫ চলতে[১] পারে না, তার কামান[২] ঘাড়ে[৩]।[৪]

[১ পা—নড়তে। ২ পা—বন্দুক। ৩ পা—কামান নাড়ে। ৪ নং ৪৪৫৯, ৬৭৪৬]

২৯০৬ চল বলতেই কাঁধে ঝুলি।

২৯০৭ চললেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চললেই হতবুদ্ধি।

২৯০৮ চলা ভাল নয় এক ক্রোশ, বেটী ভাল নয় এক।
মাগা ভাল নয় বাপের কাছে, যদি বিধি রাখে টেঁক[১]॥

[১ স্থিতি বজায় রাখে]

২৯০৯ চাইলেই কি পাবে।
খাস বাগানের আম নয় ত চোক্‌লা কেটে খাবে॥

২৯১০ চাইলে[১] জিরে, পেলে[২] হীরে।
[১ পা—চাইলেন। ২ পা—পেলেন। 'তুমি চাইলে হীরে পেলে জিরে, যত্ন করলে অতি'—দাশু রায়]

২৯১১ চাউলেই আউল[১]।
[১ উচ্ছৃঙ্খল। অথবা আউল-সম্প্রদায়]

২৯১২ চাউল দিহ যত তত জল দিহ তিন চার সূত।
ভাত উথলাইলে দিহ কাঠি, তবে জ্বাল করিহ ভাটি[১]।
তুলিয়া দেখ ফাটা ভাত, ফেন ঝরিবে পাত-পাত।
তবু যদি হয় চাউল[২], ডাকে তবে বলিহ বাউল[৩]॥[৪]
[১ পা—জ্বাল দিবে উজান ভাটি। ২ পা—তাতে যদি থাকে চাউল। ৩ অর্থাৎ পাগল। ৪ ডাকের বচন।—নং ৬১৭১]

২৯১৩ চাকতি[১] যেথা বলবতী, যুক্তি হয় না ফলবতী।
[১ অর্থাৎ টাকা]

২৯১৪ চাকা ছাড়া রথ, শাস্ত্র ছাড়া মত।

২৯১৫ চাকুরী, না, কুকুরী[১]।[২]
[১ অর্থাৎ কুকুরবৃত্তি। পা—গুখুরী। ২ 'বলে—চাকুরী না কুকুরী'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। নং ২৯১৯]

২৯১৬ চাকুরী[১] তালপাতার ছাউনি[২]।[৩]
[১ পা—পরের ঘরের। ২ পা—কুঁড়ে। ৩ 'তোমার এই চাকুরী তালপাতার ছাউনি'—গিরিশ ঘোষের আয়না। 'এই তালপাতার কুঁড়ে চাকরীটুকু থাকে বা না থাকে'—অমৃত বসুর সাবাস্ বাঙালী]

২৯১৭ চাকুরী মেঘের[১] ছায়া, মিছে কর তার মায়া।
[১ পা—তালপাতার]

২৯১৮ চাকুরীর মুখে ছাই, ছাড়িতে না পারি, ভাই।[১]
[১ ভারতচন্দ্র]

২৯১৯ চাকুরে কুকুরে সমান।[১]

[১ 'চাকর কুকুরতুল্য ডাকে কেন এত'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'চাকর কুকুর দূর, বোলে যার ভাঙ্গে ভুর, তার কেন এত আশা বলে'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'চাকরি করা ঝকমারি—চাকরে কুকুরে সমান—হুকুম করিলেই দৌড়িতে হয়'—আলালের ঘরের দুলাল]

২৯২০ চাকা যত জেরবার, তত তার শোর্‌শার্‌।

২৯২১ চাকের মধু কি মিষ্টি হইত,
মৌমাছির খোঁচা না যদি রইত।[১]

[১ জামাই বারিকে প্রযুক্ত]

২৯২২ চাখতে চাখতে হল শেষ, খাওয়া কি আর হল বেশ।

২৯২৩ চাখনা নাই, দেখনাই সার।

২৯২৪ চাচা আপন, চাচী পর, চাচীর মেয়েকে বিয়ে কর।

২৯২৫ চাচা, আপনা বাঁচা।[১]

[১ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও আলালের ঘরের দুলালে প্রযুক্ত। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের বীরবলে ও অমৃত বসুর খাসদখলে 'আপনা' স্থলে 'আপন' পাঠ]

২৯২৬ চাচাই বল, কাকাই বল, কলাটি পাঁচ কড়া।

২৯২৭ চাচা বড় ভাগ্যবান, ডোলে গরু শামুকে ধান।

২৯২৮ চাচা[১] মরে সেও ভাল, তবু পরের কাস্তে না হারায়।

[১ পা—চাবা। নং ৬৬৬৩]

২৯২৯ চাটলে চিতী, কামড়ালে বোড়া।

২৯৩০ চাটা দূর্ব্বা প'ড়ে থাকা।

২৯৩১ চাড় পড়লেই ফিকির বেরোয়।[১]

[১ 'মানব স্বভাব এই, যে চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়' —আলালের ঘরের দুলাল]

২৯৩২ চাঁড়ালের গদ্দি[১] কুড়ালের কোপ্‌।[২]

[১ কৌতুক বা পরিহাস। ২ নং ২৯৯৫]

২৯৩৩ চাঁড়ালেরে চিনি, বামুনেরে লবণ।

২৯৩৪ চাতক রইল মেঘের আশে, মেঘ ঝরল অন্য দেশে।

২৯৩৫ চাঁদ-কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, মুখে তার সরষে-বাটা।

২৯৩৬ চাঁদ চাঁদ চাঁদা, মিথ্যে কেন কাঁদা।

২৯৩৭ চাঁদ দেখে কুকুর চেঁচায়, চাঁদের কিবা আসে যায়।

২৯৩৮ চাঁদ-ধরা বা চাঁদ-চাওয়া ছেলে।

২৯৩৯ চাঁদ মিঞার পোঁদও পোঁদ, চাঁদার পোঁদও পোঁদ।

২৯৪০ চাদরের বাইরে ঠেঙ দেখে, মশার কামড় ধরে ছেঁকে।

২৯৪১ চাঁদেও গেরণ ধরে।[১]

[১ নং ২৫৯৫]

২৯৪২ চাঁদে কলঙ্ক।[১]

[১ নং ১৬০৬]

২৯৪৩ চাঁদের আশীর্ব্বাদ, ক্ষয় বৃদ্ধি বাঁধা।

২৯৪৪ চাঁদের কাছে জোনাকি পোকা, ঢাকের কাছে টেম্‌টেমি[১]।

[১ 'পাতালে আর গোলোকে, টেমটেমি আর ঢোলকে'—দাশু রায়]

২৯৪৫ চাঁদের গায়ে ছেপ ফেললে আপন গায়ে লাগে।[১]

[১ 'চাঁদের গায়ে কেউ কি থুথু দিতে পারে?'—গিরিশ ঘোষের মায়াবসান। নং ২১৩]

২৯৪৬ চাঁদের দিন[১], বুধের দশা[২]।[৩]

[১ পূর্ণিমা। ২ যে জ্যোতিষিক দশায় সুখ ও সৌভাগ্য। ৩ অর্থাৎ উভয়ই মঙ্গলসূচক]

২৯৪৭ চাঁদের হাট।[১]

[১ 'উজ্জ্বল করেছে বাট, ঠিক যেন চাঁদের হাট'—দাশু রায়। 'এমন চাঁদের হাট ছাড়িয়া কোথায় পাত্র অন্বেষণ করিবে?'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'এ কি চাঁদের হাট যে'—নব-নাটক। 'বলি, এ চাঁদের হাট নিয়ে রওনা হচ্ছ কোথা?'—গিরিশ ঘোষের মনের মতন]

২৯৪৮ চাপ পড়লেই বাপ।[১]

[১ পা—যখন পড়বে চাপ, তখন বলবে বাপ]

২৯৪৯ চাপলে বোঝা, বাপের ঘাড়ে।

২৯৫০ চাপে গোবর, উশাশে[১] নাগর।

[১ আলুগায়। উশাশ (প্রা) = অবকাশ]

২৯৫১ চাপের ওপর চাপ, উসর[১] নেই রে বাপ।

[১ অবসর।—নং ৩৯৪৪]

চামচিকে আবার পাখী, নং ৬১৭ দ্রষ্টব্য।

২৯৫২ চামের শরীর কামে[১] ক্ষয় না।

[১ কাজে]

২৯৫৩ চার কড়ার চড়ুই, চণ্ডীমণ্ডপে বাস।

২৯৫৪ চার কড়ার চেটাই নেই, চণ্ডীমণ্ডপে বসা।

২৯৫৫ চার কড়ার পিটে খেয়ে বাপকে বলে শালা।[১]

[১ নং ২৪৬৫]

২৯৫৬ চার চোখে চাওয়া।[১]

[১ বিবাহের সময় শুভদৃষ্টি]

২৯৫৭ চার চোখে বাঘে খায় না।

২৯৫৮ চার পোতায়[১] এক ঘর।

[১ ভিত, মেঝে]

২৯৫৯ চার ফেললেই কি মাছ আসে।[১]

[১ 'তখন তাহার দশ হাত ছাতি হইয়াছে, এবং দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে চার ফেলিলেই মাছ পড়িবে'—আলালের ঘরের দুলাল]

২৯৬০ চারিদিকে দিয়ে বেড়া, তবে ধর চাষের গোড়া।

২৯৬১ চারি শাস্ত্র পড়ে যদি মুছলমানের বালা।
তবু না ছাড়িবে তারে ত্যাল খ্যাড় ক্যালা॥[১]

[১ নং ৬৮৪৯]

চারে মাছ আনা, নং ৩৫৯৭ দ্রষ্টব্য।

২৯৬২ চারের ওপর চার দিয়ে ছিপ ফেলা।[১]

[১ 'ছোবল মারিবার সময় হয় নাই, কিন্তু চারের উপর চার দিয়া ছিপ ফেলার কসুর হয় নাই'—আলালের ঘরের দুলাল]

২৯৬৩ চালকলাখেকো বামুন।[১]

[১ 'এখন এ বেটা চালকলাখেকো বামুনকে কেমন করিয়া তাড়াই'—আলালের ঘরের দুলাল]

চাল কুটে পিটে খায় গেরস্থে ইত্যাদি, নং ২৫৯৮ দ্রষ্টব্য।

২৯৬৪ চালকুমড়ি করা।

[১ চালের উপর হইতে কুমড়ার মত গড়াইয়া ফেলিয়া সদ্‌গতি করা। 'যেদোর গলায় পা দাও, আর বুড়ো মাকে চালকুমড়ী কর'—গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল]

২৯৬৫ চাল চিঁড়ে গুড়, তিন নিয়ে দিনাজপুর।

২৯৬৬ চালচিত্তির চটে গেছে, কাঠামো হয়েছে সার।
ভোলানাথ, ভজতে তোমায় ভক্তি নেইক আর॥

২৯৬৭ চাল ছড়ালে কুড়ানো যায়; জল ছড়ালে কুড়ানো দায়।

২৯৬৮ চাল ডাল এক জনার, গৌরাঙ্গ[১] আর জনার।

[১ অর্থাৎ বিগ্রহপূজার অধিকার]

২৯৬৯ চালতা-বেচুনী দোলায় চড়ে,
কোথায় কোন্ দেশ জিজ্ঞেস করে।[১]

[১ নং ৪৬৬২]

২৯৭০ চাল থেকে পড়ল বিছে, এই সত্য এই মিছে।

২৯৭১ চাল না চুলো[১], ঢেঁকি না কুলো।
বিধাতা করেছে দোর বুলো-বুলো॥

[১ পা—মাগ না ছেলে]

২৯৭২ চাল নেই চুলো নেই, হাটের মাঝে রাজত্ব।

২৯৭৩ চাল নেই, ডাল নেই, অগ্রে ভোজন।
কাঁথা নেই, কাপড় নেই, মধ্যে শয়ন॥

২৯৭৪ চাল নেই ডাল নেই, খিচুড়ি পাকাই।

২৯৭৫ চাল নেই তার ধুচনী নাড়া, নাক নেই তার নথ নাড়া[১]।

[১ নং ২৪৮৯, ৪৫৩৪]

২৯৭৬ চাল নেই, তার ভাতে ভাত।[১]

[১ পা—চাল নেই ভাতে ভাত চড়িয়ে দে]

চাল নেই ধান নেই গোলাভরা ইঁদুর, নং ৪৩৭৭ দ্রষ্টব্য।

২৯৭৭ চালুনি ক'রে ঘোল বিলান।

২৯৭৮ চালুনি বলে—ছুঁচ তোর পোঁদে কেন ছেঁদা।
আপন দোষ দেখে না যার সর্ব্বাঙ্গেই বেঁধা॥[১]

[১ নং ২৯৭৯, ৩২৪০, ৩৫২৪, ৪৯০৫]

চালুনি বলে—ধুচুনি ভায়া, তুমি বড় ফুটো, নং ৪৯০৫ দ্রষ্টব্য।

২৯৭৯ চালুনির পোঁদ ঝর ঝর করে, চালুনি ছুঁচের বিচার করে।[১]

[১ নং ২৯৭৮ দ্রষ্টব্য]

২৯৮০ চালে খড় নেই ঘরে বাতি, বিছানা নেই পোহায় রাতি।

২৯৮১ চালে খড় নেই, বাড়ে[১] মাটি নেই।

[১ মেটে ঘরের কিনারায়]

২৯৮২ চালে তেঁতুলে।

২৯৮৩ চালে ফলে কুষ্মাণ্ড, হরির মা'র গলগণ্ড।

[১ প্রবোধচন্দ্রিকায় (১ম স্তবক, ৫ম কুসুম) আভাণকের উদাহরণ। সং—চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং হরিমাতুর্গলে ব্যথা। এই সংস্কৃত শ্লোকাংশ উক্ত গ্রন্থে (৩য় স্তবক, ১ম কুসুম) উদ্ধৃত]

২৯৮৪ চালে মাত।[১]

[১ দাবা খেলা হইতে]

২৯৮৫ চালের ছনও[১] থাক, রাজার মনও থাক।

[১ ছাইবার খড়]

২৯৮৬ চালের[১] জল কখনো উজান যায় না।

[১ অর্থাৎ ঘরের খড়ো চালের]

২৯৮৭ চালের দর কত[১], না, মামার[২] ভাতে আছি।[৩]

[১ পা—হাটে চাল কি দর। ২ পা—বামুনের। ৩ নং ৩৬১১]

২৯৮৮ চালের বাতায় মাণিক থুয়ে, উলুবনে বেড়ায় হাতড়িয়ে।

২৯৮৯ চাষ ক'রে খাচ্চিল আবদুল, ছিল ভাল।
চৌকিদারি নিয়ে আবদুল পরাণে ম'ল ॥[১]

[১ নং ২৭৬, ২১৬৪, ৩১৫৯]

২৯৯০ চাষা[১] কি জানে কর্পূরের গুণ,
শুঁকে-শুঁকে বলে সৈন্ধব নুন।

[১ পা—বেদে ; চাঁড়াল]

২৯৯১ চাষা কি জানে মদের সোয়াদ।[১]

[১ প্রবাদটির বিভিন্ন রূপান্তর দেখা যায়, যেমন : গাধা কি জানে মধুর স্বাদ ; বেঙ কি জানে আদার স্বাদ ইত্যাদি]

চাষা বাড়লে বামুন মারে ইত্যাদি, নং ৪৭৯৫ দ্রষ্টব্য।

চাষা মরে সেও ভাল ইত্যাদি, নং ২৯২৮ দ্রষ্টব্য।

২৯৯২ চাষা যদি করে হিত, করতে করতে বিপরীত।

২৯৯৩ চাষার চাষ, অন্যের হাবিলাস[১]।

[১ আকাঙ্ক্ষা। এই শব্দের অর্থের জন্য নং ৮৫৮৬ দ্রষ্টব্য]

২৯৯৪ চাষার কেবল এগার মাস দুঃখ, আর সকল মাস সুখ।

২৯৯৫ চাষার গদ্দি[১] কাস্তের ঠোক্কর।

[১ নং ২৯৩২]

২৯৯৬ চাষার চাষ দেখে এসে চাষ করলে গোয়াল।
ধানের সঙ্গে খোঁজ নেই, বোঝা-বোঝা পোয়াল[১] ॥

[১ খড়, বিচালি]

২৯৯৭ চাষার ছেলে পাশা খেলে, নিত্য বলে—দশ।

২৯৯৮ চাষার বলদ, চ'ষে খেলেও বয়স যায়,
ব'সে খেলেও বয়স যায়।

২৯৯৯ চাষার বুদ্ধি বড় সরু।
আপনার গরুকে বলে—গুখেকোর বেটার গরু ॥

৩০০০ চাষার মুখ, না, আখার[১] মুখ।

[১ উনানের]

৩০০১ চাষার[১] হাতে শালগ্রামের দশা বা মরণ।[২]

[১ পা—রাখালের। ২ নং ৫৬৪৪]

চাষের কোণে, বাণিজ্যের ধনে, নং ২১২২ দ্রষ্টব্য।

৩০০২ চিকণ কাপড়ের নেকড়া, দাঁত পড়লেই বুড়োর চোকড়া[১]।

[১ চোকড়া=মুখ, এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে; অর্থাৎ বয়স অল্প হইলেও দাঁত পড়িলে বুড়োর মুখের মত হয়]

৩০০৩ চিঁড়ে-কাঁচকলার[১] পিরীত।

[১ 'Like plantain sauce with parched rice'—Morton. চিঁড়ের সঙ্গে পাকা কলারই ফলারে সম্বন্ধ, কাঁচকলার নয়]

৩০০৪ চিঁড়ে চেটাই ঝেঁতলা, এই তিন নিয়ে চেতলা।

৩০০৫ চিঁড়ে দই পেকে ওঠা।[১]

[১ 'মনে মনে বড় আহ্লাদ, মনে করিতেছেন বুঝি চিঁড়ে দই পেকে উঠিল'—আলালের ঘরের দুলাল]

৩০০৬ চিঁড়ে বল, মুড়ি বল[১], ভাতের বাড়া[২] নয়[৩]।
পিসী বল, মাসী বল, মায়ের বাড়া[২] নয়[৩] ॥[৪]

[১ পা—ভাজা বল ভুজি বল; পিঠে বল মিঠে বল। ২ পা—সমান। ৩ পা—নেই। ৪ নং ৬৬৮৪। প্রবাদের রূপান্তর—আতি খাও পাতি খাও ভাতের সমান নয়। পরের মাকে মা বল মায়ের সমান নয় ॥]

৩০০৭ চিঁড়ের বাইশ ফের।[১]

[১ ক্রমান্বয়ে এক পাল্লায় একটা চিঁড়া ও অন্য পাল্লায় দুটা চিঁড়া দিয়া বাইশবার ফিরাইয়া ওজন বাড়ানো; অর্থাৎ সহজ বিষয়কে ভারি করিয়া তোলা]

৩০০৮ চিংড়ি মাছ খেয়ে সোমবার নষ্ট।[১]

[১ নং ৫৯৪৭, ৬৫৮৬]

৩০০৯ চিংড়ি মাছ, গায়ে রক্ত নেই।

৩০১০ চিংড়ি মাছ পিছে হাঁটে।

৩০১১ চিৎ করলে ডোঙা, উপুড় করলে পোঙা[১]।

[১ নং ৪৪৬০]

৩০১২ চিৎপাতের কড়ি[১] উৎপাতে যায়।

[১ বেশ্যাবৃত্তিতে অর্জিত]

৩০১৩ চিৎ বাদে উপুড় জানে না।

৩০১৪ চিৎ হলে তুই বীচি, উপুড় হলে তুই পাছা।

৩০১৫ চিতার মুখে গীতা, মন-হরষে কথা।

৩০১৬ চিতেন[১] কেটে বাহবা লওয়া।[২]

[১ গানের মহড়ার যে অংশ গলা ছাড়িয়া গাওয়া হয়। ২ 'এমন অধ্যক্ষতা করা কেবল চিতেন কেটে বাহবা লওয়া' —আলালের ঘরের দুলাল]

৩০১৭ চিত্রগুপ্তের খাতা বা খতিয়ান।[১]

[১ যে খাতায় যমের লেখক চিত্রগুপ্ত নাকি মানুষের পাপ-পুণ্য বা জীবন-মরণের হিসাব রাখে। যথা—'ওরে তোরে যম রাজা ভুলে গিয়েছে। চিত্রগুপ্ত পাঁজিপুঁথি উল্‌টে ধরেছে ॥'—'মরণ! পোড়ার মুখো কেন বা এসেছে, চিত্রগুপ্ত বুঝি খাতা ভুলিয়া বসেছে'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। 'এমন কলেরাতে এত লোক ম'লো, আরে ম'লো বুড়ো না ম'লো, চিত্রগুপ্ত ভুলে খাতা না দেখিয়ে'—দাশু রায়]

৩০১৮ চিনন্ত লোকের কোঁচায় কাজ কি।[১]

[১ নং ৩০৬৪]

৩০১৯ চিনি খেয়ে মেনী হওয়া।

৩০২০ চিনির পুতুল।[১]

[১ জল লাগিলে গলিয়া যায়; অর্থাৎ যে লোক শ্রম বা কষ্ট সহিতে পারে না]

৩০২১ চিনির বলদ।[১]

[১ অর্থাৎ কেবল বহিয়াই যায়, আস্বাদ পায় না। 'চিনির বলদ সবে একখানি গুণ'—ভারতচন্দ্র। 'আমি যাহা জানি তাহা অবশ্যই বলিব, কিন্তু আমি চিনির বলদের ন্যায়'—টেকচাঁদের অভেদী। 'হয়ে আছে চিনির বলদ সদা আজ্ঞাকারী'—গোপাল উড়ে। 'চিনির বলদ তোমরা কেবল, কেরাণী মুহুরী সরকারের দল'—মনমোহন বসু। 'শুধু কি বলদ হে চিনি বহে আঁখি ঢাকা'—সত্যেন্দ্র দত্ত। নং ৫৫৪]

৩০২২ চিনির ভেতর বাহির সমান মিঠে।

৩০২৩ চিনিস্ বা না চিনিস্, ঘুঁজি[১] দেখে কিনিস্।[২]

[১ ঘুঁজি বা ঘুঁচি-শিঙ—যে গরুর দুই শিঙ সমান ও সমান্তরাল। ২ গরু কেনা সম্বন্ধে প্রবাদ। খনার বচন। নং ৪৯]

৩০২৪ চিনি হওয়া ভাল নয়, মন, চিনি খেতে ভালবাসি[১]।

[১ রামপ্রসাদ]

৩০২৫ চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাম্।[১]

[১ চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাং বস্ত্রাণামাতপো জ্বরঃ। অসৌভাগ্যং জ্বরঃ স্ত্রীণামশ্বানাং মৈথুনং জ্বরঃ ॥—চাণক্যধৃত। 'রাজা ভেবে চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাং'—জামাই বারিক]

৩০২৬ চিন্তের মা'র চিন্তে—হাটের লোক শোয় কোথা।

৩০২৭ চিম্‌টি কাটলে খাম্‌চি খায়।[১]

[১ নং ২৮৭৯]

৩০২৮ চিমড়[১] মেয়ের কামড় বেশি।

[১ পাকান ও শক্ত, tough]

৩০২৯ চিরকাল[১] সমান যায় না।

[১ নং ৮১৬৮]

৩০৩০ চিলটা পড়লে কুটোটা নিয়ে ওঠে।[১]

[১ দীনবন্ধু মিত্রের কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠে প্রযুক্ত]

৩০৩১ চিলকে বিল দেখানো।

৩০৩২ চিলের ছোঁ।

৩০৩৩ চিলের মুখে মাছ।[১]

[১ 'জমীদার সব কাছা ঢিলে, চিলের মুখে মাছ'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৩০৩৪ চুঁচুড়ার সঙ।[১]

[১ চুঁচুড়ার বারোয়ারি পূজায় তৎকালীন সঙের বর্ণনা হুতোম প্যাঁচার নকশায় 'কলিকাতা বারোইয়ারি পূজা' নিবন্ধে দ্রষ্টব্য।—নং ২৫৮৫। 'চুঁচড়োর সঙ আমার কেবল ছ্যায়লা করছেন'—অমৃত বসুর বাবু; পুনশ্চ, 'তা এই চুঁচড়োর সঙদের নিয়ে একটু একসারসাইজ করা যাক আর কি'—বাহবা বাতিক]

৩০৩৫ চুনো পুঁটি নয়, একেবারে কাতলা ।[১]

[১ 'আমি যে জাল ফেলে এসেছি, চুনো পুঁটি নয়, একেবারে দেড়মনি কাতলা গ্রেপ্তার হবে'—অমৃত বসুর রাজা বাহাদুর। 'আচাযি্য ত চুনো পুঁটি, রুই কাতলাও আছে'—শরৎচন্দ্রের রমা]

৩০৩৬ চুনো পুঁটির (বা, পুঁটি মাছের) ফরফরানি ।[১]

[১ সং—গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে। নং ১৬৩, ৮১৫৯। 'সফরীর ফরফরি পুঁটি যারে কয়'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'লোকে একটু শিখিয়া পুঁটি মাছের মত ফরফর করিয়া বেড়ায় ও মনে করে আমি বড় বুঝি'—আলালের ঘরের দুলাল। 'দেখি না, চুনো পুঁটি কে কোথা যাবে'—নবনাটক]

৩০৩৭ চুনো পুঁটি রাঘববোয়ালের খাদ্য ।[১]

[১ মাৎস্য ন্যায়! নং ৭৫৪৩]

৩০৩৮ চুরি ত চুরি, আরো জারিজুরি[১] ।

[১ তেজ, দম্ভ]

৩০৩৯ চুরি-বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা ।[১]
যদি পড়ে ধরা, তবে হাতে পায়ে দড়া[২] ॥

[১ 'সে বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা'—ইন্দিরা। 'ইতিপূর্ব্বে পাঁচ ছয় দিন ইন্দ্র চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা সপ্রমাণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, এতদিন ধরা পড়িয়াও পড়েনি'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত। 'চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা, কিন্তু ধর্লেই যাও জেলে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বঙ্গনারী। ২ পা—তবে খায় কচুপোড়া]

৩০৪০ চুল কাটলে হয় ডালে-পালে,
নাক কাটলে নয় কোনও কালে।

৩০৪১ চুল্‌কে ঘা করা (বা, ব্রণ তোলা) ।[১]

[১ নং ২২৩৯, ৫২৬৯]

৩০৪২ চুল চিরে ভাগ বা বিচার করা ।

৩০৪৩ চুল থাকে ত বাঁধি, গুণ থাকে ত কাঁদি[১] ।

[১ নং ২৫৪৫]

৩০৪৪ চুল ধরতে মূল নেই।

চুল ধরলেই মাথা আসে, নং ১৬৪৪ দ্রষ্টব্য।

চুল নিয়ে কি পেতে শোব ইত্যাদি, নং ১৯৭১, ৭৬৬৮ দ্রষ্টব্য।

৩০৪৫ চুল নেই তার টেরিকাটা।

৩০৪৬ চুল নেই তার পেটো পাড়া[১]।

[১ পাটি পাতা চুল বাঁধা। পা—চুল (বা খোঁপা) বাঁধা। 'পাকা কেশে পেটো পেড়ে করে পরিপাটি'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'খোপা বেঁধে পেটো পেড়ে, চোপা করে নথ নেড়ে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৩০৪৭ চুল নেই মাগী চুলেরে কাঁদে।
কচু পাতার টিপলা দিয়ে ডাগর খোঁপা বাঁধে॥

৩০৪৮ চুল যেন ঝাঁটার মুড়ি, মাথা বাঁধবার হুড়োহুড়ি।

৩০৪৯ চুলের টিকি দেখা ভার।[১]

[১ 'বাবুরাম বাবু বিছানায় পড়িয়া মতি কোথা মতি কোথা বলিয়া অনবরত জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিন্তু মতিলালের চুলের টিকি দেখা ভার'—আলালের ঘরের দুলাল। 'তোর চুলের টিকি দেখতে পাই না কেন রে?'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার জো নেই'—শেষ রক্ষা]

৩০৫০ চুলের নামে খোঁজ নেই, তার বোঝা পাঁচ ছয় দড়ি।

৩০৫১ চুলের শত্রু টাক, পেঁচার শত্রু কাক।

৩০৫২ চুলের সাঁকো[১] ক্ষুরের ধার।[২]

[১ নং ৫১৩০ দ্রষ্টব্য। ২ 'কেশের সাঁকোয়া দিমু ক্ষুরের ধারনি'—গোপীচন্দ্রের পাঁচালী]

৩০৫৩ চুলের সেরা চাঁচর চুল, কুলের সেরা ব্রহ্মকুল।

৩০৫৪ চুলোচুলি করা।[১]

[১ 'মল্লিকের সঙ্গে তোমার চুলোচুলি হবে'—নবীন তপস্বিনী]

৩০৫৫ চুলোয় যাওয়া।[১]

[১ অন্তিমে দগ্ধ হওয়া। 'সে চুলায় যাউক তাহার জন্য কিছু খেদ নাই'—আলালের ঘরের দুলাল। 'ন্যায় চুলোয় যাক, সভ্যতা যেন নষ্ট না হয়'—রবীন্দ্রনাথ]

চুলোমুখো দেবতা তার ঘুঁটের ছাই ইত্যাদি, নং ৮২৪ দ্রষ্টব্য।

৩০৫৬ চুলোর ওপর ক্ষীর[১], মন নয় স্থির।

[১ অর্থাৎ লোভের বস্তু]

৩০৫৭ চূড়োর ওপর ময়ূরপাখা।[১]

[১ 'এত মেয়ের মাঝে সখী, বুড়ো মিন্‌সে করলো এ কি, চূড়োর উপর ময়ূরপাখা'—দাশু রায়]

৩০৫৮ চূণ খেয়ে গাল পোড়ে, দই দেখলে ভয়ে মরে।

৩০৫৯ চূর্ণ চিন্তা চালবাজি, তিন নিয়ে কবিরাজী।[১]

[১ নং ১৩২৬]

চেঙ উজায়, বেঙ উজায় ইত্যাদি, নং ১১২৮ দ্রষ্টব্য।

৩০৬০ চেঙড়া বৈদ্য, লেঙড়া গাই, টেঙরা মাছ, ডেঙরা ভাই।

৩০৬১ চেটায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন।[১]

[১ পা—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকে, লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে। 'তুই কি ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে দেখিস্ লাখ টাকার স্বপন'—দাশু রায়। 'নেশায় আত্ম বিস্মরিয়ে, স্বপ্ন দেখেন চেটায় শুয়ে সাজদার সোনার পালঙ'—রূপচাঁদ পক্ষী]

৩০৬২ চেটার পো চেটায় থাকলেই ভাল[১]।

[১ পা—চেটার পো কি চেটায় থাকে? (Will the infant now on the mat abide always upon it? —Morton)]

৩০৬৩ চেতনেতে অচেতন, পিরীতে যার টানে মন।

৩০৬৪ চেনা বামুনের আবার পৈতা[১]।[২]

[১ পা—ফোঁটা। ২ পা—চেনা বামুনের পৈতা লাগে না। নং ৩০১৮]

চেরাগের নীচেই অন্ধকার, নং ৬৪৩ দ্রষ্টব্য।

৩০৬৫ চেয়ে চেয়ে চোখের ক্ষয়, পর-ভরসা কিছুই নয়।

চেয়েছেন জিরে ইত্যাদি, নং ২৯১০ দ্রষ্টব্য।

চেয়ে রয়েছেন কাও ইত্যাদি, নং ৬৫১ দ্রষ্টব্য।

৩০৬৬ চেষ্টা অন্তে দুঃখ খণ্ডে।

৩০৬৭ চেষ্টায় কি না হয়, সাগরে বাঁধ বাঁধা যায়।

৩০৬৮ চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই।

৩০৬৯ চৈত মাসে চৈত কামড়ি, বোশেখ মাসে ঝেঁতলা মুড়ি।

৩০৭০ চৈত মাসে খরাণে[১], কাঁঠাল খোঁজে পরাণে।

[১ রৌদ্রে। চৈত্র মাসে কাঁঠাল পাকে না]

৩০৭১ চৈতে কুয়া[১], ভাদরে বান, নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান্[২]।

[১ কুয়াসা। ২ অর্থাৎ মড়ক হয়। খনার বচন নং ১০]

৩০৭২ চৈতে গিমা[১] তিতা, বৈশাখে নালিতা[১] মিঠা,
জ্যৈষ্ঠে অমৃত ফল[২]।
আষাঢ়ে খই, শাওনে দই,
ভাদরে তালের পিঠা, আশ্বিনে শশা মিঠা,
কার্ত্তিকে খল্‌সের ঝোল।
আগনে ওল, পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল,
ফাল্গুনে চূড়ান্ত বেল ॥[৩]

[১ শাকবিশেষ। ২ আম্র ফল। ৩ ব্রতের বারমাসী ছড়া। এইরূপ পাঠান্তরও দেখা যায়ঃ 'জ্যৈষ্ঠে খই আষাঢ়ে দই, শ্রাবণে ঘোল পান্তা'; 'কার্ত্তিকে ওল, অঘ্রাণে খলিসার ঝোল'; 'ফাগুনে গুড় আদা বেল'। নং ১৭৬৪]

৩০৭৩ চৈতের গীত বৈশাখে।

৩০৭৪ চৈতের লাউ থোক বিক্রি।[১]

[১ সস্তা, তাই গোণা বাছা নাই]

৩০৭৫ চোঁ কর আর চাঁ কর, কালা তোরে ছাড়ব না।[১]

[১ অর্থাৎ জাম ফল মনে করিয়া বানরের ভ্রমর ধরা]

৩০৭৬ চোখ কানা করে, তবু দেশ কানা করে না।

৩০৭৭ চোখ কানা ব'লে কি ঘুমের ঘাট আছে।

৩০৭৮ চোখকে বলি—দেখ্, কানকে বলি—শোন্,
মুখকে বলি—চুপ্।[১]

[১ নং ৪১৪৬]

৩০৭৯ চোখ খাক্ তোর মা-বাপ, চোখ খাক্ তোর খুড়ো।
এমন বরে বে' দিয়েছেন তামাকখেকো বুড়ো ॥

৩০৮০ চোখ-খোল্লো[১], দাঁত-গজা[২], সে লোকটি নয়ক সোজা।

[১ যার চোখ খোলের ভিতর বা কোটরে প্রবিষ্ট। ২ যার দাঁত হাতীর মত বড়]

৩০৮১ চোখ ঠারে, বুড়ো মারে।

৩০৮২ চোখ থাকতে কানা।[১]

[১ পা—দু'চোখ থাকতে অন্ধ। ২ 'শ্যাম শ্যামাকে প্রভেদ করিস্, চক্ষু থাকতে হলি কানা'—রামপ্রসাদ। 'নইলে কেন তোর এত দুঃখ, বুদ্ধি নাই বুঝ না সূক্ষ্ম, চক্ষু থাকিতে তুই অন্ধ'—দাশু রায়]

৩০৮৩ চোখ থাকতে হয় রে কানা,
যে জন প্রেমের ভাব জানে না।

৩০৮৪ চোখ দিয়েছেন বিধি, দেখ নিরবধি।
মন্দ ভাবে চাও, চোখের মাথা খাও।

৩০৮৫ চোখ দেখেনি যারে, মন শোচে না তারে।

৩০৮৬ চোখ বুজলেই সব আঁধার, চোখ চাইলেই সব আমার।

৩০৮৭ চোখ যা দেখে না, মন তা মানে না।

৩০৮৮ চোখে অঞ্জন, দাঁতে লবণ, পেট ভরিব তিন কোণ।
ভাত খাইব গুলি-গুলি, তবে হয় দেহের উলী[১]।
একেবারে না দিহ ভরা, আছুক[২] লাভ মূলে হারা ॥[৩]

[১ কুশল। ২ থাকুক (তুলনার্থে)। ৩ ডাকের বচন।—নং ৩৬০, ১৬৯৩]

৩০৮৯ চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো।[১]

[১ 'তোর চোখে আঙ্গুল দিয়া বললুম তাতেও হুঁস হল না' —আলালের ঘরের দুলাল। 'মত্ততার এমনি গুণ যে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও দেখে না'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'তুমি ভাব যে তোমার স্বামী তোমা বই আর কাউরে জানে না, তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ। 'যখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলুম, রমেশ তার খেয়ে প'রে তার টাকায় তার বিষয় নিয়ে গোলযোগ বাধিয়েছে, তখনই তিনি মত দিলেন'—শরৎচন্দ্রের নিষ্কৃতি]

চোখে কানে ছ'মাসের পথ, নং ২৮৬৪ দ্রষ্টব্য।

৩০৯০ চোখে চোখে[১] যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে[২] ততক্ষণ।[৩]

[১ পা—দেখাশোনা। ২ পা—ভালবাসা। ৩ নং ১৫৫৯]

চোখে-ঠুলি কলুর বলদ, নং ১৪৬৯ দ্রষ্টব্য।

৩০৯১ চোখে দেখলে শুনতে চায়, এমন বোকা আছে কোথায়।[১]

[১ পা—দেখতে পেলে কে শুনতে চায় ; দেখতে চাস্ না, শুনতে চাস্]

৩০৯২ চোখে ধুলো দেওয়া।[১]

[১ 'কেবল চটক দেখাইয়া মহাজনের চক্ষে ধুলা দেয়'—আলালের ঘরের দুলাল। 'দশ জনে পড়িয়া চোখে ধুলা দিয়া সব লুটে-পুটে লয়েছে'—টেকচাঁদের রামারঞ্জিকা। 'অন্য লোকের চক্ষে ধুলা দেওয়া অসম্ভব নয়'—কমলে কামিনী]

৩০৯৩ চোখের আড়ালে মনের আড়াল।

৩০৯৪ চোখের কাজল গালে হল।

৩০৯৫ চোখের চামড়া (বা, পরদা) নেই।[১]

[১ 'তুই রাখাল হয়ে চাস্ বস্ত্র, তোর চোখের পরদা নাই' —দাশু রায়। 'মোদের চোখে কি আর চামড়া নেই'—নীলদর্পণ। 'বেটাদের চোখে চামড়া নেই'—গিরিশ ঘোষের জনা ; পুনশ্চ, 'ছোট ঠাকুরপোর তবু চোখে চামড়া আছে' —গৃহলক্ষ্মী। 'চামার, চোখের চামড়া ব'লে কি কোন বালাই নেই'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, ৪র্থ পর্ব্ব]

৩০৯৬ চোখের জলে নাকের জলে করা।[১]

[১ 'তোমার বাপকেও সে চোখের জলে নাকের জলে ক'রে ছেড়েছিল'—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ]

৩০৯৭ চোখের দোষে সব হল্‌দে।

৩০৯৮ চোখের বালি।[১]

[১ 'ননদিনী দেখয়ে চোখের বালি'—চণ্ডীদাস। 'চক্ষের বালি সাধুর করাব লহনারে'—কবিকঙ্কণ। 'কাল হল লাউসেন কি করি উপায়। জঞ্জাল চক্ষের বালি কত দিনে যায়॥'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'ছিলাম চক্ষের বালি আমি হে তোমার'—ঈশ্বর গুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের একটি সুপরিচিত উপন্যাসের এইরূপ নাম]

৩০৯৯ চোখের মুখের ভঙ্গি দেখে মন বুঝে যেই।
সুবোধ তাহাকে ব'লে গণ্য করে সেই॥

৩১০০ চোখে সব দেখে, কুটো পড়তে দেখে না।

৩১০১ চোখে সরষে ফুল দেখা।[১]

[১ 'মূর্চ্ছাগত হৈয়া ভূতলে পড়িয়া দেখয়ে সরিষার ফুল'—কবিকঙ্কণ। 'নতুবা বিষম সঙ্কট, একেবারে চারিদিকে সরিষাফুল দেখে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'আমরা বাড়ী শুদ্ধ লোক এতক্ষণ চোখে যে সরষে ফুল দেখছিলাম'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রত্নদীপ]

৩১০২ চোঙার বাঁদর।

৩১০৩ চোদ্দ চাকার রথ দেখান।[১]

[১ মুশ্‌কিলে ফেলা]

চোদ্দ পুরুষে ঘোড়া নেই, বাড়ী ভরা লাগাম, নং ৫৬৮৬ দ্রষ্টব্য।

৩১০৪ চোদ্দ শাকের মধ্যে ওল পরামাণিক।[১]

[১ অর্থাৎ উত্তম সমাজে অধম ব্যক্তি অধিষ্ঠিত। পরামাণিক =প্রামাণিক, শ্রেষ্ঠ। কার্ত্তিক মাসের ভূত-চতুর্দ্দশীতে চোদ্দ শাক তুলিবার সময় বলা হয়—'চোদ্দ শাকের মধ্যে আমি ওল পরামাণিক']

৩১০৫ চোরকে দেখায় ভাঙা বেড়া।[১]

[১ নং ১৫১৭]

৩১০৬ চোরকে বলে চুরি করতে, গেরস্থকে বলে সজাগ থাকতে[১]।[২]

[১ পা—সাবধান হ'তে। ২ 'চোরকে চুরি করতে বলে, গেরস্থকে জাগিয়ে তোলে'—অমৃত বসুর খাসদখল]

৩১০৭ চোর খোঁজে আঁধার রাত।

৩১০৮ চোর গাড়ে শিকড় পাথরের উপর।[১]

[১ অর্থাৎ অস্থায়ী]

৩১০৯ চোর চায় ভাঙা[১] বেড়া।[২]

[১ পা—ছেঁচা। ২ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় প্রযুক্ত।—নং ৩১০৫]

৩১১০ চোর চোট্টা হারামজাদ, তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ।

৩১১১ চোর, ছিনাল[১], চোপায় দড়, আগে যায় শীতলার মাড়[২]।

[১ ভ্রষ্টা, কুলটা। ২ আশ্রয়স্থান বা মন্দির (মণ্ডপ হইতে)। অর্থাৎ শপথ করিবার জন্য]

৩১১২ চোর-ডাকাতের ভয়, পেটে পুরলে হয়।

৩১১৩ চোরদায়ে ধরা পড়া।[১]

[১ 'না হইল কোন সুখ জনমিয়া ধরা। আমি কি পড়েছি সই চোরদায়ে ধরা॥—নববিবিবিলাস]

৩১১৪ চোর দিয়ে চোর ধরা, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা[১]।

[১ নং ১৬০৪]

৩১১৫ চোর, না, ছেঁওড়[১]। চোর, না, ছেঁচড়। চোর, না, চণ্ডাল।

[১ অনাথ, 'ছমুণ্ড' হইতে]

৩১১৬ চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।[১]

[১ শেষ রক্ষায় প্রযুক্ত। তুলনীয়—চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্। সং লৌকিক ন্যায়—পাটচ্চরলুণ্ঠিতে বেশ্মনি যামিকজাগরণম্]

৩১১৭ চোর মজে[১] সাত ঘর মজিয়ে[২]।[৩]

[১ পা—মরে। ২ পা—নিয়ে; জড়িয়ে। ৩ 'চোর মজায় সাত ঘর নিয়ে, এরা ডেকে এনে পাড়ার মেয়ে, বিদ্যা-শিক্ষার ভান করিয়ে, বালার পরকালটা খায়'—রূপচাঁদ পক্ষী। 'চোর মরে সাত বাড়ী জড়িয়ে, এ হয়েছে তাই'—শরৎচন্দ্রের বামুনের মেয়ে]

৩১১৮ চোর মরে কাশে, বামুন মরে আশে।

৩১১৯ চোর যদি যায় সাধুর কাছে, স্বভাব যায় তার পাছে-পাছে।

৩১২০ চোর শূয়রের একই পথ।

৩১২১ চোর সেবক, চোরা গাই, খল পড়শী, দুষ্ট ভাই।
দুষ্টা নারী, পুত্র জুয়ার, বলে ডাক—কর পরিহার[১]॥[২]

[১ পা—পরিহাস সার। ২ ডাকের বচন।—নং ৩১২২, ৩২৭৪]

৩১২২ চোরা গাই, বাঁঝী ছাগলী, ঘরে আছে দুষ্টা নেহলী।
খল পড়শী, পো মুরুখ, ডাক বলে—এ বড় দুখ॥[১]

[১ ডাকের বচন।—নং ৩১২১, ৩২৭৪]

৩১২৩ চোরা গাইয়ের সঙ্গে কপিলার বন্ধন।

৩১২৪ চোরা চায় ঈদ পরব।[১]

[১ অর্থাৎ পর্ব্বের গোলমালে চুরির সুবিধা। নং ৪৭৬০]

৩১২৫ চোরা থুয়ে নিচোরায় ধরে, চোরা নাচে আপন ঘরে।

৩১২৬ চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।[১]

[১ 'চোরা নাহি শোনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী'—কাশীরাম দাস। 'শোন রে চোরের মুখে ধরম-কাহিনী'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'চোরের কাছে ধর্ম্মকথা মর্ম্ম বোঝে না'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী, মাতালকে ভাল করা ব্যস্তের কর্ম্ম নহে'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'—নবনাটক। 'জমি ছাড়বার জন্যে কত মিনতি কল্যে, চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'—নীলদর্পণ। 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী, কামিনীর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুম'—জামাই বারিক। 'জোর বিনে সই চোর কখনো ধর্ম্মশাস্ত্র মানে'—দাশু রায়]

৩১২৭ চোরা বেরাল লেজ চাটে।[১]

[১ অর্থাৎ যখন চুরি করিবার কিছু থাকে না]

৩১২৮ চোরার পার্ব্বণ কুলি[১] ধেয়ে যায়।

[১ অপ্রশস্ত পথ, গলি]

৩১২৯ চোরার পো চোরা, কিছু কইলাম না।
কইলেও না, বাকি থুইলেও না॥

৩১৩০ চোরা সেই দেশী, চোরা বিদেশী।
চোরা খায় মেলার মাঝে বসি॥

৩১৩১ চোরে কামারে দেখা নেই, সিঁধকাঠি গড়া[১]।[২]

[১ পা—সিঁধ নোয়ানে কাঠি। ২ কলাগাছে যে বাজ পড়ে, চোরে নাকি তাহা লুকাইয়া কামারবাড়ীর জানালায় সিঁধকাঠি তৈয়ারির জন্য রাখিয়া আসে। কামারও সিঁধ কাঠি গড়িয়া চোরের জন্য সেইখানে রাখিয়া দেয়। 'অনেক স্থলে নিমন্ত্রিতে ও কর্ম্মকর্ত্তায় চোরে কামারের মত সাক্ষাতও হয় না'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'চোরে কামারে দেখা হয় না সত্যি, তা বলে কাজ আটক থাকে না, কামারও মজুরীর পয়সা বুঝে পায়, চোরেরও সিঁধকাঠিটি গড়ান হয়'—অমৃত বসুর তরুবালা। 'চোরে কামারে দেখা নাই, রাজমহলে সিঁদ'—গিরিশ ঘোষের য্যায়সা কা ত্যায়সা]

৩১৩২ চোরে-থেকো দোয়া গরু।[১]

[১ ঈশ্বর গুপ্ত]

৩১৩৩ চোরে চোরে আলি।
এক চোরে বিয়ে করে আর এক চোরের শালী॥[১]

[১ অর্থাৎ চোরে চোরে ভায়রাভাই!]

৩১৩৪ চোরে নিলে গরু সর্ব্বত্র ঘাস।

৩১৩৫ চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই।[১]

[১ নবনাটকে প্রযুক্ত। 'আমার মনচোরার মাস্‌তুতো ভাই—চোরে চোরে'—লীলাবতী। 'আপন ভাই নই, মাস্‌তুতো ভাই, অর্থাৎ চোরে চোরে যা হয়'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রত্নদীপ]

৩১৩৬ চোরের আবার পুরুত।[১]

[১ অর্থাৎ চোরের পুরোহিতের চোরাই মালের উপর আবার অধিক দাবি!]

৩১৩৭ চোরের এক রাত, গেরস্থের শতেক রাত।[১]

[১ নং ৩১৪৭]

৩১৩৮ চোরের উপর বাটপাড়ি।[১] বা,
চোরের আবার বাটপাড়ের ভয়।

[১ 'চোরের উপর করে ভাল বাটপাড়ি'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা। 'একেই বলে চোরের উপর বাটপাড়ি'—নবীন তপস্বিনী। 'চোরের উপর বাটপাড় হয়, আমি বেইমানের উপর শয়তান'—গিরিশ ঘোষের করমেতি বাই। 'যাদু দেখেছ কি? একেই বলে চোরের উপর বাটপাড়ি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ। অমৃতলাল বসুর একটি প্রহসনের এইরূপ নাম। নং ৩১৪৮]

৩১৩৯ চোরের ওপর রাগ ক'রে[১] ভূঁয়ে ভাত খাওয়া।

[১ পা—চোরের সঙ্গে বাদ ক'রে। 'ঢালি ভূমে অন্ন কিসের জন্য চোরের উপর রাগো'—দাশু রায়। 'চোরের উপর মান করি, ভূমেতে ভোজন হরি, আহা লাজে মরি'—গোবিন্দ অধিকারী]

৩১৪০ চোরের ওপর সিঁদেল।

৩১৪১ চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৩১৪২ চোরের কিল মথনে যায়।

৩১৪৩ চোরের কিল[১] সীমাতেও[২] নাই, সহিতেও[৩] নাই।

[১ পা—ঘা। ২ পা—নিয়াইতেও। ৩ পা—ফোকাইতেও]

৩১৪৪ চোরের কৌপীনটাও লাভ।

৩১৪৫ চোরের গরু গোয়ালে বাঁধা।

৩১৪৬ চোরের চন্দ্রনিন্দা।

৩১৪৭ চোরের দশ[১] দিন, সাধুর[২] এক দিন।[৩]

[১ পা—তিন; পাঁচ; সাত। ২ পা—গেরস্থের। ৩ পা—দশ দিন চোরের এক দিন সাধুর; বার-বার চোরের সাধুর একবার। 'পাঁচবার চোরের সাধুর একবার'—দাশু রায়। 'দশ দিন চোরের, এক দিন সেধের'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'পাঁচ দিন চোরের, এক দিন সেধের'—নীলদর্পণ। নং ৩১৩৭]

৩১৪৮ চোরের ধন বাটপাড়ে খায়।[১]

[১ 'বুঝি বা চোরের ধন বাটপাড়ে খায়'—ভারতচন্দ্র।

'পাকা আম কাকে খেলে, চোরের ধন বাটপাড়ে নিলে'—গোপাল উড়ে। নং ৩১৩৮]

৩১৪৯ চোরের 'না', ছিনালের 'মা'।[১]

[১ অর্থাৎ চোরের মুখে 'না' শব্দ ও কুলটার মুখে 'মা' শব্দ একই দরের। অথবা, চোরের 'না' বলিয়া দোহাই যেমন, বেশ্যার 'মা'কে দোহাই তেমনি]

৩১৫০ চোরের বাড়ী বালাখানা[১]।

[১ দ্বিতল অট্টালিকা]

৩১৫১ চোরের মন পুঁই-আদাড়ে[১]।[২]

[১ পা—ভাঙা বেড়ায় (নং ৩১০৯); সিঁধ-মোহনায়; ক্ষিরাই ক্ষেতে (পূর্ব্ববঙ্গের পাঠ)। ২ পা—অন্যের (বা আরের) মন অন্য (বা আর) দিকে ইত্যাদি (নং ৬২৩)। নং ৩৬৫৫।

৩১৫২ চোরের মন ভাঙা বেড়ায়, ছিনালের মন আড়ায়-পাড়ায়।

৩১৫৩ চোরের মন বোঁচকার তন, বা বোঁচকার দিকে।[১]

[১ নং ৬২৩]

চোরের মা কাঁদে, আর টাকার পুঁটলি বাঁধে, নং ১৩৭১ দ্রষ্টব্য।

৩১৫৪ চোরের মায়ের কান্না, উগ্‌রবারও নয়, ফুক্‌রবারও নয়।[১]

[১ 'চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে'—চণ্ডীদাস। 'চোর-রমণী জনি মনে মনে রোয়ই অম্বরে বদন ছপাই'—বিদ্যাপতি। 'চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে'—জ্ঞানদাস। 'আমাদের হচ্ছে চোরের মার কান্না, বলবারও যো নেই, ফোটবারও যো নেই'—অমৃত বসুর হীরকচূর্ণ]

৩১৫৫ চোরের মায়ের কুরকুটি[১], অন্ধকার ঘুরঘুটি।[২]

[১ কুটিলতা। ২ দুই বাক্যের বিপর্য্যয়ও দেখা যায়]

৩১৫৬ চোরের মায়ের[১] বড় গলা, খেতে চায়[২] সে দুধ কলা।

[১ পা—চুরণী মাগীর। ২ পা—রোজ খায়]

৩১৫৭ চোরের লাভ রাত্রিবাস।[১]

[১ 'যেখানে যাইতেন সেই খানেই রাত্রিবাস লাভ করণ স্বভাব দেখিয়া প্রায় সকলেই অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিত'

—মদ খাওয়া বড় দায়। '(ধনদাস) মন্ত্রণার প্রথমেই ত ফললাভ হল…তারপর আর কিছু না হয়, জানলেম চোরের রাত্রিবাসই লাভ'—কৃষ্ণকুমারী]

৩১৫৮ চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল[১]।

[১ নীলদর্পণে প্রযুক্ত]

৩১৫৯ চৌকিদারি[১] ঝকমারি।[২]

[১ পা—গোমস্তাগিরি। ২ নং ২২৯৯, ২৯৮৯, ৬৭৫২]

৩১৬০ চৌকিদারের ছেলের বিয়ে রোশন চৌকি বাজনা।
দেড় বুড়ি যার ঘরে নেই, তিন বুড়ি তার খাজনা ॥

৩১৬১ চৌঘরি মাত্।

৩১৬২ চৌধুরী চৌধুরী বড় নাম, ছাগলে চিবায়[১] পোঁদের চাম।[২]

[১ পা—ভাতে শুকায়। ২ পোঁদে নেই চাম, চৌধুরী নাম; নং ২৫০৬ দ্রষ্টব্য। নং ৭১৮, ৫২৮১]

৩১৬৩ ছ'-আঙুলের[১] আঙুল।[২]

[১ পা—ছ'আঙ্গুল্যার (প্রা)। ২ অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন]

৩১৬৪ ছ'কড়া ন'কড়া করা।[১]

[১ তুচ্ছ করা। 'ওঁকে এত ভালবাসি…তবু উনি আমাকে ছকড়া নকড়া করেন'—লীলাবতী। 'অমনি নকড়া ছকড়া যে সে মানুষ পাস্ নি'—অমৃত বসুর সাবাস্ আটাশ। 'নকড়া ছকড়া জীবন কি না, গেলেই হলো'—গিরিশ ঘোষের য্যায়সা কি ত্যায়সা]

৩১৬৫ ছত্রিশ জাতের কাণ্ড।[১]

[১ নং ৬১০১ দ্রষ্টব্য]

৩১৬৬ ছ' বুড়ির ঘোড়া ন' বুড়ি খায়,
কখনো চলে কখনো চালায়।

৩১৬৭ ছবুড়ির[১] ফলে অমৃতী[২] হারানো।[৩]

[১ টুকরির। ২ পিকদানি। ৩ 'কবিরাজ দেখিলেন যে

ছবুড়ির ফলে অমিত্তি হারাতে হয়'—আলালের ঘরের দুলাল। এই গ্রন্থের অন্যত্র 'ছবড়ি ফেলে অমিত্তি কেন হারান যাবে' এইরূপ পাঠ আছে]

ছ'মাসের গর্ভ এক বাতকর্ম্মে ফুস্, নং ৪০০৫ দ্রষ্টব্য।

৩১৬৮ ছ'মাসের ধনই ধন, দশমাসের পুতই পুত।

৩১৬৯ ছ'মাসের থাকতে ভাত, কাদা খায়, কি বরাত।

৩১৭০ ছয়কে নয় নয়কে ছয়। অথবা, ছয় নয় বা নয় ছয় করা।[১]

[১ অপচয় করা। নং ১১২৪]

৩১৭১ ছয় চোখে ক্ষয়।

৩১৭২ ছয় না, নয় না, মধ্যে মধ্যে ঘুরি।

৩১৭৩ ছরত[১] ছয় ভাই[২], ছরত বিনা নাই ঠাঁই।

[১ বা, ছারত = দেহ, গতর; 'ছরত অর্থাৎ পরিশ্রম ও সচ্চরিত্র'—লঙ সাহেবের ব্যাখ্যা। ২ পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন লইয়া ছয়]

৩১৭৪ ছ' রুটি, তের পুতরা[১], খা' পুতরা ধুল-গুজরা।
ঘন ঘন আস না, তাই ত মন খেচড়া[২] ॥[৩]

[১ জামাইয়ের সম্পর্কীয় ভাই ইত্যাদি (প্রা)। ২ অবাঞ্ছিত অতিথির প্রতি ব্যঙ্গোক্তি। ৩ পূর্ব্ববঙ্গের প্রবাদ]

৩১৭৫ ছল ক'রে জল আনা।[১]

[১ যেমন ব্রজধামের গোপীলীলায়]

৩১৭৬ ছলে বলে কৌশলে।[১]

[১ 'ছলে বলে কৌশলে এমন পিরীত রাখে'—দাশু রায়]

৩১৭৭ ছলে বলে বাম্না খায়, পরকালের কাজ গুছায়।

৩১৭৮ ছাই খুঁড়তে আগুন।[১]

[১ নং ২০১১]

৩১৭৯ ছাইচাপা আগুন।[১]

[১ নং ২৩৭, ১৭০৩। 'ছাইতে কি আগুন এত কালও থাকে গা ?'—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ]

৩১৮০ ছাইতে না জানি, গোড় চিনি[১]।

[১ 'I cannot thatch but can lay a layer'—Morton]

৩১৮১ ছাই পায় না, মুড়কি জলপান।

ছাই পেতে কাটা, নং ১৬০৮ দ্রষ্টব্য।

৩১৮২ ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।[১]

[১ 'ছাইফেলা ভাঙ্গা কুলা এ জন এখন'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা। 'আমি ত ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো আছি'—বিয়েপাগলা বুড়ো। 'আমি ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো আছি, যেখানে নে যাবেন সেখানে যাব'—নবীন তপস্বিনী। 'এতগুলো ভাঙ্গা কুলো আমরা এখানে খাড়া রয়েছি, আর পেয়দা সাহেব ছাই ফেলতে পান না'—অমৃত বসুর একাকার]

৩১৮৩ ছাই-ভস্ম।[১]

[১ 'আমার প্রণীত ছাইভস্ম যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহা পাঠাই'—কমলাকান্তের দপ্তর। নং ১০১৯]

৩১৮৪ ছাই মাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়, চালকুমড়া কেন বাকি রয়।

ছাইমুঠো ধরলে সোনামুঠো হয়, নং ৬৬১৬, ৬৯৬১ দ্রষ্টব্য।

৩১৮৫ ছাইয়ের কুকুর ছাইয়ে লুটায়।[১]

[১ পা—ছাইগাদা বই কুকুর থাকে না বা শোয় না]

৩১৮৬ ছাগ-বলিদানের ব্যাপার।[১]

[১ 'আসামিদের কিছুই জিজ্ঞাসা হয় না, তাহাদের প্রায় ছাগল বলিদানের ব্যাপার হইয়া থাকে'—আলালের ঘরের দুলাল]

৩১৮৭ ছাগল দিয়ে যদি হাল চইত, গরু লাগত না।[১]

[১ নং ৩১৮৮]

৩১৮৮ ছাগল দিয়ে[১] যব মাড়ানো[২]।[৩]

[১ পা—ছাগলের পায়ে। ২ পা—ছাগলের কাজ কি যব মাড়া; ছাগল দিয়া যদি যব মাড়া হত, তবে গরু কে কিন্‌ত; ছাগলের পায়ে যদি যব মাড়ে, তবে কেন লোকে

বলদ জোড়ে। ৩ 'আরে তোর কর্ম্ম মেয়েমানুষ রাখা? ছাগলকে দিয়ে যব মাড়ানো গেলে লোকে আর গরু পুষত না'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন]

৩১৮৯ ছাগল পায়রা পোষে হাঁস, সীমার মাঝে রোয় বাঁশ।
নিতি নিতি অপরাধ করে,
ডাক বলে—মো কি সবিবু তারে ॥[১]

[১ ডাকের বচন]

৩১৯০ ছাগল পোষে পাগলে, হাঁস পোষে আন্ধে।
ফিরে না এলে সন্ধ্যেবেলায় দুয়ারে ব'সে কান্দে ॥

ছাগল বলে আলুনি খেলাম গেরস্থ বলে ইত্যাদি, নং ২৫৯৭ দ্রষ্টব্য।

৩১৯১ ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না গায়।[১]

[১ পা—ছাগলে বা না খায় কি, পাগলে বা না কয় কি; পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না গেলে]

৩১৯২ ছাগলে বিয়ায়, শিয়ালে খায়।

৩১৯৩ ছাগলের কল্যাণে মোষ মানা[১]।

[১ ঠাকুরের কাছে মানত করা। পা—পোষা। নং ৬৩৩৫]

৩১৯৪ ছাগলের কান নাড়া, গরুর কাশ।
বেরালের হাঁচি করে সর্ব্বনাশ ॥[১]

[১ দুর্লক্ষণ]

৩১৯৫ ছাগলেরে ধরে মুততে[১] পাড়াবেড়ানীরে ধরে ঘুরতে[২]।

[১ অর্থাৎ যখন প্রস্রাব করে। ২ যখন ঘুরতে যায়]

৩১৯৬ ছাগলের শিঙে দশী[১] লাগানো।

[১ বস্ত্রাঞ্চল]

৩১৯৭ ছাগুলে বুদ্ধি।

৩১৯৮ ছাঁচ[১] কাট,[২] ভাঙ মাথা, ছাড়ব না বড়াইয়ের কথা।[৩]

[১ ঘরের চালের প্রান্তভাগ দ্বারা রক্ষিত চতুষ্পার্শ্ব। ২ পা—মার ধর। ৩ জাঁকের]

৩১৯৯ ছাঁচের[১] জলে খাবি খায়, সমুদ্দুর পার হতে চায়।

[১ নং ৩১৯৮ দ্রষ্টব্য]

৩২০০ ছাড়ন্ত শনি, পড়ন্ত রৌদ্র।

৩২০১ ছাতা দিয়ে মাথা রাখা।[১]

[১ 'ছাতা দিয়া মাথা রাখেন'—নববিবিবিলাস]

৩২০২ ছাতার বলে—গাঁ আমার।

৩২০৩ ছাতারে কেত্তন। বা, ছাতারের নৃত্য।[১]

[১ কর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা বা অধিকারের ঔদ্ধত্য। 'তুই বাবুদের মত তামাক খেতে কোথায় শিখলি রে? এ যে ছাতারের নেত্য'—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ]

৩২০৪ ছাতারে পাখী নৃত্য করে ডুমুর গাছে ব'সে।
কালো পেঁচা রাজা হবে, লোকে মরে হেসে॥

৩২০৫ ছাতারের নৃত্য দেখে ময়ূর পাখী হাসে।[১]

[১ নং ৬৪৪৮]

৩২০৬ ছাতারের মুখ[১] ভাতারের আধা জলপান।

[১ অর্থাৎ মুখরা স্ত্রীর চোপা]

৩২০৭ ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পড়া।[১]

[১ 'নেড়ে ব্যাটাদের ছাতুর হাঁড়িতে ঘা পড়েছে'—গিরিশ ঘোষের নিমাই সন্ন্যাস]

৩২০৮ ছাঁদন-দড়ি, গোদা বাড়ি, এখন তুমি কার।
যখন যার কাছে থাকি তখন আমি তার॥[১]

[১ অথবা সংক্ষেপে পা—ছাঁদন-দড়ি গোদা বাড়ি, যে আমার আমি তারি।—'রাজপুত্তুর জিজ্ঞাসা কল্লেন, ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি, এখন তুমি কার? না আমি যখন যার তখন তার'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

৩২০৯ ছাঁদা বাঁধা।[১]

[১ নিমন্ত্রণ খাইয়া ভোজ্য দ্রব্য বাঁধিয়া লইয়া যাওয়ার প্রথা পূর্ব্বকালে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ অতিথিদের মধ্যে, যথেষ্ট প্রচলিত ছিল]

৩২১০ ছাপ্পরছাড়া ঘর, লক্ষ্মীছাড়া নর।

৩২১১ ছায়াতে ভূত দেখা।

৩২১২ ছার কপালে নোড়ার ঘা।

৩২১৩ ছার খেলে তোমরা, আগুন মরে জাড়ে।

৩২১৪ ছারত[১] কুশলে থাক, ক'রে খাব কামাই[২]।
বিস্তর করলে পেটের পুত, কি করবে জামাই[৩]॥

[১ শরীর, গতর। নং ৩১৭৩। ২ কামানো বা অর্জ্জন করিয়া। ৩ নং ২৮৯৪]

৩২১৫ ছারপোকার কামড়।

৩২১৬ ছারপোকার বিয়েন।[১]

[১ ছারপোকা অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে; অর্থাৎ ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি। 'হয়েছে সব উল্‌টো ঘটন, ছারপোকার বিয়েন মতন নিত্যি নূতন আইনে দেশ হয় জ্বালাতন'— মনোমোহন বসু]

৩২১৭ ছাল নেই, বাল নেই, কুকুরের[১] নাম বাঘা।

[১ পা—লেজ নেই কুকুরের]

ছালার চাল ছালাতে আঁটে ইত্যাদি, নং ৮৪২৮ দ্রষ্টব্য।

৩২১৮ ছালার মুখ, খুললেই মুশ্‌কিল।

৩২১৯ ছিঁচকাঁদুনে নাকে ঘা, রক্ত পড়ে চেটে খা'।

৩২২০ ছিঁড়ল দড়া ত ছুটল ঘোড়া।

৩২২১ ছিঁড়লে মালা গাঁথতে আছে।[১]

[১ অর্থাৎ যাহাদের সাঙ্গা আছে, তাহাদের পুনরায় বিবাহ হয়]

৩২২২ ছিঁড়লে সুতো না যায় গাঁথা, গাঁট দেবে তার কত।
ঘুচল আলাপ তোর সনে মোর এ জনমের মত॥

৩২২৩ ছিঁড়ি কুটি নিজের সূতো, মারি ধরি নিজের পুত।

৩২২৪ ছিঁড়ে কুটে কাটুনী, পুড়ে ঝুড়ে রাঁধুনী।

৩২২৫ ছিনালের চাল, রাঁধে মোরগ বলে ডাল।

৩২২৬ ছিনে[১] জোঁক[২], কাঁঠালের আঠা।

[১ শীর্ণ, অতএব ক্ষুধার্ত্ত। ২ নাছোড়বান্দা। 'ছিনে জোঁক, কাঁঠালের আঠা, আর ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, অল্পে ছাড়ে না'—নবীন তপস্বিনী। 'কখন ছাড়বেন না, আপনি ছিনে

জোঁক হয়ে বসে থাকুন'—অমৃত বসুর সাবাস্ আটাশ। 'বেটা ছিনে জোঁক এক পয়সা ছাড়বে না'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বঙ্গনারী]

৩২২৭ ছিপে মাছ খেলিয়ে তোলা।

৩২২৮ ছিয়াত্তুরে[১] কাঙালী।

[১ অর্থাৎ ছিয়াত্তর (১১৭৬) সালের ভীষণ মন্বন্তরের]

৩২২৯ ছিরিও নেই, ছাঁদও নেই।

ছিল ঘুঁটেকুড়নী, পেয়েছে রাজপুত্তুর ইত্যাদি, নং ২৮০৬ দ্রষ্টব্য।

৩২৩০ ছিল ঢেঁকি হল শূল, কাটতে কাটতে নির্ম্মূল।

৩২৩১ ছিল দুধ হল দই, ছিল ধান হল খই।[১]

[১ নং ৪৩৭৪]

৩২৩২ ছিল না কথা, হল গাল[১], আজ না হয় ত হবে কাল।[২]

[১ পা—কথা ছিল না দিলে গাল ; কথা না কয়ে পাড়ে গাল। ২ পিরীতের উক্তি। গিরিশ ঘোষের হারানিধিতে প্রযুক্ত। 'যে বেটী বাপান্ত কল্যে সে মুটোর ভেতর এলো' —নবীন তপস্বিনী]

ছিল না ঘেঁটুপূজো ইত্যাদি, নং ৩৩৫৯ দ্রষ্টব্য।
ছিল না জল হয়েছে ঝারি ইত্যাদি, নং ২০৫ দ্রষ্টব্য।

৩২৩৩ ছিল যত নাড়াবুনে, হল সব কীর্ত্তুনে,
কাস্তে ভেঙে গড়ায় করতাল॥

৩২৩৪ ছিলাম বালুচরে উঠলাম নায়,
বাঁধল লটঘটি, যা করে খোদায়।

৩২৩৫ ছিলাম ভাল শুয়ে ব'সে[১] কাল করল[২] বৈদ্য এসে[৩]।

[১ পা—যা' বা যাহা ছিল রয়ে বসে। ২ পা—তা ঘুচাল। ৩ পা—ছিল রোগী বসে, শোয়ালে বদ্যি এসে]

ছিলাম রোগী, হলাম রোজা, নং ১০০৪ দ্রষ্টব্য।

৩২৩৬ ছুঁচ কিনতে শাবল হারান।

৩২৩৭ ছুঁচ খুঁজতে মশাল জ্বালা।

৩২৩৮ ছুঁচ চলে না বেটে[১] চালায়[২]।[৩]

[১ শণের দড়ি। ২ পা—কুড়ুল ঢোকায়। ৩ পা—যেখানে ছুঁচ চলে না, সেখানে বেটে চালায়। তুলনীয়ঃ 'দিন গুজরান করি আমি হাটে কাটনা কেটে। ছুঁচ চলে না যেথা সেথা তবু চালাই বেটে ॥' 'যে থানে সূঁচী না বাএ, তথা বাটিআ বহাএ'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। 'যেখানে ছুঁচ চলে না সেখানে বেটে চালান'—আলালের ঘরের দুলাল ; পুনশ্চ, 'ক্রমশঃ ছুঁচ চালাইতে চালাইতে বেটে চালাইতে লাগিল']

ছুঁচ চললে সুতাও চলে, নং ১৩০৬ দ্রষ্টব্য।

ছুঁচ চলে না সদরে, হাতী চলে অন্দরে, নং ২২৩৫ দ্রষ্টব্য।

৩২৩৯ ছুঁচ গড়তে পারে না, বন্দুক বায়না নেয়।[১]

[১ নং ২৬৬৭]

৩২৪০ ছুঁচ বলে—চালুনি, তোর পোঁদে কেন ছেঁদা।[১]

[১ নং ২৯৭৮-৭৯ দ্রষ্টব্য]

৩২৪১ ছুঁচ সোনার হলেই বা কি।

৩২৪২ ছুঁচ সোহাগা সুজন, ভাঙ্গা গড়ে তিন জন।[১]

[১ নং ৭৫৮]

৩২৪৩ ছুঁচ হয়ে সেঁধোয়[১], ফাল হয়ে বেরোয়[২]।

[১ পা—ঢোকে। ২ 'তুমি সেঁধিয়েছিলে ছুঁচ হয়ে, এখন ফাল হয়ে না বেরোও'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের সাজাহান]

৩২৪৪ ছুঁচের কাজে কুড়ুল লাগানো।[১]

[১ নং ৪৪৫০ দ্রষ্টব্য]

৩২৪৫ ছুঁচের পোঁদে কুড়ুল চালানো।

৩২৪৬ ছুঁচের[১] মুখ আর ছুঁচল হয় না।

[১ পা—কাঁটার]

৩২৪৭ ছুঁচো মাখে চন্দন গায়, এ দুঃখ কি রাখা যায়[১]।

[১ পা—সওয়া যায়]

৩২৪৮ ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ[১]।[২]

[১ পা—গন্ধান। ২ প্রবোধচন্দ্রিকায় উদ্ধৃত]

৩২৪৯ ছুঁচো যদি আতর মাখে, তবু কি তার গন্ধ ঢাকে।

৩২৫০ ছুঁচোর গন্ধে রক্ষা নেই, বোটকা গন্ধ কয়।

৩২৫১ ছুঁচোর গু ওষুধে লাগে, ছুঁচো গিয়ে পর্ব্বতে হাগে।

৩২৫২ ছুঁচোর গু পর্ব্বত।

৩২৫৩ ছুঁচোর[১] গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে।[২]

[১ পা—ইঁদুরের। ২ পা—তারে বলে ঘর নিকে (=সম্মার্জ্জনা কর)]

৩২৫৪ ছুঁচোর ঘরে আতসবাজি।

৩২৫৫ ছুঁচোর ছেলে বুঁচো।[১]

[১ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৩২৫৬ ছুঁচোর সঙ্গে বাস, তার গায়ে ছুঁচোর বাস।

৩২৫৭ ছুঁড়ী নেয় না পোঁদের কাছে,
ছোঁড়া বলে—সোহাগ আছে।[১]

[১ নং ৬২১৯]

৩২৫৮ ছুঁড়ী ফুলের কুঁড়ি, বুড়ী শণের নুড়ি।

ছুঁতে মাছি কাটে, নং ২১১৭ দ্রষ্টব্য।

৩২৫৯ ছুতোর-বাড়ী দিলে কাঠ, আন্‌তে আন্‌তে জান ফাট।

৩২৬০ ছুতোরের তিন মাগ ভানে কোটে খায়।
তত তার থাকে নাক যত তার যায়[১] ॥

[১ পা—থাকে যদি থাকে তার, যায় যদি যায়। অথবা, ছুতোরের তিন মাগ, ভানে কোটে খায়-দায়, থাকে থাকে যায় যায়]

৩২৬১ ছুরি আর কাটারি।

৩২৬২ ছেঁওড়ে[১] ক'রো না দয়া, ছেঁওড়[২] জানে আঠারো মায়া।

[১ ছেঁওড়=ছমণ্ড, অনাথ বালক। পা—কাঙালে। ২ পা —কাঙাল]

৩২৬৩ ছেঁচড় লোকের আঁচড় বড়।

৩২৬৪ ছেঙ চেঙড়ার কেত্তন।[১]

[১ 'সংসারটা একেবারে গেল, এখন ছ্যাং চেঙড়ার কীর্ত্তন হইবে'—আলালের ঘরের দুলাল]

৩২৬৫ ছেঁড়া কচুর পাত।

এক মাগকে ভাত দেয় না, আবার মাগের সাধ।

৩২৬৬ ছেঁড়া কাঁথা রোগের ঘর, রোগকে ভাবিস নাক পর।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকে, লাখ টাকার ইত্যাদি, নং ৩০৬১ দ্রষ্টব্য।

৩২৬৭ ছেঁড়া কাপড়, রুক্ষ মাথা, দুঃখ বলে—আর যাব কোথা।[১]

[১ নং ১৮০২]

৩২৬৮ ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা[১]।

[১ পা—বিউনি গাঁথা। 'তবে আমিও প্রস্থান করি, আর ছেঁড়া চুলে খোঁপা কেন?'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'ও ছেঁড়া চুলের খোঁপায় কাজ কি?'—নবনাটক। 'এখন করলে বেশ বাঁধলে কেশ, ছেঁড়া চুলে খোঁপা'—দাশু রায়]

৩২৬৯ ছেঁড়া নেকড়ার পুতুল।

৩২৭০ ছেঁড়া পাত জোড়া লাগে না।

৩২৭১ ছেঁড়া[১] পাতে বাজ পড়ে না।[২]

[১ পা—এঁটো; ওড়া। ২ নং ১২৭৪, ৩৯৪৬]

৩২৭২ ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।

৩২৭৩ ছেড়ে দিলে[১] কেঁদে বাঁচি।[২]

[১ পা—ছেড়ে দে মা। ২ 'প্রাণ নিয়ে টানাটানি, এক্ষণে ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি'—আলালের ঘরের দুলাল। 'দাদা, তোমার এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমায় এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'—বিবেকানন্দ]

৩২৭৪ ছেঁদা ঘটি[১], চোরা গাই, পাপ পড়শী, ধূর্ত্ত ভাই।

মূর্খ ছেলে, স্ত্রী নষ্ট, এই ছয়টি বড় কষ্ট[২]॥[৩]

[১ পা—ভাঙা লোটা। ২ পা—মূর্খ পুত নষ্ট স্ত্রী, এর চাইতে কষ্ট কি। ৩ নং ৩১২১-২২]

৩২৭৫ ছেঁদা ভাঁড়ে জল রাখা।

৩২৭৬ ছেঁদো কথা, মাথার জটা, খুলতে[১] গেলেই বিষম লেঠা।

[১ পা—ছাড়াতে]

৩২৭৭ ছেপ চলে না মণ্ডা খা'।

৩২৭৮ ছেপ দিয়ে লেপ[১] ঢাকা।

[১ অর্থাৎ প্রলেপ]

৩২৭৯ ছেলে আমার তোতা পাখী।

৩২৮০ ছেলে আর বুড়ো, আস্ত আর গুঁড়ো।

৩২৮১ ছেলেকে নাই[১], বুড়োকে খাঁই[২]।

[১ স্নেহ, আদর। ২ লোভ]

৩২৮২ ছেলে খাওয়ার ডান[১]।

[১ ডাইনী। নং ৩৩৪৮, ৬৭৮১]

৩২৮৩ ছেলে ছেলে করবি,
এমন ছেলে দেব যে জ্বলে পুড়ে মরবি।[১]

[১ পূর্ব্ববঙ্গে ইহার রূপান্তর—পোলা পোলা কর তুমি, এমন পোলা দিমু আমি, গলায় ঠেক্যা মরবা তুমি]

৩২৮৪ ছেলে দিয়েছে পোঁদে বাঁশ, বাকি রয়েছে নাতি।

৩২৮৫ ছেলে ধর তুমি ভাই, আমি তোমার ভাত খাই।

৩২৮৬ ছেলে নয় ত, পুঁতলে গাছ হয়।

৩২৮৭ ছেলে নয়, পরশপাথর।[১]

[১ 'মহাশয়ের ছেলে না হবে কেন! সে তো ছেলে নয়, পরশপাথর'—আলালের ঘরের দুলাল। সাধারণতঃ বিদ্রূপে প্রযুক্ত]

৩২৮৮ ছেলে নষ্ট হাটে, বউ নষ্ট ঘাটে।

৩২৮৯ ছেলে না হবার এক জ্বালা, ছেলে হবার শতেক জ্বালা।[১]

[১ আলালের ঘরের দুলালে প্রযুক্ত]

৩২৯০ ছেলে পড়ান, গরু চরান।

৩২৯১ ছেলে-পিলে যখন, ঝোঁক-ঝক্কি তখন।

৩২৯২ ছেলে বাড়ে না বাপ-মার দোষে,
বাপ-মা বলে—অল্পবয়সে।

৩২৯৩ ছেলেবেলায় অনেক ক'রে শিখেছিলাম 'ক'।
এখন তারে ঠাউরে বলি হলহলে 'হ'॥

৩২৯৪ ছেলে মারে কাপড় ছেঁড়ে[১], আপন ক্ষতি আপনি করে[২]।

[১ পা—ছেলে মারে বউ মারে। ২ নং ৩৭৬৩]

৩২৯৫ ছেলে মুখে বুড়ো কথা।[১]

[১ 'এক রত্তি ছোঁড়া, দিবা রাত্রি ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে—ছেলে মুখে বুড়ো কথা ভাল লাগে না'—আলালের ঘরের দুলাল। 'তুই থাম্, ছেলে মুখে বুড়ো কথা বলিস্ নে'—শরৎচন্দ্রের রমা]

৩২৯৬ ছেলে মেয়ে পুষ্যি, এ ত যমের কৃষ্যি।

৩২৯৭ ছেলে যেন আটাশে[১], বুড়ো যেন বাতাসে।

[১ নং ৩৩৩]

৩২৯৮ ছেলে যেন হীরের টুকরো।

৩২৯৯ ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারি।[১]

[১ নং ২৪৫৮]

৩৩০০ ছেলের পয়সা হলে কুকুরের বাচ্ছা কেনে[১]।

[১ অর্থাৎ যাহা বিনা পয়সায় পাওয়া যায়]

৩৩০১ ছেলের ফুঁয়ে পাহাড় ওড়ে।[১]

[১ 'পোএর মুখে পরবত টলে'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]

৩৩০২ ছেলের বুদ্ধি ঠোঁটে, বুড়োর বুদ্ধি পেটে।[১]

[১ নং ১৭৩৫]

৩৩০৩ ছেলের মত হাত পা, বুড়োর মত কথা।

৩৩০৪ ছেলের মুখে বুড়োর কথা[১], শুনে লাগে মাথাব্যথা।
ছেলের হাড়ে বুড়োর চামে গ'ড়ে দেছে দারুণ যমে॥

[১ নং ৩২৯৫]

৩৩০৫ ছেলের মুখে গরম দুধ, কেন খাবে সে[১] ঠাণ্ডা দুধ।

[১ পা—সে খাবে না]

৩৩০৬ ছেলের সঙ্গে দেখা নেই, হাজামের[১] সঙ্গে দোস্তি।

[১ নাপিতের, অর্থাৎ সুন্নত করিবার জন্য।—'সুন্নত করিয়া নাম বোলাল্য (পা—ধরয়ে) হাজাম'—কবিকঙ্কণ]

৩৩০৭ ছেলের হাতে কলা দিলে, ঝানু বুড়োর মন মিলে।

৩৩০৮ ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেও ছোঁ মারে।[১]

[১ 'ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষ তো কোন্ ছার'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৩৩০৯ ছেলের হাতে মোয়া[১]।[২]

[১ পা—পিটে ; কলা ; নাড়ু। ২ 'ছেলের হাতে কলা নয় মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা'—রামপ্রসাদ। 'ছেলের হাতে মোয়া নয় যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে'—কমলাকান্ত। 'এ কি ছেলের হাতে পিটে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'ছেলের হাতে পিটে নয়'—সধবার একাদশী। 'বর চায়—ছেলের হাতে মো'—গিরিশ ঘোষের য্যায়সা কি ত্যায়সা ; পুনশ্চ এই গ্রন্থেই অন্যত্র—'অন্যায় বলছি, এ কি ছেলের হাতে পিটে'। 'আরে, না, না, এ কি ছেলের হাতে নাড়ু'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, ৩য় পর্ব্ব]

৩৩১০ ছেলে হলে দামাল, ঘর দোর সামাল।

৩৩১১ ছোট কলসীর বড় কানা[১]।

[১ মুখের বেড় বা কিনারা]

৩৩১২ ছোট কাঁটাটি ফোটে পায়, তুলে ফেল নইলে দায়।

৩৩১৩ ছোট চাবিতে বড় তালা খোলা।

৩৩১৪ ছোট ছিলাম যখন তখন শুতে পারতাম না কাছে।
বেড়াতাম নাছে-নাছে[১]।
এখন আমার হয় যে মনে, সন্ধ্যে হবে কতক্ষণে॥

[১ এই শব্দের জন্য নং ২৩৭৭ দ্রষ্টব্য]

৩৩১৫ ছোট ছেলে বড় হলে কি করবে মায়।
বর্ষা বাদল শুকিয়ে গেলে কি করবে নায়॥

৩৩১৬ ছোট বড় খেঁকি[১], দাঁত পাতলে[২] একই।

[১ অর্থাৎ কুকুর বা হিংস্র জন্তু। ২ পা—দেখালে]

৩৩১৭ ছোট মাগ পাটরাণী, বড় মাগ ধানভানানী।[১]

[১ জামাই বারিকে প্রযুক্ত]

৩৩১৮ ছোটমোট বেটীরা এত ঠমক জানে।
কলাতলায় নেঙটি রেখে ডগা ধ'রে টানে॥

৩৩১৯ ছোট মুখে বড় কথা।[১]

[১ নং ৩২৯৫। 'ছোট মুখে বড় কথা কেন'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'ছোট মুখে বড় কথা অনায়াসে কবে'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা। 'ছোট মুখে বড় কথা, ছুঁচো মাগী'—অমৃত বসুর বিবাহবিভ্রাট]

৩৩২০ ছোটলোকের কড়ি হলে বুদ্ধি হয় নট।
গাধা হয়ে পাহাড়ে ওঠে, পাহাড়কে দেখে ছোট॥

৩৩২১ ছোটলোকের[১] কথা, কচ্ছপের মাথা[২]।[৩]

[১ পা—নীচ লোকের। ২ অর্থাৎ ভয় পাইলেই খোলার ভিতর মাথা লুকায়। ৩ 'নীচের বচন টলে সত্য মিথ্যা কিবা। নিঃসরে প্রবেশে যেন কচ্ছপের গ্রীবা॥'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'অসাধুর বোল কিবা যেন কূর্ম্মের গ্রীবা'—কবিকঙ্কণ]

৩৩২২ ছোটলোকের ছেলে যদি জমিদারি পায়।
কানের গোড়ায় কলম গুঁজে খেমটা নাচায়॥

৩৩২৩ ছোটলোকের রীতের[১] দোষ।[২]

[১ স্বভাবের। ২ জামাই বারিকে প্রযুক্ত]

৩৩২৪ ছোট শরাটি ভেঙে গেছে, বড় শরাটি আছে।
নাচ কোঁদ কেন বউ, আমার হাতের আট্‌কাল[১] আছে॥[২]

[১ আন্দাজ। ২ অর্থাৎ শ্বাশুড়ী ছোট শরার মাপে বউদের ও বড় শরার মাপে নিজের ভাত লইতেন। প্রথম পংক্তিতে বউদের উল্লাস; দ্বিতীয় পংক্তিতে আড়াল হইতে শ্বাশুড়ীর শাসানো]

৩৩২৫ ছোঁড়া[১] তীর ফেরে না।[২]

[১ পা—মারা। ২ নং ৮৭৪৯]

৩৩২৬ ছোঁড়া, না, নাটের গোড়া।

৩৩২৭ ছোলা[১] দাঁতে গোলা[২] মিশি।

[১ পরিষ্কৃত। ২ প্রলেপ]

৩৩২৮ জগতে ভাল কে, যার মনে লাগে যে।

৩৩২৯ জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছে, পালিয়ে বাঁচবি কোথা।

৩৩৩০ জগৎশেঠ[১] আর কি।

[১ নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার আমলে মুর্শিদাবাদের ধন-কুবের বণিক]

৩৩৩১ জগদ্দল পাথর।[১]

[১ বিশ্বদলনক্ষম গুরুভার পাষাণ। 'বামপদে ঠেকিল পাষাণ জগদল'—কবিকঙ্কণ। 'বুকের উপর যেন জগদ্দল পাথর চাপান আছে'—সনাতনী]

৩৩৩২ জগন্নাথে গেলে, হাড়ীর ঝাঁটা খেলে।[১]

[১ মন্দির প্রবেশের সময় হাড়ীর ঝাঁটা না খাইলে নাকি জগন্নাথ-দর্শন হইত না!]

৩৩৩৩ জগন্নাথের আট্‌কে বাঁধা।[১]

[১ পুরীধামে জগন্নাথের প্রসাদের জন্য যাত্রীকর্ত্তৃক অর্থের বরাদ্দ। আট্‌কে = এক জনের অন্নপাকের হাঁড়ি। অর্থাৎ ভরণপোষণের পাকা বন্দোবস্ত। 'আর মিছে কাঁদ, আট্‌কে বাঁধ, আট্‌কে রাখলে থাকি'—দাশু রায়। 'আমার তোমারই হাল, তবে তোমার পাঁচ দোর সাধতে হয়, আমার নয় বোনায়ের বাড়ী আট্‌কে বাঁধা'—অমৃত বসুর তরুবালা]

৩৩৩৪ জগাখিচুড়ি।[১]

[১ বিসদৃশ বস্তুর হাব্‌জাগোব্‌জা মিশ্রণ। নং ২২৩৪। 'আমার হিন্দী তাহাদের মুখে শেখা, দেহাতি বুলির সহিত বাংলা ইডিয়াম মিশ্রিত একটি জগাখিচুড়ী ব্যাপার'—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়]

৩৩৩৫ জঙলা কভু পোষ না মানে, মন সদা তার কেওড়াবনে।

৩৩৩৬ জঙলা পাখীর ডিমও লাভ।

৩৩৩৭ জটায়ু পক্ষীর রথ গেলা।[১]

[১ সীতাহরণকারী রাবণের রথ গিলিতে গিয়া নাকি জটায়ু রাবণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। কিন্তু বাল্মীকির মূল রামায়ণে (কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণেও) জটায়ু কর্ত্তৃক রাবণের রথ চূর্ণ করিবার কথা আছে, রথ গিলিবার কথা নাই]

৩৩৩৮ জড় কাটে তলে তলে, উপরে তবু জল ঢালে।[১]

[১ পা—তলে তলে কাটে জড়, উপরে ঢালে জল।—নং ২৬১৩,৮১১৩]

৩৩৩৯ জড় ভরত।[১]

[১ পুরাণে বর্ণিত (যথা বিষ্ণুপুরাণ ২।১৩-১৬) রাজর্ষি ভরত জাতিস্মর হইয়া পূর্ব্বজন্মের মৃগরূপ স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা জড়বৎ অবস্থান করিতেন।—'সাহেবকে কি বলিবেন গাড়ীতে বসিয়া জড় ভরতের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৩৩৪০ জড়ের[১] বাঁশ পড়ে না।

[১ একত্র দলবাঁধা। পা—ঝাড়ের]

৩৩৪১ জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৩৩৪২ জন জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা।[১]

['জামাতা ভাগিনা জন আপনার নয়'—কবিকঙ্কণ। জন = লোকজন, পরিচারক, মজুর]

৩৩৪৩ জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।[১]

[১ দ্বিজেন্দ্র রায়ের চন্দ্রগুপ্তে উদ্ধৃত। সমগ্র শ্লোকটি এইরূপ —'ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা ন মহ্যং রোচতে সখা। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী॥' রামায়ণের শ্লোক বলিয়া কথিত, কিন্তু বর্ত্তমান প্রচলিত রামায়ণে পাওয়া যায় না। 'জন্মভূমি জননী স্বর্গের সমতুল'—মাণিক গাঙ্গুলি]

৩৩৪৪ জন-বল বড় বল, জনের সঙ্গে কি ধনের বল।

৩৩৪৫ জনমদুখিনী সীতা, নাই মাতা নাই পিতা।

৩৩৪৬ জনে জনে পরামাণিক[১], গরু মরে ঘাসের তরে।

[১ প্রামাণিক বা প্রধান। অর্থাৎ বাড়ীর সকল পরিজনই মাতব্বর]

৩৩৪৭ জন্ম গেল কর্ম্ম করতে, হাঁটু গেল গড় করতে।

৩৩৪৮ জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলে ডা'ন।[১]

[১ নং ৩২৮২, ৬৭৮১]

৩৩৪৯ জন্ম মাত্রে, বলে ডাক, পো এড়িয়ে পোয়াতী রাখ।[১]

[১ ডাকের বচন]

৩৩৫০ জন্ম মৃত্যু বাণী, তিন নাহিক জানি[১]।

[১ পা—তিন না জানে মুনি। নং ৪৩২০]

৩৩৫১ জন্ম মৃত্যু বিবাহ, তিন না জানেন বরাহ[১]।

[১ জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহির]

৩৩৫২ জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে[১]।

[১ পা—বিধির বিধান দিয়ে]

৩৩৫৩ জন্ম হয়নি মৃত্যু হল, পিরীত নেই তার বিচ্ছেদ এল।

৩৩৫৪ জন্ম হোক যেমন তেমন, কর্ম্ম হোক মানুষের মতন।

৩৩৫৫ জন্মে[১] গোদার মাগ নেই, পুতের কিরা[২] কাড়ে।[৩]

[১ পা—মোটে। ২ শপথ। ৩ নং ৬৮৮৪]

৩৩৫৬ জন্মেই জ্যেঠা।[১]

[১ জন্মেই লোকে খুল্লতাত হইতে পারে, কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত হয় না। শ্লেষে জ্যেঠা = প্রগল্‌ভ বা পাকা]

৩৩৫৭ জন্মে দেখেনি লোহার মুখ, কোদালকে বলে গুণছুঁচ।

৩৩৫৮ জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্রমাসে রাস।[১]

[১ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় প্রযুক্ত।—নং ৬৮৭২]

৩৩৫৯ জন্মে হয়নি[১] ঘেঁটুপূজো, একেবারে দশভুজো।

[১ পা—জন্মে নেই ; জন্মে হয় না ; করেনি ; মূলে নেই ; কোন কালে নেই ; ছিল নাক ইত্যাদি। ২ পা—লক্ষ্মী পূজো ; ষষ্ঠী পূজো। 'ছিল নাকো ঘেঁটুপূজো, একেবারে দশভুজো'—অমৃত বসুর নবযৌবন]

৩৩৬০ জপ তপ কর কি, মরতে জানলে ডর কি।

৩৩৬১ জপ নেই তপ নেই, ভস্ম মাখা গায়।

৩৩৬২ জপের সঙ্গে[১] খোঁজ নেই, ফটিকে[২] রাঙা থোপ[৩]।[৪]

[১ পা—হরিনামে। ২ জপের স্ফটিকমালায়। ৩ লাল জরির কাজ-করা সূত্রগুচ্ছ। থোপ = গুচ্ছ। 'Fine tasselled rosary of crystal beads'—Morton। 'তাদের হাতে থোপ-দেওয়া খঞ্জনী'—দাশু রায়। নং ২১০২। ৪ পা—

জপের সঙ্গে খোঁজ নেই কপাল জোড়া ফোঁটা। নং ৫১৯১, ৫৭৯৩। 'ভাব নাহি ভজনে ফটিকে রাঙা থোপ' —রামেশ্বরের শিবায়ন]

৩৩৬৩ জমি[১] বাপের নয় দাপের।

[১ পা—মাটি]

৩৩৬৪ জমীদার ভেটেরাখানা[১]।

[১ সরাই]

৩৩৬৫ জয়কালের ক্ষয় নেই, মরণকালের ওষুধ নেই।

৩৩৬৬ জয়কেতে।[১]

[১ জয়ী পক্ষের দিকে যে কাত হয় বা ঢলিয়া পড়ে। 'হুতোম প্যাঁচা বলেন সহুরে জয়কেতুরাও যখন যার তখন তার'—হুতোম প্যাঁচার নকশায় 'হঠাৎ অবতার' প্রসঙ্গে, ইহার বর্ণনা দ্রষ্টব্য। 'জয়কেতে যত মাগীরা'—দাশু রায়]

৩৩৬৭ জরাসন্ধ বধ করা।[১]

[১ 'কোতোয়াল তখনি তাকে জরাসন্ধ বধ করেন'—নবীন তপস্বিনী]

৩৩৬৮ জল আগুন মন, বশে যতক্ষণ।

৩৩৬৯ জল আর তেল, ঢেলে দিলেই গেল।

৩৩৭০ জল উঁচু, জল নীচু।[১]

[১ খোসামুদের মনরাখা কথা। 'যারা হস্তিমূর্খ অথচ যে-আজ্ঞা-উপজীবী, তারা ধনিবাক্যেরই প্রতিনিধিস্বরূপ জল উঁচু জল নীচু বল্যে ফেলে'—নবনাটক। 'তোষামোদ করিত···আর জল উঁচু নীচু বলিত'; পুনশ্চ, 'নীতি শেখান অথচ জল উঁচু নীচু বলনের শিরোমণি'—আলালের ঘরের দুলাল। 'কথায় কথায় কহে জল উঁচু নীচু'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'জল উঁচু নীচু বলিয়া বাবুদিগের সন্তোষ জন্মাইয়া স্বকীয়োদর পরিতোষ করিত'—নববিবিবিলাস। 'বহুকাল ধরে আপনাদের জলকে কখনো উঁচু কখনো নীচু ব'লে এ দেহটায় মেদমাংসই কেবল পূর্ণ করেছি'—শরৎচন্দ্রের ষোড়শী]

৩৩৭১ জল এগোয়, না, তেষ্টা এগোয়।[১]

[১ 'তৃষ্ণা আগে দৌড়ে কি জল আগে দৌড়ে, তুমি এত ব্যস্ত কেন হও'—নববিবিবিলাস]

৩৩৭২ জল কাটে, বাতাস কাটে[১],
কচুগাছ দেখলে ফুঁপিয়ে ওঠে।[২]

[১ পা—হাড় কাটে মাস কাটে। ২ অর্থাৎ এমনই মোটা-ধার ছুরির মত বীর]

৩৩৭৩ জলকে জল দুধকে দুধ।

৩৩৭৪ জল কেটে শেওলায় বাধে।[১]

[১ নং ১১৩৬ ইত্যাদি]

৩৩৭৫ জল খেয়ে জলের বিচার (বা, জাত-জিজ্ঞাসা)।[১]

[১ নং ৩৯৫৯। সংস্কৃত 'মুণ্ডিতশিরোনক্ষত্রান্বেষণ' ন্যায়ের সহিত তুলনীয়)

জলছাড়া পলোয়ার, নং ২১৯৩ দ্রষ্টব্য।

৩৩৭৬ জল, জঙ্গল, আঁধার রাত, এঁড়ে গরু, নেড়ে জাত[১]।

[১ নং ৮০৪, ২৩৯৮, ৫১৩৫, ৮০০৯]

৩৩৭৭ জল জল ইন্দ্রের[১] জল, বল বল বাহুর বল[২]।

[১ পা—বৃষ্টির ; মেঘের। ২ পা—ফল ফল কদলীর ফল। নং ৫৪৮৯]

৩৩৭৮ জল জোলাপ জোচ্চোরি, তিন নিয়ে ডাক্তারি।

৩৩৭৯ জল দিয়ে জল বের করা।[১]

[১ নং ১৬৯৮]

৩৩৮০ জল দিয়ে ভাত মাখি, বেরালের আর ভয়টা কি।

৩৩৮১ জল দেখলে মুত সরে, সতীন দেখলে রীষ[১] চড়ে।

[১ ঈর্ষা]

৩৩৮২ জল না খেয়ে থাকবে তুমি, না মরি ত দেখব আমি।

৩৩৮৩ জল নেড়ে জোঁকের বল বোঝা।

৩৩৮৪ জল শুকালে কি করবে বাঁধে,
রাত গেলে কি করবে চাঁদে।

৩৩৮৫ জলেও নামন নেই, সাঁতারও শিখন নেই।[১]

[১ নং ৩৩৯০]

৩৩৮৬ জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ।[১]

[১ পা—ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর। ইহার পর 'যে পারে সে ভাঙে ঘাড়' এই অধিক বাক্যও পাওয়া যায়।—'ইতো ব্যাঘ্র ইতস্তটী' এই সংস্কৃত লৌকিক ন্যায়ের সহিত তুলনীয়]

৩৩৮৭ জলে জল বাঁধে[১]।[২]

[১ পা—বাড়ে। ২ 'জলেই জল বাঁধে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বঙ্গনারী]

৩৩৮৮ জলে জল মিশানো।

৩৩৮৯ জলে তেলে[১] মিশ[২] খায় না।[৩]

[১ পা—তেলে জলে। ২ পা—খাপ। ৩ 'পানি তৈলে নহে গাঢ় পিরীত'—জ্ঞানদাস। 'জলে নাহি তেল মিশে' —ঈশ্বর গুপ্ত। 'আরাম আর যুদ্ধ, তেল জলের মত, একেবারে মিশ খায় না'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের নুরজাহান]

৩৩৯০ জলে না পড়লে[১] সাঁতার শেখে না।[২]

[১ পা—নামলে। নং ৩৩৮৫ দ্রষ্টব্য। ২ 'জলে না পড়িলে লোকে সাঁতার শিখে না'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রত্নদীপ]

৩৩৯১ জলে পাথর পচে না।[১]

[১ নং ৩৭৪৫]

৩৩৯২ জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বাদ।[১]

[১ পা—কুমীরের সঙ্গে বাদ ক'রে জলে বাস করা (বা জলের মধ্যে বাস)। ২ 'জলেতে করে ঘরবাড়ি কুমীরের সঙ্গেতে আড়ি'—গোপাল উড়ে। 'কুম্ভীরের সঙ্গে বিবাদ, বাস করা সলিলে সাধ'—দাশু রায়। 'জলে নেমে কুমীরের সঙ্গে বাদ'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের সাজাহান। 'কুমীরের সঙ্গে বাদ ক'রে কি ক'রে জলে বাস করে, আমাকে তাই একবার দেখতে হবে'—শরৎচন্দ্রের পণ্ডিত মশাই]

৩৩৯৩ জলে স্রোত থাকলেও কুকুরে লেহে[১]।

[১ চাটে, লেহন করে]

৩৩৯৪ জলের আল্‌পনা। জলে আঁক কাটা।[১] জলের তিলক।

[১ 'ভক্তির যেমন বৃদ্ধি হইবে তেমনি সকল ভাবের চালনা

হইতে থাকিবে, তাহা না হইলে ঐ কর্ম্মটি জলের উপরে আঁক কাটার প্রায় হইয়া পড়ে'—আলালের ঘরের দুলাল]

৩৩৯৫ জলের ওপর তেলের ফোঁটা।[১]

[১ মিশ খায় না কিন্তু খুব শীঘ্রই ছড়াইয়া পড়ে। নং ৩৩৮৯]

৩৩৯৬ জলের কুমীর ডাঙায় এল।

৩৩৯৭ জলের গতি নীচের দিকে।

জলের ছিটায় লগির গুঁতো, ২৬৯ দ্রষ্টব্য।

৩৩৯৮ জলের ছিটেয় গ'লে যাওয়া।

৩৩৯৯ জলের তল মাপা যায়, মনের তল মাপা দায়।

৩৪০০ জলের রেখা খলের পিরীত।[১]

[১ পা—খলের পিরীত জলের লিখন। 'শঠের পিরীতি যেমন জলের লিখন'—নিধু বাবু। 'যেমন খলের পিরীত বলে জলের রেখা'—রাম বসু। 'আগে আমি নাহি জানি, শঠের পিরীতখানি জলের লিখন'—গোপাল উড়ে]

জলের শত্রু পানা ইত্যাদি, ২৪৮৫ দ্রষ্টব্য।

৩৪০১ জহুরী না হলে কি জহর চেনে[১]।[২]

[১ ইহার পর 'হালিয়া (=চাষা) বেটা তার কি জানে' এই অধিক বাক্যও শোনা যায়। ২ 'ঐ যে কথায় বলে—জহুরী না হল্যে জহর চিনতে পারে না'—নবনাটক]

৩৪০২ জাগরণে ভয়ং নাস্তি।[১]

[১ নং ৪৮২৩ দ্রষ্টব্য]

৩৪০৩ জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা, নিদ্রায় লক্ষ্মী হন বিরূপা।

[১ সাধারণ অর্থ স্পষ্ট; কিন্তু কোজাগর লক্ষ্মীপূজার রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, এই বিশ্বাসের উল্লেখও রহিয়াছে]

৩৪০৪ জাগা ঘরে চুরি নেই।[১]

[১ 'জাগা ঘরে চুরির কথা'—রামপ্রসাদ। 'জাগা ঘরে যায় চুরি এমন ত ভেবো না, প্রাণ'—রাম বসু। 'ভোগা মেরে দাগা দিলে সাধের সময়। জাগা ঘরে চুরি আর এখন কি হয়॥'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৩৪০৫ জা-জাউলী আপনাউলী, ননদ মাগী পর।
শাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর॥

৩৪০৬ জাড় জাড় জাড়, বুড়োর ভাঙে ঘাড়।
জোয়ানের ভাঙে ঠেঙ, ছেলেকে করে কোলা বেঙ॥

৩৪০৭ জাত আন্দাজ ধারা।

৩৪০৮ জাত ইচ্ছায় পাত, বীজ ইচ্ছায় ভাত।

৩৪০৯ জাতও গেল, পেটও ভরল না।

৩৪১০ জাত-কাকের ছাঁ, বাসায় করে রা।[১]

[১ নং ১৫০৫]

৩৪১১ জাত খোয়ালেই বোষ্টম।

৩৪১২ জাত-গয়লার কাঁজি-ভক্ষণ।[১]

[১ পা—নামে গয়লা কাঁজি খায়]

৩৪১৩ জাত ত আমার বাক্সের ভেতর।[১]

[১ অমৃত বসুর একাকার]

৩৪১৪ জাত-বেহারা ঘাড়ে চড়ে।

৩৪১৫ জাত-ব্যবসা নরের ভূষা[১], আর সব ফাসাফুসা।

[১ 'বীর বলে—জাতিবৃত্তি ভূষণ আমার'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী]

৩৪১৬ জাত-ভিখারির[১] ভেকে কি কাজ।[২]

[১ পা—জাত বৈষ্ণবের। ২ 'স্বভাবে বৈষ্ণব জাতি কি করিবে ভেকে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৩৪১৭ জাত-স্বভাবে মৃগী বাই, এ রোগের ওষুধ নাই[১]।

[১ নং ১২০১]

৩৪১৮ জাত হারায়ে কাত।

৩৪১৯ জাতে জাত টানে, গাঁতে গাঁত[১] টানে।
গোদে সাতপুরুষ টানে[২]॥

[১ গাত্র অথবা চোর অর্থে। নং ৩৪২০ দ্রষ্টব্য। ২ নং ৪৪১২]

৩৪২০ জাতের মেয়ে গাঁতে[১] মরে।

[১ চোর বা গাঁটকাটা। অথবা গাঁত=গর্ত্ত। অর্থাৎ অন্দরে, পর্দ্দায়]

৩৪২১ জান নাক জানবে।

গেঁতির[১] ওপর পোঁদ দিয়ে ব'সে ব'সে কাঁদবে॥

[১ গাঁতি=রাস্তা খুঁড়িবার সূচ্যগ্র দাঁড়া-কোদাল]

৩৪২২ জান নাক জানবে।

ছেঁড়া কানি গায়ে দিয়ে পথে-পথে কাঁদবে॥

৩৪২৩ জান বাচ্চা এক গাড়[১]।[২]

[১ অর্থাৎ এক গর্ত্তে পুতিয়া ফেলা; সেকালের নবাবী হুকুম! পা—গাড়ে। ২ 'জান বাচ্চা এক খাদে গাড়িব হারামজাদে'—ভারতচন্দ্র। 'হয়ত সেকালের নবাবদের মত "জান বাচ্চা এক গাড়" হবার হুকুম হয়েছে' —হুতোম প্যাঁচার নক্শা! 'মৈথিলাধিপ দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী তীব্রশাসন, তাঁহার কর্ণগোচর হইলে আমারদিগকে সবংশে একগাড় করিবেন'—প্রবোধচন্দ্রিকা। 'মা শেতলা আছেন, যাঁর কুদৃষ্টিতে সপুরী এক গাড় হয়'— —সধবার একাদশী। 'একগাড়ে বংশটা খেলেন'—গিরিশ ঘোষের জনা]

৩৪২৪ জানলেই ভয়, না জানলে নয়।

৩৪২৫ জানিস কত রঙ্গঠাট, ঘাটকে অঘাট অঘাটকে ঘাট।

৩৪২৬ জানিনে, পারিনে, নেইক ঘরে,

এ তিন কথায় দেবতা হারে।

৩৪২৭ জানু, ভানু, কৃশানু, শীতের পরিত্রাণ।[১]

[১ কবিকঙ্কণ। বুকে হাঁটু দিয়া, রোদে বসিয়া ও আগুন পোহাইয়া শীত হইতে আত্মরক্ষা]

৩৪২৮ জানেন না ক্ক খৃ, করতে আসেন সরকারি।

৩৪২৯ জানে না শোনে না বামন, চানার ক্ষেতে বুনে আমন।

৩৪৩০ জানে না শোনে না মূলে, মাগকে ডাকে ঠাকরুণ ব'লে।

৩৪৩১ জানে[১] বাঁচলে মহব্বত[২] রয়।[৩]

[১ প্রাণে। ২ প্রীতি। ৩ 'পেলিয়ে যাইলে সব বাত

হবে। বাঁচিলে জানেতে মহব্বত রয়'—আলালের ঘরের দুলাল]

৩৪৩২ জাবর কাটা।[১]

[১ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করা]

৩৪৩৩ জামাই-আদর করা, বা, জামাই-আদরে থাকা।

[১ 'তোমার অনুচরগুলো সন্ধান পেলে জামাই-আদর করবে না'—শরৎচন্দ্রের ষোড়শী]

৩৪৩৪ জামাই আসে কামাইয়া, ছাতি ধর নামাইয়া।

৩৪৩৫ জামাই এল কামাই ক'রে, বসতে দাও গো পিঁড়ে।
জলপান করতে দাও গো সরু ধানের চিঁড়ে॥

৩৪৩৬ জামাই এল বাড়ীতে, ভাত নেইক হাঁড়িতে।

৩৪৩৭ জামাই যে মরদ মেয়ের খোঁপাতেই পরিচয়।

৩৪৩৮ জামাইয়ের গোদে শয্যা জুড়ল, মেয়ে শোবে কোথা।

৩৪৩৯ জামাইয়ের জন্য মারে[১] হাঁস, গুষ্টিশুদ্ধ[২] খায় মাস।[৩]

[১ পা—মেরে। ২ পা—মায়ে ঝিয়ে। সংস্কৃত লৌকিক ন্যায়—জামাত্রর্থং শ্রপিতস্য সূপাদেরতিথ্যুপকারকত্বম্]

৩৪৪০ জামাইয়ের বড় কোঁচার ফের, দু'বুড়ি কড়ি সূতোর ফের।

৩৪৪১ জামাইয়ের ভাই গোঁজের[১] আলা[২]।

[১ খুঁটির। ২ সেরা, শ্রেষ্ঠ]

৩৪৪২ জামাইয়ের লাগি পিটা বানাই,
এসে খায় জামাইয়ের ভাই।

৩৪৪৩ জামাই রোষে, আপনার মোষে[১]।[২]

[১ মুষ=চুরি করা। অর্থাৎ ক্ষতি করে। ২ নং ১৬৬৭]

৩৪৪৪ জামাই হারামখোর, আর বেরাল হারামখোর।

৩৪৪৫ জামাতা দশমো গ্রহঃ।[১]

[১ সং—সদা বক্রঃ সদা ক্রূরঃ সদা মানধনাপহঃ। কন্যা-রাশিস্থিতো নিত্যং জামাতা দশমো গ্রহঃ॥]

জামিন দেয় মরতে গাছে ওঠে ইত্যাদি, নং ২৪৪৬ দ্রষ্টব্য।

৩৪৪৬ জায়গা জেনে বসি, জমি জেনে চষি।

৩৪৪৭ জালছেঁড়া পলোভাঙা, এ মাছ শক্ত তুলতে ডাঙা।

৩৪৪৮ জাহাজ ডুবিয়ে ডোঙ্গায় চড়া,
জিলিপি ফেলে তালের বড়া।

৩৪৪৯ জাহাজী (বা মানোয়ারী[১]) গোরা।[২]
[১ Man-of-war—যুদ্ধজাহাজ। ২ 'বাবা একি ছেলে গো, যেন জাহাজী গোরা'—অমৃত বসুর বিবাহবিভ্রাট]

৩৪৫০ জাহাজের কাছে জেলের ডিঙি।

৩৪৫১ জাহাজের পিছে নঙ্গর।

৩৪৫২ জাহাজের মাস্তুলের ভর কি জেলের ডিঙিতে সয়।

৩৪৫৩ জিতলেও ঘরের ভাত, হারলেও ঘরের ভাত।[১]
[১ পা—হারলে ঘরের ভাত জিতলেও তাই]

৩৪৫৪ জিব[১] পুড়ল আপ্তদোষে,
কি করবে আমার হরিহর দাসে।[২]
[১ পা—গাল। ২ নং ৭৪৫৯]

৩৪৫৫ জিবে দাঁতে সম্বন্ধ।[১]
[১ 'জিহ্বার সহিত দন্তের পিরীতি সময় পাইলে কাটে'—চণ্ডীদাস। 'শঠে অশঠে যেমন, দন্তেতে জিহ্বাতে তেমন, জিহ্বা জানে দন্তের বেদন, দন্ত জানে না'—গোপাল উড়ে। 'রসনারে করে সদা দশন আঘাত'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৩৪৫৬ জিলিপির প্যাঁচ[১]। জিলিপির ফেরে চলা[২]।
[১ 'ওঃ তোমার মনে জিলিপির প্যাঁচ'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ২য় পর্ব্ব। ২ 'যে সকল লোক দলঘাঁটা…জিলাপির ফেরে চলে'—আলালের ঘরের দুলাল]

৩৪৫৭ জিহ্বারে দিও না নাই[১], জিহ্বা বলে আরো খাই।
[১ প্রশ্রয়]

৩৪৫৮ জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি[১]।[২]
[১ পা—মুখ দেছে যে, আহার দেবে সে। ২ 'ভয় কি, জীব দিয়েছে যে, আহার দেবে সে'—নীলদর্পণ]

৩৪৫৯ 'জীব' বলতে লোক নেই।[১]
[১ হাঁচি পড়িলে 'জীব' বলে এমন সুহৃৎ নেই। 'ছলে হাঁচিলাম জীব-বাক্য বলাইতে'—ভারতচন্দ্র]

৩৪৬০ জীয়ন্ত মাছে (বা, জীয়ন্তে) পোকা পড়ান।[১]

[১ 'ভাল বটে জীয়ন্ত মাছে পোকা পড়ে'—রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর। 'পোকা পড়ে জীয়ন্ত মাছে'—দাশু রায়]

৩৪৬১ জীয়ন্তে এঁটো খাব, মরলে কাঁধে যাব।

৩৪৬২ জীয়ন্তে না দিলে তুড়ি, ম'লে দেবে বেনাগাছ মুড়ি'।

৩৪৬৩ জীয়ন্তে না দিলে ভাতদলাটা,
ম'লে দেবে কীর্ত্তন পালাটা।

৩৪৬৪ জুতো মেরে গরুদান।[১]

[১ নং ২৩৯২]

৩৪৬৫ জুতো মেরেছে, অপমান করেনি।

৩৪৬৬ জুতোর আবার পাখনা[১]।

[১ ক্ষুদ্র পাখা বা ডানা। অর্থাৎ ছোটলোকের স্পর্দ্ধা]

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, নং ৭৪৯ দ্রষ্টব্য।

৩৪৬৭ জেগে যে ঘুমায়, তারে জাগানো[১] দায়।

[১ পা—তোলা]

৩৪৬৮ জেতের[১] ওপর বাটা[২] চড়ানো[৩]।[৪]

[১ জাতের। পা—ইজ্জতের। ২ শুল্ক, লভ্য, discount; অর্থাৎ কলঙ্ক। ৩ পা—বসানো; দেওয়া। ৪ পা—জেতে বাটা দেওয়া। 'গোপালকে লিখতে যেতে দিও না, জেতে দিও না বাটা'; পুনশ্চ, 'এনেছি তোমার বাটা (=পানের বাটা) ব'লে দিও না জেতে বাটা'—দাশু রায়]

৩৪৬৯ জেনে শুনে খেলে গু, কাজ কি পরে সিঁটকে মু'।

৩৪৭০ জেলের ঝি, না জেলের হাসি কি।[১]

[১ অমৃত বসুর কৃপণের ধনে উদ্ধৃত]

৩৪৭১ জেলের পাছায় হাঁড়ি।[১]

[১ 'যদি যাও, আমি তোমার জেলের হাঁড়ি হয়ে সঙ্গে যাব'—বিয়েপাগলা বুড়ো]

৩৪৭২ জেলের পোঁদে[১] টেনা[২], নিকারির[৩] কানে সোনা।[৪]

[১ পা—পরণে। ২ ছিন্ন মলিন বস্ত্রখণ্ড। ৩ মুসলমান

মৎস্য-ব্যবসায়ী। পা—পাঁজারির (সমান অর্থ)। ৪ অর্থাৎ যে মাছ ধরে ও যে মাছ ব্যবসা করে, উভয়ের অবস্থার পার্থক্য]

৩৪৭৩ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা।[১]

[১ 'হেমচাঁদ আমার দাদা হয়, কিছু বল্যেম না, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা'—লীলাবতী]

৩৪৭৪ জোঁকের গায়ে জোঁক বসে[১] না।[২]

[১ পা—লাগে। ২ 'মনে করেছ, জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না'—শরৎচন্দ্রের একাদশী বৈরাগী।—নং ১৫০৭]

৩৪৭৫ জোঁকের মুখে নুন[১] পড়া।[২]

[১ পা—চুণ। 'ভয়েতে হইল যেন জোঁকের মুখে চুণ' —ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। ২ 'জলৌকামুখে লবণ প্রদান মাত্রে জোঁক যেমন হয়'—প্রবোধচন্দ্রিকা। 'তোমরা যা পেয়ে থাক তাই পাবে, এই কথায় যেন জোঁকের মুখে নুন পড়িল' —আলালের ঘরের দুলাল]

৩৪৭৬ জোছনাতে ফটিক ফোটে, চোরের মায়ের বুক ফাটে।

৩৪৭৭ জোড়া ভুরু, নাটের গুরু।[১]

[১ নং ৩৪১, ৩৬১৬, ৪৫৭২]

৩৪৭৮ জোড়ের পায়রা।

৩৪৭৯ জোনাক পোকার আঁধারে শোভা।

৩৪৮০ জোনাকি পোকা মানিক নিন্দে, খাদ নিন্দে পুকুর।
গেরস্থেরে গরু নিন্দে, খোঁটা নিন্দে মুগুর॥

৩৪৮১ জো পেলে ঘাতে[১] মারণ।

[১ গুপ্তভাবে]

৩৪৮২ জো[১] পেলে জোলায় বোনে[২]।

[১ শস্য বপনের উপযুক্ত যোত্র বা 'জো'। আবশ্যক মত জল পাইয়া মাটি নরম হওয়াকেও 'জো পাওয়া' বলে। ২ চাষ করে]

৩৪৮৩ জোয়ার-ভাটার গঙ্গা।

৩৪৮৪ জোয়ার মাত্রেই ভাটা আছে।

৩৪৮৫ জোয়ারের গু।[১]

[১ 'সুপারিসওয়ালারা জোয়ারের গুয়ের মত সাগরের প্রবল তরঙ্গে ভেসে চল্লো' ; পুনশ্চ, 'বরাখুরেরা জোয়ারের বিষ্ঠার মত ভেসে ব্যাড়াচ্ছিলেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৩৪৮৬ জোয়ারের জল কতক্ষণ।

৩৪৮৭ জোর যার, মুল্লুক তার।[১]

[১ 'এখন জোর যার মুল্লুক তার, টানাটানি ক'রে যে নিতে পারে'—জামাই বারিক। 'তবে আমার এই রায় যে জোর যার মুল্লুক তার'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ]

৩৪৮৮ জোরের লাঠি নির্জোরেই বাজে।

৩৪৮৯ জোলাকে নমাজ সয় না।

৩৪৯০ জোলাপ নিল রামসুন্দর, হেগে ম'লো পেঁচো।

জোলার কুকুর মাড়েই তুষ্ট, নং ১৬৫৩ দ্রষ্টব্য।

৩৪৯১ জৌ ঘরে[১] থাকে যে, আগুনের ভয় রাখে সে।

[১ জতুগৃহে]

৩৪৯২ জ্ঞাতির শত্রু জ্ঞাতি।

৩৪৯৩ জ্ঞাতিশত্রু পথে পথে, মক্কায় পারে নাক যেতে।

৩৪৯৪ জ্ঞাতিশত্রু সবখান্, কুকুরেও হয় না গঙ্গাস্নান।

জ্যোস্নায় যায় আঁধারে আসে, নং ৪০৫ দ্রষ্টব্য।

৩৪৯৫ জ্বরকে ডরাই না, কাঁপুনিকে ডরাই।

৩৪৯৬ জ্বর না ডর, কাঁপে থরথর।

৩৪৯৭ জ্বরুয়া[১] দেখে জামীরের[২] ভরা।

[১ জ্বরো রোগী। ২ অম্লরসযুক্ত এক প্রকার লেবু (citras acida)]

৩৪৯৮ জ্বরে আর পরে[১], খেতে না পেলেই ধায় রড়ে[২]।

[১ পা—জ্বর আর পর। ২ রড়=বেগে দৌড়। পা—খেতে না দিলেই পালায়]

৩৪৯৯ জ্বরে কি করে, বাতিকে পুড়িয়ে মারে।

৩৫০০ জ্বরে পায়, না, পরে পায়[১]।

[১ পা—জ্বরে ধরেছে, না, পরে ধরেছে।—গুপ্ত প্রণয়ের ইঙ্গিত]

৩৫০১ জ্বরো ভিটায় তোলে ঘর, যে আসে তারই জ্বর।

জ্বরের মাথাব্যথা, বিবাদের টেড়া কথা, নং ৫৮৩০ দ্রষ্টব্য।

৩৫০২ জ্বরো রুগী স্বপ্ন দেখে, চিঁড়ে আর তেঁতুল মাখে।

৩৫০৩ জ্বরো রুগীর অম্বলে রুচি[১]।

বা, জ্বরো রুগী টকের স্বপ্ন দেখে।

[১ 'জরুয়া দেখিয়া যেহ্ন রুচক আম্বল'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। নং ১৫৫, ৭৬৮৮]

৩৫০৪ জ্বলন্ত আগুনে ঘি।[১]

[১ 'জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল'—কাশীরাম দাস। 'জ্বলন্ত আগুনে যেন ঢেলে দেয় ঘৃত'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'জ্বলন্ত অনলে কেন ঘৃত দেহ ঢেলে'—রামেশ্বরের শিবায়ন। 'শুনি রুক্মী উঠিল দ্রুত জ্বলন্ত অনলে ঘৃত'—দাশু রায়। নং ২৪৪]

৩৫০৫ জ্বালা দিতে নেই ঠাঁই, জ্বালা দেয় সতীনের ভাই।

৩৫০৬ জ্বালার ওপর জ্বালা।

৩৫০৭ জ্বালার ওপর পালার বাঁড়ি।

৩৫০৮ ঝকমারির মাশুল।[১]

[১ অর্থাৎ ভুলের জন্য ক্ষতি। 'এটা ঝকমারির মাশুল' —নবীন তপস্বিনী]

৩৫০৯ ঝগড়াঝাঁটির হদ্দ, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ[১]।

[১ নং ৬৩২২]

৩৫১০ ঝগড়াটে না ঝগড়া ক'রে, মাদার গাছে পোঁদ ঘ'ষে মরে।

৩৫১১ ঝগড়াটে লোক যারা ঝগড়া নাহি পায়।
বেনাগাছে চুল জড়িয়ে কোঁদল ভেজায়[১] ॥[২]

[১ পা—বেনাগাছে পোঁদ (বা, গা) চুলকে গড়াগড়ি যায়। ২ 'বেনাগাছে ঝুঁটি বেঁধে করায় কন্দল'—রামেশ্বরের শিবায়ন। 'বেনাগাছে জড়িয়ে চুল বিনা দোষে কর কোঁদুল'; পুনশ্চ, 'সেয়াকুলে জড়িয়ে চুল ঝগড়া তোর জানি লো'—দাশু রায়]

৩৫১২ ঝড় গিয়ে ঝাঁপি, বয়স গিয়ে বিয়ে।

৩৫১৩ ঝড়ে[১] কাক মরে[২], ফকিরের কেরামতি[৩] বাড়ে।[৪]

[১ পা—ঝড়ে বাজে; ঝড়ে বানে। ২ পা—ঘর পড়ে। ৩ কেরামত=বুজরুগী দৈবশক্তির খ্যাতি। ৪ পা—বানে বাতাসে বক মরে, ফকিরে বলে কেরামত ফলে।—নং ১৪৮৮]

৩৫১৪ ঝড়ে পড়ল কলা, বউ বলে—এই বেলা।[১]

[১ নং ৫৮৩৯]

৩৫১৫ ঝড়ের আকার ঝগড়া।

৩৫১৬ ঝড়ের আগে উড়ি[১] ছোটে[২]।

[১ উড়ি ধান। পা—টেঁপা। ২ পা—ধুলো ওড়ে]

৩৫১৭ ঝড়ের আগে এঁটো পাত।

৩৫১৮ ঝড়ের আগে কলাগাছ।[১]

[১ 'কদলী যেমত ঝড়ে'—কবিকঙ্কণ]

৩৫১৯ ঝড়ের মুখে শুকনো পাতা।

৩৫২০ ঝড়ের সময় খই ভাজে।

৩৫২১ ঝড়ো কাক।

৩৫২২ ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পড়ে, যার যা' আধার[১] সে তা' ধরে।

[১ খাদ্য অর্থে]

৩৫২৩ ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায়।

৩৫২৪ ঝাঁঝরি বলে ছুঁচকে—তুমি বড় ফুটো।[১]

[১ নং ২৯৭৮-৭৯, ৩২৪০, ৪৯০৫]

৩৫২৫ ঝাঁটা দিয়ে[১] বিষ[২] ঝাড়ানো।[৩]

[১ পা—মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে ; ঝেঁটিয়ে ; খেংরে। ২ পা—ভূত। সর্পদষ্ট বা ভূতে পাওয়া লোককে প্রহার দ্বারা রোজার সুস্থ করার প্রথা হইতে। 'আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়ব'—একেই কি বলে সভ্যতা। 'ঝাঁটাগাছটা গেল কোথায়, আর একবার ভূত ঝাড়ান ঝাড়িয়ে দিই' ; পুনশ্চ, 'এর শাস্তি দেবো, ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়ান ঝাড়বো'—নবীন তপস্বিনী। 'ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব'—অমৃত বসুর বিবাহবিভ্রাট]

৩৫২৬ ঝাড় ঝাড় উচ্ছের ঝাড়, ঝাড়ে মূলে তেতো তার।

৩৫২৭ ঝাড় বুটা কেটে মুন্‌সীয়ানা খরচ করা।[১]

[১ 'কেহ উলার ব্রাহ্মণের ন্যায় মুখফোঁড় রকমে অভিপ্রায় একেবারে ব্যক্ত করে, কেহ বা কৃষ্ণনগরীয়দিগের ন্যায় ঝাড় বুটা কাটিয়া মুন্‌সিয়ানা খরচ করে, আসল কথা অনেক বিলম্বে অতি সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ হয়'—আলালের ঘরের দুলাল]

৩৫২৮ ঝাড়ের কঞ্চি।

৩৫২৯ ঝাড়ের[১] দোষ।

[১ গোষ্ঠীর অনুরূপ]

ঝাঁপানে উঠলে বাপকে শালা বলে, নং ২৪৬৫ দ্রষ্টব্য।
ঝাড়ের বাঁশ পড়ে না, নং ৩৩৪০ দ্রষ্টব্য।

৩৫৩০ ঝাড়ের সব সমান, কেউ দেয়ালগিরি, কেউ লাণ্ঠান।

৩৫৩১ ঝারি চোখ, উনান ঘর, বাঁদী চোর, বউ মুখর।

৩৫৩২ ঝাল[১] দেখেছ, না, কড়ি দেখেছ।[২]

[১ পা—ঝালি (=ক্ষেত্রে সেচনী করিয়া জল তুলিয়া ফেলিবার খনিত কুণ্ড)। ২ অর্থাৎ মজুরির পয়সা দেখিয়াছ কিন্তু কাজ যে কত শক্ত তাহা দেখ নাই]

৩৫৩৩ ঝাল মরিচের লাল চামড়া।

৩৫৩৪ ঝিকে মেরে বউকে শেখানো।[১]

[১ নং ৩৫৪০]

৩৫৩৫ ঝি[১] জব্দ শিলে[২], বউ জব্দ কিলে।
পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে ॥

[১ পা—হলুদ; বউ; মাগ। ২ পা—সাপ জব্দ সিজের মূলে। সিজ=কণ্টকবিশিষ্ট মনসা সিজ, euphorbia nerrifolia]

৩৫৩৬ ঝিঞেনাড়া করা।

৩৫৩৭ ঝিঞেফুল ফোটা।[১]

[১ অর্থাৎ সন্ধ্যা হওয়া, আয়ু শেষ হওয়া; ঝিঞেফুল সন্ধ্যায় ফোটে। 'আর বেলা নাই ফুটলো ঝিঞের ফুল। তোর ভাঙলো দাঁত আর পাকলো এখন চুল ॥'—নীলকণ্ঠ যাত্রাওয়ালা। কিন্তু—'যখন ঝিঞে ফুল শশা ফুলগুলো ফোটে, চিরকালই সেই কালটাকে বারব্যালা বলা যায়' —তারকচন্দ্র চূড়ামণির সপত্নী নাটক (১৮৫৮)]

৩৫৩৮ ঝি দিলেও জামাই নয়, মা দিলেও বাপ নয়।

৩৫৩৯ ঝিনুকমাত্রেই মুক্তা হয় না।

৩৫৪০ ঝি মেরে বউয়ের শিক্ষা[১], বউ মেরে নেই রক্ষা।

[১ নং ৩৫৩৪]

৩৫৪১ ঝিয়ে চায় বর, মায়ে চায় ঘর।

৩৫৪২ ঝিয়ের জ্বালা বুকের খোঁচা, পুতের জ্বালা ভূতের বোঝা।

৩৫৪৩ ঝির ঝি, করবে কি।

৩৫৪৪ ঝোপ বুঝে কোপ।[১]

[১ 'বাঙ্গালিরা ঝোপ বুঝে কোপ ফেলিতে পটু'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'ঝোপ বুঝে কোপ মারেন'—আলালের ঘরের দুলাল। 'আমাদেরও ঝোপ বুঝে কোপ, মটকা মেরে বসে থাকি'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। 'ঠিক ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছ'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের চন্দ্রগুপ্ত]

৩৫৪৫ ঝোলে অম্বলে এক করা[১]।

[১ অর্থাৎ দুই সুখাদ্য একত্রে মিশাইলে অখাদ্য হয়।]

৩৫৪৬ ঝোলে ঝালে অম্বলে, বেগুন সব ঠাঁই চলে।[১]

[১ 'আমরা বাঙ্গালী এক রকম বেগুন বললেই হয়, যাতে

দাও তাতেই আছি, ঝালে ঝোলে চচ্চড়ি অম্বলে'—অমৃত বস্থর বাহবা বাতিক]

৩৫৪৭ ঝোলের লাউ, অম্বলের কদু।

৩৫৪৮ টক্ কাঁজি, নুনের ক্ষয় কৃপণের দ্বিগুণ হয়।

৩৫৪৯ টক্, ঝাল, কড়া ভাতার[১]।

[১ এই তিনটি নাকি স্ত্রীলোকের বাঞ্ছনীয়]

৩৫৫০ টক্ পালঙের শাক, দু'ভাগ ক'রে রাখ।

৩৫৫১ টক্ টেঁসো আঁটিসারা শস্যশূন্য আঁস্‌ভরা।
এই আম বিলাবার ধারা॥

৩৫৫২ টকের জ্বালায় দেশ ছাড়লাম, তেঁতুলতলায় বাস।

৩৫৫৩ টস্ টস্ টস্[১], আমানি পাথর দুই[২], ভাত[৩] গণ্ডা দশ।

[১ অর্থাৎ রসের আধিক্য, দরদ। পা—মামার বড় রস, মামীর বড় রস ; পিসীর বড় রস, মাসীর বড় রস। ২ পা—আমানি পাথর-পাথর ; এক পাথর আমানি। ৩ পা—লঙ্কা]

৩৫৫৪ টাক, প্রকৃতি, গোদ, মরণে হয় শোধ।

৩৫৫৫ টাকাও দিলাম আশী, বিয়েও করলাম দাসী।

৩৫৫৬ টাকা টাকা কর তুমি, মামলা কর নাই।
বল বল কর তুমি, রোগে পড় নাই[১]॥

[১ নং ৫৪৯৭]

৩৫৫৭ টাকা টাকা টাকা।
গোপলা হল গোপাল জ্যেঠা, মঙ্গলা হল কাকা॥

৩৫৫৮ টাকা, তুমি যাও কোথা? পিরীত যথা।
আসবে কবে? বিচ্ছেদ যবে॥

৩৫৫৯ টাকা, তুমি যারে বাঁকা, তার বৃথাই জনম রাখা।

৩৫৬০ টাকা* থাকলে মেড়াকান্ত, দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত।

৩৫৬১ টাকা থাকলে রামা শ্যামা, শরা দেখে দুনিয়াখানা।

* এই সকল প্রবাদে 'টাকা' স্থলে 'কড়ি' বা 'পয়সা' শব্দ কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়। 'কড়ি' শব্দ দ্রষ্টব্য।

৩৫৬২ টাকা দিয়ে টাকা ফাঁদে, হাতী দিয়ে হাতী বাঁধে।

৩৫৬৩ টাকা দিলে, কানা ছুঁড়ী বিয়ে করতে হুড়োহুড়ি।

৩৫৬৪ টাকা দেখতে গোল, থাকলে গোল, না থাকলেও গোল।

৩৫৬৫ টাকা বেটা বড় বেটা, টাকা বেটা পাথরকাটা।

৩৫৬৬ টাকায় টাকা আসে[১]।

[১ পা—আনে]

৩৫৬৭ টাকায় নিভায় মনের জ্বালা, আপন বাপে ডাকে শালা[১]।

[১ নং ২৪৬৫]

৩৫৬৮ টাকা যার, মামলা তার।[১]

[১ 'টাকা যার মকদ্দমা তার'—শরৎচন্দ্রের ষোড়শী]

৩৫৬৯ টাকার নাম ভাগ্যধর, আপন বানায় পরের পর।

৩৫৭০ টাকার নাম ময়নার ছা', মিছায় করে সাচার রা'।

৩৫৭১ টাকার নাম মহাশয়, যা কহাও তাই কয়।[১]

[১ নং ৭৮৫৫]

৩৫৭২ টাকার নামে কাঠের পুতুলও হাঁ করে।

৩৫৭৩ টাকার বলে ত্নুনিয়া চলে।

৩৫৭৪ টাঙ্গন ঘোড়ার[১] বাচ্ছা।

[১ বলিষ্ঠ পাহাড়ী ঘোড়ার। 'পার্ব্বত্যা টাঙ্গন তাজী নিল ত্নুই ঘোড়া'—কবিকঙ্কণ। (তাজী=আরবী ঘোড়া)।—প্রবচনটি বিদ্রূপে প্রযুক্ত হয়]

৩৫৭৫ টাঙ্গন ঘোড়া খায় যা, বেতো ঘোড়াও চায় তা।

৩৫৭৬ টাট্‌কা কড়ির ঝাট্‌কা জবাব।

৩৫৭৭ টাটের[১] নৈবিছ্যি, কাঠের চিঁড়ে।
পেট ভ'রে খা', আমার কিরে[২]।

[১ টাট=পূজার তাম্রপাত্র বিশেষ। ২ কিরা=শপথ]

৩৫৭৮ টান্ দড়ি খাড়া ছেঁড়ে।

৩৫৭৯ টান্‌বার যে সে না টান্‌লে, লাভ ত নেই কেবল কাঁদলে।[১]

[১ পা—দেবার যে সে না দিলে, লাভ নাই কেবল কাঁদিলে। নং ৪২৫৪, ৬৬৯১]

৩৫৮০ টান্‌লে পাই, না টান্‌লে ছাই।

টায়ে টায়ে মিলিয়ে দেওয়া, নং ২৮৩৪ দ্রষ্টব্য।

৩৫৮১ টিকটিকির দৌড় বাদার[১] গোড়া।

[১ বাদা=নিম্ন ভূমি]

৩৫৮২ টিকে ধরাবার জামিন চাই।

৩৫৮৩ টিটির পাখী চায় গাঙ শুকাতে।

৩৫৮৪ টিপ্‌-টিপ্‌ জল পড়ে, পাথরের ক্ষয় করে।

৩৫৮৫ টিপটিপার[১] ঘানি, আধা তেল আধা পানি।

[১ ফিকিরের]

৩৫৮৬ টিপ্‌ বোঝে না, টাপ্‌ বোঝে না, সেই বা কেমন মেয়ে।

ধার বোঝে না, চর বোঝে না, সেই বা কেমন নেয়ে॥[১]

[১ পংক্তি-বিপর্যয়ও দেখা যায়।—নং ৩৮৩৭]

৩৫৮৭ টিপ্‌মারা[১] বসে খায়, বড়গলা দরবারে যায়।

[১ সেয়ানা। পা—টিপ্‌মারে]

৩৫৮৮ টুনটুনির হয় না গরুড়ের পাখা।

৩৫৮৯ টুনী কথা ক'স্‌নে, টুনী কথা ক'স্‌নে।

বরযাত্রীর জুতো কুকুরে নেয়, টুনী কিসে কথা না কয়॥

৩৫৯০ টুপ্‌ভুজঙ্গ হওয়া।[১]

[১ 'মদ মুরগী খেয়ে টুপ্‌ভুজঙ্গ হয়ে বঙ্গমাতার মুখে চুণকালি দিচ্ছ'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'জ্ঞানশূন্য হইয়া ভোঁ অথবা টুপ্‌ভুজঙ্গরূপে থাকিলে কি ফল'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'মদ খাইয়া টুপ্‌ভুজঙ্গ হইয়া'—রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত। টেকচাঁদের উক্ত পুস্তকে বাক্যটির এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"টুপ্‌ভুজঙ্গ অর্থাৎ ভুজঙ্গ ভুজকুড়ি, অর্থাৎ মদ্যপানের পর বাক্যশক্তি গতিশক্তি হীন অবস্থা আপন্ন। ঐ অবস্থায় শরীর জড়সড় হইয়া থাকে, ঘাড় নেটিয়ে পড়ে ও চোখ দুটি ঝিময় ও মিটমিট করে, আর ইচ্ছা হয় যে পক্ষী হইয়া ছাতের উপর হইতে উড়ি। ভোঁ ও টুপ্‌ভুজঙ্গ এরা মাসতুতো পিসতুতো ভাই!" অর্থাৎ মদের নেশায় বুঁদ হওয়া]

টেকো মাথায় উঠল চুল ইত্যাদি, নং ৬৪৯৭ দ্রষ্টব্য।

৩৫৯১ টেকো মাথায় ক্ষুর বুলানো।[১]

[১ নং ১৭১২]

৩৫৯২ টেক্কা, বা টেক্কা দেওয়া।[১]

[১ তাস খেলা হইতে। 'পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদ্‌শা'; পুনশ্চ, 'হিন্দুধর্ম্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দেখাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'ঢের ঢের বদমায়েসী দেখেও এলেম, করেও এলেম, কিন্তু মামা-মামীতে টেক্কা মেরে দিয়েছে'—গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল। 'ঢের ঢের মেয়ে মানুষ ছ্যাখিছি, কিন্তু এ একেবারে মেয়েমানুষের টেক্কা'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহ। 'এত বড়াই কিসের, ও যে দেখি সকলকে টেক্কা দিতে চায়'—রবীন্দ্রনাথ]

৩৫৯৩ টেনে বুনতে[১] কুলায় না।[২]

[১ পা—বাঁধতে। ২ অর্থাৎ অভাবের সংসার]

৩৫৯৪ টেপা মোড়ল।[১]

[১ অর্থাৎ যে গা টিপিয়া গোপনে ইঙ্গিত করে]

৩৫৯৫ টেরা চোখ[১], মাথায় টেরি, পিঠে কুঁজ, গলায় গড়গড়ি।
দু'চোখ ডাঁসা[২], এক চোখ কানা, বজ্জাতের এই নিশানা॥

[১ পা—এক চোখ টেরা ; চাউনিতে টেরা ; চোখে টেরা ইত্যাদি। ২ কটা বা হল্‌দে]

৩৫৯৬ টোকাপানা মাথাটি, খালুই[১] পানা পেটটি।

[১ বাঁশ নির্ম্মিত পাত্র, যাহাতে জেলেরা মাছ রাখে]

টোপ ফেলতে মাছ খায় না ইত্যাদি, নং ৯৫৫ দ্রষ্টব্য।

৩৫৯৭ টোপ ফেলে মাছ ধরা[১], বা, চারে মাছ আনা।

[১ 'টোপ ফেলে মাছ ধরার মত'—দাশু রায়। 'সে যে টোপটি ফেলে ব'সে আছে স্থায়না হস্ ত খাস্‌নে চার'—মনোমোহন বসু]

৩৫৯৮ ঠকচাচার দরবার।

৩৫৯৯ ঠক বাছতে গাঁ ওজড়।[১]

[১ নং ১৪০৭। 'ঠক বাছতে গাঁ ওজড় হইবে'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'সকল দেবতাই সমান, ঠক বাচতে গাঁ উজোড়'—নীলদর্পণ। সধবার একাদশীতে পা—উজুড়। 'ক্ষেন্তি বামনিকে ঘাঁটালে ঠক বাছতে গাঁ ওজড় হয়ে যাবে' —শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ]

৩৬০০ ঠকের মুখে বকের গু।

৩৬০১ ঠন্ ঠন্ মদনগোপাল, মাগ ছেলে নেই, পোড়া কপাল।

৩৬০২ ঠাঁই-গুণে কালি, ঠাঁই-গুণে কাজল।

৩৬০৩ ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ,

তুমি কোট চালতা, আমি কুটি লাউ।

আর গতরখাকী[১] বউকে বল—ধান কুটতে যাউ॥[২]

[১ পা=গতরকুড়ী। ২ অর্থাৎ সব চেয়ে পরিশ্রমের কাজ বউয়ের জন্য]

৩৬০৪ ঠাকরুণের গর্ভ চমৎকার, বিইয়েছেন এক বাঁদর-অবতার।

৩৬০৫ ঠাকুরও দোলে ওঠেন।

৩৬০৬ ঠাকুরকে দেখিয়ে কলা, নৈবিদ্যি নে' ছুটে পালা।

ঠাকুর গড়তে কুকুর গড়ে, নং ২৩৩৮ দ্রষ্টব্য।

৩৬০৭ ঠাকুর ঘরে কে ? না, আমি কলা খাইনি।[১]

[১ নবনাটকে প্রযুক্ত]

৩৬০৮ ঠাকুর ছোট, নৈবেদ্য বড়।

৩৬০৯ ঠাকুরজামাই, চাকরি কামাই, মাসে দু'দিন এসো।

ঠাকুরঝিকে যেমন তেমন, আমায় ভালবেসো॥

৩৬১০ ঠাকুর পায় না ঘোলের পানি, বাসুয়া চায় দই একখানি।

৩৬১১ ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ মারো, বাজারের ভাও জান কি।[১]

[১ নং ২৯৮৭]

৩৬১২ ঠাকুরে[১] করলে হেলা, রাখালে মারে ঢেলা।[২]

[১ পা—ভাতারে। ২ পা—যারে ঠাকুর করে হেলা, তারে রাখালে মারে ঢেলা]

৩৬১৩ ঠাকুরের চেয়ে ঠাকুরের[১] নাম বড়।

[১ পা—কুকুরের]

৩৬১৪ ঠাকুরের ঠাকুরালি, মজুরের মজুরালি।

৩৬১৫ ঠাটঠমকে বিকায় ঘোড়া।

৩৬১৬ ঠাটের ঠাকুর, নাটের গোঁসাই[১]।[২]

[১ নং ৩৪৭৭। ২ 'ঠাটের ঠাকুর বট, নাটের গোঁসাই'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৩৬১৭ ঠারার ঠারীর[১] ঘর।
কারো কখনো মাথাব্যথা, কারো কখনো জ্বর।

[১ অর্থাৎ অতি-পিরীতের]

৩৬১৮ ঠারে-ঠোরে উনিশ বিশ, দাদার কড়ি দিদিকে দিস।

৩৬১৯ ঠারে-ঠুরে বুঝতে নারে, বাঙ্গাল আর বলব কারে।
দু'চার লাথি পড়লে ঘাড়ে, তবে বাঙ্গাল বুঝতে পারে॥

৩৬২০ ঠিক দুপুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা,
বলা কতই জানে খেলা।

৩৬২১ ঠিকের জমি, নিকের[১] মাগ।

[১ নিকা = মুসলমান বিবাহপদ্ধতি-বিশেষ]

৩৬২২ ঠুকরে-ঠাকরে আনাবে, তেমাথায় হাঁড়ি জ্বালাবে।

৩৬২৩ ঠুঁটো জগন্নাথ।[১]

[১ হস্তহীন জগন্নাথের মত অকর্ম্মণ্য]

৩৬২৪ ঠুঁটোর বাঁদর।

৩৬২৫ ঠেকবি যখন, শিখবি তখন।[১]

[১ পা—ঠেকেছি যেথা শিখেছি সেথা।—নং ১৯৯৬]

৩৬২৬ ঠেকলে বাঘে ঘাস খায়।

৩৬২৭ ঠেকারে-গেদারে[১]—ছুঁড়ী, পথ থাকতে কানা—বুড়ী।

[১ অর্থাৎ দেমাকে]

৩৬২৮ ঠেকে ঠ'কে হল যেই মূর্খের ভূত।
দেখে শুনে হল সেই পণ্ডিতের পুত॥[১]

[১ নং ১৯৯৬]

৩৬২৯. ঠেকে শিখন্, দেখে শিখন, বেকুবের কথা চিকণ।

৩৬৩০ ঠেকে শেখার চেয়ে ভাল দেখে শেখা।[১]

[১ নং ১৯৯৬]

৩৬৩১ ঠেঙ্গাড়ের গদ্দি খোঁজে ঝোপ।

৩৬৩২ ঠেঁটা[১] লোকের মুখে আঁট, বাইরে থেকে কাটে গাঁট।

[১ শঠ। পা—ঢেঁটা (=দুষ্ট)]

৩৬৩৩ ঠেঁটার জন্য ঝেঁটা।[১]

[১ পা—ঠেঁটাকে ঝেঁটা ধরলেও মানে না]

৩৬৩৪ ঠেলাঠেলির ঘর, খোদায় রক্ষা কর[১]।

[১ নং ৪১৪১, ৪৯৮৩, ৮২৬৮, ৮২৮৬]

৩৬৩৫ ঠেলা দিয়ে গঙ্গায় ফেলা।

৩৬৩৬ ঠেলায় প'ড়ে ঢেলায় সেলাম।[১]

[১ অর্থাৎ পড়িয়া গিয়াও ঢেলাকে সেলাম করিতেছি বলিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করা]

৩৬৩৭ ঠেলার নাম বাবাজী[১]।[২]

[১ পা—শাহ মাদার (পীর বিশেষ)। ২ নং ১৮৭০]

৩৬৩৮ ঠোঁটকাটা কাক।

৩৬৩৯ ঠোঁটে ঠেকান্, খান্ না।

৩৬৪০ ঠোঁটের বলও বল, দাঁতের বলও বল।

৩৬৪১ ডবল পয়সা দমে[১] ভারি, কড়ি নাই মালে কড়ি।

[১ ওজনে]

৩৬৪২ ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে নেই[১]।

[১ পা—বাঁয়ে কুলায় না। 'দেখতে পাচ্ছি ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না'—জলধর সেন]

৩৬৪৩ ডাইনে উঁচু বাঁয়ে উঁচু[১], লাভ হয় কিছু কিছু।

[১ চক্ষুস্পন্দন]

৩৬৪৪ ডাইনে ফণী, বামে শিয়ালী।
দহি লে' দহি লে' বলে গোয়ালী।
তবে জানিবে যাত্রা শুভালি ॥[১]

[১ ডাকের বচন।—নং ৫৭০৮, ৬১২২]

৩৬৪৫ ডাইনে বাঁয়ে চিনির নৈবেদ্য।

৩৬৪৬ ডাইনে বাঁয়ে জোড়া পাঁঠা[১]।

[১ পা—জোড়া বলি]

৩৬৪৭ ডাইলের মধ্যে খেসারি[১], দেবতার মধ্যে বিষ'রী[২]।

[১ বৈদ্যকমতে অধিক সেবনে খঞ্জত্বকারী, অতএব নিকৃষ্ট (খোঁড়া করে বলিয়া ইহার অন্য নাম খুঁড়িয়া বা খুঁড়ে ডাল)। ২ বিষহরী = বিষধরী, মনসা]

৩৬৪৮ ডাইলের মধ্যে খেসারি, বামুনের মধ্যে অধিকারী[১]।

[১ ইহার পর 'শাকের মধ্যে পুঁইখাড়ি' এরূপ অধিক বাক্য পাওয়া যায়। কিন্তু পুঁই নিকৃষ্ট নয়, উৎকৃষ্ট শাকের মধ্যে গণনা করা হয়। নং ৬৬০৪, ৭৮৭২ দ্রষ্টব্য। অধিকারী = পূজারী ব্রাহ্মণ]

৩৬৪৯ ডাইলের মধ্যে মসুরি, মানুষের মধ্যে শ্বাশুড়ী।

৩৬৫০ ডাক[১] ডুব[২] মুঠো[৩], আর সব ঝুটো।

[১ ইষ্টদেবতার নাম করা। ২ গঙ্গাস্নানাদি। ৩ মুষ্টিভিক্ষা]

৩৬৫১ ডাকে পাখী, না ছাড়ে বাসা।
উড়ে বসে খাবে হেন আশা।
উড়ে পাখী যায় না, তখনি কেন যায় না ॥[১]

[১ উষাকালে যাত্রার শুভ সময়। খনার বচন। তৃতীয় পংক্তির পর আরও দুইটি পংক্তি দেখা যায়—'ফিরে যায় বাসে, না পায় দিশা। খনা ডেকে বলে—সেই সে উষা'। কখনো কখনো প্রবচনটি—'ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা, সেই জানিবে আসল উষা'—এইরূপ পাওয়া যায়]

ডাঙায় বাঘ জলে ইত্যাদি, নং ৩৩৮৬ দ্রষ্টব্য।

৩৬৫২ ডান কান উভ[১] ক'রে ম'লে কাশীতে স্বর্গ হয়।

[১ উঁচু]

৩৬৫৩ ডান'হাতে গু খাওয়া।

৩৬৫৪ ডানাকাটা পরী।

৩৬৫৫ ডা'নের নজর পুঁই-বাদাড়ে।[১]

[১ নং ৩১৫১]

৩৬৫৬ ডা'নের মাথায় সরষে ফোড়ন।

৩৬৫৭ ডা'নের মায়া বোঝা ভার।

৩৬৫৮ ডা'নের হাতে[১] পো সমর্পণ।[২]

[১ পা—কোলে। ২ অমৃত বসুর কৃপণের ধনে এইরূপ পাঠ আছে। 'হল ডাইনের কোলে ছেলে সঁপা'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'ডাইনের হাতে ছেলে বিশ্বাস করা যায় না'—শরৎচন্দ্রের নববিধান। পুনশ্চ, 'বলেন কি? তার চাবি আপনার কাছে? একমাত্র পুত্র সমর্পণ ডাইনির হাতে?'—ষোড়শী]

৩৬৫৯ ডালছাড়া বাঁদর।

৩৬৬০ ডালভাঙা[১] ক্রোশ।

[১ অর্থাৎ গাছের ডাল ভাঙিয়া লইয়া শুকান পর্য্যন্ত যতদূর চলা যায়]

৩৬৬১ ডিগরের[১] মরণ ডালে খালে[২]।

[১ পা—ডানপিটের; ডারপাড়ের; ডেকরার; গোঁয়ারের; লাপডিঙের ইত্যাদি। ২ পা—মাঠে ঘাটে; গাছের আগায়। নং ২৬৪৬]

৩৬৬২ ডুবতে গিয়ে শেওলা ধরে।[১]

[১ নং ৬৬৭০]

৩৬৬৩ ডুব দিয়ে খাই পানি[১], আল্লা জানে আর আমি জানি।

[১ অর্থাৎ রোজার সময়]

৩৬৬৪ ডুব দিয়ে জল খেলে গলায় বাধে।[১]

[১ 'বাহবা ঘটিরাম, ডুব দিয়ে জল খেলে গলায় বাধে'—সধবার একাদশী]

৩৬৬৫ ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের[১] বাপও টের পায় না।

[১ পা—একাদশীর। 'ডুবে জল খেলে শিবের বাবার সাধ্যি নেই যে টের পান'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'ডুব

দিয়ে জল খায় শিব নাহি টের পায়'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'ডুবিয়ে সলিল যদি সীমন্তিনী খায়। শিবের অসাধ্য, স্বামী দেখিতে না পায়'—বিয়েপাগলা বুড়ো]

৩৬৬৬ ডুব দিয়ে জল সবাই খায়,
লোকের কাছে উপোসী জানায়।

৩৬৬৭ ডুব দিয়ে পানি খাই, সারাদিন রোজা থাই।[১]

[১ নং ৩৪৯]

৩৬৬৮ ডুবল না', ত ডুবিয়ে বা'।

৩৬৬৯ ডুবালে সমুদ্র-জলে, পাষাণ কি কভু গলে।

৩৬৭০ ডুবে ডুবে জল খাওয়া।[১]

[১ 'বাবা, ভাল ডুবে ডুবে জল খাচ্চ—তোমার পেটে এত বিদ্যা'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৩৬৭১ ডুবেছি, না, ডুবতে আছি, দেখি পাতাল কত দূর।[১]

[১ 'ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূর দেখি'—গোপাল উড়ে। 'ও ননদি পাতাল কত দূরে, আমি একবার ডুবে দেখব'; পুনশ্চ, 'ডুবিলাম যদ্যপি তবে পাতাল দেখিতে হবে'—দাশু রায়। 'ডুবিয়াছি দেখিব পাতাল কত দূর'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'ডুবেছি, না, ডুবতে আছি—আমি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত যাব'—অমৃত বসুর বিবাহবিভ্রাট। 'যখন ডুবেছ তখন পাতাল দেখে ছেড়'—গিরিশ ঘোষের পূর্ণচন্দ্র]

৩৬৭২ ডুমুরের ফুল, সাপের পা।[১]

[১ অর্থাৎ অগোচর বস্তু। 'ইদানী ডুমুরের ফুল, হয়েছ তাতে প্রতিকূল, তোমার প্রতি আমি হতে নারি'—দাশু রায়। 'বাপরে আজকাল যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছেন, কেবল বড় বড় লোক নিয়ে ব্যস্ত, আমার মত গরীব লোকের সাধ্য কি আপনার কাছে ঘেঁষা'—শিবনাথ শাস্ত্রী]

৩৬৭৩ ডুলি পার করবি ত ঘোড়া পার কর।

৩৬৭৪ ডেঁও[১] ডেফল, চুকা[২] লাগে নারকল।

[১ বড়, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট। ২ টক্]

ডেকরার মরণ গাছের আগায়, নং ৩৬৬১ দ্রষ্টব্য।

৩৬৭৫ ডেকে বলে ভাড়ানী[১], ছেলের বে'তে[২] চাই আড়ানী[৩]।

[১ ভাড়াকরা ধানভানানী; 'hireling'—Morton। ২ বিবাহে। ৩ চাঁদোয়া বা বড় ছাতা। 'ভাড়ানীর বেটার আড়ানী যায় সঙ্গে'—দাশু রায়]

৩৬৭৬ ডেকে শাল[১] নেওয়া।

[১ শাল=বৃহৎ শূল, অর্থাৎ আঘাত, দুঃখ ('শচীর হৃদয়ে গুরু শাল'—কবিকঙ্কণ)। পা—ষাঁড় (অপপাঠ)। নং ৩৭৭৫, ৩৭৮৪]

৩৬৭৭ ডোবা দেখলেই বেঙ লাফায়।

৩৬৭৮ ডোমকে[১] নেই যমের ভয়।

[১ ডোম শবদাহ করে। অথবা, নোংরা সাফ করিয়াও রোগের ভয় নাই]

ডোমকে লক্ষ্মী ছাড়ে শূয়রকে ইত্যাদি, নং ৮৬৪৫ দ্রষ্টব্য।

৩৬৭৯ ডোম-ডোকলের[১] ঘর।

[১ ডোকল বা ডোকলা=অবজ্ঞার্থে হীন, হতভাগ্য (ডোকরা)]

৩৬৮০ ডোম পণ্ডিত।[১]

[১ ডোম=জেলে (প্রা) যদি পণ্ডিত হয়। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে ধর্ম্মঠাকুরের পূজারীকেও ডোমপণ্ডিত বলে, যথা— 'আমি কি ডোম যে ধর্ম্মশাস্ত্র শিখে ধর্ম্মপণ্ডিত হব'—কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব]

৩৬৮১ ডোম, বাগদী, হোড়েল[১] জাত,
পোষ মানে না আধেক রাত।

[১ হোড়া=চোর]

৩৬৮২ ডোমের চুবড়ি ধুয়ে (বউকে) ঘরে তোলা[১]।

[১ পা—(বউকে) আনা। 'আমার শাশুড়ী ত আমায় ডোমের চুবড়ি ধুয়ে আনেনি'—অমৃত বসুর চোরের উপর বাটপাড়ি। 'আমি এমন ডোমের চুবড়ি ধুয়ে বৌ ঘরে এনেছিলাম যে একেবারে মূলে হাবাত'—অমৃত বসুর গ্রাম্য-বিভ্রাট। এখানে ডোম=জেলে (প্রা)]

৩৬৮৩ ডোমের পুত, যমের দূত।[১]

[১ নং ৫৫৩৭ দ্রষ্টব্য]

৩৬৮৪ ডোলভরা আশা, কুলোভরা ছাই।

ডোলে গরু, শামুকে ধান, নং ২৯২৭ দ্রষ্টব্য।

৩৬৮৫ ঢলা-ঢলা লাউয়ের পাতা, তোমার ভেয়ের গোণা-গাঁথা।[১]

[১ পাছে ননদ লয় তাই ভাজের শাসানো]

৩৬৮৬ ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্।[১]

[১ কোনও ব্যাপার লুকাইবার চেষ্টা। 'তুমি এখন আপনার জন, তোমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ কি'—বিয়েপাগলা বুড়ো। 'মহাশয়, ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ আর চলবে না, পাড়ায় রাষ্ট'—লীলাবতী]

৩৬৮৭ ঢাক ঢোল বেজে গেল, কুলোর ডুগ্ডুগি।

৩৬৮৮ ঢাক থুয়ে চণ্ডীপাঠ।

৩৬৮৯ ঢাক থো, পাছাড়[১] লাগ।

[১ পিছন হইতে কোমর ধরিয়া আছাড়]

৩৬৯০ ঢাকন খোল, নাচন দেখ।

৩৬৯১ ঢাক-বাজানী।[১]

[১ পরের নিন্দা যে রাষ্ট্র করিয়া বেড়ায়। 'আমি তোকে জন্মে জানি, বৃন্দাবনে ঢাকবাজানী, কেবল পরের ঘরমজানী, চিরকাল স্বভাব লো'—দাশু রায়]

৩৬৯২ ঢাক বাজিয়ে ইঁদুর ধরা।[১]

[১ পা—ইঁদুর মারতে জয়ঢাক]

৩৬৯৩ ঢাক হারিয়ে মাদলে হাত।

ঢাকাই পরেছে পুড়োর ঝি বেগুন ক্ষেত ইত্যাদি, নং ৪৬৬২ দ্রষ্টব্য।

৩৬৯৪ ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জ্জন।[১]

[১ 'ঢাকীরে মার সঙ্গে বিসর্জ্জন দেওয়া'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'নইলে ঢাকী সহ সহমরণ হত'—দাশু রায়]

৩৬৯৫ ঢাকে কাঠি পড়া[১]।[২]

[১ পা—কাঠি দেওয়া। ২ 'ধর্ম্মের ঢাকে কাঠি পড়া' দ্রষ্টব্য। 'এ কথা কি ছাপা থাকে, আপনি কাঠি পড়বে ঢাকে'; পুনশ্চ, 'আপনি কাঠি পড়বে ঢাকে ঢেকে কি বা ফল'—গোপাল উড়ে]

৩৬৯৬ ঢাকে ঢোলে বিয়ে কাস্তে বাঁধা দিয়ে।

৩৬৯৭ ঢাকে ঢোলে বিয়ে, তার উলু দিতে মানা[১]।

[১ পা—কাশতে মানা। কিন্তু, 'ঢাকে ঢোলে বিয়ে কাঁসিতে মানা'—দাশু রায়]

৩৬৯৮ ঢাকের কড়িতে[১] মনসা বিকায়।

[১ পা—দায়ে। অর্থাৎ ঢাক বাজাবার খরচে]

ঢাকের কাছে টেম্‌টেমি, নং ২৯৪৪ দ্রষ্টব্য।

৩৬৯৯ ঢাকের পিঠে বাঁয়া[১]।

[১ আবশ্যক, কিন্তু বাজে না। 'তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটীন্। যেমন ঢাকে পিঠে বাঁয়া থাকে, বাজে নাক একটি দিন॥'—রাম বসু কবিওয়ালা]

৩৭০০ ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি।[১]

[১ 'ঢাকের বাদ্য কোন সময় ভাল লাগে জানেন? যে সময়টি চুপ করে'—নবীন তপস্বিনী।—নং ৩৭২৮ দ্রষ্টব্য]

৩৭০১ ঢাকের মতন নাকের গড়ন।

৩৭০২ ঢাল না তলবার[১], নিধিরাম[২] সর্দ্দার[৩]।[৪]

[১ পা—ঢাল নেই তরওয়াল (বা খাঁড়া) নেই। ২ পা—আন্দিরাম; অনাথ। ৩ পা—মুকুন্দ জমাদার। ৪ 'সে সব কিছুই নাই—আমি হইয়াছি ঢাল নাই তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দ্দার'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রত্নদীপ। 'রসায়নবেত্তা পণ্ডিতের হাতে এই নিক্তি যন্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রের কাজ করে। এই যন্ত্রটি কাড়িয়া লইলে তিনি একেবারে ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দ্দারে পরিণত হন'—রামেন্দ্র-সুন্দরের জিজ্ঞাসা—নং ৪২৯৯, ৪৩৭৬]

৩৭০৩ ঢালে খাঁড়ায় বেহাতী[১]।

[১ দুই হাত জোড়া, অতএব অক্ষম।—নং ১০৬৯]

৩৭০৪ ঢিপেই[১] সুবুদ্ধি।[২]

[১ ঢিপ=আছাড়। ২ পা—ঢিপলে সুবোধ]

৩৭০৫ ঢিবির মাকাল।[১]

[১ স্থূলতায় ঢিবি ও অন্তঃসারশূন্যতায় মাকাল]

৩৭০৬ ঢিল আছে ত কুকুর নেই, কুকুর আছে ত ঢিল নেই।

৩৭০৭ ঢিল[১] তহশীলে গাঁ নষ্ট।

[১ শিথিল]

৩৭০৮ ঢিল দিয়ে ঢিল টেনে আনা।

৩৭০৯ ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙা।[১]

[১ পা—ঢেলায় ঢেলা ভাঙে]

ঢিলটি মারলে ঢেলাটি খেতে হয়, নং ৭১৬ দ্রষ্টব্য।

৩৭১০ ঢিল বাঁধনের আয়ু বেশি।

৩৭১১ ঢেউ দেখে ছেড় না হাল, আজ না হয় হবে কাল।[১]

[১ তুলনীয়—'আজিকে বিফল হইলে হইতে পারে কালি। তুফানে পড়েছে নৌকা ছাড়িব না হালি॥' 'ঢেউ দেখে ছাড়িবে হাল, আজি না হয় হবে কাল'—গোপাল উড়ে। 'তুফানে পড়েছি বটে ছাড়িব না হাল। আজিকে না হল যদি হতে পারে কাল॥'—নবীন তপস্বিনী]

৩৭১২ ঢেউ দেখে নাও ডুবিও না।[১]

['তোমরা ঢেউ দেখে না ডুবাও কেন?'—আলালের ঘরের দুলাল। 'জয়হরির দুর্ব্বল মন, সুতরাং যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা সফল না হইলে একেবারে ঢেউ দেখিয়া না ডুবাইয়া বসিতেন'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'তুফান উঠবে ভেবেই নৌকা ডুবিও না'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রমা-সুন্দরী]

৩৭১৩ ঢেউনাচানী।[১]

[১ সামান্য বিষয়ে যে আন্দোলন তুলিয়া বেড়ায়]

৩৭১৪ ঢেঁক্‌শেল[১] দিয়ে কটক যাওয়া।[২]

[১ চলতি ভাষায় 'ঢেশ্‌কেল' পাঠও প্রচলিত। ২ অর্থাৎ সরল পথ দিয়া না গিয়া ঘুরানো পথ দিয়ে যাওয়া]

৩৭১৫ ঢেঁক্‌শেলে না উঠতে পায়, হাবলে-হাবলে কুঁড়ো খায়।

৩৭১৬ ঢেঁক্‌শেলে যদি মাণিক পাই, তবে কেন পর্ব্বতে যাই।[১]

[১ নং ১৯৭, ৫৩৬]

৩৭১৭ ঢেকার[১] আগে চলা।

[১ ধাক্কার]

৩৭১৮ ঢেঁকি-অবতার[১]। ঢেঁকিরাম।

[১ এই সংক্রান্ত একটি গল্পের জন্য ভারতী ১৩০৪, পৃঃ ১৪৮-৪৯ দ্রষ্টব্য]

৩৭১৯ ঢেঁকি আড়[১] কাটে, আপনার ক্ষয় করে।

[১ তেরছা বা বাঁকা ভাবে]

৩৭২০ ঢেঁকি কেন গাঁ বেড়াক না, গড়ে[১] পড়লেই হল।

[১ ধান কুটিবার খাতে বা গর্ত্তে। ঢেঁকির গড়=ঢেঁকির মুসল যে গর্ত্তে পড়ে]

৩৭২১ ঢেঁকিগড়া ছুতোর, তার আবার গ্রিশকাফ[১]।

[১ কাঠ পালিশ করিবার যন্ত্রবিশেষ]

৩৭২২ ঢেঁকিঘরের আবার পাছ-দুয়ার[১]।

[১ পা—বারান্দা]

৩৭২৩ ঢেঁকিতে বারা[১], পুকুরে পানি।
জামাইয়ের বেটার ভাত-ছোঁয়ানি[২] ॥

[১ চাল কোটা। পা—আড়া (অর্থাৎ আড়া-পরিমিত কোটা ধান)। ২ পৌত্রের অন্নপ্রাশন]

৩৭২৪ ঢেঁকিবাহন দেবতা।[১]

[১ নারদ মুনি, কোন্দলের দেবতা। 'ঢেঁকিবাহনে নামিল নারদ মুনিবর'—মাণিকচন্দ্র রাজার গান। নং ৪৬২৭ দ্রষ্টব্য]

৩৭২৫ ঢেঁকি ভ'জে স্বর্গে যাওয়া।[১]

[১ অসম্ভব ব্যাপার। 'ঢেঁকি ভ'জে স্বর্গলাভ শুনে হাসি পায়' —ঈশ্বর গুপ্ত]

৩৭২৬ ঢেঁকির কোলে মরাই।

৩৭২৭ ঢেঁকির আঁকশলি[১]।

[১ অক্ষশলা, যাহার সাহায্যে ঢেঁকির ওঠাপড়া সহজ হয়।

পা—তস্থলি (বা তসলা—সমানার্থক)। আঁকশলি দুই দিকেই চলে ; অর্থাৎ যে লোক দু'পক্ষেই আছে বা কথা কয়]

৩৭২৮ ঢেঁকির কচ্‌কচি[১], আর ঢাকের বাদ্যি, থামলেই ভাল।

[১ অর্থাৎ বৃথা তর্ক বা বচসা। 'কথা লইয়া ঢেঁকির কচ্‌কচি করিতেছেন'—আলালের ঘরের দুলাল। 'ঝুড়ি ঝুড়ি পুস্তক লেখা হইতেছে কিন্তু…মিথ্যা ঢেঁকির কচ্‌কচি করা কি উপকার?'—টেকচাঁদের অভেদী। 'আমি অতো ঢেঁকির কচ্‌কচানি শুনতে চাইনে'—নবনাটক। নং ৩৭০০]

৩৭২৯ ঢেঁকির নয় ছয়, কুলোর উনিশের বন্ধ।

৩৭৩০ ঢেঁকির সঙ্গে তুলের জোকা[১]।

[১ তুলার পরিমাণ]

৩৭৩১ ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে[১]।[২]

[১ পা—বারা বাঁধে। ২ অর্থাৎ অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে যায়। জামাই বারিকে প্রযুক্ত। 'আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি—স্বর্গে ধান ভানিব'—কমলাকান্তের দপ্তর। 'জানি ঢেঁকির ভাগ্যে স্বর্গে গেলেও আছে ধান ভানা'—অমৃত বসুর যাদুকরী]

৩৭৩২ ঢেড়ো শাক সিজাব কত, হাঁবা ভাতারকে বোঝাব কত।

৩৭৩৩ ঢের[১] দেখেছি চুরি করতে, এমন দেখিনি ধুকড়ি[২] ভরতে।

[১ পা—অনেক ; বিস্তর। ২ ছেঁড়া থলি। পা—বোঁচকা]

৩৭৩৪ ঢেলা মাথায় দিয়ে ঘুমানো।

ঢেলায় ঢেলা ভাঙে, নং ৩৭০৯ দ্রষ্টব্য।

৩৭৩৫ ঢেলা-সেলামি।[১]

[১ বিবাহে ঢেলা ছোঁড়া বাবদ প্রাপ্য টাকা]

ঢোঁড়া ধরতে পারে না, বোড়া ধরতে যায়, নং ৯৮৬ দ্রষ্টব্য।

৩৭৩৬ ঢোঁড়া হলেই জাঁক যায়।[১]

[১ 'ঠকচাচার এত নম্রতা কখনই দেখা যায় নাই, ঢোঁড়া হইয়া পড়িলেই জাঁক যায়'—আলালের ঘরের দুলাল]

৩৭৩৭ ঢোল বাজে পোঁদ ফাটে,[১] লোকে বলে বিয়ে।

[১ পা—পোঁদ ফাটে ঢোল বাজে]

৩৭৩৮ ঢোল-সমুদ্র।[১]

[১ বৃহৎ পুষ্করিণী। কেদার রায়ের দীঘির এই নাম ছিল,

তাহার এ পারে ঢোল বাজাইলে নাকি ওপারে শোনা যাইত না]

৩৭৩৯ ঢোলের পাছে কাঁসি।

৩৭৪০ ঢোলের বাড়ি কাপড় দিয়ে ঢাকা।

৩৭৪১ তথৈব চ।[১]

[১ 'দালি ভাতে উদর পরিপূর্ণ করিয়া প্রাণরক্ষা করেন, পরিধান তথৈব চ'—নববিবিবিলাস]

৩৭৪২ তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।[১]

[১ সং—দ্বিজায় পাদুকা দত্তা শতবর্ষীয়জর্জ্জরা। তৎফলাদ-শ্বলাভো মে তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে॥]

৩৭৪৩ তপ্ত অম্ল[১], ঠাণ্ডা দুধ, এই জানবে যমের দূত[২]।

[১ পা—গরম অম্বল। ২ পা—যে খায় সে অদ্ভুত]

৩৭৪৪ তপ্ত খাওয়ায়, রক্ত হাগায়।

৩৭৪৫ তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না।[১]

[১ গোপাল উড়ে। 'তপ্ত জলে পোড়ে না ঘর, জলে কি পচে পাথর'—দাশু রায়। নং ৩৩৯১]

৩৭৪৬ তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি[১]।

[১ নং ১১৭৮, ১৮৭৫, ৪৭১৩, ৫০৫১]

৩৭৪৭ তবু ত ধেনু বলিনি।

৩৭৪৮ তরকারিতে দেয় না নুন, বাড়ি কোথা ? না, আমারুণ।

৩৭৪৯ তর্জ্জন গর্জ্জন সার।

৩৭৫০ তর্পণেই গঙ্গা শুকায়, জলসত্র দিতে চায়।

তলে তলে কাটে জড় উপরে ঢালে ইত্যাদি, নং ৩৩৩৮ দ্রষ্টব্য।

৩৭৫১ তলে প'ড়ে জেতা।[১]

[১ যেমন কুস্তিতে]

৩৭৫২ তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।

তাড়াই না তোর উঠান চষি, নং ২২৭৩ দ্রষ্টব্য।

৩৭৫৩ তাড়াতে পারে না গায়ের মাছি, ভুঁই করে গিয়ে রাখালগাছি।

৩৭৫৪ তাঁত আগলাতে বঠেনী কামাই।[১]

[১ নং ৩৭৬১, ৭৭৫৪]

৩৭৫৫ তাত সয়, তবু বাত সয় না।[১]

[১ নং ৩৭৬১ দ্রষ্টব্য]

৩৭৫৬ তাতা তিতা চুকা ঝাল, এই চার পুরুষের কাল।

৩৭৫৭ তাঁতীকুলও গেল, বৈষ্ণবকুলও গেল।[১]

[১ 'এখন একেবারে তাঁতীকুলও গেছে, বৈষ্ণবকুলও যায়'—অমৃত বসুর নবযৌবন। 'আমাদের তাঁতীকুল বৈষ্ণবকুল দু'কুলই যে যেতে বসেছে'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মনের মানুষ]

৩৭৫৮ তাঁতী, গোঁসাই, পচা ভুর[১], তিন নিয়ে শান্তিপুর।

[১ ভুরা ?(=ঝুরঝুরে গুড়)]

৩৭৫৯ তাঁতী তাঁতগড়েতে[১] খাবি খায়।

[১ তাঁতের নীচে পা ঝুলাইয়া বসিবার গর্ত্তে। 'ঘোর ঘুমে তাঁতগড়ে তাঁতী পড়ে ঢুলে'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী]

৩৭৬০ তাঁতী তাঁত বুনতেই মন, তাঁতী কৃষ্ণকথা শোন্।

৩৭৬১ তাঁতিনীর চাওড়[১] নেই, বঠেনীর[২] চাওড়।[৩]

[১ চাড়, গরজ। ২ যে কাপাসের সূতা কাটাইয়া তাঁতীকে দিয়া বসিয়া কাপড় বুনাইয়া লয়, তাহাকে বঠেনী বলে; সুতরাং তাহার গরজই বেশি। ৩ পাঠান্তর—তাঁতীর চাড়, না, বঠেনীর চাড় (লঙএর পাঠ)। তুলনীয় ছড়া—'যার দাঁত কাল তার সূতা ভাল, তাইকে নেব বঠেনী। আয় ঝম্‌ঝম্ তাঁত বুনি॥']

৩৭৬২ তাঁতীর চুরি নলি-নলি[১], খোদার চুরি থান।

[১ কাপড় বুনিবার সূতার নল]

৩৭৬৩ তাঁতী রাগে কাপড় ছেঁড়ে, আপন ক্ষতি আপনি করে।[১]

[১ নং ৩২৯৪]

তাবিজে কি করে ইত্যাদি, নং ২৮১৫ দ্রষ্টব্য।

৩৭৬৪ তামাক খেতে মন, গোঁফে তা' দেবে কখন।

৩৭৬৫ তামা তুলসী গঙ্গাজল।[১]

[১ ছুঁইয়া শপথ করিতে হয়]

৩৭৬৬ তালগাছে বাবুইয়ের বাসা, নেড়া মাগীর দেখ[১] তামাসা।

[১ পা—ভাতার মারি দেখ্]

৩৭৬৭ তালগাছের আড়াই হাত।[১]

[১ অর্থাৎ তালগাছকে এক হাত প্রমাণ করিয়া মাপা]

৩৭৬৮ তাল ঘষলে গন্ধ মিটা[১], নেবু ঘষলে[২] হয় তিতা[৩]।

[১ পা—গন্ধের ঘটা। ২ পা—কচলালে। ৩ নং ৪৭৬৫]

৩৭৬৯ তালতলা দিয়েও কি পথ চলনি ?[১]

[১ শ্লেষে, সঙ্গীত বিষয়ে বেতালা বা তালকানা]

৩৭৭০ তাল ডিঙিয়ে কাল করা।

৩৭৭১ তাল তেঁতুল কুল, তিনে বাস্তু নির্ম্মূল।

৩৭৭২ তাল তেঁতুল দই, বৈদ্য বলে ওষুধ কই।

৩৭৭৩ তাল তেঁতুল বাবলা, কি করবে ছুধুমুখী একলা।

৩৭৭৪ তাল তেঁতুল মাদার, তিনে দেখায় আঁধার[১]।

[১ অনিষ্ট করে, অথবা ভিটা অন্ধকার হয়]

৩৭৭৫ তাল পাকলেই শাল[১]।

[১ শাল=শূল, অর্থাৎ শূলের মত আঘাত করে। নং ৩৬৭৬, ৩৭৮৪]

৩৭৭৬ তালপাতার কুঁড়ে, ঝড়ে গেল উড়ে।

৩৭৭৭ তালপাতার ছায়া।[১]

[১ 'যৌবন তালপাতার ছায়া'—দাশু রায়। নং ২৯১৬, ৭৮২২]

৩৭৭৮ তালপাতার সেপাই।[১]

[১ 'তালপাতার সেপায়ের মত দাঁত ছিরকুটে হাত-পা খিঁচতে থাকবে'—অমৃত বসুর গ্রাম্য বিভ্রাট। 'আপনি যখন ডকে এসে দাঁড়ালেন, দেখি যে এক তালপাতার সেপাই'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বাল্যবন্ধু; পুনশ্চ—'ঠেলা মারলে পড়ে যান্, তালপাতার সেপাই'—রমাসুন্দরী]

৩৭৭৯ তালপ্রমাণ বাড়ে দুখ, তিল প্রমাণ কমে।

৩৭৮০ তাল বাড়ে ঝোপে, খেজুর বাড়ে কোপে।

৩৭৮১ তাল বাবলা ছুঁচো বোঁচা, এই চার নিয়ে মুড়োগাছা।

৩৭৮২ তাল যদি হল কাত, বার বছর[১] দেখে এক রাত।

[১ বার বৎসরে তালগাছে ফল ধরে]

৩৭৮৩ তাল হারিয়ে লাউয়ে চাপড়।[১]

[১ 'এখন কি আছে সে সব কাল, এখন লাউতে চাপড় হারিয়ে তাল'—দাশু রায়]

৩৭৮৪ তালের ঘা যেন শালের ঘা[১]।

[১ শূলের আঘাত। নং ৩৬৭৬, ৩৭৭৫]

৩৭৮৫ তালের চটা[১], বাঁশের গোটা।

[১ কাণ্ডের বহিরংশ]

৩৭৮৬ তাস তামাক[১] পাশা, এ তিন কর্ম্মনাশা।

[১ পা—শতরঞ্চ ; গল্প]

৩৭৮৭ তাসে নাশ, পাশায় পাশ[১]।

[১ অর্থাৎ বন্ধন]

৩৭৮৮ তিতা খেলে মিঠার লাগ পায়।

৩৭৮৯ তিন ইঁট পাতলে[১] তিন ভুবন দেখায়।

[১ অর্থাৎ উনান পাতিলে]

৩৭৯০ তিন কান হলে, মন্তর আর ওষুধ কি ফলে।[১]

[১ 'তিন কান হলে পরে মন্ত্রৌষধি ফলে না'—দাশু রায়]

৩৭৯১ তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা।[১]

[১ নং ২৫৩০ দ্রষ্টব্য। 'তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে'—ভারতচন্দ্র। 'আমার তিন কাল গিয়াছে, এক কালে ঠেকেছে, আমি প্রাণ গেলেও অধর্ম্ম করিব না'—আলালের ঘরের দুলাল। 'আমার তিন কাল গিয়েচে এককাল আছে, ওদের সঙ্গে কি জোরে পারি'—নবীন তপস্বিনী। 'তার তিন কাল গেছে এক কাল আছে, তাই তারে কিছু বলি না'—জামাই বারিক। 'তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখন দিনের পর দিন রস বাড়ছে'—নৃত্যগোপাল রায়ের হরিশ্চন্দ্র]

৩৭৯২ তিন কাল গেছে, তবু বুদ্ধি আছে।

৩৭৯৩ তিন কুলে কেউ না থাকা।[১]

[১ 'যার তিন কুলে কেউ নেই, সেই গিয়ে অমন ছেলের হাতে পড়ুক'—লীলাবতী। 'কি ব্যবস্থা করবেন? তার তিন কুলে কেউ নেই'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সিন্দূরকৌটা]

৩৭৯৪ তিন কোথা, তের কোথা। বা তিনের তের।[১]

[১ অর্থাৎ আরম্ভ মাত্র]

৩৭৯৫ তিন জন জানে[১] ত ত্রিশ জন জানে।

[১ অর্থাৎ গোপন কথা]

তিন টাকায় পোদ চৌধুরী ইত্যাদি, নং ৯৫৭ দ্রষ্টব্য।

৩৭৯৬ তিন ঠাঁই গু আহাম্মকের লাগে।
পায়ের গু হাতে, হাতের গু নাকে॥

৩৭৯৭ তিন দিনের[১] যোগী, তার পা পর্য্যন্ত[২] জটা।

[১ পা—কালকের। ২ পা—তার মাথায় লম্বা]

৩৭৯৮ তিন নয় ছয় করা।[১]

[১ নং ৩১৭০]

তিন ঝি হয়ে হয় পুত ইত্যাদি, নং ৮০০৩ দ্রষ্টব্য।

৩৭৯৯ তিন[১] নকলে আসল খাস্তা।

[১ পা—সাত। 'তিন নকলে খাস্ত হয় আসল ঠিক রয় না'—দাশু রায়]

৩৮০০ তিন নাড়ায়[১] সুপারি সোনা, তিন নাড়ায় নারকল টেনা[২]।
তিন নাড়ায় শ্রীফল বেল, তিন নাড়ায় গেরস্থ গেল॥

[১ স্থানান্তরিত হইলে। ২ ছিন্ন, নষ্ট।]

৩৮০১ তিন পণ্ডিতে রক্ষা নেই পাঁচ পণ্ডিতে গাধা।
রামা শ্যামা পালিয়ে গেল, ধরা পড়ল মাধা॥

৩৮০২ তিন বামুন, এক শূদ্দুর[১], কোথা যাও নির্ব্বংশের পুত্তুর[২]।

[১ শূদ্র। ২ অর্থাৎ যাত্রা নিষেধ। 'তিন বামুনে এক শূদ্রে যাত্রা ক'রে যায় না'—দাশু রায়]

৩৮০৩ তিন বামুন, এক শূদ্দুর, তাকে দেখে ডরান্ রুদ্দুর[১]।

[১ রুদ্র দেবতা]

৩৮৫১ তুর্কিনাচন[১] নাচান।

[১ তাতারদের ঘুরপাক দিয়া উদ্দাম নৃত্য। 'নইলে সবাই দেখিয়ে দিত বিষম তুর্কী নাচন'—রবীন্দ্রনাথ]

৩৮৫২ তুলসীগাছে কুকুর মুতে, তবু পূজা হয় জগতে।[১]

[১ 'আর দেখ মুনি-ঋষিতে হরি পূজে তুলসীতে, সে তুলসীর কুক্কুরে জানে কি মান'—দাশু রায়। নং ১৮৮৮]

৩৮৫৩ তুলসীতলায় দিয়ে বাতি, পুরাণ পাপী হলেন সতী।

৩৮৫৪ তুলসীবনের বাঘ।[১]

[১ 'আ হা হা মিন্‌সের রকম দেখ না, যেন তুলসীবনের বাঘ'—একেই কি বলে সভ্যতা। 'এই যে আমার কচি শ্বশুর—বাপের ঠাকুর—তুলসীবনের বাঘ'—গিরিশ ঘোষের হারানিধি। নং ৫৬১৯]

৩৮৫৫ তুলা করতে মূলা হল, শেষে হল কাপাস।

৩৮৫৬ তুলার ওঁচা[১] বাঁশমাকাটে[২], গাঁয়ের ওঁচা দু'নটঘটে[৩]।

[১ নিকৃষ্ট। ২ এক প্রকার তুলা। ৩ দু'দিকেই যে নষ্টামি করে]

৩৮৫৭ তুলো দিয়ে সইয়ে মই দিয়ে[১] উলান।

[১ 'মই দেওয়া' বাক্যের অর্থের জন্য নং ৪৯৫৯ দ্রষ্টব্য। —নং২৬২]

৩৮৫৮ তুলো যেমন শুনতে নরম ধুনতে তেমন নয়।[১]

[১ 'শুনতে প্রেম সুখের বটে বিচ্ছেদে যায় প্রাণ। তুলো যেমন শুনতে নরম ধুনতে লবেজান॥'—দ্বিজেন্দ্র রায়]

৩৮৫৯ তুল্যমূল্য বুট খেসারি।

৩৮৬০ তুষ ছাড়া তণ্ডুল নাই।

৩৮৬১ তুষে পাড়[১] দেওয়া।

[১ ঢেঁকির পাড় বা পাতন]

৩৮৬২ তুষের আগুন[১] আর খড়ের আগুন[২]।

[১ ধিকিধিকি করিয়া জ্বলে। ২ দাউদাউ করিয়া জ্বলে

৩৮৬৩ তৃণবন্মন্যতে জগৎ।[১]

[১ সং—অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ।—নবনাটকে উদ্ধৃত]

৩৮৬৪ তৃণ হরেন না ব্রহ্মচারী, টাকা মারেন শ'চারি।

৩৮৬৫ তেজীয়ান্ তু ন দোষায়।[১]

[১ ভাগবতে (১০।৩৩।৩০): ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাং চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥—নবনাটকে এই ভাগবতধৃত পাঠ উদ্ধৃত। 'তেজীয়ান্ পুরুষে পরশে নাহি দোষ'—রামেশ্বরের শিবায়ন। 'তেজীয়ান্ যা করে করিতে পারে তাই'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী]

৩৮৬৬ তেড়ে কেকলাস[১] ঘাড়ে চাপান।

[১ সং কৃকলাস, এক প্রকার বহুরূপী গিরগিটি, পার্শ্বচেপ্টা ও লিকলিকে]

৩৮৬৭ তেতালার উপর ব'সে এক ছটাক খিচুড়ি রাঁধা।

৩৮৬৮ তেঁতুলতলা দিয়ে গেলে, দুধ কি ব'সে যায় গলে।

৩৮৬৯ তেঁতুল নয়[১] মিষ্টি, নেড়ে নয়[২] ইষ্টি।[৩]

[১ পা—তেঁতুলের নেই। ২ পা—নেড়ের নেই। ৩ 'হাজার হোক নেড়ের জাত কি না,—কথায় বলে, তেঁতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি'—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। নং ৮০৪, ২৩৯৮, ৩৩৭৬, ৮০০৯]

৩৮৭০ তেমুণ্ডের[১] কথা শুনবে, প্রতি গ্রাসে মুড়ো খাবে[২]।
ঘরেতে বসাবে হাট, তবে পাবে রাজ্যপাট ॥

[১ বৃদ্ধের। নং ৩৮০৭ দ্রষ্টব্য। ২ নং ৫৩০৩]

৩৮৭১ তেরি-মেরি[১] বাঙালী, কচুশাকের কাঙালী।

[১ স্বার্থ লইয়া আস্ফালন তোর-মোর বলিয়া। 'মোগলে রহিল ঘেরি সদা করে তেরিমেরি'—ভারতচন্দ্র]

৩৮৭২ তেলও[১] পুড়বে না, রাধাও[২] নাচবে না।[৩]

[১ পা—পাঁচ, ছয়, সাত, নয় বা দশ মণ তেলও। ২ অর্থাৎ যাত্রার দলের রাধা। ৩ 'তা হলে যখন সাত মণ তেলও পুড়বে, রাধাও তখন সেঁইয়া মেরি ক'রে আসরে নাচবেন'—অমৃত বসুর কালাপানি। 'সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না'—গিরিশ ঘোষের হারানিধি]

৩৮৭৩ তেল গুগ্গুল ভেলা, তিন বৈদ্যের জ্বালা[১]।

[১ অর্থাৎ এই তিন দ্রব্য গুরুপাক]

৩৮৯৮ তোমায় বড় ভালবাসি, তাই তোমার আঙিনা চষি।

৩৮৯৯ তোমায় বড় ভালবাসি, তোমার পোঁদে কয়লা ঘষি।

৩৯০০ তোমার (বা তোর) আটচালায় কি আমার বাস।[১]

[১ পা—তোমার পাঁচিলে আমার একচালা নয়। নং ৩৯১৬]

৩৯০১ তোমার একদিন, কি আমার একদিন।[১]

[১ 'আজি তোমারি একদিন, আর আমারি একদিন, এই মুড়ো ঝাঁটা মুখে মারবো তবে ছাড়বো'—নবীন তপস্বিনী]

৩৯০২ তোমার একি বিবেচনা, চিনলে না'ক রাঙ কি সোনা।

৩৯০৩ তোমারও পায়ে গোদ, আমারও জন্মশোধ।

৩৯০৪ তোমার[১] কপাল, আর আমার[২] হাতযশ।[৩]

[১ পা—আমার। ২ পা—তোমার। ৩ 'তুমি যা যা চেয়েচ সব এনে দিইচি, এখন আমার কপাল আর তোমার হাতযশ'—নবীন তপস্বিনী। 'তোমার কপাল, আমার হাতযশ, দেখি ক'দিন কামাই থাকে'—অমৃত বসুর গ্রাম্য বিভ্রাট। 'দেখি মশাই, আপনার বরাত, আমার হাতযশ'—গিরিশ ঘোষের হারানিধি]

৩৯০৫ তোমার[১] নাম রামদাস, আমার[২] নাম পাঁচু।
কিনতে দিলাম[৩] গোঁসাইয়ের কলা, কিনে এনেছ[৪] কচু ॥[৫]

[১ পা—আমার। ২ পা—তোমার। ৩ পা—গেলাম। ৪ পা—আনলাম। ৫ নং ৭৪৪০]

৩৯০৬ তোমার পীর শিন্নি খেয়েছে।
বা, তোমার ঠাকুর কলা খেয়েছে।[১]

[১ অর্থাৎ তুমি ভাগ্যবান্]

৩৯০৭ তোমার ভাতার সওদাগর, তুমি কেন ধন-কাতর।

৩৯০৮ তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।[১]

[১ কংসের প্রতি কৃষ্ণজন্মের ইঙ্গিত।—শুধু 'গোকুলে বাড়ছে' =কোন অজ্ঞাত স্থানে নিশ্চিন্ত বর্দ্ধনশীল। 'আমার শ্যালী-পতিরা গোকুলে বাড়ছেন'—চিরকুমার সভা]

তোর ঘাড় কেন কাত ইত্যাদি, নং ২৭৮৬ দ্রষ্টব্য।

৩৯০৯ তোর চুবড়ি খসা, মোর চুবড়ি বসা।

৩৯১০ তোর ঢেকে রাখ[১], মোর বিকিয়ে যাক।[২]

[১ পা—ঢাকা থাক। ২ নং ৪৭২]

৩৯১১ তোর তেল আঁচলে ধর, আমার তেল ভাঁড়ে ভর।

৩৯১২ তোর দোষ, না, তোর জেতের দোষ।[১]

[১ 'তোমার দোষ কি, তোমার জাতের স্বধর্ম্ম'—নবীন তপস্বিনী]

৩৯১৩ তোর নেই হাল গরু, মোর নেই বীজধান।

৩৯১৪ তোর পায়ে গড়, না, তোর কাজের পায়ে গড়।

৩৯১৫ তোর পুড়ুক আর হাজুক, মোর পিটেয় গুড় মজুক।

৩৯১৬ তোর বাতায়[১] মোর ঘর, না, তোর কথায় মোর ডর।[২]

[১ কুঁড়ে ঘরের চালের প্রান্তভাগে। ২ নং ৩৯০০]

৩৯১৭ তোর লেগে মরি[১], না, তোর নামের গুণে মরি[২]।

[১ পা—তোর জন্যে কাঁদি। ২ পা—তোর গুণের জন্যে কাঁদি]

৩৯১৮ তোর সঙ্গে ভাব নেই ত হাসলে হবে কি।

৩৯১৯ তোরে না মোরে, প্রতি ঘরে ঘরে।

৩৯২০ তোরে মেনে খাক কুমীরে, আমার শালুক তুলে দে' রে।

৩৯২১ ত্বরিত পাকে, ত্বরিত পচে।

৩৯২২ ত্রিপণ্ড।[১]

[১ দুরাচার, যে তিন কুল বা ত্রিবর্গ পণ্ড করে। 'বালকটি অতিশয় ত্রিপণ্ড'—আলালের ঘরের দুলাল। 'বাগবাজারের নব্য সম্প্রদায় বড় ত্রিপণ্ড, তারা সর্ব্বদা কৌতুক ও আমোদ লইয়াই থাকে'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৩৯২৩ ত্রিভঙ্গ মুরারি।

৩৯২৪ ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ।[১]

[১ বিশ্বামিত্রের যোগবলে ত্রিশঙ্কু স্বর্গে উঠিলেও ইন্দ্রাদি দেবতা তাঁহার গতিরোধ করিয়া নিম্নে নিক্ষেপ করেন; কিন্তু বিশ্বামিত্র তাঁহার নিম্নগতি রোধ করিলে তিনি মাঝামাঝি ঝুলিয়া রহেন। 'ত্রিশঙ্কুরিব অন্তরা তিষ্ঠ'—শাকুন্তল। 'দুই সতিন বলতে লাগলো, এখানে এসো এখানে এসো,—কর্ত্তার ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ'—নবনাটক]

৩৯২৫ থলির মধ্যে হাতী পোরা।

থলের চাল থলেতে আঁটে ইত্যাদি, নং ৮৪২৮ দ্রষ্টব্য।

৩৯২৬ থাক চোরের পার্ব্বণ, দুই কান লয়ে সার।

৩৯২৭ থাকত পান দিতাম হাতে, গুয়া খয়ের দিতাম সাথে।
একলা, পোড়া চূণের দায়, ভরম সরম সকল যায়॥

৩৯২৮ থাকতে কাঁচি[১] হারাল দাও।
[১ অর্থাৎ তুচ্ছ দ্রব্য]

থাকতে গরু না বয় হাল ইত্যাদি, নং ৩০০ দ্রষ্টব্য।

৩৯২৯ থাকতে ঘর সন্ন্যাস, তার উপরে উপবাস।

৩৯৩০ থাকতে দিল না চুটকি[১] পুঁটী[২], মরলে দেবে শ্রীআঙুটি[৩]।
[১ চরণচুটকি বা পদাঙ্গুলির আংটি। ২ পুঁটি বা পুঁটী= অনাদরার্থে ক্ষুদ্র, অথবা ঘুণ্টিযুক্ত। ৩ পা—রাঙা পাটী]

থাক মান যাক প্রাণ, নং ১০৭৭ দ্রষ্টব্য।

৩৯৩১ থাকতে যে খায় না তার মুখে ছাই।
না থাকতে যে খেতে চায় তারো মুখে তাই॥

৩৯৩২ থাক্ রে কুকুর আমার পাশে[১], ভাত দেব তোরে পোষ মাসে।
[১ পা—মনের আশে ; মাড়ের আশে]

৩৯৩৩ থাক[১] লক্ষ্মী, যাও[২] বালাই।[৩]
[১ পা—এস ; আসেন। ২ পা—যান্। ৩ লক্ষ্মীপূজার সময় অলক্ষ্মী বিদায় করিয়া বলা হয়]

৩৯৩৪ থাকলে জ্ঞাতি ভাতে খায়, মরলে জ্ঞাতি কাঁধে যায়।

৩৯৩৫ থাকলে তালুইয়ের[১] বাপের শ্রাদ্ধ হয়,
না থাকলে নিজের বাপেরও শ্রাদ্ধ নয়।
[১ তালুই বা তাউই (ক্ষুদ্র তাত শব্দকল্পে) ভ্রাতা বা ভগ্নীর শ্বশুর]

৩৯৩৬ থাকলে সোনার মান হয় না, হারালে সোনার মান।

থাকে যদি আগা পাছা, কি করে ইত্যাদি, নং ২২৫৩ দ্রষ্টব্য।
থাকে যদি কাজ ইত্যাদি, নং ৩০০ দ্রষ্টব্য।

৩৯৩৭ থাকে যদি[১] চূড়ো বাঁশী, রাই হেন কত মিলবে দাসী[২]।[৩]

[১ পা—বেঁচে থাক মোর; বেঁচে থাকুক। ২ পা—মিলবে রাধা হেন দাসী; মিলবে কত রাজরাণী দাসী। সমগ্র প্রবাদের রূপান্তর—সুখে থাক মোর চূড়া বাঁশী, কত শত মিলবে দাসী]

৩৯৩৮ থাকে যদি মন, ব'সে পাই ধন।

৩৯৩৯ থাকে শত্রু, যায় বালাই।

৩৯৪০ থান[১] ছাড়া ত মানছাড়া।[২]

[১ স্থান। ২ 'মানভ্রষ্ট হলে স্থানদোষে'—দাশু রায়]

৩৯৪১ থানার কাছ দিয়ে কানাও যায় না।

৩৯৪২ থানের[১] ঘোড়া ঘাস পায় না, দলচরীকে দানা।

[১ থান=স্থান, উৎপত্তি বা জাতি, breed]

৩৯৪৩ থানের মাল থানে, তারে আমানত[১] মানে।

[১ গচ্ছিত রাখা বস্তু]

৩৯৪৪ থাবার উপর থাবা, কি করে রে বাবা[১]।

[১ পা—উশাস (=অবকাশ) নেই রে বাবা। নং ২৯৫১]

৩৯৪৫ থাল ভেঙে থুল, থুল ভেঙে থাল।

৩৯৪৬ থালা কাঁসি থাকতে শান্‌কিতে বজ্রাঘাত[১]।

[১ নং ১২৭৪, ৩২৭১]

থালায় মালায়, নং ১০০০ দ্রষ্টব্য।

৩৯৪৭ থালার জলে ডুবে মরা।[১]

[১ নং ১৭৮]

৩৯৪৮ থালা রেখে শান্‌কিতে খাওয়া।

৩৯৪৯ থালা হারিয়ে কলসী হাতড়ান।

৩৯৫০ থিয়ে[১] কাঠি পর্ব্বত।

[১ স্থিত হয়ে]

৩৯৫১ থিয়ে তল যাবে, তবু নুয়ে ডুব দেবে না।

৩৯৫২ থুতু গিললে কি তেষ্টা মেটে।

৩৯৫৩ থুতু ছাড়লে গায়ে পড়ে[১], কুড়ুল মারলে পায়ে পড়ে।

[১ নং ২১৩]

৩৯৫৪ থুতু[১] দিয়ে ছাতু গোলা।

[১ পা—থুতকুড়ি। 'চল্‌তি পান্‌সি চার পয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম্ম নয়—এ কি থুতকুড়ি দিয়ে ছাতু গোলা'—আলালের ঘরের দুলাল]

৩৯৫৫ থোড়া করি খাও, বাঁচতে যদি[১] চাও।

[১ পা—ভাল যদি। নং ৭০]

৩৯৫৬ থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।[১]

[১ 'রোজ একঘেঁয়ে···থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের কল্কি অবতার]

৩৯৫৭ থোঁতা মুখ ভোঁতা।[১]

[১ 'সুপারিসওয়ালাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'একেবারে থোঁতা মুখ হয়ে গেল ভোঁতা'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'সূর্য্যমুখীর থোঁতা মুখ ভোঁতা হবে'—বিষবৃক্ষ]

৩৯৫৮ দই খাবে মেধো, কড়ি দেবে সেধো।

৩৯৫৯ দই খেয়ে ভাঁড়ের বিচার।[১]

[১ নং ৩৩৭৫]

৩৯৬০ দই খেয়েছ, ভাঁড় ত পালায় নি।

৩৯৬১ দই দেখলে মূর্চ্ছা যায়, পেঁয়াজ রসুন শুঁটকি খায়।

দইয়ের আগা, ঘোলের শেষ, নং ১২৭১ দ্রষ্টব্য।

৩৯৬২ দইয়ের আগে মণ্ডা ভাঙে।

৩৯৬৩ দঁ'কে পড়ে হাতী, বেঙেও মারে লাথি।[১]

[১ পা—হাতী যখন দঁ'কে (বা দঁ'য়ে) পড়ে, ভেকেও তখন লাথি মারে। 'উষ্মা করি অতিরেক হাতীকে লাথি মারে ভেক'—দাশু রায়। নং ২৩১৩, ৩৯৬৩, ৮৬৮৫, ৮৬৯৩]

৩৯৬৪ দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।[১]

[১ বৃহৎ কার্য্য পণ্ড হইয়া যাওয়া]

৩৯৬৫ দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা, পূর্ব্বদ্বারী তার প্রজা।
পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই, উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই[১] ॥[২]

[১ নিকৃষ্টতার জন্য। পা—উত্তরদ্বারী ফেলে পালাই; উত্তরদ্বারীর কাছে না যাই। ২ গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতি]

৩৯৬৬ দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার।[১]

[১ কেবল দক্ষিণ হস্ত দিয়া ভোজন নাকি বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। 'ধর্ম্মঘট ক'রে চাকরী যে ছাড়ব, তা হলে দক্ষিণ হস্তস্য ব্যাপারং চলন্তি কেমন করে'—অমৃত বসুর একাকার। পুনশ্চ, 'দাঁড়িয়ে গল্প শুনলে ত ভায়া দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার চলবে না'—গ্রাম্য-বিভ্রাট]

৩৯৬৭ দক্ষিণে ঢেঁকি, উত্তরে বেল, লক্ষ্মী বলে এই বাড়ী গেল।

৩৯৬৮ দড়রে[১] গ্রহও ডরায়।

[১ দৃঢ়, শক্ত]

৩৯৬৯ দড়ি আগলা, বাছুর পাগলা।

৩৯৭০ দড়ি আগে ছেঁড়ে, না, কড়ি[১] আগে পড়ে।[২]

[১ ঘরের ছাদের কড়িকাঠ। ২ 'বিলম্বিত টানা পাখা চীর-আবরিত। পড়িত সে একদিন, কেবল সন্দেহ—দড়ি আগে ছেঁড়ে কিম্বা কড়ি আগে পড়ে'—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত-উদ্ধার]

৩৯৭১ দড়ি-কলসীর কড়ি।[১]

[১ পা—কড়ি দিয়ে দড়ি-কলসী কেনা। অর্থাৎ গলায় দিয়া জলে ডুবিয়া মরিবার জন্য। 'না মিলিল দড়ি, না মিলিল কড়ি, কলসী কিনিতে তোর'—ভারতচন্দ্র। 'জোটে না বাবুদের কেবল দড়ি-কলসীর কড়ি'—মনোমোহন বসু]

৩৯৭২ দড়িছেঁড়া গরু।

৩৯৭৩ দড়িতে দড়াতে গিরে লাগে না।

৩৯৭৪ দণ্ড দু'চার কান্নাকাটি, শেষে গোবর ছড়া।[১]

[১ অর্থাৎ প্রিয় ব্যক্তিরও মৃত্যুর পর]

৩৯৭৫ দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ।[১]

[১ সং—শক্যং বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ। নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদো দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ]

৩৯৭৬ দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ, ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ।
বলে ডাক—এই সংসার, আপন মইলে কিসের আর ॥[১]

[১ ডাকের বচন]

৩৯৭৭ দন্তস্ফুট হয় না।[১]

[১ অর্থাৎ দাঁত বসান যায় না। কঠিন বিষয়ে প্রবেশ লাভ কঠিন]

৩৯৭৮ দফরা গাজীর[১] কুড়ল, নড়ে চড়ে খসে না।

[১ পীরবিশেষের নাম]

৩৯৭৯ দফা একেবারে রফা।[১]

[১ 'যিনি নীলকুঠিতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন তাঁহার দফা একেবারে রফা'—আলালের ঘরের দুলাল। 'তারা ম'লেই দফা রফা, এককালে সব ফুরয়ে যাবে'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'বিবাহের দফা রফা করেছে বল্লাল'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব]

৩৯৮০ দম 'ঘোষের' বেটা শিশু 'পাল'।[১]

[১ মহাভারতোক্ত চেদিরাজ ও তাহার পুত্র; কিন্তু ব্যঙ্গে প্রযুক্ত]

৩৯৮১ দম থাকতে কম করে না।

৩৯৮২ দয়া আছে মায়া আছে, গলা ধ'রে কাঁদি।
আধ পয়সার আটটি কলা পরাণ গেলে না দি' ॥

৩৯৮৩ দয়া ক'রে দেয় নুন, ভাত মারে তিনগুণ।

৩৯৮৪ দয়া ক'রে দেয় ভাত, শান্‌কি নিয়ে দেয় রড়[১]।

[১ রড় দেওয়া = দৌড় দেওয়া; যথা—'ভঙ্গী দেখে ভয় পেয়ে ভীম দিল রড়'—রামেশ্বরের শিবায়ন]

৩৯৮৫ দয়া নাহি আছে যার, শ্রদ্ধায় কি করে তার।

৩৯৮৬ দয়ার পর ধর্ম্ম নাই, হিংসার পর পাপ নাই।

৩৯৮৭ দ'য়ে[১] মজান।[২]

[১ দহ বা দ' = গর্ত্ত, দঁক। ২ 'সদরে গিয়ে লিখিয়ে নাম, দ'য়ে মজায়ে পরিণাম, করেন কি না ব্যভিচারিণী কর্ম্ম'—দাশু রায়]

দরকার পড়লে খোঁড়াও লাফায়, নং ২৩৬২ দ্রষ্টব্য।

৩৯৮৮ দরজীর জামা ছেঁড়া।[১]
[১ নং ২৭১৭]

৩৯৮৯ দরদী নইলে দরদ জানে না, কর্ম্মী নইলে কর্ম্ম মানে না।

৩৯৯০ দর্পণে মুখ দেখা।[১]
[১ 'বুঝে দেখ মনে, দর্পণে মুখ দেখা বইত নয়'—রাম বসু। নং ৬১৬]

৩৯৯১ দর্পহারী মধুসূদন।

৩৯৯২ দরবার ক'রে জেরবার[১]।
[১ নাকাল]

৩৯৯৩ দরবারে[১] না মুখ পায়,[২] ঘরে এসে মাগ ঠেঙায়।[৩]
[১ পা—লোকের কাছে। ২ পা—সভায় না ঠাঁই পায়। ৩ পা—দরবারে জামাই হারে, ঘরে এসে বউকে মারে; দরবারে হেরে জামাই মেয়েকে ধরে মারে, ইত্যাদি]

দরিদ্র যায় লঙ্কাপার ইত্যাদি, নং ৪২০১ দ্রষ্টব্য।

৩৯৯৪ দল[১] ভাঙল যে[২], কই খাবে সে।[৩]
[১ এক প্রকার জলজ তৃণ। অথবা (প্রশ্নে) গোষ্ঠী, সমূহ। ২ পা—দাম টানলে যে। ৩ পা—যে দাম টানে, সে কই খায়; দাম টানলেই কই খায়। দাম=জলজ লতা বা শৈবাল, অথবা (ফা) জাল।—নং ৫০৪৫]

৩৯৯৫ দশকর্ম্মার[১] ভাত নেই।
[১ পা—আটকামুয়ার]

৩৯৯৬ দশচক্রে ভগবান ভূত।[১]
[১ কমলে কামিনীতে প্রযুক্ত। গল্পে আছে, রাজার প্রিয়পাত্র ভগবান পণ্ডিত জীবিত থাকিয়াও ঈর্ষালু সভাসদের চক্রান্তে মৃত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল; পরে দৈবাৎ রাজার সঙ্গে সাক্ষাতে সম্বোধন করিলে, রাজা তাহাকে ভূত বিশ্বাসে পরিহার করিলেন। তখন ভগবান বলিল—চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যো ন সেব্যঃ কেবলো নৃপঃ। অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যাদ্ ভগবান্ ভূততাং গতঃ॥ এই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ প্রবোধচন্দ্রিকায় উদ্ধৃত]

৩৯৯৭ দশ জন কইলেই এক জন ভূত।

৩৯৯৮ দশ জন মিললে এক জন পাগল।

৩৯৯৯ দশ জন যেখানে, দশ কথা সেখানে।

৪০০০ দশ জন রাজি যেখানে, খোদা রাজি সেখানে[১]।[২]

[১ পা—ভগবান সেখানে। ২ নং ৪৯৮১]

দশ টাকা যদি ঋণ ইত্যাদি, নং ১১৫৩ দ্রষ্টব্য।

৪০০১ দশদিনকার পচা খায়[১], সাজো[২] দেখলে নেকার[৩] পায়।

[১ পা—বাসি ছেড়ে তে-বাসি খায়; সাতদিনের বাসি খায়। ২ সদ্যোজাত, টাটকা। পা—শাল (=শোলজাতীয় বৃহৎ মৎস্য; যথা, 'মৎস্য ধরে যোগায় মৃগেল শোল শাল'—মাণিক গাঙ্গুলি; 'গোচে-গাচে বাবু হল পচা শাল খেয়ে'—ঈশ্বর গুপ্ত)। ৩ পা—বমি]

দশ দিন চোরের ইত্যাদি, নং ৩১৪৭ দ্রষ্টব্য।

৪০০২ দশ পুত্র সম কন্যা যদি পাত্রে পড়ে।[১]

[১ কুলীনকুলসর্ব্বস্বে উদ্ধৃত। সং—দশপুত্রসমা কন্যা যদি পাত্রে প্রদীয়তে। 'দশ-বাপী-সমা কন্যা যদি পাত্রে দেই'—রামেশ্বরের শিবায়ন]

৪০০৩ দশবাই চণ্ডী।[১]

[১ দশবাহু চণ্ডী; কোপনা রণচণ্ডী নারী অর্থে প্রযুক্ত। 'কেন দশবাই চণ্ডী হয়ে নাচ্চিস্'—গিরিশ ঘোষের য্যায়সা কা ত্যায়সা]

৪০০৪ দশ বৈদ্য সম অগ্নি।

দশ মাইয়া যেখানে ইত্যাদি, নং ৩৮০৬ দ্রষ্টব্য।

৪০০৫ দশ মাসের ভরসা, বাতকর্ম্মেই ফরসা।[১]

[১ প্রবোধচন্দ্রিকা, তৃতীয় স্তবক, প্রথম কুসুম]

৪০০৬ দশ মুখে দশ কথা।

৪০০৭ দশ মুখে যশ[১]। বা, দশ যেখানে যশ সেখানে।

[১ পা—ধর্ম্ম]

৪০০৮ দশ[১] হাত কাপড়ে কাছা নেই।[২]

[১ পা—বার। ২ 'তুমি হাজার বুদ্ধিমতী হও তুমি মেয়েমানুষ, তোমার দশহাত কাপড়ে কাছা নাই'—নবীন তপস্বিনী]

৪০০৯ দশ হাত কাপড়ে মেয়ে নেঙটা।[১]

[১ 'বলে—দশহাত কাপড়ে মেয়ে নেংটা'—গিরিশ ঘোষের বিল্বমঙ্গল]

৪০১০ দশে পাঁচে খাই, দিনে তিন নাই[১]।

[১ দিনে তিন বার স্নান করি, অর্থাৎ শুদ্ধাচারী ?]

৪০১১ দশে মিলি' করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

৪০১২ দশে যারে বলে ছি, তার প্রাণে কাজ কি।[১]

[১ পা—যারে দশে বলে ছি, তার বাঁচায় ফল কি ; দশে বললে ছি, তার বাঁচলেই বা কি।—নং ৭২২১]

৪০১৩ দশের কথা যেখানে, মরণ ভাল সেখানে।

৪০১৪ দশের নড়ি, একের বোঝা।[১]

[১ 'দশের লাঠি একের বোঝা, সকলেই কিছু কিছু দিলেই হইয়া যায়'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের মূল্য]

৪০১৫ দশের না' পাহাড়ের ওপর দিয়েও চলে।[১]

[১ নং ২৩১১, ৫১৩১]

৪০১৬ দশের মুখে[১] জয়, দশের মুখে[২] ক্ষয়।

[১ পা—লোকমুখে]

৪০১৭ দশে লাগে, ভূত ভাগে।

৪০১৮ দাইয়ের[১] কাছে কোঁক ছাপানি।

[১ পা—ধাইয়ের। 'বাছা, এ কি দাইয়ের কাছে কোঁক ছাপি'—নববিবিবিলাস]

৪০১৯ দাঁও মারা।[১]

[১ পড়তা পাওয়া, সুযোগ লওয়া, বা লাভ করা। দাঁও=তাস খেলার জিতের পিঠ। 'কোন কথা নাহি শোনে স্থির করে মনে মনে, ভারি দাঁও মারিব বিয়েতে'—আলালের ঘরের দুলাল]

৪০২০ দাওয়া মাড়া যতদিন, বাপ খুড়া ততদিন।[১]

[১ প্রবাদের কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপের জন্য নং ৫৬৫০ দ্রষ্টব্য]

৪০২১ দাওয়ের চেয়ে বাঁট[১] দীঘল।

[১ পা—ডাঁট]

৪০২২ দা' কুমড়া সম্বন্ধ।[১]

[১ নং ৪০৮৮]

৪০২৩ দাগা ষাঁড়।[১]

[১ শ্রাদ্ধাদিতে উৎসৃষ্ট। নং ৪৩৪৪ দ্রষ্টব্য। 'কিছু'দিনের মধ্যে জিনিসিদ্ধ হোসেন খাঁ পৌত্তলিকের শ্রাদ্ধের দাগা ষাঁড়ের অবস্থায় পড়িলেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'তোমার মতন দাগা ষাঁড় কে চায়'—গিরিশ ঘোষের মুকুল-মুঞ্জরা]

৪০২৪ দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ।[১]

[১ প্রসিদ্ধ কাহিনী হইতে। 'ময়ূরপুচ্ছ পাখায় গুঁজে দাঁড়কাক কখনো ময়ূর হয় না'—শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ]

৪০২৫ দাঁড়া গো'পান দিয়ে বরণ করা।[১]

[১ দণ্ডায়মান বধূর হস্তে গুয়া পান দিয়া মঙ্গলাচরণ করা। 'কুলাইচণ্ডীর দাঁড়া গুয়াপান নেই'—কেরীর কথোপকথন। 'মেয়েরা দাঁড়া গুয়া পান, বরণডালা, মঙ্গলের ভাঁড়ওয়ালা কুলো ও পিদ্দিম দিয়ে বরণ কল্লেন'; পুনশ্চ, 'আগামী (বৎসরকে) দাঁড়া গুয়াপান দিয়ে বরণ করে ন্যান্'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'ঠারো গুয়াপান দিতে হবে কালই'—দাশু রায়। 'অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা দাঁড়া গো'পান দিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল'—আলালের ঘরের দুলাল]

৪০২৬ দাঁড়া গোপাল করা।[১]

[১ দাঁড়ান গোপালের অনুকরণে দুই হাতে নাড়ুর পরিবর্ত্তে ভারি ইঁট দিয়া দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড় করান রূপ পাঠশালার দণ্ডবিশেষ]

দাঁড়ালি ত ছেলে নে' ইত্যাদি, নং ৫৫১৩ দ্রষ্টব্য।

৪০২৭ দাঁড়ালে দণ্ড বসলে পর, পথ বাড়ে, দূর যায় ঘর।

৪০২৮ দাঁড়ালে পোয়া[১], বসলে ক্রোশ, পথ বলে মোর কিসের দোষ।

[১ অর্থাৎ থামিলে এক পোয়া পথ দূরে পড়িয়া যায়। পা—ডাকলে ডাক (অর্থাৎ কাহাকে ডাকিয়া কথা কহিলে এক 'ডাক' পথ যাওয়ার সময় নষ্ট হয়; চীৎকার করিয়া ডাকিলে যত দূর পর্য্যন্ত শোনা যায় ততটা এক ডাক পথ)]

৪০২৯ দাঁড়িকে মাঝি করা, মাঝ গাঙে ডুবে মরা।

৪০৩০ দাড়িতে লজ্জা নেই।[১]

[১ অর্থাৎ দাড়ির মাহাত্ম্যে বা বয়সে লজ্জাসরমের বালাই থাকে না]

৪০৩১ দাড়ি না গজাতেই কাজী।

দাড়ি নেই কোনো কালে, গোঁফ রেখেছে ইত্যাদি, নং ২৬২৭ দ্রষ্টব্য।

৪০৩২ দাঁড়ে ব'সে ছোলা খায়, রাধাকৃষ্ণ বলে,
আবার শেকলও কাটে।[১]

[১ 'তোমার দোষ কি, তোমার জেতের স্বধর্ম ; তোমরা দাঁড়ে বসো, ছোলা খাও, রাধাকৃষ্ণ বলো, আবার মধ্যে মধ্যে শিকল কাটো'—নবীন তপস্বিনী। নং ৭৯০৪]

৪০৩৩ দাঁত আর আঁত[১], বিকল হলেই জ্বালা।

[১ অন্নাগার, উদর। পা—ভাই]

৪০৩৪ দাঁত-কড়মড়ি সার।

৪০৩৫ দাঁত ছাড়্ পিটে, গড় করি তোরে।

৪০৩৬ দাঁত গেল ত আঁত গেল।[১]

[১ নং ৪০৩৩]

৪০৩৭ দাঁত থাকতে খাওন ভাল, দাঁত পড়লে মরণ ভাল।

৪০৩৮ দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা না জানা।[১]

[১ পা—দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা, বুঝলে না যে সে বড় গাধা। 'ঐ যে কথায় বলে, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা জানে না'—নবনাটক। 'দাঁত থাকতে কেউ দাঁতের মর্য্যাদা বুঝতে পারে না'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহ]

৪০৩৯ দাঁত থাকলে বেঙও কামড়ায়।

৪০৪০ দাঁত থাকে না বলে কায়েত মায়ের পেটের মাংস খায় না।

৪০৪১ দাঁত দেখালে যে, আঁত[১] দেখালে সে।

[১ পেটের কথা ; মনের গূঢ় অভিপ্রায়]

৪০৪২ দাঁত দেখি তোর বয়স কত।[১]

[১ দাঁত দেখিয়া অশ্বাদির বয়স নির্ণয়ের প্রথা হইতে। 'ইল্‌লো! দাঁত দেখি তোর বয়স কত'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন সন্ন্যাসী]

৪০৪৩ দাঁত না উঠতেই ভাত চিবায়।

৪০৪৪ দাতা কর্ণ।[১]

[১ 'ঝোঁকের মাথায় একটা কথা বলিয়াছি বলিয়াই দাতা-কর্ণগিরি করিতেই হইবে তাহার অর্থ কি?'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, ৪র্থ পর্ব্ব]

৪০৪৫ দাতা নষ্ট দানে, হিংসুক নষ্ট কানে।

৪০৪৬ দাতার আগ, বখিলের[১] শেষ।

[১ কৃপণের]

৪০৪৭ দাতার চেয়ে বখিল ভাল, ত্বরিত[১] জবাব দেয়।

[১ পা—তুরুক; স্পষ্ট। 'হয় ছাড়, নয় মার, ওরে দাতার চেয়ে ভাল বখিল'—বাঙ্গালীর গান (বঙ্গবাসী)]

৪০৪৮ দাতার দেখে দান, বখিলের ফাটে প্রাণ।[১]

[১ পা—দাতা দান করে, বখিলের (বা, ভাঁড়ারীর) বুক ফাটে বা পেট ফোলে। হি—দাতা দান দেয়, ভাণ্ডারীকা পেট পিরায়। 'একজন দেয় অন্যে বাজে, ধিক্ ধিক অখিল মাঝে বখিলের মৃত্যু কেন নাই'—দাশু রায়]

৪০৪৯ দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ।
কাট, না কাট, বাড়ে বার মাস॥[১]

[১ খনার বচন নং ১২৭। নারিকেল যত পাড়া যায় তত ফল হয়, কিন্তু বাঁশ কাটিলে ঝাড় বাড়ে না]

৪০৫০ দাঁতাল[১] মাতাল শিঙ্গেল আর অস্ত্রধারী।
কখনও বিশ্বাস ক'রো না এই চারি॥[২]

[১ হস্তী বা বন্য বরাহ। ২ নং ৬৬২৮]

৪০৫১ দাঁতালে[১] মোচালে[২] লাগা।

[১ যার দাঁত বড়। ২ যার মোচ বা গোঁফ বড়]

৪০৫২ দাঁতে কুটো করা[১]।[২]

[১ পা—ধরা; কাটা। ২ ঘাট মানা; অতি বিনয়। 'দন্তে তৃণং' বা 'তৃণভক্ষণ' সংস্কৃত লৌকিক ন্যায়ের সহিত তুলনীয়। 'দশনেতে তৃণ করি বোলোঁ মো তোহ্মারে'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। 'দাঁতে কুটো করি এলি পরশুরামের স্থানে'—কৃত্তিবাস (অঙ্গদ

রায়বার)। 'উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি'—চৈতন্য-চরিতামৃত। 'বিনতি তোরে করি দশনে তৃণ ধরি'—কবিকঙ্কণ। 'দাঁতে কুটা দণ্ডবৎ দাঁড়াইয়া কাছে'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'যদি কিছু বলি, করয়ে ব্যাকুলি, দাঁতে ধরয়ে কুটা'; পুনশ্চ, 'শুনি কর্ম্মকার কাঁদে দাঁতে করি কুটা'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'কত কাকুতি করতো আর দাঁতে ধরতো কুটো'—দাশু রায়। 'পায়ে কত পড়িয়াছি দাঁতে করে কুটো'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'দন্তে তৃণ লয়ে সভয়ে সিরাজদ্দৌলা ত্যজিল সমর'—পলাশীর যুদ্ধ]

৪০৫৩ দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা।[১]
[১ পানাহার ত্যাগ করা]

৪০৫৪ দাঁতে দাঁত দিয়ে কাল কাটানো।[১]
[১ 'কত কাল কাটাব কান্ত, দন্তে আর দিয়ে দন্ত'—দাশু রায়]

৪০৫৫ দাঁতে দাঁতে লাগা।[১]
[১ অর্থাৎ ভয়ে মূর্চ্ছা যাওয়া। 'নববাবুদিগের প্রত্যাগমন শুনিয়া তাহাদিগের দাঁতে দাঁতে লেগে গেল'—আলালের ঘরের দুলাল]

৪০৫৬ দাঁতে মিশি, কাপড় বাসি, বাড়ী কোথা, না, কুড়মন পলাশী।

৪০৫৭ দাঁতের বাদ্যি।[১]
[১ 'কেবল রাত দিন ঝগড়া, কিচিমিচি, দাঁতের বাদ্যি'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন]

৪০৫৮ দাদ ঘোচাতে কুঠ হল।

৪০৫৯ দাদ তোলা।[১]
[১ (ফা) দাদ=প্রতিশোধ। পুরাতন শত্রুতার প্রতিশোধ লওয়া। 'হুতোম তত দূর নীচ নন্ যে দাদ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'কেহ দোষ করিলে দণ্ড না দেওয়া বা দাদ না তোলা…মানবের অবশ্য করণীয় নিত্যকর্ম্ম'—সনাতনী]

৪০৬০ দাদাও লয় না, নায়েও ধরে না।

৪০৬১ দাদা করেছে পেয়াদাগিরি, সেই গ্যাদারে[১] বউ গ্যাদারী।
[১ দেমাকে]

৪০৬২ দাদা কানা[১], তাই আমি চোখে দেখি না।
[১ পা—রাতকানা]

৪০৬৩ দাদা থাকলে রাজবাড়ী, দাদা না থাকলে শুধু বাড়ী।

৪০৬৪ দাদা বই আর পা'ক নাই, দিদি বই আর ডাক নাই।

[১ পাইক]

৪০৬৫ দাদা[১] বলেছে চণ্ডী, দুর্গা বলব কেন।

[১ পা—বাবা]

৪০৬৬ দাদা বলেছে চষতে, তাই চষতেই আছি।

৪০৬৭ দাদা বলেছে বারা[১] ভান্, ভান্ছি তাই ওদা[২] ধান।

[১ ঢেঁকিতে ধান কোটা। ২ আর্দ্র]

৪০৬৮ দাদা যে মরল তা' ত ভাবি না, যমে যে বাড়ী চিনল।

৪০৬৯ দাদারও চিঁড়ে ফলার।[১]

[১ জোয়ারের জলে স্ফীতোদর মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া স্ফীতোদর ফলারে মাতালের উক্তি। 'ভায়ারও ফলার, আমারও তাই'—নৃত্যগোপাল রায়ের হরিশ্চন্দ্র]

দাদার জয়েই জয়, নং ৬৭১২ দ্রষ্টব্য।

৪০৭০ দাদার নামে গাধা, বাপের নামে আধা।
নিজের নামে হারামজাদা[১] ॥

[১ পা—শাহজাদা]

৪০৭১ দাদার বলে কুস্তি করা।

৪০৭২ দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি।[১]

[১ 'আমি তোমার ভরসা করি তুমি দাও গো বামে ছুরি'—গোপাল উড়ে। 'মতিলাল…মধ্যে মধ্যে ঘাড় উঁচু করিয়া দেখেন বাঞ্ছারাম বাবু ও ঠকচাচা আইলেন কি না, কিন্তু দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি, এই দুই অবতার তুলতামালের অগ্রেই চম্পট দিয়াছেন'—আলালের ঘরের দুলাল]

৪০৭৩ দাদার মতন ভাতারটি।[১]

[১ জামাইবারিকে উদ্ধৃত। 'বৃথা কেন যাবে, কোথাও না পাবে ভাতার দাদার মত'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা]

৪০৭৪ দাদার যত মুরদ তা' বড় বউকে ছাপা নেই।

দাদা যত লিখবে তা এক আঁচড়েই জানা যায়, নং ৮৮৫ দ্রষ্টব্য।

৪০৭৫ দাদা হয়েছে দারোগা, ফৌজদারি ত ঘরেই।

৪০৭৬ দানও দেয়, অব্রাহ্মণও হয়।

৪০৭৭ দান দক্ষিণা দিন পাইলে, দোষ নেই মিছা কইলে।

৪০৭৮ দান যেমন, দক্ষিণা তেমন।[১]

[১ পা—যেমন দান তেমন দক্ষিণা। নং ৭৪৪২]

৪০৭৯ দানসামগ্রী, বুড়ার বিয়ে, আম কাঠ আর ঝাঁটা দিয়ে।

৪০৮০ দানসে ধরম, পাতনসে নরম, গাওসে গরম, কমলীকো ধরম[১]।

[১ কম্বলের উপযোগিতা]

৪০৮১ দানা দুশমন[১] নাদান দোস্ত[২], তাজা মছলি, গান্ধা গোশত।[৩]

[১ বুদ্ধিমান শত্রু। ২ নির্ব্বুদ্ধি বন্ধু। ৩ নং ৬০১১]

৪০৮২ দানী ভাঁড়ানো যায়, সঙ্গী ভাঁড়ানো যায় না।[১]

[১ 'দানী ভাঁড়া যায়, সঙ্গী ভাঁড়া যায় কবে'—ভারতচন্দ্র]

৪০৮৩ দানে কি ঝুড়ি[১] বিকায়।

[১ পা—পুঁটলি। হাটে যাহারা ঘর ভাড়া না করিয়া উন্মুক্ত স্থানে দ্রব্যাদি বিক্রয় করে, তাহাদের নিকট হইতে 'তোয়া বাজারের দান' আদায় করা হয়]

৪০৮৪ দানেতে দুর্গতি খণ্ডে, কালে খণ্ডে অপমান।
নিষ্ফলা হইলে বৃক্ষ খণ্ডে তার প্রাণ॥

৪০৮৫ দানের তুল্য যশ নাই, গানের তুল্য রস নাই।

দাম টানলে যে কই খাবে সে, নং ৩৯৯৪ দ্রষ্টব্য।

৪০৮৬ দামাল[১], সদাই সামাল।

[১ দুরন্ত]

৪০৮৭ দায় মোদ্দায়[১] রাজি, কি করবেন কাজী।

[১ অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদী। দায়ী (=যে জবাবদিহি করে); মুদ্দাই (ফা)=বিচারার্থী। 'শুনিয়া বলেন রায় দোঁহে যদি রাজি। কি করিতে পারে তবে মীর মিঞা কাজী॥'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী]

৪০৮৮ দা'য়ে কাটা কুমড়া যেমন।[১]

[১ কুমড়া যদি দা'কে আক্রমণ করে তবে যেমন আপনি কাটা পড়ে। যথা ভারতচন্দ্রে বিপরীত বিহারে বিদ্যার উক্তিতে—

'এ কি কথা বিপরীত, দুই মতে বিপরীত, দায়ে কাটা কুমড়া যেমন'।—'এ বেটী সামান্য নয়, মারতে গেলে মরতে হয়, দায়ে যেমন কুমড়ার বিনাশ'—দাশু রায়]

৪০৮৯ দায়ে ঠেকলে শালগ্রামের পৈতা বেচেও খায়।[১]

[১ নং ২৭৫১]

৪০৯০ দায়ে প'ড়ে দা'ঠাকুর।

৪০৯১ দায়ে প'ড়ে দাই ডাকা।

৪০৯২ দায়ে প'ড়ে[১] বাবা বলে।

[১ পা— দায় পড়লে। নং ৮৩৩৩]

৪০৯৩ দায়ে প'ড়ে রায় ম'শায়।

৪০৯৪ দা'য়ে বালি, কুড়ুলে শিল।[১]

ভালমানুষকে ভাল কথা, বজ্জাতকে কিল[২]॥

[১ অর্থাৎ শাণ দিবার জন্য। পা—দা'য়ে হাতল, কুড়ুলে খিল। ২ পা—বউকে কিল। দ্বিতীয় পংক্তির পাঠান্তর—বাঁদীরে লাথি, গোলামেরে কিল]

দা'য়ের চেয়ে ভাঁট বড়, নং ৪০২১ দ্রষ্টব্য।

৪০৯৫ দা'য়ের তলার মাছ।

৪০৯৬ দায়ের[১] হল মামলা, আমলার খাঁই সামলা।

[১ বিচারাধীন]

৪০৯৭ দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী[১]।

[১ অঙ্কস্থ দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে। নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন (=কালিদাসেন) দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী॥—'দারিদ্র্যদোষের পর দোষ নাই আর'—রামেশ্বরের শিবায়ন]

৪০৯৮ দাসখত লিখে দেওয়া।[১]

[১ 'দাসখত লিখে দিয়ে কোটালি করিলাম গিয়ে'—দাশু রায়। 'দাসখত লিখে দিয়ে পড়ে যদি পায়। তথাচ নারীর মন পুরুষে কি পায়॥'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'শিখায়েছ নাকে খত, লিখায়েছ দাসখত, দিয়েছি তায় ঢেরা সই'—গোবিন্দ অধিকারী]

৪০৯৯ দাসী আসে তুলবে পা, দাসী না আসে পুড়বে পা।

৪১০০ দাসীর কথা বাসি হলে লাগে বড় ভাল।[১]

[১ নং ১৫২৪]

৪১০১ দাসীর পা ধোয়াই, কলসীর তলা ধোয়াই না।

৪১০২ দাসেরে থাপা[১], মহিষে নাফা[২]।
শিমেরে গিল[৩], বউরে কিল ॥[৪]

[১ থাপড়, চড়। ২ নাকফোঁড়া। ৩ শিমগাছে ঝাঁটা মারা। ৪ পূর্ব্ববঙ্গের প্রবাদ]

৪১০৩ দিও কিঞ্চিৎ, না ক'রো বঞ্চিত।

৪১০৪ দিও না ননদ-নাড়া, এর পরে শুনবে বাড়া।

৪১০৫ দিগ্‌বিজয় ক'রে বেড়ান। দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

৪১০৬ দিতেও যিনি, নিতেও তিনি।

৪১০৭ দিতে তিন কড়া, নিতে পাঁচ কড়া।[১]

[১ নং ৪৮১]

৪১০৮ দিদি লো দিদি, জলকে যাবি।
না বোন্, তুই ডুবিয়ে দিবি ॥

৪১০৯ দিন আসে ত ক্ষণ আসে না। দিন যায় ত ক্ষণ যায় না।

৪১১০ দিন কাটে ত রাত কাটে না।

৪১১১ দিনগত পাপক্ষয়।[১]।

[১ প্রাত্যহিক পাপের জন্য প্রাত্যহিক কৃত্য, অর্থাৎ নিত্যকৃত্য। যতটুকু না করিলে নয়, ততটুকু করা]

দিন গুজরান করি ইত্যাদি, নং ৩২৩৮ (উদাহরণ) দ্রষ্টব্য।

৪১১২ দিন গেল আলে-ঝালে, জোনাকির পোঁদে আলো জ্বালে।

৪১১৩ দিন গেল আলে-ডালে, ধান শুকাবে জোনার আলে[১]।

[১ জোনাকির আলোকে]

৪১১৪ দিন গেল আলে-ডালে, রাত হল চেরাগ জ্বালে।

৪১১৫ দিন গেল হেসে খেলে[১], রাত হলে[২] বউ[৩] কাপাস ডলে।

[১ পা—সকল দিন যায় হেলে ফেলে। ২ পা—সন্ধ্যাবেলা। ৩ পা—বুড়ী]

৪১১৬ দিন গেল হেলায় ফেলায়, রাত হল সতীনের জ্বালায়।

৪১১৭ দিন[১] থাকতে বাঁধে আল[২], তবে খায় তিন শাল[৩]।[৪]

[১ পা—আগে। ২ পা—আলি। ৩ পা—তবে খায় নানা শালি (=শালি ধান্য ?)। ৪ খনার বচন নং ৬৪]

৪১১৮ দিন থাকতে হাঁট, জ্ঞান থাকতে বাঁট[১]।

সম্বল থাকতে পুঁজিপাটা, নইলে শেষে কপালে[২] ঝাঁটা ॥

[১ পা—বয়স থাকতে খাট। ২ পা—পড়বে]

৪১১৯ দিন যাবে র'বে না।

৪১২০ দিন যায়, কথা থাকে।[১]

[১ পা—দিন যাবে কথায়ই র'বে]

৪১২১ দিন যায় ত ঋণ যায় না।

৪১২২ দিনে কেন সিঁদ, না, গরজ বড় বালাই।[১]

[১ 'তুমি কি রাত্রি অনুমানে দিনে সিঁদ দিতেছ ? তাহাতে সে উত্তর করিল, গরজ ভারী'—নববিবিবিলাস।—নং ২৩৬৩]

৪১২৩ দিনে ডাকাতি।[১]

[১ 'আজ ডাকাতি, দিনে ডাকাতি হয় নাই, তাই করলি'—দাশু রায়। 'এক দিকে ধর্ম্মের ছালা, আর অন্য দিকে দিনে ডাকাতি'—প্যারীচাঁদ মিত্রের আধ্যাত্মিকা। 'ডাহা নেমক-হারামি, দিনে ডাকাতি'—অমৃত বসুর বিজয়-বসন্ত। 'জগৎ বিখ্যাত মোরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে!—দুপুরে ডাকাতি ॥'—রবীন্দ্রনাথ]

৪১২৪ দিনে তারা দেখা।[১]

[১ 'নষ্ট নারী যারা···দিবসেতে তারা দেখায় তারা'—দাশু রায়। নং ৪৭০০ দ্রষ্টব্য]

৪১২৫ দিনে থাকে রাঢ়ে বঙ্গে, রাতে আসে কিবা রঙ্গে।

৪১২৬ দিনে বাতি যার ঘরে, তার ভিটায় ঘুঘু চরে।

৪১২৭ দিনে বালিশ, রাতে চালিস্।[১]

[১ আহারের পর দিনে বিশ্রাম, রাত্রে হাঁটা উপকারী]

দিনে ভাগা, রাতে ঠিকা, নং ১০১৪ দ্রষ্টব্য।

৪১২৮ দিনে শেয়াল, রাতে গাই ডাকলে গাঁয়ের রক্ষা নাই।

৪১২৯ দিব্যি পরের পান্তা ভাত।

৪১৩০ দিয়ে থুয়ে চোর।

দিয়ে ধন বিড়েন মন ইত্যাদি, নং ৪২৪৭ দ্রষ্টব্য।

৪১৩১ দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়।[১]

[১ পা—দিয়ে নিলে শেয়াল হয়]

৪১৩২ দিলি[১] ত ব'য়ে দে'।

[১ পা—ধন দিলি]

৪১৩৩ দিলে থুলেই পিসী মাসী, না দিলেই সর্ব্বনাশী।

৪১৩৪ দিল্লীকা লাড্ডু যো খায়া সো পস্তায়া,
যো ন খায়া সোবি পস্তায়া।[১]

[১ গল্পে আছে, কোন প্রতারক কাঠের গুঁড়ায় গুড় মাখাইয়া লাড্ডু পাকাইয়া দিল্লীর লাড্ডু বলিয়া ঠকাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করে। যাহারা কিনিল তাহারা ত ঠকিলই, আর যাহারা পরে আসিল তাহারাও পাইল না বলিয়া আপশোষ করিল। 'কেউ করে খেদ বউ না পেয়ে, কেউ পেয়ে দুখ বেড়ায় গেয়ে, দিল্লীর লাড্ডু কেউ বা খেয়ে কেউ বা না খেয়ে পস্তায়'—বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়]

৪১৩৫ দিল্লীর ওপার ত নেই বেগার।

৪১৩৬ দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু ছয় গুরু কয়[১]।
নেবার গুরু দেবার গুরু সেই গুরু হয়॥[২]

[১ পা—আর গুরু ছয়। ২ পা—উপাসনা না করলে গুরু করতে হয়।—নং ৪২৬৩]

৪১৩৭ দীনের দিন যায় না[১]।

[১ পা—দিন কি এমনি যায়]

৪১৩৮ দীয়তাং ভুজ্যতাম্।[১]

[১ 'পূজাকালীন সাত গ্রামের লোক এক গ্রামে হয়, কেবল দীয়তাং ভুজ্যতাং ব্যতীত অন্য কোন শব্দ শোনা যায় না'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'তারপর ভূরিভোজন—খালি দীয়তাং ভুজ্যতাং—নেড়ে পেয়াদা পর্য্যন্ত বাদ যায়নি'—গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী]

৪১৩৯ দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৪১৪০ দুই[১] সতীনের ঘরকন্না, ঘরে গিন্নী ভাত পান না।

[১ পা—সাত]

৪১৪১ দুই সতীনের[১] ঘর, খোদায় রক্ষা কর।[২]

[১ পা—বোন্-সতীনের। ২ নং ৩৬৩৪, ৪৯৮৩, ৮২৬৮, ৮২৮৬]

দুই হাঁড়ি এক ঠাঁই, হয় ঠোকাঠুকি তাই, নং ৯৫২ দ্রষ্টব্য।

৪১৪২ দু'কাঠি বাজান।[১]

[১ ঝগড়া বাঁধান। নং ৮৯৫। 'ঢক ঢক করি ঢেঁকি উঠাইল বাগ। দোকাঠি বাজায়ে চলে, বলে—লাগ লাগ॥' —রামেশ্বরের শিবায়ন (নারদের বর্ণনায়)। 'দুপক্ষেতে আস যাও, সমানে দুকাঠি বাজাও'—গোপাল উড়ে। 'তিনি ভালবাসেন কাজিয়ে, বেড়ান দুকাঠি বাজিয়ে, ঢেঁকিবাহনে সাজিয়ে চলিলেন মুনি'—দাশু রায়]

৪১৪৩ দু'কানকাটা।[১]

[১ নং ৮৯৭ দ্রষ্টব্য]

৪১৪৪ দু'কুড়ি সাতের খেলা।[১]

[১ তাস (গ্রাবু) খেলা হইতে। 'তুই টেক্কা রঙ রাখলি হাতে রাখলি নে দু'কুড়ি সাত'—রসিক চক্রবর্ত্তী]

৪১৪৫ দু'চক্ষের বিষ।[১]

[১ 'তাই আমি হয়েছি দুচক্ষের বিষ'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন]

দু'চোখ থাকতে অন্ধ, নং ৩০৮২ দ্রষ্টব্য।

৪১৪৬ দু'চোখ, দু'কান, মুখ কিন্তু একটি।[১]

[১ অর্থাৎ দেখিবে শুনিবে অনেক, বলিবে কম। —নং ৩০৭৮]

৪১৪৭ দু'গেড়ের[১] চেঙ[২]।

[১ দুই ডোবার। ২ মৎস্যবিশেষ]

৪১৪৮ দুগ্ধ শ্রম গঙ্গাবারি, এ তিন বড় উপকারী।

৪১৪৯ দু'দিন হয়েছে বৈরাগী, ভাতেরে বলে—পরসাদ।[১]

[১ পা—দু'দিনের বৈরাগী নয় (বা আড়াই দিনের যোগী), ভাতকে বলে—অন্ন। নং ২২৭১]

৪১৫০ দুধও সাদা, ঘোলও সাদা।

৪১৫১ দুধ কলা দাও যত, সাপের বিষ বাড়ে তত।[১]

[১ সং—পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্]

৪১৫২ দুধকে দুধ, জলকে জল।[১]

[১ অর্থাৎ গয়লার কেনা দুধ]

৪১৫৩ দুধ[১] দিয়ে কালসাপ পোষা।[২]

[১ পা—দুধকলা। ২ 'দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কালসাপ'—কবিকঙ্কণ। 'ভাল দুধ দিয়া কালসাপ পুষিয়াছিলে' —আলালের ঘরের দুলাল। 'দুগ্ধ দিয়ে কালফণী পুষে শেষে আপনি বিষে মরি'—দাশু রায়। 'আমরা দুধ দিয়ে কালসাপিনী পুষি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বঙ্গনারী]

৪১৫৪ দুধ দেয় গাই, নামটাও ভাল তাই।

৪১৫৫ দুধ নেই, বাটি নেই, কেবল চুমুক[১] সার।

[১ পা—চুষিখানি]

৪১৫৬ দুধ ম'রে ক্ষীর। বা দুধটুকু ম'রে ক্ষীরটুকু।[১]

[১ 'নেশাটি দুধ মরে ক্ষীর হইলেই বৈঠকখানা কুরুক্ষেত্র হইয়া পড়ে'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'বুড়ো বর বটে কিন্তু দুধ ম'রে ক্ষীর'—বিয়েপাগলা বুড়ো। 'বুড়াকে চেনা ভার, দুধটুকু মরিয়া ক্ষীরটুকু হইয়াছে'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কুড়ানো মেয়ে]

৪১৫৭ দুধ রাখলেই পঞ্চামৃত[১]।

[১ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদি]

৪১৫৮ দুধে গরুর চোনা।

৪১৫৯ দুধে জলে মেশা।

৪১৬০ দুধে-ভাতে থাকা।[১]

[১ 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'—ভারতচন্দ্র]

৪১৬১ দুধের উপর চিনি।[১]

[১ 'পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের পর দুধের উপর চিনি দিলে'—গোপাল উড়ে]

৪১৬২ দুধের ছেলে।[১]

[১ 'কীর্ত্তি মেনে রাখলি ভালা, দুধের ছেলে চিকণ কালা, তাকে নিয়ে তোর রস লো'—দাশু রায়]

৪১৬৩ দুধের মাছি।[১]

[১ অর্থাৎ সম্পদের সাথী। নং ২০৯৮ দ্রষ্টব্য]

৪১৬৪ দুধের সঙ্গে খোঁজ নেই কোলভরা চাট।

৪১৬৫ দুধের সাধ[১] ঘোলে মেটে না।

[১ পা—স্বাদ। 'ক'রে মালতীর সঙ্গ, তোর কি দুধের তৃষ্ণা ঘোলে ভৃঙ্গ, হয়েছে রে ভঙ্গ'—দাশু রায়। 'মেটাতে দুধের সাধ ঘোলের কেঁড়েয়'—দীনবন্ধুর কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। 'তা ভাই দুধের সাধ তো ঘোলে মেটে না'.—সধবার একাদশী]

৪১৬৬ দুধে হাত পড়ে না।[১]

[১ পা—গয়লার দুধ, দুধে হাত পড়ে না। অর্থাৎ গয়লাবাড়ীর দুধ, দাম কাটিলে জলের উপর দিয়াই যায়। 'গোয়ালার কাছে সবাই ঋণী, হাঁড়িতে পুরে পুরে পুষ্করিণী, তামাম জল দুধ কই রাখি'—দাশু রায়]

৪১৬৭ দুনিয়াকা চাল, ভেড়াকা পাল।

৪১৬৮ দুনিয়াদারি মুসাফিরি, সেরেফ আনা যানা।[১]

[১ আলালের ঘরের দুলালে প্রযুক্ত]

৪১৬৯ দু'নৌকায় পা দিলে, পড়বে শেষে অগাধ জলে।[১]

[১ 'অনেকে দুনৌকোয় পা দিয়ে বিষম বিপদে পড়লেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

৪১৭০ দুবদুবিয়ে হাঁটে নারী চোখ পাকিয়ে চায়।
আটকপালী হতভাগী পুরুষ আগে খায়॥

৪১৭১ দু'মুখো সাপ।

৪১৭২ দুয়ার[১] কড়ি হাটে যায়, কাপাস তুলা মাগ্‌গি হয়।

[১ দুয়া=দুর্ব্বলা, ভাগ্যহীনা]

৪১৭৩ দুয়ারে[১] কাঁটা দেওয়া।[২]

[১ পা—পথে। ২ বিঘ্ন করা। 'রান্ধি বাড়ি দেও বলে কত দাও খোঁটা। তব ঘরে আসিলে দুয়ারে দিও কাঁটা॥'—কবিকঙ্কণ]

৪১৭৪ দুয়ারে ব'সে পালক গুণি উড়ে যায় পাখী।
সাত কায়েতের কান কেটে দিই এমন অকুব[১] রাখি॥

[১ আক্কেল, বুদ্ধি]

৪১৭৫ দুয়ারে হাতী বাঁধা।[১]

[১ 'কেন হও ভাই পরের দাস, কৃষি রেখে কর চাষ, দুয়ারেতে বাঁধবে হাতী'—রূপচাঁদ পক্ষী। 'আপনার দোরে হাতী বাঁধা হবে'—লীলাবতী। অন্য উদাহরণের জন্য নং ২৮৯৯ দ্রষ্টব্য]

৪১৭৬ দুয়ারের গু ফেল্‌বি ত ফেল্, নইলে গন্ধে মর্।

৪১৭৭ দুয়ের বা'র।[১]

[১ অর্থাৎ দু'দিকেই অনুপযোগী। 'কেবলই নকল করতে করতে আমরা দুয়ের বার হয়ে যাব'—রবীন্দ্রনাথ]

৪১৭৮ দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়।[১]

[১ অর্থাৎ ফাঁসির পর বিচার হইবে। নং ২৭৩। 'দুর্গা ব'লে ত ঝুলে পড়ি, তার পর যা হয়'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ]

৪১৭৯ দুর্গাপূজায় শাঁখ বাজে না, ষষ্ঠীপূজায় ঢোল।[১]

[১ 'দুর্গোৎসবে শাঁখের বাদ্য, ধোপার নাটে ঢাক'—দাশু রায়। নং ২৬৭৫]

৪১৮০ দুর্জ্জনেরে পরিহরি, দূর থেকে নমস্কার করি।

৪১৮১ দুর্দ্দৈব যখন ধরে, ভাল কর্ম্ম মন্দ করে।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৪১৮২ দুর্ব্বল মন যার যত, অভিমান তার তত।

৪১৮৩ দুর্ব্বল শত্রু মরণ টাঁকে।

৪১৮৪ দুর্ব্বলের দৈব ঘাতক।

৪১৮৫ দুর্ব্বলের বল রাজা।

৪১৮৬ দুর্ব্বাতুল্য ঘাস, অগ্রাণতুল্য মাস।

দুর্ব্বাবনে বাঘে খায়, নং ৬৯৫৯ দ্রষ্টব্য।

৪১৮৭ দুর্ব্বা বাঁশ ধানের শীষ, এ ক'টা দাঁতে না দিস।

৪১৮৮ দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল।

[১ সং—দুর্ভিক্ষমল্পং স্মরণং চিরায়]

৪১৮৯ দুর্য্যোধনের মত জলস্তম্ভ ক'রে থাকা।[১]

[১ 'দুর্যোধন নামে রাজা…পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বপ্রাণ রক্ষার্থে জলস্তম্ভ বিদ্যাবলে অগাধ জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া

লুকাইয়া থাকিলেন'—প্রবোধচন্দ্রিকা। 'যদি নির্জ্জন স্থানে না পাও তবে খিড়কির পানা পুষ্করিণীতে দুর্যোধনের ন্যায় জলস্তম্ভ করে থাক'—আলালের ঘরের দুলাল]

৪১৯০ দুর্য্যোধনের মরণ।[১]

[১ অশ্বত্থামা পঞ্চ পাণ্ডবকে বধ করিয়াছেন শুনিয়া ও তাহাদের শবমুণ্ড দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনের যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ। কাশীরাম দাসের সৌপ্তিক পর্ব্বের শেষে দ্রষ্টব্য। 'হরিষে বিষাদে হইল একত্র মিলন। আমারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ॥'—ভারতচন্দ্র। 'ইহা শুনিয়া পক্ষিরাজের হরিষে বিষাদ হইয়া যেন দুর্য্যোধনের ন্যায় মৃতবৎ হইলেন'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৪১৯১ দুর্য্যোধনের শকুনি মামা।[১]

[১ কুমন্ত্রী]

৪১৯২ দুরাত্মার চেয়ে দীনাত্মা ভাল।

দুশমনকে উঁচু পিঁড়ে, নং ৭৮৩৪ দ্রষ্টব্য।

৪১৯৩ দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।[১]

[১ সং—বরং শূন্যা শালা ন চ খলু বরং দুষ্টবৃষভঃ। 'বর সূণ গোহালী কি সো দুট্ঠঁ বলন্দে'—সরহ (চর্য্যাপদ)। 'ঐ যে কথায় বলে—'দুষ্ট গরু থাকার চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব]

৪১৯৪ দুষ্ট লোকের[১] মিষ্ট কথা[২], ঘুনিয়ে বসে কাছে[৩]।
কথা দিয়ে কথা লয়, প্রাণে বধে পাছে[৪]॥

[১ পা—নষ্ট মেয়ের। ২ পা—পেটের ভেতর বিষের হাঁড়ি। ৩ পা—ঘুনিয়ে বসে পাশে; কাছে বসে ঠেসে। ৪ পা—প্রাণ শেষে নাশে; প্রাণ নাশে শেষে।—নং ৫২৩৭]

৪১৯৫ দুষ্টের আঠারগাছি পথ।

৪১৯৬ দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন।[১]

[১ 'অবশ্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সর্ব্বদাই করিতে হইবেক'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৪১৯৭ দু'হাত এক হওয়া।[১]

[১ বিবাহ। 'দু'হাতে এক হয়ে যাবে, আইবুড়ো নাম খণ্ডাবে' —গোপাল উড়ে। 'এখন দু'হাত এক হলে আমি বাঁচি'—

নবীন তপস্বিনী। 'ত্বু'হাতে এক হাত হলে পরে, বিধি বন্দী করে ঘরে'—দাশু রায়]

৪১৯৮ দু'হাত কাটলে সমান ব্যথা।

৪১৯৯ দু'হাত পিছে হটা, তবে লম্বা লাফের ঘটা।

দুঃখ দিয়ে দান ইত্যাদি, নং ১৪৭২ দ্রষ্টব্য।

৪২০০ দুঃখ পাইয়া যদি হাড়িনীও শাপে।
এড়াতে পারে না তারে বামুনের বাপে॥[১]
[১ নং ৮৮৮৮]

৪২০১ দুঃখী[১] যায় লঙ্কাপার, তবু না ঘোচে কাঁধের ভার।
[১ পা—দরিদ্র]

৪২০২ দুঃখী যায় সুখীর কাছে, দুঃখ যায় তার পাছে-পাছে।

দুঃখীর কপালে সুখ নেই ইত্যাদি, নং ৫২৬৪ দ্রষ্টব্য।

৪২০৩ দুঃখীর সুখ বৈকুণ্ঠেও নেই।

৪২০৪ দুঃখের উপর টনকের ঘা[১]।
[১ স্মৃতির স্থানে আঘাত। টনক্ = আঘাত]

৪২০৫ দুঃখের কথা কারে জানাই, মায়ের পুত নয়, শ্বাশুড়ীর জামাই।

৪২০৬ দুঃখের দোসর।

৪২০৭ দুঃখের ভাত সুখ ক'রে খাওয়া।

৪২০৮ দুঃখের ভাতে কুকুর বাদী।

৪২০৯ দুঃখের রাত ফুরায় না।[১]
[১ পা—দুঃখের দিন যেতে চায় না]

৪২১০ দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে।[১]
[১ 'এখন ঘোর কলি, এখন কি আর দেবতা বামণ আছে ? তা থাকলে বড় মাঠাকরুণের দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদত না'—নব-নাটক]

৪২১১ দুঃসময় হলে পোড়া শোল মাছটাও হাত থেকে পালায়।[১]
[১ পা—শনির দৃষ্টি হলে পোড়া শোলও পালায়। 'মতিলাল বলিল, তোমরা বুঝ না হে! দুঃসময়ে পোড়া শোল মাছটাও হাত থেকে পালিয়ে যায়'—আলালের ঘরের দুলাল। 'ওর

এমনি কপাল যে, ও চাইলে সমুদ্দুর পর্য্যন্ত শুকিয়ে যায়, পোড়া শোল মাছ জলে পালায়'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব]

৪২১২ দূর-জামাইয়ের কাঁধে[১] ছাতি, ঘর-জামাইয়ের মুখে লাথি।

[১ পা—মাথায়। নং ৪৩০৮]

৪২১৩ দূর হতে মনে হয়[১] নহবতের বাণী।
বা'র বাড়ীতে গিয়ে শুনি গাধার চেঁচানি॥

[১ পা—দূর শব্দে শোনা যায়]

৪২১৪ দূর মণ্ডল[১] নিকট পানি[২], নিকট মণ্ডল দূর পানি।

[১ চন্দ্রমণ্ডল। ২ বৃষ্টি]

৪২১৫ দূরের কেশ ঘন দেখায়।

৪২১৬ দূরের সোনা, নিকটের লোণা।[১]

[১ দূরের ভাল জমির চেয়ে নিকটের মন্দ জমিও ভাল]

৪২১৭ দেইজির[১] উঠান ঝাঁট সেও ভাল হয়।
বাপের বাড়ী দাসদাসী তবু ভাল নয়॥

[১ 'দায়াদ', জ্ঞাতি]

দেইজির ভাত হোক সতীনের ইত্যাদি, নং ৮১২২ দ্রষ্টব্য।

দেখতে খেঁকশিয়ালি ইত্যাদি, নং ২২৪৮ দ্রষ্টব্য।

৪২১৮ দেখতে না হয় সাপের ছানা, দংশালে আর প্রাণ বাঁচে না।

৪২১৯ দেখতে পায় না পায়ের মুড়ি[১], দেখতে চায় দাঁতের গুঁড়ি[২]।

[১ অগ্রভাগ। ২ দাঁতের মাড়ি]

দেখতে পেলে কে শুনতে চায়, ৩০৯১ দ্রষ্টব্য।

৪২২০ দেখ্ তোর, না, দেখ মোর।

৪২২১ দেখবি ত দেখ, না দেখবি ত মোর।

৪২২২ দেখবে শুনবে বলবে না, উপস্থিত ত্যাগ করবে না।

দেখলাম কত কলিকালে, গোঁপ রেখেছে ইত্যাদি, নং ৫৪৮ দ্রষ্টব্য।

৪২২৩ দেখসিঁ দূরে।[১]

[১ দেখিতে সুন্দর কিন্তু অপদার্থ]

৪২২৪ দেখাও পৈতা, মার ভাত।

৪২২৫ দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাঁশ[১]।

[১ পা—বাস]

৪২২৬ দেখাদেখি নেকা নাচে।

৪২২৭ দেখাদেখি শাঁখের নাচন।

৪২২৮ দেখা দেয় না, ছোঁয়া দেয়, বাটি ভ'রে ছালন[১] দেয়।[২]

[১ ব্যঞ্জন (প্রা); দাশু রায়ের প্রয়োগ হইতে মনে হয় ইহা মুসলমানী বাংলা শব্দ: 'ভাজ বলি কি বলি দাদী, বিয়ে বলি কি বলি সাদি, ছালন বলি কি ব্যঞ্জন বলি ভাই রে'। ২ ছেনালি বা গুপ্ত প্রণয়ের ইঙ্গিত]

৪২২৯ দেখা শোনা কওয়া নয়, সামনের ভাত ছাড়া নয়।

৪২৩০ দেখে গেছ সেই, নিয়ে বসেছি এই,
তবু আবাগীরা বলে কতই খাই।

[১ নং ১০০২]

৪২৩১ দেখে ঘোর কলি, হাড়ে মাসে জ্বলি।

৪২৩২ দেখে দেখে লাগল ধাঁধা, পেত্নীর পোঁদ পেতল বাঁধা।

৪২৩৩ দেখে যা' পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি।
যে ঘরেতে রাঙা বউ সেই ঘরেতে চুরি॥[১]

[১ জামাইবারিক]

৪২৩৪ দেখে শুনে বড় ঘর বিয়ে দিল বাপে।
এখন মরি জায়ের আর ননদের তাপে॥

৪২৩৫ দেখে শুনে হলাম হদ্দ, আর কত গড়াবে শ্রাদ্ধ।[১]

[১ নং ৮০২২]

৪২৩৬ দেড় বুড়ির ভাড়ানী, চাঁটগায়ে বরাত[১]।

[১ নং ৮:৮]

৪২৩৭ দেড় বুড়ির মানুষ নয়, তার তিন বুড়ি কথা।

৪২৩৮ দেঁতো মেয়ের হাসি কান্না, দেখে-শুনেও চেনা যায় না।

৪২৩৯ দেঁতোর হাসি[১] দেখা যায়, ভালমন্দ বোঝা দায়।

[১ 'বল ভালবাসি, সেটা কেবল দেঁতোর হাসি হাস প্রাণ'—

নিধু বাবু। 'বুঝা যায় না কান্না হাসি, অন্তরে গরলরাশি, লোকদেখানো দেঁতোর হাসি মিষ্টভাষী'—গোপাল উড়ে। 'সর্ব্বদাই ভয়, সর্ব্বদাই অসুখ, মধ্যে মধ্যে যে হাসিটুকু হাসেন সে কেবল দেঁতোর হাসি'—আলালের ঘরের দুলাল]

৪২৪০ দেদো পোঁদে ফুলের তোড়া।

৪২৪১ দেদোর মর্ম্ম দেদোয় জানে।

৪২৪২ দেনা যত বাড়ে তত লক্ষ্মী ছাড়ে।

দেব গড়তে বাঁদর গড়ে, নং ৭৯১৫ দ্রষ্টব্য।

৪২৪৩ দেবতা বাদী, উত্তর না দি'।[১]

[১ নং ৫৮০০]

৪২৪৪ দেবতা বুঝে নৈবেদ্য।

৪২৪৫ দেবতার দেব-চরিত্র, কোথাও ছায়া কোথাও রৌদ্র।

৪২৪৬ দেবতার বেলা লীলা-খেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।[১]

[১ 'দেবতাদিগের বেলা লীলা ব'লে ঢাকে। আমাদের পক্ষে কেবল পাপ লেখা থাকে ॥'—দাশু রায়। নং ৪৯৪]

৪২৪৭ দেব ধন, বুঝব মন[১], কেড়ে নিতে কতক্ষণ।[২]

[১ পা—দিয়ে ধন বিড়েন মন। ২ নং ৪২৯৭]

৪২৪৮ দেবপিতৃ না বঞ্চিহ, শেষ ধন ব্রাহ্মণকে দিহ।[১]

[১ ডাকের বচন]

৪২৪৯ দেবর লক্ষ্মণ।[১]

[১ 'আমার লক্ষ্মণ দ্যাওঁর, আমার মনচোরার মাসতুতো ভাই'—লীলাবতী]

৪২৫০ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।[১]

[১ স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।]

৪২৫১ দেবার বেলা মোটেই নাই, নেবার বেলা ষোল আনাই।[১]

[১ নং ৪৬৯]

৪২৫২ দেবার সময় দেবে না, নেবার সময় নেবে।

৪২৫৩ দেবী করতে[১] পাঁঠা বড়।

[১ পা—হইতে]

8২৫8 দেবে যে সে দিলে, আপনা আপনি মিলে।[১]

[১ নং ৩৫৭৯, ৬৬৯১]

8২৫৫ দেবের জন্য দেবী গড়ে, ভূতের জন্য পেত্নী গড়ে।

8২৫৬ দেমাকে মাটি মাড়ায় না।

8২৫৭ দেয় থোয় রাখে মান, তারে বলি যজমান।[১]

[১ নবনাটকে প্রবাদ বলিয়া উদ্ধৃত]

8২৫৮ দেরি, তুমি যাও কোথা, না, তাড়াতাড়ি যেথা।

8২৫৯ দেরিতে[১] কি সাধু মরে।

[১ পা—গড়িতে (=বিলম্বে)]

8২৬০ দেশগুণে বেশ।

8২৬১ দেশ-বেড়ান ছুতারের ঝি, তোলা জলে স্নান।[১]

[১ নং ২8৯০]

8২৬২ দেশি কুকুর মারহাট্টা বোল।

8২৬৩ দেশে দেশে বেড়ালাম, সকল বেটাই গরু।

যে যারে ভুলাতে পারে সেই তার গুরু॥[১]

[১ নং 8১৩৬]

দেশে নেই যা ছেলে চায় তা, নং ২৭8৫ দ্রষ্টব্য।

8২৬8 দেশের[১] কুকুর বিদেশের[২] ঠাকুর।[৩]

[১ পা—আপনার। ২ পা—পরের। ৩ 'কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'—ঈশ্বর গুপ্ত। নং ৯১৫, ৬২৯৭, ৮৫০৮]

8২৬৫ দেশের ভাই যেখানে, কথা কয়ো না সেখানে।

8২৬৬ দেহ নয়, মণিকোঠা, শেয়াল কুকুর নয় জ্যেষ্ঠ বেটা।

8২৬৭ দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ।[১]

[১ অতিথির্বালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈব চ। অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ॥]

8২৬৮ দেহের গুমর ক'রো না ভাই, এই আছে এই নাই।

৪২৬৯ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ।[১]

[১ 'পাড়ার সকল লোক বলাবলি করে—রামলাল দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ'—আলালের ঘরের দুলাল]

দৈবজ্ঞ যদি বলে ঠিক ইত্যাদি, নং ২৩৪১ দ্রষ্টব্য।

৪২৭০ দৈবতুল্য বল, আম্রতুল্য ফল, গঙ্গাতুল্য জল।[১]

[১ নং ৩৩৭৭, ৫৩৩৪]

৪২৭১ দোকান খুলে[১] আর কাজ নেই।

[১ পা—দোকানদারি ক'রে। অর্থাৎ বণিগ্‌বৃত্তি করিয়া]

৪২৭২ দোজবরে ভাতারের মাগ, চতুর্দ্দশীর চোদ্দ শাগ[১]।

[১ কার্ত্তিকী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী বা ভূতচতুর্দ্দশীতে চোদ্দপ্রকার শাক খাওয়ার বিধি আছে।—জামাইবারিকে উদ্ধৃত]

৪২৭৩ দোজবরের মাগ গজরা হাতী, ভাতারকে মারে তিন লাথি।

৪২৭৪ দোজবরের মাগ, সোঁদরবনের বাঘ।

৪২৭৫ দোটানায় পড়া।[১]

[১ 'দোটানায় প'ড়ে রে প্রাণ, হবে না প্রেম উপার্জ্জন'—গোপাল উড়ে]

৪২৭৬ দোদেল[১] বান্দা, কলমা-চোর[২],
না পায় বেহেস্ত[৩], না পায় গোর।

[১ অর্থাৎ দু'দিল, দোমনা। ২ অর্থাৎ যে কলমা বা মুসলমান ধর্ম্মের ইষ্টবাক্য সম্বন্ধে হারামি করে। ৩ স্বর্গ]

৪২৭৭ দোয়া গাইয়ের চাটও সই।[১]

[১ পা—দুধ-দেওয়া গাইয়ের লাথিও ভাল; যে গরু দুধ দেয় তার পায়ের চাটও সয়]

৪২৭৮ দোয়াত যেমন কলম তেমন।

৪২৭৯ দোয়াত নেই কলম নেই নন্দরাম সরকার।[১]

[১ নং ১৭৮৩]

৪২৮০ দোয়া দুধ বাঁটে সামায়[১] না।[২]

[১ সামায় বা সান্তায়=প্রবেশ করে। পা—সেঁধোয়। ২ 'দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাঅ'—ঢেণ্ঢণ (চর্য্যাপদ)। 'হেঁলো বেটী এ কি বেজায়, দোয়া দুধ কি বাঁটে যায়'—দাশু রায়]

৪২৮১ দোর থাকতে পাঁচিল ডিঙান।

৪২৮২ দোল দেখতে ভাতার ম'লো, রথ দেখতে যাই।

৪২৮৩ দোলার বিবি সোলা[১] পায়, উঠে বিবি স্বর্গে যায়।

[১ বা শোলা, sponge-wood, একপ্রকার সচ্ছিদ্র কোমল কাষ্ঠ। এখানে কি কোমল কাঠের খড়ম অর্থে ?]

৪২৮৪ দোষও দেয় ঘুষও নেয় পাছ-দুয়ার দিয়া।
মুখটি মুছে 'না' করে সভার মাঝে গিয়া॥

৪২৮৫ দোষ দোষ কাঁঠালের কোষ, যত দোষ ধুমসীর দোষ।[১]

[১ নং ১১৬৮, ২১৬১]

৪২৮৬ দোষা বাচ্যা গুরোরপি।

[১ শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি (মহাভারতে)। 'কিন্তু দোষা বাচ্যা গুরোরপি শাস্ত্রমতে কয়' —দাশু রায়]

৪২৮৭ দোষে গুণে সৃষ্টি, ঝড়ে জলে বৃষ্টি।

৪২৮৮ দ্বিজ বলে—দেওয়ানা[১], ও বাত কহ কাকে।

[১ ফকির অর্থে]

৪২৮৯ দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখে, তেঁতুল রইল গাছে বেঁকে।

৪২৯০ দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি।[১]

[১ ফলং তু ক্ষালনাচ্ছুধ্যেদ্ গোময়েন গৃহং যথা। ক্ষারযোগেন বস্ত্রং চ দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি॥]

৪২৯১ দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী। বা, রন্ধনে দ্রৌপদী।[১]

[১ 'তোমাদের কথাবার্তা যে দ্রৌপদীর পাকস্থালী, ফুরায় না' —টেকচাঁদের রামারঞ্জিকা। 'রান্নাটা দ্রৌপদীর মত লাগল না কি?' পুনশ্চ, 'দ্রৌপদী না হলে ভাল রাঁধা যায় না'—ইন্দিরা। কৃষ্ণের দৈবশক্তিতে অফুরন্ত স্থালী হইতে সহসা-আগত ক্ষুধার্ত্ত দুর্ব্বাসা ও তাঁহার সহস্র শিষ্যদের পরিতৃপ্ত করার কাহিনী হইতে বোধ হয় এই প্রবচনের উৎপত্তি। দশপুত্তল ব্রতে মেয়েদের একটি প্রার্থনা—'দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হই'।

৪২৯২ ধড় থেকে প্রাণ উড়ে যাওয়া।[১]

[১ 'গিল্‌টি এই কথা শুনিবামাত্র আসামিদের একেবারে ধড় থেকে প্রাণ উড়ে গেল'—আলালের ঘরের দুলাল। তেমনি বিপরীত অর্থে—ধড়ে প্রাণ আসা বা পাওয়া]

৪২৯৩ ধন জন পরিবার, কেহ নহে আপনার।

৪২৯৪ ধন জন যৌবন, জোয়ারের জল কতক্ষণ।

৪২৯৫ ধন থাকলেই সিঁধের ভয়।

৪২৯৬ ধন দিয়ে ধর্ম্ম।

৪২৯৭ ধন দিয়ে মন বোঝে[১], যৌবন দিয়ে আক্কেল বোঝে।

[১ নং ৪২৪৭]

৪২৯৮ ধনদৌলত চূণের ফোঁটা, যায় দাগ থাকে খোঁটা।

৪২৯৯ ধন নেই কড়ি নেই, নিধিরাম[১] পোদ্দার।[২]

[১ পা—কৃষ্ণরাম। ২ কখনো কখনো এই প্রবাদ নং ৩৭০২ প্রবাদের দ্বিতীয় পংক্তি হিসাবে পঠিত হয়।—নং ৪৩৭৬]

৪৩০০ ধনপতি রায় পাকা ধান খায়।
এক সের তামাক দিয়ে বউ আনতে যায়॥

৪৩০১ ধন বড়, না, ধর্ম্ম বড়।

ধনবানে কেনে বই ইত্যাদি, নং ৪১৭ দ্রষ্টব্য।

৪৩০২ ধনসোহাগী[১] মরেন কুঁড়োর[২] জাউ খেয়ে।

[১ পা—ধনশোকী (বোধ হয়, ধনসো'গী স্থলে অপপাঠ)। ২ পা—ক্ষুদের]

৪৩০৩ ধনী কুটুম গায়ে পড়ে, লাখ টাকা গায়ে পড়ে।
গরীব কুটুম গায়ে পড়ে, ঝাঁটার বাড়ি গায়ে পড়ে॥

৪৩০৪ ধনীতে ধনীতে মেলা, নির্ধনের মর্ত্তমান কেলা।

৪৩০৫ ধনী-পরিবাদও ভাল।

৪৩০৬ ধনীর চিন্তা ধন ধন, নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা[১]।
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা॥[২]

[১ অর্থাৎ নিরানব্বুই টাকাকে একশত টাকায়, এক শতকে

দুই শতে ইত্যাদি পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা বা সঞ্চয়ের লোভ। ২ দাশু রায়]

৪৩০৭ ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার[১]।
বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার[২] ॥
[১ গত শতাব্দীর বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী ও সদাশয় ব্যক্তি। ২ তৎকালীন কোন প্রসিদ্ধ বাবু]

৪৩০৮ ধনীর[১] মাথায় ধর ছাতি, নির্ধনের[২] মাথায় মার লাথি।[৩]
[১ পা—ধনের। ২ পা—কুলের। ৩ নং ৪২১২]

৪৩০৯ ধনে অহঙ্কার নয়, অহঙ্কার মনে।

৪৩১০ ধনে ধন দেখে, পুতে পুত দেখে।

৪৩১১ ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ।[১]
[১ 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীমন্ত'—দাশু রায়। 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ ক'রে আপনি রাজা হোন্'—শরৎচন্দ্রের রমা]

৪৩১২ ধনে যার অহঙ্কার, তার দুয়ারে যাই না আর।

৪৩১৩ ধনের ব্যাপারী এল আফিঙের ভাউ জানতে।[১]
ঘুঁটেকুড়ানীর বেটা এল ধুতি-উড়ানি কিনতে ॥[২]
[১ নং ২৩০১। ২ নং ২৮০৮]

৪৩১৪ ধনে সুখ নয়, মনে সুখ।[১]
[১ পা—সুখ নয় ধনে, সুখ হয় মনে]

৪৩১৫ ধনুর্ভঙ্গ বা ধনুকভাঙা পণ।[১]
[১ 'সীতা-বিয়া মত হইল ধনুর্ভঙ্গ পণ'—ভারতচন্দ্র। 'বিষম ধনুকভাঙা পণ'—রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর। 'তোমার মত না হলে সে বিয়ে করবে না, তুমিও থাক ধনুর্ভঙ্গ পণ ক'রে বসে'—অমৃত বসুর নবযৌবন। 'কিন্তু গেলে ফল কি? তার সে ধনুকভাঙ্গা পণ'—গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী। 'তোরাও ত বাপু, ধনুকভাঙ্গা পণ ক'রে আছিস্ স্বয়ং কার্ত্তিক নইলে মেয়ের বিয়ে দেব না'—শরৎচন্দ্রের বামুনের মেয়ে। 'তবে তোমার মেয়ের কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণ থাকে, সে আলাদা কথা'—শেষরক্ষা]

৪৩১৬ ধন্না দিয়েছে রামনারাণে, বাড়ীর ভেতর পেয়দা আনে।

৪৩১৭ ধন্য রাজা পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।[১]
[১ খনার বচন ২০]

৪৩১৮ ধম্‌কে রাঁড়ের পেট খসান।

৪৩১৯ ধর কাছি ত ধ'রেই আছি।

৪৩২০ ধরণ মরণ পানি, তিন নাহিক জানি।[১]

[১ নং ৩৩৫০]

৪৩২১ ধরতে ছুঁতে কিছু নাই।

ধরতে পারে না ঢোঁড়া, ধরতে চায় বোড়া, নং ৯৮৬ দ্রষ্টব্য।

৪৩২২ ধরম আর করম, নাই তাতে সরম।

৪৩২৩ ধরম বঠেনী দুই হয় না।[১]

[১ নং ৩৭৬১ দ্রষ্টব্য]

৪৩২৪ ধর্ম্মকর্ম্ম হয়ে ঢোল, ঘরে ঘরে করে গোল।[১]

[১ নং ৪৩৪০-৪১]

৪৩২৫ ধর্ম্ম করিতে যবে জানি, পোখরী[১] দিয়া রাখিব পানি।[২]

[১ পুকুর। ২ ডাকের বচন]

৪৩২৬ ধর্ম্ম করিস্ পো-পোয়াতী, দু'টি ছেলের জন্মতিথি[১]।

[১ জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী।—নং ৭৮৪৯]

৪৩২৭ ধর্ম্ম ক'রে মরে যদি পাণ্ডুপুত্রগণ।
তবে ধর্ম্ম করে লোকে কিসের কারণ॥

৪৩২৮ ধর্ম্ম জানে কর্ম্মের কথা।

৪৩২৯ ধর্ম্মপথে থাকলে আধেক রাতে ভাত।

৪৩৩০ ধর্ম্মপুত্র[১] যুধিষ্ঠির।

[১ পা—ধম্মপুত্তুর। বিদ্রূপে প্রযুক্ত; যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তি ও মিথ্যাভাষণের দ্বারা দ্রোণের মৃত্যুর কারণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত। 'আমি ত তোমায় বলি নাই যে, আমি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, মিথ্যা কথা কই না'—গিরিশ ঘোষের ভ্রান্তি। 'ঠিক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে নিক্তির ওজনে ন্যায়মত কর্ম্ম ক'রে জমিদারী চালানো, তা একালে অসম্ভব'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন সন্ন্যাসী]

৪৩৩১ ধর্ম্ম রেখে কর্ম্ম।

৪৩৩২ ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।[১]

[১ আলালের ঘরের দুলালে উদ্ধৃত। সমগ্র শ্লোকটি এইরূপ— যাতঃ ক্ষামখিলাং প্রদায় হরয়ে পাতালমূলং বলিঃ শক্তপ্রস্থ-বিসর্জনাচ্চ স মুনিঃ (=ঋচীকঃ) স্বর্গং সমারোপিতঃ। আবাল্যাদসতী সতী সুরপুরীং কুন্তী সমারোহয়দ্ হা সীতা পতিদেবতাগমদধো ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ॥]

৪৩৩৩ ধর্ম্ম হয় না করলেই উপাস, কোদাল পাড়লেই হয় না চাষ।

৪৩৩৪ ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে[১], পাপ করলে ধরা পড়ে[২]।

[১ 'ধর্ম্মের কল আপনি নড়ে, এ বংশের ছেলে জামিন পেলে না'—গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী। ২ পা—মানুষের কলে মরচে পড়ে]

৪৩৩৫ ধর্ম্মের ঘরে কুঠের অভাব নেই।

৪৩৩৬ ধর্ম্মের ঘরে কুড়ের বাথান[১]।

[১ বাসস্থান, আড্ডা। নং ১৯৩৬]

৪৩৩৭ ধর্ম্মের ঘরে চুরি।[১]

[১ 'ধর্ম্মের ঘরেতে চুরি, অধর্ম্মের ঘরে হরি জন্মে যেমন অসম্ভব কথা'—দাশু রায়]

৪৩৩৮ ধর্ম্মের ঘরে না সয় পাপ, খোলসা ঘরে না রয় সাপ।[১]

[১ বাক্যবিপর্য্যয়ও দেখা যায়]

৪৩৩৯ ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়।

৪৩৪০ ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে[১]।[২]

[১ পা—ধর্ম্মের ঢোল বায়ে (=বাতাসে) বাজে। ২ অর্থাৎ ধর্ম্মঠাকুরের ঢাক। নং ৪৩৪১ দ্রষ্টব্য। 'ধর্ম্মের ঢাক ধর্ম্মে বাজায়, থাকবে না আর মান বজায়'—দাশু রায়। 'ধর্ম্মের ঢাক দেশে দেশে বাজে'—গিরিশ ঘোষের ভ্রান্তি]

৪৩৪১ ধর্ম্মের ঢাকে কাঠি[১] দেওয়া বা কাঠি পড়া[২]।

[১ পা—কাড়া। ২ কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মঠাকুরের ঘট মাথায় করিয়া সঙ্গে এক ঢাকী লইয়া গ্রামে গ্রামে যাইয়া ঢাকে কাঠি মারিয়া অভিযোগের বার্ত্তা শোনান হইত। 'ঢাকে কাঠি পড়া' (নং ৩৬৯৫) দ্রষ্টব্য]

৪৩৪২ ধর্ম্মের ধার ক্ষুরের ধার, করলে দু'মন নেইক নিস্তার।

৪৩৪৩ ধর্ম্মের ভরা[১] ভেসে ওঠে, পাপের ভরা তল যায়।

[১ বোঝাই নৌকা]

৪৩৪৪ ধর্ম্মের ষাঁড়।[১]

[১ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম, কিন্তু এখানে শ্রাদ্ধাদিতে উৎসৃষ্ট ও স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল ষণ্ড। নং ২৬০৮, ৪০২৩। 'তুই বিটী ধর্ম্মের ষাঁড়'—বিয়েপাগলা বুড়ো। 'আমার তিন কুলে কেউ নেই, আমি ধর্ম্মের ষাঁড়'—কমলে-কামিনী। 'আঁধারে বসে সবাই যত ধর্ম্মের ষাঁড় দাবার বড়ে টেপে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের কল্কি-অবতার]

৪৩৪৫ ধর্ম্মের সংসার পাথরের গাঁথনি।[১]

[১ 'গ্রামের লোকে বলিতে লাগিল—ধর্ম্মের সংসার হইলে প্রস্তরের গাঁথনি হইত'—আলালের ঘরের ত্বলাল]

৪৩৪৬ ধর মাছ, ভাগ আছে।

৪৩৪৭ ধর মার কাট খাও, ডেঙডেঙিয়ে ঘরে যাও[১]।

[১ পা—মাদল বাজাও]

৪৩৪৮ ধরল[১], অমনি ফোস্কা পড়ল

[১ পা—যেই ধরল]

৪৩৪৯ ধরলে কোঁ-কোঁ করে, এড়ে দিলে পাকসাট[১] মারে।

[১ পক্ষ সাপট বা ঝাপট, আস্ফালন]

৪৩৫০ ধরলে চিঁচিঁ, ছেড়ে দিলে সিংহী[১]।

[১ পা—ছাড়লে বিয়াল্লিশ লাফের সিংহী]

৪৩৫১ ধরলে জটে, ওই কথাটি বটে।

৪৩৫২ ধরাকে শরাজ্ঞান। বা, ধরাখান্ শরাজ্ঞান।[১]

[১ 'ইংরাজি পড়ে পাত ত্বচার, ধরাকে দেখেন শরার আকার' —রূপচাঁদ পক্ষী। 'ইংরাজী পড়িলে অনেকের মনে মাৎসর্য্য হয়, তাহারা পৃথিবীকে শরাখান্ দেখে'—আলালের ঘরের ত্বলাল। 'লোকের অহঙ্কার হল্যে পৃথিবী শরা দেখে, ও খুরী দেখছে'—নবনাটক। 'মিসেস্ পাঁচী গাউনপরা, ধরাকে দেখিবে শরা'—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচু ঠাকুর। 'ছোট-লোকের ছেলে ত্বকলম লেখাপড়া শিখেছে কি না, ধরাকে শরা-জ্ঞান করে'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন সন্ন্যাসী]

৪৩৫৩ ধরি মাছ, না ছুঁই পানি[১], তবেই বুদ্ধি বলে জানি।

[১ 'এখানে কৌশলের দ্বারা সকল করিতে হইবে—ধরি মাছ না ছুঁই পানি'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি করিয়া তাঁহাদের ইঙ্গিত করিলাম'—ইন্দিরা। অমৃত বস্থর কালাপানিতেও প্রযুক্ত]

৪৩৫৪ ধ'রে আনতে বললে বেঁধে আনে।

৪৩৫৫ ধরেছ ত ছেড় না।

৪৩৫৬ ধ'রে বেঁধে চক্রবর্ত্তী।

৪৩৫৭ ধ'রে বেঁধে পিরীত[১], আর ঘ'ষে মেজে রূপ[২], দুদিন পরে চুপ।[৩]

[১ পা—কেঁদে কেটে পিরীত; ধরে বেঁধে সোহাগ; সেধে পেড়ে ভাব। ২ পা—মেজে ঘ'ষে। বাক্যবিপর্য্যয়ও দেখা যায়। ৩ 'ধরে বেঁধে পিরীত আর ঘষে মেজে রূপ কখনই হয় না'—সধবার একাদশী।—নং ১৩১৫, ১৩১১]

৪৩৫৮ ধ'রে বেঁধে মারে যে, যাট বছরের বড় সে।

৪৩৫৯ ধ'রে ভদ্র ঘটান।[১]

[১ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করান। 'অবলা কি জানে ছিদ্র, কোথা কৃষ্ণ বলভদ্র,—পোড়ামুখি ধরে ভদ্র তুই গিয়ে ঘটাস লো'—দাশু রায়]

ধাইয়ের কাছে ইত্যাদি, নং ৪০১৮ দ্রষ্টব্য।

৪৩৬০ ধাড়ী কখনো পোষ মানে না।

৪৩৬১ ধা তিন্ তিন্ কশমালা, দেখাশুনা যেই বেলা সেই বেলা।

৪৩৬২ ধান এক গুণ, তুষ[১] তিন গুণ।

[১ পা—ঘাস]

৪৩৬৩ ধান এক মন, চাল্‌কে[১] তের জন।

[১ চাল-ব্যবসায়ী। পা—চাল্‌কি]

৪৩৬৪ ধানও যাবে, ধুকড়িও যাবে।[১]

[১ নং ৪৩৮৫]

৪৩৬৫ ধান খায় কাকে, বেঙের পায়ে দড়ি।

ধান খায়, পিটে উছড়ায়, নং ২২১৫ দ্রষ্টব্য।

৪৩৬৬ ধান খুন খাল, তিন নিয়ে বরিশাল।

৪৩৬৭ ধান গাছ চেনেন না।

৪৩৬৮ ধানগাছ চিরে তক্তা[১]।[২]

[১ পা—ধানগাছে তক্তা বা কড়ি (=কড়িকাঠ) ; ধানগাছে কয় ক'খান্ তক্তা। ২ 'ভাবছেন দোক্তা করবেন কচুর পাতে, তক্তা ধানগাছ চিরে'—অমৃত বসু। 'ধানের গাছ দেখনি বোধ হয়? ধানের গাছে লাল লাল ফুল হয়, গুঁড়ি চিরে বড় তক্তা হয়'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ষোড়শী]

৪৩৬৯ ধান ঘাটতে বাড় সয় না, চুল বাঁধতে মানা।
ধানঘাটনী আর চুল বাঁধে না[১] ॥

[১ নং ৭৪৮২]

৪৩৭০ ধানটির ভিতর চালটি, ফাঁস্‌টি আর ফুঁস্‌টি[১]।

[১ অর্থাৎ অনর্থক বাক্যমাত্র]

৪৩৭১ ধান[১] দিয়ে লেখাপড়া শেখা।

[১ পা—ধানচাল। অর্থাৎ সামান্য ব্যয়ে অল্প বিদ্যালাভ। '(চাকরী) হবে না? এ কি ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা আমার?'—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ]

৪৩৭২ ধান দিয়ে মুড়ি খাওয়া নয়।

৪৩৭৩ ধান-ধন বড় ধন আর ধন গাই।
সোনা রূপা কিছু-মিছু আর সব ছাই ॥

৪৩৭৪ ধান নষ্ট ক'রে খই, দুধ নষ্ট ক'রে দই।[১]

[১ নং ৩২৩১]

৪৩৭৫ ধান নেই চাল নেই, আড়িটি[১] ডাগর।

[১ ধান্যাদি শস্যের পরিমাণ ; তিন কাঠা]

৪৩৭৬ ধান নেই চাল নেই, আন্দিরাম মহাজন।[১]

[১ নং ৩৭০২, ৪২৯৯]

৪৩৭৭ ধান নেই চাল নেই, গোলাভরা ইঁদুর।
ভাতার নেই পুত নেই, কপালভরা সিঁদুর ॥

৪৩৭৮ ধান নেই তার মান বড়।[১]

[১ পা—ধান নেই ঘরে, তার মানে কিবা করে ; না থাকে

ধান কি করবে মান। 'গতবারে আপনার ধান গিয়েছে, এই-বারে মান যাবে'—নীলদর্পণ]

৪৩৭৯ ধান নেই তার হল চিঁড়ে, শিরো নাস্তি শিরঃপীড়ে।[১]

[১ নং ৬৬৩৩]

৪৩৮০ ধান নেই ধুরা[১] ঝাড়াঝাড়ি।

[১ একপ্রকার নিকৃষ্ট ধান। পা—ধুলা]

৪৩৮১ ধান পোড়ে আখায়[১], জল ঢালে মাথায়।

[১ উনানে]

৪৩৮২ ধান ভান্‌তে[১] শিবের[২] গীত।[৩]

[১ পা—ঘুঁটে কুড়োতে। ২ পা—মহীপালের (=পালবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজার)। নং ২৮০৫। ৩ 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' —রামেশ্বরের শিবায়ন। 'এই মাত্র বুড়া বয়সের ঢেঁকি পাড়িয়া বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিলে, আবার এ শিবের গীত কেন ?'—কমলাকান্তের দপ্তর। 'আপনার ধান ভানতে শিব-সঙ্গীত আরো ভাল লাগত'—কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। 'থাম ভাই, ধান ভান্‌তে শিবের গীত'—অমৃত বসুর নবযৌবন। 'তোমার ধান ভানতে শিবের গীত, বাহবা তোমারই জিত' —গিরিশ ঘোষের ভোটমঙ্গল]

৪৩৮৩ ধান ভানাবি গা[১], না-ভানাবার গা[২]।

[১ সম্বোধনে। ২ ইচ্ছা অর্থে]

৪৩৮৪ ধান যদি হয় পাটে-পাটে[১], ব'সে খেতে কত আঁটে।

[১ পাট=পল্লী, পাড়া]

৪৩৮৫ ধান যাক্, ধোকড়া থাক্।[১]

[১ নং ৪৩৬৪]

৪৩৮৬ ধান লুটবে তারা, মান দেবে তোমাকে।

৪৩৮৭ ধান-সম্পর্কে পোয়াল[১] মেসো।

[১ খড়। 'In its union with corn the straw becomes uncle !'—Morton]

৪৩৮৮ ধান সিদ্ধ বড় কাম, মাথা বেয়ে পড়ে ঘাম।

৪৩৮৯ ধান হলাম, আগড়া[১] হলাম, কুলোর ডগায় নেচে মলাম।

[১ খোসা]

৪৩৯০ ধানাই পানাই[১] কাঠি, তিন মানে না ষাঠী[২]।

[১ শিশুর অনিষ্টকর ধান পান এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। ২ ষষ্ঠী দেবী]

৪৩৯১ ধানি লঙ্কার ঝাল বেশি।

৪৩৯২ ধানের আগড়া[১] উড়ে যায়, মানুষের আগড়া রয়ে যায়।

[১ নং ৪৩৮৯ ; তুচ্ছ তুষ]

৪৩৯৩ ধানের আগে উড়ি[১] ফোলে।

[১ বন্য ধান, যাহা স্বভাবতঃ জন্মে]

৪৩৯৪ ধানের আবাদে ধন।[১]

[১ পা—আবাদের ধানে ধন]

৪৩৯৫ ধানের তুল্য ধন নেই[১] যদি না পড়ে ভুসা[২]।
ভায়ের তুল্য জন[৩] নেই যদি না করে হিঁসা[৪] ॥

[১ পা—ধান হেন ধন নেই। ২ ভুসি, শস্যের খোসা বা তুষ। পা—যদি না লাগে বেসে (বেসে = একপ্রকার সাদা পোকা, যাহা সারাংশ খাইয়া ধানকে খোসায় পরিণত করে) ; মিলের জন্য শেষ পংক্তি অনুরূপ পাঠ—হিঁসে বা হিংসে। ৩ পা—বল ; বন্ধু। ৪ হিংসা]

৪৩৯৬ ধানের মধ্যে আখালি[১], কত রঙ্গ দেখালি।

[১ পা—পিটের মধ্যে আঁটালি]

৪৩৯৭ ধানের মধ্যে আগুনবাণ[১], মানুষের মধ্যে মোছলমান।

[১ একপ্রকার নিকৃষ্ট ধান্য]

৪৩৯৮ ধানের মধ্যে খামা, ইষ্টির[১] মধ্যে মামা।

[১ পা—কুটুমের]

ধানের সঙ্গে খোঁজ নেই বোঝা বোঝা পোয়াল, নং ২৯৯৬ দ্রষ্টব্য।

৪৩৯৯ ধানের সাক্ষী খেড়[১], পাল্লার সাক্ষী ফের[২]।

[১ খড় (গ্রা)। ২ একবার এ পাল্লা একবার ও পাল্লা করিয়া ফের দিয়া মাপা]

৪৪০০ ধাপ্ দেশের পাপ বিচার, উল্‌টা কাঁটায়[১] মাপ।[২]

[১ পা—কাঠায়। ২ 'দেখি ধাপ দেশের পাপ বিচার, দোহাই আর দিব কার'—যজ্ঞেশ্বরী কবিওয়ালা]

৪৪০১ ধাপধাড়া গোবিন্দপুর[১]।

[১ প্রাচীন কলিকাতার গোবিন্দপুর অঞ্চলের কোন অখ্যাত স্থান। 'বড় বড় পণ্ডিতেরা সব সই করে গেলেন, আর উনি এলেন কোথা ধাপধাড়া গোবিন্দপুর থেকে'—অমৃত বসুর কালাপানি]

৪৪০২ ধাপা, ধাপাড় বা ধাপার মাঠ।[১]

[১ যে প্রান্তর বা জলাভূমিতে কোন কিছু স্তূপীকৃত হয়; কলিকাতার সন্নিহিত আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থান এই নামে পরিচিত]

৪৪০৩ ধামা চাপা দেওয়া।[১]

[১ 'তখন কোঁদল রাখ ধামা চাপা দিয়ে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৪৪০৪ ধামাধরা মানুষ।[১]

[১ আজ্ঞানুবর্ত্তী খোসামুদে; ধান চাল মাপিবার সময় যে মাপকের ইঙ্গিত অনুযায়ী ধামা ধরে। 'আপন ব্যবসায়ে ধামাধরা গোচ, দাদা যা বলেন তাতেই মত'—আলালের ঘরের দুলাল। 'আমি কেবল ধামাধরা, মন্ত্রিমহাশয় আমায় কিছু বল্যেন না, এত অপমান'—নবীন তপস্বিনী]

৪৪০৫ ধার করব, তার বেলা কেন।

৪৪০৬ ধার ক'রে কানে সোনা, ধার ক'রে হাতী কেনা[১]।

[১ 'ধারে হাতী কেনেন, পেমেণ্টের সময় ঠাঙ্গাঠেঙ্গি উপস্থিত হয়'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

৪৪০৭ ধার ক'রে খায়, হেঁট মাথায় যায়।

৪৪০৮ ধার চাইতে উধার[১] মাঙ্গে।

[১ কর্জ্জ, ঋণ। 'বান্ধা দিতে ধারেতে উধার'—কবিকঙ্কণ]

৪৪০৯ ধার নেই দা'য়ের, আছাড় ঝন্ঝন্।

ধার বোঝে না চর বোঝে না ইত্যাদি, নং ৩৫৮৬ দ্রষ্টব্য।

৪৪১০ ধার্ম্মিক নারিকেল, পাপী কুল।

৪৪১১ ধারলে ধান, না ধারলে পাতান[১]।

[১ পাতনা = তুষ, কুঁড়া বা খড়কুটা]

৪৪১২ ধারায়[১] নাড়া[২] টানে[৩] গোদে সাত পুরুষ টানে[৪]।

[১ অবিরল জলের প্রবাহে। ২ নল-তৃণ বা খাগড়া; অথবা,

কর্ত্তনের পর ধানগাছের অবশিষ্ট অংশ। ৩ পা—আগে আগ (=আগুনে আগুন) টানে। ৪ নং ৩৪১৯]

ধারে না কাটলে ভারে কাটে, নং ১০৯৪ দ্রষ্টব্য।

ধারে হাতী কেনা, নং ৪৪০৬ দ্রষ্টব্য।

৪৪১৩ ধিক তার জীবনে, যারে কেহ না মানে।

৪৪১৪ ধিকি-ধিকি জ্বাল, সেই সন্ধ্যাকাল।
মেয়ের এমনি রান্না, দিনে কেউ ভাত পান্ না ॥

৪৪১৫ ধীর[১] পানি পাথর ছেঁদে[২]।

[১ পা—স্থির। ২ পা—বেঁধে, কাটে]

৪৪১৬ ধীর জ্বাল, ঘন কাঠি, তারে বলে দুধ-আওটি[১]।

[১ পা—তবে দুধের পরিপাটি]

৪৪১৭ ধীর ধীর বোনে, তাঁতী সকল জিনে।

৪৪১৮ ধীরে রাঁধে[১] ধীরে খায়[২], তবে খাওয়ার মজা পায়[৩]।

[১ পা—রাঁধো। ২ পা—খাও। ৩ পা—জুড়ালে তার সোয়াদ পাও]

৪৪১৯ ধুকড়িতে ধান ধরে না, বেণেকে ধ'রে কিলোয়।

৪৪২০ ধুকড়ির ভেতর[১] খাসা চাল।[২]

[১ পা—ছেঁড়া বস্তায়। ২ 'ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল যে, এই দিকেই যে আস্‌ছে'—গিরিশ ঘোষের শ্রীবৎসচিন্তা]

৪৪২১ ধুকড়ির মধ্যে বুকড়ি চাল।

৪৪২২ ধুতুরা-ফুল দেখা।[১]

[১ 'অনেকের সর্দ্দিগর্ম্মি উপস্থিত, কেউ কেউ সিঙ্গে ফুকলেন; অনেকেই ধুতরো ফুল দেখতে লাগলো'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৪৪২৩ ধুন্ধুমার ব্যাপার।[১]

[১ বিষম হুলস্থুল বা গণ্ডগোল। 'ধুমধুমা' শব্দ হইতে ব্যুৎপত্তি সম্ভব। পুরাণে বর্ণিত কুবলয়াশ্ব রাজা কর্ত্তৃক মধুকৈটভ অসুরের পুত্র ধুন্ধুর অষ্টাদশ পুত্রের সহিত যুদ্ধ ও নিধনের ব্যাপারের ইঙ্গিত থাকিতেও পারে।—'দুটি মাত্র প্রাণীর বিয়ে যে কি রকম ধুন্দুমার ব্যাপার, তা তাঁকে এক রকম মোটামুটি বুঝিয়ে দেব'—শেষরক্ষা]

৪৪২৪ ধুঁয়া যার সয় না, রাঁধুনী সে হয় না।

৪৪২৫ ধুয়ে মুছে খালাস।

৪৪২৬ ধুলে যায় না উল্‌কির কালি।

৪৪২৭ ধূপ নেই দেবী, সাঁজাল[১] খাও।
আমি অভাগী আছি তাই এও পাও॥

[১ গোয়ালে মশা নিবারণের জন্য ঘুঁটের ধোঁয়া]

৪৪২৮ ধূমকে গ্রাম-দেবতা ডরান।

৪৪২৯ ধূলা নেই তার ঝাঁট।

৪৪৩০ ধূলাপায়ে[১] গঙ্গালাভ।

[১ অর্থাৎ গঙ্গাযাত্রার অব্যবহিত পরে]

ধূলামুঠা ধরলে সোনামুঠা হয়, নং ৬৬১৬, ৬৯৬১ দ্রষ্টব্য।
ধূলো উড়ুনের উপর কাদা-উড়ুনে আছে, নং ১৬৩২ দ্রষ্টব্য।

৪৪৩১ ধেয়ে আসে খেয়ে যায়, এঁটোপাতটাও নিয়ে যায়।

ধেয়ে ধেপে বার, ব'সে মারে তের, নং ১৭৫৮ দ্রষ্টব্য।

৪৪৩২ ধোঁকার[১] টাটি[২]।[৩]

[১ সন্দেহ বা ভ্রমের। ২ আগড়, camouflage, যাহার আড়ালে প্রকৃত বস্তু গোপন রহে। ৩ 'এ সংসার ধোঁকার টাটি'—রামপ্রসাদ। 'আগাগোড়া ধোঁকার টাটি, কিছুই নহে সাচা'—দাশু রায়]

৪৪৩৩ ধোপ কাপড়ের টেনাও[১] ভাল।

[১ ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড]

৪৪৩৪ ধোপা জানে কোন জন কাঙ্গাল,
সেকরা জানে কোন জন বাঙ্গাল[১]

[১ অর্থাৎ বোকা]

৪৪৩৫ ধোপা নাপিত কুমার কামার।
যে বিশ্বাস করে সেও এক চামার॥

৪৪৩৬ ধোপা ভাঁড়ারী।[১]

[১ ধোপার ভাণ্ডার অন্যের বস্ত্রে সমৃদ্ধ]

৪৪৩৭ ধোপায় কাপড় দিলে না, গাঙ্গুলির পুত মরুক।[১]

[১ অর্থাৎ পরস্পর অসম্বদ্ধ ঘটনা]

৪৪৩৮ ধোপার গাধা ভাতের কাঠি বয় না।[১]

[১ নং ২৪৮২]

৪৪৩৯ ধোপার পাটায় আছড়ান।

৪৪৪০ ধোপার ফাটে, না, ফুটে।[১]

[১ অর্থাৎ নিজের কাপড়ের বিষয়ে। নং ১১১৮]

৪৪৪১ ধোপার বাসি, নাপিতের 'আসি'।

৪৪৪২ ধোবা, পরের কাপড়ে শোভা।

৪৪৪৩ ধোবা, বসে কি কর রে দিগম্বরের গাঁয়।

৪৪৪৪ ধোয়া কাপড়ে কালি লাগা।

৪৪৪৫ ধোয়া ভাদ্রে[১] ধুয়ে নেওয়া।

[১ পা—ধোয়া বানে]

৪৪৪৬ ধোঁয়ার হাত এড়াতে গিয়ে পুড়ে মলাম আগুনে।

ন'কড়া ছ'কড়া করা, নং ৩১৬৪ দ্রষ্টব্য।

৪৪৪৭ নখদর্পণে থাকা।[১]

[১ দর্পণের মত নখের উপর অভীষ্ট বস্তু প্রতিবিম্বিত হওয়া]

৪৪৪৮ নখে কাটে কচি কালে, ঝুনো হলে দাঁত না চলে।

৪৪৪৯ নখে পেয়ে দু'খান করা।

৪৪৫০ নখের ছিদ্রে কুড়ুল লাগানো।[১]

[১ পা—নখের ছেদে কুড়ুল বাজে; নখে যদি ছিদ্র হয় (বা কাটা যায়) কি কাজ কুড়ুলে। 'নখে ছিদ্র হয় যদি কুড়ুলে কি কাজ'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'নখে কাটা যায় যাহা কি কাজ কুঠারে'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী]

৪৪৫১ নগরে উঠতে বাজারে আগুন।

৪৪৫২ ন' গাঁ মাগলে যা, সাত গাঁ মাগলেও তা।[১]

[১ পা—সাত গাঁ মাগলে এক পালি ধান, এক গাঁ মাগলেও এক পালি ধান]

৪৪৫৩ নঙরের সমুদ্রে বাস, সাঁতারের সঙ্গে খোঁজ নেই।

৪৪৫৪ ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।

[১ ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ। ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্ ॥]

৪৪৫৫ ন চাষা সজ্জনায়তে।

৪৪৫৬ ন'টে খেটে আড়াইয়ে[১], সজনে বার মাস।

[১ ন'টে বা নোটে শাক আড়াই মাস মাত্র থাকে]

৪৪৫৭ ন'টের[১] বৃদ্ধি হোক্ না যত[২] থাকবে না দুই ঘড়ি।

[১ ন'টে বা নোটে শাক এই প্রবাদের উদ্দেশ্য (নং ৪৪৫৬ দ্রষ্টব্য), কিন্তু Morton অর্থ করিয়াছেন, নটের=of the buffoon! ২ পা—কেন]

৪৪৫৮ নটীকে না বল নটী, উল্‌টে ধরবে চুলের মুঠি।

৪৪৫৯ নড়তে পারে না বন্দুক ঘাড়ে[১],
এঁড়ে গরু নিয়ে তালগাছ চড়ে।

[১ নং ২৯০৫, ৬৭৪৬]

৪৪৬০ নড়লো ডোঙা ত ডুবলো পোঙা।[১]

[১ নং ৩০১১]

৪৪৬১ নড়া দাঁত পড়া ভাল।

৪৪৬২ ন'ড়ে-চ'ড়ে বেঁশের[১] মরণ।

[১ 'রণকালে যে বংশী ধরে তাহাকে বেঁশে বলে'—লঙ সাহেবের ব্যাখ্যা]

৪৪৬৩ নড়ে মধু, পড়ে না।

৪৪৬৪ নদী এক কূল ভাঙে, আর কূল গড়ে।[১]

[১ পা—নদীর এক কূল বই ভাঙে না]

নদীকূলে বাস, এক পুত্রের আশ, নং ৯৯২ দ্রষ্টব্য।

৪৪৬৫ নদী নারী শৃঙ্গধারী[১], এ তিনে না বিশ্বাস করি।[২]

[১ পা—শস্ত্রধারী। ২ সং—নখিনাং চ নদীনাং চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রধারিণাম্। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ॥]

৪৪৬৬ নদীতে এল বান ত কুমীর ধ'রে আন্।

৪৪৬৭ নদী থাকলেই চড়া পড়ে।

৪৪৬৮ নদীর কূল, শালের মূল।[১]

[১ শীতকালে বাসের উপযোগী]

নদীর কূলে বাস, ভাবনা বার মাস, নং ৯৯২, ৬১৫৩ দ্রষ্টব্য।

৪৪৬৯ নদীর কূলে চাষ[১], হয় ত ভাল, নয় ত মন্দ, নয় ত সর্ব্বনাশ।

[১ নং ৪৪৭১]

৪৪৭০ নদীর তীরে কুয়ো খোঁড়া।

৪৪৭১ নদীর ধারে চাষ, বালির ওপর বাস।[১]
সু-অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস।
এর ওপর যার বিশ্বাস, তার সাত পুরুষে কাটে ঘাস ॥

[১ গিরিশ ঘোষের চণ্ড নাটকে এইটুকু প্রযুক্ত]

৪৪৭২ নদীর পাড়ের গাছ।

৪৪৭৩ নদীর[১] মুখে বালির বাঁধ।

[১ পা—বানের। নং ৫৭৬২]

নদী শুকালেও রেখা থাকে, নং ২৪৩৭ দ্রষ্টব্য।

৪৪৭৪ ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ।[১]

[১ স্নাতব্যং পঞ্চভিঃ সার্ধং গন্তব্যং পঞ্চভিঃ সহ। ভোক্তব্যং পঞ্চভিঃ সার্ধং ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ ॥]

৪৪৭৫ ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়।

৪৪৭৬ নদের গোরাচাঁদ।

৪৪৭৭ ননদিনী রায়বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে কালসাপিনী।

৪৪৭৮ ননদিনী রায়বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সোজা।
কলিতে বউ রোজা ॥

৪৪৭৯ ননদিনী রায়বাঘিনী, পাড়ায় পাড়ায় কুচ্ছ গায়।
ননদিনী যদি মরে সুখের বাতাস বইবে গায়॥

৪৪৮০ ননদী বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা।[১]
[১ চণ্ডীদাস]

৪৪৮১ ননদেরও ননদ আছে।

৪৪৮২ ননীর পুতুল।[১]
[১ যাহা সামান্য আঁচে বা রৌদ্রের তাপে গলিয়া যায়।—'সৌভাগ্যবশতঃ বড়বাবু এমন নীতিবায়ুগ্রস্ত ননীর পুতুল নহেন' —প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন সন্ন্যাসী]

৪৪৮৩ নন্দ ঘোষ, তোর জেতের দোষ।

৪৪৮৪ নব কাত্তিক[১], বা, ময়ূরছাড়া কাত্তিক।
[১ 'আপনি দেখতে নব কার্ত্তিকটি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের সিংহল-বিজয়]

৪৪৮৫ নবডঙ্কা[১]।
[১ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন, ফাঁকি। 'সহস্র দোষ ঢাকে যদি বিদ্যা দেখতে পাই। তাতে নবডঙ্কা, অক্ষর পেটে আঙ্ক ফলাও নাই'॥ পুনশ্চ, 'লেখা করি দেখেছি অঙ্ক, লাভের বিষয় নবডঙ্ক'—দাশু রায়। 'শুভ কর্ম্মে দানের দফায় নবডঙ্কা'—হুতোম প্যাঁচার নকৃশা। 'সে দিকে নবডঙ্কা, ছেলে ট্যাকা শুদ্ধ সরেছে'—অমৃত বসুর বিবাহবিভ্রাট]

৪৪৮৬ নবধা কুললক্ষণম্।[১]
[১ আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥]

৪৪৮৭ ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবনম্।

৪৪৮৮ নবমীর পাঁঠা।

৪৪৮৯ নবান্নের কাক।

৪৪৯০ নবাব আর কি। অথবা, নবাব সিরাজদ্দৌল্লা আর কি।

৪৪৯১ নবাবী চাল। নবাব-পুত্তুর। নবাবের নাতি[১]।
['ফুলায় বুকের ছাতি যেন নবাবের নাতি'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৪৪৯২ নবাব খাঞ্জা খাঁ।[১]

[১ হুগলীর শেষ ফৌজদার খান্ জাহান্ খান্ অতিরিক্ত নবাবীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'রাজা তো রাজা, আপনি নবাব খাঞ্জা খাঁ হইবেন'—অমৃত বসুর রাজা বাহাদুর]

৪৪৯৩ নবাব সরকারের ঘোড়ার অভাব।

৪৪৯৪ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি[১]।

[১ অন্নদানাং পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।—'হারায়ে হেমবর্ণ সতী, ন ভূত ন ভবিষ্যতি, কি বিচ্ছেদ ভূতপতির উৎপত্তি'—দাশু রায়]

৪৪৯৫ নয়দুয়ারী শতেক খোয়ারী।

৪৪৯৬ ন যযৌ ন তস্থৌ।[১]

[১ কালিদাস, কুমারসম্ভব।—'ন যযৌ ন তস্থৌ প্রায় হইয়া জলমধ্যে নগ্না মুক্তকেশী রোদন করিতে লাগিল'—প্রবোধচন্দ্রিকা]

৪৪৯৭ নরক গুলজার[১]।

[১ জাঁকাল। বহু পাপীর সমাগমে আসর জম্‌জমে]

৪৪৯৮ নরম কাঠে ছুতোরের বল।

৪৪৯৯ নরম বিবির খড়ম-পা[১], হাঁটতে বিবির নড়ে না গা।

[১ যে পদতলের মধ্যভাগ চলিবার সময় খড়মের মত শূন্যে থাকে ও মাটি স্পর্শ করে না; ইহা অশুভ চিহ্ন বলিয়া কথিত। 'হংসগমন নহে খড়মচরণ'—নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল]

৪৫০০ নরম মাটিতে বেরালে আঁচড়ায়[১]।

[১ পা—হাগে। নং ৫৮৩। প্রবাদের পা—শক্ত মাটিতে বেরাল আঁচড়ায় না]

৪৫০১ নরমের ঘাড় ভরমে ভাঙে।

৪৫০২ নরমের বাঘ, গরমের কুকুর[১]।

[১ পা—শেয়াল]

৪৫০৩ নরানাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ।

৪৫০৪ নরাণাং মাতুলক্রমঃ।[১]

[১ গোরক্ষঃ সহদেবশ্চ নকুলো হয়রক্ষকঃ। বৈরাটে কুরুদায়াদৌ

নরাণাং মাতুলক্রমঃ॥ শল্যকে লক্ষ্য করিয়া কর্ণের উক্তি; শল্য ছিলেন ইঁহাদের মাতুল]

৪৫০৫ নরুণ দিয়ে তালগাছ কাটা।

৪৫০৬ নরে নাড়ে হাত আর বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে না পারি নর-বানরের কথা॥[১]
[১ কৃত্তিবাস]

৪৫০৭ নরের মন নারায়ণ[১]।
[১ পা—নারায়ণ জানে]

৪৫০৮ নলকে রাজা, পণকে সাহু।[১]
[১ 'With a furlong of land a man is your lord, for a pan of cowrie your creditor'—Morton]

৪৫০৯ নলচে[১] আড়াল দিয়ে[২] তামাক খাওয়া।
[১ হুঁকার দণ্ড। ২ অর্থাৎ গুরুজনকে আড়াল করিয়া]

৪৫১০ নলের[১] উপর মুগুর।
[১ লোহার হইলেও ফাঁপা চোঙ্গার]

৪৫১১ নষ্ট গুয়া দখিন বায়ে, নষ্ট ঝি দোচারিণী মায়ে।
নষ্ট বহু[১] পরের ঘরে, পুত্র নষ্ট পরদার ক'রে॥[২]
[১ বউ। ২ ডাকের বচন]

৪৫১২ নষ্ট নারীর পরিচয়, বুদ্ধিগুণে সতী হয়।

৪৫১৩ নষ্ট মাগীর[১] বড় গলা, শুনতে কান ঝালাপালা।

৪৫১৪ নষ্টের গুরু[১], দুষ্টের গোঁসাই।
[১ নং ৪৫৭২]

৪৫১৫ নষ্টের (বা যত নষ্টের) গোড়া।[১]
[১ 'সেই বল্লাল বেটাই যত নষ্টের গোড়া'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। 'ঐ গদাই পালই যত নষ্টের গোড়া'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন সন্ন্যাসী। 'আপনি যে সকল নষ্টের গোড়া তা তাদের জানতে বাকি নেই'—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ]

৪৫১৬ নসিবের এমনি খেলা, যারে কই ভাই সে কয় শালা।

৪৫১৭ ন স্থানং তিলধারণে।[১]
[১ 'ঘরে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ'—রবীন্দ্রনাথ]

৪৫১৮ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।[১]

[১ পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে। পুত্রস্ত স্থবিরে কালে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি]

না আঁচালে বিশ্বাস নেই, নং ৬৬ দ্রষ্টব্য।

৪৫১৯ না আছে নেই আয়োজন, পাড়া ভ'রে নিমন্ত্রণ।

না আছে নেই পেটে ভাত কোঁচাটা ইত্যাদি, নং ২৭৪০ দ্রষ্টব্য।

৪৫২০ নাই-আঁকড়া।[১]

[১ নাছোড়বান্দা]

নাই * ঘরে খাঁই বড়, নং ২৭২৮ দ্রষ্টব্য।

৪৫২১ নাই চাল নাই পাত[১], চড়িয়ে দাও শুধু ভাত।[২]

[১ পা—নাই বা নাই চাল পাত। ২ পা—নাই নাই চাল ফেনে ফেনে রাঁধ]

৪৫২২ নাই-ধুই ত কেশ ভেজে না, জ্বলে কাঠ ত ভাত সেজে না।

৪৫২৩ নাই বা করল লেখাপড়ি, পাবেই একটা দারোগাগিরি।

৪৫২৪ নাই বা দিলে তাই বা কি, গুড়ে মণ্ডার অভাব কি।

নাই ভাত, নুন দিয়ে খাব, নং ৬১৯৮ দ্রষ্টব্য।

৪৫২৫ নাইয়ের[১] কুকুরের পাতে ভোজন[২]।
ফাল[৩] দিয়ে কুত্তার মাথায় উঠন ॥[৪]

[১ নাই=স্নেহ, প্রশ্রয়। ২ পা—নাই (বা নেলে) কুত্তার পাতে ভাত (এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পংক্তির অভাব)। ৩ লাফ। ৪ নং ১৮৯১, ৫০২১]

না উঠতেই এক কাঁদি, নং ২৪৫৩ দ্রষ্টব্য।

৪৫২৬ না এ দিক, না ও দিক।[১]

[১ নং ১১৬৬]

৪৫২৭ নাও ঘোড়া নারী, যে চড়ে তারি।

নাও পর গাড়ি, গাড়ি পর নাও, নং ২৪৭৫ দ্রষ্টব্য।

---

* 'নেই' শব্দও দ্রষ্টব্য।

৪৫২৮ নাও রে, তুই ল' আমারে, আমি লই তোরে।

৪৫২৯ নাক কান কেটে ঝামা ঘষা।

নাক টানলে মুখ আসে, নং ১৬৪৪ দ্রষ্টব্য।

৪৫৩০ নাক থাকলেই শিক্‌নি।

৪৫৩১ 'না' কথার বালাই নেই।

৪৫৩২ নাক দিয়ে খায়, না, মুখ দিয়ে খায়।

৪৫৩৩ নাক না থাকলে গুও খায়।

নাক নেই তার নথনাড়া, নং ২৪৮৯, ২৯৭৫ দ্রষ্টব্য।

৪৫৩৪ নাক নেই বেটীর নথের সখ[১], ফেল্‌না বেটীর কত ঠমক।

[১ নং ২৪৮৯, ২৯৭৫]

৪৫৩৫ নাক নেই, বেটী বেশর পরে।

৪৫৩৬ নাক নেড়ে কস্‌নি কথা, ভাঙবে নথের সুষণি-পাতা।

৪৫৩৭ নাকফোঁড়া বলদ।[১]

[১ নং ৪৫৪২ দ্রষ্টব্য]

৪৫৩৮ নাক বাজে যার নিদ্‌মহলে,[১] রুষ্য ভাষে দুষ্য বলে[২]।
ভূমি কাঁপে পায়ের ঘায়, তার এয়োতী ক'দিন রয়॥[৩]

[১ পা—নাক বাজে খর নিদ্রা গেলে। ২ পা—সবাকে রুষিয়া বোল বলে। ৩ ডাকের বচন। অনুরূপ বচনের জন্য নং ৭৭০ দ্রষ্টব্য]

৪৫৩৯ নাকে কাজ, না, নিঃশ্বাসে কাজ।

৪৫৪০ নাকে কানে খত দেওয়া।[১]

[১ 'ভূমে হাঁটু পাতি কেহ নাকে দেয় খত'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'নাকে খত, কানে খত, দুনো সুদে লিখে খত, আপাতত দূর করে দুখ'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'এই নাকে কানে খত, এমন কর্ম্মে আর নয়'—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। 'নাকে কানে খত দাও, আর কখনও জীয়ন্ত মানুষের ছায়া মাড়াইবে না'—দীনবন্ধুর যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ]

৪৫৪১ নাকে কানে খত, আমতলা দিয়ে পথ।

৪৫৪২ নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান।[১]

[১ অর্থাৎ 'নাকফোঁড়া বলদের মত'—রামপ্রসাদ। নং ৪৫৩৭। 'বোকা ভাতার না হলে, নাকে দড়ি দে' ঘোরাব কি ক'রে ?'—গিরিশ ঘোষের য্যায়সা কি ত্যায়সা। 'ঠাকুর ভাবছেন যে হরিশ্চন্দ্রকে খুব জব্দ করেছি, কিন্তু আমি দেখছি যে, হরিশ্চন্দ্রই ঠাকুরের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে'—নৃত্যগোপাল রায়ের হরিশ্চন্দ্র। 'তোমার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্চি ত'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের মেবার-পতন]

৪৫৪৩ নাকে মুখে গোঁজা।[১]

[১ এত তাড়াতাড়ি খাওয়া যে হাত মুখে তুলিতে নাকে লাগে]

৪৫৪৪ নাকের চেয়ে নাকের ডাক বেশি।
নামের চেয়ে নামের ডাক বেশি॥

৪৫৪৫ নাকের জলে চোখের জলে করা বা হওয়া।[১]

[১ 'এই বয়সে কত শত বেটার নাকের জলে চক্ষের জলে করে ছেড়েচি'—একেই কি বলে সভ্যতা]

৪৫৪৬ নাকের বদলে নরুণ।[১]

[১ নাকে ফোটা কাঁটা তুলিতে গিয়া নাপিত কর্ত্তৃক শৃগালের নাসিকাচ্ছেদন ও তাহার ক্ষতির বদলে নরুণ দেওয়ার গল্প হইতে]

৪৫৪৭ নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমান।[১]

[১ 'ঘুমুচ্ছিলেন নাকে সরষের তেল দিয়ে, তাই পড়েছেন পেছিয়ে'—গিরিশ ঘোষের ভোটমঙ্গল। 'ঘুমোও তুমি, নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের কল্কি অবতার]

৪৫৪৮ না খায় ভাত, না পিয়ে পানি, যমে মানুষে টানাটানি।

৪৫৪৯ না খেয়ে আঁচানর ধূম।

৪৫৫০ না খেয়েই এত, খেলে না জানি কত।

না খেলে যাবে দিন, ধার করলে হবে ঋণ, নং ৮৩৪ দ্রষ্টব্য।

৪৫৫১ না গজাতে ঘুণ ধরে, না উঠতে আছাড়।
বাসরেতে ভাতার মরে, বাসি বে'তে রাঁড়॥

৪৫৫২ নাগর-চাঁদের শোয়ার পরিপাটি।
দু'পাশে রয়েছে দুই সুপারির আঁটি॥

৪৫৫৩ নাগর এল না[১], উতলা মন, কিসের রাঁধন কিসের ভোজন।
[১ পা—না আসায়]

৪৫৫৪ না ঘরের, না ঘাটের।[১]
[১ নং ৪৬১৫]

৪৫৫৫ নাঙ[১]-চোর বিবি বাঁদীর খপ্পরে[২]।[৩]
[১ উপপতি। ২ খর্পরে, ফাঁদে। ৩ 'এখন লোকে উল্‌টে বলছে কত, সয়ে থাকি চোরের মত, বাঁদীর খপ্পরে হয়েছি বাধার দোষে'—দাশু রায়]

৪৫৫৬ নাচতে কি আমি[১] জানিনে, মাজার ব্যথায় পারিনে।
[১ পা—আমি কি নাচতে]

৪৫৫৭ নাচ-কোঁদ, ভুলো না।
নাচ কাচ বাপ ভাই ইত্যাদি, নং ৭১৪৬ দ্রষ্টব্য।

৪৫৫৮ নাচতে জানিনে, আমায় ধ'রে এনেছে।
যদি নাচি, তবে আমার ছেলে নেবে কে॥

৪৫৫৯ নাচতে জানে না, উঠান চষে।
নাচতে জানে না বামুন ডেকরা ইত্যাদি, নং ২২০৪ দ্রষ্টব্য।

৪৫৬০ নাচতে[১] না জানলে[২] উঠানের দোষ[৩]।
[১ পা—চলতে। ২ পা—জানে না। ৩ পা—উঠান বাঁকা]

৪৫৬১ নাচতে ব'সে[১] ঘোমটা।[২]
[১ পা—এসে; নেমে। ২ 'সকৃৎপ্রবৃত্তায়াঃ কিমবগুণ্ঠনেন' এই সংস্কৃত লৌকিক ন্যায়ের সহিত তুলনীয়। 'নাচতে বসেছি ঘোমটাই বা কেন?'—আলালের ঘরের দুলাল। 'নাচিতে আসিয়া ঘোমটা দিলে লোকে কি লজ্জাশীলা বলে'—দীনবন্ধু মিত্র। 'বিষয় করতে গেলেই ও সব চাই, আসরে নেমে আর ঘোমটা কেন?'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের পরপারে]

৪৫৬২ না চাইলে ঘোড়াটা[১] পাই, চাইলে বুঝি হাতীটা পাই।[২]
[১ পা—ছাতিটা। ২ পা—না চাইতে ছাতি পেলাম, চাইলে বুঝি হাতী পেতাম]

নাচি কুঁদি বার ভাই ইত্যাদি, নং ৭১৪৬ দ্রষ্টব্য।
নাচুন্তীর লাজ নেই দেখুন্তীর লাজ, নং ৮৫৯৬ দ্রষ্টব্য।

৪৫৬৩ নাচে ভাল, পাক দেয় উল্টা[১]।
[১ পা—মন্দ]

৪৫৬৪ নাচের পা থামে না।

৪৫৬৫ না ছাতা না মাথা।[১] বা, ছাতাও নেই মাথাও নেই।
[১ পা—না মাথা না ছাতা]

৪৫৬৬ নাছের[১] ভিখারী, বা, নাছের কুকুর।
[১ সদর রাস্তার। এই শব্দের অর্থের জন্য নং ২৩৭৭ দ্রষ্টব্য। 'নিমেষেকে কর ইন্দ্রে নাছের ভিখারী'—কাশীরাম দাস (আদিপর্ব্ব)। 'কেহ লক্ষ্মীপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক'; পুনশ্চ, 'আঁটকুড়া বুড়া তায় নাছের ভিখারী'—ঘনরাম। 'জন্মে জন্মে হঙো তার নাছের কুকুর'—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল]

৪৫৬৭ না ছুঁতেই কেঁউ।

৪৫৬৮ না জানে আঁধি-সাঁধি, ধুচনী দেখে বলে কাঁচকলার কাঁদি।

৪৫৬৯ নাটা[১] কাঁঠালের আঠা বেশি।
[১ পা—নঠা ('অর্থাৎ ভূও কাঁঠাল অথবা বীজশূন্য কাঁঠাল'—লঙ সাহেবের ব্যাখ্যা)]

৪৫৭০ নাটানী[১] যায় হাটে।
চার কড়ার শিন্নি[২] কিনে পথে-পথে চাটে॥
[১ 'নাটা' হইতে বেঁটে খাট অর্থে; অথবা 'নাতান' হইতে দরিদ্র নির্ধন অর্থে। ২ অর্থাৎ পীরের জন্য]

৪৫৭১ নাটা[১] মানুষ আগে মাতে, নাটা জমিন আগে ফাটে।
[১ 'নত' বা 'লতান' শব্দ হইতে; বেঁটে ছোট বা অবসন্ন]

৪৫৭২ নাটের গুরু[১], বা, নাটের গোঁসাই।
[১ 'সব নাটের গুরু কালা'—চণ্ডীদাস। নং ৩৪১, ৩৪৭৭, ৩৬১৬, ৪৫১৪]

৪৫৭৩ না ডাকলে যেও না, ঘরের ভাত খেও না।

৪৫৭৪ নাড়াবনে কেত্তন।[১]
[১ নং ১৮২৮, ৩২৩৩]

৪৫৭৫ নাড়ার[১] বিবি খাটে যায়, ফিরে ফিরে নাড়ার পানে চায়।
[১ নাড়াবনে তৃণশয্যায় অভ্যস্ত]

৪৫৭৬ নাড়ীনক্ষত্র সব[১] জানা বা টেনে বের করা।[২]
[১ অর্থাৎ গোড়া হইতে সব বৃত্তান্ত। ২ 'উনি আমাকে চিনতে পারলেন না, আমি ওর নাড়ি নক্ষত্র সকলি জানি'—নব নাটক। 'তোমার নাড়ী নক্ষত্র সব জানি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের সিংহল-বিজয়]

৪৫৭৭ নাড়ীর টান্। নাড়ীছেঁড়া ধন।[১]
[১ পুত্র। নং ৫৪৪৯]

৪৫৭৮ নাড়ু-গোপাল।

৪৫৭৯ নাড়ু নাড়লেই গুঁড়া পড়ে।

৪৫৮০ না(ন্যা)তাকা(ক্যা)তার হাঁড়ি।[১]
[১ বাজে জিনিস সঞ্চয় করিয়া রাখিবার হাঁড়ি]

৪৫৮১ নাতা (ন্যাতা)[১] জোবড়া হয়ে থাকা।
[১ নাতা, নেতা বা ন্যাতা = ঘর নিকাইবার ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড]

৪৫৮২ নাতান (বা, নাতোয়ানী) কাচ কাচা।[১]
[১ সামর্থ্য সত্ত্বেও অসামর্থ্যের ভাণ করা। নাতান = ফা. নাতুয়ান্, অসমর্থ অক্ষম বা দরিদ্র। 'মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস্ তালুকের প্রজা, কখন নাতান কখন সাতান, কখন বাকির দায়ে ঠেকি রে'—রামপ্রসাদ। কাচ কাচা = ছল করা; নং ২৬৭৪ দ্রষ্টব্য। 'নাতোয়ানী কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভস্মভূষণ পরি'—রামপ্রসাদ]

৪৫৮৩ নাতানের সাত ঘর।[১]
[১ অর্থাৎ দুর্ব্বল দরিদ্রের সাত জনের কাছে সাহায্য পাইবার উপায় আছে]

৪৫৮৪ নাতিপুতির গুষ্টি, নাই ঠিকুজি কুষ্টি।

৪৫৮৫ নাতির নাতি, স্বর্গে বাতি।[১]
[১ অর্থাৎ দীর্ঘজীবীই পুণ্যবান্। নং ৭৫১৩]

৪৫৮৬ নাতোয়ানের দুনো ব্যয়।[১]
[১ অর্থাৎ কার্য্যকালে অক্ষমতা হেতু পরে সেই কার্য্যে দ্বিগুণ ব্যয় হয়]

৪৫৮৭ নাতোয়ানের[১] দুনো মালগুজারি[২]।

[১ অক্ষম প্রজার। ২ খাজনা দেওয়া। অর্থাৎ সময়ে খাজনা দিতে না পারায় পরে সুদে আসলে বেশি দিতে হয়। 'নাতোয়ানের দুনো মালগুজরি ; আমায় নাতোয়ান দেখে সবাই আধা দরে বাড়ী কিনতে চায়'—গিরিশ ঘোষের বলিদান]

৪৫৮৮ না থাকনের চেয়ে মাগন ভাল।

না থাকে ধান, কি করবে মান, নং ৪৩৭৮ দ্রষ্টব্য।

৪৫৮৯ না থুইব যে গুরু মারে, না থুইব যে স্ত্রী জার করে।

পরের বাড়ী যার বাড়ীয়ালি, দুই স্ত্রীয়ে যেথা কোন্দলী ॥[১]

[১ ডাকের বচন]

৪৫৯০ নাদাপেটা হাঁদারাম।

৪৫৯১ না-দেওয়া কাঁঠালের শাওনে নাম।[১]

[১ অর্থাৎ না দেওয়ার ইচ্ছা থাকিলে বলা হয় যে কাঁঠাল শ্রাবণ মাসে পাকে]

৪৫৯২ না-দেওয়ার চাল, আজ না কাল।

৪৫৯৩ না দেখলে থাকতে নারি, দেখলে পরে মারামারি।[১]

[১ নং ৬২৪৫]

৪৫৯৪ না দেখে চ'লে যায়, পায়ে-পায়ে হোঁচট খায়।

৪৫৯৫ না নদীর কূল, না বৃক্ষের মূল।

৪৫৯৬ নানা মুনির নানা মত[১]।[২]

[১ ইহার পর 'যত মত তত পথ' এই অধিক বাক্যও পাওয়া যায়। ২ 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'—মহাভারত। 'যখন বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্তেই পণ্ডিতদিগের মতের অনৈক্য, তখন কল্পনামাত্রপ্রসূত ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত হইবে না কেন'—বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ। হুতোম প্যাঁচার নকশায়, আলালের ঘরের দুলালে ও অমৃত বসুর রাজা বাহাদুরেও প্রযুক্ত]

৪৫৯৭ না নোয়ালে মাথা, লাগে চালের বাতা[১]।

[১ খোড়ো চালের বাঁখারি দিয়া বাঁধা ঢালু প্রান্তভাগ]

৪৫৯৮ নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।[১]

[শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩৮,৬।১৫]

না পড়াবি পো ত সভায় নিয়ে থো, নং ৪৮০৩ দ্রষ্টব্য।

৪৫৯৯ না প'ড়ে পণ্ডিত।[১]

[১ 'পুরুষকে নারী শিখায় নীত, না প'ড়ে হয় পণ্ডিত, প'ড়ে শুনে পুরুষগুলো মূর্খ'—দাশু রায়]

৪৬০০ নাপিত দেখলে নখ বাড়ে[১]।

[১ পা—নাপিত দেখলে নখকোনি (বা নখকুনি)]

৪৬০১ নাপিত বৈদ্য ধোপা চোর, যুগী বৈরেগীর নেইক ওর[১]।

[১ অন্ত, কিনারা]

নাপিত শেখে পরের মাথায়, নং ৪৯২৯ দ্রষ্টব্য।

৪৬০২ নাপিত হল কবিরাজ, ক্ষৌরী করে কে[১]।

[১ পা—চুল কাটবে কে]

৪৬০৩ নাপিতের ঘোলচোঙা বুদ্ধি।

৪৬০৪ না বল্‌লে—বল্ ঠিক, বল্‌লেই বেল্লিক।

৪৬০৫ না বাড়ে বংশ, এঁড়ে বাছুর বিয়য়!

৪৬০৬ না বিইয়ে কানাইয়ের মা।[১]

[যশোদা কৃষ্ণের প্রসূতি না হইয়াও মাতা রূপে প্রসিদ্ধ।—নং ৭৬৪০]

৪৬০৭ না বুঝে ছিলাম ভাল, আধেক বুঝে প্রাণটা গেল।[১]

[১ নং ৬০৭৭]

৪৬০৮ না ভাঙে না মচকায়।[১]

[১ নং ৬১৬২, ৬৩৬৯]

৪৬০৯ না ভাল না মন্দ, কথা কইলে সন্দ[১]।

[১ সন্দেহ]

৪৬১০ নামকাটা[১] সেপাই।[২]

[১ কাগজপত্র হইতে যাহার নাম খারিজ করা হইয়াছে; বহিষ্কৃত। '(সভাতে) কতকগুলিন নামকাটা সেপাই ঢুকেছেন'—সধবার একাদশী। 'ও ছোঁড়া নামকাটা সেপাই—চোর'—অমৃত বসুর নবযৌবন]

৪৬১১ নামটা যেন ঢাক, ভেতরটা ফাঁক।[১]

[১ 'নামটা ঢাকের মত, ভেতরটা ফাঁক'—হুতোম প্যাচার নক্‌শা]

৪৬১২ নাম নেই, গোত্র নেই, ট্যাম্‌গোপালের নাতি।

৪৬১৩ নাম বড়া, দর্শন থোড়া।

নাম বেরল যার, পোঁদ ফাটল তার, নং ৫৪১৮ দ্রষ্টব্য।

৪৬১৪ না মরতেই ভূত।

৪৬১৫ না মাঠের, না বাটের[১]।

[১ রাস্তার। পা—ঘাটের। নং ৪৫৫৪]

না মাথা, না ছাতা, নং ৪৫৬২ দ্রষ্টব্য।

নামে গয়লা কাঁজি খায়, নং ৩৪১২ দ্রষ্টব্য।

৪৬১৬ নামে ডাকে গুরু মশাই, লেজামুড়োর জ্ঞান নাই।

৪৬১৭ নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না।

৪৬১৮ নামে ধন্বন্তরি, চিকিৎসায় যম।

৪৬১৯ নামে ধর্ম্মদাস, ধর্ম্মের নাম নেই।

৪৬২০ নামে (বা প্রতাপে) বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।[১]

[১ 'তাঁহার নামে আজো বাঘে গরুতে জল খায়'—আলালের ঘরের দুলাল। 'পূর্ব্বে কি ছিল এখন কি হলো, আমার প্রতাপে বাঘে গরুতে একত্রে জল খেতো'—নবনাটক। 'আমার প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়'—যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ। 'যার নামে বাঘে গরুতে এক সঙ্গে জল খায়'—অমৃত বসুর নবযৌবন]

৪৬২১ নামের ডাকে গগন ফাটে, ঢেঁকিশালে কুঁড়ো চাটে।[১]

[১ গিরিশ ঘোষের চণ্ড নাটকে প্রযুক্ত]

নায়কের ইচ্ছা উলুবনে গোড়, নং ১৮২৮ দ্রষ্টব্য।

৪৬২২ নায় ধোয় ছোঁয় চাম, মুচি মাগীর কিবা কাম।

৪৬২৩ নায় না ধোয়,[১] মাঝখানে শোয়।

[১ পা—খায় না ছোঁয়]

নায়ে আঁটে না, শুয়ে যায়, নং ২৭০৯ দ্রষ্টব্য।

৪৬২৪ নায়েই যান্ আর পায়েই যান্, পথ আছে সেই একখান্।

৪৬২৫ নায়ের কড়ি দিয়ে[১] ডুবে পার।[২]

[১ পা—নায়ের কড়িতে। ২ 'তোমারে ভজিয়া নায়ে কড়ি দিয়া ডুবে কি হইব পার'—চণ্ডীদাস। 'নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে পার'—দাশু রায়। নং ১২৯৬, ২৭৬০]

৪৬২৬ নারদ নারদ বলা।[১]

[কোঁদল বাধাইবার জন্য কোঁদলের দেবতা নারদমুনিকে স্মরণ করিয়া নাম উচ্চারণ করা]

৪৬২৭ নারদের ঢেঁকি।[১]

[১ নং ৩৭২৪ দ্রষ্টব্য। 'কোন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকি'—ভারতচন্দ্র। 'নারদের ঢেঁকি লয়ে ধান ভানে ভূতে'—রামেশ্বরের শিবায়ন। 'বিষম উৎপাত একি, হায় নারদের ঢেঁকি! শেষকালে এ যে দেখি ঝগড়ার মত'—রবীন্দ্রনাথের মানসী]

৪৬২৮ না রাম, না গঙ্গা।[১]

[১ 'সরকার অধোমুখে না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া বেটো ঘোড়ার ন্যায় টিকুতে টিকুতে চলিল'—আলালের ঘরের দুলাল। 'বাটী আসিয়া না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া নীরব ভাবে থাকিলেন'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৪৬২৯ নারিকেল কি খেতে পারে বানরে।[১]

[১ দাশু রায়। নং ৫৬৪০ দ্রষ্টব্য। 'মাকড়ের হাতে নারিকল। খাইতে সাধ, ভাঙ্গিতে নাহি বল'—চণ্ডীদাস]

৪৬৩০ নারী[১] কাগজ না', তিনের বৈরী বা'[২]।

[১ বস্ত্র উড়াইয়া লয় বলিয়া। ২ বাতাস]

৪৬৩১ নারী যার স্বতন্তরা, সে জন জীয়ন্তে মরা।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। 'বিফল জীবন যার স্বতন্তরা নারী'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী]

৪৬৩২ নারীর বল চোখের জল, মিথ্যা কথা চোরের বল।

৪৬৩৩ নারী হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা।

৪৬৩৪ নালা কেটে জল আনা।[১]

[১ 'নালা কেটে আনে জল'—দাশু রায়। 'বাবু, ভাল নালা

কেটে জল এনেছে'; পুনশ্চ, 'সবে বলে ছিছি ছিছি, বয়সে মিছামিছি নালা কেটে কেন আন জল'—আলালের ঘরের দুলাল। 'ইস্ ফ্যাসাদে ফেললে, নালা কেটে জল আনলুম'—গিরিশ ঘোষের মায়াবসান। নং ২:৯০]

৪৬৩৫ নাস্তি বিদ্যা কুতো যশঃ।[১]

[১ নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা নাস্তি বিদ্যা কুতো যশঃ]

৪৬৩৬ না হোমে, না যজ্ঞে।

৪৬৩৭ নি-কড়্যে[১] গেলেন হাটে, কাঁকড়া দেখ্‌কে জিয়ারা[২] ফাটে।

[১ নিকড়িয়া অর্থাৎ নির্ধন। 'দুঃখিনী দেখিতে নারে নিকড়্যে নাগর'—রামেশ্বরের শিবায়ন। ২ হৃদয়]

৪৬৩৮ নি-কড়্যে নাগরের কদমতলায় থানা[১]।

[১ স্থান, আড্ডা। 'তরুয়া কদম্বমূলে চিকণ কালা করিয়াছে থানা'—চণ্ডীদাস]

৪৬৩৯ নি-কামানে নাপিত বেরাল ধ'রেও কামায়।

৪৬৪০ নি-কামায়ে[১] দরজী ছেলের মুখ সেলাই করে।

[১ পা—নেই-কামে]

নিকুলে-চুকুলে ঘর ইত্যাদি, নং ১৭২৫ দ্রষ্টব্য।

৪৬৪১ নি-কেজোর কাজ বেশি।

৪৬৪২ নি-খাউতির গেরাস, দেখে লাগে তরাস।

৪৬৪৩ নি-খাউতির পাড়া, তাই গোটা ছাগল পোড়া।

৪৬৪৪ নি-চেনা ভাইয়ের গেরাস বড়।

৪৬৪৫ নিচেলের থাবা বড়।

৪৬৪৬ নিজে* গেলে পাত পায় না, চাকরকে পাঠায় নেমন্তন্নে।[১]

[১ নং ৪৯৬]

৪৬৪৭ নিজে নিজে কয় বড়, তারে বলি লঘুতর।

৪৬৪৮ নিজে পাবে না অন্যকে বলে, তাতে শরীর দ্বিগুণ জ্বলে।

---

* নীচের অনেক প্রবাদে 'নিজ', 'নিজে' বা 'নিজের' স্থলে 'আপন', 'আপনি', 'আপনার' শব্দের প্রয়োগ হয়। এগুলির জন্য শেষোক্ত শব্দ দ্রষ্টব্য।

৪৬৪৯ নিজে পিন্ধিতে খাপি ধুতি, বাপের শ্রাদ্ধে দুই-হাতি।

নিজের কথায় ভাত কাপড় ইত্যাদি, নং ৪৮৭৮ দ্রষ্টব্য।

৪৬৫০ নিজের ছেলে সোনাধন, পরের ছেলে দুশমন।

৪৬৫১ নিজের ছেলে নন্দদুলাল, পরের ছেলে নাড়ুগোপাল।

৪৬৫২ নিজের[১] নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ।[২]

[১ পা—আপনার। ২ 'নাক কেটে যাত্রাভঙ্গ কথায় বলে, কাজে আমি তাই করিলাম'—দাশু রায়। 'পরযাত্রা ভঙ্গ করি কেটে নিজ নাক'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'আমি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করি'—ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের নিয়তি। 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙবার যে একটা কথা আছে, এ যে তাই দেখি'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত]

৪৬৫৩ নিজের বউকে কেউ বাঁজা বলে না।

৪৬৫৪ নিজের ভাল, পরের কেযো[১], এখন যাদু পথে এস।

[১ কষায়স্বাদযুক্ত ; ডাঁসা]

৪৬৫৫ নিজের ভূঁয়ে নল[১] পড়লে, নলের সড়সড়[২]।
পরের ভূঁয়ে নল পড়লে, নলের চাবি ধর[৩]॥

[১ জমি-মাপের কাঠি, আট হাত পরিমাণ। ২ দ্রুত চালনা। ৩ পা—নলেরে চাপি' ধর। নং ৪৯২৭]

৪৬৫৬ নিজের রুটি[১] নিজে গরম করা।

[১ পা—ভাত]

৪৬৫৭ নিড়ালেও[১] এক ছড়া, না নিড়ালেও এক ছড়া।[২]

[১ নিড়ান দিলে বা গাছের মূল খুঁড়িয়া পরিষ্কার করিলে। ২ পা—নিড়ালেও পৌটি, না নিড়ালেও পৌটি (খনার বচন। নং ৬১ দ্রষ্টব্য)]

৪৬৫৮ নিতে জানে, দিতে জানে না, তার মুখে থোক্[১]।
নিতেও জানে, দিতেও জানে, তারে কয় লোক॥

[১ থুক বা থুতু]

নিতে পারি খেতে পারি ইত্যাদি, নং ৫৪৯১ দ্রষ্টব্য।

৪৬৫৯ নিত্যই দেখি বউরে কাঁথা-কাপড় ধুইতে।
একদিনও দেখলাম না পুতের কাছে শুইতে॥

৪৬৬০ নিত্য উপোসীরে কে দেয় ভাত, নিত্য মড়ারে কে দেয় কাঠ।

৪৬৬১ নিত্য কুঁদুলী ছিল বউ, সেই ছিল ভাল।
বছর অন্তর কুঁদুলী বউ, প্রাণটা আমার গেল ॥

৪৬৬২ নিত্য চাষার ঝি[১] বেগুন ক্ষেত দেখে বলে—এ আবার কি।[২]

[১ পা—ঢাকাই পরেচে পুঁড়োর ঝি। ২ নং ২৯৬৯, ৫১৫৭, ৫৯৬৭]

৪৬৬৩ নিত্য নেই দেয় কে, নিত্য রোগী দেখে কে।

৪৬৬৪ নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা।[১]

[১ 'নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা, ক্লেশে দিন যায়'—আলাওল। 'নিত্য ভিক্ষে তনু রক্ষে, তাকেই বলি দুঃখী'—দাশু রায়]

৪৬৬৫ নিত্য রাজা কটক যায়, পথের সম্বল ঘরে ব'সে খায়।

৪৬৬৬ নিত্য রোগা, চোখ বাঁকা।

৪৬৬৭ নিত্য স্বপ্নে বাঘে খায়, কোন্ দিন তার ভালয় যায়।

৪৬৬৮ নিদান কালে[১] হরিনাম[২]।[৩]

[১ পা—মরণকালে; পরিণামে। ২ পা—রসসিন্দূর। ৩ 'পরিণামে হরিনাম শাস্ত্রে এই রটে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৪৬৬৯ নিদানের বিধান নাই।

৪৬৭০ নিদানের বীজধান।[১]

[১ অর্থাৎ নিতান্ত সঙ্কটে বীজধানও কাজে লাগে]

৪৬৭১ নিদানের সারথি, বুড়া মানুষের ভারতী।

৪৬৭২ নিদ্রা সুখের সহচরী, দুঃখের কেউ নয়।

৪৬৭৩ নিধের মায়ের চালে ঝিঞে, বউকে মেরে বাজায় শিঙে।

৪৬৭৪ নিনুর পিরাণে আত্মারাম সরকার।[১]

[১ নবীন তপস্বিনীতে প্রযুক্ত। নিনু=নম্র, ভদ্র ('নিম্ন' হইতে)। 'গায়ে নিনুর হাপ চাপকান'—সধবার একাদশী, 'নিনুর পিরাণে গলা অবধি কটিদেশ পর্য্যন্ত এবং হাতের অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত আবৃত'—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্পতরু। পিরাণ=ঢিলা জামা]

৪৬৭৫ নিবড়ন[১] ঘরে জুত নেই।

[১ তৈয়ারী ; 'নিবৃত্ত' শব্দ হইতে। 'No adding symmetry to a finished house'—Morton]

৪৬৭৬ নিভান আগুন জ্বেলে তোলা।

৪৬৭৭ নিমক খেয়ে নিমকহারামি।

৪৬৭৮ নিমতলা দিয়ে যাওনি, নিমফল কি খাওনি।

৪৬৭৯ নিম তেতো, নিসিন্দা তেতো, আর তেতো খ'র[১]।
তার চেয়ে অধিক তেতো বোন্-সতীনের[২] ঘর ॥[৩]

[১ খয়ের, খদির। পা—তেতো বুড়ো বর ; তেতো মাকাল ফল। ২ পা—দুই সতীনের। ৩ নং ৪১৪]

৪৬৮০ নিম নিসিন্দা যেথা,[১] মানুষ মরে না সেথা[২]।

[১ পা—যেখানে। ২ পা—রোগ থাকে না সেখানে]

৪৬৮১ নিম নিসিন্দা তেঁতুল তাল, ঘরে পুঁতো না কোন কাল।[১]

[১ খনার বচন]

৪৬৮২ নিমন্ত্রণ-বাড়ীর ভাতে কাঙালী-বিদায়।

৪৬৮৩ নি-মুখা[১] কুকুর[২], কাঁটা খাবার যম।

[১ যার মুখ নাই বা ডাকে না। ২ পা—বেরাল]

৪৬৮৪ নি-মুরদের মুরদ ভারি, লম্বা কোঁচায় ফতো জারি[১]।

[১ নং ২৭৩০, ২৭৪২, ৫৭৮১, ৭৭৩১]

৪৬৮৫ নিমের বেলায় হাক্-থু ক'রে ফেল।
গুড়ের বেলায় চক্-চক্ ক'রে গেল ॥

৪৬৮৬ নিয়ড় পোখরী[১] দূরে যায়, যাতি বুলে গীতি গায়।
হাসিয়া চাহে আড় দৃষ্টি, ডাক বলে—সেই সে নষ্টী ॥[২]

[১ নিকটে পুষ্করিণী। ২ নষ্ট নারীর লক্ষণ। ডাকের বচন। অনুরূপ বচনের জন্য নং ৭৭০, ৪৫৩৮, ৫০৪৭ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য]

৪৬৮৭ নিয়ত[১] খতর[২], ঝুলিতে পাথর।

[১ নিয়তি। ২ বিফল ; আ. খতরহ্ (=বিপদ) শব্দ হইতে]

৪৬৮৮ নিয়তগুণে বরকত[১]।

[১ সৌভাগ্য, প্রাচুর্য্য। পা—হাঁসিল (=কার্য্য-উদ্ধার, সিদ্ধি)]

৪৬৮৯ নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।[১]

[১ মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনংজয়ঃ। সোঽভিমন্যু রণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে ॥—'কি বলবো অদৃষ্টের কথা, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে'—নবনাটক]

৪৬৯০ নিয়তির চোখ কানা।

৪৬৯১ নিয়ে আয় ত বউ নোড়া, যাই কোঁদলের পাড়া।
আর চাই না বউ নোড়া, পেয়েছি কোঁদলের গোড়া ॥[১]

[১ নং ৫২৫৬]

৪৬৯২ নিয়ে যায় বেগারে, হাসি ব'সে পগারে[১]।

[১ খানায়, ডোবায়]

৪৬৯৩ নিরামিষ খাওয়া, উপাস যাওয়া[১]।

[১ ছুই সমান!]

নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা, নং ৪৩০৬ দ্রষ্টব্য।

৪৬৯৪ নির্গুণ[১] আদার তিন গুণ ঝাল।[২]

[১ অর্থাৎ পচা। ২ নং ৪৭৮১]

৪৬৯৫ নির্গুণ পুরুষের তিনগুণ ঝাল।
পরণে গামছা, গায়ে ঠাকুরদাদার শাল ॥

৪৬৯৬ নির্গুণ পুরুষের ভোজন সার, করেন সদাই মার মার।

৪৬৯৭ নির্গুণ মিন্‌সের তিনগুণ মাগ।

নির্ধন বামুনের আবার জাত, নং ৬১৯৯ দ্রষ্টব্য।

৪৬৯৮ নির্ধনের ধন, অথর্ব্বের যৌবন।

৪৬৯৯ নির্ধনের ধন হলে টিপি-টিপি চায়।
হাভাতের ভাত হলে টিপে-টিপে[১] খায় ॥

[১ পা—উপুড় হয়ে খায়]

৪৭০০ নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা।
নির্ভাতারীর ভাতার হলে বাসে বাপের পারা ॥

৪৭০১ নির্ব্বংশের ঝি নিঃসন্তানে দি'।
তার আবার করব ব'সে গোণা-গাঁথা কি ॥

নির্ব্বিষ সাপের ইত্যাদি, নং ৫৮৮১ দ্রষ্টব্য।

৪৭০২ নি-রাখালের খোদা রাখাল।

৪৭০৩ নিষ্কণ্টকে বেড় ভাল।

৪৭০৪ নিষ্কর্ম্মা কীর্ত্তনীয়ার ধামালি সার।

৪৭০৫ নিষ্কর্ম্মা চাষার বিশখানা কাস্তে।

নিষ্কর্ম্মা পুরুষের তিনটি বড় ইত্যাদি, নং ৮ দ্রষ্টব্য।

৪৭০৬ নিষ্কর্ম্মা ভাসুরের বচন মিঠা, নিত্যই বসে খান্ চিতল পিটা।

৪৭০৭ নিষ্কর্ম্মার মন, কুচিন্তার ভবন।

৪৭০৮ নিষ্ফলা গাছে বানরও চড়ে না।

৪৭০৯ নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

৪৭১০ নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।[১]

[১ ভারতচন্দ্র।—অমৃত বসুর কালাপানিতে উদ্ধৃত]

নীচের লোকের কথা, কাছিমের মাথা, নং ৩৩২১ দ্রষ্টব্য।

৪৭১১ নীচের ধাপ দিয়েই সিঁড়ি ওঠা।[১]

[১ নং ২৭৮]

৪৭১২ নীচের ভাতকে যাহার মন, মদ্য পিয়ে মরে সে ব্রাহ্মণ।[১]

[১ ডাকের বচন]

৪৭১৩ নীরোগ শরীর যার, বৈদ্যে করবে কি।[১]

পরের ভাতে বেগুনপোড়া[২], পান্তা ভাতে ঘি[৩] ॥

[১ সং—নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ। ২ নং ৪৯২৫। ৩ নং ১১৭৮, ১৮৭৫, ৩৭৪৬, ৫০৫১]

৪৭১৪ নুন আনতে পান্তা ফুরায়।[১]

[১ নং ৩৭৭]

৪৭১৫ নুন খাই যার, গুণ গাই তার[১]।[২]

[১ পা—যার নুন খাই তার গুণ গাই ; নুন খেয়ে গুণ গাওয়া। ২ 'রাজার নুন খাও বেটা, রাজার গুণ গাও'—গোপীচন্দ্রের গান। 'নুন খেয়ে গুণ গাইলি এ কি'—গোপাল উড়ে। 'নুন খেয়ে গুণ গেয়ে কাছে থাকো তার'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৪৭১৬ নুন খেলে গুণ মানে।

৪৭১৭ নুন টুকটুকি নেবুর রস, গেঁড়া[১] ভাতার মাগের বশ।

[১ বেঁটেখাটো]

৪৭১৮ নুন দিয়ে রাঁধি ত ভালই হয়, আলুনি রাঁধতে তিনগুণ ক্ষয়।

৪৭১৯ নুন যে হাঁড়িতে থাকে সে হাঁড়ি খায়।

৪৭২০ নুন লঙ্কা দিয়ে ভাত খাই, বেরালকে কাঁচকলা দেখাই।

৪৭২১ নুনের না' ডুবে যেতে মুখ দিয়ে চাখা।

৪৭২২ নুনের ভাঁড়, তেলের ভাঁড়, তাকে কি বলি ভাঁড়।
ভাঁড়ের মধ্যে ভাঁড় ছিল নদের গোপাল ভাঁড়[১] ॥

[১ কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের স্বনামখ্যাত বিদূষক পারিষদ]

৪৭২৩ নূতন হলে খইয়ের মোয়া মচমচ করে।
পুরান হলে খইয়ের মোয়া নেতাইয়া পড়ে ॥

৪৭২৪ নূতন নূতন তেঁতুলের বীচি,
পুরান হলে আতায়-বাতায় গুঁজি।[১]

[১ 'পুরাণ তেঁতুল-বীচি আমি হে এখন'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা]

৪৭২৫ নূতন নূতন ন'কড়া[১], পুরান হলে ছ'কড়া[২]।

[১ পা—নয় তোলা। ২ পা—ছয় তোলা]

৪৭২৬ নূতন পিরীতে বড় আঠা।

৪৭২৭ নূতন মুহুরীর ঠিকে ভুল, মিষ্টি হয় না নূতন কুল।

৪৭২৮ নূতন যুগীর ভিক্ষা নাই[১]।

[১ পা—ভিক্ষা বাই]

৪৭২৯ নূতন রাজার নূতন বিচার।

৪৭৩০ নূতন সাধু ফোঁটা দিলে, ধুয়ে যায় মুখধোয়া জলে।

৪৭৩১ নেই কাজ ত খই ভাজ।[১]

[১ পা—না আছে নেই কাজ, ব'সে ব'সে খই ভাজ]

৪৭৩২ নেই কাজ ত খুড়োর[১] গঙ্গাযাত্রা কর।[২]

[১ পা—জ্যেঠার। ২ 'যদি প্রাচীন খুড়া জেঠা থাকে তবেই

বাঁচোয়া, কারণ…জো সো করে তাহাদিগকে গঙ্গাযাত্রার ফিকিরও হইতে পারে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'কোন কাজকর্ম না থাকলে জ্যাঠাকে গঙ্গাযাত্রা দিতে হয়'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'স'রে পড়, তোমার উপযুক্ত ভাইপো আসছে; কাজকর্ম হাতে কিছু নেই, এখনি গঙ্গাযাত্রা করবে'—গিরিশ ঘোষের হারানিধি]

৪৭৩৩ নেই-গোঁসাইয়ের খোদা গোঁসাই।

৪৭৩৪ নেই ঘর নেই বাড়ী, বউকে পরায় ঢাকাই শাড়ি।[১]

[১ নং ৬৭২৭]

৪৭৩৫ নেই চাল নেই চুলো, মেগে খায় বেদেগুলো।

৪৭৩৬ নেই-ছেলের চেয়ে ঝির ছেলে ভাল।

৪৭৩৭ নেই ধন ত যাও বন।

৪৭৩৮ 'নেই' বল্‌লে সাপেরও বিষ থাকে না।[১]

[১ 'নেই বললে থাকে নাক সাপের বিষ যথা'—গোপাল উড়ে। 'সাপের রোজা যখন বিষ ঝাড়ে, তখন রুগীকে 'নাই নাই' করতে হয়'—গিরিশ ঘোষের মুকুলমুঞ্জরা]

৪৭৩৯ নেই মাগ নেই পুত, বেড়ায় যেন যমদূত।

৪৭৪০ নেই-মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।[১]

[১ 'যা হোক হয়েছে বংশরক্ষা, নাই মামা তা অপেক্ষা লোকে বলে কানা মামাটা ভাল'—দাশু রায়]

৪৭৪১ নেকড়ার আগুন, ছেড়েও ছাড়ে না[১]।[২]

[১ পা—নেভান দায়; কতক্ষণ থাকে। ২ 'বাবুরাম নেকড়ার আগুন ছেড়েও ছাড়ে না'—আলালের ঘরের দুলাল। 'এ বেটারা নেকড়ার আগুন—পুন্‌কে শত্রু—ভাল না করুক মন্দ করিতে পারে'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৪৭৪২ নেকড়ার আগুন যেন শোলা, নেড়া মাথায় ঘোল ঢালা।

৪৭৪৩ নেকা, আজুলে[১], চাল্‌শে কানা[২],
জল ব'লে খায় চিনির পানা।

[১ পা—আদুলে; আদুরী। ২ চল্লিশের পর যাহার নিকট-দৃষ্টি কমিয়া যায়]

৪৭৪৪ নেকা, বোকা[১], ঢল্‌ঢলে-কাছা, তিনে প্রত্যয় ক'রো না বাছা।

[১ পা—বাঁকা]

৪৭৪৫ নেঙটা পোঁদে পরে কাপড়, পোঁদ বলে—বড় ফাঁপর।

৪৭৪৬ নেঙটা যোগীর ঘরে চুরি[১]।[২]

[১ পা—নেঙটার ঘরে চুরি। ২ 'কি ফল আছে নেঙটা যোগীর ঘরে ক'রে চুরি'—দাশু রায়]

৪৭৪৭ নেঙটার গলায় মোতির মালা।

৪৭৪৮ নেঙটার দেশে কাপুড়ে ভাঁড়[১]।

[১ পা—কাপড়ের বালাই]

৪৭৪৯ নেঙটার নেই ধোপার কাজ।[১]

[১ 'রজকের লাভ কোথা উলঙ্গের কাছে'—ঈশ্বর গুপ্ত। নং ৭৩৬৭]

৪৭৫০ নেঙটার নেই[১] বাটপাড়ের ভয়।

[১ পা—নেঙটাকে নাই]

৪৭৫১ নেঙটার বস্ত্রহরণ।

৪৭৫২ নেঙটি ইঁদুর পাহাড় কাটে।

৪৭৫৩ নেঙটির মধ্যে কুজ্ঞান।

৪৭৫৪ নেঙড়া খোঁড়া কাঠের ডিম, চল নেঙড়া সারা দিন।

৪৭৫৫ নেঙো বাই।[১]

[১ স্ত্রীর নাঙ বা উপপতি আছে এই সন্দেহজনক বাতিক]

৪৭৫৬ নেচে মরে নরসিংএ[১], চৈতে চিঁড়ে খায়।[২]

[১ পা—রামকৃষ্ণ। ২ পা—নেচে মরে রামু, চিঁড়ে খায় শ্যামু]

নেটি পেটি স্থয়ো, অভিমানী ছুয়ো, নং ১০২ দ্রষ্টব্য।

৪৭৫৭ নেড়া ক'বার[১], বেলতলায় যায়।

[১ পা—আর কি নেড়া]

৪৭৫৮ নেড়ানেড়ীর[১] দল।

[১ ভেকধারী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর]

৪৭৫৯ নেড়া মাথায় খোঁচার ভয়।

৪৭৬০ নেড়ে খোঁজে ঈদ্ পরব।[১]

[১ নং ৩১২৪]

নেড়ে নয় ইষ্টি, তেঁতুল নয় মিষ্টি, নং ৩৮৬৯ দ্রষ্টব্য।

৪৭৬১ নেড়ের মাথায় কাঠের পয়জার।

নেতাকাতা ইত্যাদি, নং ৪৫৮০ দ্রষ্টব্য।

৪৭৬২ নেবার কুটুম, দেবার নয়।

নেবার বেলা নবার মা ইত্যাদি, নং ২২০৩ দ্রষ্টব্য।

৪৭৬৩ নেবার বেলা পরিপাটি, দেবার বেলা ফাটাফাটি।

নেবার বেলায় ছ'কড়ায় গণ্ডা ইত্যাদি, নং ৪৮১ দ্রষ্টব্য।

৪৭৬৪ নেবার বেলায় রোজগার, দেবার বেলায় গুণোগার।

৪৭৬৫ নেবু কচলাবে যত, তেতো হবে তত।[১]

[১ নং ৩৭৬৮]

৪৭৬৬ নেভবার আগে ক্ষণেক তরে, দীপ জ্বলে দপ্ ক'রে।

৪৭৬৭ নেয়ালের[১] দড়ির অম্বল।

[১ খড় বা বিচালির]

৪৭৬৮ নেয়ের এক নাও, নি-নেয়ের শতেক নাও।

৪৭৬৯ নেয়ের গরু, বামুনের নাও।[১]

[১ দুই বিসদৃশ]

৪৭৭০ নেলে কুত্তা গু খায় বেশি।

নেলে কুত্তার পাতে ভাত, নং ৪৫২৫ দ্রষ্টব্য।

৪৭৭১ নেশাতে বুক ফাটে, কুকুরে মুখ চাটে।

৪৭৭২ নেশায় শিবের বাবা।[১]

[১ 'ছোট বাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম, নেশায় শিবের বাবা'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

৪৭৭৩ নেশার রাজা মদ, তার চেয়ে বাড়া তোষামোদ।

৪৭৭৪ নোক্তার আঁচড়।[১]

[১ আরবি অক্ষরের যুক্ত বিন্দু (আ. নুক্তা), অর্থাৎ বিন্দুমাত্র বা সামান্য লেখা]

৪৭৭৫ নোলা করে সক্সক্, ও নোলা তুই সামাল কর।
আগে যাবি নোলা বাপের ঘর, তবে খাবি নোলা দুধ সর ॥[১]

[১ নং ১২৩৩]

৪৭৭৬ নৌকা ডিঙি চাই না আমি[১], আজ্ঞা যদি পাই।
গঙ্গাজলে সাঁতার দিয়ে[২] শ্বশুরবাড়ী যাই ॥[৩]

[১ পা—কিসের বাদল, কিসের বৃষ্টি। ২ পা—রাতদুপুরে গাঙ সাঁতারি'। ৩ জামাইবারিকে উদ্ধৃত]

৪৭৭৭ নৌকা থাকিতে যে সান্তারে, ডাক বলে—মু কি করিবু তারে।[১]

[১ ডাকের বচন]

৪৭৭৮ নৌকার শত্রু ঢেউ, বাঘের শত্রু ফেউ[১]।

[১ নং ১৮৯৬, ৫৫৫২]

৪৭৭৯ পগার দিয়ে পোঁ।[১] পগার পার হওয়া।[২] পগারে সিঁদ।

[১ পগার=খানা ডোবা অথবা বাগানের চারিদিকের খাদ। পোঁ=বেগে পলায়ন করা। ২ পলাইয়া সীমার বাহিরে যাওয়া। 'আঁচল খুলে এক দাপটে পগার হলো পার'—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

৪৭৮০ পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন।[১]

[১ 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্'। 'এ কেমন বাসনা সই লো, পঙ্গুতে লঙ্ঘিবে শৈল'—দাশু রায়]

৪৭৮১ পচা আদা ঝালের গাদা।[১]

[১ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় 'ঝালের গাদা' স্থলে 'ঝালে ভরা' পাঠ আছে। নং ৪৬৯৪]

৪৭৮২ পচা পোঁদে বিষ্ণুতেল।

৪৭৮৩ পচা মরিচের দর যেমন, দু'বার বিয়ের দশা তেমন।

৪৭৮৪ পচা শামুকে পা কাটে।

৪৭৮৫ পচা সুপারি পাকা পান, ভাজের কথায় এত টান্।

৪৭৮৬ পঞ্চ গোত্র, ছাপ্পান্ন গাঁই, ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই।[১]

[১ কুলীনকুলসর্ব্বস্বে উদ্ধৃত]

৪৭৮৭ পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।

৪৭৮৮ পট্‌কা গরুর হাঁপানি বড়।

৪৭৮৯ পটের বিবি।[১]

[১ 'মাগ কাজ করবে না, কর্ম্ম করবে না, রাতদিন পটের বিবিটি সেজে দুই চক্ষু কপালে তুলে প্রাণনাথ প্রাণনাথ করবে'—অমৃত বসুর তরুবালা]

৪৭৯০ পটোল তোলা।[১]

[১ পটোল তুলিলে নাকি গাছ মরিয়া যায়; লক্ষণায়, 'মরা' অর্থ। অথবা, পটল=আচ্ছাদন, চোখের পাতা, উল্‌টিয়া যাওয়া। অথবা, পটল=তালপাতার পুঁথি, যাহাতে পূজা-পদ্ধতি লেখা থাকে; উহা তুলিলে বা বাঁধিলে পূজা সাঙ্গ হয়।—'আজ বাদে কাল পটল তুলতে হবে, আবার এসেছ বিয়ে করতে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বঙ্গনারী। 'ওরে মন, আজ বাদে কাল ভবের পটল তুলতে হবে'—প্যারীমোহন কবিরত্ন। কিন্তু প্রাচীনতর প্রয়োগে 'পলায়ন করা' অর্থ, যথা—'পুলিস আসবামাত্র আমি পটল তুল্যেম'—লীলাবতী; 'প্রেমিকের এমন ধর্ম্ম নয়, সকল জোটাজোট করে এখন পটল তোলেন'—নবীন তপস্বিনী]

৪৭৯১ পটোলচেরা চোখ।[১]

[১ 'কত বড় বড় পটোলচেরা ভ্রমরতারা চোখ'—ইন্দিরা। 'তার চক্ষু দুটি ডাগর ডাগর যেন পটল চেরা'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহ]

৪৭৯২ পট্টবস্ত্রে গুঞ্জাফল মূল্য নাহি হয়।
ছিন্ন বস্ত্রে মোতির মূল্য নাহি হয় ক্ষয়॥

৪৭৯৩ পড় ত পড়[১], নয় খাঁচা আজাড় কর।

[১ পাখী পড়ান]

৪৭৯৪ পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে।[১]

[১ পা—সভার মাঝে পড়ল কথা, যার কথা তার গায়ে ব্যথা]

পড়লে কথা বুঝতে নারে সেই বা কেমন পড়শী, নং ৯৫৫ দ্রষ্টব্য।
পড়লে কথা বুঝতে নারে সেই বা কেমন মেয়ে, নং ৩৮৩৭ দ্রষ্টব্য।

৪৭৯৫ পড়লে[১] চাষা গরু খায়[২], উঠলে[৩] চাষা বামুন খায়[৪]।[৫]

[১ অবস্থা খারাপ হইলে। ২ গরুকে খাটায়। ৩ অবস্থা ভাল হইলে। ৪ অর্থাৎ বামুনকেও মানে না। ৫ পা—বাড়লে চাষা (বা, চাষা বাড়লে) বামুন মারে, পড়লে চাষা গরু মারে]

৪৭৯৬ পড়লে শক্তের হাতে, সোজা করে তিন লাথে।

৪৭৯৭ পড়লে-শুনলে[১] দুধিভাতি, না পড়লে ঠেঙার গুঁতি।[২]

[১ পা—লিখলে পড়লে। ২ 'মায়ে বলে পড় পুত, পড়িলে শুনিলে দুদিভাতি, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি'—নববাবুবিলাস]

৪৭৯৮ পড়শী নয়, আরশি।[১]

[১ পা—পড়শীর মুখ, না, আরশির মুখ। অর্থাৎ যেমন দেখাও তেমনি দেখ]

৪৭৯৯ পড়শী, না, বঁড়শি।

৪৮০০ পড়শীর সঙ্গে পিরীত রাখো, তার বেড়া কিন্তু নেড়ো না'ক।

৪৮০১ পড়া গাছে চড়া।

৪৮০২ পড়া নাই শুনা নাই, পণ্ডিতী কাচ[১]।

[১ ঢঙ বা বাতিক]

৪৮০৩ পড়াবি ত পড়া পো, না পড়াবি ত সভায় থো।[১]

[১ অমৃত বস্থর নবযৌবনে প্রযুক্ত। পা—পড়ুক না পড়ুক পো, সভায় নিয়ে তারে থো; না পড়াবি পো ত সহবতে (বা সভায়) নিয়ে থো। সহবৎ (আ.) = সৎসঙ্গ]

৪৮০৪ পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। 'ভেড়ার শৃঙ্গে হীরার ধার কতক্ষণ রয়'—গোপাল উড়ে। নং ৬৯০৩]

৪৮০৫ পড়েই বলে—এ এক খেলা।

৪৮০৬ প’ড়ে গুলি ঘাস খায়।[১]

[১ গুলিডাণ্ডা খেলায়, গর্ত্তের লক্ষ্যে না পড়িয়া গুলি ঘাসের উপর বৃথা গড়াগড়ি যায়। ‘ঘরজামায়ে অন্নদাস, প’ড়ে গুলি খাচ্চে ঘাস, বারমাস করে জ্বালাতন’ – জামাইবারিক]

৪৮০৭ প’ড়ে গেলে ছাগলেও চাট মারে।

৪৮০৮ প’ড়ে গেলে না হাসে এমন সাঙাত নেই।

৪৮০৯ পড়েছি তাফালে,[১] যা থাকে কপালে।

[১ গুড় তৈয়ার করিবার উনানে (ফা. তফ্ = তাপ) ; অর্থাৎ বিষম সঙ্কটে]

৪৮১০ পড়েছি দজ্জালের হাতে, জঞ্জাল জড়ায় দিনে রাতে।[১]

[১ অমৃত বসুর বাবু নাটকে প্রযুক্ত]

৪৮১১ পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে বলে[১] সাথে[২]।[৩]

[১ পা—হবে। ২ পা—পাছে হয় খানা খেতে। ৩ অমৃত বসুর বাবু নাটকে প্রযুক্ত]

৪৮১২ প’ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা।[১]

[১ পা—প’ড়ে পাওয়ার চোদ্দ আনাই লাভ। অর্থাৎ বিনা শ্রমে বা কুড়াইয়া যাহা পাওয়া যায় তাহার বিনিময়ে অল্প মূল্য পাইলেও সমস্তটাই লাভ। ‘প’ড়ে পাই চোদ্দ আনা, আর দেখা-দেখি কাজ নেই’—গিরিশ ঘোষের হারানিধি। ‘তুমি আমার সব, তুমি আমার প’ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা’—অমৃত বসুর চোরের উপর বাটপাড়ি]

৪৮১৩ পড়ে পাশা ত জেতে চাষা।[১]

[১ পা—যদি পড়ে পাশা, তবে জেতে চাষা। কিন্তু—‘পড়িল পাশা তো জিতিল কোদালের বাঁট’—যোগেন্দ্র বসুর কৌতুককণা]

৪৮১৪ প’ড়ে মরতে গোঁয়ারেও গাল দেয়।

৪৮১৫ পণেক খেলে ক্ষণেক গায়, অনেক খেলে অনেক গায়।[১]

[১ পা—ক্ষণেক খায় পণেক গায়, পণেক খায় চৌপর দিন গায়]

৪৮১৬ পণ্ডিতে পণ্ডিতে হয় প্রতিকথায় ছন্দ।
বালকে বালকে হয় প্রতিকথায় দ্বন্দ্ব।

বুড়ায় বুড়ায় হয় প্রতিকথায় কাশি।
জুয়ানে জুয়ানে[১] হয় প্রতিকথায় হাসি॥
[১ পা—যুবায় যুবায়]

৪৮১৭ পণ্ডিতের তিন পুত, একটা মাতাল, একটা ভূত।
যেও একটা কিছু ভালা, সেও বাপেরে ডাকে শালা॥

৪৮১৮ পণ্ডিতের পাঁতি[১], ডাইন-হাতি আর বাঁও-হাতি।
[১ শাস্ত্রীয় বচন-পংক্তি ; বিধি-ব্যবস্থা]

৪৮১৯ পতি ছাড়া কামিনী, শশী ছাড়া যামিনী।

৪৮২০ পতির পায়ে থাকে মতি, তারে তবে বলি সতী।[১]
[১ 'পতিপদে মতি যার তারে বলি সতী। সতীর কথা শোনে যেই তারে বলি পতি॥'—নবীন তপস্বিনী]

৪৮২১ পতির মরণে সতীর মরণ।

৪৮২২ পথ চলবে জেনে, কড়ি নেবে গুণে।[১]
[১ 'পথ চলবে জেনে, টাকা নেবে গুণে'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব]

৪৮২৩ পথি নারী বিবর্জিতা।[১]
[১ অর্থাৎ পথিমধ্যে নারী বিবর্জ্জন করিয়া চলিবে। সং—আসনং চালয়েদ্ দৃষ্ট্বা পথি নারী বিবর্জ্জিতা। জাগরণে ভয়ং নাস্তি অতি ক্রোধো নিবার্য্যতে॥—'পথে নারী বিবর্জ্জিতা, তা কি নিয়ে যেতে পারি'—নবীন তপস্বিনী]

৪৮২৪ পথে কাঁটা দেওয়া।[১] পথের কাঁটা[২]।
[১ 'আসিতে তোমার ঘরে পথে দিলে কাঁটা'—কবিকঙ্কণ। 'আজ হতে ও পথে আপনি দিনু কাঁটা—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। ২ 'আমি তোমার ত কেউ নয় রমা, বরং তোমার পথের কাঁটা'—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ]

৪৮২৫ পথে[১] পেলাম কামার[২], দা গ'ড়ে[৩] দে' আমার।
[১ পা—কাছে। ২ পা—বাড়ীর কাছে কামার। ৩ পা—ফাল পাঁজিয়ে]

৪৮২৬ পথে বসানো।[১]
[১ 'বিনোদ একেবারেই পথে বসিয়াছে, এবং গোকুল্ যে কোন

কৌশলে হোক্ যোল আনাই গ্রাস করিয়াছে'—শরৎচন্দ্রের বৈকুণ্ঠের উইল]

৪৮২৭ পথে যদি পাই সোনা, কানে দিতে কিবা মানা।

৪৮২৮ পথের গু রথে যায়।

৪৮২৯ পথে হাগে, কুঁড়া খায়, তার মুখ আগে ধোয়া যায়।

৪৮৩০ পথে হেগে চোখ রাঙানি।[১]

[১ পা—পথে হাগে, চোখ রাঙায়; পথেও হাগবে, চোখও রাঙাবে। 'হদ্দ হেরি হিঁদুয়ানি · পথে হেগে চোখ রাঙানি'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৪৮৩১ পত্থর পূজকে হরি মিলে তো হাম পূজে পাহাড়।
মালা জপকে[১] হরি মিলে তো হাম জপে কুন্দার[২]॥

[১ পা—তুলসী পূজকে। ২ পা—তো বান্দা জপে কুন্দা (?)]

৪৮৩২ পদ্মতলার বেঙ[১]।

[১ পা—ভেক]

৪৮৩৩ পদ্মপত্রে জল, জীবের আয়ু বল।

পদ্মমুখী ঝি আমার ইত্যাদি, নং ৮৪৭২ দ্রষ্টব্য।

৪৮৩৪ পপাত চ মমার চ।[১]
[১ নং ৪৯৪৬]

৪৮৩৫ পয়সা দিয়ে ভঁয়সা ঘি।

পয়সা দেবেন একটি, গান শুনবেন অক্রূর-সংবাদ, নং ২৪৮৪ দ্রষ্টব্য।

৪৮৩৬ *পয়সা নেই হাতে যার, টেঁক ঝাড়ে সে বার-বার।

৪৮৩৭ পয়সা-মণি না দিলে ত ক্ষুর-মণি আর চলে না।

৪৮৩৮ পয়সা যার পসার তার।

৪৮৩৯ পয়সার কুটকুটানি।

৪৮৪০ পর আর পরমেশ্বর।[১]

[১ দুইয়ের লীলা দুর্জ্ঞেয়]

৪৮৪১ পরকাল খোয়ান বা ঝরঝরে করা।

---

* এই শব্দ দিয়া আরম্ভ প্রবাদের জন্য 'কড়ি' 'টাকা' শব্দও দ্রষ্টব্য।

৪৮৪২ পরকালে সাক্ষী দেবার জন্য রাখা[১]।

[১ অর্থাৎ কোন দ্রব্য ইহকালে ব্যবহার না করিয়া]

৪৮৪৩ পর কি মানে[১] পরের ব্যথা[২]।[৩]

[১ পা—জানে ; বোঝে। ২ পা—কথা। ৩ 'পরের বেদন পর কি জানে'—গোপাল উড়ে]

৪৮৪৪ পরঘরী পান্তামারী।[১]

[১ গালিতে, যার অন্ন ও আশ্রয় নাই]

৪৮৪৫ পরচিত্ত অন্ধকার।[১]

[১ নং ৪৯২৮]

৪৮৪৬ পর জানে না পরের মন।

৪৮৪৭ পরতে হবে শাঁখা, তবে মুখ কেন বাঁকা।

৪৮৪৮ পর নয় আপন[১], আপন নয় পর।

[১ পা—পর কখনো আপন হয় না]

৪৮৪৯ পরনিন্দা অধোগতি।

৪৮৫০ পর নিয়ে ঘরকন্না।

৪৮৫১ পর পোয় বাণিজ্য, আপন পোয় চাষ।

৪৮৫২ পর-প্রত্যাশী, দু'পহর উপাসী।

৪৮৫৩ পর-প্রত্যাশী ধন, পর নিয়ে গমন।[১]

[১ নং ৪৯৩৮]

৪৮৫৪ পর-প্রত্যাশী নর, উপোস ক'রে[১] মর।

[১ পা—গাছে উঠে ; গলায় দড়ি দে']

৪৮৫৫ পর-প্রত্যাশে বাস, নদীর কূলে চাষ[১]।

[১ নং ৪৮৭৭]

৪৮৫৬ পরব-পার্ব্বণে খাওন, ঈদে-চাঁদে যাওন।

৪৮৫৭ পরবার নেঙটি নেই, দরবারে[১] যেতে চায়।

[১ পা—দরগায়]

৪৮৫৮ পর-ভরসা করে যে, জলে ডুবে মরে সে।

৪৮৫৯ পরভাতী ভাল, পরঘরী ভাল নয়[১]।
[১ পা—পরভাতী হও ত পরঘরী হয়ো না]

৪৮৬০ পরভাতীর এক দোষ, পরঘরীর শতেক দোষ।

৪৮৬১ পর মানিয়ে[১] পরামাণিক।
[১ মানাইয়া = যাহাতে ভাল দেখায় সেইরূপ করিয়া]

৪৮৬২ পর রেখে ঘর নষ্ট।

৪৮৬৩ পর লাগে না পরে, তেঁতুল লাগে না জ্বরে।

৪৮৬৪ পরশ[১] পরশে লোহা সোনা করিবারে।[২]
[১ পরশমণি। ২ ভারতচন্দ্র]

৪৮৬৫ পরশুরামের কুঠার।[১]
[১ অর্থাৎ সর্ব্বসংহারক অস্ত্র]

৪৮৬৬ পর হয়েছে পরের কাল, ভাবে না আছে পরকাল।

৪৮৬৭ পরহস্তগতা গতা।[১]
[১ 'লেখনী পুস্তিকা কান্তা পরহস্তগতা গতা']

৪৮৬৮ পরহস্তগতং ধনম্।[১]
[১ পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্। কার্য্যকালে সমুৎপন্নে না সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥]

৪৮৬৯ পরহিংসা নরকবাস, যুগে যুগে সর্ব্বনাশ।

৪৮৭০ পর্ব্বতের আড়ালে থাকা বা বাস করা।[১]
[১ 'এতদিন তুমি পর্ব্বতের আড়ালে ছিলে, এখন বুঝে সুঝে চলতে হবে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'বড়মানুষের কাছে থাকলে লোকে যে পর্ব্বতের আড়ালে আছে বলে থাকে, তাঁর ভাগ্যে ঠিক তাই ঘটল'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৪৮৭১ পর্ব্ব দেখে কুকুর ডাকলে কুকুর নাশ পায়।

৪৮৭২ পরিচয়ে কুল[১] নষ্ট।
[১ পা—সতী]

পরিণামে হরিনাম, নং ৪৬৬৮ দ্রষ্টব্য।

৪৮৭৩ পরিহর[১]—
পরিহর বিনা কড়িতে হাট, পরিহর বিনা লড়িতে বাট[২]।

পরিহর নদীর তীরে গাছা, পরিহর মায়ের বিহনে বাছা।
পরিহর গুয়া রুণাঝুনা, পরিহর ঠাকরুণ কুবচনা।
পরিহর নারী যার দুই সাঁই[৩], পরিহর যার দুই গোঁসাই[৪]।
পরিহর যত্নে ঋণের শেষ, পরিহর রত্নে লাসের[৫] বেশ।
পরিহর বিনা ঢাকনে বারি, পরিহর লাজ বিহনে বহুড়ী।
পরিহর পাঁচ দিন[৬] ভুঞ্জন-সুখ, পরিহর চিরদিন দুর্জ্জন-মুখ।
পরিহর নিত্য রতি-পিয়াস, পরিহর ধনী কুটুম্ব পাশ।
পরিহর শূন্য নগরের কূপ, পরিহর বাসি ব্যঞ্জন সূপ।
পরিহর দুই গ্রামে বাস, পরিহর পরযুবতীর আশ।
পরিহর বাটে ক্ষেতের আশ, পরিহর গভীর বয়সের কাশ।
পরিহর নিত্য জিরার ঝোল, পরিহর দুষ্টা নারীর কোল।
পরিহর পোখরী পিছল-ঘাট, পরিহর যত্নে ভাঙ্গা হাট ॥

[১ ডাকের বচন। ২ বিনা যষ্টিতে ভ্রমণ। ৩ দ্বিচারিণী। সাঁই = স্বামী। ৪ দুই প্রভু। ৫ বিলাস-সজ্জা ('লাসে বেশ করে রাধা বড়ই বিহানে'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ; 'লাসে বেশে রামের কাছে থাকিহ তপোবনে'—কৃত্তিবাস)। ৬ অষ্টমী চতুর্দ্দশী অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি]

৪৮৭৪ পরে তসর, খায় ঘি, তার বৈদ্যে কাজ কি[১]।

[১ পা—তার আবার খরচ কি ; তার কড়ির অভাব কি]

৪৮৭৫ পরে দেবে[১] চেয়ে, পেট ভরবে[২] খেয়ে।

[১ পা—দেয় না। ২ পা—ভরে না]

৪৮৭৬ পরে পরেই মড়ক কাটানো।

৪৮৭৭ পরের আশ, গাঙপারে বাস।[১]

[১ নং ৪৮৫৫]

৪৮৭৮ পরের কথায়[১] লাথি চাপড়, নিজের কথায়[১] ভাত কাপড়।[২]

[১ পা—বেলায়। ২ বাক্য-বিপর্য্যয়ও দেখা যায়]

৪৮৭৯ পরের কান ফাল[১] দিয়ে ফোঁড়ে[২]।[৩]

[১ লাঙ্গলের ফাল। ২ পা—হাল দিয়ে বেঁধে। ৩ নং ৪৯১৮]

৪৮৮০ পরের কাপড়ে[১] ধোপার[২] নাট,[৩] খান পাঁচ ছয় জুড়ে কাঠ।

[১ পা—ধনে। ২ পা—কলুর। ৩ কুলীনকুলসর্ব্বস্বে এইটুকু প্রযুক্ত]

৪৮৮১ পরের গোয়ালে গোদান।[১]

[১ নং ৬৩৩৭]

৪৮৮২ পরের ঘর, ছেপ ফেলে ভর।

৪৮৮৩ পরের ঘর ঢুকতে ডর, নিজের ঘর হেগে ভর।

৪৮৮৪ পরের ঘরে খায় থায়[১], আঠার মাসে বছর যায়[২]।

[১ পা—পরের উপর থায়। ২ নং ৩৩৯]

৪৮৮৫ পরের ঘরে মঙ্গলবার।

৪৮৮৬ পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করা।

৪৮৮৭ পরের ঘি পেলে, প্রদীপে দেয় ঢেলে[১]।

[১ পা—প্রদীপ দেয় মেলে। সমগ্র প্রবাদের পা—পরের ঘি পাই, খাই আর পিদ্দিমে পোড়াই]

৪৮৮৮ পরের ঘোল খাবার লোভে নিজের গোঁফ কামানো।

৪৮৮৯ পরের চাল, পরের কলা, ব্রত করেন চন্দ্রকলা।

৪৮৯০ পরের চাল, পরের ডাল, নদে করেন বিয়ে।

৪৮৯১ পরের চোখে পথ চলা।

৪৮৯২ পরের ছিদ্র বেল, নিজের ছিদ্র সরষে।

৪৮৯৩ পরের ছেলে[১] খায়, আর পথপানে[২] চায়।[৩]

[১ পা—বেরাল; হুলো। ২ পা—বনপানে। ৩ নং ৪৪১, ২২১৪]

পরের ছেলে ছেলেটা ইত্যাদি, নং ৫৫৭ দ্রষ্টব্য।

৪৮৯৪ পরের ছেলে নৌকা বায়, গাছের আগা দিয়ে যায়।

৪৮৯৫ পরের জন্য গর্ত্ত খোঁড়ে[১], আপনি তাতে[২] মরে প'ড়ে[৩]।

[১ পা—পরের লাগি খাদ করে। ২ পা—খাদে। ৩ পা—প'ড়ে মরে। নং ২৩৫৬]

৪৮৯৬ পরের জন্য ফাঁদ পাতে, আপনি প'ড়ে মরে তা'তে।[১]

[১ 'আপনি মরে আপন ফাঁদে'—গোপাল উড়ে।—নং ২৩৫৬, ৫৩৪৪]

৪৮৯৭ পরের জিনিস পায়, হেগো পোঁদে খায়।

৪৮৯৮ পরের ঝগড়া ঘরে আনা।

৪৮৯৯ পরেরটা খেতে কতই আহ্লাদ।
আপনারটার বেলায় কিন্তু মাথায় পড়ে হাত॥

৪৯০০ পরেরটা পায়, নুন দিয়ে পেড়ে খায়।

৪৯০১ পরেরটা পেয়ে, বমি করে খেয়ে।

৪৯০২ পরের তেলে কাপড় নষ্ট, পরের ভাতে পেট নষ্ট।

৪৯০৩ পরের দুধে দিয়ে ফুঁ, পুড়িয়ে এলেন আপন মু'।

৪৯০৪ পরের দেখে তোলে হাই, আপনার যা আছে তাও নাই।

৪৯০৫ পরের দোষ আকাশ-জোড়া, আপন দোষ ছোটো।
চালুনী বলে—ধুচুনী ভাই, তুমি বড় ফুটো॥[১]
[১ নং ২৯৭৮-৭৯, ৩২৪০]

৪৯০৬ পরের দোষের অন্ত নেই, নিজের দোষে থুড়ি।

৪৯০৭ পরের ধন, আপন ছালা, যত ইচ্ছা ভ'রে ফেলা।

৪৯০৮ পরের ধন, আপন আয়ু, কেউ দেখে না অল্প ক'রে।

৪৯০৯ পরের ধন, আপন ছেলে, কে দেখে কম।

৪৯১০ পরের ধন দেখি আপনার চেয়ে বাড়া।

৪৯১১ পরের ধনে কলুর নাট।[১]
[১ নং ৪৮৮০]

৪৯১২ পরের ধনে পোদ্দারি[১], লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী।
[১ পা—পোতদারগিরি। 'একেই বলে, পরের ধনে পোদ্দারি' —শরৎচন্দ্রের বৈকুণ্ঠের উইল]

৪৯১৩ পরের ধনে বরের বাপ।[১]
[১ নং ৪৯১৭]

৪৯১৪ পরের ধনে বাপের শ্রাদ্ধ।

৪৯১৫ পরের বাড়ী সাদী, নাচে হারামজাদী।
[১ বিবাহ]

৪৯১৬ পরের পিটে, বড় মিঠে।

৪৯১৭ পরের পুতে বরের বাপ।[১]

[১ নং ৪৯১৩]

পরের পুত্রে পুত্রবতী, লোকে বলে ইত্যাদি, নং ৭০৭৩ দ্রষ্টব্য।

৪৯১৮ পরের ফোড়া ঢেঁকি দিয়ে গালে।[১]

[১ নং ৪৮৭৯]

৪৯১৯ পরের বেটী মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে।
দুই চক্ষে জল পড়বে বসুধারা[১] দিয়ে॥

[১ নং ৫৫১৪]

৪৯২০ পরের বেলা কেউ ছাড়ে না।

৪৯২১ পরের ভাত, আপন হাত।

৪৯২২ পরের ভাত পাই, কসি[১] খুলে খাই।

[১ পেটের কাপড়]

৪৯২৩ পরের ভাতে[১] কাঠি দেওয়া।

[১ পা—হাঁড়িতে]

৪৯২৪ পরের ভাতে কুকুর পোষা।[১]

[১ নং ৫০২৪]

৪৯২৫ পরের[১] ভাতে বেগুনপোড়া।[২]

[১ পা—মামার। ২ নং ৪৭১৩]

৪৯২৬ পরের ভাল[১] দেখে চোখ টাটান।

[১ পা—সুখ]

৪৯২৭ পরের ভিটেয় জরীপ এলে, মাপ্ রে মাপ্।
নিজের ভিটেয় জরীপ এলে, বাপ রে বাপ॥[১]

[১ নং ৪৬৫৫]

৪৯২৮ পরের মন আঁধার কোণ।[১]

[১ নং ৪৮৪৫]

৪৯২৯ পরের মাথা কেটে নাপিত।[১]

[১ পা—নাপিত শেখে পরের মাথায়]

৪৯৩০ পরের মাথায় কাঁঠাল[১] ভাঙা[২]।

[১ পা—নারকল। ২ 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনার

গোঁপে তেল দেওয়াই এদের পলিসি'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'অটলের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে এত মজা কচ্চি'—সধবার একাদশী। 'ভৈরব আচার্য্য তাহাদের মাথার উপরেই কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করিয়াছে'—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ। প্রবাদের রূপান্তর—পরের মাথায় কাঁঠাল রেখে কোয়া বার ক'রে খাওয়া]

৪৯৩১ পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরা করে নির্ঘাত।

৪৯৩২ পরের মাথায় বাড়ি দিয়ে, আপনি পড়ে চিৎ হয়ে।

৪৯৩৩ পরের মাথায় হাত বুলান।[১]

[১ অর্থাৎ তোয়াজ করিয়া পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করা]

৪৯৩৪ পরের মুখে ঝাল খাওয়া।[১]

[১ 'অনেক কর্ম্ম বরাতে চলে বটে কিন্তু এ কর্ম্মে পরের মুখে ঝাল খাওয়া হয় না'—আলালের ঘরের দুলাল। 'আপনার মন বোঝে না, পরের মুখে ঝাল খায়'—অমৃত বসুর তরুবালা]

৪৯৩৫ পরের যদি পায়, ধান চিবিয়ে খায়।

৪৯৩৬ পরের লেজে পড়লে পা তুলোপানা ঠেকে।
নিজের লেজে পড়লে পা ক্যাঁক করে ডাকে॥

৪৯৩৭ পরের সোনা দিও না কানে, কেড়ে নেবে হেঁচকা টানে।[১]

[১ 'জানতাম যদি পরের সোনা পরিতাম না কর্ণমূলে'—গোপাল উড়ে। 'পরেছ কানে পরের সোনা লয়ে'—দাশু রায়]

৪৯৩৮ পরের হাতে ধন, পরের নায়ে গমন।[১]

[১ নং ৪৮৫৩]

৪৯৩৯ পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ।

৪৯৪০ পরের হাতে ধন থুয়ে যে কয় আছে।
তার ধন ত খেয়ে গেছে বোয়াল মাছে॥

৪৯৪১ পরের হাতে পড়লে হাঁড়ি, আমানি রেখে ভাত বাড়ি।[১]

[১ নং ৪৯২]

৪৯৪২ পরোপদেশে পাণ্ডিত্যম্।[১]

[১ পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাম্।—হিতোপদেশ]

৪৯৪৩ পলকে প্রলয়।[১]

[১ 'পলকে প্রলয় দেখছেন'—গিরিশ ঘোষের শঙ্করাচার্য্য]

৪৯৪৪ পল্‌তাগাছে পটোল।[১]

[১ অর্থাৎ তিক্তের ফল মিষ্ট]

৪৯৪৫ পল্‌তা শাক, রুহি মাছ, ডাক বলে—ব্যঞ্জন সাচ।[১]

[১ ডাকের বচন]

৪৯৪৬ প'লো আর ম'লো।[১]

[১ বাক্যবাগীশের সালঙ্কার বিস্তৃত বর্ণনা ও স্বল্পভাষীর চাতুরী-পূর্ব্বক সংক্ষেপে দু'কথায় শেষ করার গল্প হইতে। সং—পপাত চ মমার চ। নং ৪৮৩৪]

৪৯৪৭ পশ্চাৎ তু ঝন্‌ঝনায়তে।[১]

[১ সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি। আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাৎ তু ঝন্‌ঝনায়তে ॥]

৪৯৪৮ পশ্চিমে ধনু[১] নিত্য খরা, পূবের ধনু বর্ষা ঝরা।[২]

[১ ইন্দ্রধনু। ২ খনার বচন ৩১]

৪৯৪৯ পশ্চিমে সাধু, পূবে বাবু।
তার মাঝে আছে কেবল কতকগুলি হাবু॥

৪৯৫০ পহেলা কুত্তা কুত্তা বোলে, দোস্‌রা কুত্তা ঘর-ঘর বুলে।
তেস্‌রা কুত্তা জরুকা ভাই, চৌথা কুত্তা ঘরজামাই॥

৪৯৫১ পাও টানা আর নাও টানা সমান।

৪৯৫২ পাওয়া জিনিস দেওয়া কি, বেচে ফেললে করবে কি।

৪৯৫৩ পাকমারের[১] ঘরে চড়ুইয়ের বাসা।

[১ পা—পাখীমারার]

৪৯৫৪ পাকা আম দেখলেই কাকে ঠোকরায়।

৪৯৫৫ পাকা আমে পোকা।[১]

[১ 'গাছপাকা খাস্ আঁবে ধরিয়াছে পোকা'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৪৯৫৬ পাকা আমের রসি[১], খাই না খাই গায়ে ঘসি।

[১ রসানি, নির্য্যাস]

৪৯৫৭ পাকা ঘুঁটি কাঁচান।[১]

[১ 'তুমি ইচ্ছাসুখে ফেল পাশা, কাঁচায়েছ পাকা ঘুঁটি'—আজু গোঁসাই। 'প্রায় ঘরে উঠি পাকায়ে ঘুঁটি, কাঁচা খেলাটি খেলিলে'; 'পাকা ঘুঁটি নাহিক পার কাঁচাতে'; পুনশ্চ, 'ঘর না বুঝে বসতে পেরে কাঁচালি কি পাকা ঘুঁটি'—দাশু রায়। 'ঘরে তুলে পাকা ঘুঁটি বসিলেন কেঁচে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৪৯৫৮ পাকা ঝিঁকুট।[১]

[১ দরকচা, অকালপক্ব]

৪৯৫৯ পাকা ধানে মই[১] দেওয়া।[২]

[১ ক্ষেতের জমাট মাটি গুঁড়া করিবার যন্ত্রবিশেষ। পাকা ধান কাটিয়া ঘরে তুলিবার কথা, সে সময় ক্ষেতে মই দিলে সব নষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ সফলপ্রায় কার্য্য পণ্ড করা। ২ 'পাকা ধানে মই'—রামপ্রসাদ। 'আমি কি দিয়াছি তোমার পাকা ধানে মই'—গোপাল উড়ে। 'শালা মোদের পাকা ধানে মই দিলে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'আমি কি তোদের কারোর নামে রটাতে গিইছি, কারুর পাকা ধানে মই দিইছি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহ]

৪৯৬০ পাকা ফলার।[১]

[১ লুচি। 'মাগীগুলো ভাই এমনি পেটুক, তাদের ইচ্ছা জুটুক পটুক পাকা ফলার'; পুনশ্চ, 'পেটুকের চিন্তা দশে পাঁচে পাকা ফলার ঘটে'—দাশু রায়]

৪৯৬১ পাকা মাথায়[১] সিঁদুর পরা।

[১ পা—চুলে। 'জন্মায়তী হও, পাকা চুলে সিন্দুর পর'—নীলদর্পণ]

৪৯৬২ পাঁকাল মাছে পাঁক লাগে না।

৪৯৬৩ পাকে পাকে গিরা, মিছে কর কিরা[১]।

[১ শপথ]

পাঁকে পড়া হাতীকে হাতীই তোলে, নং ৮৬৮৭ দ্রষ্টব্য।

৪৯৬৪ পাঁকের গোঁজ[১]।

[১ খুঁটি। অর্থাৎ যে দিকে নড়াও সেই দিকে নড়ে।—নং ১৬৩৬]

৪৯৬৫ পাখ[১] পায়রা[২] পাঁচালী, তিনে ছেলে মজালি।
[১ পাখীপোষা। ২ পায়রা ওড়ান। গত শতাব্দীর বাবুদের সখ; হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা দ্রষ্টব্য]

৪৯৬৬ পাখীপড়ার মত শেখান।

পাখীমারার ঘরে ইত্যাদি, নং ৪৯৫৩ দ্রষ্টব্য।

৪৯৬৭ পাখীর প্রাণ অল্পেই যান্।[১]
[১ নং ১২৬০, ৫১৫৫]

৪৯৬৮ পাখীর মত খাওয়া।[১]
[১ অল্প আহার]

৪৯৬৯ পাখীর মধ্যে ওঁচা, নাম কাদাখোঁচা।

৪৯৭০ পাখী যখন খায়, তখন গান গায় না।[১]
[১ নং ১৮৯৪]

৪৯৭১ পাগড়ি দশ ফের হলেও পাগড়ি।

৪৯৭২ পাগড়ি বাঁধতে কাছারি বরখাস্ত।

পাগ বাঁধতে দোল ফুরায়, নং ৮২৫৫ দ্রষ্টব্য।

৪৯৭৩ পাগল কি গাছে ফলে, আক্কেলেতে পাগল বলে।[১]
[১ নং ৬৩১৬]

৪৯৭৪ পাগল, না, ছাগল।

৪৯৭৫ পাগল মধ্যস্থ।

৪৯৭৬ পাগলা[১] নাও ডুবাস্ নে'[২], না, ভাল মনে ক'রে দিয়েছিস্।[৩]
[১ পা—নেয়ে। ২ পা—সাঁকো নাড়িস্ নে। ৩ পা—পাগলের সাঁকো নাড়া, বা, না' ডুবান]

পাগলা ভাত খাবি, না, হাত ধোব কোথা, নং ৮৪৪৭ দ্রষ্টব্য।

৪৯৭৭ পাগলে আর মজা নেই, পিরীতে আর সুখ নেই।

পাগলে কি না বলে ইত্যাদি, নং ৩১৯১ দ্রষ্টব্য।

৪৯৭৮ পাগলের ছাঁট[১], তেলের কাট[২]।
[১ চেহারা বা প্রকৃতি। ২ তৈলমল]

পাগলের গোবধে আনন্দ, নং ১১৭ দ্রষ্টব্য।

৪৯৭৯ পাঁচ[১] আঙুল সমান হয় না।

[১ পা—হাতের পাঁচ]

৪৯৮০ পাঁচ কলমে ভোঁতা।

৪৯৮১ পাঁচ জন যেখানে, ভগবান সেখানে।[১]

[১ নং ৪০০০]

৪৯৮২ পাঁচ জনে খায় একলা মাগী, দশ হাতে খায় ডোকলা[১] মাগী।[২]

[১ পেটুক বা অমিতব্যয়ী। ২ দাশু রায়]

৪৯৮৩ পাঁচ পাগলের ঘর, খোদায় রক্ষা কর।[১]

[১ নং ৫০০, ৩৬৩৪, ৪১৪১, ৮২৬৮, ৮২৮৬]

৪৯৮৪ পাঁচ ফুলের সাজি।[১]

[১ 'এ দেহ পাঁচ ফুলের সাজি, তুই হলিনে কাজের কাজী'—
—রামপ্রসাদ। 'এ উদর যত যত্নে পূর্ণ করি, রাজবাড়ী পাঁচ ফুলে
সাজি পোরে'—নবীন তপস্বিনী]

৪৯৮৫ পাঁচ বরে আরেবরে, এক বরে বিয়ে করে।

পাঁচ বার চোরের, সাধুর একবার, নং ৩১৪৭ দ্রষ্টব্য।

পাঁচশ জুতো গুণে খায় ইত্যাদি, নং ১০৮৯ দ্রষ্টব্য।

৪৯৮৬ পাঁচ শত মূর্খ লয়ে স্বর্গও না চাই।
পাঁচ জন পণ্ডিত লয়ে নরকেতেই যাই॥

৪৯৮৭ পাঁচে আনে পাঁচে খায়, পাঁচ জনে[১] গেরস্থ বলায়[২]।

[১ পা—লাভের শোধে। ২ পা—পাঁচে মিলে গেরস্থ বায়]

৪৯৮৮ পাঁচে ধরে বত্রিশে খায়, আর সকলে রস পায়।

পাঁচে পূজলে পাথরে ইত্যাদি, নং ৫০৩৩ দ্রষ্টব্য।

৪৯৮৯ পা-জটে।[১]

[১ কার্য্যোদ্ধারের জন্য যে পায়ে পড়ে কিন্তু কাজ ফুরাইলে
মাথায় উঠে]

৪৯৯০ পাঁজি হয়েছে উজন সুজন[১], কার্ত্তিক মাসে দুর্গাপূজন।

[১ অর্থাৎ উল্‌টা]

পাজীর মুখে হারাম গুজার, নং ৫৬২৩ দ্রষ্টব্য।

৪৯৯১ পাটনায় গিয়ে দেখা হবে।[১]

[১ 'অর্থাৎ গরু বিউলে দুদ খাবার আশ্বাসের ন্যায় কথা'—লঙ সাহেবের ব্যাখ্যা]

৪৯৯২ পাটে নেই ত ধানে কাপাসে।

৪৯৯৩ পাটিওয়ালা পাটিতে শোয় না।

৪৯৯৪ পাঁঠা-ছেঁড়াছিঁড়ি।

[১ 'ময়রা দিদির মত সতীন হলে ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ, ভাতার শালা পাঁঠা-ছেঁড়াছিঁড়ি হয়'—জামাইবারিক]

৪৯৯৫ পাঁঠা ছেড়েছ ক'দিন ? দাঁত পড়েছে য'দিন।

৪৯৯৬ পাঠাবারও মন নয়,[১] রাখবারও ধন নয়।

[১ অর্থাৎ বিবাহের পর কন্যাকে শ্বশুরবাড়ীতে]

৪৯৯৭ পাঁঠা ম'রে বোষ্টম।

৪৯৯৮ পাঁঠা মেমায়,[১] না, কাটারি মেমায়।

৪৯৯৯ পাঁঠায় কাটে, পাঁঠী নাচে, পাঁঠা বলে—মগধেশ্বরী আছে।[১]

[১ The Magadeswari ceremony as practised in Chittagong is said to be borrowed from the Buddhists. She-goats…are sacrificed by the males of the family when a newly married bride is five months pregnant. A similar ceremony is performed if a married woman (but not if a virgin) goes mad...also practised by local Buddhists. There are no mantras, no rites—J. D. Anderson]

৫০০০ পাঁঠার ইচ্ছায় ঝোল রাঁধা।

৫০০১ পাঁঠার কল্যাণে মহিষ (বলি)।

৫০০২ পাঁঠার পয়সা ট্যাঁকে এলে, ধানের ভরসা ঘরে গেলে।

৫০০৩ পাড়াপড়শী কয়—বছর-বিয়েনী, গেরস্থ কয়—বাঁজা।[১]

[১ পা—যার গরু সে বলে—বাঁজা (বা, গেরস্থ বলে—দু'বিয়েন), পাড়াপড়শী বলে—সাত বিয়েন]

পাড়াপড়শীর গুণে বেঁড়ে গরুও বিকিয়ে যায়, নং ২৫০৭ দ্রষ্টব্য।

৫০০৪ পাড়া (বা, বাড়ী) মাথায় করা[১]।

[১ হট্টগোল করা ; 'মাতন', 'মাত' শব্দ হইতে]

৫০০৫ পাড়ার লোকও কয়, আমার মনেও লয়।

জামাইয়ের পাতের কই মাছ খেলে শাশুড়ীর পোলা[১] হয় ॥[২]

[১ সন্তান। ২ জামাইয়ের পাতে বড় কই মাছ দিয়া লোভী শাশুড়ীর উক্তি]

৫০০৬ পাড়ে আর পাহাড়ে, রাজবৈদ্যে আর হাতুড়ে।

৫০০৭ পাণ্ডব-বর্জ্জিত[১] দেশ।

[১ অর্থাৎ অনার্য্য, বর্ব্বর]

৫০০৮ পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস।

৫০০৯ পাত কাটতে তর[১] সয় না।

[১ দেরি]

৫০১০ পাত কুড়িয়ে ভাত।

৫০১১ পাত কেটে ভাত খাওয়া।[১]

[১ 'আমি ভাল মন্দ কিছু জানিনে, কারো পাত কেটে ভাত খাইনে'—লীলাবতী]

৫০১২ পাত[১] চাটা।

[১ পা—পাতড়া (=এঁটো পাতা)]

৫০১৩ পাততাড়ি[১] গুটান।

[১ পাঠশালায় পড়ুয়াদের লিখিবার তালপাতার আঁটি]

৫০১৪ পাত দড়ি সোঁটা, তিন করবে মোটা।

৫০১৫ পাত দেখে বেরাল কাঁদে।[১]

[১ 'বেশ্যার ভবনে এমন করে আহার ঠাসিতেছেন যে পাত দেখে বেরাল কাঁদিয়া মরে'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৫০১৬ পাঁত[১] পুঁথি তাস, তিনে করে নাশ।

[১ পাঁত খেলা]

৫০১৭ পাতা ঝরে কলি হাসে, এমন দিন সবার আসে।

৫০১৮ পাতা নড়লে ভয় মনে, সে জন যেন যায় না বনে।

৫০১৯ পাতা নাড়ি হাতা নাড়ি, এই ত চোরের হাতে খড়ি।[১]

[১ নং ৩৫৫, ৭৭২৮]

৫০২০ পাতালফোঁড়,[১] বিন্নাফোঁড়,[২] মোষশিঙা,[৩] কুইচামোড়।[৪]
মুখজাবড়া, নিমের পাত, মোছ রাখে ছয় জাত[৫] ॥

[১ একপ্রকার বেঙের ছাতা। ২ অর্থাৎ বেনা ঘাসের মত খস্‌খসে। ৩ মোষের শিঙের মত বাঁকা। ৪ কুঁইচা বা কুঁচি = মুড়া ঝাঁটা ; অথবা, শূয়ার কুঁচি। ৫ ছয় প্রকার গোঁফ রাখিবার ধরণ]

৫০২১ পাতি[১] নেড়ে[২]।

[১ ক্ষুদ্র। ২ নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। 'মিয়া টিল্লু এতদ্দেশীয় মোছলমান যাহাকে পাতি নেড়ে কহে'—নববিবিবিলাস]

৫০২২ পাতি ঝাড়েও বাঘ লুকায়।

পাতের কুকুর নাই পেলে মাথায় ওঠে, নং ৪৫২৫ দ্রষ্টব্য।

৫০২৩ পাতের ভাত কেড়ে নেওয়া।

৫০২৪ পাতের ভাতে কুকুর পোষা।[১]

[১ নং ৪৯২৪]

৫০২৫ পাতের ভাতে পালে কুকুর, কুকুর ওঠে মাথার উপুর।[১]

[১ নং ১৮৯১, ৪৫২৫]

৫০২৬ পাতের ভাতে পুষলাম যুগী, উল্‌টে বলে—পরবাস[১] কি।[২]

[১ অর্থাৎ পরের আশ্রয়ে বাস। ২ নং ৫২৩৬]

৫০২৭ পাত্রের[১] মায়ের স্বর্গে যাওয়া।

[১ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির]

৫০২৮ পাথরে কোপ মারা।[১]

[১ 'তাড়াহুড়া রকমে শিক্ষা দিলে পাথরে কোপ মারা হয়'—আলালের ঘরের দুলাল]

৫০২৯ পাথরে ঘুণ ধরে না।

৫০৩০ পাথরে তুলো না হাত, পরাজয় নির্ঘাত।

৫০৩১ পাথরে[১] পাঁচ কিল।[২]

[১ পা—পাটায়। ২ পাথরের মত অটুট কপাল যাহা পাঁচ কিলেও ভাঙে না। 'কারো পূজোয় পাথরে পাঁচ কিল ; কারো

সর্ব্বনাশ'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। বিয়েপাগলা বুড়ো ও লীলাবতীতেও প্রযুক্ত]

৫০৩২ পাথরেতে হাত চাপা, ব'সে আছে পাথুরে বোকা।

৫০৩৩ পাথরে পূজিলে পাঁচে পীর হয়ে পড়ে।[১]

[১ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। পা—পাঁচে পূজলে পাথরে, সেও পীর হয়ে পড়ে]

৫০৩৪ পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয়।[১]

[১ পা—মাথার চেয়ে পাথর শক্ত]

৫০৩৫ পাথরের ছাল ছাড়ান।

৫০৩৬ পাথরে লেখা মুছলেও যায় না।[১]

[১ 'তাহার পিরীতি পাষাণে লেখতি মুছিলেও নাহি ঘুচে'—চণ্ডীদাস]

৫০৩৭ পা দিয়ে মাড়ালে, না কামড়ায় এমন সাপ নেই।

৫০৩৮ পান থেকে চূণ খসে না,[১] এমনি হল গিন্নীপনা।

[১ 'পান থেকে চূণ খসলে পরে নিস্তার রয় না আর'—মনোমোহন বসু]

৫০৩৯ পান দিয়ে দেয় না চূণ, সে পানের কি বা গুণ।

৫০৪০ পান না ক্ষুদে পুঁটি, বলে খাব দুধ-রুটি।[১]

[১ নং ২২৬২]

৫০৪১ পান পানিতে বিচার নেই।[১]

[১ 'গেল সব হিঁদুয়ানি, বিচার নেই আর পান পানি'—দাশু রায়]

৫০৪২ পান পানি পিটা, জাড়ে লাগে মিঠা[১]।

[১ পা—তিনই শীতে মিঠা]

৫০৪৩ পান সাজতে জানে না, দু'পায়ে আল্‌তা।

৫০৪৪ পানান দুধে দাগা দেওয়া।

৫০৪৫ পা না ভিজল যার, বড় কই তার।[১]

[১ নং ৩৯৭৪]

৫০৪৬ পানি কাটি দু'ভাগ নয়, আপনার[১] মারি ভিন্ নয়।

[১ অর্থাৎ আপনার জন]

৫০৪৭ পানি ফেলিয়া পানিকে যায়, আন্ পুরুষে আড়ে চায়।
তারে না বলিহ সতী, স্বরূপে সে দুষ্টমতি ॥[১]

[১ ডাকের বচন। অনুরূপ বচনের জন্য নং ৭৭০, ৪৫৩৮, ৪৬৮৬ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য]

৫০৪৮ পানের ওপর সুপারি ওঠে না।[১]

[১ অর্থাৎ কৃপণ]

৫০৪৯ পান্তা ভাত ফুঁ দিয়ে খাওয়া।

৫০৫০ পান্তা ভাত ভক্ষণ,[১] এই ত পুরুষের লক্ষণ।
আমি অভাগী তপ্ত খাই, কোন্ দিন বা মরে যাই ॥

[১ পা—পানি পান্তা ভক্ষণ]

৫০৫১ পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট,[১] বাপের বাড়ী ঝি নষ্ট[২]।

[১ নং ১১৭৮, ১৮৭৫, ৩৭৪৬, ৪৭১৩। ২ নং ১৩৩৫, ৮৪৬৭]

৫০৫২ পান্তা ভাতে ডেলা পাকায় না।

৫০৫৩ পান্তা ভাতে নুন জোটে না, বেগুনপোড়ায় বিষ্ণুতেল।

৫০৫৪ পাপ করলেই ভুগতে হয়, এইটি যেন মনে রয়।

৫০৫৫ পাপ করলেই যমের ভয়, পাপ-মনে বড় হয়।

৫০৫৬ [লোকে বলে—] পাপ-কাপ ক'দিন লুকায়।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৫০৫৭ পাপ পুণ্য না জানি, যা করেন মা ভবানী।

পাপ মানে না আপন বাপ, নং ৫০৬৩, ৬৯৫১ দ্রষ্টব্য।

৫০৫৮ পাপ মনে, ভয় বনে।

৫০৫৯ পাপ লুকায় না, সাগর শুকায় না।[১]

[১ পা—সাগর শুকাবে যবে, পাপ লুকাবে তবে]

৫০৬০ পাপিষ্ঠের 'পা', টাঙ্গন ঘোড়ার 'টা'।
ঋণছেঁচড়ার 'ঋ', এই তিনে পাটারি[১] ॥

[১ জমিদারী খাজনা আদায়কারী পাটোয়ারী]

৫০৬১ পাপী যাবে গঙ্গাস্নানে, কাঁটা কুড়াবে কে ?

৫০৬২ পাপী যাবে গঙ্গাস্নানে, সাধু যাবে কোন্ খানে[১]।

[১ নং ৮০৭০, ৮১৮৩]

৫০৬৩ পাপে বাপেরেও ছাড়ে না।[১]

[১ নং ৬৯৫১]

৫০৬৪ পাপের কড়ি, গলায় দড়ি।

৫০৬৫ পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।

৫০৬৬ পাপের ধন সাপে খায়।

৫০৬৭ পাপের বোঝা বড় ভার, ফেলবার নেই উপায় তার।

৫০৬৮ পাপের লেশ, দুঃখের[১] শেষ।

[১ পা—সুখের]

৫০৬৯ পাবার আশে পুরুত ঘেঁসে।

৫০৭০ পায় না আলোচাল, কাচা[১] মাঙ্গে।

[১ ছোট বস্ত্রখণ্ড। এই অর্থে 'কাচা' শব্দের প্রয়োগ যথা—'পরি দুপণের কাচা, ভাণিত আমার ভাচা'—কবিকঙ্কণ; 'পরণে তিন পণের কাচা'—দাশু রায়]

পায় না পচা পুঁটি ইত্যাদি, নং ২২৬২ দ্রষ্টব্য।

৫০৭১ পায় না পোড়া চিঁড়ে মুড়ি, চিনি মণ্ডা গড়াগড়ি।

৫০৭২ পায়ে গোদ, চোখে ছানি, মাথা যেন খই-চালুনি।

৫০৭৩ পায়ে ঠেলা।[১] পায়ে তেল দেওয়া।[২]

[১ আমি না ছাড়িব তুমি ঠেলো না চরণে'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। ২ 'প্রত্যহ আমার পায়ে মাখাবেন তেল'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে তেল না দিলে চলিবে না'—ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের নয়নচাঁদের ব্যবসা]

৫০৭৪ পায়ে রাখা।

পায়ে পা ঠেকিয়ে আলাপ করা বা প্রণাম নেওয়া।

৫০৭৫ পায়ে-পড়াকে পারা ভার।[১]

[১ 'পায়ে পড়া যারা তারা লজ্জা নাহি পায়'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা। 'পায়ে পড়ারে পারা ভার, আপনার উপর মালতীর দয়া হয়েচে'—নবীন তপস্বিনী]

৫০৭৬ পায়ে পায়ে শত্রু।[১]

[১ 'সকল কাজ চুপি চুপি ভাল, আমার পায় পায় শত্রু'—বিয়ে পাগলা বুড়ো]

৫০৭৭ পায়ের উপর পা দিয়ে থাকা।[১]

[১ আরাম উপভোগ করা]

৫০৭৮ পায়ের তলায় সরষা, দু'দিনের পথ ফরসা।

৫০৭৯ পায়ের ধূলা ঝাড়তেও (বা, পা ধুতেও) না আসা।[১]

[১ ঘৃণা হেতু কোন কারণেই কারো ঘরে না আসা]

৫০৮০ পায়ের পয়জার[১] মাথায় চড়ে[২]।

[১ জুতা (ফা.)। ২ পা—ওঠে]

৫০৮১ পায়ের বাঁধন[১] ছিঁড়ে যাওয়া।[২]

[১ পা—নলি বা নড়ি, সূতা। ২ 'টাকার তাগাদা করিতে করিতে আমাদের পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল'—আলালের ঘরের দুলাল। 'কত কষ্টে ইলেক্ট হওয়া যায় তা তো ঠেকে বুঝেছ, সেই পায়ের নলী ছিঁড়ে'—অমৃত বসুর সাবাস্ আটাশ। 'হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল'—গিরিশ ঘোষের বলিদান]

৫০৮২ পায়ের যোগ্য মানুষ নয়, গায়ে হাত দিয়ে কথা কয়।

৫০৮৩ পার করবার যে, পার করবে সে।

পার হলে পাটনী শালা, নং ২২৭৪ দ্রষ্টব্য।

৫০৮৪ পারা আর পাপে কার সাধ্য চাপে।

৫০৮৫ পারে না কচু কুটতে, আগে ধায় এঁটে[১] কুটতে।

[১ এই শব্দের অর্থের জন্য নং ১১৩২ দ্রষ্টব্য]

৫০৮৬ পারের কর্ত্তা হরি দেবেন চরণতরী।

৫০৮৭ পালেদের পূজায় তামাসা, এক এক খানা বাতাসা।
একবার চাইলাম দিলে না, আবার চাইলাম দিলে না।
আমরা অত ছোঁচা না।

৫০৮৮ পালাতে না পারলেই গোদা বড় বীর।

৫০৮৯ পালাতে না পেরে মোড়লের[১] বেহাই।

[১ পা—মোল্লার]

৫০৯০ পালাব না ত কি ভয় করব।

৫০৯১ পালাবার আশা মিছে, যম ধাওয়া করেছে পিছে।

৫০৯২ পালে গরু বাড়ে কার।

৫০৯৩ পালের আগে দৌড়ায় ভেড়া, উজনে[১] গয়লার চোখ টেরা।

[১ অর্থাৎ উল্‌টা দিকে]

৫০৯৪ পালের গরু পালে মেশে।

৫০৯৫ পালের গোদা।

পাঁশকুড়ে পদ্মফুল, নং ২৬৩২ দ্রষ্টব্য।

পাঁশ পেড়ে কাটি ইত্যাদি, নং ১৬০৮ দ্রষ্টব্য।

৫০৯৬ পাশা কর্ম্মনাশা।

৫০৯৭ পাষাণে মাথা ঠোকা।

৫০৯৮ পাসরে পাসরে মরি।

পরের হাঁড়ির ভাত নিয়ে নিজের হাঁড়ি ভরি ॥[১]

[১ পা—পোড়া মন পাসরে মরি, পরের থালার ভাত আপন থালায় ভরি]

৫০৯৯ পা সরলে হাতীও পড়ে।

৫১০০ পা হড়কালে আপনি মরে, মুখ হড়কালে গুষ্টিসুদ্ধ মরে।

৫১০১ পাহাড় কাটতে সোনার কুড়ুল।

পিঙ্গল আঁখি চপল মতি ইত্যাদি, নং ৭৭০ দ্রষ্টব্য।

৫১০২ পিছে গেলেই মিছে।

পিটে খায় পিটের ফোঁড় গণে না, নং ৬৮৪ দ্রষ্টব্য।

৫১০৩ পিটে খায় মিঠের জোরে[১], হাত নেড়ে বেড়ায় নানীর[২] জোরে।

[১ অর্থাৎ বিস্বাদ পিটা গুড় দিয়ে মিষ্ট হয়। ২ পিতামহীর]

৫১০৪ পিটে খায় মিঠের লোভে, যদি পিটে মিঠে লাগে।

৫১০৫ পিটে পিটো করেন বউ।
এক পিটে তিন বউ, আর ত খেতে নারেন বউ ॥

পিটে বল মিঠে বল, ভাতের বাড়া নেই ইত্যাদি, নং ৩০০৬ দ্রষ্টব্য।

৫১০৬ পিটের সবই মজুদ করি, অভাব কেবল গুড় আর গুঁড়ি।

৫১০৭ পিঠ চাপড়ান।[১] পিঠ চুলকান।[২] পরস্পরের পিঠ চুলকান।[৩]

[১ মুরুব্বি ভাবে উৎসাহিত করা। ২ প্রহৃত হইবার জন্য কণ্ডূতি। ৩ অর্থাৎ দুইজন অযোগ্য ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পরের সুখ্যাতি করা। যথা—'উষ্ট্রাণাং চ বিবাহে তু গর্দভা গীতগায়কাঃ। পরস্পরং প্রশংসন্তি অহো রূপমহো ধ্বনিঃ ॥]

পিঠে করেছি কুলো, কানে দিয়েছি তুলো, নং ১৬৯৬ দ্রষ্টব্য।

৫১০৮ পিঠে হাত বুলালে লেজ ন'ড়ে ওঠে।[১]

[১ নং ৬০৩৩]

৫১০৯ পিঁড়ে উঁচু, মেঝে খাল, তার দুঃখ চিরকাল।

৫১১০ পিঁড়ে পেতে করলাম ঠাঁই, বাড়া ভাতে পড়ল ছাই[১]।

[১ 'বাড়া ভাত' দ্রষ্টব্য]

৫১১১ পিঁড়েয় ব'সে পেঁড়োর[১] খবর।

[১ পেঁড়ো = পাণ্ডুয়া, তৎকালীন বাংলার রাজধানী]

৫১১২ পিঁড়েয় ব'সে পেঁড়োর মন্দির দেখা।

৫১১৩ পিঁড়েয় জিন্‌লে পেঁড়োয় জিন্‌বে।[১]

[১ পা—আগে পিঁড়েয় জিতি, পরে পেঁড়োয় জিতব। Morton সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন, 'Gain a cause on the house terrace, and you will surely gain it at the tribunal'; কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। 'পেঁড়ো' শব্দের অর্থের জন্য উল্লিখিত নং ৫১১১, এবং নং ৫২৪০-৪১ দ্রষ্টব্য]

৫১১৪ পিণ্ডি চট্‌কান।[১]

[১ অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করা। 'তোমার পিণ্ডি চট্‌কিচি'—জামাই বারিক]

৫১১৫ পিণ্ডি পায় না, কেত্তন চায়।

৫১১৬ পিতলের কাটারি, কাজে নেই ধার, ঝক্‌মকই সার।[১]

[১ নং ৫২৪২]

৫১১৭ পিতামহ ভীষ্ম।

৫১১৮ পিতার পুণ্যে পুত্রের উদয়।

৫১১৯ পিতৃমুখী কন্যা সুখী, মাতৃমুখী পুত্র সুখী।

৫১২০ পিঁপড়ে আপন হাতের চার হাত লম্বা।

৫১২১ পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরবার তরে।[১]

[১ 'পিপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে'—কৃত্তিবাস (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড)। 'কি বা মৃত্যু হেতু পাখ উঠে পিপিড়ার'—কবিকঙ্কণ। 'পিপীলা পালক বাঁধে মরিবার তরে'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'পিপীলিকার পাখ দণ্ড মরিবারে উঠে'—রামেশ্বরের শিবায়ন। 'পালক উঠিলে পিপীলিকার অর্থাৎ পিঁপড়ার আকাশের উপর উঠা'—প্রবোধচন্দ্রিকা। 'মরণের হেতু উঠে পিঁপীড়ার পাখা'; পুনশ্চ, 'পিঁপীড়া ধরেছে ডানা মরিবার তরে'—ঈশ্বরগুপ্ত। 'নিপাত হবার অগ্রেই পিপীলিকার পালক উঠে'—কমলে কামিনী]

৫১২২ পিঁপড়ের গর্ত্ত থেকে চিনি টেনে বের করা।

৫১২৩ পিঁপড়ের পোঁদ টিপে রস বের করা।[১]

[১ অত্যন্ত নীচ কৃপণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। 'পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুফতের মধু অলি'—ভোলা ময়রা]

৫১২৪ পিঁপড়ের বলও বল।

৫১২৫ পিরীত আগুন কাশ, রয় না প্রকাশ।

৫১২৬ পিরীত আর গীত, জোরের কাজ নয়।

৫১২৭ পিরীত কর, কুরীত কর, কেবল মনঃকষ্ট।
সাঙাত কর, সখী কর, কেবল টাকা নষ্ট॥[১]

[১ নং ৮২৫২]

৫১২৮ পিরীত থাকলে তেঁতুলপাতায় ছ'জন শোয়া যায়।
অপিরীতে মান[১]-পাতায় জায়গা না কুলায়॥[২]

[১ মানকচু। ২ নং ১২৬৩, ৭০৫৯]

৫১২৯ পিরীত যখন[১] জোটে, ফুটকড়াই ফোটে।
পিরীত যখন[১] ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে॥
[১ পা—যখন আদর]

৫১৩০ পিরীতের কত খেলা বুঝে ওঠা ভার।
চুলের সাঁকোয়[১] তুলে দিয়ে করায় সাগর পার॥
[১ অতি সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম ; নং ৩০৫২ দ্রষ্টব্য]

৫১৩১ পিরীতের[১] নাও পাহাড়ে চলে।[২]
[১ পা—টাকার। ২ নং ৪০১৫]

৫১৩২ পিরীতের পেত্নীও ভাল।

৫১৩৩ পিরীতের ফের মেচকো[১] ফের।
[১ মেচা=পাট (প্রা) ; পাট বা শণের দড়ি]

পিসী বল মাসী বল, মায়ের বাড়া নেই, নং ৩০০৬ দ্রষ্টব্য।

৫১৩৪ পীর, না, পয়গম্বর।

৫১৩৫ পীর বরাবর নেড়ে, সোনার-ক্ষুরে এঁড়ে।
ঘরের পাশে গেড়ে, যে বিশ্বাস করে সে ভেড়ের ভেড়ে॥[১]
[১ নং ২৩৯৮, ৩৩৭৬, ৮০০৯]

৫১৩৬ পীরের[১] কাছে মামদোবাজি।[২]
[১ পা—সাতগেঁয়ের। ২ নং ৮২৭৩]

৫১৩৭ পীরের শিন্নি হারাম।

৫১৩৮ পীরের সঙ্গে মুখ-বাঁকানি।[১]
[১ নং ৬২৪]

৫১৩৯ পুঁই কচু ঘেসো[১], তিন আমাশার মেসো।
[১ একপ্রকার শাক ?]

৫১৪০ পুকুর-কাত খোসামুদে।[১]
[১ পুকুর কাত হয়ে পড়ার মত অসম্ভব ব্যাপারও যে বলিতে দ্বিধা করে না।—নং ৩৩৭০ দ্রষ্টব্য]

৫১৪১ পুকুর কেটে নাওয়া।[১]
[১ পা—কুয়ো খুঁড়ে স্নান করা]

৫১৪২ পুকুর গাবালে[১] হয় মাছের মরণ।[২]

[১ গাব=গর্ভ, জলাশয় প্রভৃতির। গাবান=ভিতর পর্য্যন্ত আলোড়িত করা। ২ 'পুখুর গাবালে যেন চিলে তুলে মীন'—কবিকঙ্কণ]

৫১৪৩ পুকুর চুরি।[১]

[১ খননের পরিধির মধ্যে পুকুর থাকিলে এবং একটু একটু করিয়া সংলগ্ন খনিত ভূমির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলে, তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না। আধার আধেয় লুপ্ত করিয়া বেমালুম চুরি]

পুকুর নষ্ট পানায়, গাঁ নষ্ট কানায়, নং ২৪৮৫ দ্রষ্টব্য।

৫১৪৪ পুকুর না কাটতেই কুমীরের বাস।

৫১৪৫ পুকুরের উপর হয় বেজার, ছোঁচান তাই হয় না আর।[১]

[১ পা—পুকুরের ওপর বেজার হয়ে পানি খরচ না করা]

পুকুরের জল পুকুরে র'ল, নং ২৩৩০ দ্রষ্টব্য।

৫১৪৬ পুকুরের রুই মাছ জালে প'ড়ে কাঁদে।
না জানি গেরস্থের বউ কেমন ক'রে রাঁধে॥[১]

[১ নং ১৫৪]

৫১৪৭ পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।[১]

[১ রামেশ্বরের শিবায়ন]

৫১৪৮ পুঁজি নেই, তার পাঁজি আছে।

৫১৪৯ পুঁজি ভেঙে খেতে ভাল, ভেটেন গাঙে যেতে ভাল।
যত কষ্ট উজুতে আর বুঝুতে[১]।

[১ পা—উজানে আর বুঝানে]

৫১৫০ পুঁজির উপরেরটি।[১]

[১ 'অর্থাৎ ভালটি উপরে থাকে'—লঙ সাহেবের ব্যাখ্যা। পা—পুঁজির উপর একটি (অর্থাৎ অতিরিক্ত চালাকি)]

৫১৫১ পুঁটিমাছও জাল ছিঁড়তে চায়।

৫১৫২ পুঁটিমাছ মেরে শোলে দৃষ্টি।

৫১৫৩ পুঁটিমাছের আবার পিটুলি।

৫১৫৪ পুঁটিমাছের প্রাণ।[১]

[১ অর্থাৎ স্বল্পশক্তি বা ক্ষুদ্রপ্রাণ। 'আমাদের পুঁটিমাছের প্রাণ, আপনাকে কি আমরা রাখতে পারি'—গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী। 'বেচারি গুলিখোরদের যে পুঁটিমাছের প্রাণ'—ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের নয়নচাঁদের ব্যবসা]

৫১৫৫ পুঁটিমাছের প্রাণ, দেখতে দেখতে যান।[১]

[১ 'মহাশয় আমরা মারা গেলাম, আমাদের পুঁটিমাছের প্রাণ'—আলালের ঘরের দুলাল। নং ১২৬০, ৪৯৬৭)]

পুঁটিমাছের ফরফরানি, নং ৩০৩৬ দ্রষ্টব্য।

৫১৫৬ পুড়বে[১] মেয়ে উড়বে[২] ছাই, তবে তার গুণ গাই।[৩]

[১ পা—পুড়ল। ২ পা—উড়ল। ৩ পা—মরল নারী হল ছাই (বা, মরবে নারী উড়বে ছাই) তবে জেন (বা কই) কলঙ্ক নাই ; মরে মেয়ে ওড়ে ছাই, তবু তারে বিশ্বাস নাই]

পুড়ে ঝুরে রাঁধুনী, ছিঁড়ে কুটে কাটুনী, নং ৩২২৪ দ্রষ্টব্য।

৫১৫৭ পুঁড়োর[১] মেয়ে বেগুন চেনে না।[২]

[১ কৃষিব্যবসায়ী জাতির। ২ নং ৪৬৬২, ৫৯৬৭]

পুণ্যবানের পাঁশকুড়ও ভাল, ৫৪৬০, ৬১০৪ দ্রষ্টব্য।

৫১৫৮ পুত নয়, ভূত।[১]

[১ নং ৮১৫২]

৫১৫৯ পুত পুত পুত, শেষে দেখি ভূত।

৫১৬০ পুতুল-নাচের নকীব।[১]

[১ 'আদালতী স্বরে হাত পা নেড়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন—হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন পুতুল নাচের নকীব'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

৫১৬১ পুতুল যেমন পুতুল কাচে[১], যেমন নাচায় তেমনি নাচে।

[১ ছল বা রঙ্গ করে]

৫১৬২ পুতে করে গয়া[১], ঝিয়ে সর্ব্বজয়া[২]।

[১ গয়ায় শ্রাদ্ধ। ২ ব্রতবিশেষ]

৫১৬৩ পুতের কালি, গঙ্গাজলের বালি।

৫১৬৪ পুতের বিয়ে আপনি দিলাম, বউ ঘরে এল।
সঁপে দিলাম গেরস্থালী, গিন্নীপনা গেল ॥

৫১৬৫ পুতের ভাত, বউয়ের হাত।[১]
[১ নং ৬১৩০]

৫১৬৬ পুতের মুত পানি-পানি লাগে।

৫১৬৭ পুতের মুতে আছাড় খাওয়া।[১]
[১ নং ৪৮৯]

৫১৬৮ পুতের মুতে কড়ি[১], মেয়ের গলায় দড়ি।
[১ 'ছেলে আবার দেখব কি ! পুতের মুতে কড়ি'—লীলাবতী]

৫১৬৯ পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।

৫১৭০ পুঁথি কলম ঘড়ি নারী, নষ্ট করে যে আনাড়ি।

৫১৭১ পুঁথিগত বিদ্যা।

৫১৭২ পুঁথি বেড়ে যায়।[১]
[১ 'কতেক কহিব আর পুঁথি বেড়ে যায়'—ভারতচন্দ্র। 'সে সব বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'ইতি কর না বাবা, যথেষ্ট প্রহার হয়েছে, পুঁথি বেড়ে যাচ্চে, উপসংহারের কাল উপস্থিত'—সধবার একাদশী]

৫১৭৩ পুনর্মূষিকো ভব।[১]
[১ হিতোপদেশের গল্প হইতে]

৫১৭৪ পুন্‌কে[১] শত্রু বড় আপদ।[২]
[১ ক্ষুদ্র। ২ 'আরে ম'লো পুন্‌কে শত্রু, ছুঁস'নে বেটারা কি করিস্ কি করিস্'—দাশু রায়। 'পুন্‌কে শত্রু—ভাল না করুক মন্দ করিতে পারে'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৫১৭৫ পুরাতন পাপী।

৫১৭৬ পুরান কাসন্দি ঘাঁটা।

৫১৭৭ পুরান চাল ভাতে বাড়ে[১], পুরান ঘিয়ে মাথা ছাড়ে[২]।[৩]
[১ পা—পুরান চাল দমে ভারি (বিয়েপাগলা বুড়ো)। ২ শিরোবেদনার ঔষধ। ৩ 'পুরাতন চালে বাড়ে অন্ন···পুরাতন ঘৃত ত্রিদোষ নষ্ট করে'—দাশু রায়। 'পুরাণো চাল ভাতে

বাড়ে, পুরাণো মনিব কি আর মাইনে বাড়িয়ে দেবে না'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন সন্ন্যাসী]

৫১৭৮ পুরান টোলে[১] কষ দেওয়া।[২]

[১ অস্থায়ী বা কুঁড়ে ঘর। 'টোল' শব্দের এই অর্থে প্রয়োগের জন্য নং ৫৪৬ এবং প্রবাদের উদাহরণের জন্য নং ৭৫০০ দ্রষ্টব্য। পা—ঢোলে (অপপাঠ)। ২ 'Plastering an old hut with clay and cow-dung'—Morton]

৫১৭৯ পুরান বসন-ভাতি অবলাজনের জাতি[১],
রক্ষা পায় অনেক যতনে।[২]

[১ গিরিশ ঘোষের শাস্তি কি শান্তিতে উদ্ধৃত। ২ কবিকঙ্কণ]

পুরুত খায় ডেড়ে ইত্যাদি, নং ৭৫৫৩ দ্রষ্টব্য।

৫১৮০ পুরুষ আর স্ত্রী, আগুন আর ঘি।[১]

[১ সং—ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্। তস্মাদ্ ঘৃতং চ বহ্নিং চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্ বুধঃ॥—'ঘৃতের কলস নারী পুরুষ অনল' ঘনরাম চক্রবর্তী। 'রমণী ঘৃতের ঘট, পুরুষ অনল'—ঈশ্বর গুপ্ত।—নং ২৭৯৬]

৫১৮১ পুরুষের[১] দশ দশা[২], কখনো হাতী কখনো মশা।

[১ পা—মানুষের (অর্ব্বাচীন পাঠ)। ২ 'পুরুষের দশ দশা, চিরদিন সমান থাকে নাকি'—দাশু রায়। 'পুরুষের দশ দশা, আর বড় গাছেই ঝড় লাগে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'দৈবযোগে এ বিপদ, পুরুষের দশ দশা'—টেকচাঁদের যৎকিঞ্চিৎ]

৫১৮২ পুরুষের দশ দশা, নারীর দশা তিন।
অভাগা পুরুষের যদি ফেরে এক দিন॥

৫১৮৩ পুরুষের দশ দশা, মেয়েমানুষের এক দশা[১]।

[১ প্রসবকালীন]

৫১৮৪ পুরুষের ভার যাহা, নারী নাকি পারে তাহা।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৫১৮৫ পুরুষের[১] ভালবাসা, মোল্লার[২] মুরগী পোষা।[৩]

[১ পা—জমিদারের। ২পা—মোছলমানের। ৩ 'আর জানিও না ভালবাসা, সে কতক্ষণ মোল্লার যেমন মুরগী পোষা'—গোপাল উড়ে।—নং ৫৪৪২]

পুরুষের যখন যেমন, তখন তেমন, নং ৬৯৬২ দ্রষ্টব্য।

৫১৮৬ পুরী যাক্ পুরুষ থাক।

৫১৮৭ পুলিপলাম যাওয়া।[১]

[১ পুলিপিলাং বা পুলিপিনাং বা পুলিপোলাও = Port Blair, আন্দামান দ্বীপ, যেখানে নির্ব্বাসন-দণ্ডে অপরাধীদের পাঠান হয়। অর্থাৎ দ্বীপান্তর যাওয়া। 'পিলো পিনাংকে লোকে প্রায়ই পুলি ও পোলাওকে দ্বন্দ্ব সমাস করিলে যেরূপ হয়, তাহাই প্রয়োগ করিয়া থাকে'—স্বর্ণলতা। 'এমন অসৎ লোক পুলিপলাম গেলে দেশটা জুড়ায়'—আলালের ঘরের দুলাল]

৫১৮৮ পুষ্যি এঁড়ে।[১]

[১ 'সেটা ত পুষ্যি এঁড়ে দস্যি ভেড়ে, নস্যি কর তারে'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'ললিতমোহন জ্ঞানবান্, সে কি কখন পুষ্যি এঁড়ে হতে সম্মত হবে'—লীলাবতী]

৫১৮৯ পূজো না হতেই প্রসাদ (বা, বর মাগা)।[১]

[১ 'পূজা না হইতে মাগে আগে-ভাগে বর'—ভারতচন্দ্র]

৫১৯০ পূজোয় মন নেই, নৈবেদ্যে চোখ।

৫১৯১ পূজোর সঙ্গে খোঁজ নেই, কপালজোড়া ফোঁটা।[১]

[১ নং ৩৩৬২, ৫৭৯৩]

৫১৯২ পূতনা রাক্ষসী।[১]

[১ শিশুর প্রতি কপট স্নেহ দেখাইয়া যে অনিষ্ট করে]

৫১৯৩ পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা।
দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর বেড়ে ঘর কর গে পোতা জুড়ে॥

[১ খনার বচন নং ১৩১]

৫১৯৪ পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তেঁতুল হল বঙ্ক।
গেঁড়িগুগ্‌লি এরা বলে—আমরা ত শঙ্খ।
ডেঙরা কাক বলে—আমি করব একাদশী।
লেজকাটা কুকুর বলে—যাব বারাণসী॥

পৃথক অন্নে বাপ পড়শী, নং ৬৩০২ দ্রষ্টব্য।
পেগের বড়াই মেগের কাছে, নং ৬৫৬৩ দ্রষ্টব্য।

৫১৯৫ পেঁচা বলে পিঁপড়েকে—সর্ লো থেবড়ামুখী।

৫১৯৬ পেঁচোয় পাওয়া।[১]

[১ শিশুর হাতপা-খেঁচা (convulsion) রোগবিশেষ, পঞ্চানন্দ নামক উপদেবতার আক্রমণ!]

৫১৯৭ পেছনে আছে পেয়দা। বা, পোঁদে পেয়দা।

৫১৯৮ পেছনে চুল সামনে দাড়ি, আসা যাওয়া বুঝতে নারি।

৫১৯৯ পেট থেকে ছেলে পড়ে, উবুড় হয়ে ডাবা[১] ধরে।

[১ ডাবা হুঁকো]

৫২০০ পেট না ভরলে ভাওয়ে, পেট ভরবে কি ফাওয়ে।

৫২০১ পেট পেট ক'রে খেলি দই, পাছা বাড়ল বাছা কই।

৫২০২ পেট বড়, নলি[১] ছোট।

[১ গলার নলি]

৫২০৩ পেট ভরল না, গেল জাত, লাভে হল কুপো কাত[১]।

[১ নং ১৯৪৯]

৫২০৪ পেট ভরলে আনন্দ, ভজ রে গোবিন্দ।[১]

[১ নং ৫৪২৮, ৭৬০৩]

৫২০৫ পেট ভরলে পাথরে[১] গন্ধ[২]।

[১ খাইবার জন্য পাথরের পাত্র। ২ পা—পাথরা বাসায়]

৫২০৬ পেট ভরলে[১] ভাজা মাছ ঘসি-ঘসি লাগে।

[১ পা—ভরা পেটে]

৫২০৭ পেট ভরলে[১] মণ্ডা[২] তেতো।

[১ পা—ভরা পেটে। ২ পা—ঘি]

৫২০৮ পেট ভরলে মণ্ডার খোসা ছাড়ায়[১]।

[১ 'মণ্ডার খসায় খোসা'—দাশু রায়।—নং ৮১৪৮]

পেট ভ'রে খাব, লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়বে ইত্যাদি, নং ৮৫৩৬ দ্রষ্টব্য।

৫২০৯ পেট ভরে ত নজর ভরে না।

৫২১০ পেট ভরে না ভাতে[১], সোনার আঙটি হাতে।[২]

[১ পা—ভাত পায় না খেতে। ২ পা—পেট জ্বলে ভাতের তরে, সোনার আঙটি হাতে পরে।—নং ২২৬২, ৬২০৩]

৫২১১ পেট ভাল নয়, চালভাজা খায়।[১]

[১ অর্থাৎ যাহাতে অপকার তাই করে]

৫২১২ পেট মোটা হওয়া।[১]

[১ অর্থাৎ ভোগের বা অত্যধিক অর্থলাভের নির্দেশক। 'বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা চিলের ন্যায় ছোবল মারিতে লাগিলেন, তাহাতে ক্রমে তাঁহাদিগের পেট মোটা হইল'—আলালের ঘরের দুলাল]

৫২১৩ পেট হয়েছে ভরা, সবাই নয়নতারা।
পেট হয়েছে খালি, সবাই চোখের বালি ॥

৫২১৪ পেটে আঙ্ক আস্ক[১] গজ্‌গজ্‌ করে।

[১ পা—পেটে আঙ্কফলা। অর্থাৎ যুক্তবর্ণমালার প্রাথমিক শিক্ষা। 'প্রবীণে নবীন হয়ে শিখেছ এখন আঙ্কফলা'—গোপাল উড়ে। 'মিথ্যে বলা, আঙ্কফলা পেটে তোমার নাই'—দাশু রায়। 'আঙ্ক আস্ক সিদ্ধিফলা কে বা করে তত্ত্ব'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব]

৫২১৫ পেটে এক, মুখে এক।[১]

[১ নং ৬৮২৭। 'মুখে একখান, পেটে একখান ভাল লাগে না' —লীলাবতী]

৫২১৬ পেটে কালির অক্ষর (বা আঁচড়) নেই।[১]

[১ অর্থাৎ নিরক্ষর। 'কিন্তু কাহার পেটে কালির অক্ষর নাই, চিঠিপড়া ভারি বিপত্তি হইল'—আলালের ঘরের দুলাল]

৫২১৭ পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ, সে পিরীতে কি বা কাজ[১]।

[১ পা—সে কুটুমে নেই কাজ। 'পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ, শুনে হাসি পায়'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা]

৫২১৮ পেটে খেলে পিঠে সয়।[১]

[১ 'পেটে খেলে পিটে সয় এই বাক্য ধর'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'পেটে খেলে পিঠে সয় কেন হবে ক্রোধ'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা। 'যদি মাইনে বেশি হত তা হলেও বুঝতাম, পেটে খেলে পিটে সয়'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন সন্ন্যাসী]

৫২১৯ পেটে থাকলে[১] গুণ করে, বার হলে[২] খুন করে[৩]।[৪]

[১ পা—রাখলে। ২ পা—করলে। ৩ পা—রণ করে; ছুরি মারে। ৪ অর্থাৎ পেটের সন্তান]

৫২২০ পেটে দড়ি দিয়ে[১] পড়ে থাকা।

[১ অর্থাৎ অনাহারে পেট দড়ির মত কৃশ করিয়া]

৫২২১ পেটে দিয়েছে ঠাঁই, হাঁড়িতেও দেবে ঠাঁই।[১]

[১ 'তারা আমাদের দুজনকে খেতে দিতে পারবে, পেটে স্থান দিয়েছে, হাঁড়িতেও স্থান দিতে পারবে'—নবীন তপস্বিনী]

৫২২২ পেটে নাই গাধি[১], ভাতে পড়ে লাদি[২]।[৩]

[১ স্থান। ২ আরশুলা বা ইঁদুরের বিষ্ঠা। ৩ পা—পেটে নাই গাধি, ভাতেরে কয় হারামজাদী]

৫২২৩ পেটে নেই ভাত, কানে কেয়াপাত[১]।

[১ কেয়াপাতার আকার অলঙ্কার বিশেষ; যথা, 'মনের আমোদে মত্ত কোন কুলবালা। কর্ণমূলে পরিল সুবর্ণ কানবালা॥ কেহ কেয়াপাত পরে কেহ বা চৌদানী। না ছিল পূর্ব্বেতে ইহা হয়েছে ইদানী॥'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। ঘনরামে বর্ণিত কেয়াপাত কণ্ঠের অলঙ্কার—'কেয়াপাতা গলায় গরব করে অতি']

৫২২৪ পেটে-পেটে বুদ্ধি।

৫২২৫ পেটে বোমা[১] মারলেও[২] 'ক'-অক্ষর বেরোয়[৩] না[৪]।[৫]

[১ আঁটা বস্তা বিদ্ধ করিয়া দ্রব্যাদি-আকর্ষক নলযন্ত্র। পা—চুঁ। ২ পা—পেট চিরলেও; পেটে ডুবুরি নামালেও। ৩ পা—মেলে। ৪ 'ক-অক্ষর খুঁজে মেলে না ডুবুরি নামালে পেটে'—দাশু রায়। ৫ নং ১২৬৩, ১৩৬৬]

৫২২৬ পেটে ভাত গেঁটে সোনা।[১]

[১ 'কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারো পেটে ভাত গেঁটে সোনা'—রামপ্রসাদ]

৫২২৭ পেটে ভাত নেই, গোঁফে তা।

৫২২৮ পেটে ভাত নেই, ঠোঁটে আল্‌তা[১]।

[১ পা—দাঁতে মিশি; কপালে সিঁদূর]

৫২২৯ পেটে ভাত নেই, ফোঁটায় দড়[১]।

[১ পা—পরণে টেনা]

৫২৩০ পেটের আগুনে বেগুন পোড়ে।

৫২৩১ পেটের[১] কথা খুলে বল্‌লে লোকে বলে পাগল।[২]

[১ পা—মনের। ২ 'মনের কথা খুলে বললেই পাগল বলে'—নবীন তপস্বিনী]

৫২৩২ পেটের ছুরিতে পেট কাটে।[১]

[১ নং ১৬৯৯]

৫২৩৩ পেটের টানে না খেলে, ছলে বলে কত চলে।

পেটের পাপ মুড়ি, ঘরের পাপ বুড়ি, নং ২৭৭০ দ্রষ্টব্য।

৫২৩৪ পেটের পিলে চমকান।[১]

[১ 'চমক লেগেছে পিলেতে, চললো সব বিলেতে'—অমৃত বসুর কালাপানি]

পেটের বাছা, ঘরের গাছা, নং ২৭৬৫ দ্রষ্টব্য।

৫২৩৫ পেটের ভাত চাল হয়ে যাওয়া।[১]

[১ অত্যধিক আতঙ্কে। 'রাজ্ঞীর মুখভঙ্গিমায় কুড়রামের পেটের ভাত চাল হইয়া গেল'—যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ]

৫২৩৬ পেটের ভাতে পুষলাম যোগী, উল্‌টে বলে—গোঁসাই-সো'গী[১]।

[১ গোঁসাই-সোহাগী। 'I fed the Yogi with my own meal; in return he said that I was fond of the Gosain'—Morton।—নং ৫০২৬]

৫২৩৭ পেটের ভেতর বিষের হাঁড়ি, কথা কয় হেসে।
কথা দিয়ে কথা নেয়, পরাণে মারে শেষে॥[১]

[১ নং ৪১৯৪]

৫২৩৮ পেটের ভেতর হাত পা সেঁধোনো।[১]

[১ 'এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি করে থাকেন যে অন্তরীক্ষ থেকে দেখলে পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যায়'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়'—নীলদর্পণ। 'তোমার ভয় কচ্চে, আমার হাত পা পেটের ভিতর গিয়েচে'—নবীন তপস্বিনী। 'তোমার কথা শুনে যে আমার পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে'—গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী। 'এ প্রমাদের আশঙ্কামাত্রেই ত প্রত্যেক হিন্দুর হাত পা পেটের ভিতর ঢুকিয়া যায়'—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ]

৫২৩৯ পেটের ভেতর[১] মাড়ির দাঁত।[২]

[১ অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তানের। ২ অলক্ষণ]

পেঁড়ো ডুবলে এক হাঁটু, নং ৫৬৯ দ্রষ্টব্য।

৫২৪০ পেঁড়োয়[১] যাওয়া চড়ক করতে।

[১ নং ৫১১১ দ্রষ্টব্য]

৫২৪১ পেঁড়োর ফকির।[১]

[১ 'কখনো হও সত্যপীর, কখনো পেঁড়োর ফকির, কখনো বা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার'—গোপাল উড়ে। নং ৫১১১, ৫২৪০]

৫২৪২ পেতলের কাটারি, কাটে না ত হু'ধারই।[১]

[১ নং ৫১১৬]

৫২৪৩ পেতল শরা, জাঁকে ভরা।

৫২৪৪ পেত্নীর শ্রাদ্ধে আলেয়া মোড়ল।[১]

[১ 'পেত্নীর শ্রাদ্ধে আলেয়া অধ্যক্ষ নাকি ?'—আলালের ঘরের দুলাল]

৫২৪৫ পেত্নীর হাতে রাঙা শাঁখা।

৫২৪৬ পেদে ম'লো ঘুঘু, তার ষষ্ঠীপূজো আগু।

৫২৪৭ পেয়দা বাবু পাগ বেঁধেছেন (যেন) সরু ধানের চিঁড়ে।

৫২৪৮ পেয়দার আবার শ্বশুরবাড়ী[১]।

[১ পা—আবার বিয়ে (নং ৬৩২১)।—পেয়দার লাম্পট্য-প্রসিদ্ধি ; অথবা, পেয়দার আরাম বা আয়েশের সুযোগ অল্প]

৫২৪৯ পেয়দার পোযাক আর নটীর বেশ।[১]

[১ নীলদর্পণে প্রযুক্ত]

৫২৫০ পেয়দার মা পেয়দা বিয়োয় না, গ'ড়ে নিতে হয়।

৫২৫১ পেয়দার হাঁড়িতে চাল[১] দেওয়া[২]।

[১ পা—চাল হাঁড়িতে। ২ নং ৭২৩৪]

৫২৫২ পেয়দা সাহেব হাত ধরেছেন, জাত কোন্ ছার।

৫২৫৩ পেঁয়াজ, ধূম, নষ্ট নারী, চক্ষে আনে অশ্রুবারি।

৫২৫৪ পেঁয়াজ পয়জার[১] দুই হল[২]।[৩]

[১ অর্থাৎ জাত যাওয়া ও জুতা খাওয়া। ২ পা—পেঁয়াজও

গেল, পয়জারও হল। ৩ 'কেমন তোরাপ, পেঁয়াজ পয়জার দুই ত হল'—নীলদর্পণ]

৫২৫৫ পেঁয়াজ রসুন একই গন্ধ, কেবা ভাল কেবা মন্দ।

৫২৫৬ পেয়েছি কোঁদলের গোড়া, আর যাব না উত্তর পাড়া।[১]

[১ নং ৪৬৯১]

৫২৫৭ পেয়েছে একটা ছুতা, ভাতারে মারে গুঁতা।[১]

[১ নং ১৮৩৯, ৮০৩৭]

৫২৫৮ পেয়ের খড় পেয়ে তোলাই ভাল।

৫২৫৯ পেলাম থালে দিলাম গালে, পাপ পুণ্য নেই কোন কালে।

৫২৬০ পেলে পরে ঝগড়ার গন্ধ, মনে হয় পরমানন্দ।

৫২৬১ পৈতা থাকলেই বামুন হয় না।

৫২৬২ পৈতে পুড়িয়ে ভগবান্[১]।[২]

[১ পা—সন্ন্যাসী। দণ্ডী সন্ন্যাসী হইলে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিতে হয়। ২ 'পৈতে পুড়িয়ে হয়েছি ভগবান্'—দাশু রায়]

৫২৬৩ পোকা বাছুনি করা।[১]

[১ অর্থাৎ তন্ন তন্ন করিয়া নির্ব্বাচন করা]

পোঁটাচুন্নীর ছেলের নাম চন্দনবিলাস, নং ৬৭৩৭ দ্রষ্টব্য।

৫২৬৪ পোড়া[১] কপালে সুখ নেই, বিয়ে-বাড়ীতেও[২] ভাত নেই।

[১ পা—অভাগার ; দুঃখীর। ২ পা—ভোজের ঘরে ; আপন বাড়ীতেও]

৫২৬৫ পোড়াবার কাঠখড়।[১]

[১ অর্থাৎ মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য। নং ৬৮]

৫২৬৬ পোড়ার মুখে নুড়ার আগুন।[১]

[১ মৃতদেহ দগ্ধ করিবার সময় প্রথমে মুখাগ্নি করিতে হয়। তাই 'মুখে আগুন' (দ্রষ্টব্য) কথাটি গালিস্বরূপ ব্যবহৃত হয়]

৫২৬৭ পোড়া মাটি জোড়া লাগে না।

৫২৬৮ পোড়ার যা পুড়বে, ঘোরার যা ঘুরবে।

পোড়ে ঘর পুড়ুক, ইঁদুর তবু মরুক, নং ৭৩০ দ্রষ্টব্য।

৫২৬৯ পোঁদ চুলকে ঘা[১]।

[১ পা—হল ঘা।—নং ৩০৪১]

৫২৭০ পোঁদ টিপে থাকলে শূল আটকায় না।

৫২৭১ পোঁদ না থাকলে সত্যপীর হত।

৫২৭২ পোঁদ নেঙটা মাথায় ঘোমটা।[১]

[১ নং ২০৭০]

৫২৭৩ পোঁদপাকা।[১]

[১ অকালপক্ব। 'বেটার গলা টিপলে বেরোয় দুগ্ধ, পোঁদে গিয়েছিস্ বুড়িয়ে'—দাশু রায়]

পোঁদ ফাটল কার, নাম ডাক হল যার, নং ৫৪১৮ দ্রষ্টব্য।

৫২৭৪ পোঁদ ফাটলে গুড়ুক-তামাক[১]।

[১ গুড়মিশ্রিত মিঠা তামাক]

৫২৭৫ পোঁদফাটা মনসা, এক ঠাঁই পারে না বসতে।

পোঁদ ফাটে ঢোল বাজে ইত্যাদি, নং ৩৭৩৭ দ্রষ্টব্য।

৫২৭৬ পোঁদ যাচ্ছে ক্ষয়, চাল্‌তা-বোঝা বয়।

৫২৭৭ পোঁদে ও মাথায় আমলা[১], ডুব দিয়ে এল পদ্মিনী কমলা।

[১ আমলকী]

৫২৭৮ পোঁদে গু বড়-বড় করে, আলোচালের হবিষ্যি মারে।

৫২৭৯ পোঁদে নেই ইন্দি[১], ভজ রে গোবিন্দি।

[১ কোমরে জোর নাই ; ইন্দি = বীর্য্য, সামর্থ্য]

৫২৮০ পোঁদে নেই করকটি, পাতশার সঙ্গে আঁটাআটি।[১]

['Without a rag to his back, yet he strives with the Pasha (or Prince)'—Morton]

৫২৮১ পোঁদে নেই চাম, রাধাকৃষ্ণ নাম[১]।

[১ পা—চৌধুরী নাম।—নং ৭১৮, ৩১৬২]

৫২৮২ পোঁদে নেই টেনা, মিঠা দে' ভাত খা' না[১]।

[১ পা—মিঠা দে মিছরিপানা]

৫২৮৩ পোঁদে নেঙটি, জামা গায়, মাথায় ধরেন ছাতি।

৫২৮৪ পোঁদে (বা মার্গে) বাঁশ।[১]

[১ 'বাহিরে সুখ্যাতি গায়, এ দিকে দেনার দায় বাবুজীর মার্গে যায় বাঁশ'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৫২৮৫ পোঁদের বিয়ে খেদায় হাতী।

৫২৮৬ পোঁদে শিল বাঁধলে ভর হয় না।

৫২৮৭ পোদ্দারের পো পণ্ডিত হলে, বাপকে বাড়ীর কৃষাণ বলে।

৫২৮৮ পো-পোয়াতী দূরে রেখে দাইয়ের গায়ে সেঁক।

৫২৮৯ পোয়া (বা পোহা) বারো।[১]

[১ পাশা খেলায় উৎকৃষ্ট দান। অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়ে প্রতুল। 'চৌমাথার চৌকিদারের পোহা বারো'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'বাঞ্ছারামেরই পহা বার—বক্রেশ্বরের কেবল আঁকুপাঁকু সার'—আলালের ঘরের দুলাল]

৫২৯০ পোয়াল গাদা এড়িয়ে যায়, সরষে বেঁধে পায়।[১]

[১ নং ১১৩৬, ১৪৪৫ ইত্যাদি]

৫২৯১ পো'র নামে পোয়াতী বর্ত্তায়।[১]

[১ পা—ছেলের নাম ক'রে পোয়াতী খায়। 'পোয়ের নামে পোয়াতী বর্ত্তায় চিরকাল'—দাশু রায়। 'পো-নামে পোয়াতী বাঁচে সর্ব্ব লোকে কয়'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা]

৫২৯২ পোল পাগল পুলো[১], তিন নিয়ে উলো।

[১ 'পোল অর্থাৎ বাগান, পুলো অর্থাৎ খড়'—লঙ সাহেবের টিপ্পনী]

পোলা পোলা কর তুমি ইত্যাদি, নং ৩২৮৫ দ্রষ্টব্য।

৫২৯৩ পোষ মানে না ঘড়েল[১], বাঘ বাগদী সড়েল[২]।

[১ পক্ষিবিশেষ। ২ যে সড় বা গুপ্ত মন্ত্রণা করে]

৫২৯৪ পোষ মাসে[১] ইঁদুরের সাত[২] মাগ।

[১ নূতন ধান কাটিবার পর। ২ পা—দশ]

৫২৯৫ পোষা সারী চোখ ঠোকরায়।

৫২৯৬ পোষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীত বাঘের গায়[১]।

[১ 'বাঘের বিক্রম সব মাঘের শিশির'—ভারতচন্দ্র।—নং ৬৫৬৯]

৫২৯৭ পোস্ত টক কলাইয়ের ডাল, তিন নিয়ে বীরভূমের চাল।

পৌষেও যা আউশেও তা, নং ১৯৪ দ্রষ্টব্য।

৫২৯৮ পৌষে যার নাহিক ভাত, তার কভু নাহি সোয়াথ[১]।

[১ স্বস্তি, সুখ। ডাকের বচন]

৫২৯৯ পৌষে রাত-উপোসী।

৫৩০০ প্রজা জমিদারের বেগুনক্ষেত।[১]

[১ অর্থাৎ জুলুম করিলেও বারমাস লাভের জন্য বজায় রাখিতে হয়। বেগুনক্ষেত হইতে নিত্যই কিছু পাওয়া যায়। নং ১১৬০, ৫৯৭১, ৬৮৮৯ দ্রষ্টব্য।—'প্রজা জমিদারের বেগুনক্ষেত··· নীলকরের প্রকৃত মূলার ক্ষেত'—আলালের ঘরের দুলাল]

৫৩০১ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।[১]

[১ নবীন তপস্বিনী ও লীলাবতীতে প্রযুক্ত। 'যদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকে দশক্রি রোজ ডেড় প্রহর রাত্রের পর বিবাহ হবেক'—কেরীর কথোপকথন। রবীন্দ্রনাথের একটি হাস্যাত্মক রচনার এইরূপ নাম]

৫৩০২ প্রণামের চোটে মাথা ফাটে।

৫৩০৩ প্রতিগ্রাসে মুড়া।[১]

[১ নং ৩৮৭০]

৫৩০৪ প্রতিবার কি শালুক-সুঁদী[১]।

[সুঁদী=শালুক ফুল বা পদ্ম; সৌগন্ধিকা শব্দ হইতে। পা—প্রতিডুবে কি শালুক ওঠে]

৫৩০৫ প্রথম বয়সে না হলে পুত, মায়ের সুখ না বাপের সুখ।

প্রদীপের কোলে অন্ধকার, নং ৬৬৩ দ্রষ্টব্য।

৫৩০৬ প্রভু এলেন ধেয়ে, আজ হরের বিয়ে।

৫৩০৭ প্রবাসে উত্তর শির, দক্ষিণ শির ঘরে।
শ্বশুরবাড়ী পূর্ব্ব শির, শুয়ো না পশ্চিম শিরে॥

৫৩০৮ প্রবাসে নিয়মো নাস্তি।

৫৩০৯ প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা, মর গে পাপী যেথা সেথা।[১]

[১ 'প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা, যাও যথা তথা'—ঈশ্বর গুপ্ত।

'শাস্ত্রে আছে—প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা মর গে পাপী যেথা সেথা' —প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রত্নদীপ]

৫৩১০ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।[১]

[১ শ্বশুরালয়ে বহুকাল বাসের দরুণ জামাইয়ের লাঞ্ছনা। যথা —হর্বিবিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ। কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥—আলালের ঘরের দুলালে উদ্ধৃত। 'দাসত্ব করা কি অধর্ম্ম, হয় না দেহের ধর্ম্মকর্ম্ম, জানতে পারলে শ্বেতচর্ম্ম ধনঞ্জয় দেয় বিলাতি'—রূপচাঁদ পক্ষী। 'প্রথমে কথার কৌশলে চেষ্টা করতে হয়, তার পরে ভয় দেখাতে হয়, তাতেও যদি না হয়, প্রহারেণ ধনঞ্জয়'—নবীন তপস্বিনী]

৫৩১১ প্রাণটি সখের বটে, খরচ করতে বুকটি ফাটে।

৫৩১২ প্রাণ বড়, না, মান বড়।[১]

[১ নং ৭০৭৭]

৫৩১৩ প্রাতঃকালে প্রাতঃক্রিয়া, বাপ থাকতে বেটার বিয়া।
হল ত হল, নয় ত অনেক কাল গেল॥

৫৩১৪ প্রাপ্তকালো ন জীবতি।[১]

[১ নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিদ্ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি। কুশাগ্রেণৈব সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥]

৫৩১৫ প্রেমের পাক বিচ্ছেদে।[১]

[১ বিষবৃক্ষে প্রযুক্ত]

৫৩১৬ প্রেমের পিত্তি টেনে বার করা।[১]

[১ 'আঃ কি প্রেম করিচি; প্রেমের পিত্তি টেনে বার করিচি' —নবীন তপস্বিনী]

৫৩১৭ ফকির থেকে দরগা উঁচু।

৫৩১৮ ফকির মেরে ঝুলি কেড়ে নেওয়া।

৫৩১৯ ফকির হবার আগে ঝুলি কাঁধে করা।

৫৩২০ ফকিরে ফকিরে ভাই, ফকিরের রাজ্য সব ঠাঁই।

৫৩২১ ফকিরের ফক্কিকারী।

৫৩২২ ফচ্‌কে রাঁড়ের চুল্‌বুলনি, জোয়ান রাঁড়ের ছাতা[১]।
বুড়ো রাঁড়ের পুরাণা কথা, আধবয়সীর মাথা[২] ॥[৩]

[১ বক্ষঃস্থল। ২ কেশবিন্যাস। ৩ 'প্রাচীন কবির উক্ত আছে' বলিয়া নববিবিবিলাসে উদ্ধৃত]

৫৩২৩ ফটকে আটক।[১]

[১ ফটক=বহির্দ্বার। অর্থাৎ পর্দ্দানসীন হওয়া। 'ফটকে আর আটক রব না'—অমৃত বসুর তাজ্জব ব্যাপার। 'ফাটক' পাঠে=বন্দিশালা। 'ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা'—ভারতচন্দ্র]

৫৩২৪ ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় বিস্ময়।[১]

[১ 'ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এ বড় অদ্ভুত'—রামপ্রসাদ]

৫৩২৫ ফতো জাঁক[১]। ফতো জারি করা[২]। ফতো নবাব[৩]।

[১ 'তেঁতুলে বাগদী যেন ফিরিঙ্গীর ঝাঁক। বাঁচি নাক দেখে আর তোদের ফতো জাঁক ॥'—ঈশ্বর গুপ্ত। ২ 'পরের পোষাক পরি করে ফতো জারি'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা। ৩ অর্থাৎ পরের ধনে বড়মানুষ। 'অন্য কতকগুলো ফতো বড়মানুষ আছে'—আলালের ঘরের দুলাল। (আ) ফতহ্‌=পরানুগ্রহ বা দানলব্ধ অর্থ]

৫৩২৬ ফতো বাবুর গল্প সার।[১]

[১ অর্থাৎ ভিতরে নিঃস্ব বাহিরে বাবুয়ানা। তৎকালীন বাবুর লক্ষণ নববাবুবিলাসে দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপে বর্ণনা নং ৬৪১৮ দ্রষ্টব্য]

৫৩২৭ ফতো লোচ্চার থরে[১] চটক।

[১ কেশবিন্যাসে]

৫৩২৮ ফফড়-দালালি।[১]

[১ উপরপড়া অনাহূত কর্ত্তৃত্ব। ফফড়=(হি) ছল। 'এখন তোর ফোঁপর লয়ে ফোপর-দালালি'—দাশু রায়। নং ৬১৫১]

৫৩২৯ ফয়তার[১] মিঠায় চিন্ নাই, কুঁকড়ার গুয়েও চিন্ নাই।

[১ ফয়তা=(আ) ফতিহ্‌; পীরের দরগায় প্রদত্ত পূজার উপচার। যথা—'দরগায় গিয়ে ফয়তা দেবা ক্ষীর'—জামাই বারিক]

৫৩৩০ ফরসা কাপড়ে ভরসা[১] বাড়ে।

[১ পা—মান]

৫৩৩১ ফল যদি পাকে, ত ক'দিন গাছে থাকে।[১]

[১ 'পাকা ফল আর ক'দিন গাছে রয়'—দাশু রায়]

৫৩৩২ ফল পাকলে হয় মিঠা, মানুষ পাকলে হয় তিতা।

৫৩৩৩ ফলেন পরিচীয়তে।[১]

[১ একভূরুভয়োরেকদলয়োরেককাণ্ডয়োঃ। শালিশ্যামাকয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে ॥]

৫৩৩৪ ফলের মধ্যে আম্রফল, জলের মধ্যে গঙ্গাজল।[১]

[১ নং ৪২৭০]

৫৩৩৫ ফলের মধ্যে আম, মানুষের মধ্যে শ্যাম।
কাপড়ের মধ্যে সাদা, নারীর মধ্যে রাধা ॥

৫৩৩৬ ফল্গুনদী[১] অন্তঃশীলে।[২]

[১ গয়ার নিকটে প্রবাহিত অন্তঃসলিলা (বাং অন্তঃশীলা) নদী (সুবল মিত্রের অভিধান দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ যাহার বাহিরে প্রকাশ নাই, ভিতরে ভিতরে চলে। ২ 'উভয়ের মন অন্তঃশীলে বহে ফল্গু নদী যেমন'—গোপাল উড়ে। 'কেউ কেউ ফল্গু নদীর মত অন্তঃশীলে বইতে লাগলেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'নারীরা লম্পটশীলে, ফল্গু নদী অন্তঃশীলে'—দাশু রায়। 'ভজহরির সহবাসে অন্তঃসলিলা বহিতে লাগিল'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৫৩৩৭ ফাঁক পেলে সবাই চোর।

৫৩৩৮ ফাঁকা আওয়াজ।[১]

[১ যেমন বিনা গুলির বন্দুকে। অর্থাৎ বাজে কথার হাঁকডাক]

৫৩৩৯ ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়ে।

৫৩৪০ ফাগুনে আগুন, চৈতে মাটি।
বাঁশ রেখে বাঁশের পিতাম'কে কাটি ॥[১]

[১ খনার বচন নং ১২৭ দ্রষ্টব্য]

৫৩৪১ ফাগুনে দ্বিগুণ জাড়, চৈতে কাঁপায় হাড়।

৫৩৪২ ফাটকা কলে আটকা পড়া।

৫৩৪৩ ফাটলে পড়ল[১] কলা[২], গোপালায়[৩] নম।[৪]

[১ পা—কাটিলে পড়িল। ২ পা—নাড়ু। ৩ পা—গোবিন্দায়। ৪ 'ফাটলে পড়েছে কলা গোপালায় নম'—দাশু রায়। 'ফাটায় পড়েছে কলা গোবিন্দায় নম'—ঈশ্বর গুপ্ত। অনুরূপ বচনের জন্য নং ৮০৬ দ্রষ্টব্য]

৫৩৪৪ ফাঁদ পেতে ফাঁদে পড়ে।[১]

[১ নং ৪৮৯৬]

৫৩৪৫ ফানুস কখনো চাঁদ হয় না।

৫৩৪৬ ফাঁসির খাওয়া।[১]

[১ অর্থাৎ ফাঁসির পূর্ব্বে অতিরিক্তরূপে শেষ খাওয়া]

৫৩৪৭ ফিকিরে ধরেছি বগ, পীরকে দেব লাউয়ের ডগ।

৫৩৪৮ ফিকিরে ফকির।[১]

[১ 'ফিকির পেলেই ফকির করে দাও'—দাশু রায়]

ফুঁ আছে, দুধ নেই, নং ৬৪৮ দ্রষ্টব্য।

৫৩৪৯ ফুঙ্গির[১] কাছে ছেলে খোঁজা।

[১ বর্ম্মী ফুঙ্গি = বৌদ্ধ সন্ন্যাসী]

৫৩৫০ ফুট বাড়ীতে লুট পড়েছে।

৫৩৫১ ফুটল কাশে[১], ফুরল বার্ষে।

[১ শরৎকালের কাশপুষ্প]

৫৩৫২ ফুটানির[১] মামা, ভিতরে কপনি, উপরে জামা।

[১ জাঁকের]

৫৩৫৩ ফুঁয়ের চোটে আগুন ছোটে।[১]

[১ নং ৬৭৯৮, ৬৮৪১]

৫৩৫৪ ফুরল বাগানের আম, কি খাবি রে হনুমান।

৫৩৫৫ ফুল ঝরে ত কাঁটা ঝরে না।

৫৩৫৬ ফুলে নেই গন্ধ, চোখ থাকতে অন্ধ।

৫৩৫৭ ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়।[১]

[১ 'তুমি যে মানী অভিমানী ফুলের ঘাটি সয় না'—দাশু রায়। 'ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যান্, দৌড়োবার ধূম দেখ'—সধবার

একাদশী। 'কেন মশায়, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান্ না কি ?'—গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী। কালিদাসের রঘুবংশে অজের পত্নী ইন্দুমতী আকাশচ্যুত ফুলের মালার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।—নং ১০৮৯, ১৮৮৫]

৫৩৫৮ ফুলের দায় ছোট গলায়।

ফুলের মধ্যে মালা, কুটুমের মধ্যে শালা, নং ১৯১৪ দ্রষ্টব্য।

৫৩৫৯ ফুলের শোভা ভোমরা, গাইয়ের শোভা চোমরা[1]।
[১ পুচ্ছলোমের চামর]

৫৩৬০ ফুলের সোহাগে সটার[1] আদর।
[১ সটা = ফুলের কেশর]

ফেউ লাগা, নং ৫৫৫২ দ্রষ্টব্য।

৫৩৬১ ফেন খেয়ে গোলাপজলে আঁচানো।[1]
[১ নং ২৬৫০]

৫৩৬২ ফেন খেয়ে ম'ল বাপ, বেটার নাম পরতাপ।

৫৩৬৩ ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্পে মারে[1] দই[2]।
মেটে হুঁকোয় তামাক খায়, গুড়গুড়িটা কই ॥
[১ পা—বাক্কি (= বাক্যে) মারে। ২ নং ২১৮৯]

৫৩৬৪ ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর।

৫৩৬৫ ফোকলা মুখের চুম, বড়ই খাওয়ার ধূম।

৫৩৬৬ ফোকলা দাঁতে মিশি, জিল[1] দেখিয়ে হাসি।
[১ জিল্লা, চিকণাই]

৫৩৬৭ ফোঁটা করে কপাল জুড়ে, ঘাড় করে কাত।
দিনে করে সাধুগিরি, চুরি সারা রাত ॥

৫৩৬৮ ফোড়ন দেওয়া।[1]
[১ মধ্যে মধ্যে উত্তেজক বুকনি দেওয়া]

ফোড়ার ওপর বিষফোড়া, নং ২৬২১ দ্রষ্টব্য।

৫৩৬৯ ফোড়ার চাম ছিঁড়ে খাওয়া।[1]
[১ অত্যন্ত কৃপণ]

৫৩৭০ ফোঁপরা[১] ঢেঁকির পাড়ে গুমর[২]।[৩]

[১ পা—ফাঁপা। ২ পা—শব্দ বেশি ; শব্দ সার। ৩ পা—ঠেঁটা ঢেঁকির বাদ্য বড়]

৫৩৭১ বংশে (বা কুলে) বাতি দেওয়া[১]।[২]

[১ উজ্জ্বল করা অর্থে। ২ 'দুই কুলে দিয়া বাতি, জীবন ত্যেজিলা সতী'—কবিকঙ্কণ। 'তোর পাকে আমার মরিল বেটা নাতি। একজন না রহিল কুলে দিতে বাতি ॥'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'বাছারে বাঁচাও মোর বংশে দিতে বাতি'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। রাবণ সম্বন্ধে কৃত্তিবাসের লঙ্কাকাণ্ডে—'এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি। এক জন না রাখিব বংশে দিতে বাতি ॥' এই বাক্যটিও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া ('তোর' স্থলে 'তার' ও 'এক জন না রাখিব' স্থলে 'কেহ না রহিল আর' পাঠ) স্বতন্ত্র প্রবাদ হইয়া গিয়াছে। 'বংশে যেন দিতে বাতি নাহি থাকে কেহ'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'কে আছে সে নর ধন্য কুলে দিতে বাতি'—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

৫৩৭২ বইয়ের পোকা।

৫৩৭৩ বউ উঠতে ঠাঁই পায় না, উঠানজোড়া দাসী।[১]

[১ নং ৪৯৮]

৫৩৭৪ বউ গিন্নী হলে তার বড় ফরফরানি।

মেঘভাঙা রোদ্দুর হলে বড় চড়চড়ানি ॥

বউ জব্দ কিলে ইত্যাদি, নং ৩৫৩৫ দ্রষ্টব্য।

৫৩৭৫ বউটি ভাল বটে, টোকনা[১] খেয়ে বাটনা বাটে।

[১ টোকর বা ঠোকর, আঘাত অর্থে]

৫৩৭৬ বউ নয় ত হীরে।

কাল দিয়েছি পাটের শাড়ি[১], আজ দিয়েছে ছিঁড়ে।

[১ পট্টবস্ত্র ; যোগেশচন্দ্র রায়ের শব্দকোষে 'পাট' দ্রষ্টব্য]

৫৩৭৭ বউ না বোবা, বউ না বাবা।

৫৩৭৮ বউ না রে বউ না, গরল ডাকিনী।
দিন হলে মানুষের ছা, রাত হলে বাঘিনী॥[১]
[১ পূর্ব্ববঙ্গের প্রবাদ]

৫৩৭৯ বউ বড় রাজী[১], তার আবার ঠাকুরঝি।
[১ নামবিশেষ]

৫৩৮০ বউ বিয়ল বেটা, গাই বিয়ল নই।
প্রাণ ধ'রে এ কথা কি কারেও বলি সই॥

৫৩৮১ বউ ভাঙলে শরা, গেল পাড়া-পাড়া।
গিন্নী ভাঙলে নাদা[১], ও কিছু নয়, দাদা॥[২]
[১ এক রকম কলসী। ২ নং ২৫২৪, ৮০৩৫]

৫৩৮২ বউ মরে, উলু পড়ে, ঘরে-ঘরে বিয়ে করে।[১]
[১ পা—স্ত্রী মরে শ্রী চড়ে, ঘরে-ঘরে উলু পড়ে]

৫৩৮৩ বউ মা, ক্ষীর রইল খাবে।
যদি খাবে ত যমের বাড়ী যাবে॥[১]
[১ লোকের সামনে ও আড়ালে বউকাঁটকী শ্বাশুড়ীর উক্তি]

৫৩৮৪ বউয়ের চলন-ফেরন কেমন, তুর্কী ঘোড়া যেমন।
বউয়ের গলার স্বর কেমন, শালিক কেঁকায় যেমন॥

৫৩৮৫ বউয়ের গায়ে কি হাত উঠায়,
লোক দেখিয়ে বালিশ কিলায়।[১]
[১ নং ৮১৩৩]

৫৩৮৬ বউয়ের পাঞ্জা ভারি পা গোদা, বউকে কিছু ব'লো না, দাদা।

৫৩৮৭ বউয়ের রাগ বেরালের ওপর, বেরালের রাগ বেড়ার ওপর।

৫৩৮৮ বক কি কখনো ময়না হয়, জলের দিকে চেয়ে রয়।

৫৩৮৯ বক্তার[১] মাগ মরে, কমবক্তার[২] ঘোড়া মরে।[৩]
[১ বক্ত=ভাগ্য। পা—ভাগ্যবানের। ২ পা—অভাগার। ৩ 'বক্তার মাগ মরে, কমবক্তার ঘোড়া মরে, তা তোমাতেই ফল্লো'—জামাই বারিক। 'এত দিন পরে জানলেম বুড়ো বিটী আমার মঙ্গলের জন্য মরেচে, বক্তার মাগ মরে, কমবক্তার ঘোড়া মরে'—বিয়েপাগলা বুড়ো]

৫৩৯০ বক-ধার্ম্মিক।[১]

[১ সং—বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ (রামায়ণ)। 'যখন এই বক-ধার্ম্মিকদের ঠাট্টা কর তখন যেমন মিষ্টি লাগে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের সাজাহান। 'বকা ধার্ম্মিকটির মত আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন সন্ন্যাসী]

৫৩৯১ বকধ্যান।[১]

[১ 'বকধ্যানে আছে ঘোড়াচোর'—কবিকঙ্কণ]

৫৩৯২ বক বকুল চাঁপা, তিন পুঁতো না[১] বাপা।

[১ পা—বাড়ীতে না দিও]

৫৩৯৩ বক-বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী।[১]

[১ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৫৩৯৪ বগল বাজানো।[১]

[১ আনন্দের উল্লাসে। 'সঙ্গীরা শুনিয়া বগল বাজাইয়া নেচে উঠিল'—আলালের ঘরের দুলাল]

বগলে কাস্তে, খোঁজে বনময়, নং ১৬৩৯ দ্রষ্টব্য।

৫৩৯৫ বগলে ছুরি, মুখে রাম-নাম।[১]

[১ পা—রামনাম মুখে ছুরি রেখে বুকে।—নং ৬৪১৩]

৫৩৯৬ বগা চাল কোট্, বগী আলগোছ।

৫৩৯৭ বচনে কো দরিদ্রঃ।

৫৩৯৮ বচনে জগৎ তুষ্ট, বচনে জগৎ রুষ্ট।[১]

[১ নং ৭৬৮]

৫৩৯৯ বছর অন্তর ছাতু খেনু, বউ গো তাও লাগে ঝাল।

৫৪০০ বজ্র আঁটুনি[১], ফস্‌কা গেরো।[২]

[১ পা—এঁটে বাঁধন। ২ 'চাবী দিয়ে কোথায় রাখবে, বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো'—গিরিশ ঘোষের নসীরাম]

বজ্রপাতে রামনাম, নং ৫৮২৫ দ্রষ্টব্য।

৫৪০১ বড় করলে বামন শকুনি উদোম[১] ক'রে ঠোঁট।
হাড়গিলেতে হাঁ করেছে, চড়ুয়ের দেখ চোট॥

[১ উন্মুক্ত]

৫৪০২ বড় ক'রে পাতলে পাত, ওজন করা আছে ভাত।

৫৪০৩ বড় কুটুম।[১]

[১ শ্যালক। নং ১৯১৪]

৫৪০৪ বড় কেটে নড়, অশথ কেটে বসত কর[১]।

[১ নং ১৭২]

৫৪০৫ বড় ক্ষিদেয় পাটকেলে কামড়।

৫৪০৬ বড় গাইয়ের বাছুর। বড় গোলার তলা। বড় বিলের বক।

৫৪০৭ বড় গাছে কাছি[১] বাঁধা।

[১ পা—দড়া ; নৌকা]

৫৪০৮ বড় গাছে বড় ঝড়[১]।[২]

[১ পা—বড় গাছেই ঝড় লাগে ; বড় গাছে ঝড় বাধে ; বড় গাছ ঝড় সয়। ২ 'বড় গাছে বড় ঝড় হলেই বড় দুষ্কর'—দাশু রায়। 'বড় ঝড় বড় গাছ বই লাগে না'—গোবিন্দ অধিকারী। 'বড় গাছেই ঝড় লাগে'—আলালের ঘরের দুলাল]

৫৪০৯ বড় গাছের তলায় বাস, ডাল ভাঙলেই সর্ব্বনাশ।

৫৪১০ বড় গাছের ফল কম, ছায়া বেশি।

বড় গাঁ তার মাঝের পাড়া, নং ২৪৮৯ দ্রষ্টব্য।

৫৪১১ বড় গেরাসে লক্ষ্মী ডরায়।

৫৪১২ বড় ঘর শুকায় না।

৫৪১৩ বড় ঘরের[১] বড় কথা[২], গরীবের ছেঁড়া কাঁথা।

[১ পা—বড়লোকের। ২ 'হালদার ঠাকুরপোর বেয়ানের তাঁতি অপবাদ ছিল না ? সে বড়লোকের বড় কথা বুঝি ?' —শরৎচন্দ্রের রমা]

৫৪১৪ বড় ঘরের বড় কথা, বল্‌লে কাটা যায় মাথা।[১]

[১ জামাই বারিক]

৫৪১৫ বড় দাদার মুখে দাড়ি নেই, ছোট দাদার মুখে দাড়ি।

৫৪১৬ বড় নদী, বড় মানুষ, বড় রাস্তা, কাছে না থাকাই ভাল।

৫৪১৭ বড়[১] নাক, তার গোঁফের বাহার।

[১ পা—ভারি]

৫৪১৮ বড় নাম যার, পোঁদ ফাটে তার।[১]

[১ পা—নাম বেরল যার, পোঁদ ফাটল তার; পোঁদ ফাটল কার নাম ডাক হল যার]

৫৪১৯ বড় পাখী ছিলেন, এখন ডুগ্‌গোটুন্‌টুনি[১] হলেন।[২]

[১ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। ২ 'গুরু মহাশয়ের গুরুত্ব একেবারে লঘু হইয়া গেল—তিনি বৃহৎ পক্ষী ছিলেন এক্ষণে ডুর্গটুন্‌টুনি হইয়া পড়িলেন'—আলালের ঘরের দুলাল]

৫৪২০ বড় পাটি পড়ে রয়, বসবার কেউ নেই।
বড় খামার পড়ে রয়, চষবার কেউ নেই॥

৫৪২১ বড় বউ বড়ালের ঝি, কোণে বসে কর কি।
মেজ বউ মেঝের মাটি, সকল কথায় ঝাঁঝের আঁটি[১]।
সেজ বউ সেঁজুনী[২], সব কাজেতে এগুনী[৩]।
ন' বউ নত্তা[৪], সকল ঘরের কত্তা।
নতুন বউ নথনী[৫], শেওড়া গাছের পেত্নী।
ছোট বউ আতরের শিশি, ছোটঠাকুরপোর গোঁফে ঘসি[৬]॥[৭]

[১ পা—ঝোঁঝো উঠি; ঝিকরে উঠি। ২ সেঁজুতি বা সাঁজের বাতি? ৩ এগিয়ে যায়। পা—সেজ বউ উনানের বুক, সকল কথায় পোড়ার মুখ। ৪ নেতা বা ঘর নিকাইবার নেকড়া? ৫ যার নাকে নথ। ৬ পা—ছোট বউ এলাচের গুঁড়ো ছোট্‌ঠাকুরপোর প্রাণ-জুড়ো। ৭ ডাকের বচনেও পাওয়া যায়। এই প্রবচনের রূপান্তরের জন্য নং ৮৯৫৭ দ্রষ্টব্য]

বড় কেও কেটা নয়, নং ২০০৫ দ্রষ্টব্য।

৫৪২২ বড় বক্তা হয় যে, বড় কর্তা নয় সে।

৫৪২৩ বড় বড় বানরের বড় বড় পেট।
লঙ্কা ডিঙোতে[১] সব করে মাথা হেঁট॥[২]

[১ পা—যাইতে সাগর পারে। ২ নবীন তপস্বিনীতে উদ্ধৃত]

বড় বড় হাতী গেল তল ইত্যাদি, নং ৮৬৮১ দ্রষ্টব্য।

৫৪২৪ বড় বাড়লে ঝড়ে ভাঙে।[১]

[১ নং ৪১, ৫৮৮৪]

৫৪২৫ বড়[১] বাড়ী তার ঢেঁকিশালা[১]।

[১ পা—ভারি]

৫৪২৬ বড় বাড়ীর বেরালটাও বড়লোক।

৫৪২৭ বড়[১] বিয়ে তার দু'পায়ে আল্‌তা।[২]

[১ পা—ভারি ; কোন্ বা। ২ গিরিশ ঘোষের বাসর নাটকে উদ্ধৃত]

৫৪২৮ বড় ভক্ত রামানন্দ, পেট ভরলে আনন্দ[১]।

[১ নং ৫২০৪]

৫৪২৯ বড় ভাইয়ের মাগ নেই, সেই ভাবনায় ঘুম নেই।

৫৪৩০ বড় ভাত তার ডান হাত।

৫৪৩১ বড় মাছে জাল ছেঁড়ে।

৫৪৩২ বড় মাছের কাঁটাও ভাল।[১]

[১ 'মোসাহেবরা বলে—বড় মাছের কাঁটাটাও ভাল'—গিরিশ ঘোষের হারানিধি। নং ২৬৭৬]

বড় মাছের কাঁটা, ঘন দুধের ফোঁটা ইত্যাদি, নং ২৬৭৬ দ্রষ্টব্য।

৫৪৩৩ বড় মানুষ মান, তার সোনার ধনুকখান।

৫৪৩৪ বড়মানুষের কাণ আছে, চোখ নেই।[১]

[১ নং ৭৪৮৮]

৫৪৩৫ বড়মানুষের ছেলে দলা বিচালেও মিছরি।
গরীব মানুষের ছেলে মিছরি চিবালেও দলা॥

৫৪৩৬ বড় মুখ ছোট হওয়া।

৫৪৩৭ বড়র গোসা আঁতে, লঘুর গোসা দাঁতে।

৫৪৩৮ বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ॥[১]

[১ ভারতচন্দ্র। আলালের ঘরের দুলালে উদ্ধৃত]

৫৪৩৯ বড়র বড়, ছোটর ছোট।

৫৪৪০ বড়লোকে কথা কয়, সবে বলে জয় জয়।

বড়লোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল ইত্যাদি, নং ৬১০৪ দ্রষ্টব্য।

৫৪৪১ বড়লোকের ধন হরে রাজা বেশ্যা পার্শ্বচরে।

৫৪৪২ বড়লোকের[১] ভালবাসা, গেরস্থের খাসীপোষা।[২]

[১ পা—রাজারাজড়ার। ২ নং ৫১৮৫]

৫৪৪৩ বঁড়শিতে মাছ গাঁথা।[১]

[১ 'গাঁথিনু বঁড়িশে মাছ আর কোথা যায়'—ভারতচন্দ্র]

৫৪৪৪ বড় সম্বন্ধে[১] দাদা, তায় নাল্‌তে[২] শাকে আদা।[৩]

[১ পা—বড় আমার ; বাপ না। ২ পা—খুড়োর। ৩ নং ২০৬৯]

৫৪৪৫ বড় হও যদি পার, নইলে বড়র আশ্রয় ধর।

৫৪৪৬ বড় হবে ত ছোট হও।[১]

[১ নং ৭৭২]

৫৪৪৭ বড় হাঁড়ির আমানিও মিঠে।

৫৪৪৮ বড়াই বুড়ী।[১]

[১ বৃন্দাবনের যে চতুরা বৃদ্ধা ছিল রাধাকৃষ্ণের মিলনের দূতী। বড়+আয়ী বুড়ী (যে কোন অতি বৃদ্ধা নারী)। যে ক্ষুদ্র বালিকা কথায় বা বেশে বৃদ্ধার অনুকরণ করে তাহার প্রতি পরিহাসে প্রযুক্ত হয়]

৫৪৪৯ বত্রিশনাড়ীছেঁড়া ধন।[১]

[১ অর্থাৎ সন্তান। 'বড় রাণীর বত্রিশনাড়ীছেঁড়া ধন'—কমলে কামিনী]

৫৪৫০ বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা[১]।[২]

[১ পা—বনগাঁয়ে খটাশ বাঘ। ২ 'দেখলেই চেনা যায় ইনি একজন বনগাঁর শেয়াল রাজা'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'বনদেশে' পাঠ শরৎচন্দ্রের গৃহদাহে আছে।—নং ৪২৬]

৫৪৫১ বন থেকে বেরল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।[১]

[১ হেঁয়ালি ; অর্থ—আনারস। কিন্তু ব্যঙ্গেও প্রয়োগ হয়। গিরিশ ঘোষের মুকুল-মুঞ্জরায় উদ্ধৃত]

৫৪৫২ বন থেকে বেরল সাপ, ধরতে পারে না রোজার বাপ।

৫৪৫৩ বন পোড়ে[১] কিন্তু মূল পোড়ে না।

[১ পা—বনে আগুন দিলে বন পোড়ে]

৫৪৫৪ বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে না।[১]

[১ 'বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী। মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]

৫৪৫৫ বনবাস দেওয়া।[১]

[১ 'এই বার ছোট রাণীর মাথায় ঘোল ঢেলে ঢাক বাজাতে বাজাতে বনবাস দেবে' – জামাই বারিক]

৫৪৫৬ বনমানুষের হাড়।[১]

[১ ভেল্‌কিতে লাগে]

৫৪৫৭ বনমুরগী দিয়ে পীরের ধার শোধ।

৫৪৫৮ বন রাখে বাঘে, বাঘ রাখে বনে।[১]

[১ সং –'সিংহৈর্বিহীনং হি বনং বিনশ্যেৎ সিংহা বিনশ্যেয়ুর্ঋতে বনেন'—মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৩৭।৬০। নং ৭৯১৭]

৫৪৫৯ বনে আগুন আর মনে আগুন।

৫৪৬০ বনেদি ঘরের সারকুড়ও[১] ভাল।

[১ গোবর রাখিবার স্থান।—নং ৬১০৪]

৫৪৬১ বনেদি হতেও তিন পুরুষ, যেতেও তিন পুরুষ।

৫৪৬২ বনের বাঘের চেয়ে মনের বাঘে খায়।[১]

[১ পা—বনের বাঘে মারে না, মনের বাঘে মারে]

৫৪৬৩ বন্ধুরে যে সন্দ[১] করে, সে সকলের আগে মরে।

[১ সন্দেহ]

৫৪৬৪ বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চাঁদ দেখতে পায়।[১]

[১ নিতান্ত অসম্ভব ঘটনা]

৫৪৬৫ বন্ধ্যা নারীর পুত্রশোক।

৫৪৬৬ বয়স বাড়ে আর দোষ বাড়ে।

৫৪৬৭ বয়স যায় উর্দ্ধগতি, বুদ্ধি যায় অধোগতি।

৫৪৬৮ বয়সে চুল পাকে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে না।

৫৪৬৯ বয়সেতে বিজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।[১]

[১ কমলাকান্তের দপ্তরে ও দ্বিজেন্দ্র রায়ের ভীষ্মে উদ্ধৃত]

৫৪৭০ বয়সে নবীন, বুদ্ধিতে প্রবীণ।

৫৪৭১ বয়সে বড় বোনাই বাপের ধাক্কা।[১]

[১ লীলাবতী]

৫৪৭২ বয়সের[১] গাছ পাথর নেই।[২]

[১ পা—বয়সে। ২ অর্থাৎ এত বৃদ্ধ যে বয়স কালের গাছ পাথর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। 'বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক'—ভারতচন্দ্র। 'বয়সে গাছ পাতর নাই, কিন্তু আজো কেউ পদ্মচক্ষু দেখতে পেলে না'— নবীন তপস্বিনী]

৫৪৭৩ বয়সের বুড়ো নয় আয়েশের বুড়ো।

৫৪৭৪ বরং রামান্ন রাবণাৎ।[১]

[১ সঙ্কটে পড়িয়া মারীচের উক্তি। 'রামাদপি চ মর্ত্তব্যং মর্ত্তব্যং রাবণাদপি। উভাভ্যাং যদি মর্ত্তব্যং বরং রামান্ন রাবণাৎ ॥']

৫৪৭৫ বর-কনের দেখা নেই, শুক্রবারে বিয়ে।

৫৪৭৬ বর নয়, যেন চোর।

৫৪৭৭ বর নাচে বরণী নাচে, কনের হরে মন।
মাথায়-মাথায় ভাবনা তার, যার দিতে হবে পণ ॥

৫৪৭৮ বর-সোহাগী নাচন চায়, মাগ-সোহাগী ঝাঁটা খায়।

৫৪৭৯ বর্গীর হাঙ্গামা।[১]

[১ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে মহারাষ্ট্র সৈন্যদল কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ বঙ্গ আক্রমণ ও লুঠতরাজ। ইহার স্মৃতি ছেলেভুলান ছড়াতেও রহিয়াছে—'খোকা ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো বর্গী এলো দেশে']

৫৪৮০ বর্গীর শিন্নী, মোল্লার মোচ্ছব , পাদরির হরিনাম।

[১ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহোৎসব]

৫৪৮১ বর্ণচোরা[১] আম।[২]

[১ যার প্রকৃত বর্ণ অপ্রকাশিত। ২ 'এঁরা বর্ণচোরা আঁব, এঁদের চেনা ভার'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'কলিকাতার লোক চেনা ভার, অনেকেই বর্ণচোরা আঁব। তাহাদিগের প্রথমে এক রকম মূর্ত্তি দেখা যায়, পরে আর এক রকম মূর্ত্তি প্রকাশ হয়'—আলালের ঘরের দুলাল। 'কিন্তু এমন বর্ণচোরা

আঁবের মত থাকিতেন যে, কাহার সাধ্য তাহাদের প্রতি কোন দোষারোপ করে'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'দাদাটি দেখছি বর্ণচোরা আম, বাইরে থেকে ধরবার জো নেই'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব]

৫৪৮২ বর্ব্বরের ধনক্ষয়।[১]

[১ সং—যেন তেন প্রকারেণ বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ঃ]

৫৪৮৩ বর্ষা গেলে নদী, বুড়ো হলে সতী।

৫৪৮৪ বরাকের[১] দানী[২] সোনায় সাধ।[৩]

[১ বরাক=তুচ্ছ বস্তু। ২ দানী=দাতা অথবা তাম্বূল-বিক্রয়ী। যে চোরাই মাল রাখে, এ অর্থেও 'দানী' শব্দের প্রয়োগ আছে। ৩ জ্ঞানদাস]

বরাতে নেইক ঘি, নং ১৩৯৩ দ্রষ্টব্য।

৫৪৮৫ বরিষাতে বিনা ছাতায় যায়, পানি দেখিয়া তরাসে ধায়।
দিয়া[১] পাতে খায় দুধ, ডাক বলে—সে বড় অবুধ॥[২]

[১ ছিন্ন। ২ ডাকের বচন]

৫৪৮৬ বরের ঘরের মাসী[১], কনের ঘরের পিসী[২]।[৩]

[১ পা—পিসী। ২ পা—মাসী। ৩ 'বরের মাসী কনের পিসী সেইরূপ প্রকার'—গোপাল উড়ে। 'ভাযা কথায় বলে—বরের ঘরের পিসী, কনের ঘরের মাসী, আপনিও তাই'—বিয়েপাগলা বুড়ো]

৫৪৮৭ বরের মাও মা, কনের মাও মা।

৫৪৮৮ বরের মাথায় চাঁপা ফুল, কনের মাথায় টাকা।
এমন বরের বিয়ে দেব, যার গোঁফজোড়াটি পাকা॥

৫৪৮৯ বলং বলং বাহুবলম্।[১]

[১ নং ৩৩৭৭ দ্রষ্টব্য। 'মিনিট দুইতিন তর্কাতর্কির পরেই বলং বলং বাহুবলং'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ২য় পর্ব্ব]

৫৪৯০ বলতে গেলে জাত থাকে না।[১]

[১ নং ১২৬২]

৫৪৯১ বল্‌তে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি না।
খেতে পারি, নিতে পারি, দিতে পারি না।

৫৪৯২ বল্‌তে পারি পদে পদে, বল্‌তে দেয় না ফট্‌কা মদে।

৫৪৯৩ বলদা বুঝে মার।[১]

[১ 'View the ox and then strike'—Morton]

৫৪৯৪ বলদে আর বর্ব্বরেতে সৃষ্টি করে রক্ষা।
চতুর পণ্ডিত জনে দেয় লোকশিক্ষা॥

৫৪৯৫ বল্‌ দেওরা রে, এর বেওরা[১] কি।
নন্দাইয়ের কোলে কেন শোয় না ঠাকুরঝি॥[২]

[১ ব্যাপার। পা—দেওরা রে এর বেওরা। ২ সধবার একাদশীতে ধৃত]

৫৪৯৬ বল্‌ব বল্‌ব মনে করি, বল্‌তে লাগে ভয়।
নির্ধনী পুরুষের কথা রয় কি না রয়॥

৫৪৯৭ বল বল কর তুমি পীঢ়ায় পড় না।
বিয়া বিয়া কর তুমি টাকায় দড় না[১]॥

[১ নং ৩৫৫৬]

৫৪৯৮ বল বল তিন বল।
ভোজনে অম্বল, শয়নে কম্বল, মরণে 'রাম বল'॥

৫৪৯৯ বল্‌বার সে কথা নয়, বল্‌বই বা কি।
বল্‌লে যে ধরম যায়, রইবেই বা কি॥

৫৫০০ বল বুদ্ধি ভরসা, তিন তিরিশে[১] ফরসা।[২]

[১ পা—চল্লিশ পেরোলে; ডাক পড়লেই। ২ পা—বল বুদ্ধি যত তিন দশে হত।—'বল বুদ্ধি ভরসা, সব কারে পড়লেই ফরসা'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের কল্কি-অবতার]

৫৫০১ বল্‌ মা তারা, দাঁড়াই কোথা।

৫৫০২ বল্‌লে[১] মা মার খায়, না বল্‌লে[২] বাপ এঁটো খায়[৩]।

[১ পা—বলি ত। ২ পা—না বলি ত। ৩ পা—বাপ বিড়াল (বা বেঙ) খায়। হি কহু তো মা মারী জায়, ন কহু তো বাপ কুত্তা খায়।—গল্পের জন্য ভারতী ১৩০৪, পৃঃ ১৫০-৫১ দ্রষ্টব্য]

৫৫০৩ বলা সহজ, করা কঠিন।

৫৫০৪ বলীর ঘাম, নির্ব্বলীর ঘুম।

৫৫০৫ বলেছিলাম হল না পদী, ঘরে গিয়ে খা'।[১]

[১ নং ৭১৯৩]

৫৫০৬ বলেছিলে ত এই, মুখের সে ভঙ্গী কই।

৫৫০৭ বলে দুধ, বেচে ঘোল।

৫৫০৮ বলে না হলে ছলে, নইলে রসাতলে।

৫৫০৯ বলে লোকে যত, ফলে কি আর তত।[১]

[১ নং ৬৯৭৫, ৭৩৯৭]

৫৫১০ বস্‌তে জানলে উঠতে হয় না।[১]

[১ নং ২২৬০]

৫৫১১ বস্‌তে জায়গা পেলে, শোবার স্থান মেলে।

৫৫১২ বস্‌তে[১] পেলে[২] শুতে চায়।[৩]

[১ পা—খেতে। ২ পা—বসতে পায় না। ৩ সংস্কৃত 'ভিক্ষুকপাদপ্রসারণ' লৌকিক ন্যায়ের সহিত তুলনীয়। 'ঐ যে বলে—বস্‌তে পেলে শুতে চায়'—নবনাটক]

৫৫১৩ বস্‌বি ত ছেলে ধর্, উঠবি ত কাঠ[১] কাট্।[২]

[১ পা—পাট। ২ পা—উঠবে ত ছেলে ধরবে, বস্‌বে ত পাট কাটবে ; বসলি ত ছেলে নে', দাঁড়ালি ত পাট কাট]

বস্‌লে দণ্ড দাঁড়ালে ক্রোশ ইত্যাদি, নং ৪০২৮ দ্রষ্টব্য।

৫৫১৪ বসুধারার ফোঁটা।[১]

[১ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে গৃহভিত্তিতে সিন্দূর ও ঘৃতের ধারা। মহাভারতের আখ্যায়িকায় কথিত আছে, ঋষিদের শাপে চেদিরাজ উপরিচর বসু পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; বিষ্ণুভক্ত বসুর উদ্দেশ্যে নাকি এই অনুষ্ঠান।—'আমরা এমন চাই যে, বসুধারার মত ফোঁটা পড়বে,—নিত্য খাই'—আলালের ঘরের দুলাল।—অনুষ্ঠানটি প্রাচীন, যথা কবিকঙ্কণে—'ঘৃত দিয়া সাত ভারা কাঁথে দিল বসুধারা, কৈল নান্দীমুখের বিধান।']

৫৫১৫ বসুধৈব কুটুম্বকম্।[১]

[১ অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্। উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥]

৫৫১৬ ব'সে খেলে কুলোয় না, ক'রে খেলে ফুরোয় না।

৫৫১৭ ব'সে খেলে[১] রাজার গোলাও[২] ফুরোয়।

[১ পা—ঝিনুক দিয়ে খেলেও। ২ পা—কুবেরের ভাণ্ডারও]

৫৫১৮ ব'সে না থাকি বেগার[১] যাই,[২] বেগার গেলে খেতে পাই।

[পেট-ভাতায় বাধ্যতামূলক কাজ। ২ 'চাকরী যতদিন ততদিনই ভাল। ব'সে না থাকি ব্যাগার খাটি, জান তো'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ১ম পর্ব।—নং ৬৬]

৫৫১৯ ব'সে ব'সে করি কি, বাপের পোঁদে পেয়দা দি'।

৫৫২০ ব'সে ব'সে লেজ নাড়া।

৫৫২১ ব'সে বারো, শুয়ে তেরো।[১]

[১ নং ১৭৫৮]

৫৫২২ বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।[১]

[১ নং ২৩। 'বহ্বারম্ভে হয় বা লঘুক্রিয়া'—দাশু রায়। 'কমিটির হাতে দিও না, দিও না, দিও না, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়ে পড়বে'—সধবার একাদশী]

৫৫২৩ বাইরে গেলে শরার[১] কাজী, ঘরে এলে ঘরের গাজী[২]।

[১ শরীয়ৎ=ধর্ম্ম। ২ বীর পুরুষ]

৫৫২৪ বাইরে* গোরা ভেতরে কালো,
মাকাল ফলকে চিনলাম ভালো।[১]

[নং ৬৫৩১]

৫৫২৫ বাইরেতে লেপা-পোঁছা দুধের মত সাদা।
ভেতরেতে চোদ্দ কোটি শয়তানের দাদা ॥

৫৫২৬ বাইরে যাতিনীপানা[১], ভেতরে মালখানা[২]।

[১ যতিনী=বিধবা, সন্ন্যাসিনী। ২ কোষাগার।—নং ৬৫৮১, ৭০০৯]

---

* 'বাহির' শব্দও দ্রষ্টব্য।

৫৫২৭ বাইরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মধো।
ভাত খাওসে মধুসূদন, ভাত খেসে রে মধো ॥

৫৫২৮ বাইরে হাসিখুশি, ভেতরে গরলরাশি।

৫৫২৯ বাইশ লাখের গাড়ি[১], তেইশ লাখের জুড়ি।
ছয় হাজার ঢেঁকি পড়ে, দেউলে মোষের মুড়ি ॥
[১ পা—খাড়ি]

বাউরির লক্ষ্মী ছাড়ে ইত্যাদি, নং ৮৬৪৫ দ্রষ্টব্য।

৫৫৩০ বাউলের ঘরে গরু।

৫৫৩১ বাঁকা শীতে মরে, রোদে শুকায়।

৫৫৩২ বাঁকা সিঁথে, লম্বা ছোট[১], তবে জানবে পঞ্চকোট।
[১ কাছা বা পরিধেয় বস্ত্র]

৫৫৩৩ বাকি থুয়ে যে লাভ গণে, গু খায় সে বাপের সনে

৫৫৩৪ বাকি বাক্য বাটপাড়ি, এই তিনে দোকানদারি।

৫৫৩৫ বাকি রাখলেই ফাঁকি।

৫৫৩৬ বাক্যে পর্ব্বত, কার্য্যে তুলাকার[১]।
[১ পা—তিলাকার]

বাঁচলে কত দেখব আর ছুঁচোর গলায় ইত্যাদি, নং ১৭৯১ দ্রষ্টব্য।

৫৫৩৭ বাগদীর পুত, যেন যমদূত।[১]
[১ নং ৩৬৮৩]

৫৫৩৮ বাগবাজারে গাড়ু হারিয়ে ডঙ্কা মারে মীরবহরে।

৫৫৩৯ বাঘ বুড়া হলেও রাগ ছাড়ে না।

৫৫৪০ বাঘ-ভালুকের রাজ্যে থাকি, মনের কথা মনেই রাখি।[১]
[১ রূপকথা হইতে]

৫৫৪১ বাঘ-রাজার মন্ত্রী দাঁড়কাক।

৫৫৪২ বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।[১]
[১ কারণ একবার ধরিলে অঙ্গের নানা স্থান ক্ষতবিক্ষত হয়]

৫৫৪৩ বাঘে খায় খেদ নেই, কাঁটাবন দিয়ে যেন না টানে।[১]
[১ নং ৬৫০১]

বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ান, নং ৪৬২০ দ্রষ্টব্য।

৫৫৪৪ বাঘে মোষে[১] যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার[২] প্রাণ যায়।

[১ পা—রাজায় রাজায়; মোষে মোষে; ষাঁড়ে ষাঁড়ে। ২ উলুখড়। পা—নলখাগড়ার। প্রবাদের রূপান্তর নং ৭৫৬৯, ৭৮০৭]

৫৫৪৫ বাঘের আড়ি।[১]

[১ বলবান শত্রুর আক্রোশ]

৫৫৪৬ বাঘের আবার গোবধ।[১]

[১ 'বাঘের গোবধে কি ভয়?', পুনশ্চ, 'বাঘের কি মনে আছে গোবধের ভয়?'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৫৫৪৭ বাঘেরও চক্ষুলজ্জা।

৫৫৪৮ বাঘের[১] গরু-রাখালি।[২]

[১ পা—বাঘের কাছে। ২ নং ৬০৩১]

৫৫৪৯ বাঘের ঘরে ঘোগের[১] বাসা।[২]

[১ ঘোগ বাঘের শত্রুবিশেষ জন্তু, lemur tradigradus; অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইলেও জাতবৈরী, বাঘের বাসায় লুকাইয়া বাঘের ছানা খাইয়া ফেলে। ২ 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'—দাশু রায়। 'মনেতে করেছ আশা বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'—গোপাল উড়ে (৮৩৬০ নং উদাহরণ দ্রষ্টব্য)। 'আমার ঘরে এয়েছ চুরি কত্তে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'—জামাই বারিক। 'সুড়ঙ্গ কাটতে পার্‌লে বেটার বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করি'—সধবার একাদশী]

৫৫৫০ বাঘের দেখা, সাপের লেখা।[১]

[১ পা—বাঘ খায় দেখলে, সাপ খায় লেখলে। অর্থাৎ কপালের লিখন না থাকিলে সর্পাঘাত হয় না, কিন্তু বাঘ লিখন মানে না, দেখিলেই খায়!]

৫৫৫১ বাঘের পোঁদে[১] ঘা।

[১ পা—পাছায়]

৫৫৫২ বাঘের পেছনে ফেউ[১]।

[১ ক্ষেপা শেয়াল। প্রবাদের রূপান্তর—গোপনে চলে না কেউ বাঘের পিছে লাগে ফেউ।—'কাকে যেমন লাগে ফিঙে,

বাঘে লাগে ফেউ'—দাশু রায়। 'কোথা বা বাঘের পিছে লাগিয়াছে ফেউ'—ঈশ্বর গুপ্ত।—এই প্রবচন হইতে 'ফেউ লাগা' (অর্থাৎ বিরক্তিকর ভাবে পশ্চাদনুসরণ করা) এই চল্‌তি কথা হইয়াছে। নং ৮৯৮, ৪৭৭৮]

৫৫৫৩ বাঘের মাসী বেরাল, আসি ব'লে ফেরার[১]।

[১ পলাতক। গল্প এই যে, বিড়াল 'আসি' বলিয়া আর বাঘের কাছে ফিরিয়া যায় নাই। সুতরাং, বাঘের মাসী হওয়া = পুনরাগমন না করা' (রাধাকান্ত দেব, বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ । 'ঝী মাগী যেখানে যায় বাঘের মাসী হয়, দুটো পয়সার পান আনতে গেছে সেই পথ'—অমৃত বসুর ডিস্‌মিশ্‌।—কিন্তু নিম্নের নং ৫৫৫৪ প্রবচন দ্রষ্টব্য]

৫৫৫৪ বাঘের মাসী হওয়া।[১]

[১ বাঘের মত নির্ভীক, কাহাকেও তোয়াক্কা করে না। 'যা খুসি তাই বলছেন বাপের বাড়ী এসে বাঘের মাসী হয়েছেন'—লীলাবতী।—উপরের নং ৫৫৫৩ দ্রষ্টব্য]

৫৫৫৫ বাঘের যোগ্য বাঘিনী।

৫৫৫৬ বাঘের হামাগুড়ি[১]।

[১ অর্থাৎ লাফ দিবার উপক্রম]

৫৫৫৭ বাঙাল, পুঁটিমাছের কাঙাল।

৫৫৫৮ বাঙাল বড় সেয়ান,
লোটায় ক'রে জল ভ'রে ডাঙায় করে সিনান।

৫৫৫৯ বাঙাল মরে ফেরে[১], গরু মরে খেড়ে[২]।

[১ ফিকিরে, বিপদে। ২ খড় বা বিচালি অর্থে ?]

৫৫৬০ বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু[১]।
লাফ্ দিয়ে গাছে ওঠে,[২] লেজ নেই কিন্তু॥

[১ পা—সে এক জন্তু। ২ পা—গাধা হেন বোঝা বয়]

৫৫৬১ বাঙ্গালা যদি মানুষা হরি হরি প্রেতাস্তদা কীদৃশাঃ।

৫৫৬২ বাঁচতে পায় না[১] ভাত-কাপড়, মরতে হল[২] দানসাগর।

[১ পা—থাকতে দেয় না; বাঁচতে হয় না। ২ পা—মরতে করে, মরলে করবে]

বাঁচলে কত দেখব আর ছুঁচোর গলায় ইত্যাদি, নং ১৭৯১ দ্রষ্টব্য।
বাঁচলে জানেতে মহব্বত রয়, নং ৩৪৩১ দ্রষ্টব্য।

৫৫৬৩ বাঁচার লাগি খায়, তার বাড়ী না বৈদ্য যায়।
খাবার লাগি বাঁচে, বৈদ্য ঘুরে পাছে-পাছে॥

৫৫৬৪ বাচাল, বেতাল, বেকুব, বদমাশ।
শুনবে না এদের কোন ফরমাশ॥

৫৫৬৫ বাছা আমার ছিরিখণ্ডী[১], ব'সে আছেন বড়াই চণ্ডী।
[১ শ্রীখণ্ডী = মঙ্গলকার্য্যে ব্যবহার্য্য বস্ত্র বা আল্‌পনা-দেওয়া পিঁড়ি]

৫৫৬৬ বাছা আমার বাঁচলে বাঁচি, বাছার আমার দুধে অরুচি।

৫৫৬৭ বাছা আমার ভরমের টাটি[১], কাঁকালে পাঁচ-ছয় চাবিকাটি।
[১ অর্থের জন্য নং ৬১১৪ দ্রষ্টব্য]

৫৫৬৮ বাছা নাচে কাছা খুলে।

৫৫৬৯ বাছার আমার কিবা রূপ।
ঘুঁটে-ছাইয়ের নৈবিদ্যি, খেঙরা কাটির ধূপ॥

৫৫৭০ বাছার আমার বাড়াবাড়ি, ছ'আনা কাপড়ের ন'আনা পাড়ি।

৫৫৭১ বাছার কি দিব তুলনা।
মায়ের হাতে তুলের দাঁড়ি[১], মাগের কানে সোনা।
[১ দোকানে ওজন করিবার দাঁড়িপাল্লা]

৫৫৭২ বাছার কিবা মুখের হাই[১], তবু হলুদ মাখেন নাই।
[১ মুখব্যাদান অর্থে]

৫৫৭৩ বাছার গুণে ঘুম আসে না, কব কত লীলা।
বাপের গলায় শেকল দিয়ে মায়ের ভাঙে পিলা॥

৫৫৭৪ বাছার বাছা তুলে নাচা।

৫৫৭৫ বাছুরে বাঘ চেনে না।

৫৫৭৬ বাজনা বাজিয়ে ধান ভানলেও তুষ ছাড়া হয় না।

৫৫৭৭ বাজনার সঙ্গে কথা কওয়া।

৫৫৭৮ বাঁজা বাঁজা ক'রে কত বাঁজীর হল ছেলে।
বাবা না ব'লে এখন ছেলে দাদা বলে ॥

৫৫৭৯ বাঁজার ছেলেও হবে না, বাজনাও বাজবে না।[১]

[১ নং ৮৫৪৬]

৫৫৮০ বাজার বুঝে ব্যবসা কর, গাত বুঝে পা ফেল।

৫৫৮১ বাজারে[১] আগুন লাগলে পীরেরও ঘর মানে[২] না।[৩]

[১ পা—গাঁয়ে ; শহরে। ২ পা—বাঁচে। ৩ নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'—ভারতচন্দ্র]

৫৫৮২ বাজারে নাম লেখালে[১] জাতের ভয় কি।

[১ অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তি করিলে। 'নাম লেখান' বাক্যের অর্থের জন্য নং ২১৭৮ দ্রষ্টব্য।—নং ২১৮৭]

৫৫৮৩ বাজিকরের ঝুলি।

৫৫৮৪ বাজি মাত্[১], বা, বাজি ভোর হওয়া[২]।

[১ 'মাৎ হয়ে মেতে ওঠে বাজি করি মাৎ'—ঈশ্বর গুপ্ত। ২ 'বেণী ভায়া, বাজি ভোরই হল'—আলালের ঘরের দুলাল]

৫৫৮৫ বাঁজী জানে না প্রসব-বেদনা।[১]

[১ সং—ন হি বিন্ধ্যা বিজানীয়াদ্ গুর্বীং প্রসববেদনাম্]

৫৫৮৬ বাঁজীর পুতকে হাঁচির ঘা সয় না।

৫৫৮৭ বাজে[১] কাজে কাটনা কামাই।

[১ পা—ছেলের]

৫৫৮৮ বাড়ব বাড়ব বড় ভয়, বাড়লে পরে সবই সয়।

বাড়লে চাষা বামুন মারে ইত্যাদি, নং ৪৭৯৫ দ্রষ্টব্য।

৫৫৮৯ বাড়াবাড়ি করবে যত, ছাড়াছাড়ি হবে তত।

৫৫৯০ বাড়া ভাত ফেলে উঠতে নেই।

৫৫৯১ বাড়া ভাতে ছাই।[১]

[১ 'বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই। ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই ॥'—নীলদর্পণ]

৫৫৯২ বাড়া ভাতে ছালি[১], ধোপ কাপড়ে কালি।

[১ (প্রা) ছাই]

৫৫৯৩ বাড়া ভাতে নেড়া গিন্নী।[১]

[১ কার্য্যসিদ্ধির পর প্রশংসা নাই]

৫৫৯৪ বাড়া ভাতে শত্রু বাড়ে।

৫৫৯৫ বাড়ার ভাগ ঘণ্টানাড়া।

৫৫৯৬ বাড়ীও কাছে, বেলাও আছে।

৫৫৯৭ বাড়ী* কাছে, উঠান দূর।

৫৫৯৮ বাড়ীতে আছেন শালগ্রাম, দেখতে দেখতে তল গেলাম।

বাড়ীতে পায়না শাক-সজনা ইত্যাদি, নং ২২৬৪ দ্রষ্টব্য।

৫৫৯৯ বাড়ীতে বটে আসে যায়, মনটা থাকে চরায়-বরায়।

বাড়ীর কাছে কামার ইত্যাদি, নং ৪৮২৫ দ্রষ্টব্য।

৫৬০০ বাড়ীর কাছে বাড়ী, গ্রাম-সম্পর্কে খুড়ী।

৫৬০১ বাড়ীর গরু মাঠের ঘাস খায় না।[১]

[১ নং ২৭৬৪]

বাড়ীর গাছা, পেটের বাছা, নং ২৭৬৫ দ্রষ্টব্য।

৫৬০২ বাড়ীর দক্ষিণে শকুনির বাসা, ছাড় ভাই সে গাঁয়ের আশা।

বাড়ীর বালাই বুড়ী ইত্যাদি, নং ২৭৭০ দ্রষ্টব্য।
বাড়ীর বালাই বুড়ো ইত্যাদি, নং ৬৩১৩ দ্রষ্টব্য।

৫৬০৩ বাড়ীর মধ্যে[১] এক ঘর, তার আবার সদর অন্দর[২]।

[১ পা—সারা বাড়ী। ২ পা—এক ঘরের সদর অন্দর]

বাড়ীর শত্রু কানা ইত্যাদি, নং ২৪৮৫ দ্রষ্টব্য।

৫৬০৪ বাড়ীর শোভা বাগ-বাগিচা, ঘরের শোভা ইসারা[১]।
দাঁতের শোভা মাজন-মিশি, চোখের শোভা ইসারা॥

[১ ইসরা বা ধাইর (প্রা) = ঘরের বারান্দা বা দাওয়া]

---

* 'ঘর' শব্দও দ্রষ্টব্য।

৫৬০৫ বাড়ী হতে বাহির হলাম সতীনের তাপে।
পথে গিয়ে দেখি আসে সতীনের বাপে॥

৫৬০৬ বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। সং—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥—'বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী সে তোমাকে নয়'—রামেশ্বরের শিবায়ন। আলালের ঘরের দুলালে কেবল সংস্কৃত শ্লোকের 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' এইটুকু উদ্ধৃত]

৫৬০৭ বাতাসাও পেলাম, ঠেলাও খেলাম।

৫৬০৮ বাতাসে গেরো বাঁধা।

৫৬০৯ বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধ'রে দিতে পারি চাঁদ।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। 'বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী'—চণ্ডীদাস।—নং ২১৫]

৫৬১০ বাতাসের জোরে পাথরও পড়ে।

৫৬১১ বাতাসের সঙ্গে লড়াই[১] করা[২]।

[১ পা—ঝগড়া। ২ পা—কথা কওয়া]

৫৬১২ বাতাসে হাঁড়ি ঠন্‌ঠন্ করে, রাজার বেটা পাখী মারে।

৫৬১৩ বা তেরা কুদরৎ, বা তেরা খেল।
ছুছুন্দর লাগায়ে চামেলিকা তেল॥

৫৬১৪ বাঁদর নাচান, বা, বাঁদর নাচ করা।[১]

[১ 'তা হলে তাকে তুমি বাঁদর নাচাও বলতে হবে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ। 'সত্যি বললে, না, আমাদের বাঁদর নাচালে ঠিক ঠাহর করা গেল না'—শরৎচন্দ্রের ষোড়শী]

৫৬১৫ বাঁদর* বুড়ো হলেও গাছ বায়।

৫৬১৬ বাঁদরকে কলা দেখানো।

৫৬১৭ বাঁদর সভাকর[১] মদের ঘড়া, তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া।

[১ জুয়াড়ি?]

৫৬১৮ বাঁদরীর[১] চুল হলেও বাঁধতে জানে না।

[১ পা—বানরের]

---

* নীচে 'বানর' শব্দ দ্রষ্টব্য।

৫৬১৯ বাদাবুনে[১] বাঘ তুলসীবনে ঢুকলো।[২]

[১ বাদাবন = বিস্তীর্ণ জলাভূমি। ২ 'বাদাবুনে বাঘ (প্লাণ্টারস্ এসোসিয়েসন) বেগতিক দেখে নাম বদলে (ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ এসোসিয়েসন) তুলসীবনে ঢুকলেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। —নং ৩৮৫৪ দ্রষ্টব্য]

৫৬২০ বাঁদী পরের পা ধোয়ায়, নিজের পা ধোয় না।

৫৬২১ বাঁদী মারতে মঙ্গলবার[১]।

[১ অর্থাৎ শুভ-অশুভ দিন বাছবার দরকার নাই]

৫৬২২ বাঁদীর বেটা মোড়ল হল, কাঁথা প'রে তার বাপ ম'ল।

৫৬২৩ বাঁদীর[১] মুখে হারাম গুজার[২]।

[১ পা—পাজীর। ২ যাহা ত্যাজ্য বা অবৈধ তাহাও দাখিল হয়]

৫৬২৪ বাদুড়চোষা তাল[১]।

[১ পা—কলা]

৫৬২৫ বাঁদুরে বুদ্ধি।[১] বাঁদুরে কেত্তন।

[১ 'একেই বলে বাঁদুরে বুদ্ধি'—লোকরহস্য]

৫৬২৬ বাদের ভাত খাই না খাই, উলুবনে ছড়াই।

৫৬২৭ বাঁধলে টাটি, পরালে বেটী।

৫৬২৮ বাঁধা গরু ছাড়া পেলে, তিন রাজ্যি এক করে।

৫৬২৯ বাঁধা ছাগল ছেলেরও বশ।

৫৬৩০ বাঁধা দেবে না, বেচে খাবে,
উকিল পাঠাবে না, আপনি যাবে।[১]

[১ পা—বাঁধা দিও না, বেচে খেয়ো, পরকে না পাঠিয়ে নিজে যেয়ো]

৫৬৩১ বাধা মানে না গাধা।

৫৬৩২ বান এলে সবাই কয়, বাঁধ দেবার বেলা কেউ নয়।

৫৬৩৩ বানরের কাঁঠাল ভাঙা।[১]

[১ অর্থাৎ 'মুখে আটা লাগে মাত্র'—লঙ সাহেবের ব্যাখ্যা]

৫৬৩৪ বানরের গলায়[১] মুক্তার মালা।[২]

[১ পা—হাতে। ২ 'বানরকণ্ঠে কি মোতিমমাল'—বিদ্যাপতি। 'গজমুক্তা গেঁথে দিলাম বানর-পশুর গলে'—দাশু রায়।

'রামচন্দ্র অতি নির্ব্বোধ, এমন অমূল্য মুক্তার মালা মর্কটের হস্তে প্রদান করেছেন'—সধবার একাদশী। 'হনুমানের হস্তে মুক্তার হার দিলেই বা ক্ষতি কি?'—লীলাবতী। 'বানরের গলায় মুক্তার মালা পড়েছিল, দাঁতে কেটেছি'—গিরিশ ঘোষের হারানিধি]

৫৬৩৫ বানরের নেই সিঁড়ির কাজ।

৫৬৩৬ বানরের মুঠো।

৫৬৩৭ বানরের সম্পত্তি গালে[১]।

[১ গালে আহার সঞ্চিত থাকে। পা—বানরের গাল সর্ব্বস্ব]

৫৬৩৮ বানরের হাতে খঞ্জনি।

৫৬৩৯ বানরের[১] হাতে খন্তা।[২]

[১ পা—ভালুকের। ২ 'বানরের হাতে হল কালের খোন্তা'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৫৬৪০ বানরের হাতে ঝুনো নারকেল।[১]

[১ 'মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারিকেল'—বড়ু চণ্ডীদাস। নং ৪৮২৯ দ্রষ্টব্য]

৫৬৪১ বানরের হাতে দর্পণ।

৫৬৪২ বানরের হাতে পাকা আম, বানর বলে রাম রাম।

৫৬৪৩ বানরের হাতে ফুলের মালা।

৫৬৪৪ বানরের হাতে শালগ্রাম শিলা[১]।

[১ পা—বানরের হাতে শালগ্রাম, ঘষতে ঘষতে গেল প্রাণ। নং ৩০০১]

৫৬৪৫ বানের[১] আগে জেলের ডিঙ্গি।[২]

[১ পা—মুখে। ২ 'বানের মুখে জেলের ডিঙ্গির মত তাঁদের কথা তল্ হয়ে যাচ্চে'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

৫৬৪৬ বানের আগে হাড়ুড়ী[১] দৌড়ে।

[১ কুটোকাটা; জঞ্জাল। পা—হাদি]

৫৬৪৭ বানের জল টল্মল্।[১]

[১ 'যাহার কিছু পদার্থ নাই তাহার অবস্থার উন্নতি হইলে বানের জলের ন্যায় টল্মল্ করিতে থাকে'—আলালের ঘরের দুলাল]

৫৬৪৮ বানের জলে ভেসে আসা বা ভেসে যাওয়া[১]।

[১ 'নাম সম্ভ্রম কি বানের জলে ভেসে যাবে'—আলালের ঘরের দুলাল]

৫৬৪৯ বাপকা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া।
কুচ না হোবে তো থোড়া থোড়া॥[১]

[১ 'পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়ার দলেই পড়ে'—হুতোম প্যাচার নক্শা। 'কেন বাবা, দোষ কি, বাপকো বেটা সেপাইকো ঘোড়া'—গিরিশ ঘোষের বলিদান। 'এরেই বলে, বাপকা বেটা সেপাইকা ঘোড়া'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ]

৫৬৫০ বাপ খুড়া যত দিন, দাওয়া মাড়া তত দিন।[১]

[১ নং ৪০২০]

৫৬৫১ বাপ গুণে বেটা[১], সেপাইগুণে ঘোড়া।

[১ নং ২৩৫৭, ৫৬৭৪]

৫৬৫২ বাপ জানে না, বড় বাপ[১] জানে,
গোঁজলা কেটে[২] ফয়তা[৩] আনে।

[১ পিতামহ। ২ গোঁজলা = (প্রা) গৃহ-প্রাচীরে ছিদ্র; সিঁদ কাটিয়া এই অর্থে? ৩ ফতিহা, মৃতের আত্মার জন্য পীরের দরগায় শিন্নি]

৫৬৫৩ বাপ জানে না, মা জানে না, হোগলা বনে বিয়ে।[১]

[১ 'পিতা মাতা রইলেন কোথা, লোকে যেমন বলে কথা, হোগলা বনে বিয়ে'—দাশু রায়]

৫৬৫৪ বাপ জানে না স্তুত্তি খেলা[১], বেটা তীরন্দাজ।

[১ এক প্রকার জুয়া খেলা। কিন্তু এই পাঠে সন্তোষজনক অর্থ হয় না। 'গুলতি খেলা' (= বাঁটুল দিয়া গুলি নিক্ষেপ) পাঠ হইলে ভাল হয়।—নং ৫৬৬৫, ৭১৮৭]

৫৬৫৫ বাপ থাকতে বিদ্যমান, গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান।

৫৬৫৬ বাপ-দাদায় নেই[১] ডুলি, আগে গিয়ে হ্যঁঠ্যাং তুলি।

[১ পা—বাপের কালে নেই; কোনকালে নেই, বা জন্মে চড়েনি। নং ৫৬৭৭]

বাপ না দাদা, খুড়োর শাকে আদা, নং ৫৪৪৪ দ্রষ্টব্য।

৫৬৫৭ বাপ নাম রাখে গুণবন্ত, ছেলেটি হয় মেড়াকান্ত।

৫৬৫৮ বাপ পুরুত, মা এয়ো, ঘরের জিনিস বাইরে না যেও।

৫৬৫৯ বাপ-পোয় বরতী[১], মায়ে-ঝিয়ে এয়োতী।

[১ ব্রতী। ২ উপরের প্রবাদের সমানার্থক]

৫৬৬০ বাপ-বড়বাপের নাম নেই, রঘুরাম ভুঁইয়ার নাতি।

৫৬৬১ বাপ বলবার নাম নেই[১], হিদে জোলার[২] নাতি।[৩]

[১ পা—বাপ-পিতাম'র নাম গেল। ২ পা—হরে শুঁড়ির। ৩ 'হঠাৎ দেখলে বোধ হয় রাজারাজড়ার পৌত্তুর কিন্তু পরিচয় বেরোবে হিদে জোলার নাতি'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

৫৬৬২ বাপ বলতে যতক্ষণ, শালা বলতে ততক্ষণ।[১]

[১ পা—বাপ বলতে শালা বলে]

৫৬৬৩ বাপ-বেটায় চাষ চাই, তা অভাবে সোদর ভাই।[১]

[১ খনার বচন নং ৪৫]

৫৬৬৪ বাপমা-মরা দায়।

৫৬৬৫ বাপ মেরেছে উকুন, তাই ছেলে ধনুর্দ্ধর।[১]

[১ নং ৫৬৫৪, ৭১৮৭]

৫৬৬৬ বাপ যদি টক খায়, ছেলের দাঁত কি টকে যায়।

৫৬৬৭ বাপ রাজা ত ঝিয়ের কি, ভাই রাজা ত বোনের কি।

বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো, নং ৬৭২২ দ্রষ্টব্য।

৫৬৬৮ বাপে না পুতে, চোঙা ভ'রে মুতে।

৫৬৬৯ বাপে পোয়ে কন্দল বাজে, তা বিচারে অবুধ রাজে।[১]

[১ ডাকের বচন]

৫৬৭০ বাপের উপরোধে সৎমার পায়ে গড়।

বাপের কালে নেইক গাই ইত্যাদি, নং ২০৬০ দ্রষ্টব্য।

৫৬৭১ বাপের কালে নেইক চাষ, কার ভুঁই দাইতে[১] যাস্।

[১ পা—কার ধান কাটতে]

৫৬৭২ বাপের কালে নেইক চাষ, বেরাল বেঁধে করে চাষ।

বাপের কালে চড়েনি ডুলি ইত্যাদি, নং ৫৮৫৬ দ্রষ্টব্য।

৫৬৭৩ বাপের গাতি[১], না, ধাপের গাতি।
যে রেখে খেতে পারে তারই গাতি ॥

[১ জোতজমা]

৫৬৭৪ বাপের গুণে পো, মায়ের গুণে ঝি।[১]

[১ ন ২৩৫৭, ৫৬৫.]

৫৬৭৫ বাপের চাপদাড়ি, ছেলের থোড়াথুড়ি।

৫৬৭৬ বাপের জন্মে নেইক চাষ, ধানকে বলে দুব্বোঘাস।

৫৬৭৭ বাপের জন্মে নেইক ডুলি, ভেঙে গেছে মোর পাছার খুলি।
নামা ডুলি নামা ডুলি ॥

বাপের জন্মে বিয়ে নেই, নং ৮২৯৩ দ্রষ্টব্য।

৫৬৭৮ বাপের ঠাকুর।[১]

[১ 'কর্ম্ম পড়িলে যবনও বাপের ঠাকুর হইয়া উঠে'—আলালের ঘরের দুলাল]

৫৬৭৯ বাপের দেওয়া কন্যা, রাজার দেওয়া ভুঁই।

৫৬৮০ বাপের নাম জানে না, কুলীন হতে চায়।

৫৬৮১ বাপের নাম শাকপাত, ছেলের নাম মিঠাই দাস।

৫৬৮২ বাপের পুকুর ব'লে কি তাতে ঝাঁপ দিতে হবে।

বাপের পুকুরে ডুবে মরা, নং ৮২৭৫ দ্রষ্টব্য।

৫৬৮৩ বাপের পুণ্যে ত'রে যাওয়া।

৫৬৮৪ বাপের পোঁদে নেইক বাল, পুতের কানচাপা দাড়ি।

৫৬৮৫ বাপের বয়সে কলমা নেই, পাঁজা ভরা দাড়ি।

৫৬৮৬ বাপের বয়সে ঘোড়া নেই, কাঁধে চলে লাগাম।[১]

[১ পা—চোদ্দ পুরুষে ঘোড়া নেই, বাড়ীভরা লাগাম]

৫৬৮৭ বাপের বাড়ী খেতে পায়, গুমরে কন্যা ব'সে খায়।

৫৬৮৮ বাপের বাড়ী থাকে ঝি, লোকে তাই বলে—ছি।[১]

[১ নং ১৩৩৫, ৫০৫১, ৮৪৬৭]

বাপের বাড়ী ঝি, পান্তাভাতে ঘি, নং ৫০৫১ দ্রষ্টব্য।

৫৬৮৯ বাপের বিয়ে খুড়োর নাচন।

৫৬৯০ বাপের বিয়ে দেখান।[১]

[১ অর্থাৎ জননীর মৃত্যুকামনা। 'শ্যালা বড় দুষ্ট, যদি পাই তাহার বাপের বিয়ে দেখাইব'—প্রবোধচন্দ্রিকা। 'বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেবে এখন'—সধবার একাদশী। 'বাপের বিয়ে অনেকেই অনেককে দেখায়'—অমৃত বসুর খাসদখল]

৫৬৯১ বাপের বোন পিসী ভাত-কাপড়ে পুষি।
মায়ের বোন মাসী কাদায় ফেলে ঠাসি॥

৫৬৯২ বাপের ভাগ্যি।[১] বা, বাপের পুণ্যি।[২]

[১ 'জগদম্বা যে আস্ত মাথা নিয়ে গেচে তার বাপের ভাগ্যি'—নবীন তপস্বিনী। 'বাইরে বেরিয়ে গাড়ীঘোড়া চাপা না প'ড়ে যদি ঘরে ফিরতে পারিস্ ত বাপের পুণ্যি'—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ]

৫৬৯৩ বাপের ভাতে যাতায়াতি, ভাইয়ের ভাতে কাঁদাকাটি।
সোয়ামীর ভাতে অগড়-বগড়[১], পুতের ভাতে বড়ই ঝগড়॥

[১ আগ্‌ডোম-বাগ্‌ডোম ; ভালমন্দ মিশ্রিত]

৫৬৯৪ বাপের মুখে পাকনা দাড়ি, ছেলের মোছ মাথায় টেড়ি।

৫৬৯৫ বাপের সঙ্গে বর্ত্তে যাওয়া।[১]

[১ 'যদি একবার হেসে কথা কহিলেন তবে বাপের সঙ্গে বর্ত্তে গেলাম'—আলালের ঘরের দুলাল। 'এমন সব সোনার চাঁদকে পায়ে ধরিয়া মেয়ে দিতে পারিলে বাপের সঙ্গে বর্ত্তে যায়'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৫৬৯৬ বাবলাপুরে বিচার।[১]

[১ 'Applied to any instance of over-severity and injustice'—Morton। প্রবাদটির প্রসঙ্গ অজ্ঞাত। বাবলা = এক প্রকার কণ্টক বৃক্ষ, বাবলাপুর = তীক্ষ্ণ শাসনের স্থান ; অথবা, বাবলা = বাওলা, পাগল—এইরূপ অর্থ করা

হইয়াছে। কিন্তু উভয় ব্যাখ্যাই কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। বাবলাপুর বোধ হয় স্থানবিশেষ, এবং স্থানীয় কোন বিস্মৃত ঘটনার উল্লেখ প্রবাদে রহিয়াছে, এরূপ অনুমান করা যায়। মথুরামোহন বিশ্বাসের 'বাক্যবিন্যাস' গ্রন্থে ইহার সমস্যাপূরক বা তাৎপর্য্যমূলক পদ্য এইরূপ—'গৃহ-দেয়াল চাপা পড়ি সিঁদাল মরিল। দেয়ালিরে শূল দিতে রাজা আজ্ঞা দিল॥ কিরূপে আছিল প্রজা রাজ্যেতে তাহার। কি আশ্চর্য্য ছিল বাবলাপুরের বিচার ॥]

৫৬৯৭ বাবাজীকে বাবাজী তরকারিকে তরকারি।[১]

[১ অর্থাৎ যাহা দুই কাজে লাগে; বেগুনের মাথায় বোঁটা থাকার দরুণ বাবাজী এই ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ। 'ঝোপ বুঝে কোপ মারেন, তাঁহারা সকল কর্ম্মেই বাওয়াজিকে বাওয়াজি তরকারিকে তরকারি'—আলালের ঘরের দুলাল। গিরিশ ঘোষের হারানিধিতেও প্রযুক্ত]

বাবা বলেছে চণ্ডী ইত্যাদি, নং ৪০৬৫ দ্রষ্টব্য।

৫৬৯৮ বাবা বৈদ্যনাথের বরে।
যিনি যেতেন বাইরে তিনি যান ঘরে ॥

৫৬৯৯ বাবা ম'লো ভাল হল, দু'টো হুঁকো[১] আমার হল।

[১ পা—দু'খান পাটি ; দু'খান্ বল্‌তে]

৫৭০০ বাবারও বাবা আছে।[১]

[১ 'বাবার বাবা আছে, আমি না কাঁদাই আর কোন ইয়ারে কাঁদাবে'—গিরিশ ঘোষের বিষাদ]

৫৭০১ বাবু বড় ভাগ্যবান, সাত বেঁড়ে লাঙল একখান্।

বাবুই তোর মিছে আশা ইত্যাদি নং ২৬৯১ দ্রষ্টব্য।

৫৭০২ বাবু[১] মরেন শীতে[২] আর ভাতে[৩]।

[১ পা—বব্বলে ; লোচ্চা! ২ অর্থাৎ শীতকালে অল্প খরচে বাবুগিরির মুশকিল। ৩ অর্থাৎ যখন ভাত ছাড়া আর কিছু জোটে না]

৫৭০৩ বাবুর বড় হাসি, সাত দিন উপবাসী।

৫৭০৪ বাবুর বেটা গাড়োয়ান।

৫৭০৫ বাবুরাম কর কাম কথা কইবে কে।
চাঁদেরে বিঁধিতে ধনা ধনু ধরেছে ॥[১]

[১ লীলাবতীতে প্রযুক্ত]

৫৭০৬ বামন হয়ে চাঁদে হাত।[১]

[১ 'হাথ বাড়ায়িল কি চান্দের লাগ পাই'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। 'বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁদে' কৃত্তিবাস। 'বাড়ায়েছি চাঁদে হাত হইয়া বামন' মাণিক গাঙ্গুলি। 'কেবা সে বামন হয়ে হাত বাড়ায় চাঁদে'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'বামন হইঞা হাত বাড়াইলি চাঁদে'—কবিচন্দ্রের রামায়ণ। 'বামন হইয়া হাত বাড়ায়েছি চাঁদে' রামেশ্বরের শিবায়ন। 'বামনেতে বাঞ্ছা করে করে ধরে শশধরে'—দাশু রায়। 'বামন হইয়া ধরে আকাশের চাঁদ' ঈশ্বর গুপ্ত। 'কিন্তু এ বামনের চাঁদে হাত'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের চন্দ্রগুপ্ত]

৫৭০৭ বামন দেবে চাঁদে হাত[১], স্বর্গে যাবে আঁস্তাকুড়ের পাত[২]।

[১ নং ৫৭০৬। ২ নং ১১৩৪]

৫৭০৮ বাম-শেয়ালী যাত্রা।[১]

[১ বামে শৃগাল থাকিলে যাত্রা শুভ।—নং ৩৬৪৪, ৬১২২]

৫৭০৯ বামুনকে বস্ত্রদান, আল্‌গা তার তানা[১]।
বামুনকে তণ্ডুলদান, ভাঙা ক্ষুদ দানা।
বামুনকে তৈজস দান, মধ্যে তার ছেঁদা।
বামুনকে গরুদান, সার তার লেদা।
বামুনকে হরিনাম, ওজন তার কম।
এল রে পুরুত ওই যজমানের যম ॥

[১ বুনানের লম্বা সুতা]

৫৭১০ বামুন গণক কাউয়া, তিন পরের খাউয়া।

৫৭১১ বামুন গরু ছাগল, তিনই দড়ির পাগল।

৫৭১২ বামুন গেল ঘর, ত লাঙল তুলে ধর।

৫৭১৩ বামুন ঘরে খাবে ভাত, গোবর দেবে আড়াই হাত।

৫৭১৪ বামুনচোষা কল্‌কে, কায়েতচোষা গা।

৫৭১৫ বামুন না হই, দক্ষিণা না দিলে, মারতে কইল কে।

৫৭১৬ বামুন বাড়ীর ভাত, কপালে দিও হাত।

৫৭১৭ বামুন বাড়ীর ভাত, তার নাম পরসাদ।

৫৭১৮ বামুন[১] বাকস[২] বাঁশ, তিনে বাস্তুনাশ।[৩]

[১ ব্রহ্মোত্তরপ্রয়াসী। ২ বাকস বা বাসক গাছ। ৩ পা—বাঁশ বাকস বামুন, তিন জমির যম; বাঁশ বামুন বাসক, তিন জমির নাশক।—নং ৫৭৬৯]

৫৭১৯ বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান।[১]

[১ খনার বচন নং ৭]

৫৭২০ বামুন মুচ্ছুদ্দি ধোপা গোমস্তা, এদের নেই বুঝ-ব্যবস্থা।

৫৭২১ বামুনে কপাল।[১]

[১ 'অনেক বামুনে কপাল ফলে উঠল'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'দরিদ্র লগ্নেতে জন্ম বামুনে কপালের কর্ম্ম'—দাশু রায়]

৫৭২২ বামুনে দক্ষিণা ধরে, ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে।

৫৭২৩ বামুনে মন্ত্র পড়ে, পাঁঠা কি কানে শোনে।

৫৭২৪ বামুনের গরু, খায় অল্প, নাদে বেশি, দুধ দেয় কলসী-কলসী।[১]

[১ 'পাত্রের উচ্চ মূল্য শুনিয়া মনোতোষ বাবু পিছাইয়া পড়েন ···দরেও হইবে সস্তা, জিনিষটিও হইবে উচ্চ শ্রেণীর, এমন একটি ব্রাহ্মণের গরু মনোতোষ বাবু খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকের কন্যাদায়]

৫৭২৫ বামুনের চাষ।[১]

[১ অর্থাৎ অনধিকারীর হাতে ফলে না]

৫৭২৬ বামুনের ঘরে মূর্খ হলে ক্রিয়া পণ্ড করে।
রোজার ঘরে মূর্খ হলে রোগীর দফা সারে॥

৫৭২৭ বামুনের পাতে লবণ নাই, ধোপার পাতে চিনি।

৫৭২৮ বামুনের ভাতে থাকা[১]।

[১ অর্থাৎ বিনা খরচে ও পরিশ্রমে খাওয়া।—'বামুনের ভাতে আছিস্ এখন বুঝতে পাচ্ছিস্ নে'—অমৃত বসুর বাবু]

৫৭২৯ বামুনের রাগ খড়ের আগুন।[১]

[১ অর্থ ও উদাহরণের জন্য নং ২.৩৯ দ্রষ্টব্য]

৫৭৩০ বায়ুর আগে মন চলে।

৫৭৩১ বায়ের আগে বার্ত্তা ছোটে।

৫৭৩২ বার করলাম, ব্রত করলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি।
যুবাকালে রঙ্গ ক'রে বৃদ্ধকালে সতী ॥[১]
[১ নং ৫৫০, ৬৫৭৮]

৫৭৩৩ বার কাঁদি নারকেল, তের কাঁদি কলা।
আজ আমাদের রাণীর উপবাসের পালা ॥

৫৭৩৪ বার কুঁচুলীর উপর তের কুঁচুলী।

৫৭৩৫ বার ঘরে পাড়া, তের ঘর মারে, সাক্ষী করব কারে।[১]
[১ নং ২৫২১, ৭৫৬৫]

৫৭৩৬ বারটা ঝাড়লাম, তেরটা ম'লো, তুই না ম'রে অপযশ হ'ল।

৫৭৩৭ বার নাতি তের পুতি, তবু বুড়ার অধোগতি।

৫৭৩৮ বার নারকেল তের বামুনের ঘাড় ভাঙে।[১]
[১ পৃথক পৃথক একটি করিয়া নারিকেল না লইয়া, প্রত্যেকে একসঙ্গে সবগুলি পর পর বহন করার নির্বুদ্ধিতার গল্প হইতে]

৫৭৩৯ বার পয়সার আয়ে তের পয়সার পোষাণি।

৫৭৪০ বার বছর অন্তর গোবিন্দ-দ্বাদশী[১]।
[১ পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বাদশী। বৈষ্ণব মতে সর্ব্বপাপঘ্ন]

৫৭৪১ বার বছর চোঙার মধ্যে রাখলেও কুকুরের লেজ সোজা হয় না।[১]
[১ নং ১৯০৬]

৫৭৪২ বার বঁড়শি[১] তের জাল, পলোতে গেল ঘাড়ের ছাল[২]।
ছাই মাখা কান কাটা[৩], ত্রিভুবন দেখাল চিল বেটা[৪]।
যে না বোঝে টিপ্‌টিপার ভাও, তারে গিয়ে টিপ্‌টিপাও[৫] ॥
[১ কোন বঁড়শিওয়ালার ফাতনা কাঠি টিপ্‌টিপ্ করিতেছে দেখিয়া অভিজ্ঞ মৎস্যের উক্তি। ২ অর্থাৎ জাল বঁড়শি ছিঁড়িয়া ও পলো ভাঙিয়া পলায়ন। ৩ অর্থাৎ ধরা পড়িবার পর। ৪ অর্থাৎ চিলের ছোঁতে আকাশ ভ্রমণের পর পুনরায় জলে

পতন। টিপ্ টিপা = ফুসলান অর্থেও প্রয়োগ। ৫ পা—যে না জানে টিপ্ টিপার ঘা তারে গিয়ে টিপ্ টিপা]

৫৭৪৩ বার বাড়ী তের খামার, যে বাড়ী যাই সে বাড়ী আমার।

বার বার চোরের, একবার সেধের, নং ৩১৪৭ দ্রষ্টব্য।
বার বার তিন বার, নং ৩৮১০ দ্রষ্টব্য।

৫৭৪৪ বার বার মুরগী[১] তুমি খেয়ে যাও ধান।
এইবার তোমার আমি বধিব পরাণ[২] ॥[৩]

[১ পা—ঘুঘু। ২ পা—এইবার যাদু তোমার গিজি ঘিনি তাং। ৩ উদাহরণের জন্য নং ১০৫৪ দ্রষ্টব্য]

৫৭৪৫ বার বুড়োর তের দোষ।

৫৭৪৬ বার মাস ব্রহ্মোত্তর, অঘ্রাণ মাসে খামার।
ধান খান ভবানন্দ, ব্রহ্মোত্তর আমার ॥[১]

[১ অর্থাৎ ভবানন্দ গোমস্তা অজুহাতে সমস্তই আত্মসাৎ করেন]

৫৭৪৭ বার মাসে তের পার্ব্বণ।

[১ 'তিনি নিত্যনৈমিত্তিক দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারো মাসে ত্যারো পার্ব্বণ ফাঁক দিতেন না'—হুতোম প্যাচার নক্শা। 'বারো মাসে তের পার্ব্বণ করিয়া কেহ হিন্দুয়ানী বজায় রাখিতে পারে না'—পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নন্দোৎসব]

৫৭৪৮ বার মাসে বার ফল, না খেলে যায় রসাতল।

৫৭৪৯ বার মাসের থলি ঝাড়ি, যা চাও তা দিতে পারি।

৫৭৫০ বারমেসে আড়াআড়ি, দু'দিনেতে ছাড়াছাড়ি।[১]

[১ 'বারমেসে আড়াআড়ি এক নিমেষে যাবে ছুটি'—মনোমোহন বসু]

৫৭৫১ বার[১] রাজপুত, তের[২] হাঁড়ি[৩], কেউ খায় না কারো বাড়ী।

[১ পা—যত। ২ পা—তত। ৩ পা—বারশ' নেড়া তেরশ' নেড়ী]

৫৭৫২ বার হাটের বাছ কড়ি।[১]

[১ নং ৮৩০৭]

৫৭৫৩ বারহাত কাঁকুড়ের তেরহাত বীচি।[১]

[মরাঠী—'আট হাত কাকড়ী, নউ হাত বী'। 'মন্ত্রীর বুদ্ধিটি বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি, এমন প্রকাণ্ড পেট বুদ্ধির কানা বেরিয়ে থাকে'—নবীন তপস্বিনী]

বারহাত কাপড়ে কাছা নেই. নং ৪০০৮ দ্রষ্টব্য।

বারহাত কাপড়ের তেরহাত দশী, নং ৮৩০৮ দ্রষ্টব্য।

৫৭৫৪ বারহাত গরুর তেরহাত শিঙ।[১]

[১ পা—এগার হাত বাছুরের বার হাত শিঙ]

৫৭৫৫ বারহাত পুকুরেও তেরহাত মাছ।
ধরলেও ধ'রে যায় আড়াআড়ি ধাঁচ॥

৫৭৫৬ বাল ছিঁড়লেও দেহের[১] ওজন কমে না।

[১ পা—মড়ার]

৫৭৫৭ বাল্‌তীর[১] ঘরে আগড়।

[১ অনাথা। 'হা পুত্রীর পুত্র মোর বাল্‌তির ভাড়া'—কবিকঙ্কণ। 'বালপুত্রিকা' বা 'বালপুত্তিয়া' শব্দ হইতে। দুঃখিনী বিধবা অর্থে 'রাঁড়ী বাল্‌তী'র প্রয়োগ ঃ যথা—'রাঁড়ী বাল্‌তী দুঃখিনী লোক পেলে বলতে হয়'—অমৃত বসুর বিবাহবিভ্রাট]

৫৭৫৮ বালতীর বেটা পবনা, ঘর থাকতে শুতে পায় না।

৫৭৫৯ বালাই নিয়ে মরা।[১]

[১ অন্যের অশুভ লইয়া মরিয়া তাহাকে মুক্ত বা সুখী করা। নং ৭৬৭৪।—'মরো মরো সই বন্ধুর বালাই লইয়া'—বলরাম দাস। 'রামের বালাই লইয়া অনলে পুড়িব'—কৃত্তিবাস। 'আমার পরমায়ু লয়ে বেঁচে থাক তুমি। তোমার বালাই (পা—আপদ) লয়ে মরে যাই আমি॥'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'ভাই মোর বলো না বালাই লয়ে মরি'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'আহা মরি, চোরের বালাই লয়ে মরি'—ভারতচন্দ্র। 'বুদ্ধির বালাই লয়ে মরে যাই আমি'—রামেশ্বরের শিবায়ন। 'একটু পায়ের ধুলা দেও, তুমি শাস্ত্রের কল্পতরু, তোমার বালাই লইয়া মরি'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৫৭৬০ বালানাং রোদনং বলম্‌।

৫৭৬১ বালির বাঁধ, শঠের প্রীতি, এই দুইয়ের একই রীতি।

৫৭৬২ বালির বাঁধে বানের জল আটকান।[১]

[১ নং ৪৪৭৩]

৫৭৬৩ বালের আবার জুল্‌পি।

৫৭৬৪ বালের বাল হরিদাস পাল।

৫৭৬৫ বাঁশ কাটা, না, মাঁস কাটা।

৫৭৬৬ বাঁশতলায় কলাগাছ।

বাঁশতলায় বিয়ল গাই ইত্যাদি, নং ৬৭১১ দ্রষ্টব্য।

৫৭৬৭ বাঁশবনে ডোম[১] কানা।[২]

[১ বাঁশের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ ইহাদের পেশা। ২ 'বাঁশবনে গিয়ে ডোম কানা হয় এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি'—আজু গোঁসাই। 'বাঁশবনে ডোম কানা বলে সর্ব্ব জনে'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা; 'বাঁশবাগানে' এই পাঠ তাঁহার কমলে কামিনীতে আছে। 'এ যে বাঁশ-বাগানে ডোম আইলাম, দিশাহারা লাগে'—অমৃত বসুর রাজা বাহাদুর। 'প্রেম বিনা ডোম কানা বাঁশের কাননে' —শিবনাথ শাস্ত্রী]

৫৭৬৮ বাঁশ বাকস[১] ডোবা, তিন নদের শোভা।[২]

[১ বাসক গাছ। ২ নং ১৫১২]

৫৭৬৯ বাঁশ বাড়লেই বাস্তুনাশ।[১]

[১ নং ৫৭১৮]

৫৭৭০ বাঁশ মরে ফুলে, মানুষ মরে বুলে।[১]

[১ নং ৬৬৬৮]

৫৭৭১ বাঁশ যদি পড়ে জলে, কি করতে পারে তালে[১]।

[১ তালের কাঁড়ি অপেক্ষা শক্ত হয়]

৫৭৭২ বাঁশী হারিয়ে শিঙেতে ফুঁ।

বাঁশের গোটা, তালের চটা, নং ৩৭৮৫ দ্রষ্টব্য।

৫৭৭৩ বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়[১]।[২]

[১ পা—টন্‌ক; টঙ্ক। ২ 'বাঁশ থাকিয়া কঞ্চি শক্ত'—কেরীর কথোপকথন। 'এইগুলোকে ছেলে ধর, বাঁশ চেয়ে যে কঞ্চি দড়'—দাশু রায়। 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি টঙ্ক'—অমৃত বসুর নব-যৌবন। 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত'—গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী]

৫৭৭৪ বাঁশের ঝাড়ে নল হয় না।

৫৭৭৫ বাস[১] করব নগরে, মরব গিয়ে সাগরে[২]।

[১ পা—ঘর। ২ গঙ্গাসাগরে।—ব্রতকথার ছড়া হইতে]

৫৭৭৬ বাস করবে গাঁয়ের মাঝে, চাষ করবে যার মা-বাপ আছে[১]।

[১ সাধারণ অর্থ স্পষ্ট ; কিন্তু মা = গ্রামধোয়া জল, বাপ = পুকুর, এইরূপ অর্থও করা হইয়াছে !]

বাসি ছেড়ে তেবাসি খায় ইত্যাদি, নং ৪০০১ দ্রষ্টব্য।

৫৭৭৭ বাস্তুঘুঘু।[১]

[১ যার উপস্থিতি ভিটাতে ঘুঘু চরায়]

বাহাত্তুরে হওয়া বা পাওয়া, নং ৫৯৩২ দ্রষ্টব্য।

৫৭৭৮ বাহির বাড়ী ব'সে শুনি সম্বরার[১] ঠাট।
বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখি মূলা-চচ্চড়ি[২] ভাত॥

[১ ব্যঞ্জনাদির সাঁৎলানোর। পা—সম্ভারের। ২ পা—আলুভাতে]

৫৭৭৯ বাহির বাড়ী বাস, ভিতর বাড়ী কাছারি।
বউয়ের পরণে টেনাখান, ধাইয়ের পরণে শাড়ি॥

৫৭৮০ বাহির বাড়ী লণ্ঠন, ভিতর বাড়ী ঠন্‌ঠন্।

৫৭৮১ বাহিরে * কোঁচার পত্তন, ভিতরে[১] ছুঁচোর কেত্তন।[২]

[১ পা—ঘরে। ২ আলালের ঘরের দুলালে, নবনাটকে ও হুতোম প্যাঁচার নক্শায় প্রযুক্ত]

বাহিরে কোঁচা লম্বা ইত্যাদি, নং ২৭৩০ দ্রষ্টব্য।

৫৭৮২ বাহিরে দেখতে সাদা সাজ, ঢাকা আছে ঢাকাই কাজ।

বিউলেশ্বরী, গাড় থেকে বেরিয়ে এস ইত্যাদি, নং ১৫৩৭ দ্রষ্টব্য।

৫৭৮৩ বিকারী রোগীর জল পান।[১]

[১ 'সে বিকারের তৃষ্ণা ; সাবধান, জল খেলে সন্নিপাত হবে' —অমৃত বসুর নবযৌবন]

---

* 'বাইরে' শব্দও দ্রষ্টব্য।

৫৭৮৪ বিক্রমপুর পাঠানো।[১]

[১ বিক্রয় বা ধ্বংস করা। 'নিজের গাত্রের অলঙ্কার যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল, তাহার তুই একখানা বিক্রমপুরে চলিতে আরম্ভ করিল'—নববিবিবিলাস। 'বিক্রমপুরে গেলে পরে ফিরে ঘরে আর আসে না'—অমৃত বসুর বাবু। 'তু'একটি ঘড়ি মেরামত ক'রে দেব ব'লে বিক্রমপুরে পাঠান্'—গিরিশ ঘোষের হারানিধি]

৫৭৮৫ বিচার ক'রে দেখ ভাই, এক ছাড়া তুই নাই।

৫৭৮৬ বিচারে পণ্ডিত, আচারে ভূত।[১]

[১ নং ২৯৭]

৫৭৮৭ বিছার কামড়।[১]

[১ 'বিছার কামড় তব মিছার সোহাগে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৫৭৮৮ বিছুটি-ঝাড়ের আম গোপীনাথের।[১]

[১ অর্থাৎ যে আম বিছুটির ঝোপে পড়িয়াছে তাহা দেবতাকে অর্পণ।—অনুরূপ বচনের জন্য নং ৮০৬, ২৪৫৫, ৫৩৪৩, ৬৩৬৪, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য]

৫৭৮৯ বিড়াল-তপস্বী।[১]

[১ হিতোপদেশের গল্পে পক্ষিশাবক-আহারার্থী বিড়ালের নিরামিষাশী তপস্বীর ভাণ করিয়া অবস্থান।—'তোর কথা জানি কালু, সংগ্রামনিবাসী। এমন কেন দিগ হলি বিড়াল তপসী॥'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'বাপ অসৎকর্ম্মে রত হইয়া নীতি উপদেশ দিলে, ছেলে তাহাকে বিড়াল তপস্বী জ্ঞান করিয়া উপহাস করিবে'—আলালের ঘরের তুলাল। 'তুই বিড়াল তপস্বী বিরলে বসি মন্ত্রণা তোর কত'—দাশু রায়]

৫৭৯০ বিতুরের ক্ষুদ।[১]

[১ সামান্য, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তৃপ্ত হইয়াছিলেন]

৫৭৯১ বিদেশের রুই, দেশের পুঁটি।

৫৭৯২ বিদ্যার মধ্যে বর্ণপরিচয় বাকি।[১]

[১ 'লেখাপড়া সকল রকমই জানেন, কেবল বিস্মৃতিক্রমে বর্ণপরিচয়টি হয় নাই'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৫৭৯৩ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের পূজায় বড় ঘটা।
বাঁশের পাতা নৈবেদ্য, কচুর ডাঁটা পাঁটা[১]॥

[১ পা—জপের সঙ্গে খোঁজ নেই কপালজোড়া ফোঁটা। নং ৩৩৬২]

৫৭৯৪ বিত্তে-সিত্তে সব হল, দেশ করলে জয়।
এখন একটা লেজ বেরুলেই হয়॥

৫৭৯৫ বিধবার একাদশী, করলে আর ভাল কি, না করলেই মন্দ।

৫৭৯৬ বিধবা হলে ব্যবস্থা বাড়ে।[১]

[১ নং ৫৮৭৬]

৫৭৯৭ বিধাতা করেছেন মুটে, মোট বই গে মরে-কুটে।

৫৭৯৮ বিধাতার বাজি, কেউ খায় হাঁড়া[১] ভাত[২], কেউ খায় কাঁজি।[৩]

[১ হাঁড়া=হাঁড়ির চেয়ে বড় মাটির পাত্র। ২ পা—কেউ খায় পোলাও। ৩ 'বিধাতার বাজি কেবা করয়ে খণ্ডন'—কৃত্তিবাস]

৫৭৯৯ বিধির নির্ব্বন্ধ, বা, বিধির বিপাক।

৫৮০০ বিধি বাদী সমান।[১]

[১ নং ৪২৪৩]

৫৮০১ বিধি যখন[১] মাপায়[২], উপরি উপরি চাপায়[৩]।

[১ পা—যখন বিধি। ২ পা—চাপায়। ৩ পা—ছাপায়]

৫৮০২ বিধি যদি করে মন, পুত বিয়তে[১] কতক্ষণ।

[১ পা—ভাল হতে]

৫৮০৩ বিধি যদি বিপরীত, কেবা করে কার হিত।

৫৮০৪ বিধির মনে যা, নিশ্চয় ঘটবে তা।

৫৮০৫ বিধির[১] মার দুনিয়ার বার।

[১ পা—ভগবানের; বাঙ্গালের]

৫৮০৬ বিধির লিখন না যায় খণ্ডন।[১]

[১ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর।—নং ৭৭৩৩]

৫৮০৭ বিধির লেখা চর্ম্মে ঢাকা, ফলতে হবে কালে-কালে।

৫৮০৮ বিধিলিপি কপাল জোড়া।[১]

[১ রামপ্রসাদ, গান। 'মোদের বিধিলিপি কপালজোড়া কথায় কথায়'—মুকুন্দ দাস যাত্রাওয়ালা]

৫৮০৯ বিধি হলে[১] বাম, কি করবে রাম।

[১ পা—যদি]

৫৮১০ বিনা খাটুনি খায় ভাত, শরীরে করে উৎপাত।

৫৮১১ বিনা দানে[১] মথুরা পার।

[১ ঘাটের বা দ্রব্যাদির মাশুল ; কৃষ্ণলীলা হইতে]

৫৮১২ বিনা পয়সায় পেলে বিষও খায়।

৫৮১৩ বিনা বাতাসে গাঙ[১] নড়ে না।

[১ পা—গাছ ; পাতা]

৫৮১৪ বিনা মাহিনায় চাকরে মোড়ল।

৫৮১৫ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। বিনা মেঘে বর্ষণ।

৫৮১৬ বিনাশকালে বুদ্ধি টালে।[১]

[১ সং—বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ। 'বিনাশকালেতে হয় বিপরীত বুদ্ধি'—দাশু রায়]

৫৮১৭ বিনা সম্বলে পথ চলা।

৫৮১৮ বিনি চূণে গুয়া খায়, ঘাট এড়িয়ে অঘাটে নায়।
মাগ-মরণে শ্বশুরবাড়ী যায়, যে কান্দিয়া রাত্রি পোহায়।
হইলে ভাত করে রোষ, এ চারি জনার মইলে না দোষ॥[১]

[১ ডাকের বচন]

৫৮১৯ বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি, পুকুরের সৃষ্টি।

৫৮২০ বিন্দু বিসর্গ।[১]

[১ অনুস্বার ও বিসর্গ, অর্থাৎ কোন কিছুর অত্যল্প মাত্র। 'মতিলাল এ সকল কথার বিন্দু বিসর্গ না বুঝিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া থাকিলেন'—আলালের ঘরের দুলাল। 'কর্ত্তা বাবু যা আজ্ঞা করলেন তাতে বিন্দু বিসর্গ ভুল নাই'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৫৮২১ বিন্দে দূতী।[১]

[১ বৃন্দা রাধিকার সখী ; বিদ্রূপে গুপ্তপ্রেমের দূতী বা কুটনী। 'মল্লিকে, তুমি আমার বিন্দে দূতী, যাতে মালতী যুবতী লাভ হয় তার উপায় কর'—নবীন তপস্বিনী]

৫৮২২ বিপদ একা আসে না।[১]

[১ 'তাইতে তো বলে—বিপদ একলা আসে না'—গিরিশ ঘোষের য্যায়সা কা ত্যায়সা]

৫৮২৩ বিপদ যখন আসে, উড়ে আসে।
যখন যায়, যায় পা ঘ'সে-ঘ'সে॥

৫৮২৪ বিপদ-আপদে প্রকাশ পিরীত।[১]

[১ আলালের ঘরের দুলাল]

৫৮২৫ বিপদে প'ড়ে[১] রাম-নাম, বা বিপদে মধুসূদন।

[১ পা—বজ্রপাতে ; বিপাকে প'ড়ে]

৫৮২৬ বিপদে শিবের গোঁড়া, সম্পদে শিব ত নোড়া।

৫৮২৭ বিপাকে বাপেরও মাথা যায়।

৫৮২৮ বিপ্রনিন্দা কুলক্ষয়।

৫৮২৯ বিবাদে যদি থাকে মন, ছলের অভাব কতক্ষণ।

৫৮৩০ বিবাদের টেড়া কথা, জ্বরের মাথাব্যথা।

৫৮৩১ বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিত্তিরক্ষে।[১]

[১ নবীন তপস্বিনী]

৫৮৩২ বিবি যখন লায়েক হবে, মিঞা তখন কবর লবে।

৫৮৩৩ বিবেচনার ধন্যি, গঙ্গা ফেলে পুষ্কর্ণী[১]।

[১ পুকুর]

৫৮৩৪ বিমাতা বিষের ঘর।

৫৮৩৫ বিয়ন্ত বাঘিনী।[১]

[১ 'শাশুড়ী মাগী যেন আগুন হয়ে উঠলো, বিয়ন্ত বাঘিনীর মত গজরাতে লাগলো'—নবীন তপস্বিনী]

৫৮৩৬ বিয়াল্লিশের হাতে গৌরীদান[১], ঠাকুর মন্ত্র পড় 'বলিদান'।

[১ অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার সম্প্রদান।—নং ৫৮৫৬]

৫৮৩৭ বিয়েও হল না ধানভানাও গেল না।

৫৮৩৮ বিয়ে করা বড় মজা, যত দূর পা তত দূর শেজা[১]।

[১ শয্যা।—নং ৭০০৩]

৫৮৩৯ বিয়ে নয় উদোমেলা[১], হাঁড়িখাকী বলে এই বেলা।

[১ পাগলের বা নির্ব্বোধের মেলা। নং ৩৫১৪]

৫৮৪০ বিয়ে না হয় নাই করেছি, সঙ্গেও ত বরের গেছি।

৫৮৪১ বিয়ে ফাঁদতে[১] কড়ি, ঘর বাঁধতে[২] দড়ি।[৩]

[১ পা—করতে; ফাঁদলে। ২ পা—বাঁধলে। ৩ পা—কড়ি নেই বিয়ে ফাঁদে, দড়ি নেই ঘর বাঁধে।—নং ৬৬৭]

৫৮৪২ বিয়ে ফুরোলে অধিবাস[১]।

[১ পা—আল্‌পনা; দধিমঙ্গল]

৫৮৪৩ বিয়ে ফুরোলে ছাদ্‌নাতলায়[১] লাথি।

[১ পা—আল্‌পনায়]

৫৮৪৪ বিয়ে ফুরোলে বাজনা, কিস্তি ফুরোলে খাজনা।

৫৮৪৫ বিয়ে বলে—জুড়ে দে', ঘর বলে—ভেঙে দে'।

৫৮৪৬ বিয়ে বাকি যত দিন, লেখাপড়া তত দিন।

৫৮৪৭ বিয়ে-বাড়ীর কাম, ঘুরলে ফিরলে নাম।

৫৮৪৮ বিয়ে বিয়ে করলে মন, বিয়ে হতে কতক্ষণ।

৫৮৪৯ বিয়ের কনে বলে—হাগব।[১]

[১ নং ৫৮৫১]

৫৮৫০ বিয়ের জল পেলে, কনে ওঠে বেড়ে।[১]

[১ 'বের জল পেলে কনেরা যামন ফেঁপে ওঠে, তিনিও তেমনি ফাঁপতে লাগলেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৫৮৫১ বিয়ের ডাকও পড়ল, হাগার কথাও মনে হল।[১]

[১ নং ৫৮৪৯]

৫৮৫২ বিয়ের তিন দিন পরে থাক্‌, তিন মাস পরে ক'রো জাঁক।

৫৮৫৩ বিয়ের ফুল[১] ফোটা।[২]

[১ অর্থাৎ বিবাহের আকাশকুসুম! ২ 'এতদিনে শিব বুঝি হইল অনুকূল। ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল॥'—ভারতচন্দ্র। 'এত কালে প্রজাপতি হলো অনুকূল। ফুটিল তোদের বুঝি বিবাহের ফুল॥'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব]

৫৮৫৪ বিয়ের বাকি মাস পাঁচ ছয়, কাপড় তোলে হাত পাঁচ ছয়।

৫৮৫৫ বিয়ের সঙ্গে দেখা নেই, বেটীর গড়ায় খাড়ু ।

৫৮৫৬ বিয়ের সময় বলিদানের মন্ত্র ।[১]

[১ 'দেখেছি বেটারা বিয়ের কালে বলিদানের মন্ত্র বলে'—দাশু রায় ।—নং ৫৮৩৬]

৫৮৫৭ বিয়ে হবে কার ? না, আমার ।
পোঁদ ফাটবে কার ? না, বাবার ॥

৫৮৫৮ বিয়ে হলে ঘর চলে না ।[১]

[১ যাহা পূর্ব্বে বধূ ছাড়া চলিত, পরে বধূ ভিন্ন চলে না]

৫৮৫৯ বিরূপাক্ষের ফাটা, কালাপাহাড়ের কাটা ।

৫৮৬০ বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি ।

৫৮৬১ বিল শুকাবে যখন, বকের আমোদ তখন ।

৫৮৬২ বিলে খাওন, ঘরে এসে নাদন ।

৫৮৬৩ বিলের গরু বদরের শিন্নি ।[১]

[১ অর্থাৎ বেওয়ারিশ । 'Pir Badr is the saint invoked all over Eastern Bengal whose darga stands near Baxi's Hat in the town of Islamabad.'—J. D. Anderson.—নং ৩৮৩৬]

৫৮৬৪ বিলের মধ্যে চিলের বাসা ।

৫৮৬৫ বিশকর্ম্মার[১] বেটা বেয়াল্লিশকর্ম্মা[২] ।[৩]

[১ শ্লেষে বিশ্বকর্ম্মা । ২ পা—চামচিকে । ৩ পা—বিয়াল্লিশ-কর্ম্মার বেটা তেতাল্লিশ-কর্ম্মা ।—'শুনতে পাই গুরুজীর তু'একটি ছাত্র প্রকৃত বেয়াল্লিশকর্ম্মা হয়ে বেরিয়েচেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৫৮৬৬ বিশে পাগলা বলে—চণ্ডে পাগলা আসছে ।

৫৮৬৭ বিশ্বকর্ম্মাও ঋষি, পদীর মাও পিসী ।

৫৮৬৮ বিশ্বকর্ম্মা যত কারিগর তা জগন্নাথে দেখা গেছে ।

৫৮৬৯ বিশ্বকর্ম্মার ছুঁচ গড়া ।

৫৮৭০ বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু[১], তর্কে বহুদূর ।[২]

[১ পা—কৃষ্ণ । ২ কৃষ্ণদাস কবিরাজ]

৫৮৭১ বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।[১]

[১ হিতোপদেশ]

৫৮৭২ বিষ খেয়ে বিশ্বম্ভর[১]।

[১ পা—বিশ্বেশ্বর। 'বিশ্বম্ভর নাম ধরি, বিষ খেয়ে জীর্ণ করি' —দাশু রায়]

৫৮৭৩ বিষদাঁত ভাঙা।[১]

[১ 'শেষে বিষদাঁত ভেঙে তেজের হ্রাস করে খেলতে ছেড়ে দিলেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'তাহার এ বিষদন্ত করে উৎপাটন'—নবীন সেন। 'আজ তার বিষদাঁত ভেঙেছে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের পরপারে]

৫৮৭৪ বিষফোড়া, তুমি কেন ছোট ? আমার মুখখান একটু খোঁট।

৫৮৭৫ বিষয় করলে খই-কলা।

৫৮৭৬ বিষয় বাড়লে[১] ব্যবস্থা বাড়ে।

[১ পা—বিধবা হলে। নং ৫৭৯৬]

৫৮৭৭ বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া।[১]

[১ 'বিষহারানো ঢোঁড়ার মত অভিমানে মরি ফেটে'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'লোভেতে খেলি ধরম লজ্জা শরম, শেষে মন বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হলি'—মনোমোহন বসু]

৫৮৭৮ বিষহারা ঢোঁড়া, তার গর্জ্জন দেশ জোড়া।

৫৮৭৯ বিষে বিষক্ষয়।[১]

[১ সংস্কৃত 'বিষনাশক-বিষ' লৌকিক ন্যায়। 'বিষস্য বিষমৌষধম্'। —'ওলো ধনি, রবে না ব্যাধি বিষস্য বিষমৌষধি, বিষে বিষে অমৃত গুণ ধরে'—দাশু রায়। 'বিষে বিষক্ষয় হয় তা জান ?' —গিরিশ ঘোষের মনের মতন। 'শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বা বিষ দিয়েই বিষের চিকিৎসা করতে হবে'—শরৎচন্দ্রের ষোড়শী]

৫৮৮০ বিষের আবার চার সের।

৫৮৮১ বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই[১], কুলোপানা চক্কর।[২]

[১ পা—একরত্তি (বা ছ'রত্তি) বিষ নেই ; নির্ব্বিষ সাপের। ২ 'একরত্তি বিষ নাই তার কুলোপানা চক্র'—দাশু রায়। 'আজ কাল সহরের দলপতি দলের অনেকেই কুলোপানা চক্করের দলে পড়েছেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'একরত্তি বিষ

নাইক, কুলোপানা চক্র'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কোর, কথায় কথায় তেজ'—জামাই বারিক]

৫৮৮২ বিষ্ঠাকীট।[১]

[১ 'হাঁ ও বিষ্ঠাকীট হবে, আর তুমি ক্ষীরের হাঁড়ির মাছি হবে' —অমৃত বসুর কালাপানি]

৫৮৮৩ বিসমিল্লায় গলদ।[১]

[১ কার্য্যারম্ভে আল্লার নাম স্মরণে, অর্থাৎ সূত্রপাতেই ভুল।—Indian Culture, xiii, 1946, p. 64 ; আর্য্যাবর্ত্ত, ১৩১৯, পৃঃ ১১৩ দ্রষ্টব্য।—নং ২৬১৬]

বিস্তর দেখেছি চুরি করতে ইত্যাদি, নং ৩৭৩৩ দ্রষ্টব্য।

৫৮৮৪ বিস্তর বাড়ে পতন।[১]

[১ নং ৪২, ৫৪২৪]

৫৮৮৫ বিহানী লৌকিক[১] যে জন ছাড়ে, শনি ঠাকুর ঘুরায় তারে।[২]

[১ প্রাতঃকালে আহারাদির অনুরোধ। ২ নং ৬৩৫৮]

৫৮৮৬ বিহানে বাদল বাদল নয়[১], মায়ে ঝিয়ে কোঁদল কোঁদল নয়।

[১ নং ৬৩৫৬, ৮২৬৩]

৫৮৮৭ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

৫৮৮৮ বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না।[১]

[১ 'বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না, কি আছে ললাটে'—গোপাল উড়ে। 'এতদিন বলবার জন্য আমার বুক ফেটে যেত বাবু, কিছুতেই মুখ ফুটোতে পারতাম না'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন]

৫৮৮৯ বুকে খেয়ে মুখে মারে।[১]

[১ অর্থাৎ সন্তান স্তন্যপান করিয়া বড় হইয়া মাকেই বাক্যবিদ্ধ করে]

৫৮৯০ বুকে ঢেঁকির পাড় পড়া।[১]

[১ 'জ্ঞাতিবর্গের বুকে ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

৫৮৯১ বুকে ব'সে দাড়ি ওপড়ান।[১]

[১ 'দেখে লাগে দেকদারি, বুকে বসে উপাড়ে দাড়ি'—দাশু রায়। 'তা করবো কেন? বুকে বসে দাড়ি ছিঁড়ব'—

নবনাটক। 'তোমাদের বুকে বসে দাড়ি তুলছিলেম'—কমলে কামিনী। 'যার খাও তার বুকে বসে দাড়ি ওপড়াও'—গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী]

৫৮৯২ বুকে ব'সে ভাত রাঁধা।[১] বুকে ভাতের হাঁড়ি চড়ান।[২] বুকে উনান পাতা।[৩]

[১ 'এমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'তোমার করেচি কি? তোমার বুকে বসে ভাত রেঁধেচি, না, তোমার পিণ্ডি চটকিচি'—জামাই বারিক। ২ 'আমার বুকে হাঁড়ি চড়াবেন'—অমৃত বসুর তরুবালা। ৩ 'রঞ্জার বেটার বুকে পাতিব উনান'—মাণিক গাঙ্গুলি]

৫৮৯৩ বুকে সাহস নেই, মুখে সাহস।

৫৮৯৪ বুঝতে নারি বিধির ছন্দ, ভাল করতে হল মন্দ।

৫৮৯৫ বুঝতে নারি সেকরার ঠার, বলে এক করে আর।

৫৮৯৬ বুঝ নর যে জান সন্ধান।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৫৮৯৭ বুঝলাম তোমার গিন্নীপনা, তেল থাকে ত নুন থাকে না।

৫৮৯৮ বুঝি হতভাগার দেশে যম গিয়েছে বানে ভেসে।

৫৮৯৯ বুঝে কথা বল, দেখে পথ চল।

৫৯০০ বুড়াকালে যার মরে মাগ, সে শালা গাঁ মেগে খাক্।

৫৯০১ বুড়া গরু চোরা ধান, যে বেচে সে সেয়ান।

৫৯০২ বুড়া গরু, বস্ত্র পুরাণ, চোরা গাই, গান্ধিচুষা[১] ধান। সেই সেয়ান যে বেচতে না করে আন্[২]॥[৩]

[১ গান্ধি=ক্ষেত্রের অনিষ্টকারী পোকাবিশেষ। ২ পা—যে বেচে সেই সেয়ান, ইহা বেচিতে না পুছিব আন্। ৩ ডাকের বচন]

৫৯০৩ বুড়াবয়সে চূড়াকরণ।

৫৯০৪ বুড়া হলি তবু গেল না ঠাট, রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৫৯০৫ বুড়িতে চতুর, কাহনে কানা।[১]

[১ 'তাহার কেবল মোক্তারি বুদ্ধি ছিল—বুড়িতে চতুর কিন্তু কাহনে কানা'—আলালের ঘরের দুলাল। 'কড়ায় কড়া কাহনে কানা'—রবীন্দ্রনাথ]

৫৯০৬ বুড়ী কাছে গেলেই পাঁচিল পড়ে।

৫৯০৭ বুড়ী ছোঁয়া।[১]

[১ চোর-চোর খেলায় একজন বুড়ী সাজে; চোর ছুঁইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ছুঁইলে আর চোর হইতে হয় না]

৫৯০৮ বুড়ী দিদিকে আবার শেখায় কি।

৫৯০৯ বুড়ী মরে কি চামড়াই ছেঁড়ে।

৫৯১০ বুড়ীর আগ দুয়ারেও ভয়, বুড়ীর পাছ দুয়ারেও ভয়।
সকল কথা থুয়ে বুড়ী কামের হিসাব লয়॥

৫৯১১ বুড়ো গরু, বিয়ানও শেষ।

৫৯১২ বুড়ো গরু ভাবে—সে কখনো বাছুর ছিল না।

৫৯১৩ বুড়ো দাদাকে গায়ত্রী শেখানো।

৫৯১৪ বুড়ো দিয়ে জরা শোধ।

৫৯১৫ বুড়ো নয়[১] রসের গুঁড়ো।

[১ পা—অবাক বুড়ো। 'বুড়া ত রসের গুঁড়া'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। —নং ১১৭৪]

৫৯১৬ বুড়ো বয়সে দুধতোলানি।

৫৯১৭ বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ, বা ধেড়ে কাচ[১]।

[১ ছল বা বাতিক। 'তবু তারে দেখে—বুড়ো বয়সে ধেড়ে কাচ—সেকেন্দারি গজের দেড় গজ ঘোমটা দাও'—লীলাবতী। 'বুড়ো কালে ধেড়ে রোগ কখনো কি সাজে'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'কেন আর বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। 'তা নইলে বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ কেন ধরবে'—নবনাটক]

৫৯১৮ বুড়ো বয়সে নবীন নারী, জ্বর বিকারে বিলের বারি।
আধমরা তার নয়নবাণে, দেখতে পায় না চোখে কানে॥[১]

[১ কমলে কামিনী]

৫৯১৯ বুড়ো বয়সে পেট কেন ? যার খাই সে ছাড়বে কেন ?

[১ নবীন তপস্বিনীতে কেবল দ্বিতীয়ার্দ্ধ উদ্ধৃত]

৫৯২০ বুড়ো বয়সে বিয়ে, পুরাণ কাপড় সিয়ে[১] ।

[১ সেলাই ক'রে]

৫৯২১ বুড়ো বাঁদরও গাছ বায়।

৫৯২২ বুড়ো বাঁদরকে নাচ শেখানো ।[১]

[১ 'তোমার আর বুড়ো বাঁদরকে নাচ শেখাতে হবে না'—লীলাবতী]

৫৯২৩ বুড়ো, বাপের খুড়ো ।

৫৯২৪ বুড়ো ময়না[১] ।

[১ ময়না পাখীর মত বাচাল। অথবা, 'মদনা' কামুকী বা কুটনী। অথবা, ময়নামতীর মত খল ও ডাইনী]

বুড়ো মেরে খুনের দায়, নং ৬৩৭৫ দ্রষ্টব্য ।

বুড়োয় বুড়োয় কথা ইত্যাদি, নং ৪৮১৬ দ্রষ্টব্য ।

৫৯২৫ বুড়োর আবার মরবার ভয় ।

৫৯২৬ বুড়োর নেই কাজ, ভাঙে আর বাঁধে ।

বুড়ীর নেই কাজ, ফেলে আর বাছে ॥

৫৯২৭ বুড়োর মাথায় শালিক নাচে, আর কি বুড়োর বয়স আছে ।

৫৯২৮ বুড়ো শালিককে রাম-নাম শেখানো ।

৫৯২৯ বুড়ো শালিক পোষ মানে না ।

৫৯৩০ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ।[১]

[১ 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া উপড়ান' = দুষ্ট বৃদ্ধকে শিক্ষা দেওয়া। মধুসূদন দত্তের একটি প্রসিদ্ধ প্রহসনের এইরূপ নাম]

৫৯৩১ বুড়ো হলে বক চেনে না ।

৫৯৩২ বুড়ো হলে বাহাত্তুরে পায়, বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে যায় ।[১]

[১ বাহাত্তর বৎসরের বার্দ্ধক্যে বুদ্ধিনাশ । 'ওরে ভীম্ম বাহাত্তুরে কত ধিক বা দিব তোরে'—দাশু রায়। 'বুড়ো হলে বাহাত্তুরে

হয়' ; পুনশ্চ, 'বুড়ো হয়ে বাহাত্তুরে হয়েচেন, রাতদিন বিয়ে বিয়ে ক'রে মরচেন'—বিয়েপাগলা বুড়ো]

৫৯৩৩ বুড়ো হলে ভীমরতি[১] হয়।

[১ অতিশয় বার্দ্ধক্যবশতঃ বুদ্ধিভ্রংশ। ৭৭ বৎসর ৭ মাস ৭ রাত্রি পূর্ণ হইলে নাকি ভীমরতি দশা হয়! 'বুড়ো হলে ভীমরতি হয়'—গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল। 'বুড়োর ভীমরতি হয়েছে কি না'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহ]

৫৯৩৪ বুড়ো হাগে মরতে, ছেলে হাগে তরতে।[১]

[১ নং ১৬৬]

৫৯৩৫ বুড়ো হাড়[১] ওষুধে লাগে।

[১ পা—শেখের বা মোল্লার দাড়ি। নং ৭৯৯৫]

৫৯৩৬ বুদ্ধিগুণে হা ভাত, বুদ্ধিগুণে খা' ভাত।

৫৯৩৭ বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।[১]

[১ 'কৌশলে বাচস্পতি দাদা বৃহস্পতি'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৫৯৩৮ বুদ্ধিতে সকল ঘটে, কপালের সঙ্গে কেহ না আঁটে।

৫৯৩৯ বুদ্ধিতে সেরা বৃহস্পতি, যুদ্ধে সেরা কর্ণ।
জাতির সেরা ব্রাহ্মণ, ধাতুর সেরা স্বর্ণ॥

৫৯৪০ বুদ্ধি থাকতে মাগের পাতে ভাত খায়।

৫৯৪১ বুদ্ধিমান ইঁদুরের বেরাল দেখে দৌড়।

৫৯৪২ বুদ্ধি নেই জাফর আলি, জোয়ারের সময় বাঁধে আলি[১]।

[১ ক্ষেতের আইল]

৫৯৪৩ বুদ্ধিমানকে বুঝান যায় আকারে প্রকারে।
নির্ব্বোধকে বুঝাতে হয় চড়ে আর চাপড়ে॥

৫৯৪৪ বুদ্ধি নেই, বেটার বিয়া পান কিনতে গেছে কুতুবদিয়া[১]।

[১ চট্টগ্রাম অঞ্চলে; পানের জন্য নয়, শুঁটকি মাছের জন্য প্রসিদ্ধ]

৫৯৪৫ বুদ্ধি যার, বল তার।[১]

[১ সং—বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য অবোধস্য কুতো বলম্—হিতোপদেশ]

৫৯৪৬ বুদ্ধির ঢেঁকি।[১]

[১ 'বুদ্ধির ঢেঁকি, গুণবানের জেঠা!'—আলালের ঘরের দুলাল। 'হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি' —রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্য]

৫৯৪৭ বুদ্ধির দোষে পাই কষ্ট, কাঁকড়া খেয়ে রবিবার নষ্ট।[১]

[১ নং ৩০০৮, ৬৫৮৬]

বুদ্ধি না থাকলে বাপের পুকুরে ইত্যাদি, নং ৮২৭৫ দ্রষ্টব্য।

৫৯৪৮ বুদ্ধিশুদ্ধি নেই শুধু বড় বড় হাঁ।
জলের কাছে নিয়ে গিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খা' ॥[১]

[১ শেয়ালের ঝোলান লেজে ধৃত গর্ত্তের কাঁকড়ার চতুর উক্তি]

৫৯৪৯ বুধে সাত পুতে নেঙটা।[১]

[১ বুধবারে নূতন কাপড় পরিতে নাই]

৫৯৫০ বুনলাম ধান, তুললাম তিল[১], ফললো রুদ্রাক্ষ[২], খেলাম কিল[৩]।

[১ পা—হলো তিল। ২ প্রসিদ্ধ গাছ, elaeocarpur ganitras। পা—ফললো গুয়া। ৩ অর্থাৎ খাজনার দায়ে]

৫৯৫১ বুনি মরেছে কুনিকে[১] বল, ক্ষেতি[২] কেঁদে আকুল হল।

[১ বুনি কুনি = পক্ষিবিশেষ। ২ ক্ষেত]

৫৯৫২ বুলবুলি লো সই প্রাণের কথা কই।
আজ খেলে আমার বাড়ী, কাল খাবে কোই[১] ॥

[১ কোথা]

৫৯৫৩ বুলবুলের সাধ্য নেই বটফল গেলা।

৫৯৫৪ বৃত্তি-বাইরে করে ব্যয়, তার লক্ষ্মী ক'দিন রয়।[১]

[১ 'নিত্যি অপকীর্ত্তি তোদের বৃত্তি-বাইরে কর্ম্ম'—দাশু রায়]

বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী, নং ৫৫০, ৫৭৩২, ৬৫৭৮ দ্রষ্টব্য।

৫৯৫৫ বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।[১]

[১ 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা করে তাঁরও নাম বেরয়েছে, ছাত্রদেরও নাম বেরয়েছে'—কমলে কামিনী]

৫৯৫৬ বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্।[১]

[১ বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্ আপৎকালে হ্যপস্থিতে। সর্ব্বত্রৈবং বিচারেণ আহারে ন চ মৈথুনে॥—'করিতে হইলে এই কার্য্য বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য'—দাশু রায়]

৫৯৫৭ বৃদ্ধা নারী পতিব্রতা।

৫৯৫৮ বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।[১]

[১ 'তিনি কি আমায় ছেড়ে কোন স্থানে যেতে পারেন? বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহ]

৫৯৫৯ বৃন্দাবনে আছেন হরি, ইচ্ছা হলে রইতে নারি।[১]

[১ নীলদর্পণে উদ্ধৃত]

৫৯৬০ বৃষকাঠ।[১]

[১ বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের কাষ্ঠের প্রতীক মূর্ত্তি। ব্যঙ্গে, বৃদ্ধ অপদার্থ। 'ঐ বালিকাকে একটা বৃষকাঠের গলায় ঝুলিয়ে দেবেন সংকল্প করেছেন'—অমৃত বসুর নবযৌবন। 'এ ঘুণধরা বৃষকাঠ, বিদেয় দাও না বাবা'—গিরিশ ঘোষের বলিদান]

৫৯৬১ বৃষ্টির জলও লুকায়, চোখের জলও শুকায়।[১]

[১ নং ৫০৫৯]

৫৯৬২ বৃষ্টির ভয়ে জলে ঝাঁপ দেওয়া।

৫৯৬৩ বৃহন্নলা রথী যার, পরাজয় কোথা তার।[১]

[১ সং—বৃহন্নলা রথী যস্য কুতস্তস্য পরাভবঃ]

৫৯৬৪ বে-আক্কেলে কয়—সংসার আমার।[১]

[১ নং ৬০৫১]

৫৯৬৫ বেইমানের আবার বেড়া[১]।

[১ আড়াল বা প্রতিবন্ধক]

৫৯৬৬ বেকারের চেয়ে বেগার[১] ভাল।

[১ বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক কাজ। পা—বেগার খাটবে ত বেকার থাকবে না। নং ৫৫১৮]

৫৯৬৭ বেগম চেনে না বেগুন।[১]

[১ নং ৪৬৬২, ৫১৫৭]

৫৯৬৮ বেগার ঠেলা কাজ।[১]

[১ 'কাজ করা নয় বেগার ঠেলা'—গোপাল উড়ে]

৫৯৬৯ বেগার দিয়ে ছুঁচিও না,। পোঁদের গু যাবে না।

৫৯৭০ বেগারের দৌলতে[১] গঙ্গাস্নান[২]।[৩]

[১ পা—পুণ্যে। ২ পা—সোনার গাঁ দেখা। ৩ 'বেগারের পুণ্যে গঙ্গা নাওয়া মনে নয় সম্মত'—দাশু রায়। 'বেগারের পুণ্যে কাশীদর্শন'—মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী। 'শেষে বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান'—বিষবৃক্ষ। নং ২৬৬৮, ৭৬৯১, ৮২৪৪]

৫৯৭১ বেগুনক্ষেত ঘুচে মূলোক্ষেত হবে।[১]

[১ মূলার চাষ বৎসরে একবার, বেগুনের বারমাস। 'মতিলালের মত ছেলেদিগকে হাতছাড়া করা ভাল নয়, ইহারা বড় হইয়া উঠিলে আমার বেগুনের ক্ষেত হইবে'; পুনশ্চ, 'প্রজা জমিদারের বেগুনক্ষেত··নীলকরের প্রকৃত মূলার ক্ষেত'—আলালের ঘরের দুলাল। নং ১১৬০, ৫৩০০, ৬৮৮৯]

৫৯৭২ বেগুন গাছে আঁকশি।[১]

[১ নং ১৩২২]

৫৯৭৩ বেগুন তোর পোঁদ কেন খাড়া, না, মোর বংশাবলীর ধারা।

৫৯৭৪ বেঙ দেখে পুকুর কেটেছে মুতে ভাসাবার তরে।

৫৯৭৫ বেঙ বলে সাপকে—কারো কড়ি ধারি না।[১]

[১ গল্পের সাপে ধরিয়া গিলিলেও শেষ পর্য্যন্ত বেঙের আস্ফালন]

৫৯৭৬ বেঙ মারতে সোনার কাঁড়[১]।

[১ কাণ্ড, বাণ]

৫৯৭৭ বেঙও চায় ঠেঙ মেলতে, কুঁজোও চায় চিৎ হয়ে শুতে।[১]

[১ নং ১৯১৩]

৫৯৭৮ বেঙাচির লেজ খসা।[১]

[১ 'ব্যাঙাচির লেজ খসে গেলে ব্যাঙ হয়'—অমৃত বসুর সাবাস আটাশ]

৫৯৭৯ বেঙের আড়াই হাত।

৫৯৮০ বেঙের আধুলি।[১]

[১ গল্পের বেঙের মত সামান্য ধনেও অহঙ্কার]

৫৯৮১ বেঙের আবার সর্দ্দি।[১]

[১ 'ব্যাঙ্গের আবার সর্দ্দি—দেওয়ানজি মশাই থাপা হবেন না' —নীলদর্পণ]

৫৯৮২ বেঙের আশা পাহাড় ডিঙোয়।

৫৯৮৩ বেঙের নাকে মিনের নোলক।

৫৯৮৪ বেঙের মাথায় সোনার ছাতি শোভা নাহি পায়।
হলুদ খেলে রাঙা ছেলে কখনো না হয়॥

৫৯৮৫ বেঙের লাথি বা চাট মারা। বেঙের লাফ।

৫৯৮৬ বেঙের ছাতা।[১]

[১ বর্ষার উদ্ভিদ বিশেষ। অর্থাৎ যাহার চারিদিকে হঠাৎ আবির্ভাব ও শীঘ্রই বিনাশ হয়]

বেঁচে থাক্ মোর চূড়ো বাঁশী ইত্যাদি, নং ৩৯৩৭ দ্রষ্টব্য।

৫৯৮৭ বেজ[১], বানিয়া, বোড়া, তিন নষ্টের গোড়া।

৫৯৮৮ বেঁজির গর্ত্তে সাপের বাসা।[১]

[১ 'মরে প্রজা মরে চাষা, বেঁজির গর্ত্তে সাপের বাসা'— ঈশ্বর গুপ্ত]

৫৯৮৯ বেটা বড় বুদ্ধিমান, এক পিঁড়াতে[১] পাঁচ মোকাম।

[১ গৃহদ্বারের সম্মুখস্থ ভিত্তি বা রোয়াক]

৫৯৯০ বেটা বিয়লাম বৌকে দিলাম, ঝি বিয়লাম জামাইকে দিলাম।
আপনি হলাম বাঁদী, পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদি॥

৫৯৯১ বেটার পোঁদে নেই টেনা।
হাটে গিয়ে আছে তবু গুড়ুক তামাক কেনা॥

৫৯৯২ বেটার বর মাগতে গিয়ে ভাতার খেয়ে আসা।

৫৯৯৩ বেটার ভেক[১] ত নয়, ভাঙলে দু'খানা বোকনা হয়।

[১ ভেকধারী বৈষ্ণবের ভিক্ষাপাত্র অর্থে]

৫৯৯৪ বেটার কি মূর্ত্তি, শেওড়া গাছের চক্রবর্ত্তী।

৫৯৯৫ বেটাকে মারি বেটীর রাগ।[১]

[১ নং ৬৭৯২]

৫৯৯৬ বেটীবেচা কড়ি, ঘটোৎসর্গের হাঁড়ি।

৫৯৯৭ বেটী যেন সজনে খাড়া, রোদ লেগেছে ছায়ায় দাঁড়া।

বেঁটে লোক হেঁট হয় না, নং ৬৩৩২ দ্রষ্টব্য।

৫৯৯৮ বেটো ঘোড়া কাল চানা[১] খায়, এক চাবুকে বিশক্রোশ ধায়।

[১ পা—কাল চুনো ('অর্থাৎ খড়, ঘর উছান পুরাতন খড়'—লঙ সাহেবের টিপ্পনী)]

৫৯৯৯ বেড়া আগুনে পড়া।

[১ 'বাবুরাম বাবুর পরিবার বেড়া আগুনে পড়িয়াছে, দেখিতেছি ত্বরায় নিকেশ হইবে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'বেড়া আগুন পালাবার যো নাই, লঙ্কা ছারখার, সীতা উদ্ধার' —জামাই বারিক।—নং ৮৩০৪]

৬০০০ বেড়াও যদি ভোরের বেলা, থাকবে না আর রোগের জ্বালা।

৬০০১ বেড়া নীচু দেখলেই লোকে ডিঙিয়ে যায়।

৬০০২ বেড়া নেড়ে গেরস্থের মন বোঝা।[১]

[১ 'বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা'—ভারতচন্দ্র]

৬০০৩ বেড়ার ক্ষেত খাওন।[১]

[১ অর্থাৎ বেড়া ক্রমশঃ আগাইয়া ক্ষেত দখল করে। পা—ক্ষেতে দিলাম বেড়া, বেড়া খেল ক্ষেত]

৬০০৪ বেঁড়েকে চমরা করা।[১]

[১ অর্থাৎ 'ছোটকে বড় করা' (রাধাকান্ত দেব, বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ)। 'ক'রে বেঁড়ে চমরা মান বাড়ালাম'—দাশু রায়]

৬০০৫ বেঁড়েকে চমরা বলা, অমনি তার লেজ ফোলা।

৬০০৬ বেঁড়ে গরুর ওকড়া বনে[১] ভয়।

[১ ক্ষুদ্রাকার গুল্মের ঝাড়]

৬০০৭ বেঁড়ে গরুর লেজ ধ'রে[১] বৈতরণী পার।[২]

[১ পা—গরুর লেজ ধ'রে ('বেঁড়ে' শব্দ বাদ)। 'গাভীর লাঙ্গুল ধরি বৈতরণী হইল পার'—গোবিন্দচন্দ্র গীত]

৬০০৮ বেতালে[১] আর মাতালে, সিংহে আর শৃগালে।

[১ দৈবশক্তিসম্পন্ন পিশাচ। নং ৬০৯৩]

৬০০৯ বেতালের[১] ওপর মারে তাল, ভাদ্র মাসের যেন[২] তাল।[৩]

[১ তালহীন গান বা বাজনার। ২ পা—যেন ভাদ্রমেসে। ৩ দাশু রায় ('ওপর' স্থলে 'পৃষ্ঠে' পাঠ)]

৬০১০ বেদ বিধি ছাড়া, যা' বৈরেগী-পাড়া।

৬০১১ বে-দানা[১] দোস্তের চেয়ে দানা[২] দুশমন ভাল।[৩]

[১ অর্থাৎ 'নাদান' নির্ব্বুদ্ধি। ২ বুদ্ধিমান। ৩ নং ৪০৮১]

৬০১২ বেদিল নওকর[১] দুশমন বরাবর।

[১ যে চাকরের দুষ্ট মন। পা—বেদীন (=বিধর্ম্মী) নওকর]

৬০১৩ বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি[১]।[২]

[১ পা—হাই। 'সাপের হাই যে বেদেয় চেনে অন্য লোকে জানবে কেনে'—গোপাল উড়ে। 'বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি, বাছা একি দাইয়ের কাছে কোঁক ছাপি'—নববিবিবিলাস। 'তবে কি জানেন—সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে'—গিরিশ ঘোষের পাঁচ কনে]

৬০১৪ বেদের ছেলের নলের আগায় ভাত।

৬০১৫ বেদের ঝুলিতে সাপও কেঁচো হয়।[১]

[১ 'তথা গেলে হইবি যেহ্ন বাদিআর সাপ'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]

বেদের টোল, নং ৫৪৬ দ্রষ্টব্য।

৬০১৬ বেদের মরণ সাপের হাতে।[১]

[১ নং ৮৩৬৪]

৬০১৭ বেঁধে[১] মারে সয় ভাল[২]।[৩]

[১ পা—ধ'রে ; পেড়ে। ২ পা—বড়। ৩ 'সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাজে কাজেই কত্তে হবে'—নীলদর্পণ]

বেনাবনে মুক্তা ছড়ান, নং ৮৪৪ দ্রষ্টব্য।

৬০১৮ বেনের কাছে ধনে চুরি।[১]

[১ নং ১৭১৬, ৮৪৩৫]

৬০১৯ বেনের দোকানে মেকি চালানো।[১]

[১ নং ১৭১৫]

৬০২০ বেনো জল ঢুকিয়ে ঘরো জল বের করা।[১]

[১ 'বেনো জল ঘরে পুরিলাম ঘরো জল দিবার তরে'—দাশু রায়]

৬০২১ বেপারে[১] অপার কষ্ট।

[১ ব্যবসা বাণিজ্য]

৬০২২ বেবাক কর্ম্ম হল পণ্ড, লাভের মধ্যে মিছে দণ্ড।

৬০২৩ বেয়াই, তোর খরচ আর মোর খরচ, আর সব খায় আর চায়।

৬০২৪ বেয়াই যত খান ঘি, মুখ দেখেই চিনেছি।[১]

[১ নং ১৪৩৩]

৬০২৫ বেয়াইয়ের[১] কিবা ভাও[২], মুখে কয় রও রও পায়ে ঠেলে নাও।[৩]

[১ পা—কুটুমের। ২ ভাব। ৩ নং ৭১০৪]

৬০২৬ বেয়াইয়ের পুতে সাত পুত।[১]

[১ পা—বেয়ানের পো নিয়ে তিন পো]

বেরাল কত শিকারী ইত্যাদি, নং ২৬২৬ দ্রষ্টব্য।

৬০২৭ বেরাল দুধ না খেয়ে ব'সে থাকে না।

৬০২৮ বেরাল যখন দুধ খায় বুজিয়ে দুই চোখ।
ভাবে তখন চোখ বুজিয়ে আছে সব লোক॥

৬০২৯ বেরালের খস্‌খসানি ঝেঁতলার ওপর।

৬০৩০ বেরালের ঝগড়া।

৬০৩১ বেরালের দুধ-প্রহরী[১]।[২]

[১ পা—মাছপাহারা। ২ নীতিকাব্যামৃতে উদ্ধৃত ভারদ্বাজ-বাক্যে যথা—'মার্জ্জারেষ্বির বিশ্বাসো যথা নো দুগ্ধরক্ষণে'।—নং ৫৫৪৮]

৬০৩২ বেরালের পায়ে পড়লে কি গলার কাঁটা উলে[১]।[২]

[১ নামিয়া যায়। ২ নং ২৪১৭]

৬০৩৩ বেরালের পিঠে হাত বুলালে লেজ মোটা হয়।[১]

[১ নং ৫১০৮]

৬০৩৪ বেরালের ভরসা শিকের ঘোল।

৬০৩৫ বেরালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া।

৬০৩৬ বেরালের মত ধাঁচা[১] বাঘের মত লাফ।

[১ অবয়ব, আদল বা রীতি]

৬০৩৭ বেরালের মার আড়াই পা।[১]

[১ তারপর সব ভুলিয়া যায়।—নং ১৯০৪]

৬০৩৮ বেরালের মারণ প্রথম রাত্রেই[১]।

[১ প্রথম রাত্রিতে মারিলে নাকি বেরাল আর আসে না! অথবা 'মারণ' মৈথুন অর্থে]

৬০৩৯ বেরালের রাগ খাবার ওপর।

৬০৪০ বেরিয়ে এলাম, বেশ্যা হলাম, কুল করলাম ক্ষয়।
এখন কি না ভাতার শালা ধমকে কথা কয়॥[১]

[১ সধবার একাদশীতে উদ্ধৃত]

৬০৪১ বেল পাকলে কাকের কি[১], ঠোকরালে আর পাবে কি।

[১ 'দেখিল পাকিল বেল গাছের উপর। আরতিল কাক তাক ভখিতে না পারে॥'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। 'বেল পাকিলে কাকের কিবা সুখ'—দাশু রায়। 'তিনি ভাল জানেন বেল পাকলে কাকের কি' —আলালের ঘরের দুলাল]

বেল্লিকের নিমন্ত্রণ আঁচালেই সিদ্ধি, নং ৬৬ দ্রষ্টব্য।

৬০৪২ বেশভূষা কর মিছে, শ্যাম তোমার মথুরা গেছে।

৬০৪৩ বেশভূষা কেন করিস রাই, আসবে না আর তোর কানাই।

৬০৪৪ বেশি কথা কয় যে, কাজে কম হয় সে।

৬০৪৫ বেশি খেলে মধুও বিষ।

৬০৪৬ বেশি তা' দিলে আণ্ডায় ঘোলা পড়ে।

৬০৪৭ বেশি লোকের কাজ কম।

৬০৪৮ বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশন।

৬০৪৯ বেশ্যার দুয়ারে টঙ্কা টঙ্কা, গুরুর বেলায় নবডঙ্কা।

৬০৫০ বেশ্যা হইয়া লাজাউলী, মুখ পোড়াই তার আগুন জ্বালি।[১]

[১ ডাকের বচন]

'বেহাই শব্দের জন্য 'বেয়াই' দ্রষ্টব্য।

৬০৫১ বেহায়া কয়—রাজ্যই আমার।[১]

[১ নং ৫৯৬৪]

৬০৫২ বেহায়া-ক্ষণে জন্ম নিয়ে, লাজ খেয়েছি ভাতে দিয়ে।

৬০৫৩ বেহায়া বেরসিক বাঁকা, তিন নিয়ে ঢাকা।

৬০৫৪ বেহায়ার নাহি লাজ নাহি অপমান।
সুজনকে এক কথা মরণ সমান[১] ॥

[১ পা—শত লাথি খাইলেও নাহি দেয় কান]

৬০৫৫ বেহায়ার বালাই দূর, কাটা কানে ঝিঞে ফুল।

৬০৫৬ বেহায়ার বালাই নেই।

৬০৫৭ বেহায়ার হায়া নাস্তি, নাক কেটে করা শাস্তি।

৬০৫৮ বেহারের বামুনগুলা বেড়ায় যেন হস্তী।
ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক আর তর্পণ নাস্তি।
ভোজনান্তে শতরঞ্জে দেয় তারা কিস্তি।
লাঙলের মুট ধরতে সবাই দেয় স্বস্তি ॥

৬০৫৯ বৈতরণী পার করা।[১]

[১ জগদম্বাকে বিয়ে করে এনেচি, একেবারে বৈতরণী পার করতে পারব না'—নবীন তপস্বিনী]

৬০৬০ বৈত্যনাথের[১] মাথাব্যথা।[২]

[১ বৈত্যনাথ শিবলিঙ্গের মাথা নাকি ফাটা। 'এ যে বৈত্যনাথের শিরঃপীড়া শুদ্ধ বৈত্য কোথা পাই'—দাশু রায়]

৬০৬১ বৈত্যনাথের যাঁড়।[১]

[১ নং ২৬০৮]

৬০৬২ বৈত্য বড় বোকা।
যাবার বেলায় জন পাঁচ ছয়, আসবার বেলা একা ॥

৬০৬৩ বৈত্য বারেন্দ্র বোড়া, তিন নষ্টের গোড়া।

৬০৬৪ বৈত্য হল সৃষ্টিছাড়া[১], হাতুড়ের যশ বাড়া।

[১ অর্থাৎ অপদার্থ। পা—পদ্ধতি ছাড়া]

৬০৬৫ বৈদ্যে পাঁচন খায় না।

৬০৬৬ বৈদ্যের চালে পথ্য নাই।

৬০৬৭ বৈদ্যের বড়ি, ছুঁলেই কড়ি।

৬০৬৮ বৈদ্যের হাতে মরাও ভাল।

৬০৬৯ বৈরাগীর একপোয়া বুদ্ধি, তাও টুকনির[১] মধ্যে।

[১ ছোট ভিক্ষাপাত্র]

৬০৭০ বৈরাগীর রাগটুকুও আছে, ভাগটুকুও আছে।

৬০৭১ বোকড়া[১] মারে বোকড়া খায়, বোকড়ার কড়ি বোকড়ায় যায়।

[১ বুকড়ী, মোটা বা আছাঁটা চাল]

৬০৭২ বোঁচকা আগল, সেয়ানা পাগল।

৬০৭৩ বোঁচা মুখে দাড়ি, বেড়ান বাড়ী-বাড়ী।

৬০৭৪ বোঁচার গায়ে খোঁচা।

৬০৭৫ বোঁচার বেটা ছোঁচা।

৬০৭৬ বোঝার ওপর শাকের আঁটি।

৬০৭৭ বোঝেনি যে আছে ভাল, আধ-বোঝেনির প্রাণটা গেল।

[১ নং ৪৬০৭]

৬০৭৮ বোড়ে টেপা।[১] বোড়ের চাল। বোড়ের চালে কিস্তিমাৎ।

[১ দাবা খেলা হইতে। 'সাত চাল চেলে তবে বোড়ে টিপেছি' —গিরিশ ঘোষের বলিদান]

৬০৭৯ বোবার কানের কাছে গান গাওয়া।

৬০৮০ বোবার শত্রু নেই।[১]

[১ সং—মৌনিনঃ কলহো নাস্তি।—'খুলে খেলে কথা বলা বড় দায়—বোবার শত্রু নেই'—আলালের ঘরের দুলাল। 'বোবার শত্রু নাই কেহ'—দাশু রায়]

বোবার স্বপ্ন দেখা, নং ১৬৮৭ দ্রষ্টব্য।

৬০৮১ বোবা হলেই কালা হয়।[১]

[১ অর্থাৎ যে মুখে বেশি পরের কথা বলে না, সে কানেও তাহা কম শোনে।—নং ১৭০০]

বোল্‌তার চাকে খোঁচা দেওয়া, নং ৬৩০৬ দ্রষ্টব্য।

৬০৮২ বোলদের[১] বাই[২], ডান হাত দিলে বাঁ হাত পাই[৩]।
[১ যাহারা বলদের উপর মাল চাপাইয়া ব্যবসা করে। ২ দুই হাতের চুড়ির মেল; বাই মিলাইয়া চুড়ি পরা; যথা—'সুসার না হয় শঙ্খ দুটি বাই বিনে'—রামেশ্বরের শিবায়ন। ৩ নং ৬১২৯]

৬০৮৩ বোষ্টম হবার বড় সাধ,
তৃণাদপি[১] শুনে-শুনে লেগে গেছে বাদ।[২]
[১ 'তৃণাদপি সুনীচেন' ইত্যাদি চৈতন্যের উপদেশ। ২ পা—বৈষ্ণব হইতে মনে বড় ছিল সাধ। তৃণাদপি শোলোকেতে পড়ে গেল বাদ।—নং ৮৩২২]

৬০৮৪ বোষ্টমী লো ঢঙ ঢঙ, পাঁঠা[১] খেতে বড় রঙ।
[১ পা—কাছিম; কাউটা]

৬০৮৫ ব্যথার ব্যথী, সাথের সাথী।

৬০৮৬ ব্যবসা করতে গেল সব দরিয়ার কূল।
কেউ করলে দুনো লাভ, কেউ হারালে মূল॥[১]
[১ সংক্ষিপ্ত আকারেও—বাণিজ্য করতে গিয়ে লাভে মূলে হারান]

৬০৮৭ ব্যাসকাশী।[১]
[১ কাশীর অপর পারে ব্যাস-কাশীতে মরিলে নাকি পরজন্মে গাধা হয়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল দ্রষ্টব্য। 'বারাণসী ত্যাজ্য করি ব্যাসকাশীতে বাস'—দাশু রায়। 'আমি তুলে নে গিয়ে ব্যাসকাশীতে ব্যাটাকে মারলুম···ব্যাটার গাধাজন্ম হয়েছে' —গিরিশ ঘোষের জনা]

৬০৮৮ ব্রজের দুলাল।

৬০৮৯ ব্রজের ভাব।[১]
[১ 'মৌলবি সাহেব, এ কি ব্রজের ভাব নাকি?'—আলালের ঘরের দুলাল]

৬০৯০ ব্রজের রজে[১] গড়াগড়ি।
[১ ধূলায়। পা—রসে। 'বাগবাজারের মদনমোহন ও শ্রীপাট খড়দর শ্যামসুন্দর পর্য্যন্ত ব্রজের রসে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন' —হুতোম প্যাঁচার নকশা]

ব্রণ চুলকে ঘা, নং ৩০৪১, ৫২৬৯ দ্রষ্টব্য।

৬০৯১ ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রাহ্মণঃ।

৬০৯২ ব্রহ্মশাপে হয় ধ্বংস সগর রাজার বংশ।

৬০৯৩ ব্রাহ্মণে আর চণ্ডালে, হাতী আর বেরালে।[১]

[১ 'ব্রাহ্মণে আর চণ্ডালে, সিংহে আর শৃগালে'—দাশু রায়। নং ৬০০৮]

৬০৯৪ ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে বেড়ার ঘর।[১]

[১ নবীন তপস্বিনী]

৬০৯৫ ভক্ত বড় ভক্তি করে, গুরু রইল ব'সে।
গাছের আম গাছে রইল বোঁটা গেল খ'সে।

৬০৯৬ ভক্তি নেই তার কপালে ফোঁটা,
ফোঁটা নয় তার কপালে খোঁটা।

৬০৯৭ ভক্তি বিনা মুক্তি নেই।

৬০৯৮ ভক্তিহীন ভজন, লবণহীন ব্যঞ্জন।[১]

[১ 'ভক্তি নেই তার ভজন, লবণ নেই তার ভোজন'—দাশু রায়]

৬০৯৯ ভক্তের[১] ভগবান, অভক্তের[২] অপমান।

[১ পা—ভক্তির। ২ পা—অভক্তির]

৬১০০ ভগবানের আসন বটপত্র।[১]

[১ প্রলয়ান্তে বটপত্রের উপর বিষ্ণুর অবস্থান]

ভগবানের মার ইত্যাদি, নং ৫৮০৫ দ্রষ্টব্য।

৬১০১ ভজনের সঙ্গে খোঁজ নেই, ভোজন ছত্রিশ জাতে।[১]

[১ 'ভজন নেইক ভোজন ছত্রিশ জাতে'—দাশু রায়। ছত্রিশ জাতের উল্লেখ যথা, গুজরাত বর্ণনায় কবিকঙ্কণে—'নিবসে ছত্রিশ জাতি'; পুরবর্ণন প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে—

'দেখে জাতি ছত্রিশ কারখানা'। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্ম-মঙ্গলে—'একুনে ছ'কুড়ি জাতি ছ'টি আর বাড়া']

৬১০২ ভট্‌চাযের খুঁটের খুঁট[১], স্বস্ত্যয়নে সবংশে ভুট।
মন দিয়ে ভক্তিপথে মাখাল পূজায় উঠ[২] ॥

[১ খুঁট-আখুরে (নং ২২৪১), মূর্খ, এই অর্থ করা হইয়াছে। ২ পা—কাটান উট]

৬১০৩ ভট্‌চাযের পাতা আড়াল[১]।

[১ নীচ জাতীয়ের সঙ্গে ভোজনে কলাপাতখানি আড়াল দিয়া শুদ্ধাচার রক্ষা। অথবা পাঠান্তর—পত্র আড় (=সরিয়া পড়া); গল্প এই যে, পাওনাদারকে দেখিয়া শিষ্য 'পত্র আড়' বলিলে ভট্টাচার্য্য ভুল বুঝিয়া পুঁথির পাতা মুখে আড়াল দিয়া বসিলেন! 'পত্র আবড়াল'—এইরূপ পাঠ লঙের প্রবাদমালায় (১৮৬৪) আছে]

ভট্‌চায্যির পুঁথি, নং ১৫৫ দ্রষ্টব্য।

৬১০৪ ভদ্রলোকের[১] আঁস্তাকুড়ও ভাল,
অভদ্রের[২] সিংহাসন কিছু নয়।[৩]

[১ পা—মহতের; বড়লোকের; পুণ্যবানের; বনেদি ঘরের। ২ পা—অসতের; ছোটলোকের; ছোট ঘরের। ৩ নং ৫৪৬০]

৬১০৫ ভবিতব্যং ভবত্যেব।[১]

[১ বিপত্তৌ কিং বিষাদেন সম্পত্তৌ হর্ষণেন কিম্। ভবিতব্যং ভবত্যেব কর্ম্মণো গহনা গতিঃ ॥—'ভবিতব্যং ভবত্যেব গুণাকর কয়'—ভারতচন্দ্র। 'ভবিতব্যং ভবত্যেব যা হবার তা হয়, কে রাখতে পারে'—নবনাটক]

৬১০৬ ভবিষ্যৎ ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।
প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে ॥[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

ভবী ভোলবার নয়, নং ৩৮৭৮ দ্রষ্টব্য।

৬১০৭ ভবী হল বনবাসী, বাসন কোসন একরাশি।

৬১০৮ ভবের বাজি বোঝা ভার।

৬১০৯ ভবের বাজি ভোর।

৬১১০ ভব্য দেখে প্রণাম করবে, উচ্চ দেখে উঠে বসবে।

৬১১১ ভব্য হয় ত কাব্য করি।

৬১১২ ভয়ও নেই, ভরসাও নেই।

৬১১৩ ভয়ে পিঁপড়ের গর্ত্তে লুকান।

৬১১৪ ভরমের টাটি[১]।

[১ সম্ভ্রমের আবরণ। নং ৫৫৬৭]

৬১১৫ ভরা কীর্ত্তনে মৃদঙ্গ ভাঙা।

৬১১৬ ভরা গাজনে ঢাক ছেঁড়া।

৬১১৭ ভরা ডুবির মুঠা লাভ।[১]

[১ 'ভরা ডুবির মুষ্টি লাভ'—শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন]

৬১১৮ ভরা পেটে উপোসের প্রশংসা।

ভরা পেটে মণ্ডা তেতো, নং ৫২০৭ দ্রষ্টব্য।

৬১১৯ ভরা ভাতে দাগা দেওয়া।

৬১২০ ভরায় মানে, শরায় শোধে।[১]

[১ পা—ভারে মানে বোঝায় শোধে]

৬১২১ ভরার মেয়ে।[১]

[১ কন্যা দুর্লভ বলিয়া পূর্ব্বদেশ হইতে নৌকাযোগে অজ্ঞাত-কুলশীল কন্যা আনাইয়া বিবাহ দেওয়ার প্রথা হইতে। জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাসের অভিধান দ্রষ্টব্য। পা—ভরার মেয়ে]

৬১২২ ভরা[১] হতে শূন্য ভাল[২] যদি ভরতে যায়।
আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।
মরা[৩] হতে তাজা ভাল যদি মরতে যায়[৪]।
বাঁয়ে হতে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চায়[৫]।
বাঁধা[৬] হতে খোলা ভাল যদি মাথা তুলে চায়।
হাসা হতে কাঁদা ভাল যদি কাঁদে বাঁয়॥[৭]

[১ ভরা কলসী। ২ পা—শূন্যের চেয়ে ভরা ভাল। ৩ মৃত

দেহ। ৪ গঙ্গাযাত্রা করে। ৫ অর্থাৎ শৃগাল। শৃগাল বামে থাকিলে শুভ, ডাইনে অশুভ; কিন্তু ফিরিয়া চাহিলে ভাল। 'বাঞের শিয়াল মোর ডাহিনে জাএ'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। 'বাম ছাড়ি সব্য দিকে চলিল গোমায়ু'—কবিকঙ্কণ। 'ডাইনের আছিল শৃগাল বামে চলি যায়'—গোপীচন্দ্রের গান। নং ৩৬৪৪, ৫৭০৮। ৬ অর্থাৎ গরু। ৭ শুভযাত্রার লক্ষণ। ডাকের বচন; খনার বচনেও পাওয়া যায়]

৬১২৩ ভস্মে ঘি ঢালা।[১]

[১ 'লেখাপড়া শিখলি যত, সকল ভস্মে ঢাললি ঘৃত'—গোপাল উড়ে। 'এর নিকটে নীতি প্রদর্শন ভস্মে ঘৃতাহুতি'—নবনাটক। 'বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই না, খালি ভস্মে ঘি ঢালা'—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা এক কথা'—শরৎচন্দ্রের রমা। কথাটি খুব প্রাচীন; ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।২৪।১) পাওয়া যায়]

৬১২৪ ভাই বল বন্ধু বল সম্পদের সাথী।
অসময়ে নিদান কালে গোবিন্দ সারথি॥

৬১২৫ ভাই বিনা থাকতে পারি, পড়শী বিনা থাকতে নারি।

৬১২৬ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।[১]

[১ 'এর আর ভাল মন্দ কিসের? ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—আছেই' —গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী]

৬১২৭ ভাই ভাই, মেরে যাই ত ফিরে চাই।

৬১২৮ ভাইয়ের তুল্য মিত্র নেই, ভাইয়ের তুল্য শত্রু নেই।

৬১২৯ ভাইয়ের ভাই, ডান হাত দিলে বাঁ হাত পাই[১]।

[১ নং ৬০৮২]

৬১৩০ ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত।[১]

[১ নং ৫১৬৫]

ভাই রাজা ত বোনের কি, নং ৫৬৬৭ দ্রষ্টব্য।

৬১৩১ ভাগাড়ে মড়া পড়ে, শকুনির টনক নড়ে।[১]

[১ নং ২৬৪০, ৭৮১০]

৬১৩২ ভাগে বর্ত্তায়, না, ভাগ্যে বর্ত্তায়।

৬১৩৩ ভাগের কড়ি সাঙ্গে[১] বয়।[২]

[১ সাঙ্গ বা সাঙ্গা শব্দের অর্থের জন্য নং ১০৯৭ দ্রষ্টব্য। ২ অর্থাৎ নিজের কড়ি নয় বলিয়া ভারীর স্কন্ধে স্বচ্ছন্দে বহন করানো যায়। নং ৮৪০৮]

৬১৩৪ ভাগের কেলা, না খেয়েও চিবিয়ে ফেলা।

৬১৩৫ ভাগের ঠাকুর ভোগ পায় না।[১]

[১ নং ৬১৩৮]

৬১৩৬ ভাগের থলে ফাঁক যায় না।

৬১৩৭ ভাগের ভাগ পেলে, না খেয়েও চিবিয়ে ফেলে।[১]

[১ পা—ভাগেরটা খাই না খাই, মুখ দিয়ে চিবিয়ে ফেলাই; ভাগের ভাগ পাই, খাই না খাই চিবিয়ে ফেলাই]

৬১৩৮ ভাগের[১] মা গঙ্গা পায় না।[২]

[১ পা—সাজার (সাজা=ভাগ)। ২ অতুলকৃষ্ণ মিত্রের একটি নাটকের (১৮৯০) এই নাম পাওয়া যায়।—নং ৬১৩৫]

৬১৩৯ ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র, ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।[১]

[১ দ্বিতীয় পংক্তি—সমুদ্রমন্থনে লেভে হরির্লক্ষ্মীং হরো বিষম্]

৬১৪০ ভাগ্যধরের ভাগ্য দেখে মরতে গেলাম সাধে।
যমদূতরা নিয়ে সেথা শণদড়ি বাঁধে॥

৬১৪১ ভাগ্যবান, না, ভগবান।

৬১৪২ ভাগ্যবানের[১] কপাল খোলে, মুততে[২] ব'সে হেগে ফেলে।[৩]

[১ পা—মানুষের যখন। পা—পাদতে। ৩ নং ২৬০২, ৬৯৫৫]

৬১৪৩ ভাগ্যবানের কপালে বলদ বিয়য় গোয়ালে।

৬১৪৪ ভাগ্যবানের কি না হয়, অভাগার কি না ভয়।

ভাগ্যবানের দুই পুত ইত্যাদি, নং ১২৫ দ্রষ্টব্য।

৬১৪৫ ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

৬১৪৬ ভাগ্যে কুঁচের[১] চোখ বড় নয়।[২]

[১ কুঁচলা বা কুঁচে মাছ সর্পাকৃতি। ২ অর্থাৎ ক্ষুদ্র অনিষ্ট-কারীর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ]

৬১৪৭ ভাগ্যে ছিল চাঁই[১], তাতে ছেলে পাই।

[১ মোড়ল বা মোল্লা]

৬১৪৮ ভাগ্যে ছিল মড়ার চুল চিরে বিচার।

৬১৪৯ ভাগ্যে থাকে জল[১], নইলে খড়কে গুঁজে মর।

[১ অর্থাৎ শৌচের জন্য]

৬১৫০ ভাঙলে পরে সকল গড়ে, মন গড়ে না।

৬১৫১ ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল রাজা।[১]

[১ পা—ঘরে ফফড়দালালি, ভাঙা গাঁয়ে মোড়লী]

৬১৫২ ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো[১], যে দিন যায় সে দিন ভালো।

[১ 'আমার ভাঙা ঘরের চাঁদের আলো'—বিয়েপাগলা বুড়ো। —নং ১৯২৮, ২১৫২]

ভাঙা ঘরে বাস, খাটপালঙ্গের আশ, নং ১৯২৯ দ্রষ্টব্য।

৬১৫৩ ভাঙা ঘরে বাস, ভাবনা বার মাস।[১]

[১ নং ৯৯২]

৬১৫৪ ভাঙা ঘরে ভূতের বাসা।

৬১৫৫ ভাঙা ঢোল, তালকানা যন্ত্রী, শনি রাজা, কুঁজ মন্ত্রী।[১]

[১ দাশু রায়]

৬১৫৬ ভাঙা নৌকাই বাঙ্গালের গোঁসাই।

৬১৫৭ ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী হওয়া।[১]

[১ শুভ কর্ম্মে ব্যাঘাত করা। অথবা অবজ্ঞাত মঙ্গলচণ্ডীর মত হিংসাপরায়ণ হওয়া। 'একটা সৎকর্ম্মে বাগড়া দিয়ে ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী হওয়া ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নয়'—আলালের ঘরের দুলাল]

৬১৫৮ ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপ্নের গোড়া।

৬১৫৯ ভাঙারই কপাল ভাঙে।

৬১৬০ ভাঙা শাঁখা[১] জোড়া লাগে না।

[১ পা—হাঁড়ি। 'তিনি পাকা লোক ঠিক বুঝিতেন, ভাঙা হাঁড়ি জোড়া লাগে না'—শরৎচন্দ্রের মেজদিদি]

৬১৬১ ভাঙা হাটে কাড়া দেওয়া।[১]

[১ 'ভাঙা হাটের বাত্তি'—দাশু রায়]

৬১৬২ ভাঙা হাঁড়ি ঠেঁয়ে দড়।

৬১৬৩ ভাঙে তবু মচকায় না।[১]

[১ নং ৪৬০৮, ৬৩৬৯]

৬১৬৪ ভাটের ভাল বলা-চলা, ধোপার ভাল ধুপ্।
খুব ভাল নয় বলা-চলা, খুব ভাল নয় চুপ॥

৬১৬৫ ভাঁড় আছে কর্পূর নেই।

ভাঁড়ে নেই ঘি, ঠক্ঠকালে হবে কি, নং ১৩৯৩ দ্রষ্টব্য।

৬১৬৬ ভাড়া ঢাকের শব্দ চড়া।

৬১৬৭ ভাঁড়ে মা ভবানী।[১]

[১ অর্থাৎ সম্বলশূন্য। 'জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'এ বুনিয়াদি বংশ চাই, যদিও ভাঁড়ে মা ভবানী'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ]

৬১৬৮ ভাজা খেতে সাধ যায়, তেলে বড় কড়ি।[১]

[১ পা—ভাজা খেতে মন, তেল আছে কেমন]

৬১৬৯ ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।[১]

[১ অর্থাৎ যাহা সকলেই জানে সে সম্বন্ধে ন্যাকামি]

৬১৭০ ভাজে ঝিঙে ত বলে পটোল।[১]

[১ অর্থাৎ অবস্থা গোপন করিয়া জাঁক করা। কিন্তু ভণ্ডামি করা অর্থে যথা—'ভাজেন পটোল বলেন ঝিঙে'—আলালের ঘরের দুলাল]

ভাজা বল ভুজো বল ইত্যাদি, নং ৩০০৬ দ্রষ্টব্য।

৬১৭১ ভাত উথলালে দিবে কাঠি, জ্বাল দিবে গুটি গুটি।
তবে ভাতের পরিপাটি॥[১]

[১ নং ২৯১২]

৬১৭২ ভাত এমন চিজ, খোদা থেকে উনিশ বিশ।

৬১৭৩ ভাত কখনো পেট খোঁজে না।

৬১৭৪ ভাত-কাপড়ে দিব না সুখ, জাইড় কলসীতে[১] ভাঙব বুক।

[১ বড় ঘড়া বা জালা]

৬১৭৫ ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই।[১]

[১ নং ৬১৯০]

৬১৭৬ ভাত খাইয়ে গলা কাটা।

৬১৭৭ ভাত খাও ভাতারের, গুণ গাও অপরের[১]।[২]

[১ পা—নাঙের; নাগরের। ২ পা—ভাতারের ভাত খাই, নাগরের গুণ গাই। নং ৬২২২]

ভাত খাবি, না, হাত ধুয়ে ব'সে আছি, নং ৮৪৪৭ দ্রষ্টব্য।

৬১৭৮ ভাত খায় না আঁচানোর ডরে, চাল চিবিয়ে পুরী মারে।

৬১৭৯ ভাত খেতে দাঁত পড়ে।

৬১৮০ ভাত খেতে ভাতই পড়ে।

৬১৮১ ভাত খেতে ভাত নেই, কথায় চেটাঙ ভারি।
পোঁদে দিতে টেনা নেই, পেঁটরাভরা শাড়ি॥

৬১৮২ ভাত খেয়ে ভাতাসি[১] লেগেছে।

[১ অতিভোজনে ভাতে অরুচি]

৬১৮৩ ভাত খেয়েছিস্, না, মা জানে।

৬১৮৪ ভাত-ঘর দেখে দিলে[১] কাঠ-ঘর হয়।
কাঠ-ঘর দেখে দিলে ভাত-ঘর হয়॥

[১ অর্থাৎ কন্যার বিবাহ দিলে]

৬১৮৫ ভাত-ঘরে ভাত খায়, গোয়াল-ঘরে ঘুম যায়।

৬১৮৬ ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি।[১]

[১ বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা ও অমৃত বসুর সাবাস্ আটাশে উদ্ধৃত। 'ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই'—আলালের ঘরের দুলাল। 'তোমারই বা মেয়ে মানুষের ভাবনা কি বাপু, ভাত ছড়ালে নাকি কাকের অভাব'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন]

৬১৮৭ ভাত ছড়িয়ে কুকুর ডাকা।

৬১৮৮ ভাত ছাড়ি ত সাথ ছাড়ি না।

৬১৮৯ ভাত দিলে তার ভাগাড় কই।

৬১৯০ ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার[১] গোঁসাই।

[১ 'নাক কাটবার' এই পাঠ সমেত নবীন তপস্বিনীতে উদ্ধৃত। নং ৬১৭৫। অশ্লীল পাঠান্তরও শোনা যায়]

৬১৯১ ভাত দেয় না ভাতার ডাকে, তার মাগ কি ঘরে থাকে।

৬১৯২ ভাত দেয় না ভাতারে, ভাত দেয় গতরে।

৬১৯৩ ভাত নয়, ভূতো[১], কাঠপানা গুঁতো।

[১ পা—লাভ নয়, ভূতো]

৬১৯৪ ভাত না কাপড়, ঠাস ক'রে চাপড়।

৬১৯৫ ভাত না পায়, পিঠে পায়েস খায়।

৬১৯৬ ভাত নেই খেতে, রাঙা পাটি শুতে।

৬১৯৭ ভাত নেই ঘরে যার, মানে কিবা করে তার।[১]

[১ পা—ভাত (বা অন্ন) নেই ঘরে, তার মানে কিবা করে]

৬১৯৮ ভাত নেই, তার নুন দিয়ে খাব।

৬১৯৯ ভাত নেই, বামুনের জাত আছে।

৬২০০ ভাত নেই যার, জাত নেই তার।[১]

[১ পা—যার ভাত নেই তার জাত নেই]

৬২০১ ভাত পায় না কালা, বিয়ের বড় জ্বালা।
পেট ভ'রে ভাত পায় ত তেল চায় কোন্ শালা॥

৬২০২ ভাত পায় না কুঁড়োর[১] নাগর[২], আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর।

[১ পা—চিঁড়ের। ২ পা—আরে আমার রসের নাগর]

৬২০৩ ভাত পায় না খেতে, সোনার আঙটি হাতে।[১]

[১ নং ২২৬২, ৫২১০]

৬২০৪ ভাত পায় না টক্ষ[১], বুড়ী[২], খাট্টা খেতে চায়।

[১ মজবুত, শক্ত। ২ পা—ভাত পায় না বাবাজী]

৬২০৫ ভাত পায় না, ব্যঞ্জন চায়।[১]

[১ পা—ভাত নেই ঘরে, ব্যঞ্জন তরে মরে]

৬২০৬ ভাত পায় না, ভাতার চায়, থেকে থেকে গয়না চায়।
[১ নং ১৩২০, ৬২১৬]

৬২০৭ ভাত পায় না ভাতাসী, মাগের নাম নিরাসী[১]।
[১ যে নিরাস বা বর্জ্জন করে, অর্থাৎ খায় না]

৬২০৮ ভাত পায় না, মল প'রে নাচে[১]।
[১ পা—কাঁদে]

৬২০৯ ভাত পায় না শেখের বেটা, পটোল ভাজা খায়।

৬২১০ ভাত ফেলে হাত চাটা।[১]
['পিণ্ডমুৎসৃজ্য করং লেহি' এই সংস্কৃত লৌকিক ন্যায়ের সহিত তুলনীয়]

৬২১১ ভাত বলে—মোরে খা', হাঁটু ধরে ঘরে যা'।

৬২১২ ভাত রোচে না, রোচে মোয়া, চিঁড়ে রোচে পোয়া-পোয়া।[১]

৬২১৩ ভাতার-কামড়া।

৬২১৪ ভাতারতীর[১] ভাতার নয়, নেড়ীর সোদর দেওর হয়।
[১ 'ভাতারতী' শব্দের প্রয়োগ যথা—'ভাতারতীর ভাতারের নিন্দে'—দাশু রায়]

৬২১৫ ভাতার থাকতে উদ্‌মো রাঁড়ী[১]।
[১ বালবিধবা। 'থাকতে ভাতার উদ্‌মো রাঁড়ী, যান্ কেন যমের বাড়ী'—দাশু রায়]

ভাতার নেই পুত নেই কপালভরা ইত্যাদি, নং ৪৩৮৭ দ্রষ্টব্য।

৬২১৬ ভাতার পেয়েই কত নয়, কাচের চুড়ি চায়।[১]
[১ নং ১৩২০, ৬২০৬]

৬২১৭ ভাতার ম'ল ভাল হল, দুই সতীনে পিরীত হল।

৬২১৮ ভাতার মারি, জলুই[১] মারি, জলার ধারে ঘর।
আপন ভাতার মেরেছি আমি, কোন্ শালাকে ডর।
মারি নাই ধরি নাই, ধরেছিল জটে।
একটি কিল মেরেছিলাম এই সত্য বটে॥
[১ জলৌকা, জোঁক]

ভাতার মারি দেখ তামাসা ইত্যাদি, নং ৩৭৬৬ দ্রষ্টব্য।

৬২১৯ ভাতারে না ডাকে কাছে, মাগ বলে—মোর আদর আছে।[১]
[১ নং ৩২৫৭]

৬২২০ ভাতারে না বলে মাগ, তার নাম সোহাগী থাক্।[১]
[১ পা—ভাতারে পোঁছে না, মোর নাম সোহাগী]

৬২২১ ভাতারের[১] কিবা সুখ, পোষ মাসে ভাতের দুখ।
[১ পা—ঘরের আছে]

৬২২২ ভাতারের খায়-পরে, ভাতারকে লাঠি ধরে।[১]
[১ নং ৬১৭৭]

ভাতারে মারে গুঁতা ইত্যাদি, নং ৬৮৩৪ দ্রষ্টব্য।

৬২২৩ ভাতারের[১] নাম সবাই জানে, লাজে কয় না।
[১ পা—ভাসুরের]

৬২২৪ ভাতারের মা শ্বাশুড়ী, তারেই বড় মানি।
কোথা থেকে এলেন আমার খুড়শাশ্ ঠাঁকুরাণী॥

৬২২৫ ভাতে কেন ধান, ধান-শুকনীকে[১] আন্।
[১ পা—ধানসিজান মাগীকে]

৬২২৬ ভাতে বাড়ে, না, ফেনে বাড়ে।[১]
[১ পা—ভাতে বাড়লেই ফেনে বাড়ে]

৬২২৭ ভাতের ক্ষিধে কি ভাজায় যায়।

ভাতের চাল চর্ব্বণে যায়, নং ৭৫১৬ দ্রষ্টব্য।

৬২২৮ ভাতের দ্বিগুণ কোষ্টা শাক[১]।
[১ পাটশাক]

৬২২৯ ভাতের সঙ্গে খোঁজ নেই, পাথর[১] ঠক্ঠক্ করে
[১ অর্থাৎ ভাত খাইবার পাথরের পাত্র]

৬২৩০ ভাতে শুকালো মাজা, আর কি হল তিন পাঁজা।

৬২৩১ ভাদ্র মাসে কচুর লতি, বুড়া হলে সবাই সতী।

৬২৩২ ভাদ্র মাসের তাল।[১]
[১ 'ভাদ্র মাসের তালের মত কীল না পেলে বুঝি হবে না'
—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব]

৬২৩৩ ভাদ্রে বিপদ[১] ভদ্রে ছাড়ে।

[১ ভাদ্রের রৌদ্রে চাষের মাটি শক্ত হইয়া উঠে]

৬২৩৪ ভানুমতীর খেল।[১]

[১ কুহকবিদ্যা, ভোজরাজতনয়া ভানুমতী প্রবর্ত্তিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'ভানুমতী খেলাও মাসী, দেখতে চমৎকার'—গোপাল উড়ে। 'কি এ, আমি ভানুমতীর খেল দেখছি নাকি' —অমৃত বসুর চোরের উপর বাটপাড়ি]

৬২৩৫ ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ।

৬২৩৬ ভাব থাকলে এক থালে খায় নব্বুই জন।

ভাব না থাকলে এক থালে খায় না নয় জন॥[১]

[১ নং ৫১২৮, ৭০৬০]

৬২৩৭ ভাবনা কি তোর হাবী,

তোর পেটের তলায় যে-ধন[১] আছে তাই ভাঙিয়ে খাবি॥

[১ পা—ট্যাঁকশাল]

৬২৩৮ ভাবনা কি রে কুঠে[১], তোর মাচাভরা ঘুঁটে।

[১ কুড়ে, অলস অর্থে]

৬২৩৯ ভাব ফেলে ভাষায় তোষা, শাঁস ফেলে ছোবড়া চোষা।

৬২৪০ ভাবলে ভাবনা বাড়ে।

৬২৪১ ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা করিলে যবে'—গোপাল উড়ে]

৬২৪২ ভাবুনী লো ভাবুনী, তোর ঘর পুড়ে যায়।

যাক্ গে মোর ঘর পুড়ে, মোর ভাবুন[২] ব'য়ে যায়॥[৩]

[১ সজ্জাবিলাসী। ২ সাজসজ্জা। ৩ নং ১২৪৪]

৬২৪৩ ভাবে গদ্‌গদ্ কিশোরী কাঁদে, ভাবে গদ্‌গদ্ পুঁটলি বাঁধে।

৬২৪৪ ভাবে ডগ্‌মগ্ তেলাকুচো, হেসে মরে কালো ছুঁচো।

৬২৪৫ ভাবের ঘটাঘটি[১], না দেখলে প্রাণে মরি[২], দেখলে চটাচটি[৩]।[৪]

[১ পা—পরিপাটি। ২ না দেখলে থাকতে (বা, রইতে) নারি। ৩ পা—কাটাকাটি। ৪ নং ৪৫৯৩]

৬২৪৬ ভাবের ঘরে চুরি।

[১ অর্থাৎ ভাব এক প্রকার, প্রকাশ অন্য প্রকার]

৬২৪৭ ভারত[১] ছাড়া কথা নাই।

[১ মহাভারত। নং ১৬৯২, ৭০৯৩]

ভারি নাক তার গোঁফের বাহার, নং ৫৪১৭ দ্রষ্টব্য।
ভারি বাড়ী, তার ঢেঁকিশালা, নং ৫৪২৫ দ্রষ্টব্য।
ভারি বিয়ে, তার ত্বু'পায়ে আল্‌তা, নং ৫৪২৭ দ্রষ্টব্য।

৬২৪৮ ভারী নইলে ভার বয় কে।

ভারে মানে, বোঝায় শোধে, নং ৬১২০ দ্রষ্টব্য।

৬২৪৯ ভারের কলসী।[১]

[১ ভারের পাল্লা সমান করিবার জন্য বাহির্ত। 'ছোট রাণী ভারের কলসী, ও ছাড়বে কেন'—জামাই বারিক]

৬২৫০ ভাল কথা[১] পড়ল মনে আঁচাতে আঁচাতে।
ঠাকুরঝিকে[২] নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।
ঠাকরুণ গো ঠাক্‌রুণ,
জলের ভেতর তোমাদের কি কুটুম আছে॥[৩]

[১ পা—একটা কথা। ২ পা—ঠাকরুণকে; পরের 'ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ' বর্জ্জিত। ৩ স্নানের ঘাটে ননদকে কুমীরে লইয়া যাওয়া দুর্ঘটনা সম্বন্ধে শ্বাশুড়ীর কাছে বউয়ের ব্যাজোক্তি]

৬২৫১ ভাল কথার কেউ নয়।[১]

[১ 'ছোট লোক এক জাতই স্বতন্তর, এরা ভাল কথার কেউ নয়, নাতি ঝেঁটা না হলে জব্দ হয় না'—আলালের ঘরে দুলাল]

৬২৫২ ভাল করতে মন্দ হয়।[১]

[১ 'দুর্দ্দৈব যখন ধরে, ভাল কর্ম্ম মন্দ করে'—ভারতচন্দ্র। নং ৪১৮১]

৬২৫৩ ভাল করতে পারি না, মন্দ করতে ছাড়ি না।

৬২৫৪ ভাল করতে পারি না[১], মন্দ করতে পারি[২], কি দিবি তা' দে'।[৩]

[১ পা—পারব না; না পারি। ২ পা—মন্দ করব; মন্দ করতে ত পারি। ৩ হুতোম প্যাঁচার নকশায় উদ্ধৃত]

৬২৫৫ ভাল কুকুরের গায়েও এঁটুলি থাকে।

৬২৫৬ ভাল গরুকে এক গুঁতা[১], ভাল লোককে এক কথা।

[১ পা—ভাল ঘোড়াকে এক চাবুক]

৬২৫৭ ভাল ঘোড়ায় পায় না ঘাস, গাধায় চায় বুট আর মাষ।

৬২৫৮ ভাল ঘোড়ার আবার সোনার লাগাম।

৬২৫৯ ভাল ঠাকুরের চাকরি, তিন জন ম'লো হাঁ করি।

৬২৬০ ভালতে মন্দ, মিঠাতে পোকা।

৬২৬১ ভাল দেখে বউ আনলাম ঘরে, বাঁশ দেখে বউ বাজি করে।

৬২৬২ ভাল দ্রব্য যখন পাব, কালিকার তরে তুলে না থোব।[১]

[১ ডাকের বচন]

৬২৬৩ ভাল না বাস্, আমার মাথাই খাস্।

৬২৬৪ ভালবাস কেমন ? ভালবাস যেমন।

৬২৬৫ ভালবাসার নেইক ভার।[১]

[১ অর্থাৎ ভালবাসা থাকিলে কোনও কাজই ভার বোধ হয় না]

৬২৬৬ ভালবাসার এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমন চূণ।
কম হলে লাগে ঝাল, বেশি হলে পোড়ে গাল॥

৬২৬৭ ভালবাসি যাকে, রূপের দেখি তাকে।

৬২৬৮ ভাল ভাল ক'রে গেনু কালোর মার কাছে।
কেলোর মা বলে—আমার বেটার সঙ্গে আছে॥[১]

[১ নীলদর্পণে উদ্ধৃত ; 'বেটার' স্থলে 'জামা'র' (=জামাইয়ের) পাঠ]

৬২৬৯ ভালমানুষের কাছে বসে খাই গুয়া পান।
অমানুষের কাছে ব'সে কাটাই দু'টি কান॥[১]

[১ পা—ভালর সঙ্গে চল্‌লে খায় বাটায় পান। মন্দের সঙ্গে চল্‌লে কাটায় দু'টি কান॥]

৬২৭০ ভালমানুষের কাল নেই।[১]

[১ 'ভালমানুষের কাল নেই, মন্ত্রী ভায়া আমাকে শিখিয়ে দেবেন, একটু চড়া না হলে স্ত্রীলোক শাসিত থাকে না'—নবীন তপস্বিনী]

৬২৭১ ভালমানুষের কিল চুরি[১]।

[১ নং ১৮৬২]

৬২৭২ ভালমানুষের বাপ আঁটকুড়ো[১]।

[১ পা—নির্ব্বংশ]

৬২৭৩ ভালমানুষের ভাত নেই।

৬২৭৪ ভালর একটুও ভাল।

৬২৭৫ ভালর পিরীত সোনার বাসন, ভাঙলে বানান্ যায়।
খলের পিরীত মাটির বাসন, ফাটলে ফেলায়॥[১]

[১ নং ৮৪০১]

৬২৭৬ ভালর ভাগী সবাই, মন্দের ভাগী কেহ নাই।

৬২৭৭ ভালর ভাল সর্ব্বকাল, মন্দের ভাল আগে।
রাজকন্যা যায় রাজার বাড়ী, সন্ন্যাসীকে খায় বাঘে॥

৬২৭৮ ভালর ভাল সব ঠাঁই, মন্দের ভাল কোথাও নাই।

৬২৭৯ ভালর লাগি দিনু তেলপড়া[১],
তেলে গেল মোর কপাল পোড়া।

[১ তুক্‌তাক্ করিতে]

৬২৮০ ভালার সব ভালা, মন্দের সব শালা।

ভালুকের হাতে খন্তা, নং ৫৬৩৯ দ্রষ্টব্য।

৬২৮১ ভাল্লুক কি নাচতে চায়, নাকে দড়ি দিয়ে নাচায়।

৬২৮২ ভাল্লুকের জ্বর।[১]

[১ কম্প দিয়ে আসে, আবার অল্পক্ষণে ছেড়ে যায়। অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী অসুস্থতা]

৬২৮৩ ভাসুর-ভাদ্দরবউ সম্পর্ক।[১]

[১ অর্থাৎ যেখানে সান্নিধ্যও আপত্তিজনক]

৬২৮৪ ভাসুরে মেগেছে[১] ভাত, সে তত্ত্বে আছি।
সকাল বেলায় তুলি শাক, সন্ধ্যা বেলায় বাছি[২]॥

[১ পা—মোড়ল চেয়েছে। ২ পা—বিহানে তুলিয়া শাক পিদিম জেলে বাছি]

৬২৮৫ ভিক্ষায় কাজ নেই, কুকুর ফিরিয়ে নাও।[১]

[১ পা—থাক ভিক্ষা কুত্তা সামাল]

৬২৮৬ ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।[১]

[১ নং ৫৬০৬ দ্রষ্টব্য। ভারতচন্দ্রে 'ভিক্ষয়া' পাঠ দেখা যায়]

৬২৮৭ ভিক্ষার চাল তার কাঁড়া আর আঁকাড়া।[১]

[১ 'আকাঁড়া চাল দিলে ভিক্ষা লন্ না'—দাশু রায়]

৬২৮৮ ভিক্ষার ঝুলি।

৬২৮৯ ভিখারির হাতে তলফুটো ঝুড়ি।

৬২৯০ ভিজলে কাঁথাও ভেজে কম্বলও ভেজে।

৬২৯১ ভিজে কম্বল নিজে ভারি।

৬২৯২ ভিজে বেরাল চিন্‌তে জুয়ায় না।[১]

[১ 'তিনি বর্ণচোরা আঁব, ভিজে বেরালের মত আস্তে আস্তে সলিয়া কলিয়া লওয়ান'—আলালের ঘরের ছুলাল। 'এই রকম ভিজে বেরাল গোছ লোকগুলাকে আদতে চিনিতে পারা যায় না' —শরৎচন্দ্রের দেবদাস]

৬২৯৩ ভিটে কামড়ে প'ড়ে থাকা।

৬২৯৪ ভিটে মাটি চাটি[১] করা।

[১ ধ্বংস। 'করে ভিটেমাটি চাটি সার'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'অনেক লোকের ভিটে মাটি চাটি করিয়াছেন'—আলালের ঘরের ছুলাল। 'ভিটে মাটি চাটি হয় বিয়ের ব্যয়েতে'—রূপচাঁদ পক্ষী। 'কাল পেঁচা, যার চালে গিয়ে বসতুম, তার ভিটে মাটি চাটি হত'—গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী]

৬২৯৫ ভিটের ইঁট দেবের পীঠ।

৬২৯৬ ভিটেয় ঘুঘু চরানো[১] বা সরষে বোনা।

[১ 'অনেক লোকের ভিটেয় ঘুঘু চরাইয়াছেন'—আলালের ঘরের ছুলাল। 'এখনো এদের ভিটেয় ঘুঘু চরেনি'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'রাজীব এমন ঠক্ নয়, এখনি নায়েবকে বলে তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাবে'—বিয়েপাগলা বুড়ো। 'গয়না দিতে অনেক সময় ঘুঘু চরে স্বামীর ভিটে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহ]

৬২৯৭ ভিড়ের কুকুর, ঘরের ঠাকুর।[১]

[১ নং ৯১৫, ৪২৬৪, ৮৫০৮]

৬২৯৮ ভিতরে খোল্, হরি হরি বোল।

৬২৯৯ ভিতরে গরল, বাইরে সরল।

৬৩০০ ভিন্ রোগের ভিন্ ওষুধ।[১]

[১ নং ১২০১]

৬৩০১ ভিন্ন জাতির ভিন্ন রীত, নিজ মুলুকে সবার জিত।

৬৩০২ ভিন্ন ভাতে[১] বাপ পড়শী।

[১ পা—পৃথক অন্নে]

৬৩০৩ ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।[১]

[১ রঘুবংশ ৬।৩০।—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহে উদ্ধৃত]

ভীমরতি হওয়া, নং ৫৯৩৩ দ্রষ্টব্য।

৬৩০৪ ভীমরুল কাটলে বুড়াও নাচে, ভুক থাকলে শুধুও রোচে।

৬৩০৫ ভীমরুলের[১] চাকে খোঁচা দেওয়া।[২]

[১ পা—বোলতার। ২ অর্থাৎ প্রতিহিংসাপরায়ণ জন-মণ্ডলীর ক্রোধোদ্রেক করা। 'গোবিন্দ গাঙ্গুলি, পরাণ হালদার, দু'দুটো ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া কি সহজ কথা'—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ। নং ৬৩৬১]

৬৩০৬ ভীমের আবার একাদশী।[১]

[১ মধ্যম পাণ্ডব ভীম নাকি মাঘী শুক্লা একাদশী পালন করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ]

৬৩০৭ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।[১]

[১ 'দাম্পত্য কলহের যুদ্ধ-ঘোষণাকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা মনে করিয়া রাত্রিটা যে তাহার অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছে'—শরৎচন্দ্রের নববিধান]

৬৩০৮ ভুতুড়ি[১] হল সার।

[১ কাঁঠালের অসার অংশ

৬৩০৯ ভুলি ভুলি মনে কার, বংশীরবে রইতে নারি।

৬৩১০ ভুলি লো ভুলি, খর জ্বালে খই আস্‌কে, ধিকি জ্বালে পুলি[১]।

[১ পা—সরুচাকুলি]

ভুষণ্ডীকাক, নং ১৪৮৬ দ্রষ্টব্য।

৬৩১১ ভূঁই[১] অভাবে উঠান চষা।

[১ পা—জমির]

৬৩১২ ভূঁই করবে কেন্দড়া, মাগ করবে জেন্দড়া।

ভূঁইয়ে বাড়ি মারলে ইত্যাদি, নং ৬৬১৪ দ্রষ্টব্য।

৬৩১৩ ভুঁইয়ের[১] বালাই হুড়ো[২], গেরস্থের[৩] বালাই[৪] বুড়ো।[৫]

[১ পা—ক্ষেতের। ২ শস্যাদির অতিরিক্ত বাড়। ৩ পা—বাড়ীর। ৪ পা—শত্রু (উভয় স্থলে)। ৫ পা—ক্ষেতের হুড়ো, বাড়ীর বুড়ো]

৬৩১৪ ভূঁইশূন্য রাজা ক্ষেত্রমোহন।

৬৩১৫ ভূত আমার পুত, শাঁখচুন্নী আমার ঝি।
রাম লক্ষ্মণ মাথায় আছে, করবে আমার কি॥

৬৩১৬ ভূত কি গাছে ফলে, না, কাজে বলে।[১]

[১ নং ৪৯৭৩]

৬৩১৭ ভূতকে ভূতে পায় না।

৬৩১৮ ভূত দিয়ে ভূত ছাড়ানো[১]।

[১ পা– ভাগানো ; নামানো]

৬৩১৯ ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।[১]

[১ অর্থাৎ যাহারা বর্ব্বর তাহারা কাজ হইয়া গেলে বুঝিতে পারে। সং—রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিতঃ। পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ॥]

৬৩২০ ভূতের আবার গঙ্গাস্নান।

৬৩২১ ভূতের আবার জন্মদিন, পেয়দার আবার বিয়ে[১]।

[১ নং ৫২৪৮]

৬৩২২ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।[১]

[১ অর্থাৎ বিশৃঙ্খল ব্যাপার। নং ৩৫০৯।—'কখন শোনে

নাই, অমুকের টাকায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইতেছে'—লোক-রহস্য। 'আর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ—তার নাম কি?—যা গড়াচ্ছে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের চন্দ্রগুপ্ত]

৬৩২৩ ভূতের বেগার খাটা।[১]

[১ 'ভূতের বেগার খেটে মর'—রামপ্রসাদ। 'ভূতের বেগার খেটে খেটে, শেষকালেতে মরি ফেটে'—দাশু রায়। 'মিছামিছি খেটে গেল ভূতের ব্যাগার'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'বেচারী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, এই ছুটোছুটি করে ভূতের ব্যাগার খেটে মরছে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বঙ্গনারী]

৬৩২৪ ভূতের বোঝা বওয়া।[১]

[১ 'বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা'—রামপ্রসাদ। 'স্বভাবে হও রে সোজা, ভূতের বোঝা আর কত দিন মাথায় র'বে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৬৩২৫ ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে—আমি পেলাম কাছে।

৬৩২৬ ভূতের মুখে[১] রাম-নাম।[২]

[১ পা—কাছে। ২ 'সাহেব কি বাঙ্গালা গান সহ্য করিতে পারিবেন? ভূতের কাছে রাম-নাম'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সত্যবালা]

৬৩২৭ ভেকধারী আমরা ভাই, মান অপমান নাই।
কখনো বা বজরা চড়ি, কখনো বা ডিঙে বাই॥

৬৩২৮ ভেক না হলে ভিক মিলে না।[১]

[১ 'ভেক বিনা ত ভিক্ষ মিলে না, ঠিক বুঝেছি সেটা'—দাশু রায়]

৬৩২৯ ভেকে ভুলাইয়া ভৃঙ্গ পদ্মে মধু খায়।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৬৩৩০ ভেকো মকমকায়তে।[১]

[১ দিব্যং চূতফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ। পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে॥]

৬৩৩১ ভেজাল নেই জলে, ভেজাল কথায় চলে।

৬৩৩২ ভেটে লোক[১] হেঁট হয়।

[১ অর্থাৎ যে ভেট লয়। পা—বেঁটে]

৬৩৩৩ ভেড়া বানানো বা ভেড়া ক'রে রাখা ।[১]

[১ কামাখ্যার ডাকিনীরা পুরুষকে ভুলাইয়া এইরূপ করিত বলিয়া প্রসিদ্ধি। নং ১৭১০, ২৫৪৩। 'ছোঁড়াকে গুণ ক'রে ভেড়া বানিয়েছে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'মেয়েগুলো মিন্‌সে-গার ভ্যাড়া করো্য রাখে'—নীলদর্পণ। 'গল্পে শুনি, আগে কাম-রূপের মেয়েরা পুরুষদের ভেড়া করিয়া ধরিয়া রাখিত'—শ্রীকান্ত ২য় পর্ব্ব। নং ২০৭৯ দ্রষ্টব্য]

৬৩৩৪ ভেড়া ম'রে ভট্‌চায্যি ।

৬৩৩৫ ভেড়ার[১] কল্যাণে মোষ বলি ।

[১ পা—পাঁঠার। নং ৩১৯৩]

৬৩৩৬ ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা ।

৬৩৩৭ ভেড়ার[১] গোয়ালে গরুচুরি[২] ।

[১ পা—ঘোড়ার। ২ পা—গোদান। নং ৪৮৮১]

৬৩৩৮ ভেড়ার গোয়ালে বাছুর মোড়ল[১] ।[২]

[১ পা—ভেড়ার দলে বাছুর পরামাণিক (=প্রামাণিক)। ২ 'ভেড়ার গোয়ালে বাছুর কর্ত্তা'—দাশু রায়]

৬৩৩৯ ভেড়ার গোয়ালে বাতি দেওয়া ।

৬৩৪০ ভেড়ার পাল ।[১]

[১ ভেড়ার পালে একটা ভেড়া যে দিকে ছুটে, অন্যগুলিও সেই দিকে ছুটে]

ভেড়ার শিঙে হীরা ভাঙে, নং ৪৮০৪, ৬৯০৩ দ্রষ্টব্য।

ভেড়ার সাধ্য কি যব মাড়া, নং ৩১৮৮ দ্রষ্টব্য ।

৬৩৪১ ভেতরে উদোম[১] বাগে[২] এল, বাইরে কিন্তু পায়ে গেরো ।[৩]

[১ উচ্ছৃঙ্খল। ২ বশে। ৩ 'যেখানে হিন্দুধর্ম্মের অধিক ভড়ং, সেখানে দলাদলির অধিক ঘোঁট ও ভদ্রলোকের অধিক কুৎসা, প্রায় সেখানে ভেতরে বাগে উদোম এলো, কিন্তু বাইরে পাদে গেরো'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৬৩৪২ ভেতরে ফাঁক যত যার, বাইরে ঢাকা তত তার ।

৬৩৪৩ ভেতরে ভেতরে গিয়ে তুষ করেছে খেয়ে ।

৬৩৪৪ ভেতো বাঙালী।[১]

[১ 'ভাত বিনা বাঁচিনে আমরা ভেতো বাঙালী'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'কাজেই ভেতো বাঙালী বাপ মা কি করে, ভয়ে দোরে খিল দেয়'—অমৃত বসুর কালাপানি]

৬৩৪৫ ভেনে কুটে মরে কে, ক্ষুদে গাল ভরে কে।

৬৩৪৬ ভেবে করা, আর ক'রে ভাবা।

৬৩৪৭ ভেয়ের শত্রু ভেয়ে, নেয়ের শত্রু নেয়ে।

৬৩৪৮ ভেল্‌কির খেলা স্বপন-মিলন, সত্য বটে যখন তখন।

৬৩৪৯ ভেলায় সাগর পার হওয়া।

৬৩৫০ ভোগ-রাগ নেই, শাঁখের হুরহুরুণী।

৬৩৫১ ভোগের আগে প্রসাদ।

৬৩৫২ ভোগের কর্ত্তা ভগবান।

৬৩৫৩ ভোজনের আগে দক্ষিণা।[১]

[১ লীলাবতীতে প্রযুক্ত]

৬৩৫৪ ভোজবাজি, বা ভোজের বাজি।[১]

[১ ভোজরাজ ও তাঁহার কন্যা ভানুমতী (নং ৬২৩৪) যাদু-বিদ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। 'সকলি ভোজের বাজি মিছা অনুরাগ', পুনশ্চ 'কত শত এমন ভোজের আছে বাজি'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'ভোজের বাজি সকল ফক্কিকার'—গোপাল উড়ে। 'বাইরে চটক, খরচ হাল্‌কি, ভোজেও বেটা ভোজের ভেল্‌কি, যে খেয়েছে সে পেয়েছে টের'—দাশু রায়। 'গেল একদিনে গেল, ভোজবাজি ফুরিয়ে গেল'—গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল]

৬৩৫৫ ভোঁদড়ের গন্ধে মাছের গায়ে জ্বর।

৬৩৫৬ ভোর বেলার বাদল, মাগ-ভাতারের কোঁদল।[১]

[১ নং ৫৮৮৬]

৬৩৫৭ ভোরের ভাতে পেট না ভরলে,
বিকালের ভাতে কি পেট ভরে।

৬৩৫৮ ভোরের সাধা ঠেলে, সারা দিনেও না মেলে।[১]

[১ নং ৫৮৮৫]

৬৩৫৯ ভোলা মেয়ের খোলা মন।[১]

[১ 'পাছে ভোলা মেয়ের খোলা মন উহার প্রতি পড়ে তবে ত আমার হাতে খোলা হইবেক'—নববিবিবিলাস। 'হাতে খোলা' অর্থের জন্য নং ২৮৫ দ্রষ্টব্য]

৬৩৬০ ভ্যাবা গঙ্গারাম।[১]

[১ নিতান্ত নির্ব্বোধ। 'রামটা ভ্যাবা গঙ্গারাম'—জামাই বারিক]

৬৩৬১ মউচাকে ঢিল মারা।[১]

[১ নং ৬৩০৫]

৬৩৬২ মউটুস্‌কী।[১]

[১ অন্তরে যাহাই হউক, বাহিরে মধুরবচনা। 'দেখবার অবসর হবে কি ? না, ঐ বড়াইবুড়ী মৌটুস্কী দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর সঙ্গ নেবেন ?'—অমৃত বসুর বিজয়-বসন্ত]

৬৩৬৩ মউমাছির ভন্‌ভনানি।

মক্কা কত দূর, নং ৭৭১৭ দ্রষ্টব্য।

৬৩৬৪ মগ্‌ডালের ফুল দেবতাকে দান।[১]

[১ অনুরূপ বচনের জন্য নং ৮০৬, ২৪৫৫, ৫৩৪৩, ৫৭৮৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য]

৬৩৬৫ মগের মুল্লুক।[১]

[১ এককালে মগ বা বর্ম্মীদের আরাকান রাজ্য দস্যু বাটপাড়ের দেশ ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি। 'মগের মুল্লুক আর কি ! ইংরেজের রাজ্যে কেউ নাকি ঘর ভেঙে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে' —নীলদর্পণ। 'মগের মুল্লুক আর কি, প্রাণ আর টানতে হয় না'—নবীন তপস্বিনী। 'মগের মুল্লুক কি না'—শরৎচন্দ্রের ষোড়শী]

৬৩৬৬ মঘা, এড়াবি ক' ঘা।[১]

[১ অশ্লেষা মঘা নক্ষত্রে যাত্রা অশুভ। 'লঙ্কায় এসেছিস্ বেটা, মঘায় পা বাড়িয়ে'—দাশু রায়]

৬৩৬৭ মঙ্গলচণ্ডী পূজা পায় না, সুবচনী হাত বাড়ায়।

৬৩৬৮ মঙ্গলের উষা, বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা'।[১]

[১ খনার বচন]

৬৩৬৯ মচকায় তবু ভাঙে না।[১]

[১ নং ৪৬০৮, ৬১৬৩]

৬৩৭০ মজুরের কপালে খেজুরের চেটাই।[১]

[১ 'মজুরের কপালে খেজুরের চ্যাটায় শয়ন চিরকাল রে'—দাশু রায়]

৬৩৭১ মটরের চাপে মশুরি চেপ্টা।[১]

[১ 'মটরের মর্দ্দনে মুশুর গেল উড়ে'—রামেশ্বরের শিবায়ন]

৬৩৭২ মড়কের শকুনি।

৬৩৭৩ মড়াকান্না কাঁদা।[১]

[১ 'আজ কাল ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে, আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'আমাকে দেখে মরাকান্না কাঁদলেন'—বিয়েপাগলা বুড়ো। 'রাইয়তের বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে'—নীলদর্পণ। 'হারামজাদারা সকলে সকাল থেকে এতক্ষণ এইখানে পড়েই মড়াকান্না কাঁদছিল' —শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ]

৬৩৭৪ মড়াকে মারিস্ কেন, না, মড়া কথা কয় না কেন।

৬৩৭৫ মড়া[১] মেরে খুনের দায়।

[১ পা—বুড়ো]

৬৩৭৬ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।[১]

[১ 'এই সকল কথা বাহুল্যের প্রতি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা লাগিতে লাগিল'—আলালের ঘরের দুলাল। 'দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন'—নীলদর্পণ। 'আমার আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা সইবে না'—লীলাবতী।

'এ মড়ার উপর কেন খাঁড়ার ঘা দিচ্ছ'—গিরিশ ঘোষের বলিদান। 'তাঁহাকে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছিল, তেমনি করিয়া চলিয়া গেল'—শরৎচন্দ্রের বৈকুণ্ঠের উইল]

৬৩৭৭ মড়ার চুল ফেলে হাল্‌কা করা।

৬৩৭৮ মড়ুঞ্চে[১] পোয়াতীর বুড়ো বয়সের ছেলে।[২]

[১ মৃতবৎসা। ২ 'মড়ঞ্চে পোয়াতীর বুড়ো বয়সে ছেলে হলে মনে যেমন মহান্‌ সংশয় উপস্থিত হয়'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'মড়াঞ্চে পোয়াতীর পো, তার আবার অকল্যাণ কি' —গিরিশ ঘোষের বাসর নাটক]

৬৩৭৯ মণিকাঞ্চন যোগ।[১]

[১ 'কাঞ্চন আপন গুণে সকলে রঞ্জনে। কত শোভা আরো তার মণি-সম্মিলনে ॥'—লীলাবতী। 'কি মণিকাঞ্চন যোগ, চিতোরের রাজভোগ'—গিরিশ ঘোষের চণ্ড]

৬৩৮০ মণিহারা ফণী।[১]

[১ 'বাঞ্ছারাম বাবু মণিহারা ফণী হইয়া ছিলেন'—আলালের ঘরের দুলাল। 'ব্যাকুল হয়েছে মন মণিহারা ফণী'—গোপাল উড়ে। 'ত্রিভুবনের শিরোমণি, যেমন মণিহারা ফণী'; পুনশ্চ, 'ফণী যেমন হারিয়ে মণি'—দাশু রায়]

৬৩৮১ মণ্ডা চলে না পিটে খান্‌।

মৎস্য চিনে গভীর গম্য ইত্যাদি, নং ৬৫৮৩ দ্রষ্টব্য।

৬৩৮২ মৎস্য মাংস দহি, তবে ভোজন সহি।

৬৩৮৩ [আসল] মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়ে রাখা।[১]

[১ দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্যোধনের আত্মগোপনের গল্প হইতে। 'পূর্ব্বদেশীয় বঙ্গভায়াদিগের মত কেনিয়ে কেনিয়ে চলেন, প্রথমে প্রথমে আপনাকে নিষ্প্রয়াস ও নির্লোভ দেখান, আসল মতলব তৎকালে দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবাইয়া রাখেন'—আলালের ঘরের দুলাল। 'আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবান রয়েছে, সময়ে আমলে আসবে'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৬৩৮৪ মদ খাওয়ার বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়।[১]

[১ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় উদ্ধৃত। টেকচাঁদের একটি বইয়ের এরূপ নাম]

৬৩৮৫ মদ খায়, না, মদে খায়।[১]

[১ 'বাঙ্গালিরা মদ খাইতে আরম্ভ করিলে প্রায় মদে তাহাদের খায়'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৬৩৮৬ মদনমোহন ঘোল পান্ না, ভালুকের আড়াই সের দুধ।

৬৩৮৭ মধুও আছে, হুলও আছে।

৬৩৮৮ মধু থাকলেই মউমাছি।[১]

[১ 'মধু থাকলেই মৌমাছি আসিয়া জোটে—তারা দেশ-বিদেশের বিচার করে না'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ২য় পর্ব্ব]

৬৩৮৯ মধু নেই, মধুর পাত্র আছে।

৬৩৯০ মধুপান করতে পারি, মাছির কামড় সইতে নারি।[১]

[১ নবীন তপস্বিনীতে উদ্ধৃত]

৬৩৯১ মধুরেণ সমাপয়েৎ।[১]

[১ লবণাম্লকটূষ্ণানি বিদাহীনি চ যানি তু। তদ্দোষং হর্ত্তু-মাহারং মধুরেণ সমাপয়েৎ ॥—ইতি ভাবপ্রকাশধৃতং ব্রহ্মপুরাণ-বচনম্।—'চরস গাঁজা গুলি ছররা ও চণ্ডুতে তাহাদের মুণ্ড দিবারাত্রি ঘুরিত, তাহাতে পরিতোষ না হইলে মধুরেণ সমাপয়েৎ'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ মারামারিও বাকি থাকিবে না'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'দাদাকে আসর দিয়ে আমি মধুরেণ সমাপয়েৎ'—লীলাবতী]

৬৩৯২ মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।[১]

[১ যবাভাবে তু গোধূমং মুদ্গাভাবেপি মাষকম্। মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাদ্ ঘৃতাভাবে তু তৈলকম্ ॥ 'যেমন মধ্বাভাবে গুড়'—গিরিশ ঘোষের য্যায়সা কা ত্যায়সা]

৬৩৯৩ মধ্যম হলেই তিন ভাই, এ কথা কি আর বুঝি নাই।

৬৩৯৪ মধ্যে থাকতে গাজী, পারে গেলে মাঝি।

৬৩৯৫ মনঃপূতং সমাচরেৎ।[১]

[১ দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ। সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥]

৬৩৯৬ মন-আগুনে পুড়ে মরা।

৬৩৯৭ মন আছে যার কেয়াবনে, কি করবে তার কেত্তনে।

৬৩৯৮ (মনে মনে) মন-কলা[১] খাওয়া।

[১ কল্পনার বাঞ্ছিত ভোগ্য বস্তু। 'নগরে নাগরীগণ খায় মন-কলা'—কবিকঙ্কণ। 'তুমি মনকলা খাও মনে মনে কালনেমির মত'—গোপাল উড়ে। 'ফল ত ফলে না বঁধু মনকলা খাও মনে মনে'—দাশু রায়। 'দেখি বিশ্বম্ভর যেন পাঁচ শর জানি মনকলা খাহ'—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, আদি খণ্ড]

৬৩৯৯ মনকে চোখ ঠারা।[১]

[১ 'আর মনকে চোখ ঠারয়ে কি হবে'—বিষবৃক্ষ]

৬৪০০ মন খোঁজে মনকলা[১], পেট খোঁজে দই।
আঁখি খোঁজে বাদশা-বেটা, তারে পাব কই॥

[১ নং ৬৩৯৮ দ্রষ্টব্য]

৬৪০১ মনগুণে ধন, ইনাম[১] গুণে বরকত[২]।

[১ দান, পুরস্কার। ২ শ্রীবৃদ্ধি, সৌভাগ্য]

মন চলে ত চ'লে যা', নং ৭৬৬৫ দ্রষ্টব্য।

৬৪০২ মন চাঙ্গা ত কটোরামে গঙ্গা।

৬৪০৩ মন চায় ধন, দেয় কোন্ জন।

মন চায় বাদশা হতে খোদা দেয় না ইত্যাদি, নং ৮৩২৩ দ্রষ্টব্য।

৬৪০৪ মন চায় যা, হয় না তা।

৬৪০৫ মন জানে আর আমি জানি, পরে জানবে কি।

৬৪০৬ মনটি সখের বটে টেঁকে কিন্তু পয়সা নাই।
জোনাকি পোকার আলো দেখে ঝাড়বাতির[১] সখ মেটাই॥

[১ পা—গেলাসবাতির]

৬৪০৭ মন নয়, গড়ের মাঠ।

৬৪০৮ মন না মতি।[১]

[১ 'লোকে কথায় বলে, মন না মতি, পা ফস্কাতে মন টল্‌তে মানুষের কতক্ষণ বাছা'—শরৎচন্দ্রের পণ্ডিত মশাই]

৬৪০৯ মন মাতাল দাঁতাল[১], বেঁধে কর সামাল।

[১ হাতী]

৬৪১০ মন মানে না[১] তীর্থ করে, মিছে কাজে ঘুরে মরে।
[১ পা—মন ভাল নয়]

৬৪১১ মন না মুড়ালে মুড়ালে কেশ, গুরু না চিনিলে ভ্রমিলে দেশ।

৬৪১২ মন বিগড়ে গেলে লোহার বাড়[১] দিলেও থামে না।[২]
[১ ভগ্ন অস্থি বাঁধিবার সরু কাঠের বন্ধনী। ২ আলালের ঘরের দুলাল]

৬৪১৩ মনমে[১] শেখ ফরিদ[২], বগলমে[৩] ইঁট।[৪]
[১ পা—মুখে। ২ উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ ভক্ত। ৩ পা—বগলে। ৪ নং ৫৩৯৫]

৬৪১৪ মন যদি দূরে থাকে, কান শোনে না হাজার ডাকে।

৬৪১৫ মন যেন জিলিপির পাক।

মনসাকে ধুনার গন্ধ, নং ৯৯৯ দ্রষ্টব্য।

৬৪১৬ মনসার[১] ভয়ে খাট করালে, ওলাবিবির[২] কি ঠাওরালে।
[১ অর্থাৎ সাপের। ২ ওলাউঠার]

মনিব গেলে ঘোল পায় না ইত্যাদি, নং ৪৯৬ দ্রষ্টব্য।

৬৪১৭ মনিব বৈরী দেশ ছাড়ি, দেশ বৈরী প্রাণে মরি।

৬৪১৮ মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান। খোশ পোষাকী যশমী দান॥
আড়ি-ঘুড়ি কানন ভোজন। এই নবধা বাবুর লক্ষণ॥[১]
[১ নববাবুবিলাসে গত শতাব্দীর নববাবুদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা]

৬৪১৯ মনে করি, করি করি, হয় হয়[১] হয় না।[২]
[১ পা—বই। ২ সাধারণ অর্থ স্পষ্ট ; কিন্তু করী=হস্তী, হয়=অশ্ব এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে! 'Thinking I will have an elephant, when I can't even get a horse'—Morton]

৬৪২০ মনে করি খাব চিঁড়ে দই, বিধি মাপায়[১] ধানসুদ্ধ খই।[২]
[১ পা—লেখেন। ২ পা—মনে মনে করে আছি খাব চিঁড়ে দই। বিধাতা মাপায় বুঝি ধানসুদ্ধ খই॥]

৬৪২১ মনে করি গুরুর করব সেবা, রীত দেখে বলি নারব বাবা।

৬৪২২ মনে করি হেন কর্ম্ম করিব না আর।
স্বভাবে করায় কর্ম্ম, কি দোষ আমার॥

মনে করেছেন কাও ইত্যাদি, নং ৬৫১ দ্রষ্টব্য।

৬৪২৩ মনে করেছেন ছিদাম ঘোষ কোলে করবেন নাতি।
সে আশ্বাসে পড়ল ছাই, বউ নয় পোয়াতী॥

৬৪২৪ মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাঁধ।

৬৪২৫ মনে মনে খেদ বড় কান্না পায় রাতে।
পরমান্ন পুলিপিঠে খাই স্বপনেতে॥

৬৪২৬ মনে মনে মিল, লেগে গেল খিল।

৬৪২৭ মনে মনে লঙ্কাভাগ।[১]

[১ 'মনে মনে লঙ্কাভাগ আঁক দিয়া খড়ি'—ঈশ্বর গুপ্ত। নং ১৭৬৮ দ্রষ্টব্য]

৬৪২৮ মনে মনে হাসে চাষা, কাঁধে লাঙল জাত-ব্যবসা।

৬৪২৯ মনে যে বা সে বা, কথায় দরিদ্র কে বা।

৬৪৩০ মনের অগোচর[১] পাপ নেই, মায়ের অগোচর[২] বাপ নেই।

[১ পা—মন ছাড়া। ২ পা— মা ছাড়া]

৬৪৩১ মনের আগুন জলে নিভায় না।

মনের কথা খুলে বললে ইত্যাদি, নং ৫২৩১ দ্রষ্টব্য।

৬৪৩২ মনের ময়লা কাটাতে চাও, ভাল চিন্তায় মন দাও।

৬৪৩৩ মনের যত সাধ, বিধির তত বাদ।

৬৪৩৪ মনের সাধ রইল মনে, ধান বুনলাম বেনাবনে।

৬৪৩৫ মনের সুখেই সুখ, ধনের সুখে দুখ।

৬৪৩৬ মনেরে পাথর করেছে যেই, পিরীত-পথের পথিক সেই।

৬৪৩৭ মনোহর হিতকর, খুঁজলে না পাই বরাবর।

৬৪৩৮ মন্ত্রীদোষে রাজ্য নষ্ট।

৬৪৩৯ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। সং—মন্ত্রং বা সাধয়েচ্ছরীরং বা পাতয়েৎ

(প্রবোধচন্দ্রিকা)। 'দেখ ভগীরথ মোক্ষ প্রেমের আশাতে। ক'রে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন, আনিলেন গঙ্গা ভারতে ॥' —রাম বসু (কবিওয়ালা)। 'মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন এইরূপ স্থির ভাবে হেরম্ব বাবুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন' —আলালের ঘরের দুলাল। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন, মনচোরার অনুসন্ধানে'—জামাই বারিক]

৬৪৪০ মন্দ খবর মিথ্যা নয়।

৬৪৪১ মন্দ ভাবলে মন্দ হয়।

৬৪৪২ মন্দের ভাল।[১]

[১ 'তাই বা হোক্ মন্দের ভাল, নন্দের সেইরূপ হলো, আঁটকুড়ো নাম ঘুচলো বৃন্দাবনে'—দাশু রায়]

ময়দাওয়ালীর বাঁদী ইত্যাদি, নং ৩৫৩ দ্রষ্টব্য।

৬৪৪৩ ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে খাঁচায় পোষে কাক।[১]

[১ দাশু রায়]

৬৪৪৪ ময়না ময়না ময়না[১], সতীন যেন হয় না।[২]
বঁটি বঁটি বঁটি, সতীনকে ধ'রে কুটি ॥[৩]

[১ পা—আয়না আয়না আয়না। ২ জামাই বারিকে উদ্ধৃত। ৩ পল্লীসাহিত্যের ছড়া হইতে। নং ৮৮৭০]

৬৪৪৫ ময়রার ছেলে গুড়[১] খায় না।[২]

[১ পা—সন্দেশ। ২ নং ৮১৪৭]

৬৪৪৬ ময়লা কাপড়ে ধোপার ভয়।

৬৪৪৭ ময়ূরের নাচও নাচ, খঞ্জনের নাচও নাচ।

৬৪৪৮ ময়ূরের নৃত্য দেখি, লেজ নাড়া দেয় ছাতারে পাখী।[১]

[১ পা—ময়ূরের নাচন দেখি, লেজ ঘুরায় টুনি পাখী।—'ময়ূরের নৃত্য দেখে নাচে ছাতারে'—দাশু রায়। নং ২১৩০, ৩২০৫]

৬৪৪৯ মরণ-অভাবে বেঁচে থাকা।

৬৪৫০ মরণ-কামড়।

৬৪৫১ মরণকালে গঙ্গার দিকে পা।[১]

[১ নং ৬৪৬৬]

৬৪৫২ মরণকালে জলের ছাট।

৬৪৫৩ মরণকালে জিওন-কাঠি।

৬৪৫৪ মরণকালে জ্বরবিচ্ছেদ।

মরণকালে হরিনাম, নং ৪৬৬৮ দ্রষ্টব্য।

৬৪৫৫ মরণ তারণ[১] গাল না।

[১ পা—বাঁচন]

৬৪৫৬ মরণ নিকটে যার, কি করে ঔষধে তার।[১]

[১ নং ১২৪৮]

৬৪৫৭ মরণ নেই মরবি কিসে, আমার ঠেঁয়ে ওষুধ নিসে।

৬৪৫৮ মরণপাখা ওঠা।[১]

[১ নং ৫১২১। 'কাণ্ডটা বুঝেছি পাকা, উঠেছে তোর মরণপাখা'—দাশু রায়। 'মরবার পালক উঠেছে'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রমাসুন্দরী]

৬৪৫৯ মরণবাড় বাড়া।[১]

[১ 'তোর মরণবাড় বেড়েছে, আর দেরি নাই, পড়লি'—জামাই বারিক]

৬৪৬০ মরণান্তানি বৈরাণি।

৬৪৬১ মরণের চেয়ে পোড়নের ঘা।

৬৪৬২ মরণের ধরণ নেই।

৬৪৬৩ মরণের ভগ্ন দশা, মুখে আগুন দিয়ে বাইরে বসা।

৬৪৬৪ মরতে চলেছে বুড়ী, ছাড়ে না শাঁখের গুঁড়ি[১]।

[১ প্রসাধনের জন্য ব্যবহৃত]

৬৪৬৫ মরতে নেইক ভয়, রাজার পোষাক চায়।

৬৪৬৬ মরতে ব'সে পীরের দিকে পা।[১]

[১ নং ৬৪৫১]

৬৪৬৭ মরতে বসেছে শরবনে, চেয়ে আছে ঘরপানে।

৬৪৬৮ মরদকি বাত, হাথীকি দাঁত।[১]

[১ নবীন তপস্বিনী, বিয়েপাগলা বুড়ো ও বিবাহবিভ্রাটে

উদ্ধৃত। 'যেন হাতীকে দাঁত, মরদকে বাত'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন। নং ৬৫১৯]

৬৪৬৯ মরদ যদি কথা কয়, কচুপাতার পানি নয়।

৬৪৭০ মরদে আছাড় খায়, নি-মরদে বলে—ভূমিকম্প যায়।

৬৪৭১ মরদের জিদে বাদশা, মাইয়ার জিদে বেউশ্যা।

৬৪৭২ মর্দ্দ চলেছেন পথে, হুব্বার কোস্তা হাতে।

মর্দ্দ বটি চিঁড়ে কুটি ইত্যাদি, নং ৬৯৬২ দ্রষ্টব্য।

৬৪৭৩ মর্দ্দ বড় তেজী, তাড়া করেছে[১] বেঁজী।

[১ পা—মারবেন বনের]

৬৪৭৪ মর্দ্দ বড় তেজী, বাঁশবনে[১] হাগতে গেল, তেড়ে এল কুঁজী[২]।

[১ পা—গাঙের ধারে। ২ পা—বেঁজী]

৬৪৭৫ মর্দ্দ বড় বাছের বাছ,[১] ঠেস দিয়েছেন আমরুল গাছ।

[১ 'মদ্দ বড় বাছের বাছ, ঠেস দিয়ে আমরুলের গাছ'—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মিঠে কড়া। বাছের বাছ, প্রয়োগ যথা—'ফলবান যত গাছ, ফলেছে বাছের বাছ'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৬৪৭৬ মর্দ্দ বড় ভারি, তার তেড়া পাগড়ি।

৬৪৭৭ মর্দ্দ বড় হেঙ্গা, তার শনকাঠিখান্ ঠেঙ্গা।

৬৪৭৮ মরবার ওষুধ গলায় বাঁধা।[১]

[১ 'অবিশ্বাসে বিশ্বাস অবশ্য মন্দ ফলে। মরিবার ঔষধ ভূপতি বান্ধে গলে ॥'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'গোপনে পিরীত করা, মরবার ওষুধ গলায় পরা'—গোপাল উড়ে]

৬৪৭৯ মর্-মর্ করলে পরমায়ু বাড়ে।[১]

[১ নং ৭২৪০]

৬৪৮০ মরবার সময় নেই।[১]

[১ 'আমার কি আর মরবার ফুরসুৎ আছে'—অমৃত বসুর একাকার। 'আমি মরবার অবসরটুকু পাইনে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের কল্কি-অবতার]

মরল নারী হল ছাই ইত্যাদি, নং ৫১৫৬ দ্রষ্টব্য।

৬৪৮১ মরা কাকের আবার চড়কের[১] ভয়।

[১ পা—মড়কের। 'কি ফল আছে মরা কাককে চড়কেতে তুলতে'—দাশু রায়]

৬৪৮২ মরা গরু ঘাস খায় না।[১]

[১ 'মরা গরু কখন কি খেয়ে থাকে ঘাস'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'কোন কালেও শুনি নাই যে মরা গরুতে ঘাসজল খাইয়া থাকে'—নববাবুবিলাস। 'মরা গরুতে কি ঘাস খায় এই বলে কি পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ করবে'—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। 'বাপ-মাকে জল কি? মরা গরুতে ঘাস খায়?'—অমৃত বসুর কৃপণের ধন]

৬৪৮৩ মরা গরুর ঘাস কাটা।

৬৪৮৪ মরা গাঙ কুমীরে ভরা।

৬৪৮৫ মরা গাঙের ফোঁপানি সার।

৬৪৮৬ মরা গাছে ফুল ফুটেছে কাটবার নয়।

৬৪৮৭ মরা ঘোড়া পাড়া খাওয়ার যম।

৬৪৮৮ মরা প্রাণে বেঁচে থাকা।

৬৪৮৯ মরা বাঘকে কিলিয়ে মারা।

৬৪৯০ মরা বামুন গাঙে ভাসে, চিঁড়ে দইয়ের নামে উঠে আসে।

৬৪৯১ মরা[১] বামুন শূদ্দুরের ছুনা[২]।

[১ পা—কানা। ২ পা—আপড়া বামুন শূদ্রের দেড়া]

৬৪৯২ মরা বেরালের দাঁতখাম্‌টি।[১]

[১ নং ১৬০৭, ৬৮৬০]

৬৪৯৩ মরা ভাতার তালুই জ্ঞান।

৬৪৯৪ মরা ম'রে গঙ্গায় যাউক, যেমনে-তেমনে বাম্‌নে পাউক।

৬৪৯৫ মরা মাছ, ভাঙা চুবড়ি।

৬৪৯৬ মরা মানুষে কথা কয় না।

৬৪৯৭ মরা মালঞ্চে ফুটল ফুল, টেকো মাথায় উঠল চুল।

৬৪৯৮ মরার বাড়া গাল নেই, সর্ব্বস্বান্তের বাড়া দণ্ড নেই।[১]

[১ 'গালির উর্দ্ধসংখ্যা যেমন মর বাক্য ব'লে'—দাশু রায়।

'মরার বাড়া গাল নেই,আমি ইন্‌সল্‌ভেণ্ট নেব'—গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী]

৬৪৯৯ মরা সরা[১] সমান কথা।

[১ পা—সরা মরা]

৬৫০০ মরা হাতী লাখ টাকা।[১]

[১ পা—হাতী ম'লেও লাখ টাকা, জীয়ন্তেও লাখ টাকা। 'মজুমদারের মেয়ের পাণিগ্রহণ ক'রে কুলগর্ব্ব কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হল বটে, কিন্তু তবুও মরা হাতী লাখ টাকা রে ভাই'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রমাসুন্দরী]

৬৫০১ মরি তাতে[১] খেদ নেই, কাঁটাবন দিয়ে যেন না টানে[২]।

[১ পা—বাঘে খায়। ২ অর্থাৎ যখন যমদূত টানবে। 'মরি তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু কাঁটাবন দিয়া গমন করা ততোধিক ক্লেশ'—মদ খাওয়া বড় দায়। নং ২ ৫০, ৫৫৪৩]

৬৫০২ মরি কিবা গুণান্বিত, হাঁড়িখেকো শেজমুতো।

৬৫০৩ মরিচাতে যত ক্ষয়, ব্যবহারে তত নয়।

৬৫০৪ মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।

৬৫০৫ মরেও না বাঁচেও না, আড়া লেগে আছে।

৬৫০৬ ম'রেও[১] মরে না সে যদি লোকে ঘোষে।
বেঁচেও বাঁচে[২] না সে যদি লোকে দোষে॥

[১ পা—মরলেও; ২ পা—জীইলেও জীয়ে]

৬৫০৭ মরেছিলাম তাই বাঁচলাম, বাঁচলে আর মরতাম না।

মরে মেয়ে ওড়ে ছাই ইত্যাদি, নং ৫১৫৬ দ্রষ্টব্য।

৬৫০৮ ম'রে যায় রাণী, তবু ছাড়ে না দাঁতের কানি।

৬৫০৯ মলয়ার বায়ে বাঁশের কি।

৬৫১০ ম'লো রে ফড়িঙ কালো গু হেগে।

৬৫১১ মশা মারতে[১] কামান দাগা।

[১ পা—কাকের ওপর। নং ১৫০০, ৬৫৯২]

৬৫১২ মশা মারতে গালে চড়।

৬৫১৩ মশা[১] মেরে হাত কালো।

[১ পা—মাছি। 'হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র'—নীলদর্পণ। 'এ নিতান্ত ক্ষুদ্র জীব, মশা মেরে হাত কালো কোরো না'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের মেবার-পতন]

৬৫১৪ মশার কামড় না সয় পায়, ছোটলোকের কথা না সয় গায়।

৬৫১৫ মশার সঙ্গে হাতীর দ্বন্দ্ব।

৬৫১৬ মশালের আগে চেরাগের আলো।

৬৫১৭ মশালচি[১] আপনি কানা।

[১ মশালধারী]

মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাল ইত্যাদি, নং ৬১০৪ দ্রষ্টব্য।

৬৫১৮ মহতের ধর্ম্ম মহতে জানে, মহতের টান মহতে টানে।

৬৫১৯ মহতের বাত, হাতীর দাঁত, পড়ে ত নড়ে না।[১]

[১ নং ৬৪৬৮]

৬৫২০ মহাজন সাচ্চা, রাজা গড়ে, এদের কখনো লক্ষ্মী না ছাড়ে।

৬৫২১ মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।[১]

[১ মহাভারত, যক্ষপ্রশ্ন]

৬৫২২ মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া।[১]

[১ 'আজ যাবার দিনটায় হতভাগিনীদের একটু মাপ করলে তোমাদের মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না'—শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া]

৬৫২৩ মহিষমর্দ্দিনী।[১]

[১ ব্যঙ্গে প্রযুক্ত। 'একেবারে মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের পুনর্জ্জন্ম। পুনশ্চ—'কোত্থেকে বারো বছরের বলে এক মহিষমর্দ্দিনী ষোড়শী নিয়ে এলাম'—বিরহ]

৬৫২৪ মহীরাবণের বেটা অহিরাবণ।

৬৫২৫ মাংসে মাংসবৃদ্ধি হয়, ঘৃতে বৃদ্ধি বল।
দুধে হয় বীর্য্যবৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল॥

৬৫২৬ মা অবান্তে[১] বাপ তালুই[২], ভাই হল গিয়ে বনের বালুই[৩]।

[১ পা—মলে। ২ ভাই বা ভগ্নীর শ্বশুর, অর্থাৎ পর। ৩ পা—ছেলে হল বনের বাবুই]

৬৫২৭ মা আইবুড়ো, বেটী শ্বশুরবাড়ী যায়।[১]

[১ 'মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেল, মার বিয়ে হল না'—নবীন তপস্বিনী]

৬৫২৮ মাইরি দিদি ফুটকড়াই, ছড়িয়ে দিলে গড়িয়ে যাই।

৬৫২৯ মাকড় মারলে ধোকড় হয়, টিকটিকি মারলে গোবধ হয়।[১]

[১ নিজের বেলায় মাকড় (=মাকড়সা) মারিলে ধোকড় (=কাপড়-চোপড়) লাভ হয়, কিন্তু পরের বেলায় টিকটিকি মারিলে গোবধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। গল্পের স্মার্ত্ত পণ্ডিতের বিচারে অপরের জন্য এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের কঠোর ব্যবস্থা, কিন্তু নিজের ছেলের জন্য লাভের ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে মর্টন সাহেব যে কৌতুককর পদ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃঃ ১৬০) তাহার ইহাই তাৎপর্য্য। কিন্তু—'এ একবার চীৎকার করে, ও একবার রাগ করে, কিন্তু কিছুই শেষ হয় না,—আসল কথা মাকড় মারিলে ধোকড় হয়' (মদ খাওয়া বড় দায়)—এই প্রয়োগ হইতে মনে হয়, প্রবচনটির প্রকৃত অর্থ অনিশ্চিত]

৬৫৩০ মাকড়সার মত চুষে খাওয়া।

৬৫৩১ মাকাল ফল দেখতে ভালো, উপরে লাল ভিতরে কালো।[১]

[১ নং ৫৫২৪]

৬৫৩২ মাকাল[১] রাগ করবে, নিজের বিলে নিজে গিয়ে থাকবে।

[১ মৎস্যের দেবতা]

৬৫৩৩ মাকু জঙ্গ বাহাদুর।[১]

[১ কথিত আছে দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের মীর মুন্সী কাঁথির তন্তুবায়বংশীয় জগমোহন দালালের পুত্র জগদিন্দ্র বনোয়ারিলাল যখন মহারাজা বাহাদুর উপাধি পান, তখন উপাধি-বিতরণের সময়ে নকীব বিদ্রূপ বা ভুল করিয়া মহারাজা বাহাদুর না বলিয়া মাকু জঙ্গ বাহাদুর বলিয়া ঘোষণা করে। তন্তুবায়-জাতীয় ভদ্র সন্তানের প্রতি বিদ্রূপে বা আক্রোশে প্রবচনটি প্রযুক্ত হয়]

৬৫৩৪ মাকে মামার বাড়ীর খবর দেবে।[১]

[১ পা—মাকে মামার বাড়ী দেখানো]

৬৫৩৫ মা খায় ধান[১] ভেনে, বেটা খায় এলাচ[২] কিনে।

[১ পা—ভাচা (ভানিবার ধান)। ২ পা—জায়ফল]

৬৫৩৬ মাগ করবে জা'দা[১], ভূঁই করবে কাদা।
[১ জায়দা, অনেক। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানী প্রবাদ]

৬৫৩৭ মাগ কাটে কাট্‌না, ভাতারের দেখ নাচনা।

৬৫৩৮ মাগ চিনেছে গোবিন্দ কানা।

মাগ জব্দ কিলে ইত্যাদি, নং ৩৫৩৫ দ্রষ্টব্য।

মাগ না ছেলে, ঢেঁকি না কুলো ইত্যাদি, নং ২৯৭১ দ্রষ্টব্য।

৬৫৩৯ মাগ্‌না পেলে কি না গেলে।

৬৫৪০ মাগ্‌না মদ বাম্‌নাও খায়।

৬৫৪১ মাগ্‌নার আবার টক্ ঘোল।

৬৫৪২ মাগ্‌নার ওপর[১] টাক্‌না চায়।
[১ পা—মাগ্‌না পেলে]

৬৫৪৩ মাগ্‌নার ওপর টাক্‌না, তার ওপর ভিখারী বাম্‌না।

মাগ নেই ছেলে নেই পোড়া কপাল, নং ৩৬০১ দ্রষ্টব্য।

৬৫৪৪ মাগ নেই[১] তার ফুলশয্যা[২]।
[১ পা—মূলে মাগ নেই। ২ পা—উত্তর শিয়র (নং ২৬৯৩); শ্বশুরবাড়ী]

৬৫৪৫ মাগন্তড়ের[১] মাগ শুধু ভাত খায় না।
[১ যে মাগিয়া খায়। পা—মাগনকুড়ের]

৬৫৪৬ মাগ্‌বি যখন ভিক, তখন তামাক খেতে শিখ।

৬৫৪৭ মাগ ভাতারকে[১] বামুন জ্ঞান নেই।
[১ পা—স্ত্রী পতিকে]

৬৫৪৮ মাগ ভাতার যখন, রোজগার তখন।

৬৫৪৯ মাগ ভাতারে দেখা নেই, ষষ্ঠীপূজার ধূম।

মাগ-ভাতারের কোঁদল, নং ৬৩৫৬ দ্রষ্টব্য।

৬৫৫০ মাগ বেচে পুতের বিয়ে কুটুম গেল বেড়ে।

৬৫৫১ মাগমরা[১], গরুহারা[২], গায়ে দাদ যার।
সদাই বিরস মন, সুখ নেই তার ॥[৩]
[১ পা—গাফাটা। ২ পা—কানকাটা। ৩ নং ২৪৮৮]

৬৫৫২ মাগমরা পুরুষের কোথা ঘরে থাকে আঁটুনি।
গুজর ঘাটের জল শুকালে জবাব পান পাটুনি ॥

৬৫৫৩ মাগ মাগ মাগ, মাগ আগে খাক্।
মাগ মাগ মাগ, মাগ মাথার পাগ[১] ॥
[১ দ্বিতীয় লাইন কমলে কামিনীতে উদ্ধৃত]

৬৫৫৪ মাগী মরদ রাজি, কি করবে কাজী।[১]
[১ 'গুরিক্ষা বলেন—রায়, দোঁহে যদি রাজি, কি করিতে পারে তবে মীর মিঞা কাজী ॥'—ঘনরাম চক্রবর্তী]

৬৫৫৫ মাগী যেমন মিন্‌সে তেমন, তিনগুণ তার চেলা।

৬৫৫৬ মাগীর পাতে মিন্‌সে খায়।

৬৫৫৭ মাগীরা দেয় জুতা পায়, ভাত ব্যঞ্জন পুড়ে যায়।

৬৫৫৮ মা-গুণে ঝি, বাপ-গুণে পো।

৬৫৫৯ মা-গুণে পোয়া, ভূঁই-গুণে রোয়া।

৬৫৬০ মাগুর মাছ ঘৃতে রান্ধে, তৈল লবণ শুণ্ঠির গন্ধে।
ছাগ-মাংস করে অনুপান, খাইলে দেহ কনক সমান ॥[১]
[১ ডাকের বচন]

৬৫৬১ মাগের আবদার মেটাবে যে, জন্মায়নি ভাতার সে।

৬৫৬২ মাগের ইচ্ছা ভাতারটি।

৬৫৬৩ মাগের[১] কাছে পাগের[২] বড়াই।[৩]
[১ পা—মেগের। ২ পা—পেগের। ৩ 'যেমন মেগের কাছে পেগের বড়াই, ঘরে করে জাঁক'—রাম বসু (কবিওয়ালা)]

৬৫৬৪ মাগের বেটী মাগ, না চিনেন চীনে সিঁদূর, না চিনেন ফাগ।[১]
[১ নং ৩৮২৮]

৬৫৬৫ মাগেরে পোঁছে না ভাতার, বলে—মান আছে আমার।

৬৫৬৬ মাগ্‌গি কিন্তু সাচ্চা, সস্তা কিন্তু পচ্চা[১]।
[১ নং ৮২৩৭]

৬৫৬৭ মাঘে মেঘে[১] একই রীত[২], যত্র বায়[৩] তত্র শীত।[৪]
[১ পা—মেঘে মাঘে। ২ পা—না মেঘে শীত, না মাঘে শীত। ৩ পা—বায়ু। ৪ খনার বচন। নং ৬৮৯৮]

৬৫৬৮ মাঘের মাটি[১] হীরের কাঁঠি[২], ফাগুনের মাটি সোনা।
চৈতের মাটি যেমন তেমন, বৈশাখের মাটি নোনা॥[৩]

[১ চাষ দেওয়া জমি। ২ কণ্ঠী অথবা কণ্ঠমালার দানা। ৩ খনার বচন ৪৬]

৬৫৬৯ মাঘের শীত বাঘের গায়[১], ক্ষীণের শীত সর্ব্বদায়।

[১ নং ৫২৯৬। 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির'—ভারতচন্দ্র]

৬৫৭০ মা চাইতে ঝি,[১] বাপ চাইতে পুত।

[১ অর্থাৎ মাকে দেখিলে মেয়েকে বোঝা যায়]

৬৫৭১ মাচা নেই তার বুধবার।

৬৫৭২ মাচা বড় সাচা তার দোরে গড়খাই।
ঢেকাঢেকি[১] মেরো নাক, আমি আস্তে আস্তে যাই॥

[১ ধাক্কা]

৬৫৭৩ মা চায় আঁতপানে[১], মাগ চায় ভাত পানে[২]।

[১ অর্থাৎ পুত্রের অন্তরের দিকে। পা—মুখ পানে। ২ পা—টেঁক পানে]

৬৫৭৪ মাচার তলার লোহা[১] কামারের দোকানে।

[১ অতি তুচ্ছ বা গোপনীয় বস্তু]

৬৫৭৫ মাছ আর অতিথি, দু'দিন পরেই বিষ।

৬৫৭৬ মাছকে সাঁতার শেখানো।

৬৫৭৭ মাছ খাই না তবু গলায় কাঁটা বেঁধে।

৬৫৭৮ মাছ খাই না, মাংস খাই না, ধর্ম্মে দিয়েছি মন[১]।
বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এসেছি[২] বৃন্দাবন[৩]॥

[১ পা—ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী রাধাকৃষ্ণ বল মন। ২ পা—যাচ্ছি। ৩ জামাই বারিকে প্রযুক্ত।—নং ২৫৯, ৫৫০, ৫৭৩২]

৬৫৭৯ মাছ খাবে ত মাগুর, কি করবে ত ঠাকুর।

৬৫৮০ মাছ খায় না, মাছের ঝোল খায়।

৬৫৮১ মাছ খায় না যতিনী[১], পাতে তিনটে খল্‌সে।
কি করে না যতিনী, কোণে তিনটে মিন্‌সে॥
[১ যতিনী = সন্ন্যাসিনী, বিধবা। নং ৫৫২৬, ৭০০৯]

৬৫৮২ মাছ খেল মেছো কুমীরে, চড়ক গাছের দোষ।

৬৫৮৩ মাছ চেনে গভীর জল, পাখী চেনে ডাল।[১]
মায়ে জানে পুতের মায়া জীয়ে যত কাল॥[২]
[১ পা—মৎস্য চিনে গভীর গম্য, পক্ষী চিনে ডাল। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে—'মৎস্য চিনে গভীর গঙ্গা, পক্ষী চিনে ডাল। মায়ে জানে পুত্রের মায়া জীবে যত কাল॥' ২ 'মৎস্য চিনে উচ খোঁচ, পানিএ চিনে নাল। মায়ে চিনে পুত্রের বেদন যার গর্ভের শাল॥'—গোপীচন্দ্রের পাঁচালী]

৬৫৮৪ মাছ ধুলে মিঠে, মাংস ধুলে শিটে।

৬৫৮৫ মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়।

৬৫৮৬ মাছ-পোড়ার লোভে, শনি মঙ্গল বার ডোবে।[১]
[১ নং ৩০০৮, ৫৯৪৭]

৬৫৮৭ মাছ বললে মাকাল ঠাকুর[১]।
[১ মৎস্যের দেবতা।—'তুমি জল বললে সরবোত দেয়, ভাত বললে পায়েস, মাছ বললে মাকাল ঠাকুর'—জামাই বারিক]

৬৫৮৮ মাছ মরেছে বেরাল কাঁদে, শান্ত করলে বকে।
ব্যাঙের শোকে সাঁতার-পানি হেরি সাপের চোখে॥[১]
[১ নবীন তপস্বিনীতে প্রযুক্ত]

৬৫৮৯ মাছ মারতে কাদার ভয়। মাছ মারতে গায়ে কাদা।

৬৫৯০ মাছ মেরে এল তিওর,
কোন্ দিক পাশতলা, কোন্ দিক শিয়র।

৬৫৯১ মাছরাঙা পাখীর কলঙ্ক যায় না।[১]
[১ নং ৮০৮৪]

৬৫৯২ মাছি মারতে নরাজের[১] ঘা।
[১ যে কাঠের দণ্ডে তাঁতের টানার সূতা জড়ান হয়। পা—কামানের। নং ১৫০০, ৬৫১১]

৬৫৯৩ মাছিমারা কেরাণী।

মাছি মেরে হাত কালো, নং ৬৫১৩ দ্রষ্টব্য।

৬৫৯৪ মাছির কামড় কাছিমের পিঠে।[১]

[১ নং ৮৭১০]

৬৫৯৫ মাছির গলায় কাছি।

৬৫৯৬ মা ছুঁলে ছেলে মরে, এমন ছেলেও পেটে ধরে।

৬৫৯৭ মা ছেড়ে বাপ ছেড়ে, ছেলে কাঁদে পড়শী ধ'রে।

৬৫৯৮ মাছে মাথা থেকে পচে।

৬৫৯৯ মাছের কাঁটা গলার বালাই।

৬৬০০ মাছের টোপ-গেলা।

৬৬০১ মাছের তেলে মাছ ভাজা।[১]

[১ 'সৎপ্রসঙ্গের উপদেশ দিতে নরেন্দ্রনাথের ত্রুটি ছিল না বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে মাছের তেলে মাছ ভাজিবার একটু মতলব ফল্গুনদীর মত তাহার হৃদয়ে নিয়ত প্রবাহিত ছিল'—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্পতরু]

৬৬০২ মাছের নামে গাছেও হাঁ করে।

৬৬০৩ মাছের নেই জলে ডোবার ভয়।

৬৬০৪ মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই, মানুষের মধ্যে মুই।[১]

[১ নং ৭৮১২, কিন্তু নং ৩৬৪৮ দ্রষ্টব্য]

মাছের মা শাকের ছা ইত্যাদি, নং ১২৭১ দ্রষ্টব্য।

৬৬০৫ মাছের মায়ের পুত্রশোক।[১]

[১ The young ones "are parted as soon as they are born"—Morton]

৬৬০৬ মা জানে না কচুপাতা কুটতে, ঝি চায় লবণী রাঁধতে।

৬৬০৭ মা জানে পুতের দরদ।

মাজো ঘষো কর ক্ষয় ইত্যাদি, নং ৬৮৯৯ দ্রষ্টব্য।

৬৬০৮ মাজো ঘষো যাব না, ফাগুন এলে র'ব না[১]।

[১ অর্থাৎ গা-ফাটা]

৬৬০৯ মাঝ গঙ্গায় ঢেউ দেখে কিনারায় নৌকাডুবি।[১]

[১ নং ৩৭১২]

৬৬১০ মাঝি ভাত খেলে গাঙে জোয়ার।[১]

[১ অর্থাৎ জোয়ার অপেক্ষা করে না]

৬৬১১ মা ঝি, বল্‌ব আর কি।

৬৬১২ মা ঝি যেখানে, বউয়ের ভাত নেই সেখানে।

৬৬১৩ মাটিতে পা না পড়া, বা মাটি না মাড়ান।[১]

[১ 'অহঙ্কার ভরে মোরা না মাড়াই মাটি'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। 'তোমার হয়েছে রাজ্য সম্পদ, পড়ে না এখন মাটিতে পদ'—দাশু রায়। 'বড়লোক হয়েছে, তাই বুঝি আর মাটিতে পা পড়ছে না'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন সন্ন্যাসী]

৬৬১৪ মাটিতে মারলে[১] গুণাহগার[২] চমকায়।

[১ পা—ভূঁয়ে বাড়ি মারলে। ২ অপরাধী]

৬৬১৫ মাটি বেটী মিথ্যা কথা, এই তিন নিয়ে কলিকাতা।[১]

[১ নং ৬৬৮৯]

৬৬১৬ মাটিমুঠো[১] ধরলে সোনামুঠো[২] হয়।[৩]

[১ পা—ছাইমুঠো; ধূলোমুঠো। ২ পা—কড়িমুঠো। ৩ 'মাটিমুঠা ধর যদি সোনামুঠা হয়'—ভারতচন্দ্র। 'ওদের পাতা-চাপা কপাল—সময়বিশেষে মাটিমুটটা ধরিলে সোনামুঠা হইয়া পড়ে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'যখন পড়তা পড়তে আরম্ভ হয়, তখন ছাইমুটো ধল্লে সোনামুটো হয়ে যায়'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। নং ৬৯৬১]

৬৬১৭ মাটির কাম দড়, যেমন করবে কর।[১]

[১ অলস ব্যক্তির উক্তি]

৬৬১৮ মাটির চেয়ে মাটি, পানির চেয়ে পানি।[১]

[১ অর্থাৎ অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি]

৬৬১৯ মাটির মানুষ।

৬৬২০ মাটির রাজা, সোনার প্রজা।

৬৬২১ মা-ঠাকরুণের নিষ্ঠা।[১]

[১ দুশ্চরিত্রা অথচ নিষ্ঠাবতী নারী সম্বন্ধে প্রযুক্ত। 'ফি

সোমবারে হবিষ্যি করেন, আ মরি! কি নিষ্ঠে গো'—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। 'ইস্ মাঠাকরুণের যে ভারি নিষ্ঠে'—অমৃত বসুর যাদুকরী]

৬৬২২ মাঠে ধান, ভাত চড়াও।

৬৬২৩ মাঠে[১] মারা যাওয়া।[২]

[১ পা—লাটে। ২ অর্থাৎ অস্থানে পড়িয়া নষ্ট হওয়া। 'কারো কথায় কোথাও যাস্‌নে রে তুই, মাঠের মাঝে মারা যাবি'—আজু গোঁসাই। 'কি চেহারাখানাই এ দেশে পড়ে মাঠে মারা গেল রে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের প্রায়শ্চিত্ত]

৬৬২৪ মা ডাকলে খেলাম না, বাপ ডাকলে খেলাম না।
সাতপুরুষের ঢেঁকি বলে—পান্তা খা', পান্তা খা'॥

৬৬২৫ মাড়ির জোরেই দাঁতের বল।

৬৬২৬ মাণিক-জোড়।[১]

[১ 'দিল মাফিক লোক পাইলে মাণিকজোড় হয়'—আলালের ঘরের দুলাল। 'কার্তিকের মত ছেলে দুটি, রূপে গুণে যেন মাণিকজোড়'—নবনাটক]

৬৬২৭ মাতব্বরি ক'রে খায়, হাল গরু বেসাত যায়।

৬৬২৮ মাতাল দাঁতাল শিঙে, বিশ্বাস নেই এই তিনে।[১]

[১ নং ৪০৫০]

৬৬২৯ মাথাকাটা ভাদা[১]।

[১ ভাদা ঘাস মাথা কাটিয়া দিলে বাড়ে]

৬৬৩০ মাথা-কাপুড়ে লোক[১]।

[১ অর্থাৎ মেয়েলি পুরুষ]

৬৬৩১ মাথাটা মোর খোক্কশ খোক্কশ, পেটটা মোর হেঁড়ে রাক্ষস।

৬৬৩২ মাথাটি যেন চণ্ডী ওল, পেটটি যেন নাদা।

৬৬৩৩ মাথা নেই তার মাথাব্যথা।[১]

[১ পা—যার নেই মাথা তার কিসের ব্যথা; মাথাও নেই, ব্যথাও নেই, ইত্যাদি। সং—শিরো নাস্তি শিরোব্যথা। 'মাথা নাই, মাথাব্যথা'—রামপ্রসাদ। 'শিরো নাস্তি শিরঃপীড়ে', পুনশ্চ 'মাথা নাই তার মাথা ধরে'—দাশু রায়]

৬৬৩৪ মাথা মুড়িয়ে বা মাথায় ঘোল ঢালা।[১]

[১ মাথায় ঘোল ঢালিয়া দণ্ড দেওয়ার প্রাচীনতম উল্লেখ কেলীশীল জাতকে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে—'যদি পুনঃ হেন বোল মাথায় ঢালিব ঘোল'—পদকল্পতরু। 'পুরের কোটাল আনি শিরে ঢালে ঘোল'—কবিকঙ্কণ। 'সহর বাহির করে শিরে ঘোল ঢেল্যা'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'মুড়ায়ে মাথায় ঘোল ঢালিব, করিব বিদায়'—গোপাল উড়ে। 'তোমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল তাতে কেহ ঢালবে না'—দাশু রায়। 'এবার ছোট রাণীর মাথায় ঘোল ঢেলে ঢাক বাজাতে বাজাতে বনবাস দেবে'—জামাই বারিক]

৬৬৩৫ মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া।[১]

[১ 'আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে'—কবিকঙ্কণ। 'আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে বুড়ার মাথায়'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'কে জানে যে আকাশ ভেঙ্গে একেবারে মাথার উপর পড়বে'—আলালের ঘরের তুলাল। 'আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িত মাথায়'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৬৬৩৬ মাথায় ক'রে এনে পা দিয়ে ছানা।[১]

[১ 'হাঁড়িগড়া কুমর, মাথায় করে বয়ে এনে পা দিয়ে ছানে' —কমলে কামিনী]

৬৬৩৭ মাথায় চুল নেই, লম্বা দাড়ি[১]।

[১ পা—কপালে তেলক বা ফোঁটা]

৬৬৩৮ মাথায় মুত মুখ বেয়ে পড়ে।[১]

[১ পা—মাথায় মুতলে মুখে পড়ে। 'জান না রে মুখে পড়ে মাথায় মুতিতে'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা]

৬৬৩৯ মাথায় রাখলে উকুনে খায়, ভূঁয়ে রাখলে পিঁপড়ে খায়।

৬৬৪০ মাথায় লাথি মেরে পায়ে গড়।

৬৬৪১ মাথার উকুনেই মাথা খায়।

৬৬৪২ মাথার উপর জল এক হাতই বা কি সাত হাতই বা কি।

৬৬৪৩ মাথার উপরে শকুনি ওড়া।[১]

[১ অর্থাৎ মৃত্যু আসন্ন। 'মাথার উপর শকুনি উড়চে, তবু দলাদলি কত্তে ছাড়ে না'—বিয়েপাগলা বুড়ো। 'মাথায় শকুনি

উড়ছে, আমায় বঞ্চিত ক'রে কেন বিয়ে করতে এসেছ বাবা'—গিরিশ ঘোষের বলিদান]

৬৬৪৪ মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।[১]

[১ 'আপনারই মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল'—নীলদর্পণ। 'মাথার ঘায়েতে তুমি হয়েছ পাগল'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'আর ভাই, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল—কি ক'রে মেয়ে পার করব, তা বুঝতে পারি না'—গিরিশ ঘোষের আয়না]

মাথার চেয়ে পাথর শক্ত, নং ৫০৩৪ দ্রষ্টব্য।

৬৬৪৫ মাথার ঠাকুর, চূড়ো বা মণি।

৬৬৪৬ মা দিলে বাপ নয়, আপনা দিলেও আপনা নয়।

৬৬৪৭ মাদুর নেই তার উত্তর শিয়র।[১]

[১ পা—মূলে নেই মাদুরী তার উত্তরশিয়রী।—নং ২৬৯৩, ৬৫৪৪]

৬৬৪৮ মা দেয় না চেয়ে, পেট ভরে না খেয়ে।

৬৬৪৯ মা নয় যে তাড়িয়ে দেব, বাপ নয় যে ভাত দেব না,
পরের মেয়ে রাখি কোথা।

৬৬৫০ মানব ঠাকুর, দেব না, আমার পিত্যেশ[১] ক'রো না।

[১ প্রত্যাশা]

৬৬৫১ মানলে পীর বরাবর, না মানলে ক্ষীর[১] বরাবর।

[১ অর্থাৎ পীরকে দেবার জন্য আনীত। যথা—'দরগায় গিয়ে ফয়তা দেবা ক্ষীর'—জামাই বারিক]

৬৬৫২ মানি ত মানি, নয় দু'পা দিয়ে ছানি।

৬৬৫৩ মানি ত শালগ্রাম, না মানি ত পাথর[১]।

[১ পা—আমড়ার আঁটি]

৬৬৫৪ মানী মরে মনের চিন্তায়[১] কানী মরে চোখের চিন্তায়।[২]

[১ পা—আনী মরে মানীর চিন্তায়। ২ নং ২০২৫]

৬৬৫৫ মানীর মান খোদায় রাখে।

৬৬৫৬ মানুষ করে আস্বা, ঘটান জগদম্বা।[১]

[১ পা—মিছে কর আস্বা, যা করে জগদম্বা]

৬৬৫৭ মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙে।[১]

[১ ইংরেজীর অনুবাদ—Man proposes, God disposes ?]

৬৬৫৮ মানুষ চেনা ভার।

৬৬৫৯ মানুষ চেনে আকলে[১], গাছ চেনে বাকলে[২]।

[১ আক্কেলে। ২ ছালে ('বল্কল' হইতে)]

৬৬৬০ মানুষ জানি ভাবে[১], ভাগ্য জানি লাভে।

[১ নং ২৮৩৭, ৬৯০৫-৬]

৬৬৬১ মানুষ নয় পক্ষী, পেটের দায়ে দুঃখী।

৬৬৬২ মানুষ না ফানুস।

৬৬৬৩ মানুষ পড়ুক, কলসী না ভাঙুক।[১]

[১ নং ২৯২৮]

মানুষ বড় মান ইত্যাদি, নং ৬৮৭০ দ্রষ্টব্য।

৬৬৬৪ মানুষ বড় সহজ নয়, ওড়া পাখীর পাখা গুণে কয়।

৬৬৬৫ মানুষ বড় হালদার ঠাকুর।

৬৬৬৬ মানুষ বুঝে কই কথা, দেবতা বুঝে নোয়াই মাথা।

৬৬৬৭ মানুষ মরলে[১] কথা, কাপড় ছিঁড়লে কাঁথা।

[১ পা—বললে]

৬৬৬৮ মানুষ মরে মেলে[১], খটাশ মরে তেলে।

[১ পা—বুলে। নং ৫৭৭০]

৬৬৬৯ মানুষ মরে যাতে, গাছড়া সারে তাতে।[১]

[১ খনার বচন ১৩০]

৬৬৭০ মানুষ যদি নদীতে পড়ে, খড়কুটা আঁকড়ে ধরে।[১]

[১ ইংরেজীর অনুবাদ ?—নং ৩৬৬২]

৬৬৭১ মানুষ যায়, নাম থাকে।

৬৬৭২ মানুষ হলে বোঝে, কচু হলে সেজে[১]।

[১ সিদ্ধ হয়]

৬৬৭৩ মানুষে মানুষ চেনে, শূয়রে চেনে ঘেঁচু।[১]

[১ নং ৭৯৮৪, ৮৪৮৮]

৬৬৭৪ মানুষে মানুষে অন্তর, কেউ হীরা কেউ পাথর।[১]

[১ হি—আদমি আদমি অন্তর, কোয় হীরা কোয় কঙ্কর]

৬৬৭৫ মানুষে ভাবে এক, হয় এক।

৬৬৭৬ মানুষের কুটুম দিলে থুলে[১], গরুর কুটুম চাটলে-চুটলে[২]।[৩]

[১ পা—এলে গেলে। ২ পা—পালে পালে। ৩ নং ২৩৯৬]

৬৬৭৭ মানুষের তেলে জলেই শরীর।[১]

[১ আলালের ঘরের দুলাল]

৬৬৭৮ মানুষের বাছা ছ'মাস বাঁচা[১], গরুর বাছা তুলে নাচা।

[১ পা—পচা]

৬৬৭৯ মানুষের ভাগ্যে দেবতা খায়।

৬৬৮০ মানুষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত্ত, পাখীর মধ্যে কাওয়া।
দেবতার মধ্যে কানাই ধূর্ত্ত, যার না ধরা পাওয়া॥

৬৬৮১ মানুষের মন কুমোরের চাক, পলকে দেয় আঠারো পাক।

৬৬৮২ মানুষের মন ঘড়ির কল, একবার বিগড়ালে হয় বিকল।

৬৬৮৩ মানুষের সঙ্গে খোঁজ নেই, পাড়াসুদ্ধ ঘর।

৬৬৮৪ মা নেই যার জ্যেঠী খুড়ী, ভাত নেই যার চিঁড়ে মুড়ি।[১]

[১ অর্থাৎ মায়ের বা ভাতের অভাব কিছুতেই দূর হয় না। নং ৩০০৬]

৬৬৮৫ মা[১] নেই যার, না'[২] নেই তার।[৩]

[১ পা—ঘরে মা। ২ পা—ঘাটে না'। ৩ রূপান্তর—মায়ে নায়ে সমান। নং ৮৬১৩]

৬৬৮৬ মানে মানে বেঁচে থাকা। বা, মানে মানে থাকলে ভাল।

৬৬৮৭ মানের[১] গোড়ায় ছাই।[২]

[১ শ্লেষে—মান ও মানকচু। ২ 'পরিণামে বাড়ে মান মানে দিলে ছাই'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'অর্থলোভে সকলি ডোবে, মানের গোড়ায় ছাই'—দাশু রায়।—'শুনেছি নাকি ওদের মানের গোড়ায় ছাই পড়েছে'—অমৃত বসুর সাবাস্ আটাশ।

'মানের গোড়ায় না দিলে ছাই মান কি মেলে কথার ছলে'—মুকুন্দ দাস যাত্রাওয়ালা]

মানোয়ারী গোরা, নং ৩৪৪৯ দ্রষ্টব্য।

৬৬৮৮ মান্ধাতার আমল।[১]

[১ বহু প্রাচীন কাল; ইক্ষ্বাকু বংশের মান্ধাতা সত্যযুগের রাজা ছিলেন। 'মান্ধাতা আমলের পুরানো'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহ। 'সেই কোন মান্ধাতার আমলে আপনারা বিয়ে করেছিলেন'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের মূল্য]

৬৬৮৯ মান্নাদের যাত[১], কে দেয় কার পোঁদে হাত।

[১ মান্না=জাতিবিশেষ। যাত=ভিড় উৎসব বা মেলা। পা—মান্নার জাত]

৬৬৯০ মান্য করলে কল্পতরু, না হলে দামড়া গরু।

৬৬৯১ মাপানে পুরুষ না মাপালে, ভাত না মিলে কারো কপালে।[১]

[১ নং ৩৫৭৯, ৪২৫৪]

৬৬৯২ মা পায় না ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করবার সূতা।
ছেলের পায়ে দেখ গিয়ে চোদ্দসিকের জুতা॥

৬৬৯৩ মা ফলেষু কদাচন।[১]

[১ ভগবদ্‌গীতা]

৬৬৯৪ মা বলেছে মাথা ধরেছে।

৬৬৯৫ মা-বাপ ডেওডাকনা[১], শালা শালাজ নিয়ে ঘরকন্না।
ঘরে আছেন সিদ্ধেশ্বরী, তার মত নে' কর্ম্ম করি॥

[১ সরপোষ, অর্থাৎ গৃহস্থালীর ক্ষুদ্র তুচ্ছ বস্তু]

৬৬৯৬ মা বাপ ভাত দেয় দিন গুণতি ক'রে।
স্বামীর তুল্য ভাত আর কেউ দিতে নারে॥

৬৬৯৭ মা-বাপ মরা দায়।

৬৬৯৮ মা-বাপে বিয়া করায়, কিছু না রে না।
নিজে বাজে বিয়া করে, এই ত মা রে মা[১]॥

[১ অর্থাৎ বধূই তখন মায়ের সমান হয়]

৬৬৯৯ মা বিয়ল না বিয়ল মাসী[১], ঝাল খেয়ে[২] ম'ল পাড়াপড়শী।[৩]

[১ পা—মা বিয়লেক, না বিয়লেক ঝি। ২ প্রসূতিকে গোল-মরিচ কালজিরে শুঁঠ ইত্যাদির পাকে প্রস্তুত 'কাওয়া' ঝাল খাওয়ানর রীতি আছে। ৩ নং ৬৭৪০, ১১৪৬-৪৭]

৬৭০০ মা বেচে খায় কলমি শাক[১], বেটার মাথায় ফরমেসে[২] পাগ।

[পা—নোটে শাক। ২ পা—বাদশাই]

৬৭০১ মা মরুক, মাসী জীউক।

৬৭০২ মা মরে কুলো দিয়ে ঢাকে বা কুলো আড়াল দেয়।[১]

[১ সঙ্কেত প্রবাদ; চাষীরা চাষের সময় 'এখন অবসর নাই' এই অর্থে প্রয়োগ করে]

৬৭০৩ মা মরে ঝিয়ের তরে, ঝি মরে ভাতারের তরে।[১]

[১ পা—মায়ে বলে 'ঝি ঝি', ঝিয়ে বলে 'নাঙটি']

৬৭০৪ মা মরেন দোষ নেই, বউ বাঁচলে বাঁচি।

৬৭০৫ মামলায় চড়লে ভূতে পায়, জমানো কড়ি পাঁচ ভূতে খায়[১]।

[১ পা—পূর্ব্ব ধন নেড়েয় খায়]

৬৭০৬ মামলায় মরে হেরে গিয়ে, ভেড়ার বদলে ঘোড়া দিয়ে।

মা ম'লে বাপ তালুই ইত্যাদি, নং ৬৫২৬ দ্রষ্টব্য।

৬৭০৭ মামা, বাপের জবানীতে শালা।

৬৭০৮ মামা ভাগনে জামাই শালা আর পোষ্য পুত।
ঘরে ঘরে বিরাজ করেন, এই পাঁচটি ভূত॥

৬৭০৯ মামা ভাগনে যেখানে, আপন নেই সেখানে।

৬৭১০ মামা মামী ঝগড়া করে, নেকা পান্তা খেয়ে মরে।

৬৭১১ মামার ক্ষেতে[১] বিয়ল গাই, সে সম্পর্কে মামাত[২] ভাই।

[১ পা—মামার পালে; বাঁশতলায়; তালতলায়। ২ পা—খালাত; মাস্‌তুতো]

৬৭১২ মামার[১] জয়েই জয়।

[১ পা—খুড়োর; দাদার]

৬৭১৩ মামার নামে ধামা-ধামা, আমার নামে আধ ধামা।

৬৭১৪ মামার বড় ভালবাসা, কলা খেয়ে দেয় খোসা।

মামার বড় রস ইত্যাদি, নং ৩৫৫৩ দ্রষ্টব্য।

মামার ভাতে বেগুনপোড়া, নং ৪৯২৫ দ্রষ্টব্য।

৬৭১৫ মামার শালা, পিসের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।

মামা রাতকানা, তাই আমি চোখে দেখি না, নং ৪০৬২ দ্রষ্টব্য।

৬৭১৬ মামা শালা যে সংসারে, সে সংসার যায় ছারে-খারে।

৬৭১৭ মামীর ভাগনেকে ছেঁটে ফেলা[১]।

[১ হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

৬৭১৮ মামীর মা বড় সুখী, পান্তা ভাতে কচুর মুখী[১]।

[১ মুখী = অঙ্কুর। যে কচুর চতুর্দ্দিকে অঙ্কুর বাহির হয় তাহাকে মুখী কচু বলে]

৬৭১৯ মায়াকান্না।[১]

[১ 'দেখাইবার জন্য পানসে চক্ষে একটু একটু মায়াকান্না কাঁদিতে লাগিলো'—আলালের ঘরের দুলাল]

৬৭২০ মায়াযুক্ত জীব, মায়ামুক্ত শিব।

৬৭২১ মায়েও মারলে[১], হাঁড়িতেও ভাত নেই।

[১ পা—মাও মরেছে]

৬৭২২ মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলে।[১]

[১ 'বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া' —ভারতচন্দ্র]

মায়ে ঝিয়ে কোঁদল কোঁদল নয়, নং ৫৮৮৬ দ্রষ্টব্য।

৬৭২৩ মায়ে ঝিয়ে ব্রত করে, যার যার বর সেই সেই মাগে।

৬৭২৪ মায়ে বলে পর পর, মায়ে করে কার ঘর।

মায়ে বিয়লে মাগে পেলে, কার ধন কার, নং ৬৭৩৮ দ্রষ্টব্য।

৬৭২৫ মায়ের কাছে কিল চড়, মাসীর কাছে বড় আদর।

৬৭২৬ মায়ের কোলে আয়ু বর্ত্তায়।

৬৭২৭ মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি[১]।

[১ নং ৪৭৩৪]

৬৭২৮ মায়ের চাপড়ে হাড় ভাঙে না।

৬৭২৯ মায়ের চেয়ে ঝি কাজী, ঢেঁকি মুসল দিয়ে বানায় পাঁজি[১]।

[১ পাঁজাল, অর্থাৎ পোয়াল জাল, খড়ের আগুন]

৬৭৩০ মায়ের চেয়ে দরদ বেশি,[১] তারে বলি ডা'ন।[২]

[১ পা—চেয়ে ব্যথিত বড়; চেয়ে বেদিনী বড়। 'মায়ের চেয়ে যে দরদী' এই পাঠ গিরিশ ঘোষের হারানিধিতে প্রযুক্ত। ২ প্রবাদের বিভিন্ন রূপান্তর—মায়ের চেয়ে অধিক মায়া, তারে বলি ডাইনের মায়া; মায়ের চেয়ে যে বাসে ভাল তারে বলি ডাইনী, সেই ডাইনীর চোখে নিত্য রয় সাঁতার-পানি। ইত্যাদি]

৬৭৩১ মায়ের ছা রা'য়ে বর্ত্তায়।

৬৭৩২ মায়ের দরদ নেই, মাসীর দরদ।[১]

[১ 'লোকে বলে মার চেয়ে মোহ করে মাসী'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ'—শরৎচন্দ্রের মেজদিদি]

৬৭৩৩ মায়ের দুধে পেট ভরে না, বাপের আঙুল চোষে।

৬৭৩৪ মায়ের নাম চিন্তে কানী, মেয়ের নাম পদ্মরাণী।

৬৭৩৫ মায়ের নাম চেরাকী বাঁদী[১], পুতের নাম সুলতান খাঁ।

[১ যে পীরের দরগায় প্রত্যহ চেরাগ দেয়]

৬৭৩৬ মায়ের নাম পোঁটাচুন্নী, ছেলের নাম চন্দনবিলাস[১]।

[১ পা—পোটাচুন্নীর ছেলের নাম চন্দনবিলাস। পোঁটা চুনী= মাছের পোঁটা চুরণী। নং ২৮০৯]

৬৭৩৭ মায়ের পরণে টেনা নেই, ছেলের বাঁকা টেরি।

মায়ের পুত নয়, শ্বাশুড়ীর জামাই, নং ৪২০৫ দ্রষ্টব্য।

৬৭৩৮ মায়ের পেটে ভাত নেই, বউয়ের চন্দ্রহার।
মায়ে বিয়লে মাগে পেলে, কার ধন কার॥

৬৭৩৯ মায়ের পেটের ভাই, কোথায় গেলে পাই।

৬৭৪০ মায়ের পোড়ে, না, মাসীর পোড়ে, পাড়াপড়শীর ধবলা[১] ওড়ে।[২]

[১ ধবলা=সাদা খড়ি মাটি। রুক্ষ শরীর নিশ্‌পিশ্‌ করে, এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। ২ নং ৬৬৯৯, ৭১৪৬-৪৭]

মায়ের মায়াই মায়া ইত্যাদি, নং ১৭৩ দ্রষ্টব্য।

৬৭৪১ মায়ের সোহাগে বাপের আদর[১]।

[১ রামপ্রসাদ। ইহার পর—ফুলের সোহাগে সটার আদর (নং ৫৩৬০)—এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়]

৬৭৪২ মায়ের হাড় যদি মাটিতে থাকে পোঁতা।
মাটি থেকে বলে—বাছা আমার কোথা॥

৬৭৪৩ মায়ে রাঁধে যেমন তেমন, বোনে রাঁধে পানি।
ওই অভাগী[১] রাঁধে যেন চিনি পরমান্নি।

[১ অর্থাৎ আপন স্ত্রী]

৬৭৪৪ মার আর ধর, আমি পিঠে করেছি[১] কুলো।
বকো আর ঝকো, আমি কানে দিয়েছি তুলো॥[২]

[১ পা—বেঁধেছি। ২ নং ১৬৯৬]

৬৭৪৫ মারতে গেলে মার খেতে হয়।

৬৭৪৬ মারতে পারে না বন্দুক ঘাড়ে[১], শেয়াল দেখলে চিৎ হয়ে পড়ে।

[১ নং ২৯০৫, ৪৪৫৯]

মারা তীর ফেরে না, নং ৩৩২৫ দ্রষ্টব্য।

৬৭৪৭ মারার চেয়ে তাড়া ভাল।

৬৭৪৮ মারি[১] ত হাতী[২], লুঠি ত ভাণ্ডার।[৩]

[১ পা—কিনি (এই পাঠ হুতোম প্যাঁচার নক্শায়)। ২ পা—গণ্ডার। ৩ আমাদের উদ্ধৃত পাঠ অমৃত বসুর রাজা বাহাদুরে দেখা যায়]

৬৭৪৯ মারীচের দশা, বা মারীচের মরণ।[১] মারীচের মায়া।

[১ 'দিলে তোমার ক্লেশ হইবে, না দিলেও আমি বাঁচি না—যেন মারীচের দশা হইয়াছে'—শরৎচন্দ্রের দেবদাস। নং ৭৬৩০, ৭৬৫৩]

৬৭৫০ মারের আগে[১] ভূত ভাগে[২]।

[১ পা—মারের চোটে ; মুখের চোটে ; লাঠির আগে। 'মুখের চোটে ভূতও ভাগে, কথায় হীরার ধার'—গোপাল উড়ে। ২ পা—পালায়]

৬৭৫১ মারের দোষ নয়, ঢেলার দোষ।

৬৭৫২ মারের শেষ জুতার বাড়ি, চাকরীর শেষ চৌকিদারী।[১]

[১ নং ২২৯৯, ২৯৮৯, ৩১৫৯]

৬৭৫৩ মা লক্ষ্মী ঘরে এস, আলক্ষ্মী দূর হও।[১]

[১ দীপান্বিতা অমাবস্যায় লক্ষ্মীপূজার সময় এই কথা বলিয়া অলক্ষ্মী বিদায় করা হয়]

৬৭৫৪ মালা ঘোরালেই বৈরাগী হয় না।

৬৭৫৫ মালা জপ মিছে, মন নেই পিছে।

৬৭৫৬ মালো[১], জাল বুনতে ভালো, মালোর কপনি কেন কালো।

[১ জাতি বিশেষ]

৬৭৫৭ মাষকলায়ে পোকা ধরে না।

৬৭৫৮ মায নাশে ঘন চাষে, কুলবধূ নাশে প্রবাসে।
আদর নাশে নিত্য গমনে, জো[১] নাশে ঘন পবনে॥[২]

[১ জমির কর্ষণোপযোগিতা। ২ ডাকের বচন]

৬৭৫৯ মাসামাসি গেছে, সাঁঝাসাঁঝি আছে।[১]

[১ 'Month and month is past, 'tis now but eve and eve'—Morton]

৬৭৬০ মাসী পিসী, টাট্‌কা বাসি, বনের ধারে ঘর।
কখনো মাসী বলে না'ক—খইনাড়ুটা ধর॥

৬৭৬১ মাসী বড় রসালা,
জন পাঁচ ছয় কুটুম দেখে ক্ষুদে জল ঢালালা।

৬৭৬২ মাসীমার[১] আদরে সর্ব্ব অঙ্গ[২] বিদরে।

[১ পা—সংমার। ২ পা—পরাণ আমার]

৬৭৬৩ মাসীর গোঁফ থাকলে মামা হত।

৬৭৬৪ মাসে এক, বছরে বারো, তারপর যত কমাতে পারো।[১]

[১ স্ত্রীসহবাসের নিয়ম]

৬৭৬৫ মাসের উপাসী কি পারণা সয় না।

৬৭৬৬ মা হওয়া কি মুখের কথা, শুধু বিয়লেই হয় না মাতা।
বাপ হওয়া কি মুখের কথা, জন্ম দিলেই হয় না পিতা॥

৬৭৬৭ মিচকে পোড়া ঠকের গোড়া।

৬৭৬৮ মিছরির ছুরি।[১]

[১ 'হাড়হাবাতে মিছরির ছুরি'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'কেমন তোফা মিষ্টি মোলায়েম কথাগুলি শুনিয়ে দিলাম? যেন মিছরির ছুরি'—শরৎচন্দ্রের রমা]

৬৭৬৯ মিছরির টুকরাও ভাল, মুড়ির আড়ি[১] কিছু নয়।

[১ তিন কাঠা পরিমাণ]

৬৭৭০ মিছা কথা সিঁচা জল, কোথায় টিঁকেছে বল।[১]

[১ 'মিছা বাণী সেঁচা পানি কতক্ষণ রয়'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়'—ভারতচন্দ্র]

৬৭৭১ মিছা কাজে গাছে চড়ন, তার মরণ যখন তখন।[১]

[১ ডাকের বচন]

৬৭৭২ মিছা বলে লোকে গ্রহ পীড়ে, পূর্ব্ব দোষ কেহ নাহি এড়ে।[১]

[১ ডাকের বচন]

৬৭৭৩ মিছে আমার আমার করি।
কে আমার, আমি কার, কার জন্য মরি॥

৬৭৭৪ মিছে কথার হাঁড়ি, ঘোরে বাড়ী বাড়ী।

৬৭৭৫ মিছে কর বাসর-সজ্জা, কৃষ্ণ না এলে পাবে লজ্জা।

৬৭৭৬ মিছে কাজে কাট্‌না কামাই।

মিছে ডুমুর, গর্ব্ব কর ইত্যাদি, নং ৮৭২ দ্রষ্টব্য।

৬৭৭৭ মিঞার গাই, খাতায় আছে গোয়ালে নাই।[১]

[১ নং ১৫৭৮]

৬৭৭৮ মিটমিটে ডান, ছেলে খাবার যম।[১]

[১ নং ৩২৮২, ৩৩৪৮]

৬৭৭৯ মিঠা চিজে মুখে রস, মিঠা কথায় দুনিয়া বশ।

৬৭৮০ মিঠা বোল, শ্বাশুড়ী পূজে, আপন ধন আপন বুঝে।
স্বামীর সেবা, সাঁজে বাতি, ডাক বলে লক্ষ্মীর স্মৃতি॥[১]

[১ ডাকের বচন। সুগৃহিণীর লক্ষণ]

৬৭৮১ মিঠে কথায় পেট ভরে না।[১]

[১ নং ৬৮০৩]

৬৭৮২ মিঠে কুল পেলে, আঁটিসুদ্ধ গেলে।[১]

[১ পা—মিঠে কুল কি আঁটিসুদ্ধ খায়]

৬৭৮৩ মিঠে রান্ধে সরুঅ কাটে[১], সে গৃহিণীতে না ঘর টুটে।[২]

[১ অর্থাৎ ছোট ছোট বা অল্প কাঠে। ২ ডাকের বচন]

৬৭৮৪ মিঠের লাভ মাছিতে খায়।[১]

[১ নং ৭৭০৯]

৬৭৮৫ মিড়মিড়ে পিদ্দিম, আর নিড়বিড়ে বউ।[১]

[১ নং ৬৭৯১]

৬৭৮৬ মিত্রের শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি ভাই, তার বাড়া শত্রু নাই।

৬৭৮৭ মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা, হয় ত কুড়ে নয় ত কানা।

৬৭৮৮ মিথ্যার মরাই[১]।

[১ শস্য রাখিবার গোলা। 'মিথ্যার মরাই বেটা জেনেছি সকল'—মাণিক গাঙ্গুলি]

৬৭৮৯ মিথ্যে কথার কিবা কেতা, আজব শহর কলকাতা।[১]

[১ নং ৬৬১৫]

৬৭৯০ মিথ্যে কাজে সত্যি মুখপাত।

৬৭৯১ মিন্‌মিনে পিদ্দিম, আর পিট্‌পিটে ভাতার।[১]

[১ নং ৬৭৮৬]

৬৭৯২ মিন্‌সেকে মেরে মাগীর রাগ।

[১ নং ৫৯৯৫]

৬৭৯৩ মিন্‌সে, ধান কিন্‌সে ; ধানে বড় পোকা, মিন্‌সে বড় বোকা।

৬৭৯৪ মিন্‌সে বলে—ধান কিন্‌সে, মাগী বলে—কড়ি গুণ্‌সে।

৬৭৯৫ মিন্‌সের কোলে ছেলে দিয়ে, মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে।

৬৭৯৬ মিন্‌সের চোটে, আগুন ছোটে।[১]

[১ নং ৫৩৫৩, ৬৮৪১]

৬৭৯৭ মিন্‌সের যদি এত যজমান, মাগী কেন ভানে ধান।

৬৭৯৮ মির্জ্জার[১] ছুঁচ কলাগাছ দিয়ে বায়।

[১ অর্থাৎ বড়লোকের]

৬৭৯৯ মিষ্ট মুখে ইষ্টলাভ।

৬৮০০ মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।[১]

[১ গিরিশ ঘোষের তপোবলে উদ্ধৃত। সং—কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্। বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥]

৬৮০১ মিষ্টি আমেই পোকা ধরে।[১]

[১ নং ৪৯৫৫]

৬৮০২ মিষ্টি কথায় জিব শুকায় না।

৬৮০৩ মিষ্টি কথায় মন ভেজে, চিঁড়ে ভেজে কই।[১]
চিঁড়ে যদি ভেজাতে চাও, আগে আন দই॥

[১ নং ১৩৪৩, ৬৭৮১, ৭৯৪৯]

৬৮০৪ মিষ্টি খেতে কার অরুচি।

৬৮০৫ মিষ্টি থাকলেই মাছি বসে, গুড় থাকলেই পিঁপড়ে ঘেঁসে॥[১]

[১ নং ২৫৪১]

৬৮০৬ মিষ্টি মুখ পেলে কুকুরে চাটে।

৬৮০৭ মিষ্টির মধু, ইষ্টির বধূ।

৬৮০৮ মিষ্টি লাগল ছাঁই[১], স্বামীপুতকে[২] নাই।[৩]

[১ পিটের পুর। 'পুলি সব উঠে গেল কিছু নাই ছাঁই। নারিকেল তেল গুড় সব ফের চাই॥'—ঈশ্বর গুপ্ত, পৌষপার্ব্বণ। পা—মিঠে পেলে ছাঁই। ২ পা—ভাতারপুতকে। ৩ নং ৬৮৩৭]

৬৮০৯ মিষ্টি হাসিতে দৃষ্টি খেয়েছে।

৬৮১০ মিষ্টি হাসিতে সৃষ্টিনাশ।

৬৮১১ মুক্তাভস্মের চূণ দিয়ে পান খাওয়া।[১]

[১ নং ২৬৫০ দ্রষ্টব্য]

৬৮১২ মুখখান মিঠা, হাতখান চিটা[১]।

[১ আঠাল, অর্থাৎ কৃপণ]

৬৮১৩ মুখচোরা[১] বামুন, কেশোরোগী[২] চোর।

[১ পা—লাজুয়া। ২ পা—কেশো]

৬৮১৪ মুখ টক্, না, আম টক্।

৬৮১৫ মুখটি যেন ক্ষুরের ধার। মুখ নয় ত তোলো হাঁড়ি[১]।

মুখটি যেন ভাজনা খোলা।[২] মুখ নয় ত মেছোহাটা।[৩]

মুখটি যেন হাড়ীর কোদাল। মুখ শুকিয়ে আমসী।

[১ ভাত রাঁধিবার বড় হাঁড়ি। 'যার পানে চাই তানারি মুখ তোলো হাঁড়ি'—নীলদর্পণ। ইহা হইতে 'মুখ হাঁড়ি করা' এই চল্‌তি কথা। ২ নং ১২৩৩, ২৮৮০। ৩ 'আর মুখখানি মেচোহাটা'—বিয়েপাগলা বুড়ো]

৬৮১৬ মুখ থাকতে নাকে ভাত।[১]

[১ 'মুখ থাকতে নাকে ভাত খাওয়া কি সম্ভবে ?'—দাশু রায়]

৬৮১৭ মুখ না থাকলে শেয়ালে খেত।[১]

[১ পা—মুখটা যদি না থাকত, পাতি শেয়ালেই টেনে নিত]

৬৮১৮ মুখ প'চে গোবর হওয়া।

৬৮১৯ মুখ পুড়িয়ে লঙ্কায় আগুন।

৬৮২০ মুখ ভাবুটি কপট মায়া, লোক জড় ক'রে যাচ্ছে গয়া।

৬৮২১ মুখ রেখে[১] বাক্যি, ঠাঁই দেখে মার।

[১ পা— দেখে]

৬৮২২ মুখ শোঁকাশুঁকি না ক'রে কুকুরও কুকুরের কাছে এগোয় না।

৬৮২৩ মুখটি কুটিল বড়, বন্দ্যঘটি সাদা।

এদের কাছে ব'সে আছে চট্ট হারামজাদা[১]॥

[১ পা—ঠাকুরদাদা। নং ২৮৬০]

৬৮২৪ মুখে অমৃত, মুখেই বিষ।

৬৮২৫ মুখে আগুন বুকে বাঁশ, বাছা চেয়ে রয়েছেন বাল হাঁস।

৬৮২৬ মুখে আগুন বা মুখে নুড়ো জ্বেলে দেওয়া।[১]

[১ 'নুড়ো দিই মুখে বল্লালের'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। 'এই যে তোমার মুখে আগুন দিতে তোমার সঙ্গেই আছি'—গিরিশ ঘোষের নসীরাম। 'ছোট জাতের মুখে আগুন'—শরৎচন্দ্রের রমা]

৬৮২৭ মুখে এক মনে আর, কেবল ক্ষুরের ধার।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। 'মুখে এক মনে আর স্বভাব তোমার'—ঈশ্বর গুপ্ত। নং ৫২১৫]

৬৮২৮ মুখে খই ফোটে।[১]

[১ 'বচন বলিতে মুখে যেন খই ফুটে'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'রসের ছড়ার খই ফুটে যায় মুখে'- দাশু রায়। 'এখন দেখি যে তোর মুখে খই ফুটছে'—লীলাবতী। 'ঘটিরাম ডেপুটির মুখে যে খই ফুটচে'—সধবার একাদশী]

৬৮২৯ মুখে খুব মিঠে[১], নিমনিসিন্দা পেটে।

[১ পা—মুখখানি মিঠে]

মুখে চূণকালি দেওয়া, নং ৯১৬ দ্রষ্টব্য।

৬৮৩০ মুখে ছাই দেওয়া বা বাসি আখার ছাই তুলে দেওয়া।

[১ 'এমন ওস্তাদের মুখে ছাই'—নববিবিবিলাস। 'সে তোমার মুখে বাসি আখার ছাই তুলে দেয় না'—জামাই বারিক]

৬৮৩১ মুখে তোমার মধুর স্বর, ক্ষুরের ধার অন্তর।

৬৮৩২ মুখে থাবা দেওয়া বা থাবা মারা।

৬৮৩৩ মুখেন মারিতং জগৎ।

৬৮৩৪ মুখে পান হাতে চূণ, তবে জানবে মানভূম।

৬৮৩৫ মুখে ফূলচন্দন পড়া।[১]

[১ 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, বাছা আমি আজ চরিতার্থ হলেম'—নবীন তপস্বিনী। 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, তা'লে আমি একটা বিয়ে করি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহ। 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক দিদিমণি, বাবু ভালই হোন্'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন]

৬৮৩৬ মুখে ভাল, মনে দড়, খাওয়া-দাওয়া নেই পিরীত বড়।

৬৮৩৭ মুখে ভাল লাগে যা', ভাতার-পুতে দেয় না তা'।[১]

[১ নং ৬৮০৮]

৬৮৩৮ মুখে বউ বর্যে, মনে পিপুল ঘর্যে।

৬৮৩৯ মুখে মধু, হৃদে ক্ষুর, সেই হয়[১] বিষম ক্রূর।

[১ পা—সেই ত (নবনাটকে)। 'হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা'—কবিকঙ্কণ]

৬৮৪০ মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া।[১]

[১ 'সেই ব্যাটা মরবি, তবে কেন ব্যাটা আমার মুখের গেরাস্ কেড়ে নিলি'—গিরিশ ঘোষের বলিদান]

৬৮৪১ মুখের[১] চোটে গগন ফাটে[২]।

[১ পা—কথার। ২ পা—আগুন ছোটে। নং ৫৩৫৩, ৬৭৯৬]

৬৮৪২ মুখের মতন জুতো।

মুখে রামনাম, বগলে ছুরি, নং ৫৩৯৫ দ্রষ্টব্য।

৬৮৪৩ মুখে হরি বল, হাতে কাজ কর।

৬৮৪৪ মুচির আবার মাজতো বউ।

৬৮৪৫ মুচির এক কাম, খায় শোয় আর সেঁয়ে চাম।

৬৮৪৬ মুচির নেই নাক, শুঁড়ির নেই কান।

৬৮৪৭ মুচির কুকুর।

৬৮৪৮ মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে॥[১]

[১ চৈতন্যচরিতামৃত]

৬৮৪৯ মুছলমানের বালা,
শাস্ত্র পড়লেও ছাড়ে নাক খ্যাড় ক্যাস্তে ক্যালা।[১]

[১ নং ২৯৬১]

৬৮৫০ মুজুরকে লাথি, হুজুরকে সেলাম।

৬৮৫১ মুটের মাথায় চীনের ছাতি।

৬৮৫২ মুড়কিমুখী।[১]

[১ মধুরভাষিণী। 'মুড়কিমুখী ময়রা দিদি নবীন বয়েস তোর' —জামাই বারিক]

৬৮৫৩ মুড়কির মাছি।[১]

[১ নং ২০৯৮]

৬৮৫৪ মুড়াগাছার গান।[১]

[১ অর্দ্ধেক গানের পর আসরে যদি কোন মান্য লোক

আসিতেন, তবে পুনরায় তাহা আরম্ভ করিতে হইত, এইরূপ পূর্ব্বকালে মুড়াগাছায় প্রথা ছিল]

৬৮৫৫ মুড়ায় খায় বুড়া।[১]

[১ এক সন্তানের পর ঋতুতে গর্ভিত 'একমুড়া' সন্তান নাকি সংসারের কোন বৃদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়]

৬৮৫৬ মুড়ি আর ভুঁড়ি, সব রোগের গুঁড়ি।[১]

[১ নং ৭৬৮০]

৬৮৫৭ মুড়ি মিছরির এক দর।[১]

[১ 'মুড়ি মোণ্ডার সমান দর এক হাটে করেছে'—দাশু রায়। নং ২৮৩৯]

৬৮৫৮ মুড়ি রেখে কোপ।[১]

[১ বলির ছাগলের মুড়ি অংশ ও তাহার সঙ্গে যাহা থাকে, তাহা যে কোপ দেয় তাহারই প্রাপ্য।—'মুড়ির সঙ্গে যা থাকে তা কামারের; তুমি এমনি কোপ করবে, মুড়ির সঙ্গে সব ভাতারটুকু কেটে নেবে'—জামাই বারিক। 'মুড়ি রেখে কোপ করি, মোহরটা বাগিয়ে নিই'—গিরিশ ঘোষের বলিদান]

৬৮৫৯ মুড়ো[১] কোদালে দীঘি কাটা।

[১ ক্ষয়প্রাপ্ত]

৬৮৬০ মুণ্ডমালার দাঁতকপাটি।

[১ পা—দাঁতখামাটি। 'মুণ্ডমালার দাঁতখামুটি আমাকে আর সয় না'—দাশু রায়। নং ১৬০৭]

৬৮৬১ মুততে ছাগল ধরে না, দৌড়ে নাগাল পায় না।

৬৮৬২ মুততে মুততে ফেনিয়ে যায়।

৬৮৬৩ মুততে যেতে প্রদীপ জ্বালা।

৬৮৬৪ মুনির মনও টলে।

৬৮৬৫ মুনির শাপ, মনস্তাপ।

৬৮৬৬ মুনীনাং চ মতিভ্রমঃ।[১]

[১ 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম এই স্থলে ঘটে। নতুবা অযুক্তি হেন কি কারণ রটে॥'—ঈশ্বর গুপ্ত। শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনেও

উদ্ধৃত। সং—জিহ্বা টলতি ধীরস্য পাদষ্টলতি হস্তিনঃ। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাং চ মতিভ্রমঃ॥]

৬৮৬৭ মুরগীর কাছে ধানচালের দর সমান।

৬৮৬৮ মুরগীর পোঁদে তেল হলে, মোল্লার দোর দিয়ে রাস্তা।

৬৮৬৯ মুরগীর হয়েছে ট্যাঁকে কড়ি, মোল্লার যান্ ছিঁড়তে দাড়ি।

৬৮৭০ মুরদ[১] বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান।

[১ ক্ষমতা। পা—মরদ; মানুষ। 'মানুষ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান'—অমৃত বসুর নবযৌবন]

৬৮৭১ মুরদের নেই সীমে, পচা মাছে গিমে।[১]

[১ গিমা=একপ্রকার তিক্ত শাক]

৬৮৭২ মুরদের নেই সীমে, রথ দিয়েছে নিমে।[১]

[১ নং ৩৩৫৮]

৬৮৭৩ মুষ্টি ভিক্ষে পায় না, উঠোন ঝেঁটিয়ে বসে।

মুসলমানদের তোবা, নং ৬৯২৬ দ্রষ্টব্য।

মুসলমানের মুরগীপোষা, নং ৫১৮৫ দ্রষ্টব্য।

৬৮৭৪ মুসলং কুলনাশনম্।[১] মুসলপর্ব্ব।[২]

[হরিবংশ ও পুরাণাদিতে কথিত আছে, অষ্টাবক্র মুনির শাপে প্রদ্যুম্ন বা সাম্ব যে মুসল প্রসব করিয়াছিল, তজ্জাত এরকা দ্বারা অভিশপ্ত যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। মুসলস্বরূপ কুলনাশক দুর্ব্বৃত্ত বংশধর। 'বাবুরাম ভাল মুষলং কুলনাশনং রাখিয়া গিয়াছে'—আলালের ঘরের দুলাল। ২ 'এতদিন পরে মুষলপর্ব্ব হইল'—উক্ত গ্রন্থে]

৬৮৭৫ মূর্খ ধমকায় পণ্ডিতেরে যদি কড়ি থাকে।
নির্ধনের সত্য কথা মিথ্যা হেন লাগে॥

৬৮৭৬ মূর্খ পুত, বিধবা মেয়ে।[১]

[১ সং—মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা বিনাগ্নিনা সংদহতে শরীরম্]

৬৮৭৭ মূর্খ বৈদ্য, বেইমান, দুই ঠিক যমের সমান।

৬৮৭৮ মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্।[১]

[১ সং—সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্।

'মানসিক ব্যাধির উত্তম চিকিৎসকদিগের মুখে শুনিতে পাই, মূর্খস্য লাঠ্যৌষধং'—দেবী চৌধুরাণী। 'শাস্ত্রের বচন—মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্—লাঠী ব্যতীত দোরস্ত হবে না'—গিরিশ ঘোষের নিমাই-সন্ন্যাস]

৬৮৭৯ মূর্খেরও অভিমান, আমি বড় বুদ্ধিমান।

৬৮৮০ মূর্খের দোষ পদে পদে।

৬৮৮১ মূল-দেবতার পূজা নাই, সুবচনীর ঘটা।

৬৮৮২ মূলে অশুদ্ধ, কেবল তিবড়িতেই[১] গোবর।

[১ উনান]

৬৮৮৩ মূলে না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভাল।

মূলে নেই মাদুরী, তার উত্তরশিয়রী, নং ৬৬৪৭ দ্রষ্টব্য।

৬৮৮৪ মূলে মাগ নেই,[১] পুত্রশোক।

[১ নং ৩৩৫৫, ৬৫৪৪]

৬৮৮৫ মূলে হাভাত।[১]

[১ হাভাত = নিরন্ন দশা। অর্থাৎ গোড়া থেকেই পণ্ড। 'আমি এমন ডোমের চুবড়ি ধুয়ে বৌ এনেছিলাম যে একেবারে মূলে হাবাত'—অমৃত বসুর গ্রাম্য বিভ্রাট। নং ১১৬১]

৬৮৮৬ মূলো খেলে মূলোর ঢেঁকুর ওঠে।[১]

[১ নং ১৪৬৮]

৬৮৮৭ মূলোচোরের ফাঁসি।[১]

[১ 'এক ব্যক্তি কোন চাষার ক্ষেত্রে মূলা চুরি করিয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে ঐ চাষা মেং আলিকট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করে। তিনি চুরি কর্ম্ম অতি কঠিন বোধ করিতেন, এজন্য ঐ মূলাচোরকে ফাঁসির হুকুম দেন। তদবধি এই প্রবাদ চলিত হইয়াছে। ঐ কার্য্য খৃঃ ১৮০৬ সাল, বাঙ্গালা ১২১২ সালে সম্পন্ন হয়, ইহা লোকপ্রবাদে জানা যায়।'—লঙ সাহেবের ব্যাখ্যা। তৎকালে ইংরেজি দণ্ডবিধি আইনে সামান্য চৌর্য্য অপরাধের জন্যও প্রাণদণ্ড হইত।—নং ১৮৬৩]

৬৮৮৮ মূলোর চেয়ে ধেড়ে[১] মোটা।

[১ শীষ, অগ্রভাগ]

৬৮৮৯ মূলো তোলা, না, বেগুন তোলা।[১]

[১ নং ১১৬০, ৫৩০৯, ৫৯৭১]

৬৮৯০ মূষিক-বৃদ্ধি, না, গজ-ক্ষয়।[১]

[১ শূকর দেখিয়া দুই নৈয়ায়িকের বিতর্ক]

৬৮৯১ মৃণালে কণ্টক।

৬৮৯২ মেও ধরে কে।[১]

[১ গল্পে বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দিবার পরামর্শের পর ইঁদুরদের সমস্যা। 'ছেলেবেলায় সেই বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার গল্প পড়েছ ত?'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন। 'মুখের কথায় অনেকে আমায় আকাশে তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের বেলায়, ম্যাও ধরিবার বেলায়, তাঁহারাই আমাকে পাতালের নিম্নতম তলায় ফেলিয়া দিলেন'—রাজকৃষ্ণ রায়]

৬৮৯৩ মেকি টাকার ঘন নিশান।

৬৮৯৪ মেগে'[১] পায়, বিলিয়ে খায়, হাতে-হাতে স্বর্গ পায়।

[১ পা—এনে]

৬৮৯৫ মেঘ করেছে আকাল কূল, ও তাঁতীবউ চরকা তুল।

৬৮৯৬ মেঘ না চাইতে জল।[১]

[১ গিরিশ ঘোষের মনের মতন ও শরৎচন্দ্রের ষোড়শীতে এই পাঠই উদ্ধৃত। অমৃত বসুর নবযৌবনে 'মেঘ না চাহিতেই জল' পাঠ; এবং নবীন তপস্বিনীতে 'মেঘ চাহিতে জল, একজন হারায়ে তিনজন পেলেন' এইরূপ প্রযুক্ত]

৬৮৯৭ মেঘে মেঘে বেলা যায়, কনে-বউ সাত বার খায়,
গিন্নী-বউয়ের রাত না পোহায়॥

মেঘের ছায়া, নং ২৯১৭ দ্রষ্টব্য।

৬৮৯৮ মেঘের শীত, না, মাঘের শীত।[১]

[১ নং ৬৫৬৭]

মেজে ঘ'ষে রূপ, ধরে বেঁধে পিরীত, নং ৪৩৫৭ দ্রষ্টব্য।

৬৮৯৯ মেজে ঘ'ষে হল ক্ষয়[১], কালো তবু ধলো নয়[২]।

[১ পা—মাজ ঘষ কর ক্ষয়। ২ পা—কালো অঙ্গ কি গোরা হয়

৬৯০০ মেজো পিসের মামার খুড়োর পিস্‌তুতো ভাইয়ের মামাতো ভাই।[১]

[১ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় প্রযুক্ত। সম্বন্ধ-নির্ণয়!—নং ৮০৬৭]

৬৯০১ মেটে দেওয়ালে পাঁকীর কাজ।[১]

[১ নং ২১৪০]

৬৯০২ মেড়ার দলে রামছাগলই পণ্ডিত।

৬৯০৩ মেড়ার শিঙে হীরে ভাঙে,[১] মানীর অপমান।

[১ নং ৪৮০৪]

৬৯০৪ মেয়ে একটু কালো, টিপ প'রে তবু দেখায় ভালো।

৬৯০৫ মেয়ে চিনি হাসে, পুরুষ চিনি কাশে।[১]

[১ নং ২৮৩১, ৬৬৬০, ৬৯০৬]

৬৯০৬ মেয়ে চিনি হাসে, মুক্তা চিনি ভাসে।
হাতী চিনি দাঁতে, মরদ চিনি বাতে॥[১]

[১ নং ২৮৩১, ৬৬৬০, ৬৯০৫]

৬৯০৭ মেয়েছেলে[১] কাদার ঢেলা, ধপাস্ ক'রে জলে ফেলা।

[১ 'কন্যা' অর্থে]

৬৯০৮ মেয়ে-নেকরা বা মেনিমুখো পুরুষ।

৬৯০৯ মেয়ে বাখনায় কে, মেয়ের মায়ে আর বাপে।

৬৯১০ মেয়ে বাঁচলে জামাইয়ের আদর।

৬৯১১ মেয়েবেচা টাকা, গোমাংসের চাকা।

৬৯১২ মেয়ে-মর্দ্দানি।

৬৯১৩ মেয়েমানুষের পরের ভাগ্যে খাওয়া-পরা।

৬৯১৪ মেয়েমানুষের বাড়, কলাগাছের বাড়।

৬৯১৫ মেয়ে মেয়ে মেয়ে, তুষ[১] করলে খেয়ে।
হরিভক্তি উড়ে গেল[২] মেয়ের পানে চেয়ে॥

[১ পা—ভুট। ২ নং ১৩৬২]

৬৯১৬ মেয়ে যেন আউপাতালি হুগ্‌গা।

৬৯১৭ মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে।[১]

[১ সতীদাহের সময় মরণে দৃঢ়সংকল্প বিধবা আমের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইত। প্রথাটি প্রাচীন। যথা, ছায়াবতীর সহমরণ বর্ণনায় কবিকঙ্কণ—'আলাইলা স্বকবরী, আভরণ ত্যাগ করি, সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল।' মাণিকচন্দ্র রাজার গানে ময়নামতীর সহমরণ চিত্রে—'আমের ডাল নিল হস্তেত করিয়া'। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে—'সহমৃতা হইতে আম্রের ভাঙ্গে ডাল'। রামেশ্বরের শিবায়নে রতিবিলাপ বর্ণনে—'আম্রশাখা ভাঙ্গিয়া শিয়রে বসে সতী'। দাশু রায়ও উল্লেখ করিয়াছেন—'আমের ডাল ভেঙ্গে গেলি, জানায়ে সতী সাধ্বী। আগুন দেখে বস্‌লি বেঁকে, তোর নেই অসাধ্যি॥']

৬৯১৮ মেয়ের কত ঢঙ, তেলাকুচো সঙ।

৬৯১৯ মেয়ের নাম ফেলী, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি।

৬৯২০ মেয়ের মায়ের পাঁচটা প্রাণ।

৬৯২১ মেয়ের মায়ের মত কথাবার্ত্তা যত।

৬৯২২ মেয়েরে আবার ছোট কয়, যার পেটে ছাও হয়।[১]

[১ পা—যার পেটে ছা হয়, তারে আবার ছোট কয়]

৬৯২৩ মেরে তুলাধুনা করা।

৬৯২৪ মেরে যায় ফিরে চায়, চিরকাল টান্ থায়[১]।

[১ পা—চিরকাল থাকে প্রণয়]

৬৯২৫ মোগল মিশি মাথাঘসা, তিন দেখতে হুগলী আসা।

৬৯২৬ মোছলমানের তোবা[১], জাত থাকে ত বাবা।

[১ অনুতাপ, খেদ। নং ৮৮০৭]

৬৯২৭ মোটা কাটি, চিকণ কাটি, আমার কাটনা আমি কাটি।

৬৯২৮ মোটা ভাত-কাপড়।

৬৯২৯ মোটে নেই হালি[১], ঘন ক'রে রো'।

[১ পা—আলি]

৬৯৩০ মোটে নেই মাজা, তাতে পরেন পাছা।

৬৯৩১ মোটে মা রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তা।

৬৯৩২ মোড়ল এসেছে, ফিরে গাও।

৬৯৩৩ মোরগের লড়াই।

৬৯৩৪ মোর বুদ্ধি তোর কড়ি, আয় তবে ফলার করি।

৬৯৩৫ মোরে বল কালো কালো, যার কালো তার মায়ের ভালো।

৬৯৩৬ মোল্লাজি ফয়তা[১] জান? কোথাকার কথা কোথায় আন।

[১ আ. ফতবা = শাস্ত্রসিদ্ধান্ত]

৬৯৩৭ মোল্লা থেকে পুরুত, চুনো থেকে পুঁটি।
বিরোধ ভাঙিয়া গেলে করে ছুটোছুটি॥

মোল্লার দাড়ি ওষুধে লাগে, নং ৭৯৯৫ দ্রষ্টব্য।

৬৯৩৮ মোল্লার দৌড় মসজিদ্ তক্।

মোষে মোষে যুদ্ধ ইত্যাদি, নং ৫৫৪৪ দ্রষ্টব্য।

৬৯৩৯ মোষের দই একবার খেয়ে, আবার এসেছে ভাঁড় নিয়ে।

৬৯৪০ মোষের পিঠে চড়লেই যম হয় না।

৬৯৪১ মোষের বদলে মশা, যার যেমন দশা।

৬৯৪২ মোষের শিঙ বেঁকা, যোঝবার সময় একা[১]।

[১ পা—সোজা]

৬৯৪৩ মোষের শিঙ, ভেড়ার শিঙ, তারে কি বলি শিঙ।
সিংয়ের মধ্যে ছিল এক গঙ্গাগোবিন্দ সিং[১]॥

[১ হেষ্টিংসের দেওয়ান ও পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা]

৬৯৪৪ মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।

৬৯৪৫ যঃ পলায়তি স জীবতি।[১]

[১ সং—চিরকালং বনে বাসশ্চলদ্বৃক্ষো ন দৃশ্যতে। অবিচারপুরী-দোষাদ্ যঃ পরৈতি স জীবতি॥]

৬৯৪৬ যকের ধন।[১]

[১ যক=যক্ষ। লৌকিক বিশ্বাসে কৃপণের সঞ্চিত ধনের রক্ষক দেবযোনি বিশেষ; অতএব যে ধনের খরচ নাই আগলান আছে। ধনশালী কৃপণ ব্যক্তির নাকি ধনে 'যক দেওয়া'র প্রথা ছিল। অর্থাৎ, ভূগর্ভে সুরক্ষিত কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা দিয়া কোন বালককে অনাহারে বন্ধ করিয়া রাখা হইত; বালক প্রাণত্যাগ করিয়া যক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই ধন রক্ষা করিত; পরে কৃপণ মরিলে তার উত্তরাধিকারীকে ধন প্রত্যর্পণ করিয়া মুক্তিলাভ করিত। যকের ধন=যক দেওয়া ধন।—'যকের ধন পেয়ে ফেঁপে উঠেছে'—গিরিশ ঘোষের বাসর নাটক। 'এদ্দিন বাবা যকের ধন আগলে গেলেন'—গিরিশ ঘোষের বেল্লিক বাজার]

৬৯৪৭ যকের চোখে ঘুম নেই।

যখন আদর জোটে ইত্যাদি, নং ৫১২৯ দ্রষ্টব্য।

৬৯৪৮ যখন কপাল[১] মন্দ হয়, বন্ধুলোকেও মন্দ কয়।

[১ পা—যদি ভাগ্য]

৬৯৪৯ যখনকার যা' তখনকার তা'।

৬৯৫০ যখনকার যেমন, আউশ ফুরলে আমন।

৬৯৫১ যখন তখন করে পাপ[১], সময় পেলে ফলে পাপ।
পাপ ছাড়ে না[২] আপন বাপ।

[১ পা—যতই ঢেকে কর পাপ। ২ পা—মানে না। নং ৫০৬৩]

৬৯৫২ যখন তোমার কেউ ছিল না, তখন ছিলাম আমি।
এখন তোমার সব হয়েছে, পর হয়েছি আমি॥

যখন পড়বে চাপ তখন বলবে বাপ, নং ২৯৪৮ দ্রষ্টব্য।

৬৯৫৩ যখন পাকিবে তাল[১] আছে তার বহুকাল।

[১ বার বৎসরে তাল ধরে]

যখন বিধি মাপায় ইত্যাদি, নং ৫৮০১ দ্রষ্টব্য।

৬৯৫৪ যখন মেঘ ধরে, তখন বৃষ্টি ঝরে।

৬৯৫৫ যখন যার কপাল ধরে, মুততে ব'সে হেগে মরে।[১]

[১ নং ২৬০২, ৬১৪২]

৬৯৫৬ যখন যার কপাল ধরে[১], শুকনো ডাঙায় ডিঙি সরে[২]।

[১ পা—ফলে; খোলে। ২ পা—তুব্বোবনে ডিঙি চলে]

৬৯৫৭ যখন যার কপাল পোড়ে, পোড়া মাছ জলে পড়ে।

৬৯৫৮ যখন যার কপাল ফলে, বুদ্ধি তার পোঁদ দিয়ে ঠেলে।

৬৯৫৯ যখন যার কপাল বাঁকে, তুব্বোবনে বাঘ ঝাঁকে[১]।[২]

[১ পা—ডাকে। ২ পা—কপাল যদি মন্দ হয়, তুব্বোক্ষেতে বাঘের ভয়; যদি ভাগ্য ভেঙে যায়, তুর্ব্বাবনে বাঘে খায়। —নং ১৩৮৪]

৬৯৬০ যখন যার, তখন তার।[১]

[১ নং ৩২০৮]

৬৯৬১ যখন যার পড়তা হয়, ধূলামুঠা ধরে ত সোনামুঠা হয়।[১]

[১ নং ৬৬১৬]

৬৯৬২ যখন যেমন তখন তেমন[১], মর্দ্দ বটি চিঁড়ে কুটি।[২]

[১ নং ৭৩২১। ২ 'আমি তো মদ্দ বটি চিঁড়ে কুটি, যখন যেমন তখন তেমন'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৬৯৬৩ যজমানী বামুনের হাজাশুকা[১] নেই।

[১ হাজাশুকা, প্রয়োগ যথা—'মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন, তার হাজাশুকা নাই'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব]

৬৯৬৪ য'[১] জানে, যাঁতা জানে, যে পেষে সেই জানে।

[১ যব। নং ৭৮০৬]

৬৯৬৫ যজ্ঞির বিড়াল।[১]

[১ 'তাঁরা বোধ হয় পোষাকী ব্রাহ্ম! না, আমাদের মত যজ্ঞির বিড়াল'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

৬৯৬৬ যজ্ঞেশ্বর জানলেন না, খবর পেলেন ঘেঁটু মনসা।

[১ শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনায় প্রযুক্ত]

৬৯৬৭ যত আছে বেদ পুরাণ, ভাগবতের নয় সমান।

৬৯৬৮ যত আঠা তত ল্যাঠা, যত মধু তত মিঠা[১]।

[১ নং ২৫৩৭, ৭০১৫]

৬৯৬৯ যত আনি তত নাই, না ঘুচিল খাই-খাই।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৬৯৭০ যতই কও আর যাই কই, আসল কথার ভুল নেই।

৬৯৭১ যতই কর বোঝাপড়া[১], তবু যাবে না জাতের ধারা।

[১ পা—লেখাপড়া]

৬৯৭২ যতই কর শিব-সাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না।

৬৯৭৩ যত ইচ্ছা তত যাও, ক্রোশ অন্তর পা ধোও।

৬৯৭৪ যত ওড়ে তত পড়ে।

৬৯৭৫ যত কয়[১] তত নয়, তবু কিছু কিছু হয়[২]।[৩]

[১ পা—যত বল। ২ পা—তার অর্দ্ধেক কিছু হয়। ৩ নং ৫৫০৯, ৭৩৯৭]

যত কর তাড়াতাড়ি ইত্যাদি, নং ১৪২০ দ্রষ্টব্য।

৬৯৭৬ যত কর নাড়াচাড়া, তত গন্ধ ছাড়বে বাড়া।[১]

[১ নং ৮৫০, ১১৭০, ২৫৬৮, ৭৯৪০]

৬৯৭৭ যত কর পুতুপুতু, তত হয় ছোলার ছাতু।

[১ পা—আতুপুতু ; আঁটুবাঁটু]

৬৯৭৮ যত কর হাঁইফাই, বাঁজা পেটে ছেলে নাই।

৬৯৭৯ যত কাপড়, তত শীত।

৬৯৮০ যত কুয়া[১] আমের ক্ষয়[২], তাল তেঁতুলের কিবা হয়।[৩]

[১ কুয়াসা। ২ পা—কুয়া হয় আমের ভয়। ৩ খনার বচন]

৬৯৮১ যত কিছু উপার্জ্জন, বিষ্ণুপদে[১] সমর্পণ।

[১ পা—মাগের পায়ে]

৬৯৮২ যতক্ষণ বর্ষে, ততক্ষণ অর্শে[১]।

[১ বর্ত্তায়, প্রাপ্ত হয়]

৬৯৮৩ যতক্ষণ যোগ[১], ততক্ষণ ভোগ।

[১ কর্ম্মফলের সংযোগ]

৬৯৮৪ যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

৬৯৮৫ যত খাটা তত ল্যাঠা[১]।

[১ পা—যত খাট তত নট (=নষ্ট)]

৬৯৮৬ যত খায় তত লালায়।[১]

[১ পা—যার ছেলে যত খায়, তার ছেলে তত লালায় (বা নাটায়)]

৬৯৮৭ যত ঘর তত দোর।

৬৯৮৮ যত গর্জ্জে তত বর্ষে না।[১]

[১ 'অনুগ্রহ শরতের মেঘের মত খামখেয়ালী, সে বর্ষণের চেয়ে গর্জ্জন অধিক করে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের নূরজাহান। নং ২৪০২, ৬৯৯৬]

৬৯৮৯ যত চতুর তত ফতুর।

৬৯৯০ যত চিল উড়ে গেল[১], বেঁড়ে চিল ধরা প'ল।

[১ পা—সকল বা সব চিল পালাল]

৬৯৯১ যত ছল যত খল।

৬৯৯২ যত ছিল গাধা হল নবাবজাদা।

যত ছিল নাড়াবুনে ইত্যাদি, নং ৩২৩৩ দ্রষ্টব্য।

৬৯৯৩ যত ছিল শেজমুতনী, হল সব বড় রাঁধুনী।

৬৯৯৪ যত জ্বালে ভাত নঠ, তত জ্বালে ব্যঞ্জন মিঠ।

৬৯৯৫ যত ডরাই তত লড়াই।

৬৯৯৬ যত ডাকে তত ডহে[১] না।

[১ প্রবাহিত হয়, বর্ষণ করে। নং ৬৯৮৮]

৬৯৯৭ যত তক্ক[১] তত নরক্ক[২]।

[১ তর্ক। ২ নরক]

৬৯৯৮ যত দিন থাকে কাঁথায় মুত, তত দিন থাকে মায়ের পুত[১]।

[১ পা—যত দিন শেজে মুত, তত দিন কোলে পুত]

৬৯৯৯ যত দিন দুধ, তত দিন পুত।

৭০০০ যত দিন ছাড়ে, তত কাজ বাড়ে।

৭০০১ যত দিন রস, তত দিন বশ।

৭০০২ যত দুঃখ মনে ছিল, সর্ব্ব দুঃখ ঘুচিল।
পানায় ঢাকিল সর্ব্ব গা', স্বর্গ দেখিল দুটো পা ॥[১]
[১ মাছরাঙার উক্তি]

৭০০৩ যত দূর পা ছড়াও তত দূর ঝাঁতলা[১]।
[১ পা—মাদুর। অর্থাৎ অবস্থা ভাল]

৭০০৪ যত দেখ চলাচল, সবই কপালের ফল।

৭০০৫ যত দেখ ভুঁইঞা, পথে পথে শুইঞা।

৭০০৬ যত দেখে কালা কালা, সবাই যেন বাপের শালা।

৭০০৭ যত দোষ নন্দ ঘোষ[১]।
[১ অর্থাৎ নন্দ ঘোষের বেটার দোষ তাহাতে আরোপিত]

৭০০৮ যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।[১]
[১ ভারতচন্দ্র। প্রবাদের রূপান্তর—যতনেই রতন মেলে; করলে যতন মেলে রতন ইত্যাদি। 'মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা'—রামপ্রসাদ]

৭০০৯ যতনী যদি করে[১] মন, চিংড়ি হয়[২] কাহন-কাহন।[৩]
[১ পা—করলে। ২ পা—হল। ৩ নং ৫৫২৬, ৬৫৮১]

৭০১০ যতনের মধু পিঁপড়েয় খায়, অযতনের মধু গড়াগড়ি যায়।

৭০১১ যত পাই, তত খাঁই।[১]
[১ নং ২৭২৮]

৭০১২ যত বড় মুখ তত বড় কথা।[১]
[১ 'তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'যত বড় মুখ তত বড় কথা—আমি মাসীকে বলে দিচ্চি, তুমি নদেরচাঁদকে মর্ বলেচ'—লীলাবতী। 'চোপ্ মাগী, চোপ— যত বড় মুখ তত বড় কথা'—গিরিশ ঘোষের য্যায়সা-কা-ত্যায়সা। 'যত বড় মুখ তত বড় কথা, মেজ বাবুকে তারিণী বাবুকে ছকড়া নকড়া'—অমৃত বসুর গ্রাম্য বিভ্রাট]

যত বল তত নয় ইত্যাদি, নং ৬৯৭৫ দ্রষ্টব্য।

৭০১৩ যত মত তত পথ।[১]
[১ ইহা কখনো কখনো নং ৪৫৯৬ প্রবাদের দ্বিতীয়ার্দ্ধরূপে প্রযুক্ত হয়]

৭০১৪ যত মুশকিল তত আসান।[১]

[১ নং ৭৪৮৪]

৭০১৫ যত মেঘ তত বৃষ্টি, যত গুড় তত মিষ্টি[১]।

[১ নং ২৫৩৭, ৬৯৬৭]

৭০১৬ যত যন্ত্রণা তত মন্ত্রণা।

যত রাজপুত তত হাঁড়ি ইত্যাদি, নং ৫৭৫১ দ্রষ্টব্য।

৭০১৭ যত শেষ তত বেশ।

৭০১৮ যত সয় তত বয়।[১]

[১ নং ৭৪৮৯]

৭০১৯ যত সয় তত রয়।[১]

[১ নং ৭৪৯০, ৮২২০]

৭০২০ যত হাজী তত পাজী।

৭০২১ যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামসন্না[১]।

[১ পা—রামশন্না (গিরিশ ঘোষের বিল্বমঙ্গলে ধৃত; 'যত হাসি তত কান্না রামশন্না বলে'—ঈশ্বর গুপ্ত); রামশর্ম্মা। অনেকের মতে, রামসন্না = রামসৈন্য! রামপ্রসাদ বৈষ্ণবদের রামসৈন্য বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। বৈষ্ণব অর্থে 'রামসন্না' শব্দের প্রয়োগ দাশু রায় করিয়াছেন, যথা—'যত পদীর বেটা রামসন্না, শ্যামা মায়ের নাম সন্ না'।

৭০২২ যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।[১]

[১ জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ। যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥]

৭০২৩ যত্ন ক'রে দেয় ভাত, হোক্ না ছেঁড়া কলাপাত।

৭০২৪ যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ-পরিমাণ।[১]

[১ রামমোহন রায়। 'দেখ হে কাঠের বল যুগে যদি রয়'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৭০২৫ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য।[১]

[১ 'কেবল সংবচ্ছর অন্তর একদিন মেটে সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ; সেও কেবল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের জন্য'—হুতোম

পঁ্যাচার নকশা। 'বোধ হয় তাহার গমনাগমনের তাৎপর্য্য কেবল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য'—আলালের ঘরের দুলাল। 'বে কল্লেম, যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পেলেম, চল্লেম'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব]

৭০২৬ যত্র[১] আয় তত্র[২] ব্যয়।

[১ পা—যত। ২ পা—তত]

৭০২৭ যত্র ধূম তত্র বহ্নি।

৭০২৮ যথা ধর্ম্ম তথা জয়[১], পাপ করলে ভুগতে হয়।

[১ নং ৭০২২। 'যথা ধর্ম্ম তথা জয় বিধির বিধান'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা]

৭০২৯ যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।[১]

[১ জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥]

৭০৩০ যথা পূর্ব্বং তথাপরম্।

৭০৩১ যথা বাড়ী তথা বাট[১], যুবতী লইয়া যায় হাট।

দূর হইতে স্তন দরিশে, ডাক বলে—ছিনাল আইসে॥[২]

[১ রাস্তা। ২ ডাকের বচন। অনুরূপ বচনের জন্য নং ৭৭০ এবং তথায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য]

৭০৩২ যথার্থবাদী লোকবিবাদী।

৭০৩৩ যথারণ্যং তথা গৃহম্।[১]

[১ মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী। অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্॥—'গৃহে নাই ভার্য্যে যথারণ্য তথা গৃহ'—দাশু রায়। 'ভাল-মন্দর প্রশ্নই অবান্তর—যথারণ্যং তথা গৃহং'—শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব।]

যদি আছে কাজ ইত্যাদি, নং ৩০০ দ্রষ্টব্য।

৭০৩৪ যদি উয়াঁল[১] কচুর পাত, পাতে রইল চাষার ভাত।

[১ শুকাল; উমান, উয়াঁন (উষ্ণ হইতে) = তাতান, গরম করা]

যদি কপাল মন্দ হয় ইত্যাদি, নং ৬৯৫৯ দ্রষ্টব্য।

৭০৩৫ যদি কশ্চিদ্ বরে দোষঃ কিং কুলেন ধনেন বা।[১]

[১ নবীন তপস্বিনীতে উদ্ধৃত।—আদৌ তাতো বরং পশ্চাৎ ততো বিত্তং ততঃ কুলম্। যদি কশ্চিদ্ বরে দোষঃ কি কুলেন ধনেন বা॥]

৭০৩৬ যদি কাটে[১] কালসাপে, কি করবে[২] রোজার বাপে।

[১ পা—যারে খায়। ২ পা—করবে তার]

৭০৩৭ যদি খাব কিনে, খাব না কেন চিনে।

৭০৩৮ যদি খাবে পরের কড়া, আগে ভাঙ পোঁদের হাড়া[১]।

[১ অর্থাৎ পরিশ্রমের দ্বারা]

৭০৩৯ যদি চ না থাকে মান, কি করিবে পাকা ধান।[১]

[১ নং ৪৩৭৮]

৭০৪০ যদি তাঁতী বৈষ্ণব হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয়।

যদি থাকে আগে পাছে ইত্যাদি, নং পৃঃ ২৩৫৩।

৭০৪১ যদি থাকে নসিবে, আপনা-আপনি আসিবে।

৭০৪২ যদি থাকে বন্ধুর[১] মন, গাঙ পার হতে[২] কতক্ষণ।

[১ পা—বন্ধের। ২ পা—গাঙ সাঁতরাতে]

৭০৪৩ যদি থাকে মনে, তবে থাক গে লঙ্কার কোণে।

যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা, এক পা যেও না বাপা, নং ৭৯৮১ দ্রষ্টব্য।

৭০৪৪ যদি[১] দেখে আঁটাআঁটি কান্দিয়া তিতায়[২] মাটি।[৩]

[১ পা—যত। ২ পা—কোন্দলে ভিজায়। ৩ ভারতচন্দ্র।—নং ৭২৯৯]

৭০৪৫ যদি দেখে চাপাচাপ, ব'লে বসে ধর্ম্মবাপ।

৭০৪৬ যদি ধোয় পাতিলের[১] কোল, তবে খায় ব্যঞ্জনের ঝোল।

[১ ছোট হাঁড়ির বা তিজেলের]

যদি না পড়ে পো সভায় নিয়ে তারে থো, নং ৪৮০৩ দ্রষ্টব্য।
যদি পড়ে পাশা ইত্যাদি, নং ৪৮১৩ দ্রষ্টব্য।

৭০৪৭ যদি পড়ে প্রেমের দায়, দেদো মাগীর এঁটো খায়।

৭০৪৮ যদি পড়ে সময়ের ফের, উল্‌টা হয় পাকী আধসের।

৭০৪৯ যদি পাই রূপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি।[১]

[১ কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। 'চর্ম্ম কর্ম্ম করা মুচি, টাকার গুণে হয় সে শুচি'—রূপচাঁদ পক্ষী]

৭০৫০ যদি পাই হেলে বোড়া, অমনি ধরি জোড়া-জোড়া।
দেখলে পরে গোখরো কেউটে অমনি পটলতোলা[১] ॥[২]

[১ পলায়ন অর্থে, নং ৪৭৯০। ২ প্রবাদের রূপান্তর—হেলে মেটেলি বোড়া আনি জোড়া-জোড়া। কেলে খরিশ দেখলে পরে অমনি পটোলতোলা ॥]

৭০৫১ যদি পায় রাজ্য দেশ, তবু না যায় বৃহস্পতির শেষ।[১]

[১ বৃহস্পতিবার বারবেলায় যাত্রা নিষেধ।—খনার বচন ২০]

৭০৫২ যদি বর্ষে আগনে[১] রাজা যায় মাগনে[২]।

[১ অগ্রহায়ণ মাসে। ২ দুর্ভিক্ষ হয়।—খনার বচন]

৭০৫৩ যদি বলে পাকের কথা, তবেই ওঠে মাথায় ব্যথা।

৭০৫৪ যদি বর্ষে ঠায়[১], মেল মাদার[২] ভেসে যায়।

[১ নিরন্তর, অধিক। ২ 'মেরুমন্দার পর্ব্বত'—লঙ সাহেবের ব্যাখ্যা]

৭০৫৫ যদি বিপদ গেল, তবে সম্পদ এল।

৭০৫৬ যদি বেণে বৈষ্ণব হয়, মন তবু শুদ্ধ নয়।

যদি ভাগ্য মন্দ হয় ইত্যাদি, নং ৬৯৪৮ দ্রষ্টব্য।

যদি শেওড়াতলায় আম পাই ইত্যাদি, নং ৫৩৬ দ্রষ্টব্য।

৭০৫৭ যদি হও খাঁটি, তবে হও মাটি।

৭০৫৮ যদি হয় লুচি, মুচির বাড়ীই রুচি।[১]

[১ 'শুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৭০৫৯ যদি হয় সুজন, তেঁতুলপাতায় দু'জন।[১]

[১ নং ১২৬৩, ৫১২৮]

৭০৬০ যদি হয় সুজন এক ঘরে দু'জন[১]।
যদি হয় কুজন দশ ঘরে দশ জন[২] ॥[৩]

[১ পা—ন'জন। ২ পা—নয় ঘরে এক জন। ৩ নং ৬২৩৬, ৭০৫৯]

৭০৬১ যদি হয় সোনার ভাগারী[১], তবু ধরে লোহার কাটারি[২]।

[১ অংশীদার। ২ অর্থাৎ সোনার কাটারি ধরে না]

৭০৬২ যদি হারালে জাত, তবে হও গে কাত।

৭০৬৩ যদুবংশে লোহার বাটি।[১]

[১ পা—যদুবংশ লোহার মুসল হইতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়]

৭০৬৪ যদেব রোচতে যস্য ভবেৎ তত্তস্য সুন্দরম্।

৭০৬৫ যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্।[১]

[১ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তি দূষণম্। যেমনটি দেখিয়াছে তেমনটি নকল করিয়াছে, নকলনবীশের দোষ নাই। হস্তলিখিত পুঁথির নকলে এরূপ উক্তি প্রায় দেখা যায়]

যব জানে, জাঁতা জানে ইত্যাদি, নং ৬৯৬৪ দ্রষ্টব্য।

৭০৬৬ যমকে ভাতার দিতে পারি, সতীনকে তবু দিতে নারি।[১]

[১ 'বরং চ শমনে লয় তাহা লয় গায়। সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায় ॥'—ভারতচন্দ্র]

৭০৬৭ যমের অরুচি।[১] যমের উপবাস।[২] যমের ভুল।[৩] যমের দোসর।[৪]

[১ 'এমন তো দেখিনি ছেলে এ সব যমের অরুচি'—দাশু রায়। 'ঐ বিটলে বামুন মরণও নেই, পোড়া যমের অরুচি'—নবনাটক। ২ 'যমের কেন উপবাস তোদের রেখে মর্ত্ত্যে'—দাশু রায়। 'যম করেছেন উপবাস'—লীলাবতী। ৩ 'আ মরি আ মরি, যমের ভুল'—নবীন তপস্বিনী। ৪ 'যমের দোসর সঙ্গে নিজ নিজ সেনা'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি'—নীলদর্পণ]

৭০৬৮ যমের খাতায় তলব পড়া।

৭০৬৯ যমের বাড়ী নেই পাঁজিপুঁথি।[১]

[১ 'যমের বাড়ী নেই কোনও পাঁজি'—রজনী সেন]

৭০৭০ যমের বাড়ীর পথ সকলেই চেনে।

৭০৭১ যমের মার গঙ্গাস্নান।

৭০৭২ যমের মুখে পিঁপড়ে ভাজা।

৭০৭৩ যশোদা কি ভাগ্যবতী, পরের পুত্রে পুত্রবতী[১]।

[১ পা—পরের পুত্রে পুত্রবতী, লোকে বলে ভাগ্যবতী]

৭০৭৪ যস্মিন্ দেশে যদাচার[১], কাছা খুলে নদীপার[২]।

[১ সং—ন দোষো মগধে মত্স্যে অন্নে যোনৌ কলিঙ্গকে। ওড্রে ভ্রাতৃবধূভোগে গৌড়ে মৎস্যস্য ভোজনে॥ দুহিতুর্মাতুলস্যাপি বিবাহে দ্রাবিড়ে তথা। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারংপর্য্যং বিধীয়তে। ২ পা—গামলা চড়ে গঙ্গাপার]

৭০৭৫ যস্য হৃদয়মশুদ্ধং তস্য সর্ব্বং বিরুদ্ধম্।

৭০৭৬ যাক্ জীয়তি[১], থাক্ পিরীতি।

[১ জীবন]

৭০৭৭ যাক্ প্রাণ, থাক্ মান।[১]

[১ 'যাউক প্রাণ মানকে হাতে রেখো'—দাশু রায়। 'কথাই আছে—যাউক প্রাণ থাউক মান'—আলালের ঘরের দুলাল। নং ৫৩১২]

৭০৭৮ যাচলে জামাই খায় না পোনা মাছের মুড়া।
শেষে জামাই পায় না ঢেঁকিশালের কুঁড়া॥[১]

[১ নং ২৬০। 'সাধলে জামাই' ইত্যাদি প্রবাদগুলি দ্রষ্টব্য]

৭০৭৯ যাচলে মাণিক বিকায় না।

৭০৮০ যাচলে সোনা রাঙ হয়।

৭০৮১ যাচা ঘোলে ছেঁদা মালা।[১]

[১ নং ৭৪১১]

৭০৮২ যাচা কন্যা[১], কাচা কাপড়।[২]

[১ পা—ভাত। ২ 'বলে বাঁচা রে বাঁচা, ত্যজ না বাছা, এসেছি যাচা কনে'; পুনশ্চ—'কাচা কাপড় যাচা মেয়ে, উপস্থিতটে ত্যাগ করিয়ে গেলে সেদিন আহার জুটে নাই'—দাশু রায়। 'যাচা কন্যা কাচা কাপড় পরিত্যাগ'—কমলে কামিনী]

৭০৮৩ যাচে ভেড়ো আর খোঁজে ভেড়ো।

৭০৮৪ যা ছিল আমানি পান্ত মায়ে ঝিয়ে খেনু।
ঘর-জামাই রামের তরে ধান শুকাতে দিনু ॥

যা' ছিল র'য়ে ব'সে কাল করল ইত্যাদি, নং ৩২৩৫ দ্রষ্টব্য।

৭০৮৫ যাত্রা শোনে ফাতরা[১] লোকে, কবি[২] শোনে সবই লোকে।
[১ অসার (প্রা)। ২ কবিগান]

৭০৮৬ যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

৭০৮৭ যা দেখিনি বাপের কালে, তা' দেখালে পেটের ছেলে।

৭০৮৮ যা' দেবে অঙ্গে তাই যাবে সঙ্গে।

৭০৮৯ যান্ উত্তর, বলেন পূব।

৭০৯০ যা' না দেখি আপন নয়নে, বিশ্বাস করি না গুরুর বচনে।

৭০৯১ যা' না দেখে রবি, তা' দেখে কবি।

৭০৯২ যা' নাই ভাণ্ডে[১], তা' নাই ব্রহ্মাণ্ডে।[২]
[১ দেহে। ২ দেহতত্ত্বের নির্দ্দেশ]

৭০৯৩ যা' নেই ভারতে[১], তা' নেই ভারতে।
[১ অর্থাৎ মহাভারতে। নং ৬২৪৭]

৭০৯৪ যা' নেই দেশে পেতে, তাই চায় বাছা[১] খেতে।[২]
[১ পা—তাই চায় মোর সেধো। ২ নং ২৭৪৫]

৭০৯৫ যা' পাই তা' খাই, দুঃখ দরদ কিছু নাই।

৭০৯৬ যা' পাঁচে তাই পঞ্চাশে।

৭০৯৭ যাবৎ জীবন তাবৎ চেষ্টা।

৭০৯৮ যাবৎ না পায় পরের বেটি[১], কান্ধে ভারে উবায় মাটি।
[১ অর্থাৎ কাজকর্ম্ম করিবার জন্য স্ত্রী]

৭০৯৯ যাবৎ ভূঁই তাবৎ গড়গড়া।

৭১০০ যাবৎ শ্বাস তাবৎ চিকিৎসা।

৭১০১ যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মরলে সীতা ঘুচবে দুঃখ।

৭১০২ যাবৎ সীতা তাবৎ পরীক্ষা।

৭১০৩ যাবন্মুখগতং পিণ্ডং তাবন্মধুরভাষণম্।

৭১০৪ যাবার বেলায় খাবার মাছ[১]।

[১ পা—ভাত। 'যাবার বেলায় খাবার মাচ মানস সফল'—কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। নং ৬০২৫]

৭১০৫ যাবার সময় খেতে দে', ঝুড়ি ভ'রে নিতে দে'।

৭১০৬ যাবার সময় সবার পাছে[১], ফেরবার সময় আগে আছে।

[১ কার্য্যকালে বা যুদ্ধে]

৭১০৭ যাবে আগে[১] পচা ভাদুরী[২], আসবে পরে[৩] পৌষ আদুরী।

[১ পা—আগে যাবে। ২ ভাদ্র মাস। ৩ পা—পরে আসবে]

৭১০৮ যাবে কেন থাক না, কাঁথা দেব দু'খানা।

৭১০৯ যা' ভাব তা' নয়, বউয়ের পেটে পিলে।

৭১১০ যায় যায় যায়, পিছুপানে চায়।

৭১১১ যা' যায় রুইতে, তা' যায় খুইতে।

৭১১২ যার আখ তার গুড়, কলা চোষেন ভুঁড়ো সুর[১]।

[১ পা—পড়ে থাকে পড়াশুর। Morton এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'পড়াশুর an idol image of a deity, set up to guard the fields of sugar-cane, but which ceases to be regarded when the produce is gathered in']

৭১১৩ যার আছে না', সে জানে পানির ঘা।

৭১১৪ যার আছে ভাগ্যে শশী[১] পরের ধন সে খায় বসি'।

[১ লগ্নে চন্দ্র তুঙ্গী]

৭১১৫ যার আছে মাটি, তারে নাহি আঁটি[১]।

[১ পা—যার মাটি তারে না আঁটি]

৭১১৬ যার আদা লবণ জ্ঞান নাই, সেও আবার দাদার ভাই।

৭১১৭ যার ইষ্টি তার মিষ্টি।

যার এক কান কাটা ইত্যাদি, নং ৮২৯ দ্রষ্টব্য।

৭১১৮ যার কড়ি তার জয়।[১]

['জবানবন্দিনবিস হন্ হন্ করিয়া জবানবন্দি লিখিতেছে কিন্তু যার কড়ি তার জয়'—আলালের ঘরের দুলাল]

৭১১৯ যার কড়ি তার সম্বল, মুখে হরি-হরি বল।

৭১২০ যার কড়ি তারই কথা, নিকড়িয়ার সদাই ব্যথা।

৭১২১ যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। গিরিশ ঘোষের বিষাদে উদ্ধৃত]

৭১২২ যার কাছে চাই ব্যবস্থা, সেই করে তিন অবস্থা।[১]

[১ অমৃত বসুর বাবুতে প্রযুক্ত]

৭১২৩ যার কেউ নেই তার ভগবান আছে।

৭১২৪ যার খাই তার গাই[১]।

[১ অর্থাৎ গুণগান করি]

যার খাই সে ছাড়বে কেন, নং ৫৯১৯ দ্রষ্টব্য।

৭১২৫ যার খায় তার পাল[১] মজায়।

[১ দল বা কুল]

৭১২৬ যার গরু নেই, তার নন্দন বনে চরে।
যার মাগ নেই, তার এক কিলে মরে॥

৭১২৭ যার গরু কাদায় পড়ে, তার দুনো বল বাড়ে।[১]

[১ পা—গরু হাবড়ে পড়ে যার, দুনো বল থাকে তার]

যার গরু সে বলে বাঁজা ইত্যাদি, নং ৫০০৩ দ্রষ্টব্য।

৭১২৮ যার গলা ধ'রে[১] কাঁদি, তার চোখে নেই পানি।

[১ পা—যার লাগি]

৭১২৯ যার গলায় ঘা সে বলে বাঁচব, যার পায়ে ঘা সে বলে মরব

৭১৩০ যার গায়ে[১] গু, সে কেন করে থু।[২]

[১ পা—পোঁদে। ২ নং ৪৭৭]

৭১৩১ যার গোয়ালে গরু, তার কথা সরু।

৭১৩২ যার গোলায় ধান, তার কথায় টান্।

৭১৩৩ যার ঘরে নাই ঢেঁকি মুসল, সে বহুঝির নাহিক কুশল।
বলে ডাক—শুনহ সার, পরের ঘরে[১] উপজে জার ॥[২]
[১ অর্থাৎ অপরের গৃহে বাস করিলে। ২ ডাকের বচন]

যার ঘরে ভাত তার দোয়াড়ে ইত্যাদি, নং ২৭২৪ দ্রষ্টব্য।

৭১৩৪ যার ঘরে ভাত ভাতার, কিসের আকাল তার আবার।

৭১৩৫ যার ঘরে সিঁদ, সে কি যায় নিদ।[১]
[১ ভারতচন্দ্র]

৭১৩৬ যার ঘা তার পোড়া।

৭১৩৭ যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয়, চেরাগদারের ঘোড়া।

৭১৩৮ যার ঘোড়া সে যদি উল্‌টো দিকে চড়ে।

যার ছেলেকে (বা মাকে) কুমীরে খায় সে ঢেঁকি দেখলে ডরায় (বা ভয় পায়), নং ২০৬৫ দ্রষ্টব্য।

যার ছেলে যত খায় ইত্যাদি, নং ৬৯৮৬ দ্রষ্টব্য।

৭১৩৯ যার ছেলে যত পায়, তার ছেলে তত চায়[১]।
[১ পা—যে যত পায় সে তত চায়]

৭১৪০ যার জন্য এত, সেই রইল ক্ষেত ত।

যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর, নং ১৪৬৫ দ্রষ্টব্য।

৭১৪১ যার জন্য করি জো, সেই বলে পৈঠানে[১] শো।
[১ সোপান, সিঁড়ি। পা—পৈথানে (=পদস্থান, পাস্তলা)]

৭১৪২ যার জন্য বনবাসী, সেই দেয় গলায় ফাঁসি।[১]
[১ 'আমি যারে ভালবাসি সে দেয় আমার গলায় ফাঁসি'—গোপাল উড়ে]

৭১৪৩ যার জন্য বুক ফাটে, সে আমারে এঁকে কাটে।[১]
[১ নবীন তপস্বিনীতে প্রযুক্ত]

৭১৪৪ যার জন্য ভেবে মরি, সে হল না আপনারি।

৭১৪৫ যার জোরে হেরে যাই, তারেই ভগবান দেখাই।

৭১৪৬ যার ঝি তার জামাই, পাড়াপড়শীর কাট্‌না কামাই[১]।

[১ পা—নাচ কাচ বাপ ভাই ; নাচি কুঁদি বারো ভাই।—নং ৬৬৯৯, ৬৭৪০]

৭১৪৭ যার ঝি তার পোড়া, পাড়াপড়শীর কান খাড়া।[১]

[১ নং ৭১৪৬]

৭১৪৮ যার টেঁকে টাকা, তার কথা বাঁকা।[১]

[১ নং ৭২৩৬]

৭১৪৯ যা'[১] রটে, তা'[২] বটে।[৩]

[১ পা—যে কথা। ২ পা—তার কতক। ৩ 'একগুণ যদি ঘটে কোটিগুণ ধরাতে রটে'—দাশু রায়]

৭১৫০ যার ডোলে ভাত, তার পাড়ানে কই।[১]

[১ নং ২৭২৪]

৭১৫১ যার দাঁত সাফ নয়, তার আঁত সাফ নয়।

৭১৫২ যার দান তার পুণ্য, যারে দেয় সেও ধন্য।

৭১৫৩ যার দৌলতে চুয়া চন্দন, তারি পাতে খোলার[১] ব্যঞ্জন।

[১ পাক করিবার পাত্রের। অথবা ব্যঙ্গে—খোসার]

৭১৫৪ যার ধন তাকে দিয়ে, আমি যাই হাতনাড়া নিয়ে।

৭১৫৫ যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।[১]

[১ 'আয়ান ঘোষ বিয়ে করলেন রাজকন্যা রাধা। নন্দের বেটা কৃষ্ণ তাতে ভাগ বসালেন আধা॥ আর শুনেছ দুখের কথা আর শুনেছ সই। যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই॥'—রসসাগর (রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি)। 'দালালি কাজটা ভাল, নেপো মারে দইয়ের মত এতে বিলক্ষণ গুড় আছে'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। সধবার একাদশীতেও উদ্ধৃত, কিন্তু 'নেপোয়' স্থানে 'নেতো' পাঠ দেখা যায়।—নং ২৬৮৩, ৭২০৩]

৭১৫৬ যার ধর্ম্মের ঠিক নেই, তার কর্ম্মের ঠিক নেই।

৭১৫৭ যার ধারি তার মরণ করি, যে ধারে তায় টিপে ধরি[১]।

[১ পা—যে ধারে তার দুয়ার দিয়ে পথ করি]

৭১৫৮ যার ধারি, মরণ হোক তারি।

৭১৫৯ যার নাও সে যায় তড়ে[১], আন্ লোকে এসে চড়ে।
[১ তটে, নদীর কিনারায়]

৭১৬০ যার নাম টিপ, তারই নাম ফোঁড়[১]।
[১ পা—যে টিপ সেই ফোঁড়]

৭১৬১ যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি।
যার মাথায় পাকা চুল তার নাম বুড়ী॥

৭১৬২ যার নাম বারো বুড়ি, তার নাম তিন পণ।

৭১৬৩ যার নাম মহাশয়, তার পোঁদে কুড়ুল সয়।

৭১৬৪ যার নামে উপবাস, তার সঙ্গে পরবাস।

৭১৬৫ যার না হাতে ধরি, তার পায়ে গড় করি।

৭১৬৬ যার নিন্দে তার পিন্ধে[১]।
[১ পা—তারে বন্দে]

৭১৬৭ যার নিয়তি যেখানে, কে খণ্ডাবে সেখানে।[১]
[১ নং ৭২০০]

যার নুন খাই ইত্যাদি, নং ৪৭১৫ দ্রষ্টব্য।

৭১৬৮ যার নেই ঋণ, সেই চিন্তাহীন।[১]
[১ নং ৯৯]

৭১৬৯ যার নেই গরু, সুখে ঘুমায় সে হরু।

৭১৭০ যার নেই পয়সা কড়ি, তার কপালে[১] ঝাঁটার বাড়ি।
[১ পা—শ্বাশুড়ী মারে]

৭১৭১ যার নেই পুঁজিপাটা, সে যাক বেলেঘাটা[১]।
[১ যেখানে চালের আড়ত আছে ও ভিক্ষা সুলভ। 'যাদের নাহি পুঁজিপাটা, গিয়ে বেলেঘাটা, বাড়ীর পাটা বেচে পেটে খেলে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৭১৭২ যার নোলা ভারি, তার তলা[১] ভারি।
[১ অর্থাৎ যৌনপ্রবৃত্তি]

৭১৭৩ যার পরণে খনি[১], তার কথা লাগে ধ্বনি-ধ্বনি।
যার পরণে টেনা, তার কথা লাগে প্যান্প্যানা॥
[১ ক্ষৌমবস্ত্র]

৭১৭৪ যার পরে তার খায়, তারই ভিটেয় ঘুঘু চরায়।

যার পাঁঠা সে লেজে কাটে, নং ৪৩৭ দ্রষ্টব্য।

৭১৭৫ যার পা চলে না, তার উঠান তিন ক্রোশ।

যার পেটে ছাঁ হয় ইত্যাদি, নং ৬৯২২ দ্রষ্টব্য।

৭১৭৬ যার প্রসাদে[১] রামের মা, তারেই তুমি চেন না।[২]

[১ পা—যারে দিয়ে। ২ ভারতী, ১৩০৫, পৃঃ ৫৬১-৬২ দ্রষ্টব্য]

৭১৭৭ যার প্রাণ তারই কাছে, লোকে বলে—নিলে নিলে।

৭১৭৮ যার ফাটে তার ফাটে, ধোপার তাতে কি।[১]

[১ নং ৪৪৪০]

৭১৭৯ যার বউ সে নিয়ে যায়, কাঁদে নিমে ঢুলী।[১]

[১ নং ৭১৯৩]

৭১৮০ যার বহু ঝি দূরে যাতি, নিকটে যার বৈঠে অসতী।
কথা কহিতে করে হাস, বলে ডাক—জার নির্য্যাস[১] ॥
ধোবানী মালিনী গোয়ালিনী, তাদের লইয়া রস-কাহিনী।
কন কথা হাসি সার, বলে ডাক নির্য্যাস জার ॥
ঘরে আখা বাহিরে রান্ধে, আর কেশ ফুলাইয়া বান্ধে।
ঘন ঘন চাহে উলটিয়া ঘাড়,
বলে ডাক—এ নারীর ঘরউ জার ॥[২]

[১ নিশ্চয়। ২ ডাকের বচন। অনুরূপ বচনের জন্য নং ৭৭০ এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য]

৭১৮১ যার বংশ না বাড়ে, তার নাঁতি আগে মরে।

৭১৮২ যার বাচ্ছা, তারে আচ্ছা।

৭১৮৩ যার বাড়ী থাকি, তার মরেছে মা।
যদি না কাঁদি, খেদিয়ে দেবে না ॥

৭১৮৪ যার বাড়ী বিয়ে, সে খায় ঘরে দোর দিয়ে।

৭১৮৫ যার বাতের ঠিক নেই, তার জাতের[১] ঠিক নেই[২]।

[১ পা—বাপের। ২ পা—যার বাত নড়ে তার বাপ নড়ে]

৭১৮৬ যার বাপ খেত মাঠে শালুকপাতে ভাত।
তার ছেলের কানে দেখি কলম চোদ্দ হাত॥

৭১৮৭ যার বাপ মারে না তেলাপোকা, তার ছেলে তীরন্দাজ।[১]
[১ নং ৫৬৫৪, ৫৬৬৫]

৭১৮৮ যার বিয়ে[১] তার দেখতে মানা।[২]
[১ পা—যার পুতের বিয়ে (অর্থাৎ বরের মা ছেলের বিয়েতে উপস্থিত থাকে না)। ২ "ধোপার বিয়েতে বর মুখাচ্ছাদন করিয়া বিবাহ করে"—লঙ সাহেবের ব্যাখ্যা]

৭১৮৯ যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম নাই[১]।[২]
[১ পা—কামাই। ২ কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ও নবীন তপস্বিনীতে প্রযুক্ত। 'যার বে তার মনে নাই, সুধার বিবাহের কথা লইয়া পাড়াপড়শীর ঘুম নাই'—রমেশ দত্তের সংসার]

৭১৯০ যার বেটার বিয়ে, তার পাতে নেই ডাল।

৭১৯১ যার বোঝা তার ঘাড়ে।

৭১৯২ যার ব্যথা সেই বোঝে।

যার ভাত নেই তার জাত নেই, নং ৬২০০ দ্রষ্টব্য।

৭১৯৩ যার ভাতার তার ভাতার, কেঁদে মরে হরে ছুতার।[১]
[১ নং ৭১৭৯]

৭১৯৪ যার ভাতার যারে নিয়ে বড় পিরীত করে।
সতীন তার দেখে গলায় দড়ি দিয়ে মরে॥

৭১৯৫ যার ভাল[১] তারে, চল্ লো খেঁদী ঘরে।[২]
[১ পা—সুন্দর। ২ নং ৫৫০৫]

৭১৯৬ যার মন[১] যা' চায়[২], দুধ বেচে মদ খায়।
[১ পা—প্রাণ। ২ পা—যার মনে যে বা লয়]

যার মন যেমন তার ধন তেমন, নং ৭৪৪৪ দ্রষ্টব্য।

৭১৯৭ যার মন যেমন, সে দেখে তেমন।

৭১৯৮ যার মনে[১] কালি, তার কপালে[২] ছালি[৩]।
[১ পা—অন্তরে। ২ পা—মুখে। ৩ ছালি (প্রা)=ছাই]

৭১৯৯ যার মনে যা', উগরে ওঠে তা'।

৭২০০ যার মরণ যেখানে, নাও ভাড়া তার[১] সেখানে।[৩]

[১ পা—নাও করে যায় ; মাটি কেনা তার। ৩ নং ৭১৬৭]

৭২০১ যার মাথায় পাগ, তার সেরা ভাগ।

৭২০২ যার মরা সে খায় মাছে ভাতে।
পাড়াপড়শী নিরামিষ খায় যুগীর সাথে॥

যার মাটি ইত্যাদি, নং ৭১১৫ দ্রষ্টব্য।

৭২০৩ যার মাড়া[১] তার মাড়া নয়, আল্লাই মারে দই।[২]

[১ মাঠা, ঘোল। ২ নং ২৬৮৩, ৭১৫৫]

৭২০৪ যার মাথা ভাঙে সেই চূণ খোঁজে।

৭২০৫ যার মাথায় কাল চুল, তারে চেনা ভার।

৭২০৬ যার মুখে বিষ, তার জিব চেরা।

৭২০৭ যার মোটে বিয়ে হয়নি, তার ঠাকুরঝি বলবার সাধ।

৭২০৮ যা' রয় সয় তাই ভাল।

৭২০৯ যার যা' কথা নয়, সে কেন কথা কয়।

৭২১০ যার যা' ভাল, তার তা' সঙ্গে গেল।

৭২১১ যার যা' রীত, না ছাড়ে কদাচৎ।

৭২১২ যার যা' সে নিয়ে যায়, জোর ক'রে ঠেকানো দায়।

যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত, নং ২৯৭ দ্রষ্টব্য।

৭২১৩ যার যেমন কামনা, তেমনি ঢাকী বাজনা।

৭২১৪ যার যেমন মতি, তার তেমন গতি[১]।

[১ নং ৭৪৪৩]

৭২১৫ যার রূপে প্রাণ কাঁদে, সে কেন আর চূড়া বাঁধে।

৭২১৬ যার লাগি আওতা বেড়া, সেই দেখি দরবারে খাড়া।

৭২১৭ যার লাগি খাটি, সেই বলে চোরা।
খাটলে তবু পয়সা নাই, আমার বক্ত বুরা[১]।

[১ কপাল মন্দ]

৭২১৮ যার লাগি নামি একহাঁটু জলে, সে নামে একগলাতে।

৭২১৯ যার লাঠি তার মাটি।

৭২২০ যার লেগে মরি, তার ঘা সইতে নারি।

৭২২১ যার লেজ খড়ের, তার ভয় আগুনের।

৭২২২ যার শির তার গর্দ্দান।

৭২২৩ যার[১] শিল যার[১] নোড়া, তারই[২] ভাঙি দাঁতের গোড়া।[৩]

[১ পা—তোর। ২ পা—তোরই। ৩ দ্বিজেন্দ্র রায়ের পরপারেতে প্রযুক্ত]

৭২২৪ যার সঙ্গে দুস্তি, তার সঙ্গে কুস্তি।

৭২২৫ যার সঙ্গে পিরীত থাকে, তাকে কি না সুধায় ডেকে।

৭২২৬ যার সঙ্গে ভাব, তার মুখ দেখলেও লাভ।[১]

[১ 'প্রাণ ভরে দেখ। যার সঙ্গে যার ভাব, মুখ দেখলেও লাভ'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রত্নদীপ]

৭২২৭ যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপন জন।

৭২২৮ যার সঙ্গে[১] যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।[২]

[১ পা—যার পিরীতে। ২ নবীন তপস্বিনী ও রমেশ দত্তের সংসারে উদ্ধৃত]

৭২২৯ যার সঙ্গে যেমন, শুঁকটি মাছে বাইঅন[১]।

[১ বেগুন (প্রা বাইগন)]

৭২৩০ যার সরষে তার তেল।

৭২৩১ যার হয় না নয়ে, তার হয় না নব্বুইয়ে।

৭২৩২ যার হয় যক্ষা, তার নেই রক্ষা।

৭২৩৩ যার হাগা, তার চিওন[১]।

[১ চেতন ?]

৭২৩৪ যার হাঁড়িতে যার চাল।[১]

[১ অর্থাৎ স্ত্রীলোকের স্বামিভাগ্যের বিভিন্নতা। 'কে কার হাঁড়িতে চাল দিয়ে রেখেছে, আগে থাকতে কারও বলবার যো নেই'—শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব। নং ৫২৫১]

৭২৩৫ যার হাত তার পাত।

৭২৩৬ যার হাতে আছে টাকা, তার কথা এঁকাবেঁকা।[১]

[১ নং ৭১১৪৮]

৭২৩৭ যার হাতে কলম, তার কথাতেই মালুম।

৭২৩৮ যার হাতে খাইনি সে বড় রাঁধুনী।
যার সঙ্গে ঘর করিনি সে বড় ঘরণী॥[১]

[১ নং ৭২৪৭]

৭২৩৯ যার হাতে তেলের ভাঁড়, তার লাঙলে মস্ত ষাঁড়।

৭২৪০ যারে কর মর্ মর্, সে পায় দেবতার বর।[১]

[১ নং ৬৪৭৯]

যারে খায় কালসাপে ইত্যাদি, নং ৭০৩৬ দ্রষ্টব্য।

৭২৪১ যারে ডর করি, তারে গড় করি।

৭২৪২ যারে ডরাও তুমি, সেই দেবী আমি

যারে দশে বলে ছি ইত্যাদি, নং ৪০১২, ৭২৫১ দ্রষ্টব্য।

৭২৪৩ যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।[১]

[১ 'যে যাহারে দেখিতে পারে না সে তাহার চলনও বাঁকা দেখে'—আলালের ঘরের দুলাল।—নং ৭৪৭৪]

৭২৪৪ যারে দেখি না হাটে মাঠে, তারে দেখি জলের ঘাটে।

৭২৪৫ যারে দেখি নিত-নিত, তারে করি পিত-পিত।

৭২৪৬ যারে দেয় না খোদাতালা, তারে দেয় না আসফ্উদ্দৌলা[১]।

[১ অযোধ্যার নবাব, দাতা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। অর্থাৎ ঈশ্বর না দিলে অতিবড় দাতাও দিতে পারে না]

৭২৪৭ যারে না দেখেছি[১] সে বড় সুন্দরী।
যার কথা শুনিনি সে বড় কথরী[২]॥[৩]

[১ পা—যারে চোখে দেখিনি। ২ বক্তা। ৩ নং ৭২৩৮]

৭২৪৮ যারে না বামুন বলি, তার গায়ে নামাবলী।

যারে না মারি হাতে, তারে মারি ভাতে, নং ৮৭৩৯ দ্রষ্টব্য।

৭২৪৯ যারে না মারে ভাতারে, সে আপনি-আপনি আতরে[১]।

[১ নিজেকে আঘাত করে ('অস্ত্র' হইতে); প্রয়োগ যথা—

'আচ্ছাদিত হয়ে তনু ছত্রিশ আতরে। পঞ্চশত ধনু তার পঞ্চশত করে॥'—রামেশ্বরের শিবায়ন। অথবা, আপনা-আপনি আতুর বা সোহাগী হয়]

৭২৫০ যারে নিয়ে লীলাখেলা, তারে আবার অবহেলা।

৭২৫১ যারে বললে ছি, তার রইল কি।[১]

[১ 'যারে বললে ছি, তার ধিক জীবনে রইল কি'—অমৃত বসুর সাবাস্ আটাশ।—নং ৪০২১]

৭২৫২ যারে বলি ভালো ভালো, সেই দেয় অন্তরে কালো[১]।

[১ পা—সেই দেয় কাঠের আলো]

৭২৫৩ যারে বলেছি লঘু কানী, তারে না বল্‌ব দুগ্‌গা ভবানী।

৭২৫৪ যারে যেমন গড়েছে বিধি, সেই ভাতারের পরম নিধি।

৭২৫৫ যারে রত্ন ভেবে যত্ন করি চিরদিন।
কে জানে সে গিল্‌টিকরা ভিতর-ভরা টিন॥[১]

[১ গোপাল উড়ে]

৭২৫৬ যারে রাখ সেই রাখে।

৭২৫৭ যারে লোকে না মারে, চালতা তার পড়ে ঘাড়ে।

৭২৫৮ যা' শত্রু পরে পরে।[১]

[১ অর্থাৎ পরের দ্বারা শত্রুবিনাশ বাঞ্ছনীয়। 'যা শত্রু পরে পরে, আমাদের উপর ঝুঁকি আসবে না'—গিরিশ ঘোষের মায়াবসান]

৭২৫৯ যা' শুনি হাটে বাটে, তায় গেরস্থের পোঁদ ফাটে।

৭২৬০ যা' হবার হবে তাই, মিছে ভেবে কাজ নাই।

৭২৬১ যা' হবার হবে, ভাবনা কেন তবে।

৭২৬২ যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।[১]

[১ অর্থাৎ অল্পের জন্য কিছু যায় আসে না। এই সংক্রান্ত গল্পের জন্য ভারতী, ১৩০৪, পৃঃ ১৪৯-৫০ দ্রষ্টব্য। পা—যাঁহা পঞ্চান্ন তাঁহা ছাপ্পান্ন। 'একটা স্ত্রীহত্যা করেছি, লোভ হচ্ছে আরও একটা না হয় করি—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রত্নদীপ]

৭২৬৩ যাহা রয় বারো মাস, এমন কর অভিলাষ।

৭২৬৪ যাঁহা রাম, তাঁহা অযোধ্যা।

৭২৬৫ যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর।[১]

[১ চণ্ডীদাস।—নং ১১৪৮]

৭২৬৬ যুও[১] যুবতী ভাজা, তিন বাদলের মজা।

[১ একপ্রকার জুয়াখেলা]

৭২৬৭ যুক্তির শেষ শক্তি।

৭২৬৮ যুগীর গরু কাদায় পড়ে।

৭২৬৯ যুগীর গানে আবার ভণিতা।[১]

[১ কারণ যুগীর গান গানের মধ্যেই পরিগণিত হয় না]

৭২৭০ যুদ্ধে দ্রোণ, কথায় বন[১]।

[১ মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব যুদ্ধের জন্য ও বনপর্ব্ব আখ্যায়িকার জন্য প্রসিদ্ধ]

৭২৭১ যুবতীর কোল, শিঙি মাছের ঝোল, মুখে হরিবোল।[১]

[১ কোল=আলিঙ্গন (সংস্কৃত 'ক্রোড়' অর্থে)। ২ বৈষ্ণবদের বিদ্রূপ]

৭২৭২ যে আইল যোগী, সে হইল ভোগী।[১]

[১ পা—যে এল যোগী সে হল সো'গী (=সোহাগী)]

যে আগুন খাবে ইত্যাদি, নং ২৩৬ দ্রষ্টব্য।

৭২৭৩ যে-আগুন[১], তাতে আবার কাঁঠালের বীচি।

[১ পা—কোন্ বা আগুন]

৭২৭৪ যে আগে যায়, তার নাগাল পাওয়া দায়।

৭২৭৫ যে আছে[১] ঘরের[২] শত্রু, সেই যাক্[৩] বরযাত্র।[৪]

[১ পা—যে হয়। ২ পা—বাড়ীর। ৩ পা—যায়। ৪ 'কথাই আছে—যে হয় ঘরের শত্রু সেই যায় বরযাত্রী'—আলালের ঘরের দুলাল। নং ২৭৫৭]

৭২৭৬ যে আপনি খেতে জানে, সে পরকেও খাওয়াতে জানে।

৭২৭৭ যে ইজের পরে, সে মুতবার পথ রাখে।

৭২৭৮ যেই ঢেঁকিশালা, তার আবার আধঘরা।[১]

[১ নং ২৭৭৩]

৭২৭৯ যেই বিয়ের ঘটা, তার আবার হলদি কোটা।

৭২৮০ যেই হাতে পূজিয়াছি দেব শূলপাণি।
সেই হাতে পূজিব কি চ্যাঙবুড়ী কানী॥

৭২৮১ যে এল চষে সে রইল ব'সে।[১]
যে এল কোঁত পেড়ে তারে দাও ভাত বেড়ে॥

[১ 'যে এল চষে সে যাক্ ভেসে'—শুধু এইটুকু এই ভাবে অমৃত বসুর তরুবালায় প্রযুক্ত]

৭২৮২ যে কথাটি লাগে ভাল, সে কথাটি আবার বল।

৭২৮৩ যে কথা সেই কাজ।

৭২৮৪ যে কথা সেই কিরে[১]।

[১ শপথ। অর্থাৎ শপথের মত মুখের কথা অবশ্য পালনীয়]

৭২৮৫ যে কয়[১] রাম, তার সঙ্গে যাম[২]।

[১ পা—বলে। ২ পা—যান্]

৭২৮৬ যে করবে ধরম করম, তার মাথাতেই বাঁশ-মারণ।

৭২৮৭ যে করে আমার আশ তার করি সর্ব্বনাশ।
তাতেও যে না ছাড়ে আশ, তার হই দাসের দাস॥

৭২৮৮ যে করে দুঃখভোগ, সে করে সুখসম্ভোগ।

৭২৮৯ যে করে ধর্ম্ম, তার হয় কর্ম্ম।

৭২৯০ যে করে পরের আশ, সে খায় বনের ঘাস।

৭২৯১ যে করে পাপ, সে হয় সাত বেটার বাপ।[১]
যে করে পুণ্য, তার হয় শূন্য।

[১ নং ৭৬]

৭২৯২ যে-কাঁটায়[১] মাপ, সে-কাঁটায়[১] শোধ।

[১ পা—কাঠায়]

৭২৯৩ যে-কাল যায়, সে-কাল না আয়[১]।

[১ পা—সে কাল ভাল। নং ৭৩৫৯]

৭২৯৪ যে-কাল, সে-বিত্তে।

৭২৯৫ যে-কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে, সে কুকুর কামড়ায় না।[১]

[১ নং ১৮৯৪]

৭২৯৬ যে-কুকুর ডাকে না, সে ঠিক কামড়ায়।[১]

[১ নং ৭২৯৫ প্রবাদের বিপরীত]

৭২৯৭ যে-কুয়োয় জল খায়, সে-কুয়োয় থুতু ফেলে।

৭২৯৮ যেখানে আছে লেখা, সেখানে হবে দেখা।

৭২৯৯ যেখানে আঁটাআঁটি, সেখানেই কাটাকাটি[১]।

[১ পা—লটঘটি। নং ৭০৪৪]

৭৩০০ যেখানে উৎপত্তি, সেখানে নিবৃত্তি।

৭৩০১ যেখানে কম জোর সেখানে ছেঁড়ে ডোর।

৭৩০২ যেখানে[১] খায় সেখানেই[২] হাগে ।

[১ পা—যে পাতে। ২ পা—সে পাতেই। ৩ পা—সে পাত ছেঁড়ে]

৭৩০৩ যেখানে গভীর নীর, সেখানে সদা স্থির।

যেখানে গুড় সেখানে পিঁপড়ে, নং ২৫৪১, ৬৮০৫ দ্রষ্টব্য।

৭৩০৪ যেখানে গু সেখানে চন্দন।
যেখানে গু নেই সেখানে কান্দন॥

৭৩০৫ যেখানে গেরস্থের বাসা, সেখানে অতিথির আশা।

যেখানে ছুঁচ চলে না সেখানে বেঁটে ইত্যাদি, নং ৩২৩৮ দ্রষ্টব্য।

৭৩০৬ যেখানে ছুঁচ চলে, সেখানে সূতাও চলে।

৭৩০৭ যেখানে জল সেখানে মাছ, যেখানে পাখী সেখানে গাছ।

৭৩০৮ যেখানে তুলসীবন, সেখানে বৃন্দাবন।

৭৩০৯ যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন॥[১]

[১ বিহারিলাল, সঙ্গীতশতক]

৭৩১০ যেখানে ধন, সেখানে মন।[১]

[১ নং ৭৪৪৪]

৭৩১১ যেখানে নরম মাটি সেখানে ঝাঁটা লাথি।
যেখানে শক্ত মাটি সেখানে কান্নাকাটি ॥

৭৩১২ যেখানে নেই আসল মায়া, সেখানেই বেশি আহা।

৭৩১৩ যেখানে নেইক মান, সেখানে ছাড়ি পাকা ধান।

৭৩১৪ যেখানে নেই চাঁই, সেখানে ভুড়ুর ভাই।

৭৩১৫ যেখানে বসে সেখানে কি চষে।

৭৩১৬ যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা[১] হয়।[২]

[১ পা—রাত। ২ 'যেখানেতে বাঘের ভয় সেইখানেতে সন্ধ্যা হয়'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'যেখানে বাঘের ভয় সন্ধ্যা সেইখানে'—স্বরধুনী কাব্য]

৭৩১৭ যেখানে বাসনা-রথ, সেখানে সিদ্ধিপথ।

৭৩১৮ যেখানে ভাই, সেখানে ঠাঁই।

৭৩১৯ যেখানে ভেজে না কুত্তার হোল[১],
সেখানে দেয় হামজার পোল[২]।

[১ অণ্ডকোষ। ২ চট্টগ্রামে হামজা খাঁর নির্ম্মিত অওরঙ্গজেবের সময়ের বিরাট পোল।—চট্টগ্রামের প্রবাদ]

৭৩২০ যেখানে মড়া, সেখানে শকুনি।

৭৩২১ যেখানে যেমন সেখানে তেমন।[১]

[১ 'আমি এ সকল কিছুই মানি না কিন্তু কি করি—যেখানে যেমন সেখানে তেমন'—মদ খাওয়া বড় দায়। দীনবন্ধু মিত্রের কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠেও প্রযুক্ত]

৭৩২২ যেখানে রাত, সেখানে কাত।[১]

[১ অর্থাৎ যত্র তত্র শয়ন]

৭৩২৩ যেখানে সুখ সেখানে স্বস্তি।[১]

[১ নং ৮৩৯৭]

৭৩২৪ যেখানে সেখানে থাকুক রাম, সিঁথেয় থাকুক এয়োত নাম।

৭৩২৫ যে খায় কবুতরের রান্[১], সে খায় বিলের ধান।

[১ পাখীর উরতের উপাদেয় মাংস, joint]

৭৩২৬ যে খায় ঘিয়ের হাঁড়ি, সে খায় ময়রার বাড়ী।

৭৩২৭ যে খায় ঘিয়ের হাঁড়ি, সে খায় মুগুরের বাড়ি।

৭৩২৮ যে খায় চিনি, তায় জোগান চিন্তামণি।[১]

[১ নং ১৬২৪]

৭৩২৯ যে খায়[১] সাত বার, তার জন্য[২] ভাত বাড়্।[৩]

[১ পা—যে খেয়েছে ; খেয়ে যায় যে। ২ পা—তারই আগে। ৩ নং ৮২৯৮]

৭৩৩০ যে খেয়েছে তারে খাওয়া, যে না খেয়েছে তারে শোওয়া।

যে খেলে সে কানা কড়িতেও খেলে, নং ২২৮৬ দ্রষ্টব্য।

৭৩৩১ যে গড়তে জানে, সে ভাঙতেও জানে।[১]

[অমৃত বসুর বিজয়-বসন্তে প্রযুক্ত]

যে-গরু দুধ দেয় ইত্যাদি, নং ৪২৭৭ দ্রষ্টব্য।

৭৩৩২ যে-গাঁও মূর্খের নাই আকাল, সে-গাঁও ছাড় সকাল-সকাল।

৭৩৩৩ যে-গাছ[১] বাড়ে, জানা যায় তার ঝাড়ে[২]।

[১ পা—মূল। ২ পা—তার দু'পাতায় চিন্]

যে-গৃহিণী আউদড়মুণ্ডী, নং ৭৭০ দ্রষ্টব্য।

৭৩৩৪ যে-ঘাটেতে জল নেই পাথর কেন ভাসে।
যার সঙ্গে ভাব নেই সেই বা কেন হাসে॥

৭৩৩৫ যেচে মান কেঁদে সোহাগ[১], তা'তে অপমান লোকের বিরাগ।

[১ 'তোমার যে দেখি যেচে মান কেঁদে সোহাগ'—নবনাটক। নং ৪৩৫৭, ৭৩৭৭]

৭৩৩৬ যে-ছা ওড়ে, সে বাসায় ধড়ফড় করে।

৭৩৩৭ যে-ছেলে ভাঁটা মারে[১], তার নাটা[২] হেন চোখ।

[১ বাঁটুল লইয়া খেলা করে। ২ নাটা বা লাটা একপ্রকার বর্তুলাকার ফল। এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ যথা—'দুই চক্ষু জিনি নাটা ঘুরে যেন কড়ি ভাঁটা'—কবিকঙ্কণ]

৭৩৩৮ যে-ছেলে কোলে যখন, সবার চেয়ে তার আদর তখন।

৭৩৩৯ যে-জন আপনা বুঝে, পরদুঃখ তারে সুজে[১]।[২]

[১ বুঝের সমানার্থক ও সহচর শব্দ, কিন্তু এখানে শোভা পায় অর্থে ব্যবহৃত। ২ ভারতচন্দ্র]

৭৩৪০ যে-জন পথে ছড়ায় কাঁটা, তার যেন থাকে জুতা আঁটা।

৭৩৪১ যে-জন শেখে চুরি করতে, সে শেখে ফাঁসিতে মরতে।

৭৩৪২ যে জানে না উত্তর পূব, তার হয় সদাই শুভ।

৭৩৪৩ যে জীবের লেজ নেই, তার উপকার করতে নেই।

৭৩৪৪ যে জেতে সে হাসে।

৭৩৪৫ যে-ঝাড়ের বাঁশ তুমি নাগাল যদি পাই।
ঝাড়ে-মূলে আমি তবে আগুন লাগাই॥

৭৩৪৬ যে-ডালে বসে সে-ডাল কাটে[১]।
[১ পা—যে-ডাল ধরে সে-ডাল ভাঙে]

৭৩৪৭ যে-ডালে ভর করে, সে-ডাল ভেঙে পড়ে।[১]
[১ 'যে-ডালে করোঁ মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে, নাহি হেন ডাল যাত করোঁ বিসরামে'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]

৭৩৪৮ যেতে ছাগল, আসতে পাগল।[১]
[১ নং ১৮৪০]

৭৩৪৯ যে তোমারে প্রেম শিখালে, তারে তুমি খুব দেখালে।[১]
[১ নিধু বাবু (রামনিধি গুপ্ত)]

৭৩৫০ যেথা করেন চণ্ডীপাঠ, ভিটে বেচে বসান্ হাট।[১]
[১ গিরিশ ঘোষের মায়াবসানে প্রযুক্ত]

৭৩৫১ যে থাকে কয়লার কাছে, ময়লার আঁচ আছেই আছে।

যে দাম টানে ইত্যাদি, নং ৩৯৯৪ দ্রষ্টব্য।

৭৩৫২ যে-দামে কেনা সে-দামে বিক্রি।[১]
[১ অর্থাৎ চোরাই মাল চুরি যাওয়া]

৭৩৫৩ যে-দিকে জল পড়ে, সে-দিকে ছাতা ধরে।[১]
[১ 'যে বাগে পড়য়ে জল সেই বাগে ছাতা। ধরিয়া সুবুদ্ধি লোক রক্ষা করে মাথা॥—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'জলে ছাতা ধরি'—কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। 'যে দিগে পড়ে জল সেই দিগে ধরি ছাতি। তা নৈলে লোকে কেন বলবে মোরে রসবতী॥'—নবনাটক]

৭৩৫৪ যে-দিকে ঝড় সে-দিকে টোকা[১]।

[১ মাথালি, শুষ্কপত্রাদি নির্ম্মিত ছত্র]

৭৩৫৫ যে-দিকে ঝোল যায়, সে-দিকে বেন্নন[১] ধায়।

[১ ব্যঞ্জন, তরকারি]

৭৩৫৬ যে-দিকে বাতাস আসে, সে-দিকে স'রে বসে।

৭৩৫৭ যে-দিকে বাতাস, সে-দিকে পাল তোলা।

৭৩৫৮ যে দিন আঁচাই সে দিন ভাল।[১]

[১ গিরিশ ঘোষের বলিদানে প্রযুক্ত]

৭৩৫৯ যে-দিন যায় সে-দিন আসে না।

[১ পা—ফেরে। ২ নং ৭২৯৩]

৭৩৬০ যে-দিন যায় সে-দিন ভাল[১]।

[১ পা—বড়]

৭৩৬১ যে দিল অন্তরে ব্যথা, তার সঙ্গে কিসের কথা।

৭৩৬২ যে দুয়ে নেয় তারই গরু, যে পোষে তার নয়।

৭৩৬৩ যে দেখালে জো, সেই দেখায় ভোঁ।

৭৩৬৪ যে দেবতা গড়তে পারে, সে বাঁদরও গড়তে পারে।[১]

[১ নং ২৩৩৮, ৭৯১৫]

৭৩৬৫ যে দেয়[১] ভাত শালা[২] পানি শালি[৩], যম তারে পাড়ে গালি।

[১ অর্থাৎ আগন্তুককে। ২ গৃহ বা আশ্রয়। ৩ শালি ধান]

৭৩৬৬ যে-দেশে কাক[১] নেই, সে-দেশে কি রাত পোহায় না।

[১ পা—মোরগ]

৭৩৬৭ যে-দেশে কাপড় নেই, সে-দেশে ধোপার কি।[১]

[১ নং ৪৭৪৯, ৭৫১০]

৭৩৬৮ যে-দেশে গাছ নেই, সে-দেশে এরণ্ডই গাছ।[১]

[১ পা—নাই-দেশে এরণ্ড গাছ, নাই-বনে খটাশ বাঘ। সং—নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে। নং ১১৯৮]

৭৩৬৯ যে-দেশে নাই গণক জ্যোতিষা, গোধূলি লগন, যাত্রা ঊষা।[১]

[১ ডাকের বচন। শুভলগ্ন ও শুভযাত্রার ব্যবস্থা]

১৩৭০ যে-দেশে যে-ভাগা, হাত থাকতে পায়ে শাঁখা।

১৩৭১ যে-দেশে যা' ভাও[১], উপুড় করে বায় নাও[২]।

[১ ভাব। ২ পা—মাথায় না, টোকা বাও]

১৩৭২ যে ধান কাটে, সে মাষ কাটে।

১৩৭৩ যে ধার করে, সে দুঃখে মরে।

১৩৭৪ যেন তেন প্রকারেণ কার্য্যসিদ্ধির্গরীয়সী।

যে না বোঝে টিপ্‌টিপার ভাও ইত্যাদি, নং ৫৭৪২ দ্রষ্টব্য।

যে-নারী দিনে নিদ্রা যায় ইত্যাদি, নং ৭৭০ দ্রষ্টব্য।

১৩৭৫ যে-নারী[১] সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।

[১ পা—মেয়ে ; বেটী ; ছুঁড়ী]

১৩৭৬ যে না ভাবে আগে পিছে, সে আবাগার বাঁচা মিছে।

১৩৭৭ যে না হল আপনায় রত, কেঁদে পিরীত বাড়াব কত।[১]

[১ নং ৪৩৫৭, ১৩৩৫]

১৩৭৮ যে নিজে গরজী, তার আবার মরজি।[১]

[১ 'এ বিনতির আবশ্যক নাই, আমি নিজে গরজী আমার মরজি কি'—নববিবিবিলাস]

১৩৭৯ যে পাত পাতে, সে হাত পাতে[১]।

[১ নং ৮৬৭৩]

যে পাতে খায় সে পাতে ইত্যাদি, নং ৭৩০২ দ্রষ্টব্য।

১৩৮০ যে-পাতে বেশি তরকারি, সে-পাত আগে আমারি।

১৩৮১ যে পালায়, যে ধরতে যায়, দু'জনকেই দৌড়তে হয়।

১৩৮২ যে-পেটে ছেলে ধরে, সে পেট কি অল্পে ভরে।

১৩৮৩ যে-বনে যাই সে-ফল খাই।

১৩৮৪ যে বয় তার দুনো বোঝা।

১৩৮৫ যে বলে ছাড়্, ঘরে র'ব না তার।

১৩৮৬ যে বলে মরতে জানি, সমুদ্দ র তার সাঁতার-পানি।

৭৪১৪ যেমন চাষার বুদ্ধি বলে, পাড়াগাঁয়ের মাঠে।
নদী না দেখে নেঙটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাটে ॥

৭৪১৫ যেমন চোয়াড় তেমন গাল।

৭৪১৬ যেমন জগন্নাথ, তেমনি সুভদ্রা।[১]

[১ 'যেমন দেবা তেমনি দেবী, যেমন জগন্নাথ তেমনি সুভদ্রা, যেমন জলধর তেমনি জগদম্বা'—নবীন তপস্বিনী]

৭৪১৭ যেমনটি যায় তেমনটি হয় না।

৭৪১৮ যেমন তরবার তেমন দরবার।

৭৪১৯ যেমন তেমন গড়, চূণবালি দিয়ে মোড়।

৭৪২০ যেমন তেমন ঘর, খান পাঁচ ছয় কর।

৭৪২১ যেমন তেমন চষ, মই দিয়ে[১] ঘষ।

[১ 'মই দেওয়া' অর্থের জন্য নং ৪৯৫৯ দ্রষ্টব্য]

৭৪২২ যেমন তেমন চাকরি, ঘি ভাত।

৭৪২৩ যেমন তেমন দুই গাই, যেমন তেমন দুই ভাই।

৭৪২৪ যেমন তেমন, পোদের বামন[১]।

[১ পোদ জাতির ব্রাহ্মণ]

৭৪২৫ যেমন তেমন বাড়, মাছ মেরে পাড়।

৭৪২৬ যেমন তেমন বিয়ে, তিরিশ টাকার খিয়ে[১]।

[১ খিয়ানত, ক্ষতি বা দণ্ড]

৭৪২৭ যেমন তোমার কাজের আটা[১], তেমনি আমার মুড়ির কাঠা[২]।

[১ যত্ন, আগ্রহ। ২ কাজ অনুসারে মুড়ি-জলপানের পরিমাণ]

৭৪২৮ যেমন দাদা গুণমণি, তেমনি বউ রাসমণি।

৭৪২৯ যেমন দেয়[১] তেমনি পায়[২]।

[১ অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে। ২ এ জন্মে। 'যেমন দিয়েছিস্, তেমনি পেইছিস্, ভাল দিয়ে আসতিস্ মন্ত্রীর মাগ হতে পেতিস্'—নবীন তপস্বিনী]

৭৪৩০ যেমন দেবা তেমনি দেবী।[১]

[১ 'যেমন দেবা তেমনি দেবী, ঠকচাচা ও ঠকচাচী দুজনেই রাজজোটক'—আলালের ঘরের দুলাল। কুলীনকুলসর্ব্বস্বেও

প্রযুক্ত। 'চুণোগলির সাহেব বিবি, যেমন দেবা তেমনি দেবী'—মনোমোহন বসু। 'যেমন দেবা তেমনি দেবী…যেমন জলধর তেমনি জগদম্বা'—নবীন তপস্বিনী]

৭৪৩১ যেমন দেবী, তেমনি বাহন।[১]

[১ সং—যস্য দেবস্য যদ্রূপং তথা ভূষণবাহনম্। অথবা—যাদৃশী শীতলা দেবী তাদৃশং খরবাহনম্। 'যেমন দেবতা যিনি সেই মত ভূষণ বাহন'—ভারতচন্দ্র। 'দেবতা যেমন বাহন তেমন জোটে'—দাশু রায়]

৭৪৩২ যেমন নদের চাঁদ, তেমন মুখের ছাঁদ।

৭৪৩৩ যেমন নেড়া তেমনি নেড়ী, বনপুঁই শাক, ছড়া হাঁড়ি[১]।

[১ যে হাঁড়িতে ছড়া দিবার জন্য গোবর জল থাকে]

যেমন পড়েছে কলি ইত্যাদি, নং ৭৪০১ দ্রষ্টব্য।

৭৪৩৪ যেমন পাপ তেমন তাপ।

৭৪৩৫ যেমন পেত্না তেমনি পেত্নী।[১]

[১ নং ৮২৫৮]

৭৪৩৬ যেমন বাঁদী তেমন চরকা।

৭৪৩৭ যেমন বাপ তেমন বেটা।

৭৪৩৮ যেমন বিয়ে তেমনি বাদ্যি[১]।

[১ পা—বাজনা]

৭৪৩৯ যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।[১]

[১ নং ৭৩৯১]

৭৪৪০ যেমন ভাগ্য গোপাল দাসের তেমনি গায়েন পাঁচু।

আনতে বলেছি মিছরি, তবু এনে বসেছে কচু॥[১]

[১ নং ৩৯০৫]

৭৪৪১ যেমন ভানু তেমনি হনু।[১]

[১ রামায়ণে হনুমান সূর্য্যকে বগলদফা করিয়াছিল !]

৭৪৪২ যেমন ভোজন, তেমন দক্ষিণা।[১]

[১ নং ৪০৭৮]

৭৪৪৩ যেমন মতি তেমন গতি, কাঁচকলাটা ভগবতী।[১]

[১ 'আমার পুত্রের যেমন মতি তেমনি গতি হইয়াছে'—

প্রবোধচন্দ্রিকা। 'যেন মতি তেন গতি'—কবিকঙ্কণ। 'করেছে যেমন মতি তেমনি গতি'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৭৪৪৪ যেমন মন তেমন ধন।[১]

[১ পা—যার যেমন মন তার তেমন ধন। নং ৭৩১০, ৭৪৭৭। 'আপনার যেমন মন তেমনি ধন মিলেচে'—বিয়ে-পাগলা বুড়ো। 'তোমার যেমন মন তেমনি ধন হোক'—লীলাবতী]

৭৪৪৫ যেমন মনিব তেমন চাকর।

৭৪৪৬ যেমন মা তেমন ছা।[১]

[১ নং ২৪৩৫]

৭৪৪৭ যেমন মা তেমন ঝি, তার বাড়া[১] নাতনীটি।

[১ পা—তিন গুণ তার]

৭৪৪৮ যেমন রাজ্যে করি ঘর, নেঙটা হয়ে খাল পার।

৭৪৪৯ যেমন রাম তেমন সীতা, যেমন কানু তেমন রাধা।

৭৪৫০ যেমন রোগ তেমন ওঝা[১]।

[১ পা—ওষুধ। নং ১২০১]

৭৪৫১ যেমন শরা তেমনি হাঁড়ি, গ'ড়ে রেখেছে কুমোরবাড়ী।

৭৪৫২ যেমন শূয়র তেমনি কাওরা, যেমন জল তেমনি কেওড়া।

৭৪৫৩ যেমন হাঁড়ি তেমন কড়ি।

৭৪৫৪ যেমন হাঁড়ি তেমন শরা[১], যেমন নদী তেমন চড়া।

[১ 'হইলেও হইতে পারে, যেমন হাঁড়ি তেমন শরা'—দাশু রায়। 'হাঁড়ির মুখের মত হয়ে গেল শরা'—রামেশ্বরের শিবায়ন। 'বেশ্যাও রসের ভরা, হাঁড়ির মুখের শরা'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'আমি বল্‌ছি না যে আমি রূপসী, আমার যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা হয়েছে'—অমৃত বসুর গ্রাম্যবিভ্রাট]

৭৪৫৫ যেমন হুড়্‌ক বাড়ী, তেমনি গোলাদার তারি।

৭৪৫৬ যেমনি বাছা তেমনি আছে, অমনি পরাণ বেরিয়ে গেছে।

৭৪৫৭ যেমনে শোও তেমনে শোও, পৈথানে তুই পা।

৭৪৫৮ যেমনের ঘরে তেমনি করে।

৭৪৫৯ যে মরবে আপন দোষে, কি করবে তার পরামর্শে[১]।

[১ পা—তার হরিহর দাসে। নং ৩৪৫৪]

৭৪৬০ যে মরে সেই ভূত।

৭৪৬১ যে-মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে।[১]

[১ নবীন তপস্বিনী]

৭৪৬২ যে মারে তার দোষ নয়, যত দোষ ঢেলার।

৭৪৬৩ যে মারে সেই যম।

৭৪৬৪ যে-মুখে ছাগলদাড়ি, তাতে খাবে পানসুপারি।

৭৪৬৫ যে-মুড়োতে দাঁড়ায় সেই মুড়োই উঁচা।

৭৪৬৬ যে-মুরগী ডিম পাড়ে, সে-মুরগীর পোঁদ জানে।

যে-মেয়ে সতীনে পড়ে ইত্যাদি, নং ৭৩৭৫ দ্রষ্টব্য।

৭৪৬৭ যে যত বড়, সে তত ছোট।

৭৪৬৮ যে যা খায় তারই ঢেঁকুর ওঠে।[১]

[১ নং ৬৮৮৬]

৭৪৬৯ যে যা' চায় সে তা' পায়।[১]

[১ নং ৭০৮৬, ৭৪৭৫]

৭৪৭০ যে যাতে রত, কহে[১] তারি মত।

[১ পা—বলবে]

৭৪৭১ যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ।[১]

[১ পা—লঙ্কায় যে যায় সে রাবণ হয়। 'রাবণ' স্থলে 'রাক্ষস' পাঠও দেখা যায়]

৭৪৭২ যে যার কপালে খায়, লোকে বলে—আমার খায়।

৭৪৭৩ যে যার সে তার।

৭৪৭৪ যে যারে দেখতে নারে, সে তারে হাঁটনায় খোড়ে।[১]

[১ নবীন তপস্বিনীতে প্রযুক্ত।—নং ৭২৪৩]

৭৪৭৫ যে যারে ধ্যায়, সে তারে পায়।[১]

[১ নং ৭০৮৬, ৭৪৬৯]

৭৪৭৬ যে যারে না দেখতে পারে, তার ছায়া দেখলে লাথি মারে।

৭৪৭৭ যে যেমন তার তেমনি হয়।
মনের গুণে ধন মিলে সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥[১]

[১ নং ৭৪৪৪]

৭৪৭৮ যে যেমন, তারে তেমন।

৭৪৭৯ যে রক্ষক সেই ভক্ষক।[১]

[১ 'রক্ষক হয়ে এসে যে তুমি ভক্ষক হতে পারবে না, কোন-মতেই না, এ আমি জানি'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন। নং ৭৫০৪]

৭৪৮০ যে রাঁড়ের আছে মা, তারে ডাকতে হয় না।

৭৪৮১ যে রাঁধুনী, তার পানের সাজেও বাঁধুনী।

৭৪৮২ যে রাঁধে, সেও চুল বাঁধে।[১]

[১ পা—যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না; বেটী রাঁধে, চুলও বাঁধে, ইত্যাদি। নং ৪৩৬৯]

৭৪৮৩ যে লেখে সরু তার হয় গরু, যে লেখে মোটা তার হয় কোঠা।[১]

[১ পাঠশালায় পড়ুয়াদের হাতের লেখা সম্বন্ধে]

৭৪৮৪ যে-শরীরে দয়া নেই সেও কখনো শরীর।
মুশকিলে যার আসান নেই[১] সেও কখনো পীর॥

[১ নং ৭০১৪]

৭৪৮৫ যে শেখালে ভু, তারেই দিলি ভু।[১]

[১ প্রবোধচন্দ্রিকা, দ্বিতীয় স্তবক প্রথম কুসুমে, বিশ্ববঞ্চক ও বিশ্বভণ্ডের গল্পে ইহার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য]

৭৪৮৬ যে-শোলটি পালিয়ে যায়, সেইটি কি মস্ত নয়।[১]

[১ পা—যে শোলটি পালায় সেইটি বড় বা ডাগর]

৭৪৮৭ যেষামন্যা গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।

৭৪৮৮ যে সতী, তার চোখও নেই, কানও নেই।[১]

[১ নং ৫৪৩৪, ৭৫৩৯]

৭৪৮৯ যে সয় সেই বয়।[১]

[১ নং ৭০১৮]

৭৪৯০ যে সয় সে রয়।[১]

[১ নং ৭০১৯, ৮২২০]

৭৪৯১ যে-সরষেতে ভূত ছাড়ে, তারই ভেতর ভূত।[১]

[১ নং ৮২৩০]

৭৪৯২ যে সার খাবে, সে মাথও পাবে।

৭৪৯৩ যে-সারী[১] কাটন নাহি কাটে।

রাতি পোহালে পোপানকে সাটে[২]।

কিছু বলিতে ধায় রোষে, ডাক বলে—পুরুষ দোষে॥[৩]

[১ কুৎসিত। ২ শাসন করে। ৩ ডাকের বচন। অনুরূপ বচনের নির্দ্দেশের জন্য নং ৭৭০ দ্রষ্টব্য]

যে হয় ঘরের শত্রু ইত্যাদি, নং ৭২৭৫ দ্রষ্টব্য।

৭৪৯৪ যে-হাতে আছে চিনির গন্ধ, সে-হাত চুষতে সবার আনন্দ।

৭৪৯৫ যৈসা কি তৈসা।[১]

[১ গিরিশ ঘোষের একটি নাটকের নাম এইরূপ]

৭৪৯৬ যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।[১]

[১ ভার্য্যা মে নটকী চেয়মহঞ্চ যবনাধমঃ। জামাতা হড্‌ডকশ্চৈব যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে॥]

৭৪৯৭ যো যস্য হৃদ্যো ন হি তস্য দূরম্‌।

৭৪৯৮ যৌবন জোয়ারের পানি[১], কাল থাকতে বুঝলে না নানী।

[১ 'জোয়ারের পানি নারীর যৌবন, গেলে না ফিরিবে আর'—চণ্ডীদাস]

৭৪৯৯ যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা।[১]

[১ 'শাস্ত্রে বলেছে যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা'—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ]

৭৫০০ যৌবনের টস্‌টসানি নেইক কোন রস।

কেবল পুরাণ টোলে কষ[১]॥

[১ নং ৫১৭৮]

৭৫০১ রইল ঝোলা শিকেয় তোলা।

৭৫০২ রক্তদন্তী কালী।[১]

[১ ব্যঙ্গে প্রযুক্ত হয়]

৭৫০৩ রক্তবীজের ঝাড় বা বংশ।[১]

[১ রক্তবীজ নামক অসুরের রক্তবিন্দু মাটিতে পড়িলেই তদাকার অসুর উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার বংশের ইয়ত্তা বা লোপ নাই। 'নানা সাহেব দশ বারো বার মরে গ্যালেন, ধরা পড়লেন ও আবার রক্তবীজের মত বাঁচলেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'সঙ্গীদের সংখ্যার হ্রাস নাই, রোজ রোজ রক্তবীজের ন্যায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল'—আলালের ঘরের তুলাল। 'রক্ত-বীজের বংশ, কত কাটবে?'—দ্বিজেন্দ্ররায়ের মেবার পতন। 'বেটীরা যে যেখানে আছে রক্তবীজের মত এসে ছেঁকে ধরবে'—শ্রীকান্ত ২য় পর্ব্ব]

৭৫০৪ রক্ষকে ভক্ষণ করে, কে তারে রাখতে পারে।[১]

[১ নং ৭৪৭৯]

৭৫০৫ রঘু[১] চৈতা[২] বলা[৩], এ তিন কলির চেলা।[৩]

[১ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন অথবা নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি। ২ বৈষ্ণব চৈতন্য। পা—নিতে (= নিত্যানন্দ)। ৩ কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্ত্তক বল্লাল সেন। এ সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত শ্লোকও পাওয়া যায়, যথা—'শিরোমণিশ্চ চৈতন্যো বল্লালো রঘুনন্দনঃ। লোকানাং ধর্ম্মনাশায় কলেঃ পুত্রচতুষ্টয়ম্॥' 'হে বল্লাল, লোকে তোমাকে যে কলির চেলা কহে তাহা যথার্থ'—কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব]

রঘু ঠাকুরকে খেলে বাঘে, নং ৭৮১৯ দ্রষ্টব্য।

৭৫০৬ রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।[১]

[১ 'রঘুপতির সে উত্তরকোশলাই বা কোথায়'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৭৫০৭ রঘু ডাকাত।[১]

[১ নির্ভীকতায় ও তুরন্তপনায় প্রসিদ্ধ]

৭৫০৮ রঙ গেল, ঢঙ গেল, রস গেল দূর।
নির্ধনের হাতে পড়ে দর্প হল চুর॥

৭৫০৯ রঙ থাকলে রাঙা[১] কড়ি, রঙ[২] ফুরোলে[৩] গড়াগড়ি।[৪]

[১ পা—রঙের বা রঙ্গের বেলায় রাঙা বা রাঙ্গা। ২ পা—রঙ্গ। ৩ পা—না থাকলে। ৪ 'রঙ্গের বেলা রাগে কড়ি ঐ ত রাগের গুঁড়া'—মাণিক গাঙ্গুলি]

৭৫১০ রজকের লাভ কোথা উলঙ্গের কাছে।
কাঁটা গাছে জল দিয়া ফল কিবা আছে॥[১]

[১ ঈশ্বর গুপ্ত।—নং ৪৭৪৯, ৭৩৬৭]

৭৫১১ রণমুখো সেপাই, ঘরমুখো বাঙালী।

৭৫১২ রতনগর্ভার পেতেন[১] পুত[২]।

[১ প্রেত বা ভূত। ২ পা—সন্তান]

৭৫১৩ রতন বাবুর[১] নাতি স্বর্গে দেবে বাতি[২]।

[১ নড়ালের দুর্দ্দান্ত জমীদার রতন রায়? ২ নং ৪৫৮৫]

৭৫১৪ রতনে রতন চেনে।

৭৫১৫ রথ দেখা কলা বেচা।[১]

[১ নং ২৬৬৮, ৫৯৭০, ৮২৪৪]

রন্ধনে দ্রৌপদী, নং ৪২৯১ দ্রষ্টব্য।

৭৫১৬ রন্ধনের[১] চাল চর্ব্বণে যায়।

[১ পা—ভাতের। 'চর্ব্বণে উড়িয়া গেল পার্ব্বণের চালি'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৭৫১৭ রন্ধ্রগত শনি।[১]

[১ নং ১১১৮। 'পঞ্চমে মঙ্গল কার রন্ধ্রগত শনি। কে দিল অনলে হাত, কে ধরিল ফণী॥']

৭৫১৮ রমানাথের এঁড়ে, বইবে না, বইতেও দেবে না।[১]

[১ 'হেয়ার সাহেবের স্কুলের হেডমাষ্টার জানতো, বড়মানুষের ছেলে রমানাথের এঁড়ে, আপনারাও পড়বে না, কারেও পড়তে দেবে না'—সধবার একাদশী]

৭৫১৯ রবি গুরু[১] মঙ্গলের ঊষা, আর সব ফাসাফুসা[২]।[৩]

[১ পা—সোম শুক্র। ২ পা—তাতে না বিচারে কোন দিশা। ৩ খনার বচন। যাত্রার শুভদিন নির্ণয়]

৭৫২০ রসিকে রসিক চেনে, ভোমরায় চেনে মধু।
অজাত্যা বাঙালে চেনে খোরাভরা কদু[1] ॥
[১ নং ৮১৪৪]

৭৫২১ রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার।[1]
[১ ভারতচন্দ্র]

৭৫২২ রসুন বলে—কাঁচকলা ভাই, তোমার বড় খোসা।

৭৫২৩ রসুন বলে—পেঁয়াজ ভাই, তোর গায়ের গন্ধে ম'রে যাই।

৭৫২৪ রসুয়ে বামুন, পূজাও করে।

৭৫২৫ রসের ঘরেই গৌর নাচে।

৭৫২৬ রসের নাগর রূপের সাগর, যদি কড়ি পাই[1]।
আদর ক'রে করি তারে বাপের জামাই ॥
[১ পা—রসিক নাগর রসের সাগর যদি ধন পাই (নবীন তপস্বিনীতে)]

৭৫২৭ রসের সার চুটকি।

৭৫২৮ রাই কুড়িয়ে বেল।[1]
[১ নং ৩৮১৮]

৭৫২৯ রা করে না যে, চোরের সর্দ্দার সে।

৭৫৩০ রাক্ষসের ওপর খোক্কস।

৭৫৩১ রাক্ষসের মাছি খাওয়া।

রাখ নিয়ে তোর শালীকে মধ্যস্থ, নং ৭৮৯৮ প্রবাদের ভুল রূপান্তর বলিয়া মনে হয়।

৭৫৩২ রাখ গে যা তুই শিকেয় তুলে, কত খাবে তোর বাগদী জেলে।

৭৫৩৩ রাখবারও ধন নয়, পাঠাবারও মন নয়।[1]
[১ অর্থাৎ বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী গমনোদ্যতা কন্যা]

৭৫৩৪ রাখালসভাতে যা' রাজসভাতেও তা'।

রাখালের হাতে শালগ্রাম, নং ৩০০১ দ্রষ্টব্য।

৭৫৩৫ রাখে কৃষ্ণ[1] মারে কে, মারে কৃষ্ণ[1] রাখে কে।
[১ পা—গোঁসাই। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সিন্দূরকৌটায় প্রযুক্ত]

৭৫৩৬ রাগ করলে ভাগ হারায়।

৭৫৩৭ রাগ ক'রে ঘরের ভাত বেশি ক'রে খাওয়া[১]।

[১ 'আর সব দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকেন, থাকুন! ঘরের ভাত বেশি করিয়া খাবেন'—ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের নয়নচাঁদের ব্যবসা। 'মনে ক'রে ঘরের ভাত বেশি ক'রে খাবে'—অমৃত বসুর সাবাস আটাশ]

রাগটুকুও (বা রাগখানিও) আছে, ভাগটুকুও (বা সুখখানিও) আছে, নং ৬০৭০ দ্রষ্টব্য।

৭৫৩৮ রাগ, না, চণ্ডাল।

৭৫৩৯ রাগী মানুষের চোখও নেই, কানও নেই।[১]

[১ নং ৫৪৩৪, ৭৪৮৮]

৭৫৪০ রাগে বাঁজী পুত বিইয়েছে।

৭৫৪১ রাগের ঘরে বারো দেবতা খাটে।

৭৫৪২ রাগের চোটে বকনা ফাটে।

৭৫৪৩ রাঘব-বোয়াল।[১]

[১ প্রকাণ্ড মাছ, যার গ্রাস ও উদর বড়। নং ৩০৩৭। 'মেয়ে মানুষ সম্বন্ধে জমীদার খুড়ো আমার রাঘববোয়াল'—অমৃত বসুর রাজা বাহাদুর। 'শুনেছি ব্যাটা রাঘববোয়াল, যা পায় তা আড়ে গেলে'—গিরিশ ঘোষের হারানিধি]

৭৫৪৪ রাঘব রায়ের[১] কাল।

[কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ রাজার। 'কৃষ্ণনগরের রাজা রাঘব রায় বহুকাল পূর্ব্বে রাজত্ব পান, এ জন্য সংকেতে বলে রাঘবরায়ের কালে পড়ে আছে অর্থাৎ বহুকাল আছে'—লঙ সাহেবের ব্যাখ্যা]

৭৫৪৫ রাঙা টাকা তামায় ভরা।[১]

[১ হুতোম প্যাঁচার নকশায় প্রযুক্ত। নং ২৫৩১]

৭৫৪৬ রাঙা মূলা।[১]

[১ দেখিতে ভাল খাইতে ঝাল]

৭৫৪৭ রাজমাধবী রাজার ঝি, গেরো দে' আশে-পাশে।
দুধের সর গলায় বাধে, দুধ দেখলে বমি আসে॥

৭৫৪৮ রাজযোটক।[১]

[১ বর ও কনের সর্ব্বতোভাবে জ্যোতিষিক শুভ রাশি যোগ। 'ঠকচাচা ও ঠকচাচী দুজনেই রাজজোটক'—আলালের ঘরের দুলাল। 'আপনি চম্পকলতার যোগ্য তরু, রাজযোটক হয়েচে'—বিয়েপাগলা বুড়ো। 'বর-কনেতে রাজ-যোটক'—গিরিশ ঘোষের বড়দিনের বখশিশ]

৭৫৪৯ রাজসভা দেখলে পরে কোঁচ বাগ্‌লো চরে (?)।
কোকিলের ধ্বনি শুনে পেঁচা ডেকে মরে॥

৭৫৫০ রাজহাঁসের পা দেখে বকের নেঙা-পেঙা।
তোর পা যেমন তেমন, আমার পা ঢেঙা॥

৭৫৫১ রাজাকে কড়ি, মড়াকে দড়ি, না দিলে এড়ান নাই।

৭৫৫২ রাজা খায় কি ? ঘি। ঘি না থাকলে ? আঙুল চোষে।

৭৫৫৩ রাজা[১] খায় ডেড়ে[২], গণক খায় ভেঁড়ে[৩]।

[১ পা—পুরুত। ২ দেড়গুণ করিয়া; অর্থাৎ 'ডেড়ে মুষে' সর্ব্বতোভাবে শোষণ করিয়া। এই অর্থে প্রয়োগ যথা—'যে সব অর্থ দান দিতেছ, ডেড়ে করে কেড়ে আনবে শেষে'—দাশু রায়। পূর্ব্ববঙ্গের পাঠ—দাইরা (=দাবী করিয়া)। ৩ ভাঁড়াইয়া, প্রতারণা করিয়া। পূর্ব্ববঙ্গের পাঠ—ভাইড়া (=ঠকাইয়া)]

৭৫৫৪ রাজা গেল পাটনে[১], শূন্য হল দেশ।
মাঝখানে ব'সে আছে নেড়া দরবেশ॥

[১ বাণিজ্যে। অথবা, পত্তনে বা নগরে]

৭৫৫৫ রাজাজী আর পঞ্চা তেলী।[১]

[১ নং ২০৪৮]

৭৫৫৬ রাজাতে কাটিবে শির, কি করিবে কোন্ বীর।

৭৫৫৭ রাজা তেজচন্দ্র[১] আর কি।

[১ বর্দ্ধমানের রাজা, মানী ও অহঙ্কারী কিন্তু দাতা ও শৌখিন বলিয়া প্রসিদ্ধ]

৭৫৫৮ রাজা থাকতে[১] কোটালের দোহাই।

[১ পা—রাজা শিয়রে]

৭৫৫৯ রাজাদের ঘুড়ী, এক বিয়ানে বুড়ী।

৭৫৬০ রাজা ধন বিলান অন্দরে, কুড়ান কে? না, রাণী।

৭৫৬১ রাজা নবকৃষ্ণ[১] আর কি।[১]

[১ শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তৎকালীন প্রতিপত্তির জন্য প্রসিদ্ধ]

৭৫৬২ রাজা, না, গোঁজা।

৭৫৬৩ রাজা-নামের কিছু হল না, কুকুর মেরে ফাঁসি গেল।

৭৫৬৪ রাজা বিনা রাজ্যনাশ।

রাজা-বেটী শোযে ইত্যাদি, নং ১৬৭১ দ্রষ্টব্য।

৭৫৬৫ রাজা মারে, দোহাই দেব কারে।[১]

[১ নং ২৫২:, ৫৭৩৫]

৭৫৬৬ রাজা যদি করে পাপ, প্রজার ঘটে মনস্তাপ।

৭৫৬৭ রাজা যম উভয়ে বিরুদ্ধ।

৭৫৬৮ রাজায় রাজায় দেখা।

৭৫৬৯ রাজায় রাজায় বাধে রণ, উলুখড়ের হয় মরণ[১]।

[১ পা—রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।—গিরিশ ঘোষের আবু হোসেনে। নং ৫৫৪৪, ৭৮০৭]

৭৫৭০ রাজা যেমন গবচন্দ্র, পাত্র তার তেমনি।
তাঁত-গাড়েতে[১] পড়ে ঘোড়া, ঘাড় কাত্ তাই অমনি॥

[১ নিম্নে পা ঝুলাইয়া বসিবার জন্য গাড় বা গর্ত্ত। 'ঘোর ঘুমে তাঁতগাড়ে তাঁতি পড়ে ঢুলে'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী]

৭৫৭১ রাজার আঙুল মোটা, তাই দেয় ফোঁটা-ফোঁটা।

৭৫৭২ রাজারও রেয়েত[১] নয়, সাধুরও[২] খাতক নয়।[৩]

[১ পা—প্রজা। ২ পা—মহাজনেরও। ৩ 'আমি রাজারও রেয়েত নই, সেধেরও খাতক নই'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব]

রাজার কাছে সাজা ইত্যাদি, নং ৮১১৯ দ্রষ্টব্য।

৭৫৭৩ রাজার ঘরে মোতির রাট্[১]।

[১ অভাব]

৭৫৭৪ রাজার ঘরের ঘি, আঁচল পেতে নিই।

৭৫৭৫ রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, গৃহিণীর দোষে গৃহ নষ্ট[১]।

[১ নং ১৩৫৩, ২৫২৭]

৭৫৭৬ রাজার নন্দিনী প্যারী, যা' করে তা শোভা পায়।[১]

[১ 'রাজার মেয়ে হয়ে প্যারী যা করিস্ তা শোভা পায়'—মধুসূদন কান]

৭৫৭৭ রাজার পাপে[১] রাজ্য নষ্ট, লক্ষ্মী পালায় ডরে।
স্ত্রীর দোষে স্বামীর কষ্ট, ভাত নেই ঘরে ॥[২]

[১ পা—দোষে। ২ 'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, প্রজা কষ্ট পায়। গৃহিণীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট, লক্ষ্মী ত ত্যজায় ॥'—কবিচন্দ্রের রামায়ণ। 'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট ভাবি চাহ মনে। স্তিরি পাপে গৃহলক্ষ্মী পলায়ে আপনে ॥'—গোপীচন্দ্রের পাঁচালী। 'গৃহিণীর পাপ পুণ্যে গৃহ থাকে ম'জে'—ভারতচন্দ্র]

৭৫৭৮ রাজার পুতে বাঘ মেরে মুখে করে না রা।
তাঁতীর পুতে ছাগ মেরে নাচতে তোলে পা[১] ॥

[১ পা—ফাঁদে দেয় পা]

৭৫৭৯ রাজার বাড়ী চুরি হল, পুকুরপাড়ে সিঁদ।

৭৫৮০ রাজার বাড়ী চুরি, হারি কি পারি।

৭৫৮১ রাজার বাড়ীর চেড়ী, দিনে সাতখান শাড়ি।

৭৫৮২ রাজার বাঁদর।

৭৫৮৩ রাজার বেটা সিনান করে, তার নেঙটি শুকায় না।

রাজারাজড়ার ভালবাসা, গেরস্থের খাসীপোষা, নং ৫৪৪২ দ্রষ্টব্য।

৭৫৮৪ রাজার মাকে লোকে আড়ালে বলে ডা'ন।[১]

[১ 'তুমি বলবে, আড়ালে রাজার মাকেও ডান বলে'—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ]

৭৫৮৫ রাজার মাটি, বেশ্যার পাটি।

৭৫৮৬ রাজার মা, বিইয়েছেন যে কাকের ছা।

৭৫৮৭ রাজার মা[১] ভিক্ষা মাগে।

[১ পা—লক্ষ্মীর মা বা পো]

৭৫৮৮ রাজার মায়ের সাজের কথা, কাঁথায় ঘুঙুর বাজে।

৭৫৮৯ রাজার যুবরাজ, মোহন্তের চেলা,
ফলনীর জামাই[১] এ নয় ভালা।
[১ অমুকের জামাই এই পরিচয়]

৭৫৯০ রাজার যে রাজ্যপাট, ক'দিন সে রয় ঠাট।

৭৫৯১ রাজার লাগি রাণী, কাঙালের লাগি কাঠকুড়ানী।

৭৫৯২ রাজার রাজ্যপাট, গরীবের শাকভাত[১]।
[১ পা—যুগীর ঝুলিকাঁথা]

৭৫৯৩ রাজার রাণী, কানার কানী।[১]
[১ মারাঠী—কানীকো কানা প্যারা, রাণীকো রাণা প্যারা]

৭৫৯৪ রাজার সুখে বনবাস, কি করে তুলা কাপাস।

৭৫৯৫ রাজার সুখে রাজ্যবাস, স্ত্রীর সুখে গৃহে বাস।

৭৫৯৬ রাজার হল রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট।

৭৫৯৭ রাজার হাল স্বর্গে বয়, এক বলতে শতেক হয়।
রাজী বড় বউ ইত্যাদি, নং ৫৩৭৯ দ্রষ্টব্য।

৭৫৯৮ রাঁড় ঘাঁটিয়ে চড় খাওয়া॥[১]
[১ 'মিছে কেন চড় খাই রাঁড় ঘেঁটাইয়ে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৭৫৯৯ রাঁড়কে রাঁড়[১] ষাঁড়কে ষাঁড় বলা দায়।
[১ 'রাঁড়ের মেয়েকে তুই রা কাড়িস নাই'—রামেশ্বরের শিবায়ন]

৭৬০০ রাঁড়ী বেটীর বিয়ের শখ, উনায়[১] রসের কত ঠমক।
[১ গ'লে পড়ে]

৭৬০১ রাঁড়ীর ভাগ্যে হাটেও সিঁদূর নেই।

৭৬০২ রাঁড়ীর[১] কেন মাছের চিন্তা।
[১ বিধবার]

৭৬০৩ রাঁড়ীর বেটা গোবিন্দ, পেট ভরলেই আনন্দ[১]।
[১ নং ৫২০৪]

৭৬০৪ রাঁড়ীর স্বপন পাঁজ আর তুলো।

৭৬০৫ রাঁড়ী হয়ে ভোগ বালাই, ডাক বলে—আগে তারে সামলাই।[১]

[১ ডাকের বচন]

৭৬০৬ রাঁড়ের ধন শরার লোণ[১]।

[১ লবণ]

৭৬০৭ রাঁড়ের পুঁজি।

৭৬০৮ রাঢ়, না, চোয়াড়।

[১ 'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়। কেহ না পরশ করে, লোকে বলে রাঢ়॥'—কবিকঙ্কণ। 'তু রাঢ় চোয়াড় তোকে সব কর্ম্ম খাটে'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী]

৭৬০৯ রাণী ভবানী আর ফুলী জেলেনী।[১]

[১ নং ২০৫১]

৭৬১০ রাত-উপাসে হাতীও পড়ে।

রাত গেলে কি করবে চাঁদে ইত্যাদি, নং ৩৩৮৪ দ্রষ্টব্য।

৭৬১১ রাত পোহালে বিষু[১], ঘরে নাই কিছু।

[১ বিষুব সংক্রান্তি]

৭৬১২ রাতারাতি বড়মানুষ হওয়া।[১]

[১ 'আসল মতলব এই, পরের স্কন্ধে ভোগ করিয়া রাতারাতি বড়মানুষ হইব'—আলালের ঘরের দুলাল]

৭৬১৩ রাতারাতি বামনা হল মহারাজ[১]।

[১ রসুয়ে বামুনকে গৌরবে মহারাজ বলা হয়]

৭৬১৪ রাতের বেলা ভূতের ভয়, দিনের বেলা কিছু নয়।

৭৬১৫ রাত্রৌ দণ্ডী, দিবা ছত্রী।

৭৬১৬ রাঁধতে দেরি সয় ত বাড়তে দেরি সয় না[১]।

[১ পা—রান্না (বা রাঁধতে) সয়, বাড়া (বা বাড়তে) সয় না]

৭৬১৭ রাঁধা ভাতে বাঁধা উপোস।

৭৬১৮ রাঁধুনী বামুনের জুতা পায়।

৭৬১৯ রাঁধুনী যে ভাত পায় না, বেরাল কাঁদে কোণে ব'সে।

৭৬২০ রাঁধুনীর সঙ্গে পিরীত থাকলে ভোজনেতে সুখ।

৭৬২১ রান্না খেতে কান্না পায়।

৭৬২২ রান্নাঘরে যার বাস, তার অঙ্গে ধোঁয়ার বাস[১]।
[১ গন্ধ]

৭৬২৩ রান্নায় প্রাণ জুড়োয়, গা'ময় হলুদ।

৭৬২৪ রাবণমুখী হয়ে তেড়ে যাওয়া।

৭৬২৫ রাবণের গুষ্টি, বা, রাবণের সংসার[১]।
[১ অর্থাৎ বৃহৎ পরিবার। কারণ রাবণের নাকি এক লক্ষ পুত্র ও সওয়া লক্ষ নাতি! (নং ৫৩৭১)। 'আত্মারাম বাবুর সংসার রাবণের সংসার বল্লে হয়'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'ওর মামাদের রাবণের গুষ্টি, একটা করে মরতে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে যাবে'—গিরিশ ঘোষের শাস্তি কি শান্তি]

৭৬২৬ রাবণের চুলো, বা, রাবণের চিতা[১]।
[১ অনির্ব্বাণ। 'সদা চিতে জ্বলছে রাবণের চিতে—দাশু রায়। 'সংসার তো নয়, রাবণের চুলো, দিবানিশিই জ্বলছে'—নবনাটক। 'আমার জীবন যে রাবণের চিলু হয়েছে'—লীলাবতী। ('চিলু' পাঠ কেরীর কথোপকথনে)। 'দিনরাত্তির রাবণের চুলো জলেই আছে'—নৃত্যগোপাল রায়ের হরিশ্চন্দ্র। 'আমার এ যন্ত্রণা রাবণের চিতার মত জ্বলুক'—গিরিশ ঘোষের মায়াবসান]

৭৬২৭ রাবণের দোষে হয় সমুদ্র-বন্ধন।[১]
[১ সং—দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যান্মহোদধেঃ। 'রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন'—ভারতচন্দ্র। 'জলধি-বন্ধন যেমন রাবণের দোষে'—দাশু রায়]

৭৬২৮ রাবণের পুরী ছারখার।

৭৬২৯ রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি।[১]
[১ রামের হস্তে নিহত হওয়ায় রাবণ স্বর্গের সিঁড়ির কল্পনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই!—নং ৮৫২১]

৭৬৩০ রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।[১]
[১ 'না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ। সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ ॥'—ভারতচন্দ্র। নং ৬৭৪৯, ৭৬৫৩]

৭৬৩১ রা[১], বা,[২] নারী, কায়েতের বৈরী[৩]।
[১ কোলাহল। ২ বাতাস। ৩ লিখনপঠনে ব্যাঘাত]

৭৬৩২ রাম কামারের ধন রাম কামারেই গেল।

৭৬৩৩ রাম-খোদা।[১]

[১ অর্থাৎ যে হিন্দু বা মুসলমান অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর দেবতা না মানিলেও বিপদে পড়িয়া মানত করে বা শিন্নি দেয়, এবং 'রাম' ও 'খোদা' এই দুইকে স্মরণ করে। ভারতী, ১৩০৪, পৃ ১৪৬ দ্রষ্টব্য]

৭৬৩৪ রামচাঁদে তেঁতুল খায়, শ্যামচাঁদে বাড়ি মারে।

৭৬৩৫ রামচাঁদে তেতো খায়, শ্যামচাঁদে জ্বরে মরে।

৭৬৩৬ রামছাগলের গলায় নুন্নুড়ি[১]।

[১ ঘুন্টি]

৭৬৩৭ রামদাসের মা, কথার ফাঁদ জান, কাজের ছাঁদ জান না।

রামনাম মুখে, ছুরি রেখে বুকে, নং ৫৩৯৫ দ্রষ্টব্য।

৭৬৩৮ রামনামে ভূত পালায়।

৭৬৩৯ রাম না হতে রামায়ণ।[১]

[১ 'এ সিদ্ধান্ত অনেকদিন পূর্ব্বেই করা ছিল···রাম না হতে রামায়ণ হইয়াছিল'—আলালের ঘরের দুলাল। নবীন তপস্বিনীতেও প্রযুক্ত। 'বাবাজীবন যে রাম না হতেই রামায়ণ সেরে বসে আছেন, তা ত কর্ত্তার খবর নেই'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গহনার বাক্স]

৭৬৪০ রাম না হতে রামের মা।[১]

[১ নং ৪৬০৬]

৭৬৪১ রাম বলা, ধুতি তোলা[১], দু'দিক কি সাজে।

[১ অর্থাৎ নদীপার হইবার সময়]

৭৬৪২ রাম ভজি কি রহিম ভজি।

৭৬৪৩ রাম মারল ফড়িঙ, সুজো গেল ফাঁসি।

৭৬৪৪ রাম রহিম কালী, ভেদ করলেই ম'লি।

৭৬৪৫ রামরাজ্য।[১]

[১ 'পেড়াপেড়ি হলে দেশে সরে পড়েন—সেখানে রামরাজ্য' —হুতোম প্যাঁচার নকশা। 'পত্তনির আগে এ তো রামরাজ্য

ছিল'—নীলদর্পণ। 'কাল থেকে আমার রামরাজ্য'—অমৃত বসুর চোরের উপর বাটপাড়ি। 'এখন নিশ্চিন্ত রামরাজ্য ভোগ করুন'—গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল]

৭৬৪৬ রাম-রাবণের যুদ্ধ।[১]

[১ 'পাঁচী আবাগী জামাই-বারিকে রাম-রাবণের যুদ্ধ করচে' —জামাই বারিক]

৭৬৪৭ রাম লক্ষ্মণ দু'টি ভাই, রথে চ'ড়ে স্বর্গে যাই।

৭৬৪৮ রামা, তলে নেঙটি উপরে জামা।

৭৬৪৯ রামা ধোপা, শ্যামা ধোপা, সব বেটারই এক চোপা।

৭৬৫০ রামা মার খায়, গোবিন্দ কেঁকায়।

৭৬৫১ রামায়ণের মধ্যে বানরের[১] কচকচি।

[১ পা—ভূতের]

রামুর কিবা কাঠকাটা ইত্যাদি, নং ২০৫৩ দ্রষ্টব্য।

৭৬৫২ রামু বলে—শ্যামু ভায়া, তুমি নাকি পাগল হয়েছ।

৭৬৫৩ রামে মারলেও মরব[১], রাবণে মারলেও মরব[১]।[২]

[১ পা—মরি; মারবে। সীতাহরণে মারীচের উক্তি। ২ 'মুই দ্যাখলাম, রামে মাল্লেও মরিছি, রাবণে মাল্লেও মরিছি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিরহ। 'রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ভুলভাঙ্গা। নং ৬৭৪৯, ৭৬৩০]

৭৬৫৪ রামের কুড়ে, লক্ষ্মণের কুড়ে, কিসের কুড়ে মোর গেল উড়ে[১]।

[১ পা—উড়ে গেল মোর কিসের কুড়ে]

৭৬৫৫ রামের বাণে মরা ভাল, বাঁদরের দাঁতখিচুনি সয় না।

৭৬৫৬ রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি।

৭৬৫৭ রামের হনুমান।

৭৬৫৮ রাস তাস জোরের লাঠি, তিন নিয়ে পানিহাটি।

৭৬৫৯ রাস্তাবেড়ান কাপড়ে ঠাকুরঘরে ওঠা।[১]

[১ 'রাস্তাবেড়ান কাপড়ে ঠাকুরঘরে এইছিস্'—অমৃত বসুর ডিস্‌মিশ। নং ৬৯০]

৭৬৬০ রাহুর গ্রাস।[১]

[১ 'তুই ত ভাই কৃষ্ণপক্ষে, আমি যে একেবারে রাহুগ্রাসে পড়েছি'—নবনাটক]

৭৬৬১ রীত দস্তুর কসি, তবে দপ্তরে রসি।

৭৬৬২ রীষে[১] মরে রীষভরা, বিষে মরে সাপ।
সতীনের রীষে মরে সতীনের বাপ॥

[১ ঈর্ষায়]

রুই মাছ জালে প'ড়ে ইত্যাদি, নং ৫১৪৬ দ্রষ্টব্য।

৭৬৬৩ রুইয়ের মুড়ো কেটো মুড়ো, দাও আমার পাতে।
আড়ের মুড়ো ঘিয়ের মুড়ো, দাও জামাইয়ের পাতে॥

৭৬৬৪ রুক্ষ মাথায় তেল দেয় না, তেলা মাথায় তেল।[১]

[১ নং ৩৮৮৫]

৭৬৬৫ রুচে ত পুঁচে[১] খা', মন চলে ত চলে যা'।

[১ পা—পচে (অর্থাৎ হজম হয়)]

৭৬৬৬ রুধির নিয়ে বিষয়।

৭৬৬৭ রুষবেন[১] জামাই, নেবেন ঝি, এর বাড়া আর করবেন কি[২]।[৩]

[১ পা—আসবেন। ২ পা—জামাইয়ের রাগে করবে কি। ৩ নং ৩৪৪৩]

৭৬৬৮ রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে, চুল নিয়ে কি পেতে শোবে[১]।

[১ পা—গুণ থাকে ত তরে যাবে। নং ১৯৭১]

৭৬৬৯ রূপার তীরে পাথর ছেঁদে।

৭৬৭০ রূপের ঢলঢল পশরা, কেঁদে ম'লো কালো ছুঁচোরা।

৭৬৭১ রূপে মারি লাথি, গুণে ধরি ছাতি।

৭৬৭২ রূপের গরব ক'রো না, পেছন দিকে ধ'রো না।

৭৬৭৩ রূপের ডালি, বা রূপের ধুচুনী।

৭৬৭৪ রূপের বালাই নিয়ে মরা।[১]

[১ 'কেহ কহে, দেখ সখি, নিরখি জুড়াল আঁখি, রূপের বালাই নিয়ে মরি'—দাশু রায়। নং ৫৭৫৯]

৭৬৭৫ রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৭৬৭৬ রেওর[১] স্বর্গেও চিঁড়ে দই।

[১ রেও ভাটের]

৭৬৭৭ রেতে মশা, দিনে মাছি, এই তাড়িয়ে কলকাতায় আছি।[১]

[১ ঈশ্বর গুপ্ত। অন্যত্র—'কি কব দুঃখের দশা, দিনে মাছি রেতে মশা, দুই কালে বন্ধু দুই জন। শয্যায় ভার্য্যার প্রায় ছারপোকা ওঠে গায়, প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৭৬৭৮ রেঁধে বেড়ে ম'লো দুয়ো[১], হাত নেড়ে পরসালো[২] সুয়ো[৩]।

[১ পা—খেটে খেটে মরল দুয়ো; খেটে ম'লো দুয়োরাণী। ২ প্রসব হইল; অনেকের মতে—পরিবেশ করিল। ৩ পা—সুয়োরাণী; সোহাগিনী]

৭৬৭৯ রোকা[১] কড়ি, চোখা[২] মাল।[৩]

[১ নগদ। ২ খাঁটি, বিশুদ্ধ। ৩ 'রোকা কড়ি চোখা মাল দেয় যারা পায় তারা'— নবনাটক]

৭৬৮০ রোগ মুড়িতে আর ভুঁড়িতে।[১]

[১ নং ৬৮৫৬]

৭৬৮১ রোগ হলে দেবতার দোহাই।

৭৬৮২ রোগ হলে বিকার হবে[১]।

[১ এক দোষ হইতে অন্য বা বহু দোষ]

৭৬৮৩ রোগা চড়ুয়ের মুলুক-জোড়া বাসা।

৭৬৮৪ রোগা ঢালীর[১] লম্বা খাঁড়া।

[১ ঢালবিশিষ্ট সৈন্যের]

৭৬৮৫ রোগা সন্ন্যাসী বালে ভরা।

৭৬৮৬ রোগী এখন তখন, রোজা[১] ছ'মাসের পথ।[২]

[১ পা—ওষুধ। ২ 'সীসে সপ্পো দেসন্তরে বেজ্জ (শীর্ষে সর্পো দেশান্তরে বৈদ্যঃ)—কর্পূরমঞ্জরী। নং ৩১৫, ৭৬৮৯]

৭৬৮৭ রোগী এড়ে বিছানা কোঁতায়।

৭৬৮৮ রোগী তুষ্ট অম্বলে[১], সন্ন্যাসী তুষ্ট কম্বলে।

[১ নং ১৫৫, ৩৫০৩]

৭৬৮৯ রোগী মরে ঘরে, ওষুধ আছে সাগরে।[১]

[১ 'ওয়েল্‌স জজের মুখরোগের চিকিৎসা করবার জন্যে সভা করা হবে—ওষুধ সাগরে রয়েচে'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। নং ৩১৫, ৭৬৮৬]

৭৬৯০ রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। নবনাটকে উদ্ধৃত। 'রোগী যেন রোগের দায় নয়ন মুদে নিম-খায়'—দাশু রায়]

৭৬৯১ রোগীর যেমন ওষুধ খাওয়া, বেগারের পুণ্যে গঙ্গা নাওয়া[১]।

[১ নং ৫৯৭০]

৭৬৯২ রোগের শেষ, আগুনের শেষ, শত্রুর শেষ[১], ঋণের শেষ,
এ সবার শেষ রাখতে নেই।[২]

[১ পা—রণের শেষ। ২ 'বিনাশ করিবে ঋণ অগ্নি আর ব্যাধি', পুনশ্চ—'ব্যাধি অগ্নি রিপু ঋণ একই সমান'—কাশীরাম দাস। 'রোগ ঋণ রিপু না রাখিব অবশেষে'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'ব্যাধিশেষ শত্রুশেষ রাখা বিধি নয়'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'ঋণশেষ রোগশেষ শত্রুশেষ যেমন হয়'—প্রবোধচন্দ্রিকা। 'আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আবার শত্রুর শেষ কখনো রাখিস নে'—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ। নং ১৫, ৭৮৩৫]

৭৬৯৩ রোগে রূপ নষ্ট, কোঁদলে জাত নষ্ট।

৭৬৯৪ রোজার ঘাড়ে বোঝা[১]।

[১ অর্থাৎ ভূতের বোঝা। পা—ভূত। নং ১২১৭। 'কবিরাজ মামা, আমাকে গঙ্গা পাঠাইতে বিধি দিয়াছিলে, এক্ষণে রোজার ঘাড়ে বোঝা'—আলালের ঘরের দুলাল। 'আহা বেশ হয়, রোজার ঘাড়ে বোঝা, উকীলের জেল'—গিরিশ ঘোষের মায়াবসান]

৭৬৯৫ রোদের তাত সয়[১], বালির তাত সয়[২] না।[৩]

[১ পা—মাথায় সয়। ২ পা—পায়ে সয়। ৩ 'সূয্যির চেয়ে বালির তাতেই বেশি ফোস্কা পড়ে'—শরৎচন্দ্রের স্বামী।

'রোদের চেয়ে লোকে তপ্ত বালিকে ডরায়'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের কল্কি অবতার]

৭৬৯৬ রোদের বেলা হেলায় যায়, বৃষ্টির বেলা ঘর ছায়।

৭৬৯৭ লক্কা[১] পায়রা।

[১ স্ফীতপুচ্ছ ও গর্ব্বিত]

৭৬৯৮ লক্কাই লাট্টুর (বা লাটিমের) মত ঘোরা।[১]

[১ 'প্রধান অধ্যক্ষ বীরকৃষ্ণ বাবু লক্কাই লাট্টুর মত ঘুরে বেড়াচ্চেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৭৬৯৯ লক্ষ বাঁটুল, পক্ষ তীর[১], তবে হয় হাত থির।

[১ এক পক্ষ কাল তীর ছোঁড়া অভ্যাস]

৭৭০০ লক্ষ্মণ সাহা আর লক্ষ্মণ হাড়ী।

৭৭০১ লক্ষ্মণের ফল ধরা।[১]

[১ বনবাসের সময় নাকি রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে প্রতিদিন একটি করিয়া ফল দিয়াছিলেন, কিন্তু খাইতে বলেন নাই। তাই তিনি তাহা তুলিয়া রাখিয়া চৌদ্দ বৎসর উপবাসী ছিলেন! দাশুরায়ের পাঁচালীতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]

৭৭০২ লক্ষ্মী আসতে দুয়ারে আগড়।

৭৭০৩ লক্ষ্মীছাড়া গাল, আর ঘৃতশূন্য ডাল।

৭৭০৪ লক্ষ্মীছাড়ার কুটুম যে হয়, কুটুমবাড়ী যায়।
হোথা থাকুক জলপিঁড়িটা সন্তাষ না পায়॥

৭৭০৫ লক্ষ্মীছাড়ার ঝক্কি বাড়া।

৭৭০৬ লক্ষ্মীছাড়ার[১] দাঁতে বিষ[২], কাঁচকলাটা ভাতে দিস্।

[১ পা—হাড়হাবাতের। ২ পা—দাঁত নিশ্‌পিশ্]

৭৭০৭ লক্ষ্মীছাড়ার ভক্কি বাড়া।[১]

[১ নং ১৫৭, ৮৭৬৮]

৭৭০৮ লক্ষ্মীর ঘরে (বা বাহন) কালো পেঁচা।

৭৭০৯ লক্ষ্মীর বরযাত্রী।[১]

[১ অর্থাৎ সম্পদের সাথী। 'যেগুলো হতভাগা হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষ্মীর বরযাত্র, পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদসা'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'সকলেই লক্ষ্মীর বরযাত্রী, অর্থ হাতে থাকিলে কাহাকে ডাকিতেও হয় না'—আলালের ঘরের দুলাল। 'মাতালের কাছে যে সকল লোক যায়, তাহারা লক্ষ্মীর বরযাত্রী'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৭৭১০ লক্ষ্মীর বেটী ফক্কি।

৭৭১১ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।[১]

[১ নং ১৯৫০]

লক্ষ্মীর মা (বা, পো) ভিক্ষা মাগে, নং ৭৫৮৭ দ্রষ্টব্য।

৭৭১২ লক্ষ্মী হলেন লক্ষ্মীছাড়া, শঙ্কর ভিখারি।

৭৭১৩ লঘু গুরু মানে না[১], পাপ পুণ্য জানে না।

[১ নং ২৫৮২]

৭৭১৪ লঘু পাপে গুরু দণ্ড।[১]

[১ 'লঘু দোষে গুরু দণ্ড'—কবিকঙ্কণ। 'কেন কেন কর রাই লঘু পাপে গুরু দণ্ড'—গোবিন্দ অধিকারী। 'বালকদিগের যে লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইত তাহার আশ্চর্য্য কি'—আলালের ঘরের দুলাল। 'বিবেচনা করে যে দণ্ড দিবেন তাতেই আমি সম্মত আছি, কিন্তু যেন লঘু পাপে গুরু দণ্ড না হয়'—নবনাটক। 'হীরার লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইল'—বিষবৃক্ষ]

৭৭১৫ লঙ্কাকাণ্ড।[১]

[১ 'দিতে হয় দাও, নইলে এক কিলে তোমার বাক্স আমি লঙ্কাকাণ্ড করে ফেলি'—লীলাবতী। 'আমরা যেন জুলিয়াস্ সিজার হয়েছি, এলুম আর লঙ্কাকাণ্ড করে চল্লুম'—গিরিশ ঘোষের বেল্লিক বাজার। 'দাদা কি শেষে একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধাবেন নাকি ?'—শরৎচন্দ্রের ষোড়শী]

৭৭১৬ লঙ্কা ডিঙিয়ে মুখ পোড়ান।

৭৭১৭ লঙ্কা[১] কত দূর।

[১ পা—মক্কা]

৭৭১৮ লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, নিয়ে এলেন হরিদ্রা[১]।

[১ পা—লঙ্কায় গিয়ে হলুদের গুঁড়ো]

৭৭১৯ লঙ্কার বাণিজ্য ক্ষেতের কোণা।[১]

[১ 'লঙ্কার বাণিজ্য বাসি বাকুড়ির (=বাড়ীর) কোণে'—রামেশ্বরের শিবায়ন। নং ২১২২]

৭৭২০ লঙ্কায় রাবণ ম'লো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হ'লো।
দেল্‌কোর[১] মাথায় দিয়ে হাত, কাঁদেন প্রভু জগন্নাথ॥

[১ দেরকো বা দীপাধার]

৭৭২১ লঙ্কায় সোনা সস্তা, তঙ্কায় তিন বস্তা।[১]

[১ 'দরিদ্রের মনোবাসনা লঙ্কায় গিয়ে আনি সোনা, সেটা মাত্র মনের বিকার'—দাশু রায়]

৭৭২২ লঙ্কার ফেরত।

৭৭২৩ লজ্জা নেই যায়, রাজা হারে তায়।

৭৭২৪ লড়াইয়ের পর সবাই বীর, লড়াইয়ের পর সেপাই হাজির।

৭৭২৫ লড়ায়ে মেড়া।[১]

[১ 'মালতি, আমি তোমার লড়ায়ে ম্যাড়া, যদি অনুমতি দেও এক ঢুঁতে জগদম্বাকে জলসই করি'—নবীন তপস্বিনী। 'তুই ভাই একটা লড়ায়ে ম্যাড়া ধরে স্বামী করিস'—কমলে কামিনী]

৭৭২৬ লড়িতে জেঠী[১], বলিতে বাঘ।[২]

[১ টিকটিকি। ২ 'A lizard in fight, but a tiger in talk'—Morton]

৭৭২৭ লতার ওপর লতা গেছে, টেনে আন্‌তে ছিঁড়ে গেছে।[১]

[১ অর্থাৎ দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়তা]

৭৭২৮ লতা[১] চুরি পাতা চুরি, শেষে রাজার হাতী চুরি[২]।[৩]

[১ পা—হাতা। ২ পা—দিনে দিনে ঘরে চুরি। ৩ নং ৩৫৫, ৫০১৯]

৭৭২৯ লবের বাণ সইতে পারি, কুশের বাণে জ্বলে মরি।

৭৭৩০ লম্বা কোঁচা, কাছায় টান্, তবে জানবে বর্দ্ধমান।[১]

[১ নং ৫২৭]

লম্বা কোঁচায় ফতো জারি, নং ৪৬৮৪ দ্রষ্টব্য।

৭৭৩১ লম্বা কোঁচায় নমস্কার।[১]

[১ নং ২৭৩০]

৭৭৩২ লম্বা বাঁশে[১] ঠেলে দেওয়া।

[১ অর্থাৎ দূর হইতে না ছুঁইয়া]

৭৭৩৩ ললাট-লিখন[১] না যায় খণ্ডন।[২]

[১ পা—কপালের লিখন বা লেখা। ২ 'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। 'ললাটের লিখন খণ্ডাতে পারে কেবা', পুনশ্চ 'না পারে খণ্ডিতে লোক কপালের লেখা'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'না যায় খণ্ডন কভু কপালের লেখা'—মাণিক গাঙ্গুলি। নং ৫৮০৬]

৭৭৩৪ লাউশাকের বালি, আর অন্তরের কালি।

৭৭৩৫ লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না।[১]

[১ 'চাই লক্ষ কথার সমাপন, বিয়ের কথার উত্থাপন'—দাশু রায়। 'লক্ষ কথা ব্যতীত বিবাহ হয় না'—বিয়েপাগলা বুড়ো। 'বলে, লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। তা' লাখ মিছে কথা তো আমি একাই সকাল থেকে ঝাড়লুম'—গিরিশ ঘোষের বলিদান। 'শাস্ত্রে আছে, লক্ষ কথা না হলে বিয়েই হয় না যে' —শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ]

৭৭৩৬ লাখ কথার এক কথা।[১]

[১ 'বেশ বলেচো বাবা, লাক কথার এক কথা'—সধবার একাদশী। দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শেও প্রযুক্ত]

৭৭৩৭ লাখ টাকা লাখ টাকা, দু'কুড়ি দশ টাকা।

লাখ টাকায় বামুন ভিখারি, নং ৯৫৭ দ্রষ্টব্য।

৭৭৩৮ লাখে না মিলয়ে এক।[১]

[১ চণ্ডীদাস]

৭৭৩৯ লাগে কড়ি বাজনা করি[১], তবে ত লোক শোনে।
পরের পোঁদে বাঁশ যায় পাবে-পাবে গোণে[২]॥

[১ পা—দিয়ে কড়ি বাজনা করে। ২ নং ১৭৬০]

৭৭৪০ লাগে টাকা ত কল্‌কে বেচে দেব।

৭৭৪১ লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন[১]।

[১ প্রসিদ্ধি আছে, কলিকাতা আহীরিটোলার বদান্য ধনী গৌরীকান্ত সেন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের কারামোচনে মুক্তহস্ত ছিলেন। ইনি হুগলীর অন্তর্গত বালিগ্রামের (কাহারো মতে, বহরমপুরের) অধিবাসী ছিলেন, ও জাতিতে সুবর্ণবণিক। হুগলীতে নাকি ইঁহার নির্ম্মিত গৌরীশঙ্কর মন্দির এখনও বিদ্যমান। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৩, পৃঃ ৩৮২ ; আর্য্যাবর্ত্ত, ১৩:৯, পৃঃ ১১২-৩ ; *Indian Culture*, xiii, 1946, p. 36 দ্রষ্টব্য]

৭৭৪২ লাগে ত না লাগে, না লাগে ত লাগে[১]।

[১ গায় গায় রোপণ করিলে গাছ লাগে না, দূরে লাগে]

৭৭৪৩ লাগে তাক্[১], না লাগে তুক্ক।[২]

[১ পা—তুক। ২ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় উদ্ধৃত। অর্থাৎ যদি লক্ষ্যস্থল বিদ্ধ করে (তাক্) তাহা হইলে টিপের বাহাদুরী ; না হইলে আমোদ বা অভ্যাসমাত্র (তুক্ক)]

৭৭৪৪ লাজ নেই তোর বেথো শাকে[১], নুন তেল নেই কেমন লাগে।

[১ 'কটু তৈলে বাথুয়া কর দৃঢ় পাক'—কবিকঙ্কণ]

৭৭৪৫ লাজ মান ভয়, তিন থাকতে নয়।

লাজুয়া বামুন কেশো চোর, নং ৮৮১৩ দ্রষ্টব্য।

৭৭৪৬ লাজেও কুঁকড়ি[১] শীতেও কুঁকড়ি।

[১ কুঞ্চিত, জড়সড়]

৭৭৪৭ লাজে বউ ধুকুড়ি[১], পাদে বউ ছ'কুড়ি।

[১ নিপুণ]

৭৭৪৮ লাজে বউ হাঁ না করে, চালতা হেন গেরাস ধরে[১]।

[১ পা—লাজে বউ খান না, চালতা হেন গ্রাস]

৭৭৪৯ লাজে মাগী খান্-খান্, খোঁপার ভেতর মাছখান।

৭৭৫০ লাজের বুড়ী আগে হাটে।

৭৭৫১ লাজের মাথায় পড়ুক বাজ, সাধ গিয়ে আপন কাজ।

৭৭৫২ লাট সাহেব আর কি।

লাটে মারা যাওয়া, নং ৬৬২৩ দ্রষ্টব্য।

লাঠি যার মাটি তার, নং ৭২১৯ দ্রষ্টব্য।

লাঠির আগে ভূত ভাগে, নং ৬৭৫০ দ্রষ্টব্য।

৭৭৫৩ লাড়ার মার[১] ভাঁড়া[২], ক্ষুদমলুকার[৩] হাঁড়া।

[১ যে নারী জিনিসপত্র নাড়ানাড়ি করিয়া একবার এখানে একবার ওখানে রাখে। ২ ভাণ্ডার। ৩ মলুকা=কাঁড়ান চাল]

৭৭৫৪ লাথ সয় ত বাত সয় না।[১]

[১ নং ৩৭৫৫]

৭৭৫৫ লাথি চড়ে নাহি লাজ, আমার নাম কবিরাজ।[১]

[১ নং ৫৬২]

৭৭৫৬ লাথি ঝাঁটা পায়ের তল, ভাত-পাথরটা বুকের বল।

৭৭৫৭ লাথি মেরে গড়, তাতে আমার ডর।

লাথি মেরে পায়ে পড়া, গোড়া কেটে ইত্যাদি, নং ২৬১৪ দ্রষ্টব্য।

৭৭৫৮ লাথি মেরে বিষ্ণবে নমঃ।

৭৭৫৯ লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না।

৭৭৬০ লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়ে।

৭৭৬১ লাথির মানুষ, কথার কে।

৭৭৬২ লাফ দেখেছ, গর্জ্জন শোন নি।

৭৭৬৩ লাফিয়ে চাঁদ ধরা।

লাভ না ভূতো ইত্যাদি, নং ৬১৯৩ দ্রষ্টব্য।

৭৭৬৪ লাভঃ পরং গোবধঃ।[১]

[১ পারীন্দ্রস্য পরাভবায় সুরভীমাংসেন দুর্মেধসা পুষ্যন্তে কিল পীবরাঃ কটুগিরঃ শ্বানঃ প্রযত্নাদমী। ন ত্বেতন্মদমত্তবারণচমূ-বিদ্রাবণঃ কেশরী জেতব্যো ভবতা কিরাতনৃপতে লাভঃ পরং গোবধঃ॥—'ছয় মাস প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি এক পয়সাও হস্তগত হয় নাই, আবার "লাভঃ পরং গোবধঃ"—প্রাণ নিয়ে টানাটানি'—আলালের ঘরের দুলাল]

৭৭৬৫ লাভ লোকসান[১] জেনে[২], চাষ করে না বেণে[৩]।

[১ পা—হিসাব কিতাব। ২ পা—পাঁচ সাত (বা সাত পাঁচ) খতিয়ে মনে ; হিসাব কড়ি দেখে শুনে। ৩ পা—সোনার বেণে]

৭৭৬৬ লাভে ব্যাঙ, অপচয়ে ঠ্যাঙ।

৭৭৬৭ লাভে মূলে হাভাত হল।[১]

[১ 'লাভ কে করিতে চায় মূল রাখা হল দায়'—ভারতচন্দ্র। নং ৬৮৮৫]

৭৭৬৮ লাভের খুলি[১], রাবণের চুলি।[২]

[১ রন্ধনের বৃহৎ কটাহ। ২ নং ৭৬২৬]

৭৭৬৯ লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়।[১]

[১ 'রাজপুতেরা এ দেশ জয় করেছে বটে, কিন্তু লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়'—দ্বিজেন্দ্র রায়। নং ৬৭৮৪]

৭৭৭০ লাভে লোভ বাড়ে।

লাভে লোহা বয় ইত্যাদি, নং ২৩৬৮ দ্রষ্টব্য।

৭৭৭১ লাল কুত্তা শেয়ালের ভাই।

৭৭৭২ লাল চোখে দেহ জয়, হাসিমুখে মন জয়।

৭৭৭৩ লিখতে লিখতে সরে[১], হাগতে হাগতে মরে।
ঘষতে ঘষতে ক্ষয়, লড়তে লড়তে জয়।
চলতে চলতে জোটে, বলতে বলতে ফোটে॥

[১ অর্থাৎ পাকা হয়]

লিখলে পড়লে দুধিভাতি ইত্যাদি, নং ৪৭৯৭ দ্রষ্টব্য।

৭৭৭৪ লিখিব পড়িব মরিব দুখে, মচ্ছ মারিব খাইব সুখে।

৭৭৭৫ লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়, দেখিয়ে খেলে উপ্‌চে যায়।

৭৭৭৬ লুচির ফোস্কার মত ফুলে ওঠা।[১]

[১ 'তাঁর অদৃষ্ট লুচির ফোস্কার মত ফুলে উঠল'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৭৭৭৭ লুঠে যত মাগে তত।

৭৭৭৮ লুভল বামুন কচু খেয়ে, আবার এল কোদাল ল'য়ে।

৭৭৭৯ লেখাজোখায়[১] নেইক ভুল, তবে কেন ছেলে জলে ভাসে।

[১ অর্থাৎ গণকের গণনায়]

৭৭৮০ লেখাজোখায় যে জন মরে, শুঠ পিঁপুলে কি তার করে।

[১ অর্থাৎ ঔষধপ্রয়োগে]

৭৭৮১ লেখাপড়া করে যেই, গাড়ীঘোড়া চড়ে সেই।

৭৭৮২ লেখাপড়া ঘণ্টানাড়া।

৭৭৮৩ লেখাপড়ায় কাঁচকলা, তবুও ত টাকাওয়ালা।

৭৭৮৪ লেখাপড়া যেমন তেমন, কপাল মাত্র গোড়া।
চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায়, রামা চড়ে ঘোড়া ॥[১]

[১ দ্বিতীয় লাইন আলালের ঘরের তুলালে প্রযুক্ত]

৭৭৮৫ লেখার[১] কড়ি[২] বাঘে খায় না।[৩]

[১ পা—হিসাবের। ২ পা—গোনা গরু। ৩ 'আমার পাকা খাতায় লেখা রয়েছে, তুই বল্লেই হবে? জান ত কথাই আছে—লেখার কড়ি বাঘে না খায়'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মাতুলী]

৭৭৮৬ লেগে থাকলে মেগে খায় না।

৭৭৮৭ লেজকাটা শেয়াল।[১]

[১ গল্পের লেজকাটা শেয়াল অন্য সব শেয়ালকে লেজ কাটিতে বলে]

৭৭৮৮ লেজ গোঁজে পোঁদের তলে, তখনই শেষ হল ব'লে।

৭৭৮৯ লেজ তুলে দেখ্[১] না, এঁড়ে কি বকনা[২]।[৩]

[১ পা—দেখে। ২ পা—নই। ৩ 'গাই কি বলদ লেজ তুলে দেখে না'—দাশু রায়]

লেজ নেই কুকুরের নাম বাঘা, নং ৫২১৭ দ্রষ্টব্য।

৭৭৯০ লেজে-গোবরে হওয়া।[১]

[১ 'বিলক্ষণ নাকাল হচ্যেন, লেজে গোবরে একেবারে'—নবনাটক]

৭৭৯১ লেজে পা দেওয়া, বা, পা পড়া।[১]

[১ নং ১৯৯৫, ৮৩৬৫]

৭৭৯২ লেপলে-পুঁছলে বাড়ী, সাজলে-গুজলে নারী।

৭৭৯৩ লেপাফা দুরস্ত[১]। কেতা দুরস্ত। ধোপ দুরস্ত।

[১ অর্থাৎ ভিতরে যাহা হউক না কেন, বাহিরের ব্যবহার নির্দ্দোষ। 'শরীর আত্মার লেফাফা মাত্র। যে কেবল শরীরের বেশভূষার প্রতি মনোযোগী তাহাকে আমি কেবল লেফাফা-দুরস্ত ব্যক্তি বলি'—রাজনারায়ণ বসু, তাম্বূলোপহার]

৭৭৯৪ লোক, না, পোক[১]।

[১ অর্থাৎ পোকার মত নগণ্য]

৭৭৯৫ লোকদেখানে ভালবাসা, ভাদ্র মাসের কচি শশা।
দেখলে পরে হয় লোভ, খেলে পরে পিত্তের কোপ॥

৭৭৯৬ লোকলজ্জায় রাঁধি বাড়ি, পেটের জ্বালায় খাই।
লজ্জাশরম আছে ব'লে কাপড় প'রে যাই॥

৭৭৯৭ লোকলজ্জায় হাসি, নইলে দরিয়ার মাঝে ভাসি।

৭৭৯৮ লোকে বলে আছি সুখে, আমি মরি আমার দুখে।

৭৭৯৯ লোকে বলে আছে ভালো, শালুক খেয়ে দাঁত কালো।

৭৮০০ লোকে বলে সুখে আছি, মাথার ওপর ওড়ে মাছি।

লোকের কাছে মুখ না পায় ইত্যাদি, নং ৩৯৯৩ দ্রষ্টব্য।
লোচ্চা মরে শীতে ইত্যাদি, নং ৫৭০২ দ্রষ্টব্য।

৭৮০১ লোটোরে না বল লোটো[১], উল্‌টে ধরবে চুলের মুঠো।

[১ লম্পট]

৭৮০২ লোভেতে পাপের বৃদ্ধি হয় নিতি-নিতি।
সময় পাইলে পাপ করে বিনশ্যতি॥

৭৮০৩ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।[১]

[১ 'কথাই আছে' বলিয়া আলালের ঘরের দুলালে প্রযুক্ত। 'যা কহিলে সত্য, যক্ষকুলপতি! অর্থে লোভ, লোভে পাপ, পাপ নাশকারী'—মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ। 'লোভে পাপ

পাপে মৃত্যু সকলেই জানে। লোভের ধাঁধায় প'ড়ে কেহ নাকি মানে॥'—কাঙ্গাল হরিনাথ]

৭৮০৪ লোম বাছতে কম্বল উজাড়।

৭৮০৫ লোহা জব্দ কামারবাড়ী[১], মেয়ে জব্দ শ্বশুরবাড়ী।

[১ নং ১৭২১]

৭৮০৬ লোহা জানে আর কামার জানে।[১]

[১ নং ৬৯৬৪]

৭৮০৭ লোহা পাথরে যুদ্ধ করে, শোলা দিদি পুড়ে মরে।[১]

[১ নং ৫৫৪৪, ৭৫৬৯]

৭৮০৮ লোহা সস্তা হলে শেয়ালে টাঙ্গি[১] বয়।

[১ একপ্রকার কুঠার, battle-axe]

৭৮০৯ লোহার কার্ত্তিক।[১]

[১ নদীয়া জেলার কার্ত্তিক ছলে নামক কোন বলিষ্ঠ ডাকাতের ডাক নাম বলিয়া কথিত। বামাবোধিনী পত্রিকা, কার্ত্তিক পৃ১৩০০,: ২০৮]

শকুনি মামা, নং ৪১৯১ দ্রষ্টব্য।

৭৮১০ শকুনির দৃষ্টি ভাগাড়ের দিকে।[১]

[১ নং ২৬৪০, ৬১৩১]

৭৮১১ শকুনির শাপে কি গরু মরে।

৭৮১২ শক্ত ঘানি।[১]

[১ 'না বলতে পারলে দেখবি আজ ভোলার কত শক্ত ঘানি'—ভোলা ময়রা। 'এ ত আর নিরীহ বাঙ্গালীর মেয়ে নয়, এক ধমক খেয়ে চুপটি ক'রে রান্নাঘরের কোণে ব'সে থাকবে...এ বিলাতী মেম, শক্ত ঘানি'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়]

৭৮১৩ শক্ত মর্দ্দের দক্ষিণ দুয়ার।

শক্ত মাটিতে বেরাল হাগে না, নং ৮৫৩ দ্রষ্টব্য।

৭৮১৪ শক্তের কুকুর, নরমের বাঘ[১]।

[১ পা—মুগুর ; ঠাকুর]

৭৮১৫ শক্তের তিন কুল মুক্ত।

৭৮১৬ শক্তের বশে তক্ত[১]।

[১ সিংহাসন]

৭৮১৭ শক্তের ভক্ত, নরমের যম।[১]

[১ নং ৭৮১৪]

৭৮১৮ শক্তের সকলেই ভক্ত।

৭৮১৯ শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে[১] খেলে বাঘে, অন্য লোকে কোথা লাগে।

[১ যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। পা—রঘু ঠাকুরকে]

৭৮২০ শঙ্খচিলের[১] ঘটিবাটি, গোদাচিলের[২] মুখে লাথি।

[১ শুভসূচক পক্ষী। ২ অশুভসূচক পক্ষী]

৭৮২১ শঠের পিরীত ক্ষুরের ধার, জো পেলে আর কেউ নয় কার।

৭৮২২ শঠের মায়া তালের ছায়া।[১]

[১ নং ৩৭৭৭]

৭৮২৩ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।[১]

[১ নবনাটকে, মদ খাওয়া বড় দায় গ্রন্থে এবং দ্বিজেন্দ্র রায়ের চন্দ্রগুপ্তে প্রযুক্ত। 'শঠে শাঠ্য করিতে অধর্ম্ম নাহি তায়'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। সং—সারল্যং সরলে কুর্য্যাচ্ছঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ]

৭৮২৪ শতং বদ মা লিখ।

৭৮২৫ শতকে সইয়ে কাহনের হুনো।

৭৮২৬ শতদল ভাসিয়ে জলে, শালুকের মালা পরেছি গলে।

৭৮২৭ শতমারী ভবেদ্ বৈদ্যঃ[১] সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।

[১ নীলদর্পণে উদ্ধৃত]

৭৮২৮ শতরঞ্চের[১] বলক্ষয়।

[১ দাবা খেলার]

৭৮২৯ শতশ্লোকেন পণ্ডিতঃ।

৭৮৩০ শতেক কথায় সতীও ভোলে।

৭৮৩১ শতেক কাউয়া এক গোলেনা[১]।

[১ Pellet (Morton)]

শতেক জুতা গুণে খায় ইত্যাদি, নং ১০৮৯ দ্রষ্টব্য।

শতেক রাঁড় এক এয়ো ইত্যাদি, নং ৮৩০৩ দ্রষ্টব্য।

৭৮৩২ শতেকে নিরেনব্বুই।[১]

[১ অর্থাৎ এই পরিমাণ মিথ্যা কথা বলা যার অভ্যাস]

৭৮৩৩ শত্রুকে[১] উঁচু[২] পিঁড়ে, পেটুককে সরু চিঁড়ে।

[১ পা—দুশমনকে। ২ পা—বড়]

৭৮৩৪ শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া[১]।

[১ 'রাজা বলে শত্রুমুখে তবে পড়ে ছাই'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'আমার কচি মেয়ে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে গত বৎসরে পনের বৎসরে পড়েচে'—নবীন তপস্বিনী। 'আমি ভাবছি তাই, শত্তুর মুখে দিয়ে ছাই, কবরে যাইনি দাই'—গিরিশ ঘোষের আবু হোসেন]

৭৮৩৫ শত্রুর শেষ রাখতে নেই।[১]

[১ 'শত্রুর শেষ রাখতে নেই, দেখ বাবা সব খেইচি'—সধবার একাদশী। নং ৭৬৯২]

৭৮৩৬ শত্রুর সঙ্গে কর হিত, লাঠি রাখ নিষ্ঠাপিত।

৭৮৩৭ শন কাটবে পরের ঘরে, বাবুই[১] কাটবে জলের ধারে,

নেয়ালি[২] কাটবে[৩] নিজের ঘরে।

[১ এক প্রকার ঘাস যাহা হইতে দড়ি হয়। ২ খড়। খড়ের সব ধান পড়ে না; নিজেরা ঘরে নেয়ালি পাকাইলে সেই ধান ঘরেই ঝরিয়া পড়িবে ও ঘরেই থাকিবে। ৩ পা—পাকাবে]

৭৮৩৮ শনিবারেও হাট, রবিবারেও হাট।

সহজে রাধা কলঙ্কিনী বুক চিতিয়ে হাঁট॥

৭৮৩৯ শনিবারের মড়া দোসর চায়।[১]

[১ 'শনিবারের মড়া দোসর চায়, আপন দল বাড়াইতে কে না ইচ্ছা করে'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'তবে শনি মঙ্গল বারের

মড়া, আর আমি আচার্য্য বামুন, দোসর নেব'—গিরিশ ঘোষের মায়াবসান]

৭৮৪০ শনির দৃষ্টি নাহি নড়ে, গণেশের মাথা খ'সে পড়ে ।[১]

[১ 'নিস্তার কর মা, তোমার গণেশের মুণ্ডু শনির দৃষ্টিতে উড়ে গেল'—সধবার একাদশী । 'সে যত্নের মধ্যেও মহেশ্বরীর খরদৃষ্টি শনির দৃষ্টির মত অনেক জিনিস অনেক সময়েই শুকাইয়া বিরস করিয়া দিত'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন]

শনির দৃষ্টি হলে পোড়া শোলও পালায়, নং ৪২১১ দ্রষ্টব্য ।

৭৮৪১ শনির সাত, মঙ্গলের তিন, আর সব দিনে দিন ।[১]

[১ যে বারে বাদলা আরম্ভ হইলে যে কয়দিন স্থায়ী হয় । খনার বচন]

৭৮৪২ শনি রাজা, মঙ্গল পাত্র, চষো খোঁড়ো এই মাত্র ।[১]

[১ খনার বচন ১]

৭৮৪৩ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্ ।[১]

[১ অটনেন মহারণ্যে সুপন্থা জায়তে শনৈঃ । বেদাভ্যাসাত্তথা জ্ঞানং শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্ ॥—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ । অথবা, শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্। শনৈঃ কর্ম চ ধর্মশ্চ এতে পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ ॥]

৭৮৪৪ শব থাকতে কুশের পুতুল[১] ।

[১ মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধি স্বরূপ কল্পিত]

৭৮৪৫ শবের শোকে শিব কাঁদে ।

৭৮৪৬ শব্দ শুনলাম গোয়ালপাড়া, নালতে শাকে আঁত কালা[১] ।

[১ অর্থাৎ গোয়ালপাড়া বলিয়া খ্যাতি, কিন্তু কেহ দুধ পায় না]

৭৮৪৭ শব্দে শব্দ মিশাইল গন্ধের কি ।

৭৮৪৮ শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম[১] ।

[১ কৃত্তিবাস]

৭৮৪৯ শয়ন উত্থান পাশমোড়া, তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া[১] ।
ক্ষেপার চৌদ্দ[২] ক্ষেপীর আট[৩], এই নিয়ে কাল কাট ॥[৪]

[১ অর্থাৎ বিষ্ণুর শয়ন উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্তন (যথাক্রমে আষাঢ়, কার্তিক ও ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশী) এবং ভীম

একাদশী পালনের নির্দ্দেশ। ২ শিবচতুর্দ্দশী। ৩ দুর্গা-ষ্টমী। ৪ ইহার সহিত নং ৪৩২৬ প্রবাদও অনেক সময় পঠিত হয়।—ইহার অধিকও দেখা যায়, যথা—ইথে যদি করিস হেলা, চ'লে যাস ঠুটোর মেলা। তাও যদি না পারিস, ভগার খালে ডুবে মরিস ॥]

৭৮৫০ শয়নে পদ্মনাভ[১]।

[১ ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ। বিভিন্ন কার্য্যে ইষ্টদেবতার বিভিন্ন নাম স্মরণের বিধি আছে। 'শয়নে পদ্মনাভং চ ভোজনে চ জনার্দ্দনম্'।—'কেহ বা শয়নে পদ্মনাভ ভাল বুঝেন'—আলালের ঘরের দুলাল। 'পথে চ'লে ট'লে ট'লে ফুটপাথে হয় পদ্মনাভ'—রূপচাদ পক্ষী]

৭৮৫১ শরার রুধির ফুরিয়ে যাওয়া।[১]

[১ অর্থাৎ অপব্যয়ে টাকা ফুরিয়ে যাওয়া। 'রুধির নিয়ে বিষয়' নং ৭৬৮১ দ্রষ্টব্য। 'শরার রুধির ফুরিয়ে এল, তার উপায় কি? বাবুয়ানার যোগাড় কিরূপে চলে?'—আলালের ঘরের দুলাল]

৭৮৫২ শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্।[১]

[১ দুঃখোপকারসচ্চর্যাজ্ঞানং যত্র ন ভাস্বরং। বৃথা বহতি তজ্জীবঃ শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্ ॥—বাসিষ্ঠ রামায়ণ। নবীন তপস্বিনী ও বিষবৃক্ষে উদ্ধৃত। 'ব্যাধির মন্দির বটে শরীর তোমার'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৭৮৫৩ শরীর বুঝে শাল দেওয়া[১]।

[১ শূলে চড়ান]

৭৮৫৪ শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।[১]

[১ কালিদাস, কুমারসম্ভব]

৭৮৫৫ শরীরের[১] নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়।[২]

[১ পা—গতরের। ২ নং ৩৫৭১]

৭৮৫৬ শশা খেয়ে জলকে টান্, তেমনি ভাইয়ের বোনকে টান্।
গুড় খেয়ে জলকে টান্, তেমনি বোনের ভাইকে টান্ ॥

৭৮৫৭ শশা-বেচুনী বেচে শশা, তার হয়েছে সুখের দশা।

৭৮৫৮ শশার পিরীত ভেতর ফাঁক।

৭৮৫৯ শ ষ স হয়েছে, হ ক্ষ হবে।[১]

[১ নং ৮৫৪৩]

৭৮৬০ শাওন মাসের ঝড়ে, বাসার কাকও নড়ে।

৭৮৬১ শাক অম্বল পান্তা, তিন ওষুধের হন্তা।

৭৮৬২ শাঁকচুন্নীর[১] গিন্নীপনা।

[১ সধবা নারীর প্রেতাত্মা, মৃত্যুকালে যাহার হাতে সধবার চিহ্ন শঙ্খ ছিল]

৭৮৬৩ শাকচোরের শূল।[১]

[১ নং ৬৮৮৭]

৭৮৬৪ শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে কত।[১]

[১ 'শাক দিয়ে মাছ ঢাক তুমি, সে সব কথা আমি জানি'—গোপাল উড়ে। 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে'—দাশু রায়। 'বরং শাক দিয়ে মাছ ঢাকা ভাল'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'বৃথা কেন শাক দিয়ে আর মাছ ঢাক'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা। 'শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না দিদি,—আবার ঝাঁটা লোকে কি ক'রে মারে ?'—শরৎচন্দ্রের নিষ্কৃতি]

৭৮৬৫ শাক দেব, না, মাছ দেব।

৭৮৬৬ শাককে শাক, পোঁদে মূলো।

৭৮৬৭ শাক শাক শাক, তবু মিনসে[১] করে রাগ।

[১ পা—বুড়ী]

৭৮৬৮ শাকেই হাত জোড়া, মাছে না জানি কি।

৭৮৬৯ শাকে এত নাড়া,

ডাল হলে ভাঙত হাঁড়ি ভাসত পাড়া-পাড়া[১]।[২]

[১ পা—বামুনপাড়া। ২ পা—ডাল হলে করত কিবা ভাঙত আধেক পাড়া]

৭৮৭০ শাকেও আছেন, মাছেও আছেন, ভুতুড়িতেও আছেন।[১]

[১ দ্বিজেন্দ্র রায়ের কল্কি অবতারে প্রযুক্ত]

৭৮৭১ শাকে ভাতে ছিলাম ভাল, মাছ কিনে জ্বালা হল।

৭৮৭২ শাকের মধ্যে পুঁই, মাছের মধ্যে রুই।
ধানের মধ্যে কটকী, বউয়ের মধ্যে ছোটকী ॥[১]

[১ নং ৬৬০৪, কিন্তু নং ৩৬৪৮ দ্রষ্টব্য]

৭৮৭৩ শাকের সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা, ডালের সঙ্গে ঘি।
মাংসের সঙ্গে আদা, আর মেয়ের সঙ্গে ঝি ॥

৭৮৭৪ শাঁখা পাথর এঁড়ে, তিন গেরস্থ ভেঁড়ে[১]।

[১ প্রতারণা করে, যথা—'স্বরিক্ষা বলেন, রায়ে ভেঁড়ে গেল বটে'। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবাদটির তাৎপর্য্য অস্পষ্ট]

৭৮৭৫ শাঁখা ঝন্‌ঝন্‌, টাকা ঠন্‌ঠন্‌[১]।

[১ ইহার পর 'লেখাপড়া ঢন্‌ঢন্‌' এইরূপ অধিক পাঠও পাওয়া যায়]

৭৮৭৬ শাঁখাহাতী[১] শাঁখা নাড়ে, বেরাল ভাবে[২] ভাত বাড়ে।

[১ শাঁখা হাতে যার। ২ পা—জগা বলে আমার]

৭৮৭৭ শাঁখের করাত, আসতেও কাটে যেতেও কাটে।[১]

[১ 'শঙ্খবণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে'—চণ্ডীদাস। 'প্রাণ গেল প'ড়ে শাঁখের করাতে'—গোপাল উড়ে। 'ভাল থাকুন সুখে থাকুন তিনি, তাতে ক্ষতি নাই। আমায় ফেলে গেলেন কেন শাঁখের করাতে॥'—যজ্ঞেশ্বরী কবিওয়ালা। 'আমরা শাঁকের করাত, যেতে কাটি আসতে কাটি'—আলালের ঘরের দুলাল। নং ৬৮৬]

৭৮৭৮ শানাইয়ের পোঁ[১] ধরা।

[১ সকল স্বরের সঙ্গে যে মূল স্বর একটানা বাজে। অর্থাৎ playing the second fiddle]

৭৮৭৯ শান্‌কিতে ভাত নেই, তারিপ ক'রে খায়।

শান্‌কির ওপর বজ্রপাত, নং ৩৯৪৬ দ্রষ্টব্য ॥

৭৮৮০ শান্তিপুর[১] রসের সাগর, এক এক ঘরে তিন তিন নাগর।

[১ পা—সুখসাগর]

৭৮৮১ শাপাদপি শরাদপি।[১]

[১ পরশুরামের উক্তি—অগ্রতশ্চতুরো বেদান্ পৃষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ। উভাভ্যাং চ সমর্থোঽহং শাপাদপি শরাদপি ॥

৭৮৮২ শাপে বর।[১]

[১ 'বড় ভাল হইল, আমার শাপে বর হইল'—প্রবোধচন্দ্রিকা। 'তোমার শাপেতে হল আমাদের বর'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'এমন গাঁয়ে আলাদা একঘরে থাকাই শাপে বর'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত]

৭৮৮৩ শামলা মাথায় কামলা[১] খাটা, রাজা ম'শায়ের আঙুল চাটা।

[১ মজুর]

৭৮৮৪ শামুক দিয়ে সাগর সেঁচা।

৭৮৮৫ শাল কাঠে কাঁদাল[১] মারা।

[১ কান্দাল বা কাঁদাল = এক প্রকার যুদ্ধাস্ত্র]

৭৮৮৬ শালগ্রাম চিবিয়ে খায়, শাল ত কোন্ ছার।

৭৮৮৭ শালগ্রাম দিয়ে বাটনা বাটা।[১]

[১ নং ৮০৮০]

৭৮৮৮ শালগ্রাম পুড়িয়ে খেয়ে, নুড়ি দেখে ভয়।

৭৮৮৯ শালগ্রাম বাঁধা দিয়ে (বা, শালগ্রামের পৈতা বেচে[১]) মদ খাওয়া।

[১ 'শালগ্রামের পৈতে বেচে পতি গড়িয়ে দেছেন মল'—অমৃত বসু]

৭৮৯০ শালগ্রাম ফেলে নোড়া ভজা।

৭৮৯১ শালগ্রামের ধান ভানা।

৭৮৯২ শালগ্রামের শোয়া[১] বসা সমান[২]।[৩]

[১ পা—ওঠা। ২ গোলাকার বলিয়া। ৩ 'শালগেরামের শোয়া বসা বুঝতে পারিনে'—গোপাল উড়ে। 'শালগ্রামের শোয়া বসা, বোঝবার তো জো নেই'—অমৃত বসুর কৃপণের ধন]

৭৮৯৩ শালটুন্ শালটুন্, সকল কথা পাঁকে পুঁতে[১] মাগের কথা শুন।

[১ নং ১৩৩২]

৭৮৯৪ শাল পেয়ে লাল হওয়া।

৭৮৯৫ শাল সত্তর[১], আসন[২] আশি,
জাম বলে—আমি গাছেই আছি[৩]।
তাল বলে—যদি পাই কাত[৪],
বার বছরে ফলি[৫] এক রাত[৬]॥

[১ সত্তর বৎসর স্থায়ী। ২ একজাতীয় গাছ। ৩ অর্থাৎ যত

দিন ব্যবহার করা যায় তত দিন থাকে। ৪ ফসলোপযোগী ক্ষেত্র। ৫ পা—বার বছরে জানি। তাল বার বৎসরে ফলে। ৬ খনার বচন]

৭৮৯৬ শালা, তোর বোনের গলায় মালা।
তোর বোনকে বিয়ে ক'রে আমার এত জ্বালা॥

৭৮৯৭ শালার গলায় শালদোশালা।

৭৮৯৮ শালিখে[১] মধ্যস্থ।[২]

[১ শালিখ পাখীর মত শেখান-পড়ান। পা—শালীকে (অপপাঠ)। ২ 'যে সকল লোক দলঘাঁটা, সাল্‌কে মধ্যস্থ করিতে সর্ব্বদা উদ্যত হয়, জিলাপির ফেরে চলে'—আলালের ঘরের দুলাল]

শালুক খেয়ে দাঁত কালো লোকে বলে ইত্যাদি, নং ৭৭৯৯ দ্রষ্টব্য।

৭৮৯৯ শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর।

৭৯০০ শাঁস রেখে খোসার জন্য বাদ।

৭৯০১ শাঁসে জলে হওয়া[১]।

[১ অর্থাৎ পাকা পুরুষ্ট হওয়া। 'এর মধ্যে বড়মানুষ বা শাঁসে জলে হলে সঙ্গে পেসাদার নেমন্তনে বামুন থাকে'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'দোজপক্ষের হোক্ তেজপক্ষের হোক্, একটা শাঁসে জলে দেখে দিও'—গিরিশ ঘোষের আয়না]

৭৯০২ শিকড় কাটলে গাছ পড়ে, জল শুকালে মাছ মরে।[১]

[১ 'শিকড় কাটিলে তবে পড়ে গিয়ে গাছ। বিনি জলে কথাত (=কোথায়) জিয়ে মাছ॥'—গোরক্ষবিজয়। 'শিকড় কাটিলে বাপু বাতাসে পড়ে গাছ। বিনি জলে কথাত শুকুনায়ে জিয়ে মাছ॥'—গোপীচন্দ্রের পাঁচালী]

৭৯০৩ শিকল কামড়ালেও কুকুরের ছাড়ান নেই।

৭৯০৪ শিকলিকাটা টিয়ে পোষ মানে না।[১]

[১ 'পুরুষ জাত শিকলিকাটা টিয়ে'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'আমাদের আর বাগাতে হয় না, আমরা শিকলিকাটা টিয়ে'—গিরিশ ঘোষের বিষাদ। নং ৪০৩২]

৭৯০৫ শিকলের বাঁন[১] যত দিন, পরাণের টান তত দিন।

[১ বাঁধ বা বন্ধন]

৭৯০৬ শিকারী বেরাল[১] গোঁফ দেখলেই চেনা যায়[২]।

[১ পা—বেরালের। ২ বিয়েপাগলা বুড়োর উদ্ধৃত। পা—বেরাল কত শিকারী তার গোঁফের ধরণে চেনা যায়]

৭৯০৭ শিকেয় তোলা।[১]

[১ 'আই মা বসি মায়ের কোলে, বিয়ের কথা ঝিয়ে তোলে, শিকেয় তোলে ভ্রাতার বচন গো'—দাশু রায়। 'পূজো ফুজো ভট্‌চায্যিগিরি এখন শিকেয় তুলে রাখ'—অমৃত বসুর একাকার]

৭৯০৮ শিকের মাছ বেরালের হারাম।

শিখলি কোথা, না, দেখলাম যথা, নং ১৯৯৬ দ্রষ্টব্য।

শিখেছ কোথা, না, ঠেকেছি যেথা, নং ১৯৯৬, ৩৬২৫ দ্রষ্টব্য।

৭৯০৯ শিঙ ভেঙে বাছুরের[১] পালে[২] মেশা[৩]।[৪]

[১ পা—কাড়ুলীর; দামড়ার। ২ পা—দলে। ৩ পা—শিঙ ভেঙে বকনা হওয়া। ৪ 'নীলমণি ম'লে নীলমণির দলে ঢুকলে শিঙভাঙা এঁড়ে বাছুরের পালে'—রাম বসু কবিওয়ালা। 'নইলে তুমি পড়বে ফেরে, শিঙ ভেঙে কি বুড়ো এঁড়ে বাছুরের পালে ঢুকবে'— দাশু রায়। 'কি, এখন আমি শিং ভেঙ্গে বাছুরের পালে মিশবো'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব (নবনাটকেও প্রযুক্ত)। 'মেজো খুড়ো শিং ভেঙ্গে পালে মিশেচেন'—লীলাবতী। 'তুমি শিং ভেঙ্গে বাচুরের দলে মিশেছ, তাই কুলীনের ছেলের এত নিন্দা কচ্চো'—জামাই বারিক]

৭৯১০ শিঙা-বরদারের পরুয়া[১]-বরদার।

[১ থলি বা ব্যাগ]

৭৯১১ শিঙে ফোঁকা।[১]

[১ শেষ নিঃশ্বাস বাহির করা; মরিয়া যাওয়া। 'অনেকের সর্দ্দিগর্ম্মি উপস্থিত, কেউ কেউ সিঙ্গে ফুঁকলেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'কত্তা আজ বাদে কাল শিঙে ফুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না'—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। 'খাও দাও নৃত্য কর মনের সুখে। কে কবে যাবি রে ভাই শিঙে ফুঁকে॥'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ]

৭৯১২ শিঙে হারিয়ে ফুঁ।

৭৯১৩ শিন্নিও খায়[১], ভরাও ডোবায়।

[১ অর্থাৎ পীর বদর, যিনি জলপথের বিঘ্ন দূর করেন। নং ৩৮৩৬, ৫৮৬৩। 'বেটা বেইমান বামুন—শিন্নিও খেলে ভরাও ডোবালে'—কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়]

৭৯১৪ শিন্নি[১] দেখে এগোয়, কোঁৎকা দেখে পেছোয়[২]।[৩]

[১ পা—মিষ্টি। ২ পা—শিন্নি খেতে সাধ যায় কোঁৎকা দেখে ভয় পায়। ৩ 'সিন্নি দেখে এগুলে হয় না, কোঁৎকা দেখে না পেছোও'—গিরিশ ঘোষের চণ্ড। 'সিন্নি খেয়ে এগিয়ে কেন কোঁৎকা দেখে পেছোয় প্রাণ'—অমর দত্ত]

৭৯১৫ শিব[১] গড়তে বাঁদর।[২]

[১ পা—দেব। ২ 'শিব গড়তে বাঁদর হল একি বিধির বিড়ম্বনা' —গোপাল উড়ে। নং ২৩৩৮, ২৬৬৯]

৭৯১৬ শিব নাচে রঙ্গে, পার্ব্বতী নাচে সঙ্গে।

৭৯১৭ শিবরক্ষক বন, বনরক্ষক শিব[১]।

[১ পা—বন রাখে শিবে, শিব রাখে বনে। নং ৫৪৫৮]

৭৯১৮ শিবরাত্রির শল্‌তে।[১]

[১ 'এখন ছেলেটি প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে আমরা বাঁচি, ও আমাদের শিবরাত্রির শলিতা'—আলালের ঘরের দুলাল। 'ওই একটা মেয়ে, শিবরাত্রির শল্‌তে, কখন আছে কখন নিভে যায়'—গিরিশ ঘোষের হারানিধি]

৭৯১৯ শিবশূন্য মঠ আর বিদ্যাশূন্য ভট্‌চায।
জলশূন্য পুকুর আর বুদ্ধিশূন্য কাজ।
এ ভাও যেখানে, থেকো না ভাই সেখানে॥

৭৯২০ শিবের কন্যা শিবকে দান।[১]

[অর্থাৎ গাঁজাখোরের গাঁজাখোর জামাতা]

শিবের দুয়ারে কুড়ের বাথান, নং ১৯৩৬ দ্রষ্টব্য।

৭৯২১ শিবের[১] মাথায় নারকল ভাঙা।

[১ অর্থাৎ শিবলিঙ্গের]

৭৯২২ শিবের ষাঁড়কে কি বাঘে ধরে না।

৭৯২৩ শিবের সঙ্গে খোঁজ নেই, গাজনের ঘটা।

৭৯২৪ শিমুল ফুল।[১]

[১ 'শিমুলের ফুলে তবে বড়াই কিসের?'—রূপরামের ধর্ম্ম-মঙ্গল। 'হরি হরি এমন পুরুষ কেবা জানে। তবে কি শিমুল ফুল তুলে পরি কানে॥'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'মর ছোঁড়া, শিমুলের ফুল, যাবি রসাতল রে'—দাশু রায়। 'শিমুল ফুল দেবসেবায় লাগে কি?'—শরৎচন্দ্রের দেবদাস]

শিয়রে রাজা, কোটালের দোহাই, নং ৭৫৫৮ দ্রষ্টব্য।

৭৯২৫ শিয়রে শমন।

৭৯২৬ শির-খালে জল থাকলে পাশ-খালেও থাকে।

৭৯২৭ শিরে হল[১] সর্পাঘাত তাগা বাঁধি[২] কোথা।[৩]

[১ পা—কৈল। ২ পা—বাঁধবি। ৩ 'শিরে কৈল সর্পাঘাত তাগা বাঁধিবি কোথা'—কৃত্তিবাস (অঙ্গদ রায়বার)। 'লোচনে দংশিল অহি, কোনখানে দিব তাগাবন্ধ'—কবিকঙ্কণ। 'কোথা বান্ধিবেক তাগা শিরে সর্পাঘাত'—রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর। 'শিরে এখন সর্পাঘাত তাগা দিব কোথা'—গোপাল উড়ে]

৭৯২৮ শিরে সংক্রান্তি।

শিরো নাস্তি শিরোব্যথা, নং ৬৬৩৩।

৭৯২৯ শিল তেতো, নোড়া তেতো, যে বাটে সেও তেতো।

৭৯৩০ শিল-নোড়ার ঘসাঘসিতে মরিচের দফা শেষ।

৭৯৩১ শিশিরের ভরসায় চাষ করা।

৭৯৩২ শিশু প্রামাণিক[১]।

[১ আদর্শ শিশু। 'তিনি শৈশবকালে শিশু প্রামাণিক হইয়া জনক জননীর ও ভ্রাতৃ ভগিনীর · আনন্দপ্রদ হন'—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিত (১৮৪৯)। 'বাপকে দেখাইবার জন্য শিশু প্রামাণিকের ন্যায় একটু অধোবদন হইয়াছিল'—আলালের ঘরের দুলাল]

৭৯৩৩ শীত পায় গীত গায়।

৭৯৩৪ শীত শীত শীত, কাঁথাওয়ালার গুণগুণি, জামাওয়ালার গীত।

৭৯৩৫ শুকনো কাঠ ভাঙলেও নোয় না।

৭৯৩৬ শুকনো কাঠে ব্রহ্মশাপ[১]।

[১ পা—বজ্রাঘাত]

৭৯৩৭ শুকনো কাঠের ভেলায়, না' ডুবালে হেলায়।

৭৯৩৮ শুকনো কাঠে রটে কাউ[১], ভান্তি দাপুনি[২], দেখে লাউ[৩]।
যোগী আন্থ, ছুছু[৪] কলসী, তা দেখিলে না ঘরে আসি[৫] ॥

[১ কাক। যাত্রাকালে অশুভ লক্ষণ। ২ দর্পণ। ৩ অর্দ্ধখণ্ড লাউ। 'শুকনা ডালেতে বস্যা কুবোলয় কাউ। যোগিনী মাঙ্গয়ে ভিক্ষা অর্দ্ধখান লাউ॥'—কবিকঙ্কণ। 'যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিলা আপনি। আউদড় চুলে ভিক্ষা মাগিছে যোগিনী'—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড (ধূম্রাক্ষের যুদ্ধযাত্রা)। ৪ শূন্য। নং ৬১২২, ৭৯৮১। ৫ ডাকের বচন]

৭৯৩৯ শুকনো গাছে জল সেঁচা।

৭৯৪০ শুকনো গু উল্‌টালে গন্ধ।[১]

[১ নং ৮৫০, ১১৭০, ২৫৬৮, ৬৯৭৬]

৭৯৪১ শুকনো ডাঙায় আছাড় খাওয়া।

৭৯৪২ শুকনো ডাঙায় না' চালানো[১]।

[১ পা—শুকনো নদীতে নাও। 'আমি শুকনো ডাঙায় পানসী চালাই'—গোপাল উড়ে]

৭৯৪৩ শুকনো ডাঙায় ভরা ডুবি।

৭৯৪৪ শুকনো পোঁদে[১] আকন্দের আঠা।

[১ পা—পাছায়; ঘায়ে]

৭৯৪৫ শুক ম'লো মুখের দোষে, শালিক ম'ল সেই তরাসে।

৭৯৪৬ শুঁট্‌কি না ছাড়ে গন্ধ, কমিনে[১] না ছাড়ে মন্দ।

[১ ফা কমিনহ্—সামান্য, ক্ষুদ্র, নীচ। পা—ককমিনে]

৭৯৪৭ শুঁড়ির কুড়ি, বেণের ছয়, আর জাতের হয় বা না হয়।

শুঁড়ির নেই কান ইত্যাদি, নং ৬৮৪৬ দ্রষ্টব্য।

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল, নং ৩১৫৮ দ্রষ্টব্য।

৭৯৪৮ শুদ্ধি বামনী ডাল ভাত খায়।
শোল মাছের মুড়ো নিয়ে তাকের তলায় যায়।

৭৯৪৯ শুধু কথায়[১] চিঁড়ে ভেজে না।[২]
[১ পা—মিষ্ট কথায়, আশীর্ব্বাদে। ২ নং ১৩৪৩, ৬৮০৩। 'কিন্তু শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না', বাবা'—শরৎচন্দ্রের রমা। 'বাঙ্গালাতে বলে, শুধু কথায় চিঁড়ি ভেজে না'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের প্রায়শ্চিত্ত]

৭৯৫০ শুধু কথায় বেগুন ভাজা।[১]
[১ 'আমার সঙ্গে শুধু যেন কথায় বেগুন ভেজো না'—গোপাল উড়ে]

৭৯৫১ শুধু কাজল পরলে হয় না, চাউনি চাই।

৭৯৫২ শুধু কানাই নয়, তার দাদা বলাই।

৭৯৫৩ শুধু গৌর নয়, গৌরহরি।

৭৯৫৪ শুধু চটক সারা, মধ্যে বালি ভরা।

৭৯৫৫ শুধু তাবিজের জোর নয়, কোমরের জোরও লাগে[১]।
[১ অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনে]

৭৯৫৬ শুধু পল্‌তা পায় না, ধনে-পল্‌তা চায়।

৭৯৫৭ শুধু ভাত খায়, জরির জুতা পায়[১]।
[১ পা—জরির জামা গায়]

৭৯৫৮ শুধু মেঘে মাটি ভেজে না।

৭৯৫৯ শুধু[১] যায় না, নেকড়া জড়ায়।
[১ অর্থাৎ বিবস্ত্র হইয়া]

৭৯৬০ শুধু[১] হাঁড়িতে[২] পাত বাঁধা।[৩]
[১ পা—খালি ২ পা—ভাঁড়ে। ৩ 'শুধু হাঁড়ি পাত বাঁধি কথায় পাতি ফাঁদ'—রামেশ্বরের শিবায়ন। 'শুধু হাঁড়িতে পাত বাঁধিয়া কত করিব, এ সব কর্ম্মে কি কেবল কেঁদে মাটি ভিজান যায়'—আলালের ঘরের তুলাল]

৭৯৬১ শুধু হাত মুখে ওঠে না।

৭৯৬২ শুনতেই শোনা যায় সোনার গাঁ বিক্রমপুর।

৭৯৬৩ শুনতে বটে শ্বশুরবাড়ী বড় সুখের ঠাঁই।
কিন্তু সেথা ঝাঁটা ছাড়া আর কিছু নাই॥

৭৯৬৪ শুনতে ভণ্ড, অমৃতের খণ্ড।

৭৯৬৫ শুনবে দেখবে বলবে না, চলবে সোজা টলবে না।

৭৯৬৬ শুন ভাই কলির অবতার।
কোণের বউড়ী বলে ভাতার ভাতার॥

৭৯৬৭ শুনলে কথার ছন্দ।
হাঁড়ি ভেঙে মাছ পালাল, ঝোল রইল বন্ধ॥

৭৯৬৮ শুনলে কথার ভাবখানা।
হাঁড়ি ভেঙে মাছ পালাল, ঝোল দিয়ে কেন ভাত খা' না।

৭৯৬৯ শুনলে কথা হাসি পায়, বিধাতার গুণ ক'ব কা'য়।

৭৯৭০ শুনলে সাড়া ত নিলে[১] পাড়া।[২]

[১ পা—ভাঙলে। ২ অমৃত বস্তুর কালাপানিতে প্রযুক্ত]

৭৯৭১ শুনে গেলাম বউ দেখতে, বউ চায় আমায় ধ'রে খেতে।

৭৯৭২ শুনেছ কি গালে হাত, ছেলে হল চোদ্দ হাত।

৭৯৭৩ শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ।[১]

[১ 'জেগে থাকলে শম্ভু নিশম্ভুর যুদ্ধ হয়'—জামাই বারিক। 'এইবার শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ বেধেছে বাবা'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ। 'এ তো আর শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ না, কেবল দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে'—শেষরক্ষা]

৭৯৭৪ শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্।[১]

[১ 'শুভ কর্ম্ম উচিত শীঘ্র'—দাশু রায়। 'তিনি মনে এই বিবেচনা করিলেন যে, জীবন জলবিম্ববৎ এবং শুভস্য শীঘ্রং'—টেকচাঁদের রামারঞ্জিকা]

৭৯৭৫ শুয়ে চিত্ পরে কাত্, উপুড় হয়ে পোহায় রাত।

৭৯৭৬ শুয়ে-শুয়ে লেজ নাড়ে, সেই বাঘ মানুষ মারে।

৭৯৭৭ শুরুতেই সাঁতার-জল, পার হই কেমনে বল।

৭৯৭৮ শুলেই দু'পা পৈথানে[১] যায়।

[১ পদস্থান, পাস্‌তলা]

৭৯৭৯ শুস্‌নি শাক রেঁধে হল মনে বড় খুসী।
দৈবজ্ঞ এসে বলে আজ একাদশী ॥

৭৯৮০ শূন্য[১] কলসী ঠন্‌ঠন্‌, বা, শূন্য[১] কলসীর শব্দ[২] বেশি[৩]।

[১ পা—আভরা। ২ পা—ঢকঢকানি। ৩ খালি কলসীর বাজনা বড়। নং ৩৯৭, ৫২৬, ২২২৭]

৭৯৮১ শূন্য কলসী, শুকনা না', শুকনা ডালে ডাকে কা'[১]।
যদি দেখ মাকুন্দ[২] ধোপা, এক পা না বাড়াও বাপা।
এ সকলে পায়ে ঠেলি[৩], যদি না সমুখে দেখি তেলী।[৪]

[১ কাক। ২ দাড়িগোঁফহীন ব্যক্তি। ৩ পা—ডাক বলে এরেও ঠেলি। ৪ শুভযাত্রাসম্বন্ধে ডাকের বচন; খনার বচনেও পাওয়া যায়। এরূপ বিশ্বাসের নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রহিয়াছে, যথা—'কোন অসুভ খনে পাঅ বাড়াইলোঁ।...শূন কলসী লই সখী আগে জাএ। বাঞর শিয়াল মোর ডাহিনে জাএ ॥...সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ ॥ (পৃ ৩:৮)। 'ঘরের বাহির হৈতে তেলিনী তেল বেচিতেঁ, কাল কাক রাএ সুখান গাছের ডালে। আগে সুনা ঘটে নারী, হাঁছি জিঠিহো না বারি, চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফল ॥ (পৃ ১১৬)। 'শুকনা ডালেতে বস্যা কুবোলয় কাউ'—কবিকঙ্কণ। নং ৭৯৩৮]

শূন্য গোয়াল ভাল ইত্যাদি, নং ৪১৯৩ দ্রষ্টব্য।
শূন্যের চেয়ে ভরা ভাল, ইত্যাদি নং ৬১২২ দ্রষ্টব্য।

৭৯৮২ শূন্যের চেয়ে সামান্য ভাল।

৭৯৮৩ শূয়র[১] কুকুর ভারী, তিন চলে না ধীরি।

[১ পা—কাহার (যাহারা পাল্‌কি বা ডুলি বয়)]

৭৯৮৪ শূয়র[১] চেনে কচু আর ঘেঁচু।[২]

[১ পা—বলদে। ২ নং ৬৬৭৩, ৮৪৮৮]

৭৯৮৫ শূয়রণীর সাত ছা, বাঘিনীর এক ছা।

৭৯৮৬ শূয়র বড় হলে হাতী হয় না।

৭৯৮৭ শূয়রে গোঁ।[১]

[১ নং ৮০৫২]

৭৯৮৮ শূয়রে ঠাকুরের ক্ষেত চেনে না।

৭৯৮৯ শূয়রের কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা।

৭৯৯০ শূয়রের পাল বিয়নো।

৭৯৯১ শূর্পনখার নাককাটা।

৭৯৯২ শেওড়া গাছের[১] পেত্নী।

[১ শেওড়া গাছ ঘন ও কালো হয়]

৭৯৯৩ শেওড়া সোজা হলেও গাঁটে-গাঁটে বাঁকা।

৭৯৯৪ শেখ, আপন দেখ।

৭৯৯৫ শেখের[১] দাড়ি ওষুধে লাগে।

[১ পা—মোল্লার। নং ৫৯৩৫]

৭৯৯৬ শেখানো কথা নিয়ে দরবারে যায়।
ফুরালে কথাগুলি কিই বা কয়॥

৭৯৯৭ শেজ না পাততে ঠ্যাং লম্বা।

৭৯৯৮ শেয়াকুল কাঁটা[১]।

[১ ছাড়ানো দায়, এক দিক ছাড়লে অন্য দিকে জড়ায়। 'গিয়েছে পুঁজিপাটা, ভিটেতে শ্যাকুল কাঁটা'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৭৯৯৯ শেয়ালকে কাঁকুড়ের ক্ষেত[১] দেখানো।

[১ পা—ভূঁই]

৮০০০ শেয়াল মারতে হাতী চায়।[১]

[১ কমলে কামিনী]

শেয়ালে কাঁঠাল খায়, বকের মুখে আঠা, নং ১৪৯৬ দ্রষ্টব্য।

৮০০১ শেয়ালে কাঁঠাল বয়।

৮০০২ শেয়ালের যুক্তি।[১]

[১ রাত্রিতে পরামর্শ হয়, প্রাতে নাই। 'তাহারা রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত রুটি ঘণ্ট ফির্ণে ও মেটো ত্যাগ করিয়া শেয়ালের যুক্তি করে'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৮০০৩ শেষ ঘরে[১] হয় পুত[২], সংসারে লাগে ভূত।
শেষ ঘরে হয় মেয়ে[৩], ঘি পড়ে শিকে বেয়ে[৪]॥

[১ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের সংসারে। পা—তিন ঝি হয়ে

হয় পুত। ২ পা—ঝি। ৩ পা—তিন পুত হয়ে হয় ঝি। ৪ পা—শিকে বেয়ে পড়ে ঘি]

৮০০৪ শেষ ভাল ত সব ভাল।[১]

[১ পা—শেষ ভাল যার, সব ভাল তার ; সব ভাল যার শেষ ভাল]

৮০০৫ শেষ যার বেশ তার। অথবা, শেষ বেশ।

৮০০৬ শেষ রক্ষাই রক্ষা।[১]

[১ রবীন্দ্রনাথের একটি সুপরিচিত নাটকের নাম শেষরক্ষা]

৮০০৭ শেষের সুখই সুখ।

৮০০৮ শোন গো শ্বশুর, শোন গো ভাসুর, বলি তোমাদের পায়।
আর রণে মাততে গেলে গামছা থাকে না গায়॥

৮০০৯ শোর[১] শুঁড়ি এঁড়ে নেড়ে।
এ চারকে যে বিশ্বাস করে সে ভেড়ের ভেড়ে॥

[১ শূয়র ; অথবা শো (=শুঁয়াপোকা)। পা—সোর। নং ৮০৪, ২৩৯৮, ৩৩৭৬, ৩৮৬৯]

৮০১০ শোল খেলাম, বোয়াল খেলাম, চিংড়ি খেতে দাঁত ভাঙলাম।

৮০১১ শোল[১] গজালের পোনা, যার কাছে যা তাই সোনা।[২]

[১ পা—হোক্ না। ২ নং ৮৩৫৬]

৮০১২ শোল চেঙও[১] সেজে না, পোনা চেঙও[২] সেজে না।

[১ অর্থাৎ বড় চেঙ মাছও। ২ চারা বা ছানা চেঙও। পা—পোলা চেঙড়াও]

৮০১৩ শোল মাছ লেজ নাড়ে, মেছুনীর কড়ি বাড়ে।

৮০১৪ শোল ধায়, বোয়াল ধায়, তার পিছে খল্‌সে পুঁটিও ধায়।[১]

[১ নং ১১২৮]

৮০১৫ শোল মাছের পালান।[১]

[১ নং ৪২১১]

৮০১৬ শোলের ঘাড় ভাঙতে পারে না, মাগুরের ঘাড় ভাঙে।

৮০১৭ শ্মশান-ঘাটের শুকনো বাঁশ।[১]

[১ 'চম্পক আমার দাদার কত সাধের মেয়ে, শ্মশান ঘাটের

শুকনা বাঁশে সেই মেয়ে সম্প্রদান করবো ?'—বিয়েপাগলা বুড়ো]

৮০১৮ শ্মশান পর্য্যন্ত চিকিৎসা।

৮০১৯ শ্মশান-বৈরাগ্য।[১]

[১ অর্থাৎ শ্মশানে শবদাহ কালে যে ক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্যের ভাব। 'অনেকের পরমার্থ বিষয়ে শ্মশানবৈরাগ্য দেখা যায়'—আলালের ঘরের দুলাল। 'গোঁসাই মামার শ্মশানবৈরাগ্য দেখে আমি আর বাঁচি না'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'গঙ্গার চমৎকার শোভায় মৃদু মৃদু হাওয়াতে ও ঢেউয়ের ঈষৎ দোলায় কারু কারু শ্মশান-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েচে'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৮০২০ শ্যাম রাখি, না, কুল রাখি।[১]

[১ অর্থাৎ উভয় সঙ্কট। 'কুঞ্জবনে বাজল বাঁশী, ঘরে রয় না মন। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি রাধা ভেবে উচাটন॥'—জামাই বারিক। 'এখন উপায়, শ্যাম রাখি কি কুল রাখি, এ দিকে কৃতঘ্নতা ওদিকে ব্রহ্মহত্যা'—নবীন তপস্বিনী.]

৮০২১ শ্রদ্ধার[১] ছাই, হাত পেতে খাই।

[১ পা—ছেদ্দার]

৮০২২ শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়, বা, শ্রাদ্ধ গড়ান।[১]

[১ শ্রাদ্ধের দানের সময় রেওভাট প্রভৃতির গণ্ডগোল ও গালা-গালিতে শেষে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান কান্নাকাটিতে পরিণত হয়। 'গোস্বামী ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়ায় দেখে জুতো ও হরিনামের থলি ফেলে দৌড়ে রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়লেন'; পুনশ্চ, 'রাত্তির শেষে শ্রাদ্ধ গড়াবে, অবশেষে পুলিসে দক্ষিণা দেবে'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'এতো আপনাদেরই শ্রাদ্ধ গড়াচ্ছে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের কল্কি অবতার। 'ছাদ্দ গড়ান কাকে বলে একবার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখো'—শরৎচন্দ্রের রমা। নং ২০৪১]

৮০২৩ শ্রাদ্ধের চাল চড়ান।[১]

[১ অর্থাৎ (গালিতে) যমের বাড়ী পাঠাইয়া শ্রাদ্ধের যোগাড় করা]

৮০২৪ শ্রাদ্ধের দেনায় ভরে, বিয়ের দেনায় মরে।

৮০২৫ শ্রীঘর।[১]

[১ জেলখানা। 'সন্ধ্যা হইয়াছে এমন সময় ঠকচাচা শ্রীঘরে

পদার্পণ করিলেন'—আলালের ঘরের দুলাল। 'অনেকে পার্ব্বণের পূর্ব্বে শ্রীঘরে ও বাঙ্কুলে বসতি কচ্চে'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'জপুন শ্রীহরি নাম শ্রীঘরে বসিয়া'—ঈশ্বর গুপ্ত]

শ্রীপঞ্চমী, নং ১২২৯ দ্রষ্টব্য।

৮০২৬ শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।[১]

[১ কুলীনকুলসর্ব্বস্বে উদ্ধৃত]

৮০২৭ শ্বশুরকে ভাত দিয়ে পড়ল মনে।
আমানি নিয়ে বউ ছোঁচাল কোণে॥

৮০২৮ শ্বশুরবাড়ী গেলাম, কাঁকালে ঘড়া।
বাপের বাড়ী এলাম, ঢেঁকিতে বারা॥

৮০২৯ শ্বশুরবাড়ী জামাইয়ের বাসা,[১]
একজনকে মারলে[২] তিনজন গোসা।

[১ পা—অভাগার দশা শ্বশুরবাড়ী বাসা। ২ পা—মারলে হয়]

৮০৩০ শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরী, দিন পাঁচ সাত আদর ভারি।[১]

[১ 'জামাই গেলে শ্বশুর বাড়ী, তিন দিন আদর বাড়াবাড়ি'—দাশু রায়]

৮০৩১ শ্বশুরবাড়ী মধুর হাঁড়ি[১], তিন দিন পরে[২] ঝাঁটার বাড়ি।

[১ পা—মথুরাপুরী। ২ পা—নিত্য গেলে]

৮০৩২ শ্বশুরবাড়ী সুখ বড়, ঘরজামাই কিলে দড়।

৮০৩৩ শ্বাশুড়ী নেই, ননদ নেই, কার বা করি ডর।
আগে খাই পান্তা ভাত, শেষে লেপি ঘর॥

৮০৩৪ শ্বাশুড়ী বউয়ে ভাব থাকলে, মাচার ধানেও[১] ভাত হয়।

[১ অর্থাৎ ধান ভানিয়া সেই চালে]

৮০৩৫ শ্বাশুড়ী ভাঙলে খোলা[১] হয়, বউ ভাঙলে কামের নয়।

[১ খোলামকুচি, মাটির পাত্রের ভগ্ন খণ্ড।—নং ২৫২৪, ৫৩৮১]

৮০৩৬ শ্বাশুড়ী ম'ল সকালে।
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে ত কাঁদব আমি বিকালে॥

৮০৩৭ শ্বাশুড়ী মারেন গুঁতা, বউ বেটী পেল ছুতা[১]।

[১ নং ১৮৩৯, ৫২৫৭]

৮০৩৮ শ্বাশুড়ী যেমন কাঠি মেপে থোয় দুধ ॥
বউ তেমনি জল মিশিয়ে খায় দুধ ॥

৮০৩৯ শ্বেত চামর আর কোষ্টাপাট[১]।

[১ পা—আর ধেড়ের চুল। নং ২১৭, ১৮৭৩]

৮০৪০ শ্বেতহস্তী পোষা।

৮০৪১ ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ[১]।

[১ সং—ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রস্তথা প্রাপ্তস্য বার্ত্তয়া। ইতি মন্ত্রিদ্বিতীয়েন মন্ত্রঃ কার্য্যো মহীভুজা ॥—হিতোপদেশ]

৮০৪২ ষট্‌কর্ম্মযুক্তা খলু ধর্ম্মপত্নী।[১]

[১ 'কার্য্যেষু দাসী, করণেষু মন্ত্রী, রূপে চ রম্ভা, সহনে ধরিত্রী। ভোজে চ মাতা, শয়নে তু বেশ্যা, ষট্‌কর্ম্মযুক্তা খলু ধর্ম্মপত্নী ॥' 'কার্য্যে দাসীসমা, পৃথ্বীসমা ক্ষমা, যুক্তিতে মন্ত্রী, কথায় মাধ্বী। শয়নে স্বৈরিণী, ভোজনে জননী, সে ধনী বলায় সাধ্বী ॥'—রামেশ্বরের শিবায়ন]

৮০৪৩ ষণ্ডামার্ক।[১]

[১ ষণ্ড+অমর্ক = ষণ্ডামর্ক। উগ্র ও একগুঁয়ে। শুক্রাচার্য্যের পুত্রদ্বয় ষণ্ড ও অমর্ক প্রহ্লাদের শিক্ষাগুরু ছিলেন ও তাঁহাকে কৃষ্ণনাম হইতে বিরত হইবার জন্য নিষেধ করেন]

৮০৪৪ ষত্ব ণত্ব জ্ঞান নেই।[১]

[১ 'কিছু বোঝে না ষত্ব ণত্ব, তার আবার প্রধানত্ব'—দাশু রায়। নং ২৫৮২, ৮৮৪৭]

৮০৪৫ ষষ্ঠীর কৃপা[১]।

[১ যার ফলে সন্তানলাভ হয়]

৮০৪৬ ষষ্ঠীর বেরাল[১]।

[১ দেবীর বাহন, সুতরাং দুগ্ধ ও মৎস্যাদির দ্বারা পুষ্ট। 'ষষ্ঠীর বিড়াল হয়ে মাচ দুধ খায়'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা]

৮০৪৭ ষষ্ঠী রাগ করবেন ত ছেলে ধ'রে খাবেন।

৮০৪৮ ষাঁড় রাঁড় সন্ন্যাসী, এই তিন নিয়ে হল কাশী[১]।

[১ পা—এই তিন নিয়ে বারাণসী]

৮০৪৯ ষাঁড় রাঁড় সিঁড়ি, তিন কাশীর বৈরী।

৮০৫০ ষাঁড়াষাঁড়ি বান[১] ডাকা।

[১ ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধের সময় যেরূপ গর্জ্জন ও আকৃতি হয় সেরূপ জলোচ্ছ্বাসযুক্ত বন্যা]

৮০৫১ ষাঁড়ে ধান খায়, তাঁতী বাঁধা যায়।

৮০৫২ ষাঁড়ের গোঁ।[১]

[১ নং ৭৯৮৭]

৮০৫৩ ষাঁড়ের গোবর।[১]

[১ সংস্কারকার্য্যে লাগে না, অকেজো]

৮০৫৪ ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খায়।[১]

[১ 'ভাল হল ঘুচল দায়, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খায়, বৃন্দাবনের বালাই হল দূর'—দাশু রায়]

৮০৫৫ ষাঁড়ের হোক্কা জয় ঢক্কা।

ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ হয় ইত্যাদি, নং ৫৫৪৪ দ্রষ্টব্য।

৮০৫৬ ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই, বাছুরের ভাঙে পা।

৮০৫৭ ষেঠের বাছা ষষ্ঠীদাস।[১] ষেঠের কোলে।[২]

[১ 'কিসের বয়েস ? ষেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাস'—নবনাটক। অর্থাৎ ষষ্ঠীদেবীর অনুগৃহীত সন্তান। ২ অর্থাৎ ষষ্ঠীর অনুগ্রহে। 'ষেঠের কোলে মতিলালের বয়স ষোল বৎসর হইল, আর কি বিবাহ না দেওয়া ভাল দেখায়'—আলালের ঘরের দুলাল]

৮০৫৮ ষোল আনাই লাভ।

৮০৫৯ ষোল আনা বাজিয়ে নেওয়া।

৮০৬০ ষোল কড়াই কানা।

৮০৬১ ষোল বছরের খোকা।

৮০৬২ সংক্রান্তি বুড়ো ।[১]

[১ পঞ্জিকায় সংক্রান্তি স্থানে অঙ্কিত চিত্রব্রাহ্মণ ।—ব্যঙ্গে প্রযুক্ত হয়]

৮০৬৩ সংভবামি যুগে যুগে ।[১]

[১ ভগবদ্গীতা]

৮০৬৪ সংসার আনন্দময়, যার মনে যা লয় ।

৮০৬৫ সংসার এক সিঁড়ি, কেউ ওঠে কেউ নামে ।

৮০৬৬ সংসারী সুখী, সন্ন্যাসী দুখী ।

৮০৬৭ সইয়ের মায়ের বেগুনফুলের বোনপো-বউয়ের বোনঝি-জামাই [১] ।

[১ প্রবাদের প্রথম পংক্তি এইরূপও পাওয়া যায়—সম্পর্কের বলিহারি যাই, সইয়ের মায়ের ইত্যাদি । আত্মীয়তার নিদর্শন । নং ৬৯০০]

৮০৬৮ সওয়ালেই সব সয় ।[১]

[১ 'সওয়ালে সকলি সয় জেনেও কি তা জান না' - গোপাল উড়ে]

৮০৬৯ সকল* কথা আছে চিতে ।
কাপড়টি ছিনিয়ে নেছ পোষ মাসের শীতে ॥

৮০৭০ সকল কুকুর স্বর্গে যাবে, কারা তবে এঁটো খাবে ।[১]

[১ নং ৫০৬১, ৮১৮৩]

৮০৭১ সকল গাছ কাটি কুটি, কাঁঠাল গাছে দিই মাটি[১] ।

[১ খনার বচন]

৮০৭২ সকল গুণ আছে পুতে, হাঁড়িতে খায় শেজে মুতে ।

৮০৭৩ সকল গুণের গুণনিধি ।

৮০৭৪ সকল চাবুক সমান লাগে ।

সকল চিল পালালো ইত্যাদি, নং ৬১৯০ দ্রষ্টব্য ।

---

* নিম্নের অধিকাংশ প্রবাদে 'সকল' স্থানে 'সব' পাঠও দৃষ্ট হয় ।

৮০৭৫ সকল চুলে[১] চামর হয় না।

[১ পা—বালে]

৮০৭৬ সকল ঘর লেপে তুয়ারে কালি।[১]

[১ নং ৮৩৭০]

৮০৭৭ সকল জোয়ানের মেল, বুড়োকে বলে আগুন ঠেল।

৮০৭৮ সকল তাঁতী[১] তাঁত বোনে, আপন আপন কোটে[২] টানে[৩]।

[১ পা—সাত ভাই। ২ আয়ত্তে, অধিকারে। ৩ পা—আপন কোটে সবাই টানে]

সকল দিন যায় হেলে ফেলে ইত্যাদি, নং ৪১১৫ দ্রষ্টব্য।

৮০৭৯ সকল নৈবেদ্যে ঠোকর মারে।

৮০৮০ সকল নোড়াই শালগ্রাম হলে হলুদ বাটি কিসে।

৮০৮১ সকল পথ মাড়িয়ে চলা।

৮০৮২ সকল[১] পথ লড়ালড়ি[২], খেয়াঘাটে গড়াগড়ি।

[১ পা—সারা। ২ পা—দৌড়াদৌড়ি]

৮০৮৩ সকল পথ পায়ে হেঁটে তুয়ারে আছাড়।

৮০৮৪ সকল পাখীতে মাছ খায়, মাছরাঙ্গার কলঙ্ক[১]।

[১ পা—নাম পড়ে মাছরাঙ্গার। নং ৬৫৯১]

৮০৮৫ সকল ব্রত করলেন ধনী, বাকি রইল সাঁজপূজনী।

৮০৮৬ সকল ব্রত করলে যশী, বাকি আছে ভীম একাদশী।

৮০৮৭ সকল মাছে গু খায়, নাম পড়ে টেঙরার[১]।

[১ পা—মাগুরের ; পাঁশুচ্যার]

৮০৮৮ সকল মেয়েই মেয়ে।

কেউ বা যায়[১] পাল্‌কি চ'ড়ে, কেউ বা থাকে[২] চেয়ে॥

[১ পা—কেউ যাচ্ছে। ২ পা—কেউ রয়েছে]

৮০৮৯ সকলেই সিঁদূর পরে, কপালগুণে ঝলক মারে।

৮০৯০ সকলে গেল ম'রে, কর্ত্তা হল হরে।

সকলে মরে সব রঙ্গে, কাণী মরে ইত্যাদি, নং ২০২৫ দ্রষ্টব্য।

৮০৯১ সকলে যদি ব্রত করে, নৈবেদ্য খাবে কে।

৮০৯২ সকলের ছাগলে ধান খায়, রামার মার দোষ।

৮০৯৩ সকলের ভাতার মাঝি হয়, আমার ভাতার তা' নয়।
বলে—এও ক'রে দায়, তবু কিনারায় বায়॥

৮০৯৪ সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।

৮০৯৫ সকাল বিকাল নিকাল যায়[১], তার কড়ি না বৈদ্যে খায়।[২]
[১ অর্থাৎ শৌচে যায়। ২ নং ৬৬০, ২২১৮, ৩০৮৮]

৮০৯৬ সকাল শুয়ে সকাল উঠে, তার কড়ি না বৈদ্যে লুঠে।

৮০৯৭ সকাল সকাল যাস্ ত ঘুরে ফিরে যা'।

৮০৯৮ সকালে খেয়ে ফকির নাচে, বিকালের তরে খোদা আছে।[১]
[১ নং ৩০৯]

৮০৯৯ সকালের ভাতে পেট না ভরলে
বিকালের ভাতে কি পেট ভরে।

৮১০০ সখা যার জনার্দ্দন, তার সঙ্গে কি সাজে রণ।

৮১০১ সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।[১]
[১ গিরিশ ঘোষের স্বপ্নের ফুলে প্রযুক্ত]

৮১০২ সঙ্গদোষে কি না হয়, ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ কয়।

৮১০৩ সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট।

৮১০৪ সঙ্গদোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গগুণে।

৮১০৫ সঙ্গদোষে ভাই, বেশ্যাবাড়ী যাই।
গোট মজলে জিঁজির মজে সন্দেহ তার নাই॥[১]
[১ কমলে কামিনী]

৮১০৬ সঙ্গদোষে লোহা ভাসে।

৮১০৭ সঙ্গ যেমন রঙ্গ তেমন।

৮১০৮ সঙ্গে কারো কেহ নাই, বন্ধু বল কারে ভাই।

৮১০৯ সজনে শাক বলে—আমি সকল শাকের হেলা।
আমার খোঁজ পড়ে কেবল টানাটানির বেলা[১]।
[১ পা—চোদ্দ শাকের বেলা।—কার্ত্তিক মাসে ভূতচতুর্দ্দশীতে

চোদ্দ শাক খাইতে হয়; তখন সজনে শাক পাড়িবার সময় এই ছড়া বলা হয়]

৮১১০ সজনে শাকে নুন জোটে না, মশুর ডালে ঘি।

৮১১১ সৎপুত্র কুলের প্রদীপ।[১]

[১ সং—শর্বরীদীপকশ্চন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ। ত্রৈলোক্য-দীপকো ধর্মঃ সংপুত্রঃ কুলদীপকঃ। 'সুপুত্র হইলে হয় কুলের দীপক'—কৃত্তিবাস। 'তুমি সংপুত্র কুলের প্রদীপ, তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য এ কর্ম্ম কেন না হবে'—প্রবোধচন্দ্রিকা]

৮১১২ সৎমার ছেদ্দা[১], পান্তা ভাতে ঘি।
মাথাটা মুড়িয়ে এস, তেলপলাটা[২] দি'॥

[১ শ্রদ্ধা, স্নেহ। ২ পা—ঘোল ঢেলে]

৮১১৩ সৎমার বাণী, তল দিয়ে মূল কাটে, উপরে ঢালে পানি[১]।

[১ নং ২৬১৩-১৪]

৮১১৪ সৎসঙ্গে[১] কাশীবাস[২], অসৎসঙ্গে[৩] সর্ব্বনাশ।[৪]

[১ পা—সাধুর সঙ্গে। ২ পা—স্বর্গবাস। ৩ পা—চোরের সঙ্গে। ৪ 'সংসঙ্গে কাশীবাস, নদেরচাঁদকে ছেড়ে সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে যেই মিশেচেন, অমনি সব পরিবর্ত্তন হয়েচে'—লীলাবতী। 'আমি যে বাবা, বে-পিরীতে মারা গেলুম, একেই তবে বলে সংসঙ্গে কাশীবাস'—গিরিশ ঘোষের মুকুল-মুঞ্জরা]

৮১১৫ সতরঞ্চের চাপা, না খেলিও বাপা।

৮১১৬ সতাসতী সব বিড়ালনী, ভাল আমি জানি।[১]

[১ লোচনদাস]

৮১১৭ সতী নারী গঙ্গাজল, অসৎ নারী বদ্ধজল।

সতী নারীর চোখও নেই কানও নেই, নং ৭৪৮৮ দ্রষ্টব্য।

৮১১৮ সতী নারীর পতি যেন পর্ব্বতের[১] চূড়া।
অসতীর পতি যেন ভাঙা নায়ের গুড়া[২]॥

[১ পা—দেউলের (গোপীচন্দ্রের গান, বুঝান খণ্ড)। ২ নৌকার গলুই বা পাটাতন, যাহা গুঁড়ি কাঠ দিয়া নির্ম্মিত। যথা—'চারি পাট চিরি নাঅ দিল যোখ মাপে। তাতে গুড়া যোড়ি দিল তৌলঝাঁপে॥'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। 'নায়ের গুড়ায়

দুখানি পা'—বংশীবদন। 'তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নাম শঙ্খতালি। চন্দনকাষ্ঠের তার গুড়া আর ডালি ॥'—বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ]

৮১১৯ সতীনের[১] কাছে সাজা, ভাতারের কাছে মজা।

[১ পা—রাজার]

৮১২০ সতীনের ঘা সওয়া যায়, সতীন-কাঁটা[১] চিবিয়ে খায়।[২]

[১ সতীনের সন্তান বা আত্মীয়বর্গ। ২ বিয়েপাগলা বুড়োতে প্রযুক্ত]

৮১২১ সতীনের পুত, সুন্দরও ভূত।

৮১২২ সতীনের পুত হোক্, পড়শীর ভাত হোক্।[১]

[১ দুই অবাঞ্ছনীয়। 'দেইজির ভাত হোক, সতীনের পো হোক' এই নামে গিরিশ ঘোষের একটি ছোট গল্প আছে]

৮১২৩ সতীনের পেলে দুনো খাই, পেটের বিষে ঘুম নাই।

৮১২৪ সতীনের পোয়ের হাত দিয়ে সাপ ধরানো।

৮১২৫ সতীনের বাটিতে গু গুলে খাওয়া।[১]

[১ 'সতীনের বাটিতে গু গুলে খেতে পারলে তার বাটিটি নষ্ট হয়, স্বয়ং না হয় গু গুলেই খেলেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

৮১২৬ সতীনের হাত সাপের ছোঁ, চিনি দিলে তুলে থো।

সতীনের ডাক নিশির ডাক[১], তিন ডাকে চুপ মেরে থাক্ ॥

[১ রাত্রে তুক করিয়া ডাক, যাহার উত্তর দিলে নাকি মৃত্যু অনিবার্য্য। নিশি নাকি একবার ডাকে, সুতরাং রাত্রিতে কেহ তিন বার না ডাকিলে সাড়া দিতে নাই]

৮১২৭ সতী মাগীর তাঁতী নাঙ্।

৮১২৮ সতী যায় সোঁতে[১], অসতী যায় রথে।

[১ স্রোতে]

৮১২৯ সতীর জন্য কোল, অসতীর জন্য কিল।

৮১৩০ সতী সাবিত্রী।[১]

[১ বিদ্রূপে। নং ৮৩০১]

৮১৩১ সতী হলি কবে? সে মরেছে যবে।

৮১৩২ সতের[১] সতের দোষ।[২]

[১ সদ্ব্যক্তির। ২ 'সতের পোঁদে শত ছিদ্র'—দাশু রায়]

৮১৩৩ সত্যই কি বউরে মারে ধরে[১],
গলায় গামছা দিয়ে তামাসা করে।[২]

[১ পা—সত্য কি দাদা বউরে মারে। ২ নং ৫৩৮৫]

৮১৩৪ সত্য কথার ডালপালা নেই।

৮১৩৫ সত্যপীর বলে—আমি শিন্নি নাহি খাব।
দেওয়ানজী বলে—আমি মুখে গুঁজে দেব॥

৮১৩৬ সত্যবাদী দুইজন, মূর্খ ও বালকগণ।

৮১৩৭ সত্যযুগে দুষ্ট যেমন, কলিযুগেও দুষ্ট তেমন।

৮১৩৮ সত্যের দুয়ারে আগড় নেই[১]।

[১ 'সত্যের দুয়ারে আগড় নেই, যথার্থ পরিচয় দিয়েচেন'—নবীন তপস্বিনী। নং ৮৬১৭]

৮১৩৯ সত্যের বাড়া ধর্ম্ম নেই, মিথ্যের বাড়া পাপ নেই।[১]

[১ সং—নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্মো ন পাপমনৃতাৎ পরম্]

৮১৪০ সত্যের মার নাই।[১]

[১ 'দোষ থাকিলে দোষের স্বীকার করা ভাল, সত্যের মার নাই'—আলালের ঘরের দুলাল]

৮১৪১ সদর বন্ধ, খিড়কি ফাঁক।
সদরে ছুঁচ চলে না, অন্দরে ইত্যাদি, নং ২২৩৫ দ্রষ্টব্য।

৮১৪২ সদানন্দের গোদা পা, ডাইনে আনতে বামে যা'।

৮১৪৩ সদাশিব।[১]

[১ উদার ও অক্রোধন]

৮১৪৪ সদু চিনেছে কদু।[১]

[১ নং ৭৫২০]

৮১৪৫ সধবা কপালে সিঁদূর পরে, বিধবার কপাল চড়চড় করে।

৮১৪৬ সধবার একাদশী।[১]

[১ দীনবন্ধু মিত্রের প্রসিদ্ধ হাস্যরসাত্মক নাটকের এইরূপ নাম]

৮১৪৭ সন্দেশওয়ালা মুড়ি খায়।[১]

[১ অর্থাৎ সন্দেশ খায় না। নং ৬৪৪৫]

৮১৪৮ সন্দেশের খোসা ফেলে খাওয়া।[১]

[১ নং ৫২০৮]

৮১৪৯ সন্দেহ-বাই ধরে যারে, তিলে-তিলে জ্বালিয়ে মারে।

৮১৫০ সন্নিপাতের তেষ্টা, মরণকালের চেষ্টা।

৮১৫১ সন্ন্যাসী চোর, না, বোঁচকা ঘটায়।

৮১৫২ সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র গায় সর্ব্ব জন।
শুভ্র বস্ত্রে মসীবিন্দু দেখায় যেমন॥[১]

[১ 'সন্ন্যাসীর অল্প দোষ সর্ব্ব লোকে কয়। শুক্ল বস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়।'—চৈতন্যচরিতামৃত]

৮১৫৩ সন্ন্যাসীর গলায় মাদুলি।[১]

[১ অর্থাৎ সন্ন্যাসী সকলকে মাদুলি দেয়, তারই গলায় আবার মাদুলি]

৮১৫৪ সন্ন্যাসীর তুম্ব[১] নাড়া।[২]

[১ শুকনা লাউয়ের খোলা, ভিক্ষাপাত্র। ২ 'সন্ন্যাসী হইয়া তুমি যদি শেখ যোগ। তথাপি যাবে না প্রাণ তুম্বনাড়া রোগ॥'—ঈশ্বরগুপ্ত]

৮১৫৫ সন্ন্যাসীরে যদি অলক্ষ্মী পায়, ঝুলি কাঁথা নিজে লাথায়।

৮১৫৬ সন্ধ্যা নাই, আহ্নিক নাই, দিগম্বর হালদার।

৮১৫৭ সন্ধ্যা বেলার মড়া[১], কত কাঁদবি কাঁদ।

[১ অর্থাৎ সারা রাত সৎকারের প্রচুর সময় পাওয়া যায়]

৮১৫৮ সপ্ত রথী ঘিরে বধ।

[১ মহাভারতের অভিমন্যুবধের কাহিনী হইতে। 'এ যে সপ্তরথীর ব্যূহ ঠাকুরপো, পালাব কোথায়? প্রবেশের পথ আছে, কিন্তু বার হবার পথ কি সবাই জানে?'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন]

৮১৫৯ সফরী (শফরী) ফরফরায়তে।[১]

[১ অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ। গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে ॥ নং ৩০৩৮]

৮১৬০ সবই দেখে সবই জানে, মাছ আনতে কাঁটা আনে।

সব কথা পাঁকে পুঁতে রাখা, নং ১৩৩২ দ্রষ্টব্য।

৮১৬১ সব কাজ ত শিখিয়েছিল মায়ে।
পিঁড়ে ভেঙে গেল তবু বাতাসের ঘায়ে ॥

৮১৬২ সব কাজে যার হুঁস, তারে কয় মানুষ।

৮১৬৩ সব গুড় নিয়ে এক গামছা।

৮১৬৪ সব চাল বাইশ পস্থুরি[১]।

[১ পাঁচ সের পরিমাণ]

৮১৬৫ সব চেয়ে চুপ ভাল।

৮১৬৬ সব জন্তু মোট বয়, ধরা পড়েছে গাধা।
সবাই সতী কবলায়, ধরা পড়েছে রাধা ॥

৮১৬৭ সব ঝিনুকে মুক্তা নেই।

৮১৬৮ সব দিন সমান যায় না।[১]

[১ নং ৩০২৯]

৮১৬৯ সব নুড়ি শালগ্রাম হয় না।

৮১৭০ সব পুত থাকতে নাতির মাথায় হাত।

৮১৭১ সব বাঁশে[১] বংশলোচন হয় না।[২]

[১ পা—কঞ্চিতে। ২ নং ১২৮৩]

৮১৭২ সব বেটাকে ছেড়ে বেঁড়ে বেটাকে ধর্।[১]

[১ ধুর্ত্ত শৃগালের গল্প হইতে]

সব ভাল যার শেষ ভাল, নং ৮০০৪ দ্রষ্টব্য।

৮১৭৩ সব ভেড়ার এক ডাক।[১]

[১ নং ৮১৭৬]

৮১৭৪ সব মুড়ো মেরে রাখা।[১]

[১ 'কোথাও কিছু হবার যো নেই, আমাদের বাবু সব মুড়ো মেরে রেখেছেন'—অমৃত বসুর একাকার]

৮১৭৫ সব লাল হো যায়েগা।[১]

[১ মানচিত্রে ইংরেজাধিকার লাল বর্ণে চিত্রিত দেখিয়া পঞ্জাবের বীর রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া প্রসিদ্ধ। দীনবন্ধু মিত্রের যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ দ্রষ্টব্য। 'বিনয়, একে একে সব লাল হো যায়গা নাকি। আমার মানচিত্রটাতে কেবল আমিই একলা এসে ঠেকব !'—রবীন্দ্রনাথের গোরা। কিন্তু কেবল 'লাল হয়ে যাওয়া' = ধনশালী হইয়া স্ফীত ও রক্তমুখ হওয়া। 'তাঁর কেমন এক আত্মীয় বর্ম্মামুল্লুকে চাকরি করিয়া লাল হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অতিশয় ধনবান হইয়াছে'—শরৎচন্দ্র]

সব শরীরে ঘা ইত্যাদি, নং ৮২২৭ দ্রষ্টব্য।

সব শেয়ালে কাঁঠাল খেলে ইত্যাদি, নং ১৪৯৬ দ্রষ্টব্য।

৮১৭৬ সব শেয়ালের এক ডাক (বা, রা)।

[১ নং ৮১৭৩। 'শৃগালের মত সব এক ডাক ডেকেছে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৮১৭৭ সব সুবোধের এক গোয়াল।

৮১৭৮ সব হাটের হেটো।

সবাই আপন কোলে ঝোল টানে, নং ৪২৫ দ্রষ্টব্য।

৮১৭৯ সবাই কৃষ্ণের নাম করে, আমি করলেই ধ'রে মারে।

৮১৮০ সবাই গেল আলায়-আলায়, বুড়ী মরে পোঁদের জ্বালায়।

৮১৮১ সবাইকে পারা যায়, পায়ে-পড়ানোকে ঠেকানো দায়।[১]

[১ নং ৫০৭৫]

৮১৮২ সবাই জানে সব তত্ত্ব, কাপড়খানা মধ্যস্থ।

৮১৮৩ সবাই যদি হবে সে, এঁটো পাত কুড়াবে কে।[১]

[১ নং ৫০৬১, ৮০৭০]

৮১৮৪ সবাই হাঁটে এক রাস্তায়, কেউ ভালয় যায়, কেউ হোঁচট্ খায়।

৮১৮৫ সবার বেলা টুকাটুকা, মোর বেলা এতটুকা,

আর জন্মে মোর মা ছিলে।

সবার মাঝে দাঁড়ালে, মোর মান বাড়ালে,

আর জন্মে মোর বাপ ছিলে॥

৮১৮৬ সবুরে মেওয়া ফলে।[১]

[১ 'বাবাজি সবুর, আমি সবুরে মেওয়া ফলাচ্ছি'—গিরিশ ঘোষের বলিদান। 'সবুর কর বাবা, সবুরে মেওয়া ফলে'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ]

৮১৮৭ সবে[১] কলির সন্ধ্যা।[২]

[১ পা—এইত। ২ 'যাদুমণি, ধৈর্য্য ধর এই ত কলির সন্ধ্যাবেলা'—গোপাল উড়ে। 'এই সবে কলির সন্ধ্যা রে ভাই, কত ক্ষণে রাত পোহাবে'— ঈশ্বর গুপ্ত। 'এই কলির সন্ধ্যা'— নবীনচন্দ্রের পলাশির যুদ্ধ]

৮১৮৮ সবে বলে ধর ধর, কেউ নামে না অগাধ জলে।[১]

[১ রামপ্রসাদ]

৮১৮৯ সবে ধন নীলমণি।[১]

[১ 'কর্ত্তা প্রত্যুত্তর দিতেন, ও আমার সবে ধন নীলমণি'—আলালের ঘরের দুলাল। 'ভগিনি, তুমি আমার সবে ধন নীলমণি'—অমৃত বসুর রাজা বাহাদুর]

৮১৯০ সবে মিলে খাবে ননী, ধরা পড়বে নীলমণি।

৮১৯১ সভা বুঝে কেত্তন।

সভায় না ঠাঁই পায় ইত্যাদি, নং ৩৯৯৩ দ্রষ্টব্য।

সভার মাঝে পড়ল কথা ইত্যাদি, নং ৪৭৯৪ দ্রষ্টব্য।

৮১৯২ সময় কারো হাতে ধরা নয়।

৮১৯৩ সময়গুণে আপ্ত[১] পর, খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর।[২]

[১ পা—আপন। ২ নীলদর্পণে প্রযুক্ত]

৮১৯৪ সময় যায় জলের মত।

৮১৯৫ সময়ে অনেক হয়, অসময়ে কেউ নয়[১]।[২]

[১ পা—সময়ে সব বন্ধু হয়, অসময়ে কেউ কারো নয়। ২ নং ৮৪০৮, ৮৪২২]

৮১৯৬ সময়ে না দেয় চাষ, তার দুঃখ বারমাস।

৮১৯৭ সময়ের এক কথা, অসময়ের একশ কথা।

৮১৯৮ সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।[১]

[১ A stitch in time saves nine এই ইং প্রবাদের অনুবাদ ?]

৮১৯৯ সময়ের গীত অসময়ে গায়, গালে মুখে চাপড় খায়।

৮২০০ সময়ে সব হয় বোন ভাগনা ভাই।

ঘরের স্ত্রী আপন নয়, যখন গাঁটে পয়সা নাই॥

৮২০১ সমস্ত আশ্বিন, কার্ত্তিকের আট, যে বাঁচে সে খয়ের কাট।

৮২০২ সমানে সমান ঘর, খোঁড়া মেয়ের কানা বর।[১]

[১ দাশু রায়]

৮২০৩ সমানে সমানে মানায় ভাল।

৮২০৪ সমুখ[১] দিয়ে কানাকড়িও[২] যায় না,

পেছন[৩] দিয়ে হাতী[৪] যায়।[৫]

[১ পা—সদর। ২ পা—তিলও। ৩ পা—অন্দর। ৪ পা—তাল। ৫ নং ২২৩৫]

৮২০৫ সমুখে ছেলামালেকি,[১] পিছনে হারামজাদকি।

[১ 'সেলাম আলেকুম' অভিবাদন। 'মানীর মান রাখতেন ও লোকের খাতির ও সেলামালকির গুণা কত্তেন না'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

৮২০৬ সমুদ্রে ছাতুমুঠা।

৮২০৭ সমুদ্রে জলঢালা।

৮২০৮ সমুদ্রে ডুবালেও ঘড়া, যা ধরবার তাই ধরা।

৮২০৯ সমুদ্রে পড়ে[১] কূল পাওয়া।

[১ পা—অকূল সমুদ্রে। নং ৮। 'বরদা বাবুর এই কথা শুনিয়া মতিলালের স্ত্রী ও বিমাতা যেন সমুদ্রে পড়িয়া কূল পাইলেন'—আলালের ঘরের তুলাল]

৮২১০ সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য।

৮২১১ সমুদ্রে বাস শিশিরে ভয়।[১]

[১ পা—সমুদ্রে পাতিয়া শয্যা শিশিরে কি ভয়; সমুদ্রে শয়ন যার শিশিরে কি ভয় তার। 'সাগরে যার বিছানা মা, শিশিরে তার কি করিবে'—রামপ্রসাদ]

৮২১২ সমুদ্রের জল, এক কলসী তুললেই বা কি, ঢাললেই বা কি।[১]

[১ 'আমাদের উদর সমুদ্র-বিশেষ, এক ঘড়া তুললেও কমে না, এক ঘড়া ঢাললেও বাড়ে না'—সধবার একাদশী]

৮২১৩ সমুদ্রের জল কুলায় না যার, শিশিরের জল কি হয় তার।

৮২১৪ সমুদ্রের জল বাড়েও না, কমেও না।

৮২১৫ সম্পদ যৌবন কায়া, শরতের মেঘচ্ছায়া।

৮২১৬ সম্পদে আমি কর্ত্তা, বিপদে তুমি ভর্ত্তা।

৮২১৭ সম্পদে বন্ধুলাভ, বিপদে পরীক্ষা।

৮২১৮ সম্মানে লো মরি[১], ঘাট থেকে জল এনে ঘরে সিনান করি।

[১ পা—অভিমানে মরি]

৮২১৯ সম্বরায়[১] তেল না পায়, তেল দিয়ে বাতি জ্বালায়।

[১ ব্যঞ্জনাদি সাঁৎলানর জন্য]

৮২২০ স'য়ে থাকলে র'য়ে পায়।[১]

[১ নং ৭০১৯,৭৪৯০]

৮২২১ সরকারে খায়, মস্জিদে ঘুমায়।

৮২২২ সর্ব্বকর্ম্মে রাধা,[১] ভাতারে ডাকে দাদা।

[১ পা—সাতগেদারী আদা]

৮২২৩ সর্বমত্যন্তগর্হিতম্।[১]

[১ 'অধিক কিছুই ভাল নয়—সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং'—নবনাটক। লীলাবতীতেও প্রযুক্ত। নং ৩৪ দ্রষ্টব্য]

৮২২৪ সর্ব্বনাশের অর্দ্ধেক রক্ষে।[১]

[১ সং—সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। এই সংস্কৃত বাক্য শেষরক্ষায় উদ্ধৃত]

৮২২৫ সর্ব্বস্ব খুইয়ে পাকা সেতখানা[১]।

[১ পায়খানা। পা সিহৎখানা]

৮২২৬ সর্ব্বাঙ্গে[১] আসলা[২], গোদা পায়ে পাশলা[৩]।

[১ পা—অষ্টাঙ্গে। ২ আসল ঘা। ৩ পদাঙ্গুলির ভূষণ-বিশেষ]

৮২২৭ সর্ব্বাঙ্গে[১] ঘা ওষুধ দেব কোথা।

[১ পা—অষ্টাঙ্গে : সব শরীরে]

৮২২৮ সর্ লো সর্, আমার নূতন মলে লাগবে জল।

৮২২৯ সরষের দানা ছোট হলেও ঝাল কম না।

৮২৩০ সরষের ভেতরও ভূত[১]।

[১ 'বোধ হয় ঠকচাচাই সরষের ভিতর ভূত'—আলালের ঘরের দুলাল। নং ৭৪৯১]

৮২৩১ সরস্বতীর বরপুত্র।[১]

[১ 'হে সরস্বতীবরপুত্র বিদ্যারত্ন মহাধনেতে যাঁহারা ধনবান্ তাঁহারাই ধনবান্'—প্রবোধচন্দ্রিকা। 'তোমরা খুব বাহাদুর ছেলে, এক এক জন সরস্বতীর বরপুত্র দেখছি'—অমৃত বসুর গ্রাম্য বিভ্রাট]

সরা মরা সমান কথা, নং ৬৪৯৯ দ্রষ্টব্য।

৮২৩২ স রামঃ কিং করিষ্যতি।[১]

[১ 'লঙ্কা দগ্ধা বনং ভগ্নং লঙ্ঘিতশ্চ মহোদধিঃ। যং কৃতং রামদূতেন স রামঃ কিং করিষ্যতি ॥'—রামের দূত হনুমানের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া রাক্ষসদের বিস্ময়োক্তি]

৮২৩৩ সরু কাটনীর একখানা, মোটা কাটনীর সাতখানা।

৮২৩৪ সশরীরে স্বর্গলাভ বা স্বর্গে যাওয়া।[১]

[১ আশাতীত সুখ বা সৌভাগ্য প্রাপ্তি। 'আমরা পথের কাঙ্গালী, আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা ত আমাদের সশরীরে স্বর্গলাভ'—রমেশচন্দ্র দত্ত]

৮২৩৫ সস্তা, বাড়ী নিয়ে পস্তা[১]।

[১ পস্তান = পশ্চাত্তাপ করা]

সস্তা মাছে, বিড়ালে কাঁটা বাছে, নং ৭৪ দ্রষ্টব্য।

৮২৩৬ সস্তায় মাটি কেনা।[১]

[১ অর্থাৎ মাটির মত তুচ্ছ জিনিসও আবার সস্তায় কেনা!]

৮২৩৭ সস্তার তিন অবস্থা।[১]

[১ নং ৬৫৬৬]

৮২৩৮ সহজ কেমন? না, পোঁদের ফোড়া যেমন।

৮২৩৯ সহজেতে যাহা হয়, তা'তে জোর[১] ভাল নয়।

[১ পা—জিদ]

সহরে আগুন লাগলে পীরের ইত্যাদি, নং ৫৫৮১ দ্রষ্টব্য।

৮২৪০ সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৮২৪১ সহায়ো বলত্তরঃ।[১]

[১ সগুণো নিগু'ণো বাপি সহায়ো বলবত্তরঃ। তুষেণাপি পরিভ্রষ্টস্তণ্ডুলো নাঙ্কুরায়তে ॥]

৮২৪২ সহিলে সম্পত্তি, নহিলে বিপত্তি।

৮২৪৩ সহুরে কাক, বড় চালাক।

৮২৪৪ সাঁকো থেকে পড়ে, অমনি জুম্মার গোসলও[১] করে।[২]

[১ শুক্রবারের পুণ্যস্নান। ২ নং ২৬৬৮, ৫৯৭০, ৭৫১৫]

৮২৪৫ সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।[১]

[১ 'তোমার জননী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা'—নবীন তপস্বিনী]

৮২৪৬ সাক্ষাৎ পুত্র, বাপ আঁটকুড়ো।[১]

[১ 'পুত্র না থাকিলে লোকে বলে আঁটকুড়া'—কৃত্তিবাস]

৮২৪৭ সাক্ষাতে দাদা দাদা, অসাক্ষাতে বেটা গোদা।

৮২৪৮ সাক্ষীগোপাল।[১]

[১ নিষ্কর্ম্মা কিন্তু অন্যের কার্য্যের সাক্ষী। পুরীর মন্দির পথে যে গোপাল বিগ্রহ আছে, তাহাকে সাক্ষীস্বরূপ দর্শন করিয়া ফিরিবার বিধি আছে। অর্থাৎ যে নিষ্ক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকে মাত্র। 'আমি কি এ যুদ্ধে সাক্ষিগোপাল হয়ে এসেছি' —দ্বিজেন্দ্র রায়ের নূরজাহান]

৮২৪৯ সাক্ষী দেয় না, বৃত্তান্ত গায়।

সাগর শুকাবে যবে ইত্যাদি, নং ৫০৫৯ দ্রষ্টব্য।

৮২৫০ সাগর ছিল নগর হল।

৮২৫১ সাগরছেঁচা মাণিক।[১]

[১ 'আমি সাগর ছেঁচেও মাণিক পেলাম না'—রাম বসু।

'সাগর সেচে মাণিক এনে হাতে দেয় তোমার'—গোপাল উড়ে। 'তুমি যে আমার সাগরছেঁচা মাণিক'—গিরিশ ঘোষের শঙ্করাচার্য্য]

৮২৫২ সাঙাত কর, বন্ধু কর, কড়ি কর ক্ষয়।
কড়ি দিয়ে ইষ্টি করলে মিষ্টি কি তা' রয় ॥[১]
[১ নং ৫১২৭]

৮২৫৩ সাঙ্গার[১] কড়ি, ভাঙ্গা ঘর।
[১ মুসলমানদের মধ্যে যেরূপ নিকা, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে সেরূপ সাঙ্গা বিবাহ। 'জন্মায়তী বটি বাগদির সাঙ্গা আছে'—রামেশ্বরের শিবায়ন]

৮২৫৪ সাচা কথা কব, ঘোড়ায় চ'ড়ে যাব।[১]
[১ নীলদর্পণে প্রযুক্ত]

সাচ্চা গুড় আঁধারেও মিঠে, নং ২৫৩৫ দ্রষ্টব্য।

৮২৫৫ সাজ করতে[১] দোল ফুরায়।[২]
[১ পা—পাগ বাঁধতে। ২ 'আপনাদের সাজ করিতে দোল ফুরায়'—আলালের ঘরের দুলাল। 'পাছে সাজ করিতে ফুরায় দোল, ঐ ভাবনা মনে মনে'—দাশু রায়]

৮২৫৬ সাঁজ গেলে দীয়া[১], বয়স গেলে বিয়া।
[১ দীপ]

৮২৫৭ সাজতে গুজতে ফিঙে[১] রাজা।
[১ পা—ধেচুয়া]

৮২৫৮ সাজ লো রে বিনোদিনি, যেমন পেত্না তেমনি পেত্নী[১]।
[১ নং ৭৪৩৫]

৮২৫৯ সাজাগোজা সার, পাল্‌কি আসা ভার।

৮২৬০ সাজা[১], বাজা কেশ , বাংলা দেশে বেশ।
[১ পা—ছাজা (=ঘর ছাওয়া)। ২ পা—বেশ]

সাজার মা গঙ্গা পায় না, নং ৬১৩৮ দ্রষ্টব্য।

৮২৬১ সাজালে-গোজালে বাঁদীর ছেলেও রাজা সাজে।

৮২৬২ সাঁজেক[১] খেলে মাসেক যায় না।

[১ অর্থাৎ এক সন্ধ্যা]

৮২৬৩ সাঁজের অতিথি অতিথি নয়[১], বিহানের বাদল বাদল নয়[২]।

[১ কারণ চোর হইতেও পারে। ২ নং ৫৮৮৬]

৮২৬৪ সাঁজো বেলা ভাতার ম'ল, কাঁদব চৌপহর।

৮২৬৫ সাঁড়াশীর পাক।

৮২৬৬ সাত কথার উপর পাঁচ কথা।

৮২৬৭ সাত কাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতা কার ভার্য্যা[১]।

[১ পা—মাসী]

৮২৬৮ সাত কুড়ের ঘর, গোঁসাই রক্ষা কর।[১]

[১ নং ৩৬৩৪, ৪১৪১, ৪৯৮৩, ৮২৮৬]

৮২৬৯ সাতকে সতের করা।

৮২৭০ সাত খুঁটি, এক পেলা[১]।

[১ ঠেস, অবলম্বন]

৮২৭১ সাত খুন মাপ।

সাত গাঁ মাগলে এক পালি ধান ইত্যাদি, নং ৪৪৫২ দ্রষ্টব্য।

৮২৭২ সাত গিন্নী হিচ্-পিচ্, বেরালকে বলে—আদা খিচ্।

৮২৭৩ সাতগেঁয়ের কাছে মামদোবাজি।[১]

[১ হিন্দুর সপ্তগ্রাম ও মুসলমানের মামুদাবাদ, অথবা হিন্দু ও মুসলমানের প্রেতযোনি (এই শেষোক্ত অর্থে মামদোবাজি শব্দের প্রয়োগ, যথা নং ৫১৩৬), এই দুইয়ের চাতুর্য্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। 'সাতগেঁয়ে আর মামদোবাজে কারে কেবা ফাঁকি দেবে'—কমলাকান্ত]

৮২৭৪ সাত গোয়ালের গরু এক গোয়ালে ঢোকান।

৮২৭৫ সাত ঘাট ঘুরে এসে[১] বাপের পুকুরে ডুবে মরা[২]।

[১ পা—সাত সমুদ্র পার হয়ে; সাঁতার না জানলে; বুদ্ধি না থাকলে। ২ 'বাবার প্রতিষ্ঠিত পুকুরে ডোবা'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা। নং ৮৩০৯]

৮২৭৬ সাত ঘাটে ঘটি ডোবান।

৮২৭৭ সাত ঘাটের জল এক ঘাটে করা।

৮২৭৮ সাত ঘাটের[১] জল খাওয়ান।

[১ পা—সমুদ্রের]

৮২৭৯ সাত চড়েও রা কাড়ে না[১]।[২]

[১ পা—কথা কয় না। 'সাপের কাছে কেঁচো যেন সাত চড়ে রা ফোটে নাক'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'আমরা নাকি নিতান্ত ভালমানুষ, পোড়া মুখে সাত চড়ে রা বেরোয় না'—অমৃত বসুর গ্রাম্য বিভ্রাট]

৮২৮০ সাত চড়ে মশা মারা।

৮২৮১ সাত চোঙার বুদ্ধি এক চোঙায় ঢোকান।

৮২৮২ সাত চোরে মশুরি বাটে।

৮২৮৩ সাত চোরের মার।[১]

[১ 'রোজ রোজ সাত চোরের মার হজম কর কেমন ক'রে'—জামাই বারিক]

৮২৮৪ সাত জন্ম অধর্ম্ম।[১]

[১ 'আমার সাত জন্ম অধর্ম্ম ছিল, তাই তোর হাতে পড়েছিলাম'—নবীন তপস্বিনী]

৮২৮৫ সাতটা ছুঁড়ী, একটা বুড়ী।

৮২৮৬ সাত ঢেমনীর ঘর, বামুন ছরাত[১] রক্ষা কর।[২]

[১ শরীর। ২ নং ৩৬৩৪, ৪১৪১, ৪৯৮৩, ৮২৬৮]

সাত দিনের বাসি খায় ইত্যাদি, নং ৪০০১ দ্রষ্টব্য।

৮২৮৭ সাত দিনে সাত বায়না[১], ঘরে তবু ভাত পায় না।

[১ ফা বহানা, ওজর অছিলা বা সাধ]

৮২৮৮ সাত ধাইয়ে পো মারে।

সাত নকলে আসল খাস্তা, নং ৩৭৯৯ দ্রষ্টব্য।

সাত নবিশিন্দা ইত্যাদি, নং ৮৯০ দ্রষ্টব্য।

সাত পাঁচ খতিয়ে মনে, চাষ করে না সোনার বেণে, নং ৭৭৬৫ দ্রষ্টব্য।

৮২৮৯ সাত পাঁচ ভাবা, বা, ভেবে কাজ করা।[১]

[১ 'সাত পাঁচ ভাবে রাজা সচঞ্চল চিত'—মাণিক গাঙ্গুলি।

'শুনি মনে ভাবনা বাড়িল পাঁচ সাত'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'সাত পাঁচ রামচন্দ্র ভাবি মনে মনে। সীতা আনিতে পাঠাইল রাজা বিভীষণে ॥'—কৃত্তিবাস]

৮২৯০ সাত পাঁচ যাঁহা, বজর পড়ে তাঁহা।

৮২৯১ সাত পুত তের নাতি, তবে করে আখের[১] ক্ষেতি।

[১ পা—কুশ্যার (=Sugar-cane, according to J. D. Anderson)]

৮২৯২ সাত পুতের মা'রও সাত পুতের বাপ আছে।

৮২৯৩ সাত পুরুষে[১] বিয়ে নেই শ্বশুরবাড়ী যায়।

[১ পা—বাপের জন্মে ; কোন কালে]

৮২৯৪ সাত পুরুষের নাউখোলা।

৮২৯৫ সাত ফকির এক ঘরে কুলায়, সাত রাজা এক মুলুকে নয়।

৮২৯৬ সাত বলদের দুধ।[১]

[১ অসম্ভব]

৮২৯৭ সাত বার ক'রে সিনান, কাক নয় বকের সমান।

৮২৯৮ সাত বার[১] খেয়ে আছে শুয়ে, তার চাল দাও আগে ধুয়ে।[২]

[১ পা—তিন বার। ২ নং ৭৩২৯]

৮২৯৯ সাত বার খেয়ে একাদশী।

সাত ভাই তাঁত বোনে ইত্যাদি, নং ৮০৭৮ দ্রষ্টব্য।

৮৩০০ সাত ভাই যারা, রণে জিতে তারা।

৮৩০১ সাতভাতারী সাবিত্রী,[১] বারভাতারী এয়ো।
একভাতারী পোড়াকপালী দুয়ার দিয়ে না যেয়ো ॥

[১ 'এক ভাতারে মন ওঠে না, সাত ভাতার কত্তে যায়'—নবীন তপস্বিনী.]

৮৩০২ সাত রাজার ধন মাণিক।[১]

[১ 'দ্বিজ বলে এক এক মাণিক সাত রাজার ধন'—দাশু রায়। 'তুমিই আমার সাত রাজার ধন পুরা মাণিক'—নববিবিবিলাস। 'ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা অতিশয় স্ত্রৈণ, আপনারা বিবেচনা করেন ব্রাহ্মণী সাত রাজার ধন'—নবীন তপস্বিনী। 'স্বামী আমার

গুরুজন, এক রাজার নয় সাত রাজার ধন'—জামাই বারিক। 'সাত রাজার ভাণ্ডার দিয়ে মাণিক ক্রয় কল্যে'—কমলে কামিনী। 'আমার সাত রাজার ধন মাণিক সোনার চাঁদ ছেলে রয়েছে, আর আমার টাকার দরকার কি?'—গিরিশ ঘোষের হারানিধি]

সাতসাগরছেঁচা মাণিক, নং ৮২৫১ দ্রষ্টব্য।

৮৩০৩ সাত[১] রাঁড় এক এয়ো।
যার কাছে যাই সেই[২] বলে—আমার মত হয়ো।

[১ পা—শতেক। ২ পা—যারে সেবা দেয় সেই; যারে গড় করি সেই]

৮৩০৪ সাত সতীনে নড়ি-চড়ি, বেড়া আগুনে[১] পুড়ে মরি।

[১ নং ৫৯৯৯]

৮৩০৫ সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া।[১]

['বিলেত যাওয়া, আর বিশেষতঃ সাত সমুদ্র তের নদী পার'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের কল্কি অবতার। 'দেশের টাকা দেশেই থাকিত, তাহা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চিরনির্ব্বাসিত হইত না'—অক্ষয় মৈত্রেয়]

৮৩০৬ সাত সরষে দিয়ে গঙ্গাস্নান করা।[১]

[১ 'মায়া ছুটার বিবাহ দিতে পারিলে আমি সাতটা সর্ষা দিয়া স্নান করি'—কেরীর কথোপকথন]

৮৩০৭ সাত[১] হাটের কানা কড়ি।[২]

[১ পা—আট। ২ নং ৫৭৫২]

৮৩০৮ সাত[১] হাত কাপড় তার তের হাত দশী[২]।

[১ পা—বার। ২ বস্ত্রাঞ্চল। 'সাত হাত কাপড় তার তের হাত দশী'—শিবের গান (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়)]

৮৩০৯ সাঁতার না জানলে ডোবাতেও ডোবে[১]।

[১ পা—বাপের পুকুরেও ডুবে মরে। নং ৮২৭৫]

৮৩১০ সাঁতারে সিন্ধু[১] পার হওয়া।

[১ পা—নদী। 'অপার নদী সাঁতরে যেন হতে চাও লো পার'—গোপাল উড়ে]

৮৩১১ সাতেও না, পাঁচেও না।[১]

[১ 'আমি বউমানুষ, সাতেও নাই, পাঁচেও নাই, যিনি যা বলেন তাই শুনি'—লীলাবতী। 'তাহারা কাহারও সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না, এবং পরের কথায় কথা কহা তাহারা ভালই বাসে না'—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ]

৮৩১২ সাতেও হু, পাঁচেও হুঁ।

৮৩১৩ সাতে পাঁচে মিলে চোদ্দ, দু'টাকা[১] না হয় না দিলে সদ্য।

[১ অর্থাৎ বাকি দুই টাকা—চতুর মহাজনের উক্তি]

৮৩১৪ সাথে ঘর সাথে বাড়ী, বেদের তবু চাল ভারি।

৮৩১৫ সাদা মনে কাদা নাই।

৮৩১৬ সাদা মনে[১] কালি দেওয়া।

[১ পা—কাপড়ে]

৮৩১৭ সাদা মুলুকজাদা।

৮৩১৮ সাদার উপরে কালির দাগ।

৮৩১৯ সাধও করে, মনও পোড়ে।

৮৩২০ সাধ ক'রে বাদ আনা।

৮৩২১ সাধ ক'রে বিঁধালাম[১] কান, কাঠি[২] দিতে যায় প্রাণ।

[১ পা—আউশে বিঁধালাম। আউশ = হাউশ (আ হাবাশ), শখ, সাধ। ২ পা—গুছি]

৮৩২২ সাধ যায় বোষ্টম হতে, পোঁদ ফাটে[১] মোচ্ছব[২] দিতে।[৩]

[১ পা—প্রাণ যায়। ২ মহোৎসব। ৩ নং ৬০৮৩]

৮৩২৩ সাধ যায়[১] সেকেন্দর[২] হতে, খোদা দেয় না মেগে খেতে[৩]।

[১ পা—মন চায়। ২ পা—বাদশা। ৩ পা—মন বলে বাদশা হবি, খোদা বলে মেগে খাবি]

৮৩২৪ সাধলেই সিদ্ধি, অর্জ্জিলেই ঋদ্ধি[১]।

[১ পা—নিধি]

সাধলে জামাই কাঁঠাল খান্ না, নং ২৬০ দ্রষ্টব্য।

৮৩২৫ সাধলে[১] জামাই খায় না, শেষে এঁটো পাতটাও পায় না।[২]

[১ পা—যাচলে; আগে। পরবর্ত্তী প্রবাদগুলিতে এইরূপ

'যাচলে' পাঠও পাওয়া যায়। ২ নং ২৬০, ১০৭৮ দ্রষ্টব্য]

৮৩২৬ সাধলে জামাই খান না, না সাধলে পান না।

৮৩২৭ সাধলে জামাই ভাত[১] খায় না,
শেষে জামাই আমানিটাও[২] পায় না।
[১ পা—ঘি-ভাত। ২ পা—ন্নন-ভাত]

৮৩২৮ সাধলে জামাই খান না পিটে, শেষে মরেন ঢেঁকশাল চেটে।[১]
[১ পা—যাচলে জামাই ভাত না খায়, রাত্রে ঢেঁকশাল চাটতে যায়]

৮৩২৯ সাধলে পরে গুমর বাড়ে, হয় বড় মান।
টেনে টেনে ক্ষয়ে গেল ছেঁড়া ছুটো কান[১] ॥
[১ পা—সেধে সেধে ক্ষয়ে গেল ছুঁচো ছোঁড়ার মান]

৮৩৩০ সাধলে মান বাড়ে।

৮৩৩১ সাধু বড় গিরি, তার ঘরে আট বার চুরি।

৮৩৩২ সাধুর সঙ্গে সাধু হয়।

৮৩৩৩ সাধে কি বলে বাপ, পেয়দায় বলায় বাপ।[১]
[১ 'সাধে কি বাবা বলি গুঁতোর চোটে বাবা বলায়'—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। নং ৪০৯২]

৮৩৩৪ সাধে কি বৈরাগী নাচে, ভাতের থালা হাতের কাছে।

৮৩৩৫ সাধের কমল তুলতে গিয়ে হাতে ফুটল কাঁটা।

৮৩৩৬ সাধের কাজল পরতে গিয়ে চক্ষু হল কাণা।[১]
[১ 'সাধের কাজল পরতে গিয়ে হয়ে এলি কাণা'—দাশু রায়]

৮৩৩৭ সানায়ে ফুঁ পাড়তে বিয়ের লগন উতরে গেল।

৮৩৩৮ সাপও মরে, নড়িও[১] না ভাঙে[২]।
[১ পা—লাঠি। ২ পা—সাপও মারা যাক, লাঠিও বজায় থাক ; সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না]

৮৩৩৯ সাপকে দুধ খাওয়ালেও বিষ কমে না।

সাপ জব্দ সিজের মূলে ইত্যাদি, নং ৩৫৩৫ দ্রষ্টব্য।

৮৩৪০ সাপ নিয়ে খেলা।

৮৩৪১ সাপ মরলেই সোজা।

৮৩৪২ সাপ মরলেও দেয় এক মোড়া।

৮৩৪৩ সাপ ম'লে গর্ত্ত বোজে।

৮৩৪৪ সাপ মারলে শিবকে লাগে।[১]

[১ পা—সাপের মাথায় লাঠি মারলে শিবের মাথায় লাঠি বাজে]

৮৩৪৫ সাপ মেরে লেজটুকু রাখা।

৮৩৪৬ সাপ যায় রাহা[১] বিগড়ে।

[১ রাস্তা, পথ]

৮৩৪৭ সাপ শালা জমিদার, তিন নয় আপনার।

সাপ যেখানে নেউল সেখানে, নং ৮৩৫৪ দ্রষ্টব্য।

৮৩৪৮ সাপ, স্বপন, শোলের পোনা, যে না কয় সে সাধুজনা[১]।

[১ পা—সে একজনা]

৮৩৪৯ সাপ হয়ে কাটে, রোজা হয়ে ঝাড়ে।[১]

[১ 'সাপ হয়ে কামড়াও, ওজা হয়ে পরে যাও'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা। প্রবাদের রূপান্তর—সাপ হয়ে কাটি আমি রোজা হয়ে ঝাড়ি। হাকিম হয়ে হুকুম দিই, পেয়াদা হয়ে মারি॥]

৮৩৫০ সাপা ডরায় বেঙাকে, বেঙা ডরায় সাপাকে।

৮৩৫১ সাপা বেঙার বাহন নয়, সময় বুঝে সকল সয়।[১]

[১ গল্পের বেঙ সাপের ফণার উপর লাফাইয়া বসিতে সাপের উক্তি]

৮৩৫২ সাপে কামড়ালে বিষ ওলে[১], মানুষে কামড়ালে ওলে না।

[১ অবতরণ করে, নেমে যায়]

৮৩৫৩ সাপে খেয়েছে ঢাপের ঝি[১], বিয়েতে[২] লেগেছে ন'মন ঘি।

[১ অর্থাৎ বাক্যবাগীশ। পা—ঠাটে মরে ভাটের ঝি। ২ পা—সাঙ্গাতে (অর্থাৎ সাঙ্গা বিবাহে)]

৮৩৫৪ সাপে নেউলে বাদ।[১]

[১ অথবা—সাপ যেখানে নেউল সেখানে। 'ধর্ম্মকর্ম্মে তোমার আমার তো সাপে-নেউলের সম্পর্ক'—শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব। ইহা

হইতে 'অহি-নকুল সম্বন্ধ' এই বাক্য। 'সভ্যতার সহিত কবিত্বের খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্যতা কবিতাকে গ্রাস করে'—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]

৮৩৫৫ সাপের কাছে বেঁজি[১] নাচে, তবে জানি রোজা আছে[২]।

[১ পা—বেঙা। ২ অর্থাৎ এমনি রোজার কেরামতি যে, বেঁজি সাপের শত্রু হইলেও একত্র নাচে]

৮৩৫৬ সাপের কোনা[১], বেঙের কোনা,
যার যার অঙ্গে তার তার সোনা।[২]

[১ ছানা, বাচ্ছা (গ্রা)। ২ নং ৮০১১]

৮৩৫৭ সাপের ছুঁচো গেলা।[১]

[১ অর্থাৎ গিলিতেও পারে না, ওগরাইতেও পারে না! 'সাপের যেমন ছুঁচো গেলা, তেমনি হবে যাচ্ছে বোঝা'—গোপাল উড়ে। 'এ সাপের ছুঁচো ধরা হল'—গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল]

সাপের পা, আর ডুমুরের ফুল, নং ৫৬৭২ দ্রষ্টব্য।

৮৩৫৮ সাপের পাঁচ পা দেখা।[১]

[১ সাপের পা দেখা যায় না; দেখিলে নাকি রাজা হয়!—নং ৮৭০৬]

৮৩৫৯ সাপের বাসায় ভেকের নৃত্য।[১]

[১ 'সাপের বাসাতে আসি ভেকে করে নৃত্য'—দাশু রায়]

৮৩৬০ সাপের মাথায়[১] ভেকেরে নাচায়[২]।[৩]

[১ পা—বাসায়। ২ পা—বেঙ নাচানো। ৩ ভারতচন্দ্র। 'সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি তবে ত রসিকরাজ'—চণ্ডীদাস। 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, সাপের মাথায় বেঙ নাচানো'—গোপাল উড়ে]

৮৩৬১ সাপের মাথায় ধূলোপড়া।[১]

[১ সাপের চোখে পরদা না থাকায় ধূলা দিলে দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হয়]

৮৩৬২ সাপের মুখে ইষের মূল[১]।

[১ সর্পবীর্য্যহর গাছের মূল বিশেষ; aristolochia indica]

৮৩৬৩ সাপের মুখে চুমো, আবার বেঙের মুখেও চুমো।

৮৩৬৪ সাপের রোজা সাপেই মরে।[১]

[১ নং ৬০১৬]

সাপের লেখা বাঘের দেখা, নং ৫৫৫০ দ্রষ্টব্য।

৮৩৬৫ সাপের লেজে (বা, মাথায়) পা দেওয়া।[১]

[১ 'পদাঘাত কৈনু ভুজঙ্গমাথায়'—জ্ঞানদাস। 'সর্ব্বনাশ করিচি, কেউটে সাপের ল্যাজ মাড়িয়ে ধরেছি'—নবীন তপস্বিনী। নং ১৯৯৫]

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, নং ৬০১৩ দ্রষ্টব্য।

৮৩৬৬ সাপের হাঁড়ি খুলে বসা।[১]

[১ 'একটু ঘরে এলুম আর উনি সাপের হাঁড়ি খুলে বস্‌লেন'—লীলাবতী]

৮৩৬৭ সাফ খাওন, চিকণ নাদন।

৮৩৬৮ সাবধানের বিনাশ[১] নাই।[২]

[১ পা—মার। ২ 'সাবধানে বিনাশ নাই, কুন্তীসহ পঞ্চ ভাই পাণ্ডুরা জৌঘরে খণ্ডে ভয়'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'সাবধানের বিনাশ নাই, সেথান হইতে পলায়ন কল্যেম'—নবীন তপস্বিনী। 'হোক্ না সে স্বর্গের দেবতা, তবু সাবধানের বিনাশ নাই'—রবীন্দ্রনাথ]

সারকুড়ে পদ্মফুল, নং ২৬৩২ দ্রষ্টব্য।

৮৩৬৯ সার নেই, ধার[১] আছে।

[১ তীক্ষ্ণতা]

৮৩৭০ সারা ঘর লেপে দুয়ারে আছাড়।[১]

[১ নং ৮০৭৬]

৮৩৭১ সারা দিন থাকব নায়, খড়ম কখন দেব পায়।

৮৩৭২ সারা দিন ফিরিয়ে মালা, অতিথ হলে সন্ধ্যাবেলা।

৮৩৭৩ সারা দিন বঁড়শি হাতে, সন্ধ্যাবেলায় আমড়া ভাতে।

৮৩৭৪ সারা দিন হাটে ঘাটে, রাত হলে বুড়ী সূতা কাটে।

৮৩৭৫ সারা বছরের ধুমধাম এক দিনে শেষ।

সারা বাড়ী এক ঘর তার আবার ইত্যাদি, নং ৫৬০৩ দ্রষ্টব্য।

৮৩৭৬ সারা রাতের কিলে মরলাম না, ভোরের[১] কিলে মরব।

[১ পা—সকালের]

৮৩৭৭ সারালো গাছে কুড়ুল মারে, সড়া[১] গাছ আপনি পড়ে।

[১ পচা]

৮৩৭৮ সাহসের ভরা ডোবে না।

৮৩৭৯ সিংহের সন্তান শৃগাল হয় না।[১]

[১ 'না হবে কেন! সিংহের সন্তান কি কখন শৃগাল হইতে পারে?'—আলালের ঘরের দুলাল]

৮৩৮০ সিংহের ভাগ শৃগালে খায়।

৮৩৮১ সিকি পয়সা মা-বাপ।

৮৩৮২ সিঙ্গির মামা ভোম্বল দাস, বাঘ খেয়েছি গণ্ডা দশ।
বেরাল দেখে পাব ত্রাস[১] ॥

[১ পা—চিতে বাঘের লাগি পরবাস]

৮৩৮৩ সিঙ্গীরেশে (?) ধিঙ্গি বড়, খায় দায় চোপায় দড়।

৮৩৮৪ সিঁড়ি, তুমি কার? যে যায় তার।

৮৩৮৫ সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে, গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে।

৮৩৮৬ সিদ্ধিরস্তু অ আ।[১]

[১ পাঠশালায় 'অ আ' আরন্তের সময় 'সিদ্ধিরস্তু' বলা হইত। 'সিদ্ধি পূর্ব্বে হইত, এক্ষণে সিদ্ধিও হয় না, রস্তুও হয় না, কেবল অ আ হয়'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৮৩৮৭ সিন্দুকের কাছে ধার করা।

৮৩৮৮ সিন্ধুভরা আছে সুধা বিন্দু নাহি চায়।
বিষ খেতে বিষধরী ধরিবারে যায় ॥

৮৩৮৯ সিয়া[১] পাতে খায় দুধ, ডাক বলে—সে অবুধ।[২]

[১ ছিন্ন। ২ ডাকের বচন]

৮৩৯০ সিরাজদ্দৌলার নাতি।

৮৩৯১ সীতাহারা হয়ে রামের বাঁদরে আদর।[১]

[১ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের হেমচন্দ্রে প্রযুক্ত]

সুখ নয় ধনে সুখ হয় মনে, নং ৪৩১৪ দ্রষ্টব্য।

৮৩৯২ সুখ যায়, স্মৃতি যায় না।

৮৩৯৩ সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।[১]

[১ 'এ বুদ্ধি কেন? তোমাদিগের সুখে থাকিতে কি ভূতে কিলয়'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৮৩৯৪ সুখের উপর সুখ না এল, সেই বা কেমন সুখ।

দুখের উপর দুখ না এল, সেই বা কেমন দুখ॥

৮৩৯৫ সুখের ওপর সুখ, তার ওপর পাটিকাটাটুক্।

৮৩৯৬ সুখের ঘরে রূপের বাসা[১]।

[১ পা—রূপের ঘরে সুখের বাসা]

৮৩৯৭ সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।[২]

[১ 'সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে'—রাম বসু কবিওয়ালা]

৮৩৯৮ সুখের দিন (বা রাত) দেখতে দেখতে যায়।[১]

[১ আলালের ঘরের দুলালে প্রযুক্ত]

৮৩৯৯ সুখের পায়রা।[১]

['আমরা ডাকওয়ালার জাতি, সুখের পায়রা, দুঃখের কেহ নহি'—নববিবিবিলাস। 'আমরা হলুম সুখের পায়রা—বেবুশ্যে' —শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন]

৮৪০০ সুখের মুখ দেখা।

৮৪০১ সুজন-পিরীত সোনা, ভেঙে গড়া যায়।

কুজন-পিরীত কাচ, ভাঙলে ফুরায়॥[১]

[১ নং ৬২৭৫]

৮৪০২ সুতা চুরি করব যার, পুতের মাথা খাব তার।

৮৪০৩ সূতা হাতে সার হওয়া।[১]

[১ 'মতিলাল বিবাদ দেখিয়া মনে মনে ভাবে, বুঝি আমার

কপালে বিয়ে নাই—হয়তো সুতা হাতে সার হইয়া বাটী ফিরিয়া যাইতে হইবে'-- আলালের ঘরের দুলাল]

৮৪০৪ সুদখোর আর মদখোর সমান।

৮৪০৫ সুঁদর বনে বাঁদর রাজা।[১]

[১ নং ৩৮৪, ১২০৬]

৮৪০৬ সুদ সুদ্ধ আদায় করা।

৮৪০৭ সুদিনের বারো ভাই, কুদিনের কেউ নেই।[১]

[১ নং ৮১৯৫, ৮৪২২]

৮৪০৮ সুদের কড়ি বাঁকে[১] চলে।

[১ ভার বহিবার দণ্ডে; অর্থাৎ বাড়িয়া রাশীকৃত হয়।—নং ৬১৩৩]

৮৪০৯ সুন্দর মাগে দাদাও লাগে।

৮৪১০ সুন্দর মুখের জয়, চিরকালই হয়।

৮৪১১ সুন্দরের শত বায়না, অহঙ্কারে মত্ত হয়ে কথাটিও কয় না।

৮৪১২ সুনাম কচ্ছপ-গতি, দুর্নাম পবন-গতি।

৮৪১৩ সুবচনীর[১] খোঁড়া হাঁস।

[১ শুভসূচনী দেবী]

৮৪১৪ সুমানুষের রা, কুমানুষের পা।[১]

[১ অর্থাৎ কথা শুনিয়া ও পা দেখিয়া ভদ্র অভদ্র চেনা]

৮৪১৫ সুয়া যদি নিম দেয় সেই হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৮৪১৬ সুযোগ পেলে সাধুও চোর।

৮৪১৭ সুয়োর নামে ষোল আনা দুয়োর নামে নাই।
একচোখো ভাতারের মুখে বাসি আখার ছাই॥[১]

[১ জামাই বারিক]

৮৪১৮ সুয়োর সোনার দুধের বাটি, দুয়ো মাগের ওচলা[১] মাটি।[২]

[১ আবর্জনা। ২ নবীন তপস্বিনীতে প্রযুক্ত; 'সুয়োর সোনার' স্থলে 'সোনা দানা' পাঠ]

৮৪১৯ সুয়ো হল রাজরাণী, দুয়ো হল ঘুঁটেকুড়ানী।

৮৪২০ সুর গায়, রূপ নাচে।

৮৪২১ সুরের পিঠে পড়লে সুর, দৌড় মারে দামড়া বাছুর।

৮৪২২ সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়।
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়॥[১]
[১ নং ৮১৯৫, ৮৪০৭]

৮৪২৩ সেই এক দিন আর এই এক দিন।

৮৪২৪ সেই কড়ি ক্ষয়, তবু বউ সুন্দর নয়।

৮৪২৫ সেই কলা বাদুড়ে চোষে।

৮৪২৬ সেই গাধা জল খায়, তবু গাধা ঘুলিয়ে খায়।[১]
[১ পা—গাধা সেই জল খায়, তবু হাঁদলে হাঁদলে খায়। নং ২৮২৩]

৮৪২৭ সেই চোখ, দিনে দেখি।

৮৪২৮ সেই ছালায় সেই ধান আঁটে,[১] লাথির চোটে ছালা ফাটে।
[১ পা—ছালার চাল ছালাতে আঁটে]

৮৪২৯ সেই ছুঁড়ী[১] নাচে, কত কাচ[২] কাচে।
[১ পা—বুড়ী। ২ ছল বা কৌতুক। এই শব্দের অর্থের জন্য নং ২৬৭৪, ৪৫৮২ দ্রষ্টব্য]

৮৪৩০ সেই ত মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি!

৮৪৩১ সেই দিয়ে সেই হল, লাউ দিয়ে কদু হল।

সেই ধানে সেই চাউল, গিন্নি বিনা আউল-থাউল, নং ১৩১৩ দ্রষ্টব্য।

৮৪৩২ সেই মাটিতে মৃদঙ্গ।

৮৪৩৩ সেই মামা সেই মামী, সেই মামার[১] ঘর।
এখন কেন দেখি মামী, দুধের মধ্যে সর[২]॥
[১ পা—পুকুরপাড়ে। ২ পা—তবে কেন তখন মামী, হাতে রেখেছিলে সর]

৮৪৩৪ সেই রায়ের এই দশা।

৮৪৩৫ সেকরাকে তামা দেখানো।[১]

['সেকরাকে তামা দেখান একি ব্যবহার'—গোপাল উড়ে]
নং ১৭১৬, ৬০১৮]

৮৪৩৬ সেকরাবাড়ীর বেরাল, ঠুকঠুকুনিতে ভয় পায় না।

৮৪৩৭ সেকরা-মাগী নেকরা করে, ঘরে ভাত নেই শাঁখা পরে।

৮৪৩৮ সেকরা মায়ের কানের সোনাও চুরি করে।

৮৪৩৯ সেকরার ঠুক্‌ঠাক, কামারের এক ঘা।[১]

[১ 'কর তোমরা ঠুকুস্ ঠাকুস্, এবার আমি কামারের এক ঘা দিয়ে লম্বা দিচ্ছি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যাহস্পর্শ]

৮৪৪০ সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৮৪৪১ সে কাল গেছে বেয়ে এঁটে[১] কচু খেয়ে।

[১ কদলী বা কচুর গেঁড়]

৮৪৪২ সেখানে যায় না সাধুজন, যেখানে চোরে চোরে মিলন।

৮৪৪৩ সেজে-গুজে রইলাম ব'সে,[১] নিতে এল না[২] চোপার দোষে।

[১ পা—বসে থাকলাম মেজে ঘ'ষে। ২ পা—দলে নিলে না]

৮৪৪৪ সেজে-গুজে রইলেন রাই, এ লগ্নে বিয়া নাই।

৮৪৪৫ সে গুড়ে বালি।[১]

[১ 'তোমার সে গুড়ে পড়েছে বালি'—গোপাল উড়ে। 'যে গুমর সে গুড়ে বালি'—দাশু রায়। 'মনে করিয়াছিলাম হলা ও গদা এক গণ্ডুষ জল দিবে, এখন সে গুড়ে বালি পড়িল'—আলালের ঘরের দুলাল। 'আজ কাল ইংরাজি লেখা-পড়ার কল্যাণে সে গুড়ে বালি পড়িয়াছে'—হুতোম প্যাঁচার নকশা। 'অনুকূলা ন'ন কালী, সে গুড়ে বা পড়ে বালি' —ঈশ্বর গুপ্ত। 'তা কি পারে? সে গুড়ে বালি'—নবনাটক। 'কিন্তু সে গুড়েও বালি'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের কল্কি অবতার। 'চাঁদা দিতে চাঁদি ফাটে মানের গুড়ে বালি'—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

৮৪৪৬ সেদিন আর নেই বামনী, আজ আগে ভাত পরে আমানি।

সেধে পেড়ে ভাব ইত্যাদি, নং ৪৩৫৭ দ্রষ্টব্য।

৮৪৪৭ সেধো,[১] ভাত খাবি, না, হাত ধুয়ে ব'সে আছি[২]।[৩]

[১ পা—ওরে পাগল (বা পাগলা) খাবিনে। ২ পা—হাত ধোব কোথা; আঁচাব কোথা। ৩ 'খ্যাপা, ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা?'—গিরিশ ঘোষের ভ্রান্তি। ৩ অমৃত বসুর চোরের উপর বাটপাড়িতে এইভাবে প্রযুক্ত। 'কথায় বলে, কাঙ্গালা ভাত খাবি? না, পাত পেতে বসে আছি' —দ্বিজেন্দ্র রায়ের প্রায়শ্চিত্ত]

৮৪৪৮ সেনা করে লড়াই, সেনাপতি করে বড়াই।

৮৪৪৯ সেপাই-কাটানে ঘোড়া।

৮৪৫০ সে[১] বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নেই।

[১ পা—এ]

৮৪৫১ সেয়ান ঘুঘুর ছা, ফাঁদে দেয় না পা।

৮৪৫২ সেয়ান চোরে করে চুরি, মাগ থুয়ে নেয় খুড়ী।

৮৪৫৩ সেয়ান শত্রু উপায় নাশে।

৮৪৫৪ সেয়ান ঠকলে বাপকেও বলে না।[১]

[১ 'এ কথা কারো নিকট প্রকাশ করবেন না···সেয়ান ঠকলে বাপকে বলে না'—গিরিশ ঘোষ]

সেয়ানা পাগল, বোঁচকা আগল, নং ৬০৭২ দ্রষ্টব্য।

৮৪৫৫ সেয়ানের চাল উলুবনে পড়ে।

৮৪৫৬ সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, মটুম-হাত[১] এড়াএড়ি।[২]

[১ কনুই হইতে বদ্ধমুষ্টি পর্য্যন্ত পরিমাণ। At arm's length (Morton)। ২ 'এবার সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, এস ত বাপধন!'—দ্বিজেন্দ্ররায়ের নূরজাহান]

৮৪৫৭ সেরকে পস্তুরি[১] চুরি।

[১ পাঁচ সের পরিমাণ]

৮৪৫৮ সের খেয়ে গাঁটে আটকায়।[১]

[১ নং ১১৩৬ ইত্যাদি]

৮৪৫৯ সের ভরে না, ফাও চাও।

৮৪৬০ সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।[১]

[১ 'এখন আর সে আমোদ নাই, সে রামও নাই সে অযোধ্যাও

নাই'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'হায় বাবু, সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই'—শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব। ইহার অনুরূপ—'এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোনার লঙ্কাও নাই'—একেই কি বলে সভ্যতা]

৮৪৬১ সেরের উপর সওয়া সের।

৮৪৬২ সেলাইয়ের যত কারিগরি, কাপড়ের তত চেরাচেরি।

৮৪৬৩ সোজা[১] আঙুলে ঘি ওঠে না।

[১ পা—সিধা। 'উর্দ্ধ আঙ্গুলে কভু বাহির হয় না ঘি'—বিজয় গুপ্ত, মনসামঙ্গল]

সোজা কথায় গুঁজো বেজার ইত্যাদি, নং ৭৭৮ দ্রষ্টব্য।

৮৪৬৪ সোজাসুজির নেই বোঝাবুঝি।

৮৪৬৫ সোদর বাপ প'চে ম'ল, বেয়াইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হল।

৮৪৬৬ সোনাতে সোনা ফলে।

৮৪৬৭ সোনা নষ্ট বেণের বাড়ী, মেয়ে নষ্ট বাপের বাড়ী[১]।

[১ নং ১৩৩৫, ৫০৫১, ৫৬৮৮]

৮৪৬৮ সোনা ফেলে[১] আঁচলে গেরো[২]।[৩]

[১ পা—বাইরে; থুয়ে। ২ পা—গিরা। ৩ 'সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার'—ভারতচন্দ্র। 'ফেলে হীরে বাঁধলেন জিরে, সোনা বাহিরে আঁচলে গিরে'—দাশু রায়। 'বাবুকে আমার সে চিনলে না, তাই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো বাঁধলে'—শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন। প্রবাদটি প্রাচীন; উদয়নের আত্মতত্ত্ববিবেকে দেখা যায়—'তপনীয়মপনীয় বাসসি গ্রন্থিকর্তারমুপহসি, স্বয়ং কনকমুপাদায় গগনাঞ্চলে গ্রন্থিং করোষি' (ed. Bengal Asiatic Society, পৃঃ ৪৮১)]

৮৪৬৯ সোনা ফেলে কাচে আদর।[১]

[১ 'করস্থ কাঞ্চন ফেলে কাচ বয়ে মরে'—রামেশ্বরের শিবায়ন। 'কাচ পেয়ে কচ্ছো নাক মতিতে মতি'—মধুসূদন কান। 'ত্যেজে কাঞ্চন কাচে সার'—দাশু রায়। 'কাচেতে যতন কেন কাঁচা সোনা ফেলে'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'সেই কথায় আছে—মণি ফেলে অঞ্চলে কাচখণ্ড গেরো দেওয়া—আপনারা তাই ঠিক করলেন ?'—শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন]

৮৪৭০ সোনা ব'লে ছিল জ্ঞান, কষতে হল পিতল খান্।[১]

[১ 'সোনা বলে জ্ঞান ছিল, কষিতে পিতল হল'—গোপাল উড়ে]

৮৪৭১ সোনা মিঞা বাপেদের আদরের ঝি।
নাম তার রেখেছেন মরিয়ম বিবি॥

৮৪৭২ সোনামুখী[১] ঝি আমার পরের ঘরে যায়।
খেঁদানাকী[২] বউ এসে বাটায় পান খায়॥

[১ পা—পদ্মমুখী। ২ পা—উনুনমুখী]

৮৪৭৩ সোনায় সোহাগা।[১]

[১ অনুকূল সংযোগ, কারণ সোহাগা borax যোগে সোনা সহজে গলিয়া যায়।—'নারীহীন পুরুষ পেয়েছে বড় দাগা। সহজে হইবে বলি সোনায় সোহাগা॥'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। 'ভাগ্যবানের বেটী ভাগ্যবানের পো। সোনায় সোহাগা যেন মিলায়ন গো॥'—রামেশ্বরের শিবায়ন। 'সোহাগ তোমার প্রাণ, সোহাগা ত নয়। গলিবে তাহাতে মম সোনার হৃদয়॥' —ঈশ্বর গুপ্ত]

৮৪৭৪ সোনার অঙ্গ কালি হওয়া।

৮৪৭৫ সোনার আঙটি আবার বেঁকাটেরা[১]।

[১ পা—সোনার আঙটি বাঁকাও ভাল]

৮৪৭৬ সোনার ওজন কুঁচের সঙ্গে।

৮৪৭৭ সোনার ওপর মিনের কাজ।

৮৪৭৮ সোনার কাঠি প্রেমের গান, শুনলে ঘরে রয় না প্রাণ।

৮৪৭৯ সোনার কাঠি রূপার কাঠি।[১]

[১ রূপকথায় মরণ-বাঁচনের উপায়। 'বক্রেশ্বর বাবু কালুস সাহেবের সোনার কাটি রূপার কাটি ছিলেন'—আলালের ঘরের দুলাল। 'রামভদ্দর বাবু সিমলের রায় বাহাদুরের সোনার কাটি রূপার কাটি ছিলেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

সোনার-ক্ষুরে এঁড়ে ইত্যাদি, নং ৫১৩৫ দ্রষ্টব্য।

৮৪৮০ সোনার খাটে শুলেও রোগ সারে না।

৮৪৮১ সোনার গাধা।

সোনার চাঙ্গড় আঁস্তাকুড়ে, নং ৬৯২ দ্রষ্টব্য।

৮৪৮২ সোনার থালে ক্ষুদের জাউ।[১]

[১ 'আমি যে সোনার থালে ক্ষুদের জাউ খাচ্চি'—লীলাবতী]

৮৪৮৩ সোনার থালে দুধভাত, খেতে না জানলে উৎপাত।

৮৪৮৪ সোনার দাঁড়ে কাক বসানো।[১]

[১ 'আহা কি তোমার বিবেচনা, সোনার দাঁড়ে কাক বসালে'—গোপাল উড়ে]

সোনার পরীক্ষা আগুনে, নং ৩৮৮৯ দ্রষ্টব্য।

৮৪৮৫ সোনার পাথরবাটি।[১]

[১ 'নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবাটিও হবে, অথচ ভাল লেখাপড়া গানবাজনা জানবে, এমন সোনার পাথরবাটি কোথায় আছে?' —প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রত্নদীপ।—নং ১৬১৯]

৮৪৮৬ সোনার প্রতিমা[১] জলে[২] দেওয়া।

[১ পা—লক্ষ্মী। ২ পা—ভাসিয়ে]

৮৪৮৭ সোনার বেণে যার মিত, তার বিধি বিড়ম্বিত।

৮৪৮৮ সোনার বেণে সোনা চেনে, হারাম চেনে কচু[১]।

[১ নং ৬৬৭৩, ৭৯৮৪]

৮৪৮৯ সোনার লঙ্কা ছারখার।[১]

[১ 'যেমন সোনার লঙ্কা ছারখার হয়েছিল, তেমন তোমার ছারখার হবে'—গিরিশ ঘোষের মায়াবসান]

৮৪৯০ সোনার হাতে যবের ছাতু।

৮৪৯১ সোমে বুধে দিও না হাত[১], উধার[২] ক'রে খেয়ো না ভাত।

[১ অর্থাৎ গোলার ধানে। ২ ঋণ, কর্জ্জ]

৮৪৯২ সোমে শুক্রে পরে শাড়ি, ধান হয় তার আড়ি-আড়ি[১]।[২]

[১ আড়ি=ধান্যাদি শস্যের মাপ। পা—কাঁড়ি কাঁড়ি। ২ পা—সোম শুক্র বেছে কাপড় পর নেচে।—নববস্ত্র পরিধানের বিধি]

৮৪৯৩ সোয়াদী গাছের কাঁঠাল খেয়ে, ছালা নিয়ে আসে ধেয়ে।

৮৪৯৪ সোয়াদের ফোঁটা, অসোয়াদের গোটা।

৮৪৯৫ সোয়াদের মুখে পড়ুক ছাই, পেট মাত্র ভরুক।
বেরাল হোক না কাঠের পুতল, ইঁদুর মাত্র ধরুক[১] ॥
[১ নং ১৬২৩]

৮৪৯৬ সোহাগের আরশি।

৮৪৯৭ সৌরভে ভ্রমর মজে, কামে মজে কুল।
আহারেতে মীন মজে, টাকে মজে চুল ॥

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং ইত্যাদি, নং ৪২৫০ দ্রষ্টব্য।

৮৪৯৮ স্ত্রীভাগ্যে ধন, পুরুষভাগ্যে[১] পুত্র[২]।[৩]
[১ পা—স্বামীভাগ্যে। ২ পা—জন। ৩ 'পরম্পরা-পরম্পর শুনি একই সূত্র। স্ত্রীভাগ্যে ধন আর পুরুষভাগ্যে পুত্র ॥'—ভারতচন্দ্র। 'পূর্ব্বাপর আছে সূত্র, পুরুষের ভাগ্যে পুত্র, রমণীর ভাগ্যে ধন ঘটে'; পুনশ্চ, 'শাস্ত্র কভু মিথ্যা নয়, স্বামীর ভাগ্যে তনয়, স্ত্রীর ভাগ্যে বৈভব'—দাশু রায়। 'যে হেতু শাস্ত্রের বচন এই, স্ত্রীভাগ্যে ধন স্বামীভাগ্যে পুত্র'—কমলে কামিনী]

৮৪৯৯ স্ত্রীবিড়ালের গোঁফ আছে।

৮৫০০ স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী।[১]
[১ নবীন তপস্বিনীতে উদ্ধৃত। 'আত্মবুদ্ধিঃ শুভংকরী গুরুবুদ্ধি-বিশেষতঃ। পরবুদ্ধিবিনাশায় স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী ॥' 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী শাস্ত্রে এই বলে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

স্ত্রী মরে শ্রী চড়ে ইত্যাদি, নং ৫৩৮২ দ্রষ্টব্য।

৮৫০১ স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।[১]
[১ নবনাটকে উদ্ধৃত।—শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতা-বরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥]

৮৫০২ স্থান নেই মান নেই, উঁচু কবর।

৮৫০৩ স্নানের সাক্ষী কপালে ফোঁটা, ভোজনের সাক্ষী পেট মোটা।

৮৫০৪ স্নেহ নীচগামী।

৮৫০৫ স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই।

৮৫০৬ স্বকলমে রোজগার।

৮৫০৭ স্বখাত সলিলে ডুবে মরা।[১]

[১ 'দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা'—দাশু রায়]

৮৫০৮ স্বদেশের[১] ঠাকুর, বিদেশের[২] কুকুর।[৩]

[১ পা—নিজের দেশে। ২ পা—পরের দেশে। নং ৯১৫, ৪২৬৪, ৬২৯৭]

৮৫০৯ স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।[১]

[১ ভগবদ্গীতা]

৮৫১০ স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ।

[১ 'স্বনামে বিখ্যাত হয় তারেই বলি ধন্য'—দাশু রায়। সধবার একাদশীতে উল্লিখিত]

৮৫১১ স্বপ্নের কথা সব মিথ্যা, শেজে মোতাই সত্য।

৮৫১২ স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লত[১] যায় না ধুলে[২]।[৩]

[১ ময়লা। ২ পা– কালি যায় ধুলে স্বভাব যায় না ম'লে। ৩ 'পোড়া স্বভাব যায় না ম'লে'– গোপাল উড়ে। 'স্বভাবের দোষ কভু নাহি যায় ম'লে'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'স্বভাব যায় না ম'লে'—দাশু রায়। 'না ম'লে স্বভাব যায় না'—গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী। 'আমার স্বভাব যাবে মরণ হলে, তার আগে নয়' —শরৎচন্দ্রের মেজদিদি; পুনশ্চ—'লোকে কথায় বলে, স্বভাব যায় না ম'লে'—পণ্ডিত মশাই]

৮৫১৩ স্বভাবে অভাব।[১]

[১ 'স্বভাবে অভাব আজ দেখি হে তোমার'—রাম বসু]

৮৫১৪ স্বভাবে করে না, অভাবে করে।[১]

[১ নং ১৩১]

৮৫১৫ স্বভাবের[১] দোষ না ছাড়ে চোরে, শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে[২]।

[১ পা—অভাবের। ২ পা—খালি ঘরে সিঁদ খোঁড়ে। নং ৮৮৫০]

৮৫১৬ স্বর্গ হাতে পাওয়া। স্বর্গে তুলে দেওয়া।

৮৫১৭ স্বর্গে ছিল খেসারির ডাল, মর্ত্ত্যে আনলে কে।
গড় করি রে খেসারির ডাল, কাছা খুলতে দে॥

৮৫১৮ স্বর্গে বাতি দেওয়া।[১]
[১ নং ৪৫৮৫]

৮৫১৯ স্বর্গের এঁটোকুড়ও ভাল।

৮৫২০ স্বর্গের দাসত্ব; নরকের রাজত্ব।

৮৫২১ স্বর্গের সিঁড়ি তৈয়ারি করা।[১]
[১ নং ৭৬২৯। 'আজ ত সুখের সূত্রপাত, স্বর্গের সিঁড়ির প্রথম ধাপ'—বিয়েপাগলা বুড়ো। 'ভাবলুম আর ভাবনা নেই, স্বর্গের সোনার সিঁড়ি তৈরি হল বলে'—শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব]

৮৫২২ স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান, বলে ডাক স্বর্গে স্থান।[১]
[১ ডাকের বচন]

৮৫২৩ স্বাতী নক্ষত্রের জল, পাত্রবিশেষ ফল।[১]
[১ সং—স্বাত্যম্বু শুক্তিকুহরে পতদেব মুক্তা, মুক্তেব পঙ্কজদলে ন রজঃস্থ কিঞ্চিৎ।]

৮৫২৪ স্বাতীর জল ধূলায় কাদা।[১]
[১ নং ৮৫২৩]

৮৫২৫ স্বামী আমার গুরুজন, এক রাজার নয় সাত রাজার ধন।[১]
[১ জামাইবারিকে প্রযুক্ত। নং ৮৩০২]

৮৫২৬ স্বামীর হাতে ধন থাকলে স্ত্রীর নাম লক্ষ্মীমণি।

৮৫২৭ স্রোতে গা ঢালা।

৮৫২৮ স্রোতের আগে টেঁপা ভাসে।

৮৫২৯ স্রোতের ফুল। স্রোতের শেওলা[১]।
[১ 'সন্তাপে সিমুলা ভাসে সোঁতের সিঁউলি (=শৈবাল)'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী]

৮৫৩০ হংসমধ্যে বকো যথা।[১]

[১ অমৃত বসুর বিজয়বসন্তে উদ্ধৃত। 'বলদে ব'সে যাব তথা, হংসমধ্যে বক যথা'—দাশু রায়]

৮৫৩১ হই গিন্নী, না ছুঁই হাঁড়ি।

৮৫৩২ হওয়া-ছেলে বাপ ডাকে না, হবু ছেলের আশা।

৮৫৩৩ হওয়া-পুত্র বনবাস, আবার হবে তার আশ।

৮৫৩৪ হওয়া-ভাতে কাঠি দেওয়া।

৮৫৩৫ হক্ কড়ি দিয়ে[১] কানা পেয়দা।[২]

[১ পা—পয়সা দিয়ে। ২ নং ১২৯২]

৮৫৩৬ হক্[১] কথা বলব, বন্ধু বিগড়য় বিগড়বে[২]।
পেট ভ'রে খাব, লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়বে॥[৩]

[১ পা—উচিত। ২ পা—বন্ধু চটে চটবে। ৩ নং ৭৬৯]

৮৫৩৭ হক্ কথায় আহম্মক বেজার।[১]

[১ 'অধিক বুদ্ধি ঘটে গো যার, হক্ বলতে হয় সে বেজার'—গোপাল উড়ে]

৮৫৩৮ হক্ কথায় বন্ধু বেজার, গরম ভাতে বেরাল বেজার।[১]

[১ নং ৭৭৮]

৮৫৩৯ হক্ কথার মার নেই।

৮৫৪০ হক্ চাল কাঁড়াবার নাই, মুলুকের চাল কাঁড়াতে যাই।

৮৫৪১ হঠাৎ বাবু[১]। হঠাৎ নবাব। হঠাৎ অবতার[২]।

[১ 'যেন রাতারাতি মতিলাল হঠাৎ বাবু হইয়া উঠিয়াছেন'—আলালের ঘরের দুলাল। ২ 'শেষে হঠাৎ অবতারের হুজুক বেড়ে উঠলো'—হুতোম প্যাঁচার নক্শা]

৮৫৪২ হতচ্ছেদ্দার নেমন্তন্ন, ডাকতে পড়েনি[১] মনে।
ডাকো কিংবা নাই ডাকো, বিকট মূর্ত্তি কেনে[২]॥

[১ পা—ডাকতে ছিল না। ২ পা—ক্ষিধে যদি পেয়েছিল খেয়ে যাওনি কেনে]

হদ্দ করলে পদ্মপিসী অম্বলে দিয়ে আদা, নং ১০২ দ্রষ্টব্য।

৮৫৪৩ হ পর্য্যন্ত হয়ে ক্ষ বাকি।[১]

[১ নং ৭৮৫৯। 'কিন্তু অনেকে অনেক কর্ম্ম হ্ পর্য্যন্ত হইয়া ক্ষ বাকি থাকিতেও ফিরিয়া যায়'— আলালের ঘরের দুলাল]

৮৫৪৪ হবচন্দ্র[১] রাজার গবচন্দ্র[২] মন্ত্রী[৩]।

[১ পা—হবুচন্দ্র ; ভবচন্দ্র। ২ পা—গবুচন্দ্র। ৩ পা—পাত্র। 'হবোচন্দ্র রাজার গবোচন্দ্র মন্ত্রী, কেবলা হাকিমের গাইড হচ্ছেন আরদালি খুড়ো'—সধবার একাদশী। 'হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী' – অমৃত বসুর নবযৌবন। 'প্রবাদই আছে, হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী'—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৮৫৪৫ হবু ছেলের অন্নপ্রাশন।[১]

[১ নং ২১]

৮৫৪৬ হবে না আর বাঁজার ছেলে, কার্ত্তিক রে[১] তোর বাবাও এলে।

[১ সন্তান না হইলে কার্ত্তিক-পূজার প্রথা আছে। নং ৫৫৭৯]

৮৫৪৭ হবে পুত, ডাকবে বাপ, তবে যাবে মনস্তাপ।

৮৫৪৮ হয় কথা নয় করে, গুঁতোগুঁতি সার করে।

৮৫৪৯ হয়কে নয়, নয়কে হয়।[১]

[১ 'হয়কে নয় করিতে নয়কে হয় করিতে তাহার তুল্য আর এক জন পাওয়া ভার'—আলালের ঘরের দুলাল। 'তিনি··· হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় করেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা]

৮৫৫০ হয় তিল নয় তিল, ধুকড়িতে ভরলে তিল।

৮৫৫১ হয় না হয় বিয়ে, ঢাক বাজাও গিয়ে।

৮৫৫২ হয় পুত, না হয় ভূত।[১]

[১ পা—হইলে পুত, নইলে যমদূত। নং ৫১৫৮]

৮৫৫৩ হয় পুত্র, নয় কন্যা, নয় গর্ভপাত।[১]

[১ 'হয় ছেলে নয় মেয়ে নয় গর্ভপাত'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব]

৮৫৫৪ হয় যদি তিলটা, কয় তবে তালটা।[১]

[১ নং ৩৮১৮]

৮৫৫৫ হ য ব র ল।[১]

[১ উল্‌টা পাল্‌টা, বিশৃঙ্খল। অথবা, 'হযবরট্ লণ্' এই পাণিনির ব্যাকরণ-সূত্র পর্য্যন্ত সামান্য বিদ্যা। 'পূজারী

ব্রাহ্মণ হ য ব র ল প্রসাদাৎ ক্ষণেক হ য ব র ল হইয়া থাকিলেন' – আলালের ঘরের দুলাল। কুঞ্জবিহারি বসুর একটি নাটকের (১৮৯৩) এইরূপ নাম। 'এক অরিষ্টটল দর্শনও লিখিয়াছেন, রাজনীতিও লিখিয়াছেন, আবার ডাক্তারিও লিখিয়াছেন। তখনকার সমস্ত বিদ্যাগুলি হ-য-ব-র-ল হইয়া একত্রে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া থাকিত'—রবীন্দ্রনাথ]

৮৫৫৬ হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।[১]

[১ অর্থাৎ শিব বিষ্ণু ও ব্রহ্মা এই ত্রিমূর্ত্তির মত যিনি সর্ব্বশক্তিমান]

৮৫৫৭ হর বর সর।[১]

[১ 'কতক সাহেবকে দিতাম, কতক আপনি লইতাম, তার পরে এর মুণ্ডু ওর ঘাড়ে দিয়া হর বর সর করিতাম'—আলালের ঘরের দুলাল]

৮৫৫৮ হরিও বল, টুকনিও গেল।

৮৫৫৯ হরিও বল, পটোলও তোল[১]।

[১ নং ৪৭৯০]

৮৫৬০ হরি ঘোষের গোয়াল।[১]

[১ অর্থাৎ অপদার্থ ব্যক্তির একত্র থাকিবার স্থান। বাগবাজার কাঁটাপুকুর নিবাসী মকরন্দ ঘোষ বংশজ হরি ঘোষ আশ্রিত বাৎসল্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন]

৮৫৬১ হরিণবাড়ী[১]।

[১ জেলখানা। যেখানে আলিপুর জেলের সংস্থান, পূর্ব্বে সেখানে হরিণ রাখিবার বাগান ছিল। 'ঐ সকল আসামির বিচার হইলে হয়তো তাহাদিগকে ঐ স্থানে মেয়াদ খাটিতে হইত, নয়তো হরিঃবাড়ীতে সুর্কি কুটিতে হইত'—আলালের ঘরের দুলাল। 'রসরাজ সম্পাদক চামর ও নূপুর নিয়ে তিন মাসের জন্য হরিণবাড়ি ঢুকলেন'—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। 'দুই বেয়ানে এক দড়িতে বেঁধে পুরিত হরিণবাড়ীতে' ; পুনশ্চ—'হরি বললে হরিণবাড়ী দেয়'—দাশু রায়]

৮৫৬২ হরিণের শিঙে মাছি বসে না।

৮৫৬৩ হরিদাসের ছয় ভাই, তিন আনিও ভাগ নাই।

হরিদ্বার আর গঙ্গাসাগর, নং ২০৫০ দ্রষ্টব্য।

৮৫৬৪ হরিদ্রা শুণ্ঠী লবণ জোয়ানি, ইহা সংযোগে পিয় পানি।
রবিশেষে পানি পিয়ে, বলে ডাক সে নর শতেক জীয়ে ॥[১]
[১ ডাকের বচন]

হরিনামে খোঁজ নেই, ফটিকে রাঙা থোপ, নং ৩৩৬২ দ্রষ্টব্য।

৮৫৬৫ হরিপদে থাকে মন, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।

৮৫৬৬ হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয়।

৮৫৬৭ হরি বল মন, চললেন গোবর্দ্ধন।

৮৫৬৮ হরি বললেই কাঁড়া চাল।

৮৫৬৯ হরি বাঁচান প্রাণ, বদ্যির বড় মান।

হরিভক্তি উড়ে যাওয়া, নং ১৩৬২ দ্রষ্টব্য।

৮৫৭০ হরিবাসর[১]। হরিমটর[২]।
[১ একাদশী। ব্যঙ্গে, দ্রব্যের অভাবে উপবাস। 'আমরা তো আর হরিবাসর কত্তো যাচ্চি নে'—একেই কি বলে সভ্যতা। ২ হরিনামরূপ মটরদানা। অর্থাৎ হরিসংকীর্ত্তনে উপবাসে দিন যাপন; ব্যঙ্গে, অভাবে উপবাস। 'অদ্য বৃহৎ রোহিত মৎস্যের পোলাও ভক্ষণ আর কল্য হরিমটরে উদরপূরণ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ'—হরিদেব শাস্ত্রী। 'যতক্ষণে বড় ভট্টাচার্য্য কিছু দিতেন, তবেই সেদিন নির্ব্বাহ হইত, নতুবা হরিমটুক (?)'—কেরির কথোপকথন]

৮৫৭১ হরি যার সখা বল, দুশমন তার পায়ের তল।

৮৫৭২ হরির খুড়ো মাধাই দাস।[১]
[১ অর্থাৎ নিঃসম্পর্কীয় অনধিকারী। 'কোথাকার হরির খুড়ো, মেরে হুড়ো গুঁড়ো করে দেহ'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৮৫৭৩ হরির লুঠ হওয়া।[১]
[১ অর্থাৎ বিলাইয়া দিয়া নষ্ট করা]

৮৫৭৪ হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গলাভ।[১]
[২ বহু দুঃখভোগ করিয়া বিশ্বামিত্রের প্রসাদে স্বর্গলাভ হইয়াছিল; কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের উল্লেখের কোন সার্থকতা নাই। বরং তাঁহার পিতা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গলাভ ব্যাপার আরও উল্লেখযোগ্য

(নং ৩৯২৪)। তথাপি শেষোক্ত ঘটনার উল্লেখ হরিশ্চন্দ্রের নামেই দেখা যায়; যথা—'নাহি রবে প্রবাসে নিবাসে নহে যোগ। হরিশ্চন্দ্র রাজার যেমন স্বর্গভোগ॥'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'তা হলে সকলেরই হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গলাভ হবে'—কমলে কামিনী]

৮৫৭৫ হরিষে বিষাদ।[১]

[১ 'তথাপি তুলনা হরির হল না, হরিষে বিষাদ সতী'—দাশু রায়। অন্য উদাহরণের জন্য নং ৪১৯০ দ্রষ্টব্য]

৮৫৭৬ হরিহর-আত্মা।[১]

[১ পুরাণোক্ত কাহিনীতে বিষ্ণু ও শিবের অভেদাত্মক যুগল-মূর্তি। নং ১৩৪। 'আমরা দুই মিতেতে হরিহরি-মূর্ত্তি'—গিরিশ ঘোষের হারানিধি। 'আমার বাবাতে আর হরিদাসীর শ্বশুরে একেবারে হরিহর এক আত্মা ছিল'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন সন্ন্যাসী। 'আমরা দুজনে হরিহর-আত্মা ছিলাম'—শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ]

৮৫৭৭ হরে দরে হাঁটুজল[১]।

[১ অর্থাৎ জলের হ্রাস বৃদ্ধিতে হাঁটু পর্য্যন্ত জল থাকার ভাব]

৮৫৭৮ হলাহলি গলাগলি ভাব[১]।

[১ ঘনিষ্ঠ সখ্য। হলা = সখী সম্বোধন (প্রাকৃতে)। পরস্পরকে হলা সম্বোধন ও গলা জড়াজড়ি। 'দু'একদিনের মধ্যেই হলাহলি গলাগলি ভাব হইল'—আলালের ঘরের দুলাল]

হলুদ খেলে কি রাঙা ছেলে হয়, নং ৫৯৮৩ দ্রষ্টব্য।

হলুদ জব্দ শিলে ইত্যাদি, নং ৩৫৩৫ দ্রষ্টব্য।

৮৫৭৯ হলুদ পোঁদে মেখে রাঁধুনী কবলানো।[১]

[১ নং ২৬৫৫]

৮৫৮০ হলুদ রঙ নয় যে ধুলে যাবে।

৮৫৮১ হলুদের গুঁড়ো আর নুনের গুঁড়ো।[১]

[১ সব ব্যঞ্জনে লাগে]

৮৫৮২ হলে খাব কেড়ে, না হলে খাব মেরে, সহজেই কি দেব ছেড়ে।

৮৫৮৩ হস্তীপৃষ্ঠে যে বা যায়,[১] হাম্বা রবে[২] সে ডরায়[৩]।[৪]

[১ পা—হাতীর কাঁধে (বা, হাতীর পিঠে) আসে যায়; গজে

আসে গজে যায়। ২ পা—মেউ দেখে। ৩ পা—ভয় পায়; মূর্চ্ছা যায়। ৪ 'এই যে কথায় বলে—হাতীর কাঁধে এসে যায় হাম্মা দেখে ভয় পায়—তাই যে দেখি'—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব। নং ১৫০২, ২৩৩৪]

৮৫৮৪ হস্তীমূর্খ।[১]

[১ মহামূর্খ। 'হস্তীমূর্খের সহিত বিচার!'—নবীন তপস্বিনী। 'বিদ্যাবত্তায় একটি একটি হস্তীমূর্খ যেন'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের প্রায়শ্চিত্ত]

৮৫৮৫ হাইয়ের আছে ভাই[১], হাঁচির কেউ নাই[২]।

[১ তুড়ি দিবার লোক। ২ অর্থাৎ হাই উঠিলে নিজে তুড়ি দেওয়া যায়, কিন্তু হাঁচি পড়িলে কেহ নিজে 'জীব' বলে না]

৮৫৮৬ হাউশ[১] আছে রুচ নাই, দাড়ি আছে মোছ নাই।

[১ আ হাবাশ হইতে; ইচ্ছা, শখ। কবিকঙ্কণে অভিলাষ অর্থে 'হাইবাস' প্রয়োগ আছে—'কান্দয়ে নকুল স্তুতদারের হাইবাসে'। 'মৌনযোগে মহামায়া মনের হাইবাসে'—মাণিক গাঙ্গুলি। বোধ হয় 'হাবিলাস' শব্দের উৎপত্তি ইহা হইতে; যথা—'পাঁচ কন্যা বিবা করি পূরে গেল মনের হাবিলাস'—গোপীচন্দ্রের গান, জন্মখণ্ড। 'পাইতে সুন্দরী মোর মনে হাবিলাস'—গোরক্ষবিজয়]

৮৫৮৭ হাওয়া আলো বেঁধো না, রোগকে আর সেধো না।

৮৫৮৮ হাঁ কর তুমি, বত্রিশ নাড়ী গুনি।

৮৫৮৯ হাঁ করলেই গাঁর উদ্দেশ[১]।

[১ পা—দেশের বার্ত্তা]

৮৫৯০ হাকিম ঘর ভাঙলে লাকড়ির রাট[১] নাই।

[১ অভাব]

৮৫৯১ হাকিম ফেরে[১] ত হুকুম ফেরে[১] না।

[১ পা—নড়ে]

৮৫৯২ হাকিম হয়ে হুকুম দাও, পেয়দা হয়ে মার।[১]

[১ কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড। নং ৮৩৫৪]

৮৫৯৩ হাগ যদি পরের ঘরে, আপন ঘরে হাগে পরে।

হাগা নাড়ীর মুখে টন্‌ক, নং ৮০২৫ দ্রষ্টব্য।

৮৫৯৪ হাগা নেই, পোঁদের ডাক বেশি।[১]

[১ পা—হাগার সঙ্গে খোঁজ নেই, পোঁদের ডাক বড়]

৮৫৯৫ হাগার নেই বাঘার ভয়।[১]

[১ পা—হাগা মানে না বাঘা ; হাগার চেয়ে কি বাঘার ভয় (বা ডর)]

৮৫৯৬ হাগুন্তির[১] লাজ নেই, দেখুন্তির লাজ[২]।

[১ পা—নাচুন্তির। ২ পা—হাগতে লাজ, না, দেখতে লাজ]

৮৫৯৭ হাঁচি জিঠি[১] যে জন বাছে, বিঘ্নের সময় সে জন বাঁচে।[২]

[১ সং জ্যেষ্ঠী, টিকটিকি। ২ ডাকের বচন]

৮৫৯৮ হাঁচি-টিকটিকির বাধা,[১] যে না মানে সে গাধা।

[১ 'কমন অশুভ ক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা। হাঁছি জিঠী তাত কেহ নাহি দিল বাধা।' পুনশ্চ, 'হাছি জিঠিহো না বারি চলিলেঁ। তাহার উচিত পাওঁ ফল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। 'হাঁচি জিঠি বাধা বিস্তর বিস্তর পড়িল'—মাণিকচন্দ্র রাজার গান (গ্রীয়ার্সন)]

৮৫৯৯ হাজার কথা এক দিকে, এক কথা এক দিকে।

হাজার টাকা দিলেও কাটা কান জোড়া লাগে না, নং ৮৭৭৫ দ্রষ্টব্য।

৮৬০০ হাজার টাকার বাগান পাঁচ সিকার ছাগলে নষ্ট।

৮৬০১ হাটকাণা[১]। হাট-কুড়নে। হাট-হদ্দ।

[১ অর্থাৎ হাটে দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া যাহার তাক্ লাগিয়া যায়]

৮৬০২ হাটচোরের পার্ব্বণ।

৮৬০৩ হাঁটতে গেলেই আছাড় পড়ে।

৮৬০৪ হাটবাজারে লজ্জা নেই, ঘরে ফুলের কুঁড়ি।

৮৬০৫ হাঁটবার আগে হামাগুড়ি।

৮৬০৬ হাট-বারেই হাট বসে।

৮৬০৭ হাট-বারে পাঠ নাই।

৮৬০৮ হাটুরেতে হাট করে, বারুই বেচে পান।
ফতো মাগীর কথাতে আমি কত দেব কান॥

৮৬০৯ হাটে কলা, নৈবেছ্যায় নমঃ।[১]

[১ অনুরূপ বচনের জন্য নং ৮০৬ দ্রষ্টব্য]

৮৬১০ হাটে কান কাটে, ঘরে চুপ চুপ।

৮৬১১ হাটে কেন গণ্ডগোল, সবাই বলে আপন বোল।

হাটে গেছল জায়ের মা ইত্যাদি, নং ২৭৮৩ দ্রষ্টব্য।

হাটে চাল কি দর ইত্যাদি, নং ২৯৮৭ দ্রষ্টব্য।

৮৬১২ হাটে বিকায় না যে লাউ, তারে এনেছে নন্দা সাউ।

৮৬১৩ হাটে মাঠে ঘুরে এলাম, ঘাটে নেই না'।
রণে বনে ফিরে এলাম, ঘরে নেই মা ॥[১]

[১ নং ৬৬৮৫]

৮৬১৪ হাটে মামা হারানো।

৮৬১৫ হাটের আগ, দরবারের পাছ।

৮৬১৬ হাটের দর আর পেটের ছেলে লুকানো যায় না।

৮৬১৭ হাটের দুয়ারে আগড় নেই।[১]

[১ 'হাটের দুয়ারে কি কপাট'—ভারতচন্দ্র]

৮৬১৮ হাটের নেড়ে হুজুগ চায়[১], হুজুগ পেলেই ছুটে যায়।

[১ 'হয়েছ হাটের নেড়া হুজুগ ত চাই'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৮৬১৯ হাটের মাঝে ঢোল পেটা।

৮৬২০ হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান।

হাটের মাঝে রাজত্ব, নং ২৯৭২ দ্রষ্টব্য।

৮৬২১ হাটের মাঝে (বা, হাটে) হাঁড়ি ভাঙা।[১]

[১ কুম্ভকারদের মধ্যে প্রচলিত কোন বিশিষ্ট প্রথা হইতে। একটি হাঁড়িতে সিঁদূর মাথাইয়া সিদ্ধাচার্য্য লুই পাদের নামে 'লুইয়ের হাঁড়ি' বলিয়া পূজা হয়; এবং খাসী বলিদান করিয়া তার নাড়িভুঁড়ি সেই হাঁড়িতে পোরা হয়। কাহারও লাম্পট্যের অভিযোগে এই হাঁড়ি মাথায় করিয়া লইয়া হাটের মধ্যস্থানে কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া হাঁড়ি ভাঙিলে অভিযুক্ত নর ও নারীর আর সমাজে স্থান মিলে না। ফুকারিয়া বলা হয়—'ফাটল হাটে হাঁড়ি, ছড়াল নাড়িভুঁড়ি, দূর হয়ে যা ছোঁড়া ছুঁড়ী।' (পাঁচকড়ি

বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবাণী, ১৩২৯।—নং ৪৩৪১ দ্রষ্টব্য। 'দেশ-বিদেশে জানবে লোকে, ভাঙবে হাঁড়ি আপনি হাটে'—গোপাল উড়ে। 'আজ ভাল ঠাটে ঠাটে হাটে ভাঙে হাঁড়ি'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'তবে ভাঙবো হাটে হাঁড়ী'—অমৃত বসুর বিবাহ বিভ্রাট। 'আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারি, জানো'—শরৎচন্দ্রের একাদশী বৈরাগী]

৮৬২২ হাটে রাঁধে, বাটে খায়, শয়ন করে যথায় তথায়।[১]

[১ সং – ভোজনং যত্র তত্রৈব শয়নং হট্টমন্দিরে]

৮৬২৩ হাড় এক ঠাঁই, মাস এক ঠাঁই।[১]

[১ প্রহারের চোটে হাড় হইতে মাংস পৃথক করা। 'সাবধান, আমার গায়ে যদি হাত তুলতে এস, তবে তোমার হাড় একখানে মাস একখানে কোরে দেব'—জলধর সেন]

হাড় কাটে, মাস কাটে ইত্যাদি, নং ৩৩৭২ দ্রষ্টব্য।

৮৬২৪ হাড় খাই, মাস খাই, পাঁজরার ভেতর বাসা বানাই।[১]

[১ রামনারায়ণ তর্করত্নের উভয়-সঙ্কট]

৮৬২৫ হাড় খাব, মাস খাব, চাম দিয়ে ডুগডুগি বাজাব।

৮৬২৬ হাড়গোড়ভাঙা দ।[১]

[১ 'হাড়গোড়ভাঙা দ'টি হব তাড়্য়ে যদি ধরে'—নবীন তপস্বিনী। 'তুমি বেশ গোলগাল, কাঞ্চন হাড়গোড়ভাঙা দ' —সধবার একাদশী]

৮৬২৭ হাড় থাকলে মাস হবে।

৮৬২৮ হাড়পেকের বোঝা।[১]

[১ হাড়পেকে = অনাহারে ও কষ্টে শীর্ণকায়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে কথিত হইয়াছে, বাঁকুড়া জেলায় প্রথা আছে যে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যাহার হার হয়, তাহাকে পাক খাইতে হয় ও বোঝা বহিতে হয়। বর্তমান প্রবাদের নাকি এই প্রথা হইতে উৎপত্তি]

৮৬২৯ হাড় ভাজা-ভাজা হওয়া[১]। হাড় কালি হওয়া[২]। হাড় জুড়ানো[৩]।

[১ 'ছোঁড়ারা আমার হাড় ভাজা ভাজা করিয়াছে'। ২ 'এর মধ্যে হাড় কালি হইল'। ৩ 'এখন এ স্থান হইতে প্রস্থান

করিলে আমার হাড় জুড়ায়'। তিনটি উদাহরণই আলালের ঘরের দুলাল হইতে। 'ভাগা ভাজা করিতেছ হাড় হল কালি' —ঈশ্বর গুপ্ত]

৮৬৩০ হাড়াই-ডোমাই।[১]

[১ হাড়ী-ডোমের আচরণ। 'নাতজামাইকে আর অপমান করিস্‌নে, হাড়াইডোমাই ভাল দেখায় না'—জামাই বারিক]

৮৬৩১ হাড়িকাঠে (বা হাড়কাঠে) গলা (বা মাথা) দেওয়া।[১]

['যেমন বর পৌছিল, হাড়কাটে গলা দিল'—আলালের ঘরের দুলাল। 'প্রায় সকলকেই হাড়কাটে মাথা দিতে হয়'—মদ খাওয়া বড় দায়]

৮৬৩২ হাঁড়িখেকোর ঠেঙ খোঁড়া।

৮৬৩৩ হাঁড়ি ছোট, গুড় মিঠে।

৮৬৩৪ হাঁড়িতে ভাত নেই, বাড় বাড় বলে।
মনেতে ভক্তি নেই, ব'স ব'স বলে॥

৮৬৩৫ হাঁড়ি নিয়ে গেলেও যাওন, ঘটি নিয়ে গেলেও যাওন।[১]

[১ পা—হাঁড়ি নিয়েও পুকুরে যাওন, কলসী নিয়েও পুকুরে যাওন]

৮৬৩৬ হাঁড়ি পাতিল কুত্তায় চাটে, শিকেয় তোলা গঙ্গাজল।

৮৬৩৭ হাঁড়ি-পাতিলের অভাব কি, টোকায় টেঁকলে হয়।

৮৬৩৮ হাঁড়িমুখ ভারি করা।

৮৬৩৯ হাঁড়ির বাঁচন নেওনে[১], বুড়োর বাঁচন খাওনে।

[১ নেওন = কোমল স্তর, অর্থাৎ তলায় মাটির প্রলেপ। 'পানের বুকে চূণের নেওয়া দিয়া'—মাণিকচন্দ্রের গান (গ্রীয়ার্সন)]

হাঁড়ি শরা এক ঠাঁই হলেই ঠোকাঠুকি তাই, নং ৯৫২ দ্রষ্টব্য।

৮৬৪০ হাঁড়ি সুদ্ধই আলুনি।

৮৬৪১ হাঁড়ির খবর বা হাঁড়ির হাল।

হাঁড়ির ভাত, একটি টিপলে ইত্যাদি, নং ৯৬০ দ্রষ্টব্য।

৮৬৪২ হাড়ীর কোদালে মাথা কাটা।[১]

[১ নং ১৯৯২]

৮৬৪৩ হাড়ীর ঘরে হল ঝারি, জল খেয়ে খেয়ে পচলো নাড়ী।[১]

[১ নং ২০৫]

৮৬৪৪ হাড়ীর চেয়ে ডোম কুলীন, ডোমের চেয়ে হাড়ী কুলীন।

৮৬৪৫ হাড়ীর[১] লক্ষ্মী ছাড়ে, শূয়রকে ঝাঁটা মারে[২]।[৩]

[১ পা—ডোমকে; বাউরির। ২ পা—ঝেঁটিয়ে শূয়র তাড়ে; শূয়রকে ঢেলা মারে। ৩ পা—হাড়ীর ঘরে কড়ি হলে শূয়রকে মারে ঝাঁটা]

৮৬৪৬ হাড়ীর লক্ষ্মী শুঁড়ির ঘরে যায়।

৮৬৪৭ হাড়ীর হাল।[১]

[১ দুর্দ্দশার একশেষ। 'একটু আধটু দুর্দ্দশা বরাবরই ছিল, কিন্তু এই যে ইংরেজের দরজায় হাড়ীর হাল, এ তোমাদেরই মহিমাতে দাঁড়িয়েছে'—অমৃত বসুর একাকার। 'পাঁচ শালার ধাপ্পায় পড়ে কলকাতায় চাকরী করতে গিয়ে হাড়ীর হাল'—শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ]

৮৬৪৮ হাড়ে কাটে ত মাসে কাটে না।

৮৬৪৯ হাড়ে কেটে মাসে বাধে।[১]

[১ নং ১১৩৬ ইত্যাদি]

৮৬৫০ হাড়ে দূর্ব্বা গজানো।[১]

[১ 'এই যে দেখছ দুব্বো ঘাস, ইতু ঠাকুরের বরে হাড়ে গজাবে' —গিরিশ ঘোষের জনা]

৮৬৫১ হাড়ে বাতাস লাগা।[১]

[১ 'কাছ থেকে চলে গেলে ফেলিতে নিশ্বাস। লাগিত তোমার যেন হাড়েতে বাতাস॥'—ঈশ্বর গুপ্ত। এই অর্থে 'গায়ে বাতাস লাগা'—যথা, 'এমন ঠাঁই নাই যে সেখানে গিয়া থাকিলে দশ পাঁচ দিন গায় বাতাস লাগে'—কেরীর কথোপকথন]

৮৬৫২ হাড়ে-নাড়ে[১] জ্বালানো বা খাওয়া। হাড়-জ্বালানো।

[১ নাড়ী। পা—হাড়ে-মাসে; হাড়ে-হাড়ে]

৮৬৫৩ হাড়ে ভেল্‌কি হয়, খেলে বা লাগে।[১]

[১ 'বেড়াও তুমি যোগে-যাগে, হাড়ে তোমার ভেল্‌কি লাগে' —গোপাল উড়ে। 'সে বেটা জোয়াচোরের পাদশা, তার

হাড়ে ভেল্‌কি হয়'—আলালের ঘরের দুলাল। 'মোসাহেবের হাড়ে ভেল্‌কি হয়'—নবীন তপস্বিনী]

৮৬৫৪ হাড়ের ওপর বাতি জ্বালানো।

৮৬৫৫ হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারা।[১]

['তুমি না বোঝ, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি'—গিরিশ ঘোষের আবু হোসেন]

৮৬৫৬ হাঙুয়ার[১] লগ্‌লগ্‌ খুরপির বিয়ে।

[১ ঘাস ছাঁটিবার বড় কাস্তে]

৮৬৫৭ হাত-আল্‌সে পায়েরে দোষে, শত্রু বাড়ে দেশে দেশে।

৮৬৫৮ হাত-আলসের গোঁফ নষ্ট।

৮৬৫৯ হাত-আলসের দাঁতে ছাতা।

৮৬৬০ হাত গিল্‌তে গিল্‌তে বাউ[১] গেলে।

[১ বাহু]

৮৬৬১ হাত ছাড়ালেই শতেক হাত।

৮৬৬২ হাত ছোট, আঁত বড়।

৮৬৬৩ হাত ছোট,[১] আম[২] বড়।[৩]

[১ পা—হাতের চেয়ে। ২ পা—আম্বা। ৩ 'হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ'—ভারতচন্দ্র]

৮৬৬৪ হাত ঝাড়লে পর্ব্বত।[১]

[১ প্রভূত বিত্তশালী ব্যক্তি সম্বন্ধে উক্ত হয়। 'ভিক্ষুক বলিল —আপনি রাজা, আপনি হাত ঝাড়লে আমাদের পর্ব্বত'—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়]

৮৬৬৫ হাত তুলে সেলাম করি, যুত পেলে ঘাড় ধরি।

৮৬৬৬ হাত থাকতে মুখোমুখী কেন।

৮৬৬৭ হাত দিয়ে জল গলে না।[১]

[১ অত্যন্ত কৃপণ। 'আঙ্গুল দিয়ে যার জল গলে না, সে ছোট বাবুর জেলের দিন তাদের ইস্কুলের জন্যে একটি হাজার টাকা দান করেচে!'—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

৮৬৬৮ হাত দিয়ে হাতী ঠেলা।

৮৬৬৯ হাত ধরতে পঁইছা[১] ধরে।

[১ করভূষণ]

৮৬৭০ হাত ধুয়ে খালাস।

হাত ধুয়ে ব'সে আছি, নং ৮৪৪৭ দ্রষ্টব্য।

৮৬৭১ হাত নুলো, পা সরুয়া, পেট গজন্দর, গাল ফুলুয়া।

৮৬৭২ হাত পাততে কালাচাঁদই আছেন।

৮৬৭৩ হাতপাতা[১] রোগ।

[১ অর্থাৎ ঘুষ লওয়া। 'সারজন্ বেটারও হাত পাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে'—একেই কি বলে সভ্যতা]

৮৬৭৪ হাত-পা বাহির করা।[১]

[১ 'দোহাই পিসীমা, হাত পা বের করে তোমার উপযুক্ত ভাইপোকে তোলো'—সধবার একাদশী]

৮৬৭৫ হাত-পা বেঁধে জলে ফেলা।[১]

[১ 'মেয়েটি আমার সোনার চাঁপা, বাপ হয়ে হাত-পা বেঁধে কি জলে ফেলে দেব'—গিরিশ ঘোষের আয়না]

৮৬৭৬ হাত বাঁধ, পা বাঁধ, মন বাঁধবে কে।

৮৬৭৭ হাত মোছ, পা মোছ, কপাল মোছে কিসে।

৮৬৭৮ হাতিয়ার[১] আপনা নয়, কোটাল নয় মিতা।

ঘরের স্ত্রী আপনা নয়, কে কয় প্রাণের কথা॥

[১ পা—রাজা। ২ 'রাজা নহে আপন, কোতয়াল নহে মিত। ঘরে স্তিরি আপন নহে চঞ্চল পিরীত॥'—গোপীচন্দ্রের পাঁচালী (ভবানী দাস)। 'হাকিম নয় আপনার কোটোয়াল নয় রিশ (= রিষ্ট, হিতৈষী)। ঘরের স্ত্রী তোর আপনার নয় যার চঞ্চল চিত॥'—গোপীচন্দ্রের গান। 'স্ত্রীরে যে আপন বলে সে জন বর্ব্বর'—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল]

৮৬৭৯ হাতীও মাটি খায়, মানুষও কইলে আক্কেল পায়।

৮৬৮০ হাতীও হাবড়ে[১] পড়ে।

[১ পাঁকে বা কাদায়]

৮৬৮১ হাতী ঘোড়া[১] গেল তল,[২] বেতো[৩] বলে—আমার হাঁটুজল[৪]।[৫]

[১ পা—কত হাতী; বড় বড় হাতী। ২ পা—হাতী গেল

রসাতল। ৩ বাত-রোগগ্রস্ত। পা—ভেড়া; গাধা; মশা; বেঁটে। ৪ পা—কত জল; আমার কত বল। ৫ 'কত শত হাতী ঘোড়া গেল রসাতল। লেজ নেড়ে ভেড়া বলে দেখ মোর বল॥'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'বড় বড় হাতী গেলেন তলিয়ে এখন 'মশায়' কি করেন দেখা যাক্'—দ্বিজেন্দ্র রায়ের মেবার পতন]

৮৬৮২ হাতী চড়ে ভিক্ষা মাঙ্গি, ইচ্ছায় না দাও ঘর ভাঙ্গি।

৮৬৮৩ হাতী জোগাড় হলে শেকলও জোগাড় হয়।

৮৬৮৪ হাতী দিয়ে হাতী ধরা।

৮৬৮৫ হাতী পড়েছে দঁকে, ঠোকর মারে বকে।[১]

[১ নং ২৩১৩। 'মাতঙ্গ পড়িলে দ'রে পতঙ্গ প্রহার করে'—ভারতচন্দ্র]

৮৬৮৬ হাতী পর হাওদা, ঘোড়া পর জিন।
জল্‌দি আও জল্‌দি আও ওয়ারেন হেষ্টিন॥

৮৬৮৭ হাতী পাঁকে পড়লে[১] হাতীই তোলে।

[১ পা—পাকে পড়া হাতীকে]

৮৬৮৮ হাতী পোষা।[১]

[১ বহুব্যয়সাধ্য কাজ। নং ৮৬৯৭]

৮৬৮৯ হাতী বলে—আমারও দুই দাঁত,
শূয়র বলে—আমারও দুই দাঁত।

৮৬৯০ হাতী[১] বেচে শেকল[২] নিয়ে ঝগড়া।[৩]

[১ পা—ঘোড়া। ২ পা—লাগাম। ৩ সং—বিক্রীতে করিণি কিমঙ্কুশে বিবাদঃ]

৮৬৯১ হাতী মরে ত দাঁত দিয়ে মরে।[১]

[১ অর্থাৎ মরিবার সময় দাঁত দিয়া লোকের উপকার করে]

৮৬৯২ হাতী ম'লেও ঘোড়ার দুনো।

হাতী ম'লেও লাখ টাকা ইত্যাদি, নং ৬৫০০ দ্রষ্টব্য।

হাতী যখন দঁকে পড়ে বেঙেও তখন লাথি মারে, নং ৩৯৬৩ দ্রষ্টব্য।

৮৬৯৩ হাতী যখন লেঁাদে[১] পড়ে, চামচিকেতেও পোঁদে চড়ে।

[১ পেঁকো চর। পা—খাদে। নং ২৩১৩, ৩৯৬৩, ৮৬৮৫]

৮৬৯৪ হাতী যেমন খায় তেমনি নাদে।

৮৬৯৫ হাতীরও পিছলে পা, সুজনেরও ডোবে না'।

৮৬৯৬ হাতীর কথবেল খাওয়া[১]।

[১ নং ২৩৩৫ দ্রষ্টব্য]

হাতীর কাঁধে আসে যায় ইত্যাদি, নং ৮৫৮৩ দ্রষ্টব্য।

৮৬৯৭ হাতীর খোরাক, পুষবে কে ?[১]

[১ 'এ হাতীর খোরাক নিত্য যোগাতে গেলে যে, আমাদের আড়ৎ খালি হয়ে যাবে' – শরৎচন্দ্রের মেজদিদি]

৮৬৯৮ হাতীর গলায় ঘণ্টা।[১]

[১ মহতের সহিত ক্ষুদ্রের যোগ]

৮৬৯৯ হাতীর গায়[১] হাতীর বিঘত[২], মাকড়ের[৩] গায় মাকড়ের বিঘত।

[১ অর্থাৎ গা মাপিতে। ২ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের শীর্ষ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির শীর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তারের পরিমাণ। ৩ মাকড়সার]

৮৭০০ হাতীর গা হাতী দেখে না।

৮৭০১ হাতীর চোখ।[১]

[১ ক্ষুদ্র কিন্তু তীক্ষ্নদৃষ্টি]

৮৭০২ হাতীর দর্প চূর্ণ হয় পর্ব্বতের কাছে।

৮৭০৩ হাতীর দাঁত আর মহতের বাত, লুকাবার নয়।[১]

[১ 'হস্তীদন্ত দেখ যেন লুকাবার নয়। মহৎ জনের কথা সেই মত হয়॥'—মাণিক গাঙ্গুলি]

হাতীর দাঁত, মহতের বাত, পড়ে ত নড়ে না, নং ৬৫১৯ দ্রষ্টব্য।

৮৭০৪ হাতীর দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

৮৭০৫ হাতীর নাদ দেখে খরগোশের পোঁদ ফাটে।[১]

[১ নং ৮৭১১]

৮৭০৬ হাতীর পাঁচ পা দেখা[১]।

[১ অর্থাৎ শুঁড় সুদ্ধ। প্রবাদের রূপান্তর—আগে ত হাতী পাঁচ পা'ই দেখায়, শেষে হাতী শুঁড় গুটায়। নং ৮৩৫৮]

৮৭০৭ হাতীর পা ঠেলা।

৮৭০৮ হাতীর পিছনে কুকুর ভুখে।

৮৭০৯ হাতীর পিঠ খালি থাকে না।[১]
[১ নং ২৮৪৮]

৮৭১০ হাতীর পিঠে মশার কামড়।[১]
[১ নং ৬৫৯৪]

৮৭১১ হাতীর পোঁদ ফাড়া দেখে সড়সড়ে পোঁদ ফাড়তে চায়।[১]
[১ নং ৮৭০৫]

৮৭১২ হাতীর মিন্ মিন্, ঘোড়ার দৌড়।

৮৭১৩ হাতীর মুখে দুব্বো ঘাস[১]।
[১ অর্থাৎ অনুপযুক্ত খোরাক]

৮৭১৪ হাতীর সঙ্গে বেঁড়ে বলদের ঠেস।

৮৭১৫ হাতীর সঙ্গে ভেরাণ্ডা গাছের লড়াই।

৮৭১৬ হাতীর হাঁচি পড়লে মাকড়সা তা'তে সাঁতরায়।

৮৭১৭ হাতীরে আগুন, শূয়রে জাঠা[১]।
বাঘেরে লাঠি, পাখীরে ভাঁটা[২] ॥[৩]
[১ লৌহযষ্টি। ২ বাঁটুল। ৩ যে অস্ত্রে যে জন্তু মারিতে হয় তাহার নির্দ্দেশ]

৮৭১৮ হাতে আরশি, কুয়ায় ঝুঁকি।[১]
[১ 'দর্পণ রাখিয়া ঢেকে জলেতে মুখ দেখা'—দাশু রায়]

৮৭১৯ হাতে কড়ি পায়ে বল, তবে চলি নীলাচল[১]।
[১ পুরীতীর্থ]

৮৭২০ হাতে কলমে শেখা।[১]
[১ 'তুমি বুঝি হাতে কলমে বলতে পার, আমি বলতে পারি না' —সধবার একাদশী]

৮৭২১ হাতে কাজ কর, মুখে হরি বল।

৮৭২২ হাতে কালি, মুখে কালি, গোপাল আমার[১] লিখে এলি।
[১ পা—বাছা আমার; মা বলে]

৮৭২৩ হাতে খড়ি।[১]
[১ অর্থাৎ কোনও বিষয়ে শিক্ষার আরম্ভ বা অভ্যাসের

সূত্রপাত। 'মানিলাম প্রেমে তুমি দিলে হাতে খড়ি'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা। 'আর কখনও বিয়ে করেছ, না এই হাতে খড়ি'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রমাসুন্দরী। 'আজ এখনই হোক্ হাতে খড়ি'—শেষরক্ষা]

৮৭২৪ হাতে খেলে হাড়ীর ভাতও মাহাঙ্গা।

৮৭২৫ হাতে খোলা[১], পোঁদে মালা[২]।

[১ লাউয়ের খোলা। নং ২৮৫ দ্রষ্টব্য। ২ নারিকেলের মালা]

৮৭২৬ হাতে গোদ, পায়ে গোদ, গোদ কর্ণমূলে।[১]

কোন্ পুরুষের ভাগ্যে গোদ ছিল নাক চুলে[২] ॥

[১ পা—গোদ কানে ঝুলে। ২ পা—সত্যপীরের শিন্নি মেনে গোদ হয়নি চুলে]

৮৭২৭ হাতে জিনিস, পাঁচিলে সন্ধান।[১]

[১ নং ১৬৩৯, ১৬৯৪]

৮৭২৮ হাতে টুকনি[১] দেওয়া।[২]

[১ ছোট ভিক্ষাপাত্র। ২ অর্থাৎ পথে বসানো। 'হাতে খোলা দেওয়া' (নং ২৮৫) দ্রষ্টব্য। 'মালতীকে ঘরে চাবি দিয়ে রাখবেন, নইলে কোন্ দিন আপনার হাতে টুকনি দিবে'—নবীন তপস্বিনী। 'দেখবো যদি ব্রাহ্মণী তাদের উপর রাজি হন তবেই তাদের মঙ্গল, নইলে তাদের হাতে টুকনি দিইচি'—বিয়েপাগলা বুড়ো]

৮৭২৯ হাতে দই, পাতে[১] দই, তবু বলে কই কই।

[১ পা—মুখে]

৮৭৩০ হাতে না ধরে, সাঁড়াশী দিয়ে ধরে।

৮৭৩১ হাতে নেই কড়ি, কিনতে চায় ঘুড়ী।

৮৭৩২ হাতে নেই কড়া বট, প্রাণ করে ছটফট।

৮৭৩৩ হাতে নেই কড়া কড়ি, পেটটা করে মোড়ামুড়ি।

৮৭৩৪ হাতে নেই কানা কড়ি, ক'রে বেড়ায় বাড়াবাড়ি।

৮৭৩৫ হাতে নেই ধন, গরীবের পোড়ে মন।

৮৭৩৬ হাতে নেই সিক্কা[১], বাইরে বাইরে ফক্কা।

[১ (আ) টাকা]

৮৭৩৭ হাতে পাঁজি, মঙ্গলবার কেন।[১]

[১ 'ফলহরি বলিল, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন ?'—মদ খাওয়া বড় দায়। 'পুরুষেতে যেমন সুখী, আমায় দিয়ে দেখনা সখী, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন'—দাশু রায়]

৮৭৩৮ হাতে মাথা কাটা।[১]

[১ 'প্রাণ বাঁচা দায়, হল মথুরায় হাতে মাথা কাটা'—দাশু রায়। 'আপনি কৃষ্ণাবতার, কংসালয়ে হাতে মাথা কাটিয়াছিলেন'—যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ]

৮৭৩৯ হাতে মারি না, ভাতে মারি[১]।[২]

[১ পা—হাতে না মেরে ভাতে মারে ; মারি না হাতে মারি ভাতে ; যারে মারি না হাতে তারে মারি ভাতে, ইত্যাদি। ২ 'ওকে হাতে মারা হবে না, ভাতে মাত্যে হবে'—নবনাটক]

৮৭৪০ হাতে মুখ চেনে।

৮৭৪১ হাতে যদি নেই ধন, পাঁচে হও একমন।

৮৭৪২ হাতে যদি ফল পাই, তবে কেন্ আঁকশি চাই।

৮৭৪৩ হাতের আড়ে কি ভানু ছাপে।

৮৭৪৪ হাতেরও যাবে, পাতেরও যাবে।[১]

[১ 'আবার যদি পদাঘাতের পালা পড়ে, তা হলে হাতেরও যাবে পাতেরও যাবে'—জামাই বারিক। নং ৮৭৫২]

৮৭৪৫ হাতের কড়ি বিনশ্যতি।

৮৭৪৬ হাতের খাড়ু বেচে আমি কিনে এনেছি[১] বাঁদী[২]।
সে হল গিন্নী,[৩] আর আমি ব'সে রাঁধি[৪]॥

[১ পা—কিনে আনলাম। ২ পা—হাতের কঙ্কণ দিয়ে কিনলাম আমি দাসী। ৩ পা—সে হল ঠাকরুণ ; সে বেড়ায় হেসে খেলে ; সে হল রাজমহিষী। ৪ পা—তার আমি হলাম বাঁদী ; আমি হলাম দাসী ; আমি হলাম তার দাসীর দাসী]

হাতের চেয়ে আম বড়, নং ৮৬৬২ দ্রষ্টব্য।

৮৭৪৭ হাতের চেয়ে গেরাস বড়।

৮৭৪৮ হাতের ডিম ফেলে ঝাড়ের পাখী।

৮৭৪৯ হাতের ঢেলা[১] আর মুখের কথা, ছুঁড়লে আর ফেরে না তা'।[২]

[১ পা—ধনুর তীর। নং ৩৩২৫। ২ 'বলি, হাতের ঢিল আর মুখের কথা একবার ফসকে গেলে কি আর ফেরানো যায়' —শরৎচন্দ্রের বৈকুণ্ঠের উইল]

৮৭৫০ হাতের পাঁচ।[১]

[১ তাস (গ্রাবু) খেলা হইতে। অর্থাৎ অধিক সম্বল। 'মনের মধ্যে লাভালাভের বিচার করিতে গিয়া হাতের পাঁচ রাখিবার চেষ্টা না করি'—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত। 'তুই আপন দোষে হারাইলি হাতের পাঁচ'—রসিক চক্রবর্ত্তী]

হাতের পাঁচ আঙুল ইত্যাদি, নং ৪৯৭৯ দ্রষ্টব্য।

৮৭৫১ হাতের বাড়ি, পথের বন্ধু।

৮৭৫২ হাতের রাখি, না, পাতের রাখি।[১]

[১ নং ৮৭৪৪]

৮৭৫৩ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।[১]

[১ 'হাতক লক্ষ্মী চরণ পরে ডারনু'—গোবিন্দ দাস। 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিসনি'—গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল। 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া গত কথা লইয়া পরিতাপ করিয়া লাভ নাই'— শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত]

৮৭৫৪ হাতের লোহা (নোয়া) খোলা[১]। বা, শুধু হাত করা। বা, হাত রাঁড় করা।

[১ 'ছাতের উপর হতে তোর মাথায় এমন এক এগার ইঞ্চি ঝাড়িব যে, তোর ব্রাহ্মণীকে কালই হাতের নোয়া খুলিতে হইবে' —আলালের ঘরের দুলাল]

৮৭৫৫ হাতের লোহা (নোয়া) ক্ষয় যাওয়া।[১]

[১ 'জন্মায়তী হও, পাকা চুলে সিঁদুর পর, হাতে ন ক্ষয় যাক'— নীলদর্পণ]

৮৭৫৬ হাতে লক্ষ্মী, বলে লক্ষ্মীছাড়া।

৮৭৫৭ হাতে শাখা, দর্পণে দেখা।[১]

[১ 'হত্থে কঙ্কণং কিং দপ্পণেণ'—কর্পূরমঞ্জরী। 'হাথেরে কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ'—সরহ (চর্য্যাপদ)। 'হাথক কাঁকণ আরসী

কি কাজ'—বিদ্যাপতি। 'হাতে শঙ্খ, দেখিতে দর্পণ নাহি খুঁজি'—ঘনরাম চক্রবর্তী]

৮৭৫৮ হাতে শিকরে[১], সঙ্গে কুকুর, তবে জানবে সাতজোড়ার ঠাকুর।
[১ শিকারী পাখী]

৮৭৫৯ হাতে-হাতে দিলে নুন, যায় তার সব গুণ।

৮৭৬০ হাতে-হাতে ফল।[১]
[১ 'পেয়েছিল হাতে হাতে ফল'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'হাতে হাতে পেলে ফল বাড়ী গিয়ে খাও'—দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা]

৮৭৬১ হাঁদা পোদ[১], ওলকে বলে তালের নোদ।
[১ জাতিবিশেষ]

৮৭৬২ হাঁদুর[১] গোঁসাই পরমেশ্বর।
[১ পা—ইঁদুর (= হিন্দুর)]

৮৭৬৩ হাঁ না বলতেই হাটে ছোটে।

৮৭৬৪ হাপরের আগুন।

৮৭৬৫ হাভাতেও ফকির হল, দেশেও মন্বন্তর এল[১]।[২]
[১ মন্বন্তর হলো—নীলদর্পণে ধৃত পাঠ। ২ নং ৫৭৮]

৮৭৬৬ হাভাতে যদ্যপি[১] চায়, সাগর শুকায়ে যায়।[২]
[১ পা—অভাগা যেদিকে। এই অর্থে 'হাভাত' শব্দের প্রাচীন প্রয়োগ যথা—'আজি হইতে মধুপুরী হইল অনাথ। আজি হইতে কংসনারী হইল হাবাত॥'—গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়। ২ ভারতচন্দ্র।—'দহ বুলী ঝাপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল'—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। 'ওর এমনি কপাল যে, ও চাইলে সমুদ্দুর পর্য্যন্ত শুকিয়ে যায়'—শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব]

৮৭৬৭ হাভাতের আড়ি[১] আঠারো সের।[২]
[১ ধান্যাদির পরিমাণ; ১৬ সের। ২ অর্থাৎ কাঙালের হাঁকাই বড়]

হাভাতের ঘটি হল, জল খেতে খেতে ইত্যাদি, নং ১৮ দ্রষ্টব্য।

হাভাতের দাঁত নিশপিশ্ ইত্যাদি, নং ৭৭০৬ দ্রষ্টব্য।

৮৭৬৮ হাভাতের দুনো গ্রাস।[১]
[১ নং ১৫৭, ৭৭০৭]

৮৭৬৯ হাভাতের যদি হয় ধন[১], বাপে পুতে দেয় কেত্তন।

[১ পা—হাভাতে যদি পায় ধন]

৮৭৭০ হায় তরমুজ, করব কি, বোঁটা নেই ত ধরব কি।

৮৭৭১ হায় বিধি, পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। 'পাকা আম কাকে খেলে, চোরের ধন বাটপাড়ে নিলে'—গোপাল উড়ে]

৮৭৭২ হায় রে আমড়া,[১] আঁটি আর চামড়া।

[১ পা—ক্যায়সা ফল আমড়া]

৮৭৭৩ হায় রে কপাল একপেশে[১], সবাই বলে[২]—ফেন খেসে।

[১ পা—কপাল হল একপেশে। ২ পা—যেখানে যাই সেই বলে]

৮৭৭৪ হায় রে গরব কত দিন, চোখে দেখে মানুষ চিন্।

৮৭৭৫ হায় রে হায় হাজার টাকায়, কাটা কান জোড়া না যায়।

হারলে ঘরের ভাত, জিতলেও তাই, নং ৩৪৫৩ দ্রষ্টব্য।

৮৭৭৬ হারায়ে মারায়ে কাশ্যপ গোত্র[১]।

[১ অর্থাৎ অন্য গোত্রের অভাবে]

৮৭৭৭ হাল ছেড়ে দেওয়া।

৮৭৭৮ হাল যদি ধরে ঠেসে, যায় কি নাও তুফানে ভেসে।

৮৭৭৯ হালিয়া হাল চষে, কৃষাণ বোনে ধান।
আগে খায় চোরচোট্টা পিছে খায় কৃষাণ॥

৮৭৮০ হালে গেলে হেলে, জালে গেলে জেলে।

৮৭৮১ হালে মাতে বলদ, দুধে মাতে গাই।
বাপের বাড়ী মাতে মেয়ে, মানে না বাপ ভাই॥

৮৭৮২ হালে পানি পায় না।[১]

[১ 'কেহ বলে হালে আর নাহি পায় পানি'—দীনবন্ধু মিত্র]

৮৭৮৩ হালে বয় না, তেড়ে গুঁতায়।

৮৭৮৪ হাসতে গিয়ে কান্না এল, কাঁদতে গিয়ে হাসি।
দূর থেকে তোমায় আমি বড্ড ভালবাসি॥

৮৭৮৫ হাসতে চুল কাশতে লুটায়, ডুব দিয়ে চুল অমনি শুকায়।

৮৭৮৬ হাসতে হাসতে কপালে ব্যথা।[১]

[১ অর্থাৎ এক হইতে আর হওয়া]

৮৭৮৭ হাসতে হাসতে গুয়া খেলাম, তাই কি শেষে মাগ হলাম।

৮৭৮৮ হাসলে মাণিক পড়ে, কাঁদলে মুক্তা ঝরে।[১]

[১ রূপকথার রাজকন্যার বর্ণনায়। 'ছোট রাণী হাসলে মাণিক পড়ে কাঁদলে মুক্তা ঝরে, চলে গেলে পদ্মফুল ফোটে'—জামাই বারিক। 'সে হাসলে মাণিক কাঁদলে মুক্তা'– গিরিশ ঘোষের পাঁচ কনে]

৮৭৮৯ হাসিও পায় কান্নাও ধরে, এ কথা আর বলি কারে।[১]

[১ 'হাসি পায় কান্না আসে কব আর কারে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৮৭৯০ হাসি কান্না বোঝা দায়।

৮৭৯১ হাসিমুখে দান, কেড়ে লয় প্রাণ।

৮৭৯২ হাসির মার বড় মার।[১]

[১ 'মহাদেব কহিলেন, বাবা হাসির মার বড় মার'—যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ। নং ১৩৬০]

৮৭৯৩ হাঁসে খায় গেঁড়ি, পেয়দায় খায় কড়ি।

৮৭৯৪ হাহুতাশে জীবন ক্ষয়, খোদা দিলে আপনি হয়।

৮৭৯৫ হাহুতাশে জীবন ক্ষয়, ধীরে সুস্থে লভে জয়।

৮৭৯৬ হিংসার পুঁটলি বাঁধা।

৮৭৯৭ হিংসায় ফুটি[১] ফাটা।

[১ পা—কাঁকুড়। 'ছোট রাণী হিংসায় কাঁকুড় ফাটা'—কমলে কামিনী]

৮৭৯৮ হিংসা সবাই করতে পারে, কেবল পুত বিয়তে নারে।

৮৭৯৯ হিজলের[১] মুড়োয় নৌকা বাঁধা।

[১ প্রায় জলের ধারে জন্মে একপ্রকার গাছ]

৮৮০০ হিতে বিপরীত।[১]

[১ 'হিতে বিপরীত করি এ কি সর্ব্বনাশ'—কৃত্তিবাস। 'কেহ

বলে, শাক মাছ থেকো নাড়ী. জোঁক জোলাপ বেলেস্তারা হিতে বিপরীত হইতে পারে'—আলালের ঘরের দুলাল। 'আমার হয়েছে প্রাণ, হিতে বিপরীত। কোঁদল করিয়া শেষে কেঁদে কর জিত॥'—ঈশ্বর গুপ্ত। 'মূর্খ যদি বলে হিত, হিতে হয় বিপরীত'—দাশু রায়। 'তুমি এমন উতলা হলে হিতে বিপরীত হয়ে উঠবে'—নবীন তপস্বিনী]

৮৮০১ হিঁদু কি জানে কুঁকড়ার মূল[১]।

[১ মূল্য]

৮৮০২ হিঁদুদের দুগ্গাপূজো।
উপরে চিকণ-চাকণ ভিতরে খড়ের বুজো॥[১]

[১ নং ৮২৮]

৮৮০৩ হিঁদু যদি মুসলমান হয়, মুরগী খেতে কম নয়।

৮৮০৪ হিঁদুর গাই, মুসলমানের হারাম[১]।

[১ শূকর]

হিঁদুর ঘরের বেরালটাও ইত্যাদি, নং ১৭৩১ দ্রষ্টব্য।

৮৮০৫ হিঁদুর দাড়ি, মুসলমানের নারী, গাঙের কূলে বাড়ী।
বনে-চরা গাই, এ চারে বিশ্বাস নাই॥[১]

[১ নং ১২৩৯]

৮৮০৬ হিঁদুর বাড়ী, মুসলমানের হাঁড়ি।

৮৮০৭ হিন্দুর 'নারায়ণ', মুসলমানের 'তোবা'।

[১ লজ্জা বা খেদের উক্তি। 'হিন্দু ভাবে শ্রীহরি, যবনে ভাবে তোবা'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। নং ৬৯২৬]

৮৮০৮ হিল্লী দিল্লী ক'রে বেড়ানো। বা, আজ হিল্লী কাল দিল্লী।[১]

[১ উদাহরণের জন্য নং ৫৪৬ দ্রষ্টব্য]

৮৮০৯ হিল্লী দিয়ে দিল্লী যাওয়া।

হিসাব কিতাব জেনে চাষ করে না ইত্যাদি, নং ৭৭৬৫ দ্রষ্টব্য।

৮৮১০ হিসাব নাই, তজবিজ নাই, সে পরগণা জয়নসাহী[১]।

[১ ময়মনসিংহ জেলার কোন বিধিব্যবস্থাহীন পরগণা]

৮৮১১ হিসাব নিকাশ যখন, পোঁদ ফাটবে তখন।

হিসাবের কড়ি (বা গরু) বাঘে খায় না, নং ৭৭৮৫ দ্রষ্টব্য।
হীরের বদলে জিরে, নং ২৯১০ দ্রষ্টব্য।

৮৮১২ হুকুমে হাকিম চলে।

৮৮১৩ হুজুরে হাজির আছি।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। 'হাজির হুজুরে হল হুকুম হবেক'—মাণিক গাঙ্গুলি। 'হুজুরে হাজির আছি, পাজীর নজদিগে নাহি যাই'; পুনশ্চ, 'চেয়ে দেখ নেক নজরে, হাজির করে হুজুরে'—দাশু রায়]

৮৮১৪ হুজুরে মজুরীও ভাল।

৮৮১৫ হুড়মো দিয়ে সাগর সেঁচা।

৮৮১৬ হুন্নুরে[১] চীন, হুজ্জুতে[২] বাঙ্গাল।[৩]

[১ শিল্পদক্ষতায়। পা—হিকমতে (=কায়দায়, কৌশলে)। ২ কূটতর্কে। ৩ হুতোম প্যাঁচার নকশায় প্রযুক্ত। 'কথায় বলে, হুন্নুরে চীন আর হুজ্জুতে বাঙ্গাল'—অমৃত বসুর বাহবা বাতিক]

৮৮১৭ হুমুরের ঘর ডুমুরে ছায়, তিন জনে মট্‌কায় যায়।[১]

[১ অর্থাৎ এক জন ঘর ছায় কিন্তু প্রচার হয় যে, শুধু মটকা ছাইতেই তিন জন লাগে]

৮৮১৮ হুলোর কেউ নয়, মেনীর খোন্দকার[১]।

[১ ধর্ম্মোপদেশক !]

৮৮১৯ হুসেন শাহের[১] আমল।

[১ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গের শাসনকর্ত্তার]

৮৮২০ হুঁহুঁ-জ্বরা, কুড়ে পাথরা।

৮৮২১ হৃদে বিষ মুখে মধু।[১]

[১ 'মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং হৃদি হালাহলং মহদ্বিষম্'—অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ। 'হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা'—কবিকঙ্কণ। নং ৬৮৩৯]

৮৮২২ হেগে খায়, খেয়ে মুতে, তারে না ছোঁয় যমদূতে।[১]

[১ নং ২২৮৪]

৮৮২৩ হেগে পেয়েছে বরে।
আগে হাগত বাইরে, এখন হাগে ঘরে ॥

৮৮২৪ হেগো-মুতোর মা, হেগো-মুতোর মা, একটা কথা শুন্‌সে।
হাটকে গেলাম হেসে মলাম, মান্‌ষের নাম নর্‌শে ॥[১]

[১ অর্থাৎ যাহাদের ছেলেদের নাম 'হেগো' 'মুতো', তাহাদের কাছে মানুষের 'নরেশ' নাম কৌতুককর।—নং ২৫৬৬]

৮৮২৫ হেগো রুগীর কথায় টন্‌ক। বা, হেগো রুগী মুখসাপটে দড়।[১]

[১ অতিসার রোগে মৃত্যুকালেও বাক্‌রোধ হয় না]

হেঙল কি জানে তুলসীবন, নং ১৮৮৮ দ্রষ্টব্য।

৮৮২৬ হেটে[১] মাটি উপর করা।[২]

[১ নীচু বা নীচের। পা—হেঁট। ২ অর্থাৎ অত্যন্ত দুরন্তপনা করা]

৮৮২৭ হেটের ভাইয়ের[১] বুদ্ধি খুঁজে, করাত চালাও বুঝে-সুঝে।

[১ আঁকরঘিতে গাছ কাটার সময় যে নীচে থাকিয়া করাত টানে]

৮৮২৮ হেঁটে সমুদ্র পার।[১]

[১ 'তোমার কাছে সবাই ক্ষুদ্র, হেঁটে পার হও সমুদ্র'—গোপাল উড়ে]

৮৮২৯ হেটো ষাঁড়, হাজার মার, পথ ছাড়ে না।

৮৮৩০ হেথা হতে ছুঁড়লাম থাল, থাল গেল বল্‌দা খাল।

৮৮৩১ হেদিয়ে পেয়েছে ঘর, রাতে কান্না দিনে জ্বর।

৮৮৩২ হেঁদী কয় পেঁদীকে—বোঝা লো, ঢেঁকি দিয়ে কান বেঁধা লো।

৮৮৩৩ হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা, জটে বুড়ীর লেজ কাটেঙ্গা।

৮৮৩৪ হেঁপায়[১] পড়ে স্রোতে ভাসা।

[১ প্ররোচনা, ঝোঁক। পা—হাঁপিয়ে]

৮৮৩৫ হেঁপো বাগদী, গুঁপো পোদ।

৮৮৩৬ হেলায় কার্য্য নষ্ট, বুদ্ধি নষ্ট নির্ধনে।
যাচনে মান নষ্ট, ভোজন নষ্ট দই বিনে ॥

৮৮৩৭ হেলায় গেল বেলা, জনে[১] শুকাক ধান।
ওঠ কলসী, জল্‌কে চল, ঢেঁকি কুটুক ধান ॥[২]
[১ জ্যোৎস্নায় (?)। ২ আলস্য লক্ষ্য করিয়া উক্ত]

৮৮৩৮ হেলায় হারানো।

হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরতে যায়, নং ৯৮৬ দ্রষ্টব্য।

৮৮৩৯ হেলে নয়, গিরগিটি নয়, মনসার সঙ্গে বাদ।

হেলে মেটেলি ঢোঁড়া ইত্যাদি, নং ৭০৫০ দ্রষ্টব্য।

৮৮৪০ হেলে যায় চষতে, বামুন যায় বসতে।

৮৮৪১ হেলে যায় হাল নিয়ে, বিধাতা যায় তুল[১] নিয়ে।
[১ তুলাদাঁড়ি]

৮৮৪২ হেসে হেসে কথা কয়, এ মিন্‌সে ত পেয়দা নয়।

৮৮৪৩ হেসে হেসে কথা কয়, এ হাসি ত ভাল নয়।

হোক্ না কাঠের বিড়াল ইত্যাদি, নং ১৬২৩, ৮৪৯৫ দ্রষ্টব্য।
হোক্ না হোক্ দু'বার যায় ইত্যাদি, নং ২২১৮ দ্রষ্টব্য।

৮৮৪৪ হোড়মোড় যাত্রা, যা করেন বিধাত্রা।

৮৮৪৫ হোঁচট্ খেয়ে পদ্মনাভ।[১]
[১ শয়নকালে পদ্মনাভ বিষ্ণুর স্মরণ করা বিধি আছে। নং ৭৭৪]

৮৮৪৬ হ্যাদে লো বামনী, আপনা আপনি।

৮৮৪৭ হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান নেই।[১]
[১ 'আমার একটি জমিদার ষণ্ডা কুটুম্ব আছে, তাহার হ্রস্ব দীর্ঘ কিছুই জ্ঞান নাই, কেবল কতকগুলো টাকা আছে'—আলালের ঘরের দুলাল। নং ২৫৮২, ৮০৪৪]
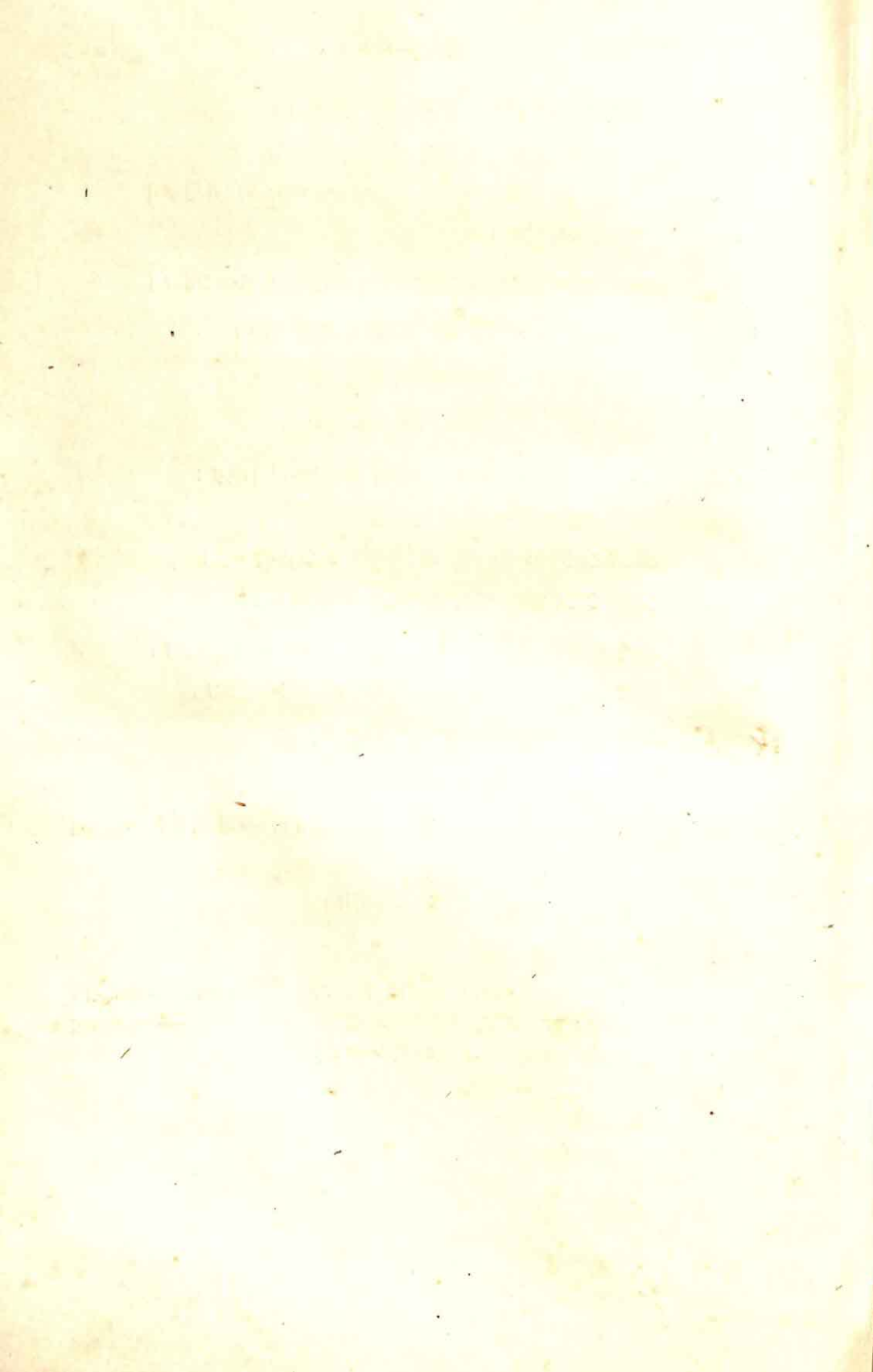
পরিশিষ্ট

প্রথম পরিশিষ্ট

অতিরিক্ত প্রবাদ

[যাহা বাদ পড়িয়াছে অথবা পরে সঙ্কলিত হইয়াছে]

৮৮৪৮ অতি আশা, বাঘের বাসা।

৮৮৪৯ অনেক বোঝে, অল্প বোঝে না।

৮৮৫০ অভ্যাস না ছাড়ে চোরে, ঠুঁটা হাতেও সিঁদ করে।[১]

[১ নং ৮৫১৫]

৮৮৫১ অমঙ্গলকে না ডাকলেও আসে।

৮৮৫২ আগিয়ে দিয়ে দখিন পা, যথা ইচ্ছা তথা যা॥[১]

[১ খনার বচন। যাত্রার সময় দক্ষিণ পদ আগে বাড়াইয়া দিলে যাত্রা শুভ হয়]

৮৮৫৩ আগে ভাত আগে পানি, এমন দাওয়াই[১] আমিও জানি।

[১ ওষুধ]

৮৮৫৪ আখবাড়ীর কুকসিমে, তার রসের নেই সীমে।[১]

[১ আখবাড়ীতে স্বচ্ছন্দজাত কুকসিমের (নং ২২৭) অহঙ্কার যে, আমারও আখের মত মিষ্ট রস আছে! এক ক্ষেত্রে জন্ম, বাস ও সংসর্গের নিষ্ফল গর্ব্ব]

৮৮৫৫ আচারে লক্ষ্মী, বিচারে জাত,[১] অনাচারে হাভাত হাভাত।

[১ নং ২৯৭, ৫৭৮৪]

৮৮৫৬ আজড়াইয়া[১] খায়, আর গজরাইয়া গায়[২]।

[১ আজাড় করিয়া। ২ গর্জ্জন করিয়া গান গায়]

৮৮৫৭ আজ পেলেও পেলাম, কাল পেলেও পেলাম।

৮৮৫৮ আধসের হিসাবে ঠিকে[১], তায় তামাক আর টিকে।

[১ ঠিকে মজুর, আধসের চাল হিসাবে নিযুক্ত; তাহার উপর তামাক ও টিকে চায়]

৮৮৫৯ আপন দোষে ডুবল তরী, পরের ঘাড়ে দোষের ঝুড়ি।

৮৮৬০ আপন ভাগ্যে নাই ঠাঁই, দাদার শ্বশুরবাড়ী যাই।

৮৮৬১ আপনার বুদ্ধি শুভকরী, পরের বুদ্ধিতে ডুবে মরি।

৮৮৬২ আপনি রাঁধি আপনি বাড়ি, মোর সোয়ামী খায়।
পাড়াপড়শী মাগীগুলা চোখ পাকিয়ে চায়॥

৮৮৬৩ আমার দই আমার চিঁড়া, তোর কেন এত মাথার কিরা।

৮৮৬৪ আমারে মারিয়া যাবে কই,[১] তোমার তরে আছে লোহার মই[২]।
[১ কোথা। ২ ক্ষেতের জমাট মাটি গুঁড়া করিবার যন্ত্রবিশেষ]

৮৮৬৫ আহ্লাদী বউয়ের গলার চোটে, শ্বশুর ভাসুর মাচায় ওঠে।

৮৮৬৬ আষাঢ়ে উৎপত্তি, শ্রাবণে যুবতি, ভাদ্রে পোয়াতী।
আশ্বিনে বুড়া, কার্ত্তিকে দেয় উড়া॥[১]
[১ বিভিন্ন মাসে বর্ষাকালের বিভিন্ন রূপ]

৮৮৬৭ আহ্লাদের বিবি, দোষ নেই তার গুণই সবই।

৮৮৬৮ ইয়া জানে বিয়া জানে, পিস্‌শ্বাশুড়ীর নাম জানে না।

৮৮৬৯ উদারী উদারী বলি তোরে, সোয়ামী ধার দিবি মোরে?
ধানে পারি, চালে পারি, সোয়ামী ধার কি দিতে পারি॥

৮৮৭০ উদ্‌বিড়ালী উদ্ খা', স্বামী রেখে সতীন খা'।[১]
[১ পল্লীগীতির ছড়া। নং ৬৪৪৪, ৮৯৫১, ৯০১৭]

৮৮৭১ এক জনে সুখ নাই, দুই জন কোথা পাই।

৮৮৭২ এক ভাল মরলে, এক ভাল সরলে।[১]
[১ নং ১০০৯, ৬৪৯৯]

৮৮৭৩ একা, না, বোকা।[১]
[১ অর্থাৎ যে সংঘবদ্ধ না হইয়া কাজ করে সে নির্ব্বোধ]

৮৮৭৪ এত তুলো ধুনবে কে?[১]
[১ অর্থাৎ তুচ্ছ বা অবান্তর কথা লইয়া দুশ্চিন্তা]

৮৮৭৫ ওষুধের চেয়ে পথ্যি ভাল।

৮৮৭৬ কথাবার্ত্তায় সুপারিশ[১], মাঠা আনতে গলা বিষ[২]।
[১ অর্থাৎ বাক্যবাগীশ। নং ১৩৪২। ২ অর্থাৎ কাজের বেলায়, মাঠা খাইলে গলা ব্যথা হইবে এইরূপ ওজর]

৮৮৭৭ কথার মত কথা কয়, এক কথাতেই জ্বর হয়।

৮৮৭৮ কপালে তোর ঝেঁটা, কি করবি রে বেটা।

৮৮৭৯ কপালের নাম গোপাল।

৮৮৮০ কাগজ না পত্র, কুশল সর্ব্বত্র।

৮৮৮১ কাঙালের কর্কটরাশি।[১]

[১ 'মোসাহেবের ন্যায় কেবল 'যে আজ্ঞা যে আজ্ঞা' করিলাম, কিন্তু কাঙ্গালের কর্কটরাশি, কখন শ্রীমুখে 'পোড়ারমুখো' বই আর কিছু শুনিতে পাইলাম না'—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'মসলা-বাঁধা কাগজ' হইতে উদ্ধৃত]

৮৮৮২ কানা গরুর চেনা পথ।

৮৮৮৩ কালাপাহাড়।[১]

[১ খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলার আফগান নবাবের হিন্দুমন্দিরাদি ধ্বংসকারী সেনাপতি। অর্থাৎ ধ্বংসপ্রয়াসী বিদ্রোহী]

৮৮৮৪ কালো পাঁঠা ধলো পাঁঠা, ছাল ছাড়লে একই পাঁঠা।

৮৮৮৫ কিল কনুই[১] মুষ্টি, তবে জামাইয়ের তুষ্টি।

[১ কনুইয়ের ধাক্কা]

৮৮৮৬ কুক্ষণে বাড়ালাম পা, খেয়া ঘাটে নাই না'।

৮৮৮৭ কৃষ্ণকথা কয় না বকে, মধু হয় না বোলতার চাকে।

৮৮৮৮ কোন্ বা রঙ্গের বিয়া, চিৎবাদ্য[১] দিয়া।

[১ গল্প আছে, কোনও বিবাহে বাজাইতে বাজাইতে ঢুলী পড়িয়া গিয়াও যেন কিছুই হয় নাই, এ এক নূতন ধরণের বাদ্য, এইরূপ ভান করিয়া চিৎ হইয়া বাজাইতে থাকে]

৮৮৮৯ ক্রুদ্ধ হইয়া চণ্ডালে শাপে, খণ্ডাইতে না পারে ব্রহ্মার বাপে।[১]

[১ নং ৪২০০]

৮৮৯০ ক্ষুধায় কি সুধা, নিদ্রায় কি কাদা।

৮৮৯১ খায় না মদন বাসি গুঁড়ি[১], ছানায় মণ্ডায় গড়াগড়ি।

[১ চালের গুঁড়ি]

৮৮৯২ খায় লয় ডাইনে শোষে, ভাগ্যে নাই আমার কর্ম্মদোষে।

৮৮৯৩ খালি পেটে বদরিকা, ভরা পেটে বেল।
কবিরাজ দেখে বলে—এই রোগী ত গেল ॥[১]
[১ নং ১৩৩]

৮৮৯৪ খেজুর গাছে পাছা ঘসা।

৮৮৯৫ খেয়ে দেয়ে হল জ্বর, পাড়াপড়শী ছেলে ধর।
খেলাম না, ছুঁলাম না, মোরে বলে—আঁচা, নং ২১৫৪ দ্রষ্টব্য।

৮৮৯৬ গা কেন ঘামে ? তোদের বাড়ীর কামে।

৮৮৯৭ গঙ্গা মাগো, পার কর, এস যাদু ভর কর।

৮৮৯৮ গাইয়ের ঘরে এঁড়ে, গিন্নীর ঘরে ঝি।
কপালে তোর নেই যদি, আমি করব কি ॥[১]
[১ নং ২৪৩৪]

৮৮৯৯ গাছকে ফল ভারি নয়।

৮৯০০ গায়ে নেই ছাল চামড়া, খুঁটে খায় কাঁচা আমড়া।[১]
[১ নং ৮৭৭২]

৮৯০১ ঘর ছাইতে পোয়াল নাই, পাকা সেতখানা[১]।
[১ নং ৮২২৫]

৮৯০২ চামড়া[১] ফাটে চামড়া ফাটে, দই দুধ হলে আর একটু আঁটে।
[১ অর্থাৎ আহারাধিক্যে পেটের চামড়া]

৮৯০৩ চাল চিঁড়ে বেঁধে যাওয়া।[১]
[১ অতি দূরবর্ত্তী স্থানে যাওয়া]

৮৯০৪ চারি দিকে ফাঁক, তবু যায় না জাঁক।

৮৯০৫ চিটে গুড় আর চিনির পানা, যার যেমন সম্মাননা।

৮৯০৬ চিলের ডরে বিলে গেলাম, বিলে মাছরাঙাকে পেলাম।

৮৯০৭ চোদ্দ পোওয়া হওয়া।[১]

[১ শয়ন করা। চোদ্দ পোওয়া = সাড়ে তিন হাত ; মানবদেহের সাধারণ দৈর্ঘ্য। 'সকলে দপ্তর বাঁধিতে উদ্যত হইল ও বলিয়া উঠিল রাম, বাঁচলুম ! বাসায় গিয়া চোদ্দ পো হওয়া যাউক'— আলালের ঘরের দুলাল]

৮৯০৮ ছ'মাস আগে বন্ধুর নিতা[১], নালতা শাকে গিমা তিতা।
[১ (প্রা) নিমন্ত্রণ]

৮৯০৯ ছ'ঘর ন'ঘর ভাগ্যে পাই, সাতুল দেখে দূরে পালাই।[১]
[১ গরু কেনা সম্বন্ধে প্রবাদ। ছয়টি বা নয়টি দাঁত বিশিষ্ট গরু ভাল; সাতটি দাঁত থাকা ভাল নয়]

৮৯১০ ছ'মাস ধ'রে ব'সে রইলাম, বিয়ে মোর রইল।
উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, বিয়ে তার হইল॥

৮৯১১ ছেলের ঘরে ছেলে হয়েছে, তবু ছেলে ছেলে রয়েছে।

৮৯১২ জানি না শ্বশুর, বার অবার, মঙ্গলবারের এধার ওধার।[১]
[১ খনার বচন।—ক্ষৌরকর্ম্মের নিয়ম, সোমবার ও বুধবার প্রশস্ত]

৮৯১৩ জামাই এলে খায় ভালা, বোঝা যায় হিসাবের বেলা।

৮৯১৪ জামাইও ভাল না, পাঁচ ব্যন্নন ছাড়া খায় না।
ঝিও ভাল না, তিন ব্যন্নন ছাড়া রাঁধে না॥

৮৯১৫ জ্ঞানের পাপ তীর্থে খণ্ডে[১], অজ্ঞানের পাপ কোথায় খণ্ডে?
[১ নং ২৮]

৮৯১৬ ঝাড়া হাত-পা।[১]
[১ অর্থাৎ সাংসারিক ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত]

৮৯১৭ ঝি নষ্ট ঠাটে-পাটে, বউ নষ্ট হাটে-ঘাটে॥

৮৯১৮ ঝিয়ের সাধ এলঞ্চা, বউয়ের সাধ মালঞ্চা, আমার সাধ রাই[১]।
সবার সাধ রাঁধতে গিয়ে হাঁড়িকুড়িই নাই॥
[১ এলঞ্চা, মালঞ্চা ও রাই—বিভিন্ন রকম শাক]

৮৯১৯ ঝেড়ে কাপড় পরান।[১]
[১ বিপর্য্যস্ত করা]

৮৯২০ টাকার কুমীর।[১]
[১ অত্যধিক ধনশালী]

৮৯২১ ঠোঁটকাটা মানুষ।
[১ স্পষ্টবক্তা। 'আমি ঠোঁটকাটা মানুষ, উচিত কথা বলতে আমার মুখে বাধে না'—রবীন্দ্রনাথ]

৮৯২২ ঢেঁকি উপলক্ষে মঙ্গল।

৮৯২৩ ঢেলে সাজা।[১]

[১ আমূল পরিবর্তন করা]

৮৯২৪ তালতলা দিয়ে খোদার হাট।

৮৯২৫ তালকাণা।[১]

[১ অর্থাৎ বেহিসাবী, অসাবধান]

৮৯২৬ তাসের ঘর।[১]

[১ ক্ষণভঙ্গুর। ইংরেজির অনুবাদ—house of cards ?]

৮৯২৭ তিন তুড়িতে শিবপূজা, শীগ্‌গির ক'রে চিঁড়ে ভিজা।

৮৯২৮ তিন রাঁধুনী হেসপেসে, বেরালকে বলে—ভাত খেসে।[১]

[১ নং ৮২৭২]

৮৯২৯ তৈলাধার পাত্র, না, পাত্রাধার তৈল।[১]

[১ ন্যায়শাস্ত্রের শুষ্ক আলোচনা। 'পণ্ডিতেরা থাকেন যেথায় বিদ্যারত্ন-পাড়ায়। নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে কাহার সাধ্য দাঁড়ায়। পাত্রাধার তৈল, কিম্বা তৈলাধার পাত্র।'—রবীন্দ্রনাথ]

৮৯৩০ থাকতে পুতে বাপ ডাকে না, মরলে করবে দানসাগর।[১]

[১ নং ৫৫৬২]

৮৯৩১ থাক স'য়ে যাক ব'য়ে, বজ্জর পড়ুক র'য়ে র'য়ে।

৮৯৩২ দস্যির বাড় দশদিন।

৮৯৩৩ দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা।[১]

[১ সর্ব্বশক্তিমান]

৮৯৩৪ দশজনের একজন।

৮৯৩৫ দিন যায় চূণের ফোঁটা, রয় তবু জাতের খোঁটা।[১]

[১ নং ৪২৯৮]

৮৯৩৬ দিনকে রাত করা।[১]

[১ অর্থাৎ সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা]

৮৯৩৭ দু'চোখো ব্রত।[১]

[১ যাহা চোখে পড়ে তাহাই কিনিবার প্রবৃত্তি। 'জান

সাহেব…তুচোখে ব্রত জিনিসপত্র খরিদ করিয়া বিলাত পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন'—আলালের ঘরের দুলাল]

৮৯৩৮ ডুব্বো বাঁশ ধানের শীষ, এ ক'টা দাঁতে না দিস্ ।

৮৯৩৯ দুষ্ট সরস্বতী[১] ঘাড়ে চাপা।

[১ দুর্ব্বুদ্ধি]

৮৯৪০ দেওয়ালেরও কান আছে।[১]

[১ ইংরেজির অনুবাদ ?]

৮৯৪১ দেখিলে আপন দিয়া ফলে স্বপ্ন পরে।[১]

[১ বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল]

৮৯৪২ দেড় বুড়ির গয়না, বিবির গায়ে সয় না।

৮৯৪৩ দেশ পেয়েছে শেখে[১],
বুঝ নেই ব্যবস্থা নেই, যার যেমনে লেখে।

[১ অর্থাৎ মুসলমানে]

৮৯৪৪ নরা গজা বিশে শ'য়[১], তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়[২]।
বাইশ বলদা তের ছাগল[৩], তার অর্দ্ধেক বরা[৪] পাগল ॥

[১ মানুষ ও হাতী ১২০ বৎসর বাঁচে। ২ ঘোড়া ; ৬০ বৎসর আয়ু। ৩ বৃষ ও ছাগল যথাক্রমে ২২ ও ১৩ বৎসর বাঁচে। ৪ বরাহ ; ৬।৭ বৎসর আয়ু]

৮৯৪৫ নাককাটী নাককাটী, ক'রো নাকো রোষ।
সব নাককাটীর আছে কিছু-কিছু দোষ ॥

৮৯৪৬ না পয়সা না কড়ি, বিশ বাজারে দৌড়াদৌড়ি।

৮৯৪৭ নিত্যকালের বিনাশ নাই।

৮৯৪৮ নিমনিসিন্দা বেলের পাত, আমঘোড়স আর কল্পনাথ[১]।
বজ্রদন্ত ইসবগুল, এ থাকতে কেন রোগী যায় গঙ্গার কূল ॥

[১ দেশজ বৃক্ষবিশেষ (Justicia Paniculata)—বিশ্বকোষ]

৮৯৪৯ পচা কলা খাবে কে ? বাঁদী নেই, দাসী নেই, ঠাকুর ঘরে দে'।

৮৯৫০ পরের মন্দ করতে গেলে, নিজের মন্দ আগে ফলে।

৮৯৫১ পাখী পাখী পাখী,
সতীনকে নে' যায় গঙ্গায়, আমি ব'সে দেখি।[১]

[১ পল্লীগীতির ছড়া। নং ৬৪৪৪, ৮৮৭০, ৯০১৭]

৮৯৫২ পাঁচ দশ কড়ায় সাড়ে দশ গণ্ডা।

৮৯৫৩ পাঁচ ব্যন্নন দুধ রুটি, তবু জামাইয়ের ভিরকুটি।

৮৯৫৪ পাতে পড়লে খেতে পায় না, রাজায় পড়লে রাণী হয় না[১]।

[১ অর্থাৎ কপালে না থাকিলে]

৮৯৫৫ পাপকে যে পাপ ধরে না, লঘু গুরু জ্ঞান করে না।

৮৯৫৬ পুরুষের রাগ, পুকুরেতে বাঘ।

৮৯৫৭ বড় বউ বড় বাপের ঝি, তান্‌রে বা কইবাম কি।
মধ্যম বউ কাইঠ্যা (=রোগা),
কইতে ওঠে ফাইট্যা (ফাটিয়া]।
ছোট বউ সাঁচি পান, ঘরগুষ্টির পরাণ খান্‌॥[১]

[১ নং ৫৪২১ প্রবাদের পূর্ব্ববঙ্গীয় রূপান্তর]

৮৯৫৮ বাঘের লেজে কান চুলকায়,[১] তবু তার উদ্দেশ না পায়[২]।

[১ পা—সাপের লেজে কান খুজলায়। ২ অর্থাৎ টের পায় না]

৮৯৫৯ বাড়ীর ভাত বাড়ীর কাপড়, আমার পুত রাজার চাকর।

৮৯৬০ বাপ-দাদার নাম নেই, চাঁদ মোল্লার বেয়াই।[১]

[১ নং ৫৬৬০-৬১]

৮৯৬১ বিপদে পড়লে বুদ্ধি বাড়ে।[১]

[১ আপদ নিকটে আইলে নানা বুদ্ধি ঠেকে'—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল]

৮৯৬২ বুড়াকালে ধরেছে রসে, কাঁচা হলুদ গায়ে ঘসে।

৮৯৬৩ বুধে সাত পুত নেঙটা।[১]

[১ বুধবার নূতন কাপড় পরিতে নিষেধ]

৮৯৬৪ বেড়িয়ে এলাম নগর-হাটী,
কেউ দিল না খাংরারও কাঠি।

৮৯৬৫ বৈষ্ণবের পদধূলি লাগে যার গায়।
মরেও না, তরেও না, লড়বড়ি খায়[১] ॥
[১ খাবি খায়]

৮৯৬৬ ভাইয়ের বউয়ের বাপের বাড়ী, দাসদাসী খাটে।
সেই গরবে বেটী আমার বুক ফুলিয়ে হাঁটে ॥

৮৯৬৭ ভাতারের কড়ি দিয়ে ভাইয়ের নাম,
খাড়ু গড়িয়ে দে' নাইয়র[১] যাম[২]।
[১ (প্রা) বাপের বাড়ী। ২ যাইব]

৮৯৬৮ ভাতারের তরে কাঁদে, শুঁটকির ঝোলও রাঁধে।

৮৯৬৯ ভাবে যদি মজে মন, বিষ্ঠা হয় চন্দন।

৮৯৭০ ভিতরে যদি সার না থাকে, কিল গুঁতায় কি কাঁঠাল পাকে।

৮৯৭১ মনের মত খুঁটিনাটি, এরই নাম দৃষ্টি খাঁটি।

৮৯৭২ মরব ব'লে ক্ষেত করে না, জ্যান্তে খেতে ভাত মেলে না[১]।
[১ পা—মরব ব'লে করব না, জ্যান্তে খাব কি]

৮৯৭৩ মরি কি মারি, জিতি কি হারি।

৮৯৭৪ মশার দোষেতে দিলাম মশারিতে আগুন[১]।
[১ বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল]

৮৯৭৫ মানুষ হাঁটে দুই পায়, বিপদ হাঁটে চার পায়।

৮৯৭৬ মানুষের দেওয়া কুলায় না, ভগবানের দেওয়া ফুরায় না।[১]
[১ নং ৬৪৭]

৮৯৭৭ মামার বাড়ীর আবদার।

৮৯৭৮ মায়ায় দয়ায় ভরা চিত, লক্ষ্মী ছাড়ে না কদাচিৎ।

৮৯৭৯ মায়ে কাঁদলে ঝিয়ে কাঁদত, একলা ঝিয়ে কত কাঁদত।

৮৯৮০ মারলে মারলে ঝাঁটার বাড়ি, তেল দাও তবু স্নান করি।

৮৯৮১ মিছে করিস্[১] ভূয়ো জাঁক, যেমন আছিস্ তেমনি থাক।
[১ পা—আর করিস নি]

৮৯৮২ মিছে কাজে জ্বালাও বাতি, ওহে করাল চক্রবর্ত্তী।

৮৯৮৩ মিঠে পায় ত এঁটো খায়।

৮৯৮৪ মুই আবাগী পুতের মা, আহ্লাদ তাই ধরে না।

৮৯৮৫ যখন হবে দুই পাও, যথা ইচ্ছা তথা যাও।[১]
যখন হবে চার পাও, ভাত কাপড় দিয়া যাও।[২]
যখন হবে ছয় পাও, বাবা তুমি কোথা যাও॥[৩]
[১ বিবাহের পূর্ব্বে। ২ বিবাহের পরে। ৩ পুত্রজন্মের পরে]

৮৯৮৬ যথা রাজা পালে, তথা বসতি ভালে।[১]
[১ ডাকের বচন]

৮৯৮৭ যারে কর কন্যাদান, তারে না কর অপমান।

৮৯৮৮ যারে বল হীন, তারই এক দিন।

৮৯৮৯ যেই চালটি সেই ভাতটি।

৮৯৯০ যেও বুড়ীর মনে সাধ হল, সেও বুড়ীর জ্বর বাদ[১] হল।
[১ বিরোধী]

৮৯৯১ যেখানে ঘা সেখানে ব্যথা।

৮৯৯২ যেচে[১] না দিলে করব কি, খুঁজে না খেয়ে মরব কি।
[১ অর্থাৎ ভিক্ষা করিলেও]

৮৯৯৩ যে না পারে নয়[১] বছরে, সে পারে না নব্বুই বছরে।
[১ যার হয় না নয়। নং ৫২৩১]

৮৯৯৪ যেমন ভাব তেমন লাভ।

৮৯৯৫ রাজার আখবাড়ী, শেয়ালের কামড়াকামড়ি।[১]
[১ অর্থাৎ আখবাড়ী রাজার হইলেও আখ খাইতে গিয়া শেয়ালেরা পরস্পর কামড়াকামড়ি করিয়া মরে]

৮৯৯৬ রাজার পুতের হাতী, মালীর পুতের বেঙ।
রাজার পুতের রক্তপাত, মালীর পুতের ঠেঙ॥

৮৯৯৭ রামচন্দ্রও বিপদে পড়ে, মরা[১] মাছও জলে চরে।
[১ পা—ভাসা]

৮৯৯৮ রামপরাণে কানা, মাঝখানে দেয় থানা।

৮৯৯৯ রাম যে গেছল বনে, ওই কথাই ওঠে মনে।

৯০০০ রামশরণ সস্তা পেয়ে, এক ঘরে দেয় তিন মেয়ে।

৯০০১ লেলা[১] ঝির বিয়া দিয়া, চলাফেরা কর গিয়া।

[১ লেলাক্ষেপা বা হাবাগোবা]

৯০০২ লোকমধ্যে লোকাচার, সদ্‌গুরুমধ্যে একাচার।

৯০০৩ লো লো আর করিস্ না সই, লো কি এমনি এসেছে।
তার আসবার সময় সই, কত বাজনা বেজেছে॥

৯০০৪ শাকের কড়ি ভাগে ভাগে যায়।

৯০০৫ শাঁখা শাড়ি কেশ, তিনে নারীর বেশ।

৯০০৬ শিকে বেয়ে দই পড়ে, বেরালের আনন্দ বাড়ে।

৯০০৭ শুধু পেটে কুল, ভরা পেটে মূল[১]।

[১ মূলা।—অর্থাৎ এগুলি এইরূপ খাওয়া অনিষ্টকর। নং ১৩৩, ৮৮৯৩]

৯০০৮ শুনল বামনা চিঁড়ার নাম, থুইল বামনা হাতের কাম॥

৯০০৯ ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ।[১]

[১ 'ময়রা দিদির মতন সতীন, ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ'—জামাই বারিক]

৯০১০ সকল দিন হাটে-বাটে, রাত হ'লে ঘোমটা আঁটে।

৯০১১ সতের পথে থাকলে, বলে—আধেক রাতে অন্ন মেলে।

৯০১২ সবাই বলে—হরিণ যায়, কানাও বলে—হরিণ যায়।

৯০১৩ সারা বছর থুইয়া, মাগেরে সে মারছিল বিষু দিন[১] চাহিয়া।

[১ বিষুব সংক্রান্তি]

৯০১৪ সম্বল থাকতে রেখে খেও, বেলা থাকতে বাড়ী যেও।

৯০১৫ সয় জন[১] বড়, না, কয় জন[২] বড়।

[১ যে সহ্য করে। ২ যে কথা কয়]

৯০১৬ সহজে ঘটক জাতি বড়ই চতুর।[১]

[১ বিজয় গুপ্ত, মনসামঙ্গল। 'না করে মিথ্যারে ভয় বিশেষে ঘটক'—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী]

৯০১৭ সাত সতীনের সাত কৌটা, মাঝে আমার অব্‌ভরের কৌটা।
অব্‌ভরের কৌটা নাড়ি চাড়ি, সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি॥[১]

[১ পল্লীগীতির ছড়া। নং ৬৪৪৪, ৮৮৫১, ৮৮৭০]

৯০১৮ সাপ বেড়ায় আনাচে-কানাচে ।

৯০১৯ সাহসে ভজতে লক্ষ্মীঃ ।

৯০২০ সাজিয়া-গুজিয়া রইলাম, খোঁপা টন্‌টনিয়ে মইলাম[১] ।

[১ মরিলাম]

৯০২১ সুযোগ পেলে ছাড়ে না নাগে আর বাঘে ।

৯০২২ সে ছেলে কি আসে বাঁচতে, সে ছেলে আসে শুধু ছলতে ।

৯০২৩ সেজে-গুজে পেঁচা রাজা ।[১]

[১ নং ৮২৫৭]

৯০২৪ সে-দিন আর নাই রে নাতি, মিঠাই খাওয়া পাত পাতি' ।

৯০২৫ সেবকান্নং পুরাতনম্ ।[১]

[১ নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং নব্যা স্ত্রী নূতনং গৃহম্ । সর্ব্বত্র নূতনং শস্তং সেবকান্নে পুরাতনে ।—চাণক্যধৃত । পা—ভৃত্যমন্নং]

৯০২৬ সেয়ানা ধাতের ছা, জেগে করে না রা ।

৯০২৭ হওয়া পুত মরে যায়, হবু পুতের মল গড়ায় ।

৯০২৮ হাঁটতে যে গাও[১] নড়ে, তাও কাজের লেখায় ধরে[২] ।

[১ শরীর । ২ অর্থাৎ তাহাও কাজের হিসাবের মধ্যে ধরা হয়]

৯০২৯ হাতে হলুদ না লাগলে রাঁধুনী হয় না ।

৯০৩০ হাভাতের বাপের দেশ, বীচে কলাও সন্দেশ ।

৯০৩১ হাকিমও কাছারী থেকে নামল, আমারও মুখ ছুটল।

পুনশ্চ

৯০৩২ অন্নপ্রাশনের অন্ন ওঠা ।[১]

[১ অত্যন্ত জুগুপ্সিত দ্রব্য সম্বন্ধে বলা হয় । 'দক্ষিণ দেশের মেয়েরা গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিয়া থাকে, তাহাতে এমন দুর্গন্ধ জন্মায় যে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে পড়ে'—নবীন তপস্বিনী]

৯০৩৩ আপনার ঘরে ধন, মেলে সর্ব্বক্ষণ ।
পরের ঘরে ধন, ব'সে দিন গোণ ॥

৯০৩৪ আজ খেতে কাল নেই।[১]

[১ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত]

৯০৩৫ আজ নয় কাল।[১] হচ্ছে হবে।[১]

[১ দীর্ঘসূত্রতা]

৯০৩৬ আমের আনা, মাছের কোনা।[১]

[১ গাছে যত আম ধরে তার এক আনা পাইলেই প্রচুর হয়। যে পাত্রে মাপিয়া মাছের ডিম বা চারা মাছ পুকুরে ফেলা হয়, তাহার এক কোনা বা ছানা পাইলেই যথেষ্ট]

৯০৩৭ আহার ওষুধ দুই হওয়া।[১]

[১ 'একটু নড়াচাড়া ভাল গো,…চারিটি সজনে ফুল কুড়িয়ে আনো দিকি, আহার ওষুধ দুই হবে'—কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়]

৯০৩৮ কখন্ আছে কখন্ নেই।[১]

[১ ক্ষণবিধ্বংসী]

৯০৩৯ কথার ভট্‌চায্যি।[১]

[১ যে পাকা-পাকা কথা বলে। 'কথার ভট্‌চায্যি হয়েছেন! তুই থাম্ বাপু হাঁ'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়]

৯০৪০ কথার মতন কথা।[১]

[১ 'এত দিন পরে একটা কথার মতন কথা শোনা গেল'—স্বর্ণকুমারী দেবী]

৯০৪১ কৃষ্ণের জীব।[১]

[১ দুর্ব্বল ও অক্ষম, স্বভাবতই মমতা আকর্ষণ করে। 'তারপর সেই কৃষ্ণের জীব কুকুরটিকে তুলিয়া লইয়া নিজ ওভারকোটের বৃহৎ পকেটের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া হন্ হন্ করিয়া করিয়া পথ চলিতে লাগিল'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়]

৯০৪২ গঙ্গামণ্ডল[১] বিকিয়ে যাওয়া।

[১ শোভাবাজার রাজাদের চট্টগ্রামস্থিত বিস্তৃত জমিদারী। অর্থাৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া]

৯০৪৩ গণেশ ওলটানো।[১]

[১ কারবারে দেউলিয়া হওয়া। গণেশের পূজার বা মূর্ত্তির দ্বারা দোকান-খোলা আরম্ভ হয়।—তেমনি 'লালবাতি জ্বালানো']

৯০৪৪ গাড়ি, ঘোর রে ঘোর।

এইখানে পেয়েছি আমি গণ্ডগোলের ওর[১] ॥

[১ ওর=সূত্র, খেই]

৯০৪৫ চারটে হাত বেরনো।[১]

[১ অর্থাৎ চতুর্ভুজ হওয়া, নং ২৮৯০]

৯০৪৬ চোখ কান বুজিয়ে থাকা।[১]

[১ অর্থাৎ নীরবে কষ্ট সহ্য করা। 'মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা'—মেঘদূত]

৯০৪৭ চোখে মুখে কথা কওয়া।[১]

[১ অতিশয় চতুর ও বাক্‌পটু]

৯০৪৮ জমিদারী লাটে ওঠা[১]।

[১ নিলাম হওয়া, রাজস্ব-প্রদানের অভাবে। অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত হওয়া]

৯০৪৯ জাত বিনতি[১] ঝগড়া।

[১ বিনিময়ে]

৯০৫০ জিব বেরিয়ে পড়া।[১]

[১ ক্লেশ বোধ করা। 'অমনিতেই ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে জিব বেরিয়ে পড়ে'—রবীন্দ্রনাথ]

৯০৫১ তুলোধুনা করা। তুলোরাম খেলারাম করা।[১]

[১ বিপর্য্যস্ত বা তোলপাড় করা]

৯০৫২ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়া।[১]

[১ 'যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ভারতবর্ষ ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছিল, তখন শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—তোমরা বেদ মানিবে কেন? বেদ মানিও না'—বঙ্কিমচন্দ্র]

৯০৫৩ দিন আনে, দিন খায়।[১]

[১ অস্বচ্ছল জীবনযাত্রা]

৯০৫৪ ধরণী দ্বিধা হও।[১]

[১ লজ্জায় অপমানে চরম হতাশা। সীতার পাতাল প্রবেশ হইতে]

৯০৫৫ ধরা পড়েছে জয়মিত্তির[১]।

[১ কথিত আছে, কলিকাতার কোনও ধনাঢ্য নিরক্ষর ব্যক্তি

খবরের কাগজ উল্টা করিয়া ধরিয়া পড়িবার ভাণ করিতেন। ভাণ ধরা পড়িলে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন যে, এরূপ অনেকেই করে, দোষ কেবল জয়মিত্তিরের বেলায়!]

৯০৫৬ ধর্ম্মের ডাক ডাকা।[১]

[১ অর্থাৎ নামমাত্র বেগারঠেলা ডাক দেওয়া। 'সাড়া দিন বাবা, নইলে সে তিনটি বার ধর্ম্মের ডাক ডেকে হয়ত চলেই যাবে' —প্রভাত মুখোপাধ্যায়]

ধুনোর গন্ধে মনসা নাচে, নং ১১১৪ দ্রষ্টব্য।

৯০৫৭ ধোপার কুকুর, না ঘরের, না ঘাটের।[১]

[১ দুয়ের বার। হিন্দী প্রবাদের অনুবাদ?]

৯০৫৮ নল্‌চে-খোল দুই বদলানো।[১]

[১ অর্থাৎ আমূল পরিবর্ত্তন]

৯০৫৯ নমো নমো ক'রে সারা।[১]

[১ অর্থাৎ সংক্ষেপে সারা। 'পূজার সময় সাবেক কালের ধুমধাম চলিল না, নমো নমো করিয়া কাজ সারিতে হইল'—রবীন্দ্রনাথ]

৯০৬০ নাম করলে হাঁড়ি ফাটে[১]।

[১ অত্যন্ত কৃপণের নামের গুণে অন্ন জোটে না!]

৯০৬১ পিঁপড়ের গর্ত্তে লুকানো।[১]

[১ ব্যঙ্গে—অত্যন্ত ভীত হওয়া]

৯০৬২ পিঁপুল পাকা।[১]

[১ অর্থাৎ উঠতি বয়সে কদভ্যাসে পরিপক্ব]

৯০৬৩ বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো।[১]

[১ আধুনিক চল্‌তি কথা। অর্থাৎ বোকা বোঝানো]

৯০৬৪ বিরাশী সিক্কার ওজন।[১]

[১ বাজার চল্‌তি সের আশী সিক্কা। অতিরিক্ত ভারি। 'পণ্ডিত মহাশয় আর সহ্য করিতে পারিলেন না, বিরাশী সিক্কার ওজনে ছাত্রের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন'—বঙ্কিমচন্দ্র]

৯০৬৫ বিশ বাঁও[১] জলে পড়া।

[১ নদীর গভীরতার মাপ; বাঁও=সাড়ে তিন হাত। অর্থাৎ এমন বিপদে তলিয়ে যাওয়া যে পুনরুদ্ধার দুরূহ]

৯০৬৬ বেদবাক্য।[১]

[১ অর্থাৎ অভ্রান্ত সত্য। 'দাদা বলেছেন তাই একেবারে বেদবাক্যি'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়]

৯০৬৭ বেলপাতা শোঁকান।[১]

[১ যাত্রাকালে বিল্বপত্র আঘ্রাণ করার প্রথা ছিল। অর্থাৎ অবাঞ্ছিতকে বিদায় করা]

৯০৬৮ ভূষণোর বাঙাল।[১]

[১ যশোহর জিলার অন্তর্গত ভূষণা। অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে। 'কেন আমরা কি ভূষণোর বাঙাল ? তাই মাথা কামাইতে এক পয়সার পরিবর্ত্তে এক আধুলি দিব ?'—দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন]

৯০৬৯ ভেরেণ্ডা ভাজা।[১]

[১ কর্ম্মহীন জীবন যাপন করা]

৯০৭০ মা গঙ্গাই জানেন।[১]

[১ অর্থাৎ আর কেহ জানে না বা বিশ্বাস করে না। 'এতগুলো টাকা এই অলবড়ে লোকটাকে ধার দেব, শোধ যা করবে তা মা গঙ্গাই জানেন'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়]

৯০৭১ মাথায় পাগড়ি ও।[১]

[১ অর্থাৎ ভদ্রবেশধারী। 'যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি ও হইলেন, তিনি গিয়া বেলভিডিয়ারে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন'—বঙ্কিমচন্দ্র]

৯০৭২ মাথার চুল বিকিয়ে যাওয়া।

[১ 'দেনায় দেনায় মাথার চুল অবধি বিকিয়ে যাবার যো হয়েছে' —প্রভাত মুখোপাধ্যায়]

৯০৭৩ মানুষ চরিয়ে খাওয়া।

৯০৭৪ মায়ের[১] অনুগ্রহ।

[১ অর্থাৎ বসন্ত রোগের দেবী মা শীতলার। 'আমাদের মতি মোড়লের ছেলের সর্ব্বাঙ্গে মায়ের অনুগ্রহ হয়েছে—দেহে তিল রাখিবার স্থান নেই'—শরৎচন্দ্র]

৯০৭৫ মাসীমার কুটুম।[১]

[১ অর্থাৎ দূরসম্পর্কীয় ব্যক্তি। 'ভারি ত আমাদের মাসীমার কুটুম, পরমুণ্ডে দুবেলা খাচ্ছেন দাচ্ছেন'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়]

৯০৭৬ মিঠের লোভে খায় পিটে, যদিও এঁটো লাগে মিঠে।

৯০৭৭ যমে মানুষে টানাটানি।[১]

[১ অতি কঠিন রোগ]

৯০৭৮ যমের দক্ষিণ দ্বার।[১]

[১ যমালয়ের প্রবেশ-পথ। নং ২৬৬০]

৯০৭৯ যে তিমিরে সে তিমিরে।[১]

[১ 'তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে'—গোবিন্দচন্দ্র রায়। 'তাঁহার (নিউটনের) অলৌকিক প্রতিভাসত্ত্বেও প্রকৃতি আজ যে তিমিরে সে তিমিরে'—চন্দ্রনাথ বসু]

৯০৮০ যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাওয়া।[১]

[১ অনির্দ্দিষ্ট যাত্রা। গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গলে প্রযুক্ত]

৯০৮১ রাম খাই কি রাবণ খাই।[১]

[১ প্রচণ্ড বুভুক্ষা]

৯০৮২ লেজ মোটা হওয়া।[১] লেজে খেলান।[২]

[১ গর্ব্বিত হওয়া। ২ চাতুরীর দ্বারা হয়রান করা]

৯০৮৩ শ-কার ব-কার করা।[১]

[শালা ইত্যাদি অভদ্রোচিত গালি দেওয়া। 'ভৈরব বাস্তবিক রমেশের শুভানুধ্যায়ী; তাই সে জানাইতে আসিয়াছিল যদি সময়মত অকুস্থানে উপস্থিত হইয়া শ-বকার ব-কার চীৎকার করিয়া দুটো কৈ-মাগুর ঘরে আনিতে পারা যায়'—শরৎচন্দ্র]

৯০৮৪ শয্যাকণ্টকী।[১]

[১ শারীরিক বা মানসিক কষ্টে যাহার শয্যা কণ্টকের মত]

৯০৮৫ শাকে মাছে এক করা।

৯০৮৬ শিবহীন যজ্ঞ।[১]

[১ দক্ষযজ্ঞের বৃত্তান্ত হইতে। 'এই যে আমার পোষ্যপুত্র লওয়া—সে ত আপনার প্রসাদাৎ। আপনি না থাকিলে এ সব শিবহীন যজ্ঞের মত হইবে'—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

৯০৮৭ ষোল কলায়[১] পূর্ণ।

[১ চন্দ্রের ষোল কলার মত]

৯০৮৮ সর্পে রজ্জুভ্রম।[১]

[১ বেদান্তের সুবিদিত উপমা। 'যদি আমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে—এমন সর্পে রজ্জুভ্রম অনেকেরই হয়—তবে আপনার উচিত যে পৃথক আসনে উপবেশন করেন'—বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ]

৯০৮৯ সর্ব্ব দোষ হরে গোরা।[১]

[১ অর্থাৎ সুন্দর চেহারার সব ভাল। 'সহরে সৌখীন লোকে ধবধবে রংটা আগে চায়, সর্ব্বদোষ হরে গোরা'—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

৯০৯০ সসেমিরে অবস্থা।[১]

[১ অর্থাৎ সঙ্কটাপন্ন মৃতকল্প অবস্থা। দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকায় বর্ণিত রাজপুত্র উন্মাদগ্রস্ত ও বাক্‌শক্তিহীন হইলে মুখে কেবল স সে মি রা এই চারিটি বর্ণ উচ্চারিত হইত]

৯০৯১ সাড়ে চুয়াত্তর।

[১ খুলিয়া পড়া নিষেধ করিবার জন্য গোপনীয় পত্রের বাহিরে ৭৪॥০ এই শপথ লিখিত হইত]

৯০৯২ সূর্য্য কোন্ দিকে (বা পশ্চিম দিকে) উঠেছে।[১]

[১ অপ্রত্যাশিত ঘটনা]

সাপের বা (কেউটে সাপের) লেজ দিয়ে কান খুজলান, নং ৮৯৫৮।

৯০৯৩ হয় ত কট্‌কট্, নয় ত ঝন্‌ঝন্।

[১ একবার কম, একবার বেশি কষ্টে অস্বস্তি]

৯০৯৪ হাঁটুর বয়সী।[১]

[১ নিতান্ত ছোট]

৯০৯৫ হাড়ভাঙা[১] খাটুনি।

[১ অতিরিক্ত কঠিন]

৯০৯৬ হাত (বা হাত-পা) কামড়ানো।[১]

[১ আপশোষ করা]

৯০৯৭ হাত পুড়িয়ে খাওয়া।[১]

[১ স্বপাক ভোজন]

৯০৯৮ হাতের জল শুদ্ধ হওয়া।[১]

[১ বিবাহ হওয়া—পূর্ব্বপুরুষের তর্পণের যোগ্যতা লাভ করা।

'ঠাকুরের কি ও পাট নাই না কি? হাতের জল পর্য্যন্ত শুদ্ধ হয়নি'—অমৃত বসু]

৯০৯৯ হুঁকো নাপিত বন্ধ।[১]

[১ একঘরে হওয়া। 'ভদ্র সমাজে তাঁর হুঁকো বন্ধ'—বিয়ে-পাগলা বুড়ো]

৯১০০ হেটে কাঁটা উপরে কাঁটা।[১]

[১ অপরাধীর পদতলে ও মস্তকের উপর কাঁটা রাখিয়া জীবন্ত সমাধি। 'হেটেয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক। ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক '—রবীন্দ্রনাথ]

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

কৃষিসম্বন্ধীয় খনার বচন

বন্যা, মড়ক, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি

১ শনি রাজা মঙ্গল পাত্র। চষ খোঁড় এই মাত্র ॥[১]

[১ নং ৭৮৪২]

২ কানার ছাতা বুধের মাথায়[১]। ক্ষেতের ফসল রাখব কোথায় ॥

[১ বুধ রাজা, শুক্র মন্ত্রী]

৩ বুধ রাজা মন্ত্রী শুক্র। শস্য হবে পুরা ক্ষেত্র ॥[১]

[১ উপরের প্রবাদের রূপান্তর মাত্র]

৪ মরণ, ধরণ, পানি, বরাহ[১] বলে তিন নাহি জানি ॥

[১ জ্যোতির্ব্বিদ বরাহ]

৫ পূর্ব্ব[১] আষাঢ় দখিনা বায়, সেই বৎসর বন্যা হয়।

[১ পা—পূর্ণ]

৬ আমে[১] বান, তেঁতুলে[১] ধান।

[১ যে বৎসর আম বা তেঁতুল প্রচুর হয়।—নং ৬০০]

৭ বামুন, বাদল, বান, দক্ষিণা পেলেই যান।[১]

[১ নং ৫৭১৯]

৮ প্রথম বছরে[১] ঈশানে বায়। হবেই বর্ষা কয় খনায় ॥

[১ বর্ষার প্রারম্ভে]

৯ শ্রাবণে বয় পূবে বায়। হাল ছেড়ে চাষা বাণিজ্যে যায় ॥
ভাদ্র আশ্বিন বহে ঈশান। কাঁধে কোদাল নাচে কৃষাণ ॥
বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়। সেই বৎসর বর্ষা হয়[১] ॥
ভাদুরে মেঘে পূবে[২] বায়। সে দিন বৃষ্টি কে ঘোচায়[৩] ॥

[১ পা—হবেই বর্ষা খনা ডেকে কয়। ২ পা—বিপরীত। ৩ পা—সেদিন বড় বর্ষা হয়]

১০ চৈতে কুয়া[১], ভাদরে বান। নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান্[২] ॥

[১ কুয়াসা। ২ মড়ক হয়।—নং ৩০৭১]

১১ পৌষের কুয়া, বৈশাখের ফল। য'দিন কুয়া ত'দিন জল ॥[১]

[১ পৌষ মাসে যতদিন কুয়াসা হইবে বৈশাখে তত দিন বৃষ্টি হইবে]

১২ যত কুয়া আমের ক্ষয়, তাল তেঁতুলের কিবা হয়।[১]

[১ নং ৬৯৮০]

১৩ শনির সাত, মঙ্গলের তিন। আর সব দিনে দিন ॥[১]

[১ যে বারে বর্ষা নামিলে যতদিন স্থায়ী হয়।—নং ৭৮৪১]

১৪ কর্কট ছরকট্[১], সিংহ শুকা[২], কন্যা কানে কান[৩]।
বিনা বায়ে বর্ষে তুলা[৪], কোথা থুবি ধান ॥

[১ শ্রাবণে প্রচুর বৃষ্টি। ২ ভাদ্রে রৌদ্র। ৩ আশ্বিনে মাঠে কানায় কানায় জল। ৪ কার্ত্তিকে বিনা ঝড়ে মন্দ জল]

১৫ জাওলা তাতে চাষা মাতে।[১]

[১ ধান যখন ছোট তখন রৌদ্র পাইলে শস্য প্রচুর হয়]

১৬ কি কর শ্বশুর লেখাজোকা। আষাঢ়ে নবমী শুকল পাখা[১] ॥
যদি বর্ষে মুষল ধারে। মাঝ সমুদ্রে বগা চরে[২] ॥
যদি বর্ষে ছিটে-ফোঁটা। পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা[৩] ॥
যদি বর্ষে ঝিমি-ঝিমি। শস্যের ভার না সহে মেদিনী ॥
হেসে চাকি[৪] বসেন পাটে। চাষার গরু বিকায় হাটে ॥[৫]

[১ আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষ নবমী তিথিতে। ২ অনাবৃষ্টি হয়। ৩ পা—যদি বর্ষে ঘাণাঘুণা। পর্ব্বতে হয় মীনের থানা ॥—অর্থাৎ প্রচুর বৃষ্টি হয়। ৪ সূর্য্য। ৫ পা—শস্য সেবার হয় না মোটে]

১৭ কার্ত্তিকের ঊনো জলে। দুনো ধান খনা বলে ॥[১]
বৈশাখী বোনা আষাঢ়ী রোয়া। জায়গা হয় না ধান থোয়া ॥

[১ পা—কার্ত্তিকের দল ঊনো। ধান হয় দুনো ॥

১৮ আষাঢ়ে কাড়ান[১] নামকে[২]। শাওনে কাড়ান ধানকে ॥
ভাদ্দরে কাড়ান শীষকে। আশ্বিনে কাড়ান কিস্‌কে ॥[৩]

[১ চাষ-আবাদের উপযুক্ত প্রচুর বৃষ্টি হওয়াকে কাড়ান লাগা বলে। ২ আষাঢ়ে কাড়ানে ধান নাম মাত্র হয়। পা—

আষাঢ়ে কাড়ান পায় কে। অর্থাৎ, কোন্ ভাগ্যবানে পায় ? কালে-ভদ্রে ক্বচিৎ কখনো পায়। ৩ পাঠান্তর—'আষাঢ়ে রোয় ফলকে (= উত্তম শস্য হয়)। শ্রাবণে রোয় দলকে (= ঝাড় হয়)। ভাদ্রে রোয় তুষকে (= কেবল তুষ হয়)। আশ্বিনে রোয় কিস্‌কে (= কিছুই হয় না) ॥']

১৯ পৌষ[১] গরমি বোশেখ জাড়া। প্রথম আষাঢ়ে[২] ভরে গাড়া ॥
খনা বলে শুন হে স্বামি। শ্রাবণ ভাদরে[৩] হবে না পানি ॥
[১ পা—চৈত। ২ পা—জ্যৈষ্ঠে। ৩ পা—আষাঢ় শ্রাবণ]

২০ যদি বর্ষে আগনে[১]। রাজা যায় মাগনে ॥
যদি বর্ষে পুষে। কড়ি হয় তুষে ॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজা পুণ্য দেশ ॥[২]
যদি বর্ষে ফাগুনে। চিনা কাউন দ্বিগুণে ॥
চৈতে বৃষ্টি নাশে রিষ্টি। চাষার ক্ষেতে শুভ দৃষ্টি ॥[৩]
[১ অগ্রহায়ণ মাসে।—নং ৭.৫২। ২ নং ৪৩১৭। ৩ পা—যদি হয় চৈতে বৃষ্টি। তবে হয় ধানের সৃষ্টি ॥]

২১ চৈতে থর থর। বৈশাখে ঝড় পাথর[১] ॥
জ্যৈষ্ঠে তারা ফুটে। তবে জানবে বর্ষা বটে ॥
[১ শিলাবৃষ্টি]

২২ দিনে জল রাতে তারা। এই দেখবে শুকোর ধারা ॥
দিনে রোদ রাতে জল। তা'তে বাড়ে ধানের বল ॥

২৩ দুপুক-দাপুক কার ঘরে। আষাঢ় শ্রাবণ যার তরে ॥
এখন করলে হয়। মাথামুড় কুড়লেও নয় ॥

২৪ বৈশাখের প্রথম জলে। আউশ ধান দ্বিগুণ ফলে ॥
খনা বলে শুন ভাই। তুলায় তুলা[১] অধিক পাই ॥
[১ কার্তিক মাসে সুবৃষ্টি হইলে তুলা ভাল হইবে]

২৫ জ্যৈষ্ঠে খরে[১] আষাঢ়ে ঝরে[২]। কেটে মেড়ে গোলা ভরে[৩]।
[১ পা—মারে। ২ পা—ভরে। ৩ পা—ঘরে পোরে।—অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে রৌদ্র ও আষাঢ়ে বর্ষা হইলে ফসল ভাল হয়। পা—জ্যৈষ্ঠে শুকা আষাঢ়ে ধারা। শস্যের ভার না সহে ধরা ॥]

২৬ জ্যৈষ্ঠে শুখা আষাঢ়ে ধারা। শস্যের ভার সয় না ধরা॥[১]

[১ উপরের বচনের রূপান্তর]

২৭ যদি বর্ষে মকরে[১]। ধান হয় টেকরে[২]।

[১ মাঘ মাসে। ২ উচ্চভূমিতে। পা—টিকরে]

২৮ মাঘ মাসে বর্ষে দেবা। রাজা ছেড়ে[১] প্রজার সেবা।[২]

[১ পা—ছাড়ে। ২ অর্থাৎ প্রচুর শস্য হওয়ার দরুণ রাজার অপেক্ষা প্রজার আদর বেশি]

২৯ কি কর শ্বশুর লেখাজোকা। মেঘেই বুঝবে জলের লেখা॥
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা। মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা'॥
বল গে চাষায় বাঁধতে আল। আজ না হয় হবে কাল॥

৩০ মেঘ হয়েছে কোদালে কাটা। বাতাস দিচ্ছে লাটাপাটা॥
কি করিস্, চাষা, বাঁধ্ গে আল। বৃষ্টি হবে আজ না কাল॥[১]

[১ উপরের বচনের রূপান্তর]

৩১ পশ্চিমের ধনু[১] নিত্য খরা। পূবের ধনু বর্ষে ধারা॥[২]
পূবেতে উঠিলে কাঁড়[৩]। ডাঙ্গা ডোবা একাকার॥

[১ ইন্দ্রধনু। ২ নং ৪৯১৮। ৩ কাণ্ড, ইন্দ্রধনু]

৩২ দূর সভা[১] নিকট জল। নিকট সভা রসাতল[২]॥

[১ চন্দ্রমণ্ডল। ২ অনাবৃষ্টি।—নং ৪২১৪]

৩৩ চাঁদের সভা মধ্যে তারা। বর্ষে পানি মুসল-ধারা॥

৩৪ বেঙ ডাকে ঘন ঘন, শীঘ্র বৃষ্টি হবে জেনো॥

৩৫ ফাগুনে রোহিণী যত্নে চাই। আগামী বৎসর গণিয়া পাই॥
সপ্তমী অষ্টমী হয় ধান।
নবমী বন্যা, দশমী নির্ম্মূল পাতান॥[১]

[১ তিথিভেদে ফাল্গুন মাসের ফল]

৩৬ মধুমাসে[১] ত্রয়োদশ দিনে রয় শনি।
খনা বলে সে বৎসর হবে শস্যহানি॥

[১ চৈত্রমাসে]

৩৭ চৈতের তের শনির ঘরে। কাঠার ফসল কুড়োয় ধরে ॥[১]

[১ ১৩ই চৈত্র শনিবার হইলে অল্প শস্য হয়। উপরের বচনের রূপান্তর]

৩৮ মধুমাসে প্রথম দিনে হয় যেই বার।

রবি শোষে, মঙ্গল বর্ষে, দুভিক্ষ বুধবার ॥[১]

সোম শুক্র গুরু আর। পৃথ্বী সয় না শস্যের ভার ॥[২]

পাঁচ শনি পায় মীনে। শকুনি মাংস না খায় ঘৃণে ॥[৩]

[১ চৈত্র মাসের প্রথম দিন রবিবার হইলে অনাবৃষ্টি, মঙ্গলবার হইলে বৃষ্টি, বুধবার হইলে দুভিক্ষ। ২ সোম, শুক্র, বৃহস্পতিবার হইলে প্রচুর শস্য। ৩ এক চৈত্রে পাঁচ শনিবার হইলে মড়ক]

৩৯ পাঁচ রবি মাসে পায়। ঝরায় কিংবা খরায় যায় ॥[১]

[১ এক মাসে পাঁচ রবিবারের ফল অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি]

সময়বিশেষে ভূমিকম্প

৪০ ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী—শুন, পতির পিতা।

ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা ॥

রাজ্যনাশ, গোনাশ, হয় অগাধ বান।

হাতে কাঠা[১] গৃহী ফেরে, কিনতে পায় না ধান ॥

[১ ধান্যাদির পরিমাণ পাত্র]

হলচালন

৪১ শুভক্ষণ দেখে করবে যাত্রা। পথে যেন না হয় অশুভ বার্ত্তা ॥

মাঠে গিয়ে আগে দিক-নিরূপণ। পূর্ব্বদিক হতে হল-চালন ॥

যা কিছু আশা পুরবে সকল। নাহি সংশয় হবে ফসল ॥

৪২ পূর্ণিমায় অমায় যে ধরে হাল। তার দুঃখ সর্ব্বকাল ॥

তার বলদের হয় বাত। ঘরে তার না থাকে ভাত ॥

খনা বলে—আমার বাণী। যে চষে তার হবে হানি[১] ॥

[১ পা—যে চষে তার প্রমাদ গণি]

৪৩ গাঁ গড়ানে ঘন পা[১]। যেমন মা তেমনি ছা ॥

[১ জমি গড়ানে হইলে ঘন রুইতে হয়।—নং ২৪৩৫]

৪৪ থেকে বলদ না বয় হাল, তার দুঃখ সর্ব্বকাল ॥[১]

[১ পাঠান্তরের জন্য নং ৩০১ দ্রষ্টব্য]

৪৫ বাড়ীর কাছে ধান গা'। যার মার আছে ছা' ॥
বাপ বেটায়[১] চাষ চাই। তা অভাবে সোদর ভাই ॥[২]

[১ পা--আঁতে পুতে। ২ নং ৫৬৬৩]

৪৬ মাঘের মাটি হীরের কাঁঠী, ফাগুনের মাটি সোনা ॥
চৈতের মাটি যেমন তেমন, বৈশাখের মাটি নোনা ॥[১]

[১ নং ৬৫৬৮]

৪৭ খাটে খাটায় লাভের গাঁতি। তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি ॥
ঘরে ব'সে পুছে বাত। তার কপালে হাভাত ॥[১]

[১ পাঠান্তরর জন্য নং ২১৭১ দ্রষ্টব্য]

৪৮ খাটে খাটায় দুনো পায়, ব'সে খাটায় আধা পায় ॥[১]

[১ নং ২১৭০]

গরু কেনা

৪৯ ছ'ঘর ন'ঘর ভাগ্যে পাই। সাতুল দেখে দূরে পলাই ॥[১]
গরু চিন্ বা না চিন্, ধলা ঘুঁচি দেখে কিন ॥[২]

[১ ছয়টি বা নয়টি দাঁতবিশিষ্ট গরু ভাল, সাতটি দাঁত থাকা ভাল নয়। নং ৮৮০৯। ২ পা—চিনিস্ বা না চিনিস্ ঘুঁচি দেখে কিনিস্। নং ৩০২৩]

৫০ গাই কিনবে দুয়ে, বলদ কিনবে বেয়ে।[১]

[১ নং ২৪২৯]

৫১ গাই কিনবে খেঁকরা, বউ আনবে নেক্‌রা ॥[১]

[১ নং ২৪২৮]

ধান্যাদি

৫২ ষোল চাষে মূলা, তার অর্দ্ধেক তুলা।
তার অর্দ্ধেক ধান, বিনা চাষে পান ॥[১]

[১ অর্থাৎ কোন্ কোন্ ফসলের জন্য কি রকম চাষের প্রয়োজন]

৫৩ শ্রাবণের পুরো ভাদ্রের বারো। এর মধ্যে যত পারো ॥[১]

[১ ধান্য রোপণের সময়]

৫৪ কোল পাতলা ডাগর গুছি। লক্ষ্মী বলেন—ঐখানে আছি ॥[১]

[১ নং ২০৭৫]

৫৫ ষাঠী[১] পাকে ষাট দিনে। যদি বর্ষে রাত দিনে ॥

[১ ষেটে ধান]

৫৬ আউশ ধানের চাষ। লাগে তিন মাস ॥

৫৭ বেদের কথা না হয় আন্। তুলা[১] বিনা না পাকে ধান ॥

[১ কার্ত্তিক মাস]

৫৮ থোড় তিরিশে, ফুলো বিশে, ঘোড়ামুখো তের।[১]
এই বুঝে, শ্বশুর ঠাকুর, কেনা বেচা কর ॥

[১ ধানের থোড় (গর্ভশস্য) হইলে ত্রিশ দিনে, ফুলিলে বিশ দিনে, ঘোড়ার মুখের মত বাঁকিয়া পড়িলে তের দিনে পাকে। পা—থোড় তিরিশে, ফুলোয় বিশে, ঘোড়ামুখ তের দিন জান, বুঝে তবে কাট ধান]

৫৯ আঁধার পরে[১] চাঁদের কলা। কতক কালা কতক ধলা ॥
উত্তরে উঁচো দখিনে কাত। ধারায় ধায় ধানের ধাত ॥
চাল ধান দুই সতা[২]। মিষ্টি হবে লোকের কথা ॥

[১ কৃষ্ণপক্ষের পরে। ২ পা—সস্তা]

৬০ পোষের মধ্যে ধান লাফা। খনা বলে দ্বিগুণের জাফা ॥[১]

[১ পৌষের মধ্যে ধান কাটিলে দ্বিগুণ লাভ। লাফা = বৃদ্ধি প্রাপ্ত]

৬১ আঘনে পৌটি, পৌষ ছৌটি। মাঘে নাড়া, ফাগুনে ফাঁড়া ॥[১]

[১ অগ্রহায়ণে ধান কাটিলে ষোল আনা, পৌষে ছয় আনা, মাঘে নাড়া মাত্র অবশিষ্ট, ফাল্গুনে কিছুই নয়]

৬২ শীষ দেখে বিশ দিন[১]। কাটতে মাড়তে দশ দিন॥

[১ বিশ দিন পরে ধান কাটা]

৬৩ আষাঢ়ের পঞ্চদিনে। রোপণ যে করে ধানে॥

সুখে থাকে কৃষীবল। সকল আশা হয় সফল॥

৬৪ আগে বাঁধো আলি। রোও তবে শালি[১]॥

না যদি ফল ফলে[২]। গালি পেড়ো খনা বলে[৩]॥

[১ আমন ধান। পা—আগে থাকতে বাঁধে আলি। তবে খায় নানা শালি॥ ২ পা—তাতে যদি না হয় শালি। ৩ পা—খনা বলে পেড়ো গালি; খনার নামে দিও গালি।—নং ৪১১৭]

রবিশস্যাদি

৬৫ কাতির পূর্ণিমা[১] কর আশা। খনা বলে—শোন্ রে চাষা॥

নির্ম্মল মেঘে যদি বাত বয়। রবিখন্দের[২] ভার ধরা না সয়॥

মেঘ করে রাত্রে হয় জল। তবে মাঠে যাওয়াই বিফল॥

[১ কাত্তিক-পূর্ণিমায় রাত্রি পরিষ্কার থাকিলে শস্য প্রচুর হয়। ২ রবিশস্য]

৬৬ ভাদ্রের চারি আশ্বিনের চারি[১]। কলাই রো'বি যত পারি॥

[১ ভাদ্রের শেষ ও আশ্বিনের প্রথম চারি দিন]

৬৭ আশ্বিনের উনিশ, কাত্তিকের উনিশ[১]।

বাদ দিয়ে যত পারিস মটর কলাই বুনিস্॥

[১ আশ্বিনের শেষ ও কাত্তিকের প্রথম উনিশ দিন]

৬৮ সরিষা-বনে কলাই মুগ। বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক[১]॥

[১ অর্থাৎ, একসঙ্গে ফসলের আনন্দে]

৬৯ ফাগুনের আট, চৈত্রের আট[১]। সেই তিল দা'য়ে কাট॥

[১ ফাল্গুনের শেষ ও চৈত্রের প্রথম আট দিন তিল রোপণের সময়]

৭০ কোদালে মান[১], তিলে হাল। কাতিরে ফাকার, মাঘে কাল[২]॥

[১ মানকচু। অর্থাৎ কোদাল দিয়া জমি পাট করিতে

হয়। ২ কার্তিক মাসে সাদা তিল ও মাঘ মাসে কালো তিল বুনিবে]

৭১ খনা বলে—চাষার পো। শরতের শেষে সরিষা রো' ॥

৭২ যদি থাকে টাকা করবার গোঁ। চৈত্র মাসে ভুট্টা গিয়ে রো' ॥

৭৩ ঘন সরিষা, পাতলা রাই। লেঙ্গে লেঙ্গে[১] কাপাস বাই ॥[২]
কাপাস বলে—কোষ্টা ভাই। জ্ঞাতি-পানি যেন না পাই ॥[৩]

[১ ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া। পা-নেঙ্গে নেঙ্গে। ২ সরিষা ঘন করিয়া, রাই ফাঁক ফাঁক করিয়া বুনিবে; কাপাস এমন বুনিবে যে ডিঙ্গাইয়া যাওয়া যায় ও দাঁড়াইয়া তোলা যায়। ৩ কোষ্টা পাটের জল লাগিলে কাপাস নিস্তেজ হয়, তাই এক ক্ষেতে বুনিবে না]

৭৪ হলে ফুল কাট শনা। পাট পাকিলে লাভ দ্বিগুণা ॥

৭৫ ঘন সরিষা বিরল তিল, ডেঙ্গে ডেঙ্গে কাপাস।
এমন ক'রে বুনবি শন, না ঢোকে বাতাস ॥

৭৬ আউসের ভুঁই বেলে। পাটের ভুঁই আঁটালে ॥

৭৭ যত হয় কলা কাপাসে, তত হয় সরিষা মাষে।

ধান ও পান

৭৮ খনা ডেকে ব'লে যান, রোদে ধান, ছায়ায় পান ॥[১]

৭৯ এক আঘনে ধান। তিন শাওনে পান ॥

৮০ আষাঢ়ে পান চাষাড়ে খায়। শ্রাবণে পান রাবণে পায়[১] ॥

[পাঠান্তরের জন্য নং ৬৭৩ দ্রষ্টব্য]

৮১ পান পোঁত শ্রাবণে। খেয়ে না ফুরায় রাবণে ॥[১]

[১ পা—শাওনের পান, রাবণে না খান]

আলু, লাউ, কুমড়া, শশা, লঙ্কা

৮২ বাঁশবনে বুনলে আলু। আলু গাছ হয় বেড়ালু ॥

৮৩ উঠান ভরা লাউ শশা। খনা বলে—লক্ষ্মীর দশা ॥

৮৪ চালভরা কুমড়া পাতা। লক্ষ্মী বলেন—আমি তথা ॥

৮৫ ছাইয়ে লাউ, উঠানে ঝাল। কর বাপু চাযার ছাওয়াল ॥

৮৬ লাউয়ের বল মাছের জল। ধেনো মাটিতে ঝাল প্রবল ॥[১]

[১ পা—মাছের জলে লাউ বাড়ে। ধেনো জমিতে ঝাল বাড়ে]

৮৭ ভাদরে আশ্বিনে না রুয়ে ঝাল।
যে চাষা ঘুমায়ে কাটায় কাল ॥
পরেতে কাতির আগন আসে।
বুড়ো গাছ ক্ষেতে পুঁতিয়া আসে ॥
সে গাছ মরিবে, ধরিবে ওলা।
পুরিতে হবে না ঝালের ঝোলা ॥

৮৮ আইল অন্তর শশা। যার যেমন দশা[১] ॥

[১ নং ১৮৯]

পটল, বেগুন, মূলা, আখ ইত্যাদি

৮৯ শোন্ রে বাপু চাযার বেটা। মাটির মধ্যে বেলে যেটা ॥
তাতে যদি বুনিস্ পটল। তাতেই তোর আশা সফল ॥

৯০ পটল বুনলে ফাগুনে। ফল বাড়ে দ্বিগুণে ॥

৯১ ব'লে গেছে বরাহের পো। দশটি মাসে বেগুন রো' ॥
চৈত্র বৈশাখ দিবি বাদ। ইথে নাই কোন বিবাদ ॥
ধরলে পোকা দিবি ছাই। এর ভাল উপায় নাই ॥
খরা ভূঁয়ে[১] ঢালবি জল। সকল মাসেই পাবি ফল ॥

[১ মাটি শুকালে]

৯২ খনা বলে—শুন শুন। শরতের শেষে মূলা বুন ॥
মূলার ভূঁই তুলা। কুশরের[১] ভূঁই ধূলা ॥

[১ ইক্ষু]

৯৩ আখ, আদা, পুঁই, এ তিন চৈতে রুই ॥

ওল, কচু

৯৪ ফাগুনে না রু'লে ওল। শেষে হয় গণ্ডগোল [১] ॥
ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ। কিন্তু তাতে নেইক দুখ ॥
[১ পা—অণ্ডগোল। অর্থাৎ ওল অতি ক্ষুদ্র হয়]

৯৫ নদীর ধারে পুঁতলে কচু। কচু হয় তিন হাত উঁচু ॥
কচুবনে ছড়ালে ছাই। খনা বলে তার সংখ্যা নাই ॥

৯৬ ওলে কুটি[১], মানে[২] ছাই। এইরূপে চাষ করগে ভাই ॥
[১ কুটাকাটা। ২ মানকচু]

হলুদ

৯৭ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রো'। দাবা পাশা ফেলিয়া থো' ॥
আষাঢ়ে শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি। ভাদরে নিড়ায়ে করবে খাঁটি ॥
এর অন্যথা পুঁতলে হলদি। পৃথিবী বলে—তাতে কি ফল দি'॥

তামাক

৯৮ তামাক বনে গুঁড়িয়ে মাটি। বীজ পুঁত গুটি-গুটি ॥
ঘন ঘন পুঁতো না। পোষের অধিক রেখো না ॥

আম, কাঁঠাল, তাল, খেজুর

৯৯ যদি না হয় আগনে বৃষ্টি। তবে না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি ॥

১০০ হাত বিশ করি ফাঁক। আম কাঁঠাল পুতে রাখ ॥
গাছ-গাছালি ঘন সবে না। গাছ হবে তার ফল হবে না ॥[১]
শোন্ রে মালী বলি তোরে। কলমে রো' শাওনের বারে ॥
সকল গাছ কাটি-কুটি। কাঁঠাল গাছে দিই মাটি ॥[২]
[১ নং ২৪৪১। ২ নং ৮০৭১]

১০১ এক পুরুষে রোপে তাল। পর পুরুষে করে পাল।
অপর পুরুষে ভুঞ্জে তাল ॥[১]
[১ পা—তার পর যে খাবে সে খাবে। তিন পুরুষে ফল পাবে]

১০২ বার বছরে ধরে তাল। যদি না লাগে গরুর লাল ॥

১০৩ খড় বাতানে খেজুর ছড়া। আপনি দিবে মাথা কাড়া ॥

কলা, নারিকেল, সুপারি

১০৪ আগে পুঁতে কলা। বাগ বাগিচা ফলা ॥
শোন্ রে বলি চাষার পো। ক্রমে নারিকেল পরে গো[১]।
[১ গুয়া, সুপারি]

১০৫ ডাক দিয়ে বলে রাবণ। কলা লাগাবে আষাঢ় শ্রাবণ ॥

১০৬ তিন শ' ষাট[১] ঝাড় কলা রুয়ে। থাক গেরস্থ[২] ঘরে শুয়ে ॥
রুয়ে কলা কেট না পাত।[৩] তাতেই কাপড় তাতেই ভাত ॥
শতেক ধেনু, হাজার কলা। কি করবে আকাল শালা ॥
[১ পা - একশ' আট। ২ পা—চাষা। ৩ পা—কলাপাতে দিস্‌নে হাত]

১০৭ ডাক দিয়ে বলে রাবণ। কলা রু'বি আষাঢ় শ্রাবণ ॥
রু'বি বটে খাবি নে। কলা তলায় যাবি নে ॥
লেগে যাবে জুঁয়ে[১]। কলা পড়বে শুয়ে ॥
[১ পোকা]
[আমাদের দেশে আষাঢ়-শ্রাবণে কলা পুঁতিবার নিয়ম আছে; কিন্তু মতান্তরও দেখা যায়, যথা—]

১০৮ সিংহ মীন বর্জ্জে[১]। কলা খাবে অর্জ্জে ॥
[১ ভাদ্র ও চৈত্র ব্যতীত সকল মাসে কলা রোপণ করিবে]

১০৯ কি কর শ্বশুর মিছে খেটে। ফাগুনে পোঁত এঁটে কেটে ॥
বেঁধে যাবে ঝাড়কে ঝাড়। কলা বইতে ভাঙবে ঘাড় ॥

১১০ ডাক দিয়ে বলে খনা। আষাঢ় শ্রাবণে কলা পুঁত না ॥

১১১ যদি পোঁত ফাগুনে কলা। কলা হবে মাস-ফসলা ॥

১১২ ভাদ্র মাসে রুয়ে কলা। সবংশে ম'লো রাবণ শালা ॥[১]
[১ পা—ভাদ্রে ক'রে কলা রোপণ। সবংশে মরল রাবণ]

১১৩ সাত হাতে তিন বিঘতে[১]। কলা লাগাবে বাপে পুতে ॥

[১ সাত হাত অন্তর দেড় হাত গর্ত্ত করিয়া। বিঘত=প্রায় আধ হাত]

১১৪ নলেক[১] অন্তর গজেক বাই[২]। কলা রুয়ে খেও ভাই ॥

[১ আট হাত। ২ তুই হাত গভীর]

১১৫ আট হাত অন্তর এক হাত খাই। কলা পোঁত গে চাষা ভাই ॥

[১ উপরের বচনের রূপান্তর]

১১৬ এক হাত মুটুম[১] কলা পোঁত। তবে দেখবে কলায় গোট ॥

[১ কনুই হইতে বদ্ধমুষ্টি পর্য্যন্ত পরিমাণ। মোট ১৸০ হাত]

১১৭ নারিকেল বারো, সুপারি আট[১]। এর ঘন তখনি কাট ॥

[আট হাত ও বারো হাত অন্তর পুঁতিবে]

১১৮ গো[১] নারিকেল নেড়ে পো[২]। আম টুকুরে[৩], কাঁঠালে ভো[৪] ॥

[১ গুয়া, সুপারি। ২ পোঁত। ৩ ছোট। ৪ ভুয়া। আম বা কাঁঠাল নাড়িয়া পুঁতিলে ছোট বা ভুয়া হয়]

১১৯ আট চার গো[১]। আম নাড়ায় টুকটুকি, কাঁঠাল নাড়ায় ভো ॥

[১ আট বা চার হাত অন্তর গুয়া গাছ। বাকি উপরের বচনের রূপান্তর]

১২০ তিন নাড়ায় গো[১]। তুয়ে তুয়ো, তিনে খাঁটি, আগে কাট কো[২]॥

[সুপারি গাছ তিনবার নাড়িয়া পুঁতিবে। ২ গর্ত্ত]

১২১ গো'য়ে গোবর, বাঁশে মাটি। অফলা নারিকেল শিকড় কাটি ॥

১২২ শোন রে বাপু চাষার পো। সুপারি-বাগে মান্দার থো ॥
মান্দার-পাতা পড়লে গোড়ে। ফল বাড়বে ঝট্‌পট্ ক'রে[১] ॥

[১ পা—ঝট্‌পট্ তার ফল বাড়ে]

১২৩ হাতে হাতে ছোঁয় না[১], মরা ঝাঁটি[২] রয় না।
খনা বলে—যখন চায় তখন কেন লয় না[৩] ॥

[১ নারিকেল গাছ এমনই বসাইবে যাহাতে একটির পাতা অপরের ঠেকে না। ২ মাথার শুকনো পাতা। ৩ যখন ইচ্ছা তখনি ফল পাওয়া যায়]

১২৪ খনা ডাক দিয়ে বলে। চিটা[১] দিলে নারিকেল-মূলে ॥
গাছ হয় তাজা মোটা। শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা ॥

[১ ধানের আগড়া]

১২৫ নারিকেল গাছে লুনে মাটি। শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে গুটি ॥

বাঁশ

১২৬ শুন বাপু চাষার বেটা। বাঁশঝাড়ে দাও ধানের চিটা[১] ॥
চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে। বিঘে ভূঁই বেড়বে ঝাড়ে ॥

[১ ধানের আগড়া]

১২৭ ফাগুনে আগুন[১], চৈত্রে মাটি[২]। বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি[৩] ॥
বাঁশ ছেড়ে বাঁশের পিতাম'কে কাটি ॥

[১ তলায় শুষ্ক পাতায় আগুন লাগাইবে। ২ গোড়ায় মাটি দিয়া কোঁড়কে বেড়িয়া দিবে। ৩ পা—তবে বাঁশের পরিপাটী। নং ৫৩৪০]

১২৮ দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ।
কাট, না কাট, বাড়ে বারো মাস ॥[১]

[১ নারিকেল কাটিয়া পাড়িলে বাড়ে, কিন্তু বাঁশ কাটিলে ঝাড় বাড়ে না।—নং ৪০৪৯]

১২৯ বাঁশের নাতি, কলার পো। বছর বছর তুলে রো' ॥

গাছের সার

১৩০ মানুষ মরে যা'তে। গাছলা সারে তা'তে ॥
পচলা সরায় গাছলা সারে। গোঁধলা[১] দিয়ে মানুষ মারে ॥

[১ পচা গোবর। নং ৬৬৬৯]

গৃহনির্ম্মাণ

১৩১ পূবে হাঁস[১], পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা।
দক্ষিণ ছেড়ে, উত্তরে বেড়ে[২], ঘর করগে পোতা জুড়ে ॥

[১ হাঁস চরিবার পুষ্করিণী। ২ উত্তর হইতে বাতাস যাহাতে না আসে। নং ৫১৯৩]

১৩২ নিম নিসিন্দা তেঁতুল তাল, ঘরে পুঁতো না কোনো কাল ॥

১৩৩ বক বকুল চাঁপা, তিন পুঁতো না বাপা ॥

গুটিকাপাত

১৩৪ যেবার গুটিকাপাত সাগর-তীরেতে।
সর্ব্বদা মঙ্গল হয় কহে জ্যোতিষেতে ॥
নানা শস্যে পরিপূর্ণা বসুন্ধরা হয়।
খনা কহে মিহিরকে—নাহিক সংশয় ॥

১৩৫ সাগরে গুটি শস্যে ভরা। সুখবছরা বসুন্ধরা ॥

যাত্রার শুভাশুভ লক্ষণ সম্বন্ধে খনার বচনের জন্য শব্দসূচীতে এই পর্য্যায়ে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় পরিশিষ্ট

প্রমাণ-পঞ্জী

প্রবাদ ও প্রবচন

(ক) সঙ্কলন

১ **দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ।** A Collection of Proverbs, Bengali and Sanscrit, with their Translation and Application in English. By the Rev. W. Morton, Senior Missionary of the Incorporated Society for propagating the Gospel in Foreign Parts. Calcutta: Printed at the Baptist Mission Press. Sold by Messrs. Thacker and Co. St. Andrew's Library, 1832. Pp. viii + 148 (Bengali Proverbs), 149-160 (Sanscrit Proverbs).

[ইংরেজী ভূমিকায় Chinsura, July 1832 এইরূপ তারিখ পাওয়া যায়। বাংলা প্রবাদের সংখ্যা দেওয়া আছে—৮০৩; সংস্কৃত—৮০৩-৮৭৩। দশ বারটি ছাড়া প্রায় সব বাংলা প্রবাদ-গুলিই লঙ সাহেবের পরবর্তী দুইখানি সংগ্রহে পাওয়া যায়]

২ **Bengali Proverbs,** translated and illustrated by W. Morton, in *Calcutta Christian Observer*, vol. iv, 1835, Pp. 177-7, 303-7, 532-37, 590-94.

[মর্টনের উক্ত গ্রন্থের পর সংগৃহীত অধিক প্রবাদ ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত; মোট সংখ্যা ১৫৬]

৩-৪ **প্রবাদমালা।** বঙ্গদেশীয় বিবিধ জানপদ ব্যবহার মূলক। Two Thousand Bengali Proverbs illustrating Native Life and Feeling. Calcutta 1868. Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 172 Bowbazar Road, for the Calcutta Vernacular Literature Society. পৃ ১-১৩৮।

[বর্ণানুক্রমে সজ্জিত প্রবাদ সংখ্যানুযায়ী—২৩৫৮। সঙ্কলয়িতার নাম নাই। কিন্তু ইহা যে Rev. J. Long সাহেবের প্রকাশিত প্রথম সংগ্রহ তাহাতে সন্দেহ নাই]

ইউরোপ ও এস্যা খণ্ডস্থ প্রবাদমালা। দ্বিতীয় ভাগ। বঙ্গীয় ভাষায় অনুবাদিত। Proverbs of Europe and Asia. Translated into the Bengali Language. Printed by Jaganmohana Tarkalankara, Kavyaprakasha Press, 168 Cornwallis Street, for the Calcutta School Book and Vernacular Literature Society, 9 Government Place East. 1869. পৃ ১-৯৪।

[পূর্ব্বোক্ত সংগ্রহের দ্বিতীয় ভাগ। ইংরেজী ভূমিকায় Rev. J. Long সাহেবের নাম রহিয়াছে। ইহা বাংলা প্রবাদের সংগ্রহ নয়। ইউরোপ ও এশিয়ার নানা ভাষার কতকগুলি প্রবাদ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। ভাষাগুলি হইতেছে—German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, French, Russian, Badagar, Malayalam, Tamil, Chinese, Punjabi, Marathi, Hindi and Oriya]

৫ **প্রবাদমালা।** এতদ্দেশীয় বিবিধ জনপদ ব্যবহার মূলক। কলিকাতা পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১৬ মার্চ্চ, সন ১৮৭২ সাল। Three Thousand Bengali Proverbs and Proverbial Sayings illustrating Native Life and Feeling among Ryots and Women. পৃ ১-১৭৪।

[এই সংগ্রহটিও J. Long সঙ্কলিত; পূর্ব্বোক্ত (৩-৪) প্রবাদমালা (দুই ভাগ) হইতে পৃথক। ভূমিকায় লঙ সাহেব লিখিয়াছেন : This little book completes the series of Proverbs and Proverbial sayings of Bengal which I have brought out in co-operation with Pandit Nobin Chunder Bunarjyea and other Native Gentlemen বর্ণানুক্রমে সজ্জিত প্রবাদের সংখ্যা —৩৪২৯]

৬ **প্রবাদ সংগ্রহ।** বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহিত। কানাইলাল ঘোষাল কর্তৃক সংগৃহীত। কলিকাতা ১২৯৭। পৃ ১-১৩৮। A Collection of Bengali and Hindi Proverbs, with Annotations, by Kanai Lal Ghoshal. Printed by Pitambar Bandyopadhyay at the Anglo-Sanskrit Press, No. 2 Nobabde Ostagar's Lane. Published by the Author, No. 14

Jugal Kishor Das's Lane. Calcutta 1890. Price with Postage 13 Annas.

[দেবনাগর অক্ষরে ছাপা কতকগুলি হিন্দী ও সংস্কৃত প্রবাদও আছে। এগুলি বাদ দিলে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত কেবল বাংলা প্রবাদের সংখ্যা আমাদের গণনায় মোট ১২১৮। উল্লিখিত সংগ্রহগুলিতে ধৃত প্রবাদের অতিরিক্ত খুব কমই প্রবাদ পাওয়া যায়। ব্যাখ্যা সামান্য ও সর্ব্বত্র ঠিক নয়। অনেক প্রসিদ্ধ প্রবাদের রূপও যথাযথ ভাবে দেওয়া হয় নাই]

৭ **বাঙ্গালা প্রবচন**। বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৯৩, ১২৯৮-১৩০০ (= ইং ১৮৮৬, ১৮৯১-৯৩)।

[ধারাবাহিক রূপে ও বর্ণানুক্রমে ১৫৯৩ সংখ্যক প্রবাদের সংগ্রহ। সঙ্কলয়িতার নাম নাই। অতিরিক্ত নূতন প্রবাদের সংখ্যা অল্প। ১২৯৭ সালের বামাবোধিনী পত্রিকায় (পৃ ২১৫-১৭) ১০২টি প্রবাদের পৃথক উল্লেখ আছে]

৮ **প্রবাদ-পুস্তক** [প্রবাদতত্ত্ব ও প্রবাদমালা]। শ্রীদ্বারকা নাথ বসু প্রণীত। কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র ১৮৯৩। ১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

[প্রবাদতত্ত্ব (প্রবন্ধ) পৃ ১-৪৮ ; প্রবাদমালা পৃ ৪৯-১৩১। প্রবাদগুলি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। সংখ্যা দেওয়া নাই ; আমাদের গণনায় মোট ২২৭১]

৯ **বাক্যবিন্যাস**। শ্রীযুত মথুরামোহন বিশ্বাসের দ্বারা বিরচিত। কলিকাতা ১২৫৫ সাল। (অন্য একটি সংস্করণ—১২৫৭ সাল)।

[প্রায় ২০০ সাধারণ প্রবচন লইয়া পাদপূরণ ছলে পয়ারাদি ছন্দে বাক্যরচনা। প্রবাদ-সংগ্রহ হিসাবে বিশেষ মূল্য নাই]

১০ **প্রবাদ পদ্মিনী**। শ্রীযুক্ত মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। চন্দননগর তারা প্রেসে শ্রীরামতারণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের তারিখ ক্রমান্বয়ে সন ১৩০৫ (= ইং ১৮৯৮) সাল, ৫ই বৈশাখ ও ২৭শে শ্রাবণ। পৃ ১১২ ও ১১৪। দুইখণ্ডেরই মূল্য ।৵০ আনা। তৃতীয় খণ্ড হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। সন ১৩০৯ (=ইং ১৯০২) সাল। পৃ ১২০। মূল্য ।/০ আনা।

[প্রবাদ-সংখ্যা : ১ম খণ্ডে—২২ ; ২য় খণ্ডে—২৬ ; ৩য় খণ্ডে—২৭ ; মোট ৭৫। মোট ১০৪ সংখ্যক প্রবাদের সহিত চারি খণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা গ্রন্থকার ভূমিকায় বিবৃত করিয়াছেন ; কিন্তু আমরা ৪র্থ খণ্ড দেখি নাই। ইহা পূর্ব্বোক্ত (৯) পুস্তকের ধরণে রচিত ; সংগ্রহ হিসাবে বইটির মূল্য অতি সামান্য। এইরূপ আর একটি রচনা হইতেছে চন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল রচিত ও চারি ভাগে প্রকাশিত 'প্রবাদ-পদ্ম' ; ইহার পৃথক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রবাদের সংখ্যা অল্প, গল্পের বহরই বেশি]

১১ **প্রবাদ-সংগ্রহ**। বঙ্গবাসী ১৩৩১ (=ইং ১৯২৪)। ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত।

[প্রবাদ সংখ্যা ৩৮০৮। সঙ্কলয়িতার নাম নাই। ইহার cuttings শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

১২ **বঙ্গীয় প্রবচনাবলী**। প্রবোধচন্দ্র মজুমদার সঙ্কলিত। উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি পত্রিকা, ২য় খণ্ড, ১২৯৯ সাল (=ইং ১৮৯২)। পৃঃ ২৩২-২৩৪।

[মাত্র ১০০ সংখ্যক প্রবচন সংগ্রহ]

১৩ **বাঙ্গালায় নারীর ভাষা**। লেখক—শ্রীসুকুমার সেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩৩শ ভাগ, ১৩৩৩ (=ইং ১৯২৬)।

[২০টি প্রবাদ উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে (পৃ ২৪৯-৫০) ; এগুলি গ্রন্থকারের নিম্নে ধৃত ইংরেজী রচনার মধ্যেও রহিয়াছে]

১৪ **Women's Dialect in Bengali.** By Dr. Sukumar Sen. Journal of the Department of Letters, Calcutta University, vol. xviii, 1928. Reprint, pp. 51-83.

[প্রবাদের সংখ্যা আমাদের গণনায় প্রায় ৩১০। ইংরেজী অনুবাদ ও কোন কোন স্থলে টিপ্পনী আছে। শেষে ২৫টি প্রবচন, অনুবাদের সহিত, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে]

১৫ **ছড়া**। ইন্দুবিকাশ বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। পঞ্চপুষ্প ১৩৩৭-৩৯ (=ইং ১৯৩০-৩২)।

[প্রবাদ-সংখ্যা মোট ৮০০]

১৬ **চল্‌তি রসের ছড়া**। 'কুড়ুনীর মা' সঙ্কলিত। মাতৃমন্দির, চৈত্র ১৩৩৩-বৈশাখ ১৩৩৪ (=ইং ১৯২৬-২৭)।

[প্রবাদ-সংখ্যা মোট ১৪২]

১৭ **পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলী শ্লোক**। যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত (প্রতিভা, ঢাকা, ১৩২০-২১) ও গোপীনাথ দত্ত (প্রতিভা, ঢাকা, ১৩২১-২৩) কর্ত্তৃক ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত (ইং ১৯১৩-১৬)।

[পরে ঢাকা সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকার (পৃ ১-৪৮) কোন পরিচয়-পত্র নাই এবং সংগ্রাহকের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। শেষে 'প্রথম খণ্ড সমাপ্ত' এইরূপ নির্দ্দেশ আছে; কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা নাই। প্রবাদগুলি বিষয় বা বর্ণের অনুক্রমে নয়, যদৃচ্ছাক্রমে সংগৃহীত। মোট সংখ্যা দেওয়া আছে—১০০৭]

১৮ **পল্লীসাহিত্যের কুড়ান মাণিক**। সংগ্রাহক ও পরিচায়ক —মোহম্মদ হানীফ পাঠান। পাঠন-কুটীর, বটেশ্বর, চন্দনপুর, ঢাকা। চৈত্র ১৩৪৩ (=ইং ১৯৩৬)। পৃ ৬০। মূল্য ।৵০ আনা।

[পূর্ব্ববঙ্গের ২৫৩টি প্রবাদের ব্যাখ্যা-সংবলিত সংগ্রহ]

১৯ **Hill Proverbs of the Inhabitants of Chittagong Hill Tracts**, by Captain T. H. Lewin. Calcutta 1873.

[এ পুস্তক আমরা দেখি নাই]

২০ **Some Chittagong Proverbs** compiled as an example of the Dialect of the Chittagong District. [Printed for Private Circulation]. Hare Press: Calcutta 1897. Pp. 86.

[সংক্ষিপ্ত ইংরেজী ভূমিকায় J. D. A. এই দস্তখত হইতে বুঝা যায় যে, ইহার সঙ্কলয়িতা হইতেছেন বঙ্গভাষানুরাগী J. D. Anderson সাহেব, যিনি চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরে কমিশনর হইয়াছিলেন। প্রবাদ সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে মোট ৩৫২। Captain Gurdon সাহেবের Assamese Proverbs-এর আদর্শে সঙ্কলিত]

২১ **চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য-ভেদ**। ডক্টর মহম্মদ এনামুল হক রচিত। কোহিনূর লাইব্রেরী, অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ১৯৩৫। মূল্য এক টাকা।

[পরিশিষ্টে (পৃ ৯৭-১২২) কিঞ্চিদূন এক হাজার চট্টগ্রামী প্রবাদ স্থানীয় ভাষায় বর্ণানুক্রমে দেওয়া হইয়াছে]

২২ **প্রবাদের আবাদ**। লেখক—কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। সৌরভ, পঞ্চদশ বর্ষ, ময়মনসিংহ, মাঘ ১৩৩৩-পৌষ ১৩৩৪ (=ইং ১৯২৬-২৭), পৃ ২ , ২৯, ৯১, ১৫৩, ১৯৪, ২৫৭, ২৮১।

[প্রধানতঃ ময়মনসিংহের ৪১২টি প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে]

২৩ **রঙ্গপুরে প্রচলিত প্রবাদ**। সঙ্কলয়িতা - শ্রীতারাশঙ্কর তর্করত্ন। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, অষ্টম ভাগ, ১৩২০ (=ইং১৯১৩)। পৃ ৪৩-৪৮।

[প্রবাদ-সংখ্যা মোট ৬৫। ক্রমশঃ প্রকাশ্য বলিয়া চিহ্নিত হইলেও পরে আর পত্রিকায় বাহির হয় নাই। প্রবাদগুলির সামান্য ব্যাখ্যাও আছে]

২৪ **পাবনা জেলায় প্রচলিত প্রবাদ বচন**। শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার সঙ্কলিত। প্রতিভা, ঢাকা, অগ্রহায়ণ ১৩২১ (=ইং ১৯১৪)। পৃ ৩৩৩-৩৪।

[মাত্র ৫৬টি প্রবাদ। ইহাও পূর্ব্বোক্ত সংগ্রহের মত ক্রমশঃ বলিয়া চিহ্নিত]

২৫ **সুবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান**। সপ্তম সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৩৬। চতুর্থ ভাগ, প্রবাদরূপে প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকাবলী, পৃ ১৪৬৩-৮০ ; পঞ্চম ভাগ, বাঙ্গালা প্রবাদ, পৃ ১৪৮১-১৫৮২।

[ব্যাখ্যা আছে। বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। প্রবাদ-সংখ্যা, আমাদের গণনায়, ৩২০১ ; কিন্তু অনেক প্রবাদ একাধিকবার বিভিন্ন বর্ণানুক্রমে দেওয়া হইয়াছে]

২৬ **আশুতোষ দেবের নূতন অভিধান**। কলিকাতা সন ১৩৪৪, ১৯৩৭ সাল। পরিশিষ্ট :

[প্রবচন-সংগ্রহ, সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসমেত, পৃ ১৪৯৫-১৫৫৭। অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বচনও ধরা হইয়াছে। আমাদের গণনায় প্রবাদ-সংখ্যা মোট ১৮৩০]

২৭ **সংক্ষিপ্ত প্রবাদ-রত্নাকর**। শ্রীসত্যরঞ্জন সেন। সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং, কলিকাতা ১৩৫৮। পৃ ৭,৩০০।

[ইহাতে প্রবাদ অপেক্ষা চল্‌তি কথা বেশি আছে। উদাহরণ ও তাৎপর্য্য সহিত প্রায় ১৫০০]

২৮ **কবিতা-রত্নাকর**। শ্রীনীলরত্ন হালদার সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীরামপুর ১৮৩০। পৃ ॥০ + ১৬৬।

[ইহাতে ২০৩টি প্রবাদরূপে প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোক ও নীতি-বাক্য বাংলা অনুবাদ সমেত সংগৃহীত হইয়াছে। জন মার্শমান লিখিত ইংরেজী ভূমিকা ও প্রবাদগুলির ইংরেজী অনুবাদও আছে]

২৯ **ডাকপুরুষের বচন**। ৺বক্রেশ্বর ন্যায়রত্ন সংগৃহীত। বেণী-মাধব দে এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত। ২৭।৫ তারক চাটার্জ্জির লেন, অক্ষয় প্রেস হইতে শ্রীনন্দলাল শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত। সন ১৩৩৫ (=ইং ১৯২৮) সাল। পৃ ১-৩১।

[ইহাই পুরাতন ডাকের বচনের একমাত্র প্রামাণিক সংগ্রহ]

৩০ **ডাকপুরুষের কথা**। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত উথরা গ্রাম নিবাসী শ্রীদুর্গাগতি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। রাণীগঞ্জ ইউনিভারস্থাল প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড। সন ১৩১১ (=ইং ১৯০৪)। পৃ ১-৬৮।

[ইহার প্রথম খণ্ড আমরা দেখি নাই। বর্ত্তমান পুস্তকে (দ্বিতীয় খণ্ডে) কতকগুলি প্রবাদ বর্ণানুক্রমে (পৃ ১-৩৫) ও কয়েকটি মাত্র পুরাতন ডাকের বচন (পৃ ৩৬-৪৪) দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে (পৃ ৪৫-৬৮) কৃষিসম্বন্ধীয় যাবতীয় খনার বচন ডাকপুরুষের কথা বলিয়া ধৃত হইয়াছে]

ডাকের কথা। ভোলানাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্র, কলিকাতা ১৩০৪ সাল। পৃঃ ১৮০ + ৭২ + ১৯০।

[ইহা প্রাচীন ডাকের বচন নয়। কোনও আধুনিক ডাক-পুরুষের বচন খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ইহা হইতে কোনও বচন আমাদের সংগ্রহে স্থান পায় নাই]

(খ) আলোচনা

১ প্রবাদ-সংগ্রহ, ভারতী ও বালক, চতুর্দ্দশ খণ্ড, ১২৯৭, পৃ ১৬৯।
[কানাইলাল ঘোষালের প্রবাদ-সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা]

২-৩ প্রবাদ-প্রসঙ্গ : শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার। ভারতী, ১৯শ খণ্ড, ১৩০২, পৃ ৫৬৪-৮ ; ২০শ খণ্ড, ১৩০৩, পৃ ৫২৬-৩২ ; ১৩০৫, পৃ ৫৬১-৬৭।

প্রবাদ-প্রসঙ্গ : শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়। ভারতী, ১৩০৪, পৃ ১৪৩-১৫১।

৪-৫ প্রবাদ প্রসঙ্গ : শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল। ভারতবর্ষ, ১৩২০ ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, পৃ ১৪০-৪৪।

ভারতচন্দ্র ও বাঙ্গালা প্রবচন : শ্রীহিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী। ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩৫৬, পৃ ২৯২।

৬-৭ প্রবাদ-বাক্য · আলোচনা। প্রবাসী, ১৩৩৪, ১ম খণ্ড, পৃ ৬৯, ২৬১, ৩৯২।

ভারতচন্দ্রের কবিতায় প্রবচন : শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রবাসী, ১৩৩৭, ২য় খণ্ড, পৃ ৫৯-৬০।

৮-৯ প্রবাদ-প্রসঙ্গ : শ্রীবিমলাচরণ লাহা। আর্য্যাবর্ত্ত, ৩য় বর্ষ, ১৩১৯, পৃ ১১২-১৪।

D. Guha : *Indian Culture*, xiii, 1946, Pp. 63-64.

১০ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রবচন : শ্রীমতী গোপা হেমাঙ্গী চৌধুরী। আশুতোষ কলেজ পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃ ৩৮।

খনার বচন

১ **খনার বচন**। মধুসূদন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। কলিকাতা ১৮৮৯।

২ **সানুবাদ জ্যোতিষরত্ন বা খনার বচন**। নং ৩১৯ অপার চিৎপুর রোড হইতে শরচ্চন্দ্র শীল দ্বারা সংগৃহীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা সন ১৩২৯ সাল।

৩ **সানুবাদ খনার বচন**। ১৯নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট হইতে শ্রীমহেন্দ্র নাথ কর কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা সন ১৩৩৬ সাল।

৪ **জীবনী ও মর্ম্মার্থ সহ খনার বচন**। বিদ্যারত্নোপাধিক পণ্ডিত সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। কার্ত্তিকচন্দ্র ধর ব্রাদারের সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী, ১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৩৬।

৫ **বরাহমিহির ও খনা**। শ্রীকালীমোহন বিদ্যারত্ন কর্তৃক সংগৃহীত। কার্তিকচন্দ্র ধর ব্রাদারের স্থলভ কলিকাতা লাইব্রেরী, ১০৪ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। নূতন সংস্করণ। আশ্বিন ১৩৩৩।

[উপরের নং ২ হইতে ৫ পর্য্যন্ত সংগ্রহগুলিতে যে খনার বচন ও তাহার ব্যাখ্যামূলক পদ্যানুবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহার ভাষা ও বচন-বিন্যাসের পার্থক্য অতি সামান্য]

৬ বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৩০১ সাল, 'বারমেসে' শীর্ষক প্রবন্ধে কতকগুলি কৃষিসম্বন্ধীয় খনার বচনের উল্লেখ ও আলোচনা আছে।

উল্লিখিত নং ৩০ ডাকপুরুষের বচন দ্বিতীয় খণ্ডেও কৃষিসম্বন্ধীয় খনার বচন দেওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রবাদ-সংগ্রহ

জগতের প্রবাদ-সাহিত্য বহুবিস্তৃত। নানা দেশ ও জাতির প্রবাদের প্রমাণপঞ্জী পাওয়া যাইবে নিম্নলিখিত পুস্তকে—

W. Bonser and T. A. Stephens: Proverb Literature. Glaisher; London 1930.

Selwyn Gurney Champion: Racial Proverbs, A Selection of the World's Proverbs. Routledge: London 1938.

ইংরেজি প্রবাদের বৃহত্তম সংগ্রহ (প্রমাণপঞ্জী সহিত) হইতেছে—

W. G. Smith: Oxford Dictionary of English Proverbs. Clarendon Press, 2nd Ed., Oxford 1936.

ভারতীয় প্রবাদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংগ্রহগুলি উল্লেখযোগ্য:

হিন্দী

T. Roebuck: A Collection of Proverbs and Proverbial Phrases in the Persian and Hindustanee Languages. Calcutta 1824.

J. G. M. Lane: A Collection of Hindustani Proverbs. Madras 1870.

S. W. Fallon: A Dictionary of Hindustani Proverbs. London and Benares 1886.

W. F. Johnson: Hindi Proverbs with English Translations. Allahabad 1898.

Gangadatta Upreti: Proverbs and Folklore of Kumaun Garhwal. Ludhiana 1894.

R. C. Temple: North Indian Proverbs, in *Folklore*, vol. 3, London 1885.

C. E. A. W. Oldham; The Proverbs of the People in a District (Shahabad) of Northern India, in *Folklore*, vol. 41, London 1930.

অসমীয়া

P. R. Gurdon: Some Assamese Proverbs. Assam Secretariat Printing Office: Shillong 1903.

গুজরাতী

Nasarvan Petit Jamshedji: Gujarati Proverbs. Bombay 1903.

মারাঠী

A. Manwaring: Marathi Proverbs. Oxford 1899.

Y. R. Date and C. G. Karve: মহারাষ্ট্র বাক্‌সম্প্রদায় কোশ। vol. i (অ-থ). Poona 1942. (In course of publication).

পাঞ্জাবী

R. C. Temple: Some Punjabi and other Proverbs in *Folklore*, vol. 11, London 1883.

R. Maconachie: Punjab Agricultural Proverbs. Delhi 1890.

C. F. Usborne: Punjab Lyrics and Proverbs. Lahore 1905.

Rai Bahadur Gangaram: Punjabi Agricultural Proverbs and their Scientific Significance. Lahore 1920.

সিন্ধী

Rochiram Gajumal: A Handbook of Sindhi Proverbs. Karachi 1895.

কাশ্মীরী

J. H. Knowles: A Dictionary of Kashmiri Proverbs and Sayings. Education Society Press: Bombay 1885.

তামিল

P. Percival: Tamil Proverbs. Second Edition: Madras 1874.

J. Lazarus: A Dictionary of Tamil Proverbs. Madras 1894.

H. Jensen: A Classified Collection of Tamil Proverbs. London 1897.

তেলুগু

M. W. Carr: Telugu and Sanskrit Proverbs.. Truebner: London 1868.

Do: A Selection of Telugu Proverbs. Madras 1869.

সিংহলী

N. Mendis: A Number of Singalese and European Proverbs. Colombo 1890.

A. Mendis Senanayaka Aratchy: A Collection of Sinhalese Proverbs, Maxims etc. Colombo (no date).

L. de Zoysa: Specimens of Sinhalese Proverbs, in *Journal of the Royal Asiatic Society*, Ceylon Branch, Colombo 1870-71.
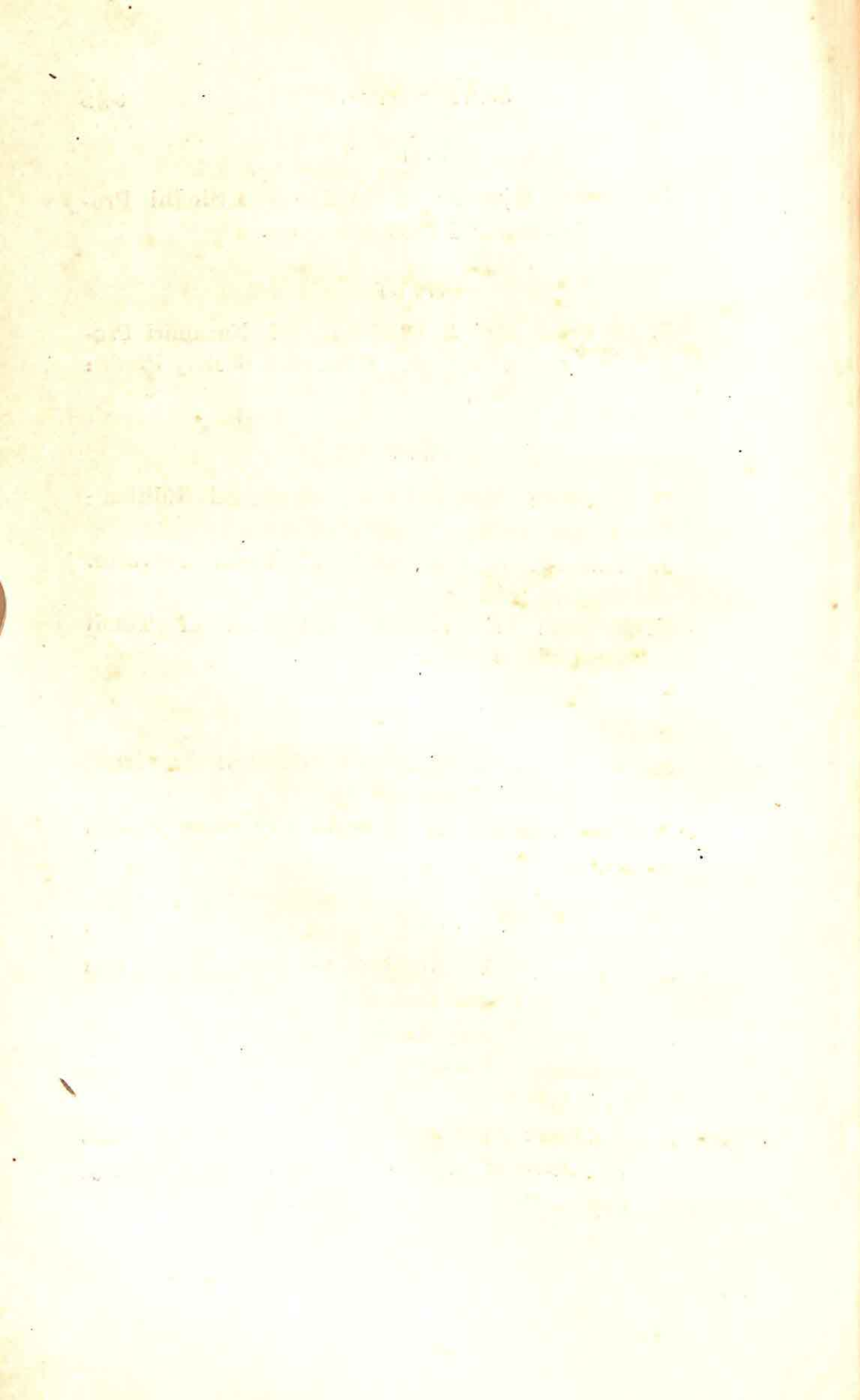
উদাহরণে উদ্ধৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম-সূচী

অক্ষয়চন্দ্র সরকার
- হেমচন্দ্র

অমৃতলাল বসু
- একাকার
- বাবু
- বিবাহ বিভ্রাট
- তাজ্জব ব্যাপার
- কালাপানি
- বৌমা
- গ্রাম্য বিভ্রাট
- নবযৌবন
- চোরের উপর বাটপাড়ি
- সাবাস্ বাঙ্গালী
- সাবাস্ আটাশ
- রাজা বাহাদুর
- ডিস্‌মিশ্
- বিজয় বসন্ত
- হীরক চূর্ণ
- কৃপণের ধন
- অবতার
- যাদুকরী
- বাহবা বাতিক
- সম্মতি-সঙ্কট
- তরুবালা
- খাস দখল

অশ্বঘোষ
- সৌন্দরনন্দ

আজু গোঁসাই

আলাওল
- পদ্মাবতী

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- কল্পতরু
- পাঁচু ঠাকুর
- ভারত-উদ্ধার (রাম শর্ম্মা)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
- কবিতাবলী

উদয়ন আচার্য্য
- আত্মতত্ত্ববিবেক

উইলিয়ম কেরী
- কথোপকথন

কবিকঙ্কণ (মুকুন্দরাম দ্রষ্টব্য)

কবিচন্দ্র (শঙ্কর চক্রবর্ত্তী)
- রামায়ণ

কমলাকান্ত (সাধক)
- পদাবলী

কাঙ্গাল হরিনাথ

কালিদাস
- মেঘদূত
- অভিজ্ঞানশকুন্তল
- কুমারসম্ভব

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ
- মিঠে কড়া

কালীপ্রসন্ন সিংহ
- হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা

কাশীরাম দাস
- মহাভারত

কৃত্তিবাস ওঝা
- রামায়ণ

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি (রসসাগর)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ
চৈতন্য-চরিতামৃত
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
নিয়তি
গিরিশচন্দ্র ঘোষ
প্রফুল্ল
বলিদান
বিল্বমঙ্গল
আবু হোসেন
সভ্যতার পাণ্ডা
বেল্লিক বাজার
জনা
ব্যায়সা কা ত্যায়সা
হারানিধি
আয়না
ভ্রান্তি
নসীরাম
মায়াবসান
গৃহলক্ষ্মী
শাস্তি কি শান্তি
পূর্ণচন্দ্র
শ্রীবৎসচিন্তা
রূপ-সনাতন
পাঁচ কনে
মলিনা-বিকাশ
মনের মতন
করমেতি বাই
নিমাই-সন্ন্যাস
মুকুল মুঞ্জরা
ভোট মঙ্গল
চণ্ড
বাসর
বিষাদ
শঙ্করাচার্য্য
তপোবল
বড়দিনের বকশিশ
গুণাঢ্য
কথাসরিৎসাগর (মূল)
গুণরাজ খান্
শ্রীকৃষ্ণবিজয়
গোপাল উড়ে
বিদ্যাসুন্দর (গান)
গোপীচন্দ্রের গান
গোপীচন্দ্রের পাঁচালী
গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত
গোবিন্দ অধিকারী
ঘনরাম চক্রবর্ত্তী
ধর্ম্মমঙ্গল
চণ্ডীদাস
পদাবলী
চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় বা
বৌদ্ধ গান ও দোঁহা
জ্ঞানদাস
পদাবলী
টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র)
আলালের ঘরের দুলাল
মদ খাওয়া বড় দায়
জাত রাখার কি উপায়
যৎকিঞ্চিৎ
অভেদী
আধ্যাত্মিকা
রামারঞ্জিকা
তারকচন্দ্র চূড়ামণি
সপত্নী নাটক

প্রমথনাথ শর্ম্মা

(ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

নববাবু বিলাস

নববিবি বিলাস

প্যারীচাঁদ মিত্র

(টেকচাঁদ ঠাকুর দ্রষ্টব্য)

প্যারীমোহন কবিরত্ন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দুর্গেশনন্দিনী

বিষবৃক্ষ

ইন্দিরা

দেবী চৌধুরাণী

সীতারাম

আনন্দমঠ

লোকরহস্য

কমলাকান্তের দপ্তর

বিবিধ প্রবন্ধ

বড়ু চণ্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

বলরাম দাস

পদাবলী

বাচস্পতি মিশ্র

ভামতী

বিজয় গুপ্ত

মনসামঙ্গল

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

বিদ্যাপতি

পদাবলী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের পাঁচালী

ভবভূতি

উত্তরামচরিত

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

অন্নদামঙ্গল

ভোলা ময়রা (কবিওয়ালা)

মধুসূদন কান

ঢপ সঙ্গীত

মধুসূদন দত্ত

মেঘনাদবধ

কৃষ্ণকুমারী

একেই কি বলে সভ্যতা

বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ

মনোমোহন বসু

মহাভারত (মূল)

মাণিক গাঙ্গুলি

ধর্ম্মমঙ্গল

মাণিকচন্দ্র রাজার গান

(গ্রিয়ার্সন সম্পাদিত)

মুকুন্দ দাস (যাত্রাওয়ালা)

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ

চণ্ডীমঙ্গল

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

প্রবোধচন্দ্রিকা

যজ্ঞেশ্বরী (কবিওয়ালা)

যোগেন্দ্রনাথ বসু

কৌতুককণা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিরকুমার সভা

শেষরক্ষা

মানসী

সোনার তরী

পঞ্চভূত

পলাতকা

গোরা

প্রয়োজনীয় শব্দের সূচী

[সংখ্যার দ্বারা প্রবাদের ক্রমসংখ্যা বুঝাইতেছে। বর্ণানুক্রমে সাজানো বলিয়া প্রবাদগুলির প্রথম শব্দ অনেক সময় ধরা হয় নাই; সুতরাং কোন শব্দ খুঁজিতে হইলে প্রথমে সেগুলি দেখিয়া লইয়া শব্দসূচী দেখিতে হইবে। প্রবাদে যতবার ব্যবহৃত যাবতীয় শব্দ সমস্তই ততবার সূচীতে লওয়া হয় নাই; কেবল যেগুলির দ্বারা কোন একটি প্রবাদ সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, সেই বিশিষ্ট বা প্রয়োজনীয় শব্দগুলি, key-words হিসাবে অথবা বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে, সূচীতে স্থান পাইয়াছে। ক্রিয়াপদগুলি সাধারণতঃ বাদ দেওয়া হইয়াছে। বিষয়ের পাঠান্তরের শব্দ দরকার মত (* চিহ্নিত করিয়া) চয়ন করা হইয়াছে। বিষয়ের অনুক্রমে সাজানো বলিয়া দ্বিতীয় পরিশিষ্টের অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক খনার বচনগুলি শব্দসূচীর জন্য এখানে ধরা হয় নাই]

সংশোধন

[সবিশেষ যত্নসত্ত্বেও দু'একটি লিখনের ত্রুটি বা মুদ্রণের ভুল রহিয়া গিয়াছে। আশা করা যায়, তাহার অধিকাংশই পাঠক স্বয়ং সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। যেগুলি চোখে পড়িয়াছে বা যেগুলি নিতান্ত অশুদ্ধ সেগুলি এখানে নির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে। কিছু কিছু বানান-বৈষম্যও ঘটিয়াছে, যাহা সকল সময় সম্পাদকের স্বেচ্ছাকৃত নয়। কলিকাতায় অবস্থিত ছাপাখানাতেও 'র' ও 'ড়' এবং চন্দ্রবিন্দু বিভ্রাট বিস্ময়কর হইলেও আজকাল প্রায় গা-সওয়া হইয়া যাইতেছে। আশা করি, তাহাতে বা অন্যবিধ বানানের অসঙ্গতিতে কোনও অসুবিধা বা বিষয়বস্তুর ক্ষুণ্ণতা হইবে না]

পৃষ্ঠা	প্রবাদ-সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮৪	১১১৪	তাই	তায়
২০৩	১৩৪২ (টিপ্পণী)	৮৮৭৭	৮৮৭৬
২২১	১৫৭৪	বাড়	বাড়ুই
২৩১	১৬৯২	গীত	গীত২
২৫১	১৯৩০	হাতি	হাতী
২৬৩	২০৬৯	রাঁাড়ী	রাঁড়ী
২৭৮	২২৬৮	রাগী	রাগীর
২৮০	২২৯৯	খোঁজে খোঁজে	খোঁজে-খাঁজে
২৯৭	২৫১০	নামে	নাম
৩১০	২৬৫১	কুকুর শোঁকা	কুকুরশোঁকা
৩৫২	৩১৫২	চোরে-থেকো	চোরে-খেকো
৩৫৫	৩১৬২ (টিপ্পণী)	পোঁদে	পা—পোঁদে
		২৫০৬	২৪৯৭
৩৯১	৩৬০৩ (টিপ্পণী)	পা =	পা—
৪১৯	৩৯৪৪	২৯৫১	২৯৫০

পৃষ্ঠা	প্রবাদ-সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৪১	৪২০০ (টিপ্পণী)	৮৮৮৮	৮৮৮৯
৪৮১	৪৭০৫ সংখ্যার পরে	৮	১০
৪৯১	৪৮৩১ প্রথম লাইন	হরি	হর
৫২৬	৫২৯২ সংখ্যার পরে	৩২৮৫	৩২৮৩
৫৪৫	৫৫২৬	যাতিনীপানা	যতিনীপানা
৫৮২	৫৯৮৭	বেজ[১]	বজ
৫৯৯	৬২১৫ সংখ্যার পরে	৪৩৮৭	৭৭
৬১৬	৬৪১৫ সংখ্যার পরে	৯৯৯	[illegible]
৬৩৩	৬৬৫৪	মনের	[illegible]
৬৪৩	৬৭৯১ (টিপ্পণী)	৬৭৮৬	৬৭
৬৮৭	৭৪০৯ (টিপ্পণী)	২৮৯৭	১৮৯
৭৮১	৮৫৯২ (টিপ্পণী)	৮৩৫৪	৮৩৪৯
৮০০	৮৮৩২	হেঁদী কয় পেঁদীকে —বোঝা লো,	হেঁদী কয়ে [illegible] বুঝালো,
৮২৯	৪৯ (টিপ্পণী)	৮৮০৯	৮৯০৯

বাংলা প্রবাদ